কালিকাপুরাণম্

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিতম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

আচার্য্য ৺পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত-কালিকাপুরাণমবলম্ব্য

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
কার্ত্তিক, ১৩৬৬

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : আর. সাহা, প্যাট্রিয়ট প্রেস : ৭৬/২ বিধান সরণী, (ব্লক কে ওয়ান) কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পুরাণ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্বদ্‌গণ বহুবিধ মত পোষণ করেন। পুরাণের মধ্যে বহু পাঠভেদ দেখিয়া তাহারা পুরাণের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ঐ সন্দেহ নিরাকরণের উপায় নির্ধারণ করিতে হইলে, পূর্ব্ব-সূরিগণ যে যে পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহাই প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ কেবলমাত্র সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকিলে—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' এই পর্য্যায়ে পড়িতে হইবে। বহু অতীত কালের লিখিত গ্রন্থের প্রকৃত সর্ববাদি-সম্মত নিঃসংশয় স্বরূপ নির্ধারণ এখন আর সম্ভবপর নহে। এজন্য 'শিষ্টপরিগৃহীত' ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বহুবিধ বহুমূল্য সম্পদ নিহিত আছে। কালিকাপুরাণ সেইরূপ একখানি পুরাণ—যাহার প্রয়োজন বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অপরিহার্য্য।

[কালিকাপুরাণের বৈশিষ্ট্য]

ইহাতে পৌরাণিক উপাখ্যান—যাহা অন্য পুরাণেও পাওয়া যায় তাহা ব্যতীত—মন্ত্রোপদেশ (৫২ অঃ), মণ্ডল নির্ম্মাণ (৫৩ অঃ), পূজাপরিপাটি (৫৪ অঃ), বলিদান (৫৫ অঃ), কালীকবচ (৫৬ অঃ), দেবীতন্ত্র (৫৮ অঃ), কাত্যায়নীর আবির্ভাব (৬০ অঃ) এবং রাম রাবণের যুদ্ধ শ্রীদুর্গার প্রবর্ত্তনা, দেবীপূজার কর্ত্তব্যতা (৬১ অঃ), কামাখ্যা বিবরণ (৬২ অঃ), কামাখ্যা পূজা ও ত্রিপুরাতন্ত্র (৬৩ অঃ), কামেশ্বরীতন্ত্র (৬১ অঃ), শারদাতন্ত্র (৬৫ অঃ), নমস্কার ও মুদ্রা-কথন (৬৬ অঃ), ত্রিপুরামন্ত্র-রহস্য (৭৫ অঃ) প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত আছে।

[কালিকাপুরাণের প্রামাণিকত্ব]

কালিকাপুরাণ উপপুরাণ মধ্যে গণিত। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্বে কূর্ম্মপুরাণের প্রমাণ উল্লেখে—উপপুরাণের তালিকামধ্যে 'কালিকা-হ্বয়মেব চ' বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ উপপুরাণ হইলেও ভারতীয় পূজাপদ্ধতির অনুষ্ঠানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা তিনটি ধারায় প্রবাহিত। (১) বৃহন্নন্দিকেশ্বর, (২) দেবী-পুরাণ ও (৩) কালিকাপুরাণ—এই তিনটি পুরাণ অনুসারে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

১। কূর্ম্মপুরাণে ১৮ খানি উপপুরাণের তালিকায় কালিকাপুরাণের সংখ্যা—দ্বাদশ।

২। নিত্যাচার পদ্ধতিতেও কালিকাপুরাণের সংখ্যা—দ্বাদশ।

৩। কূর্ম্মপুরাণের প্রমাণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য উদ্ধৃত—কালিকাপুরাণ-সংখ্যা—দ্বাদশ।

৪। কূর্ম্মপুরাণের প্রমাণ মিত্রমিশ্র সঙ্কলিত বীর মিত্রোদয়ে কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ।

৫। কূর্মপুরাণ হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিতে (প্রথম খণ্ড) উল্লিখিত কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ।

৬। কূর্মপুরাণ হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ।

৭। কূর্মপুরাণ শব্দকল্পদ্রুমে উল্লিখিত কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ।

৮। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সৌর সংহিতায় উপপুরাণ তালিকা মধ্যে দ্বাদশ সংখ্যায় কালিকাপুরাণ উল্লিখিত।

৯। স্কন্দপুরাণ রেবা খণ্ডে উল্লিখিত উপপুরাণ সংখ্যা মধ্যে কালিকাপুরাণ —দ্বাদশ।

১০। স্কন্দপুরাণে রেবা মাহাত্ম্যে উপপুরাণ সংখ্যা মধ্যে কালিকাপুরাণ— দ্বাদশ।

১১। স্কন্দপুরাণ প্রভাস খণ্ডে উল্লিখিত উপপুরাণ সংখ্যায় কালিকাপুরাণ —দ্বাদশ।

১২। স্কন্দপুরাণ (সূত-সংহিতায়, শিবমাহাত্ম্য খণ্ডে) কালিকাপুরাণ সংখ্যা —দ্বাদশ।

১৩। গরুড়পুরাণে উল্লিখিত উপপুরাণ তালিকায় কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ।

১৪। পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ডে) উপপুরাণ তালিকায় কালিকাপুরাণ— দ্বাদশ।

১৫। দেবীভাগবতে ঐ তালিকায় কালিকাপুরাণ—দশম।

১৬। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ঐ তালিকায় কালিকাপুরাণ—নবম।

১৭। পরাশর উপপুরাণে ঐ তালিকায় কালিকাপুরাণ—দ্বাদশ।

১৮। বিষ্ণু মাহাত্ম্য (বৃহৎ ঔশনস উপপুরাণ) মধ্যে কালিকাপুরাণ সংখ্যা —দশম।

১৯। বীর মিত্রোদয়ে উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে কালিকাপুরাণ সংখ্যা— একাদশ।

২০। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মধ্যে (গোপালদাস উদ্ধৃত) কালিকাপুরাণ সংখ্যা —দ্বাদশ।

২১। মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থানভেদ গ্রন্থে পদ্যাকারে উপপুরাণ তালিকা মধ্যে কালিকাপুরাণ সংখ্যা—দ্বাদশ।

২২। একাম্রপুরাণ মধ্যে উল্লিখিত উক্ত তালিকা মধ্যে কালিকাপুরাণ সংখ্যা —নবম।

২৩। বারুণোপপুরাণে উল্লিখিত দ্বাদশ সংখ্যক কালিকাপুরাণ।

(ডঃ আর. সি. হাজরা এম. এ. মহোদয় কৃত 'Studies in the Upapuranas' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।)

[কালিকাপুরাণের কাল বিচার]

হেমাদ্রির সময় হইতে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত ভারতের নিবন্ধকারগণ কালিকাপুরাণকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন মহাপুরাণে ও উপপুরাণে কালিকাপুরাণ অন্যতম উপপুরাণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। উপরি লিখিত তালিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কালিকাপুরাণ উপপুরাণ হইলেও

মহাপুরাণ দ্বারা এবং নিবন্ধকারগণের দ্বারা পরিগৃহীত। ইহাই কালিকা-পুরাণের প্রামাণিকতার নিদর্শন।

ভারতে প্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধ যত আছে—তাহার আকর স্থান হেমাদ্রি; হেমাদ্রি কালিকাপুরাণের বহুবচন উদ্ধৃত করায় এবং তাঁহার উল্লিখিত উপপুরাণ মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে কালিকাপুরাণের স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহা যে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশেষতঃ এই পুরাণের বচনানুসারে শিষ্ট সমাজে বহু পূজাদির অনুষ্ঠান বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং কালিকাপুরাণ শিষ্টসমাজে পরিগৃহীত হওয়ায় ইহার প্রামাণ্য অব্যাহত। কতিপয় মহাপুরাণের মধ্যে কালিকাপুরাণের নাম উল্লিখিত হওয়ায় ইহা যে মহাপুরাণের মতই প্রামাণিক এবং মহাপুরাণের কাল সহ সমকালীন ইহাও বলিতে পারা যায়।

[কালিকাপুরাণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য]

বঙ্গদেশে শ্রীদুর্গার ধ্যানমন্ত্র যাহা প্রচলিত আছে—তাহা কালিকাপুরাণের (৫৯ তম অধ্যায়ে—'জটাজূট-সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্' ইত্যাদি অল্প কিছু পাঠভেদ সহিত সমগ্র মন্ত্র উল্লিখিত আছে। এই পুরাণানুসারে যে বীজ মন্ত্রে পূজা করা হয়, তাহাও বিপরীত দিক্ হইতে মন্ত্রটি বর্ণিত হইয়াছে। (৬১ অঃ ২৪।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

[লঙ্কায় শ্রীদুর্গাপূজা]

এই পুরাণের ষষ্টিতম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, লঙ্কায় রাম রাবণের যুদ্ধের প্রবর্ত্তনা শ্রীদুর্গা অন্তর্হিতা থাকিয়া প্রদান করিয়াছিলেন।

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা॥
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা।
তত্র তত্র মহাদেবী তদা তৌ রামরাবণৌ।
যুদ্ধে নিযোজয়ামাস স্বয়মন্তর্হিতাম্বিকা।
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ জগ্ধ্বা সা মাংসশোণিতে।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সপ্তাহং সা ন্যযোজয়ৎ॥ (২৪-৩০ শ্লোক)

* * * *

তাবত্তু সপ্তরাত্রাণি সৈব দেবৈঃ সুপূজিতা।
নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ।
ততঃ সম্প্রেষিতা দেবী দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ॥ (৩১-৩২)

পূর্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালে (দক্ষিণায়ন দেবদেবীগণের রাত্রি) এই মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেবী জাগরিতা হইয়া রাবণের বাসভূমি লঙ্কায় যেখানে রাম অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া অম্বিকা স্বয়ং অন্তর্হিতা থাকিয়া রাম ও রাবণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

ঐ যুদ্ধে রাক্ষস ও বানরগণের মাংস ও শোণিত ভক্ষণ করিয়া রাম রাবণের যুদ্ধ সপ্তাহকাল স্থায়ী করিয়াছিলেন। * * * * সেই সপ্তরাত্রি সমুদয় দেবগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। রাবণ নিহত হইলে নবমীতে পিতামহ ব্রহ্মা নিখিল দেবগণের সহিত দেবীর বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর দশমীতে সেই দেবী ভগবতী শাবরোৎসবের সহিত বিসর্জিতা হইয়াছিলেন।

এই প্রমাণানুসারে এখনও ভারতের বহুস্থানে শ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব প্রকরণে কালিকাপুরাণের বহুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে,—বাল্মীকি রামায়ণে দুর্গাপূজার কোনও উল্লেখ না থাকায় কালিকাপুরাণে পরবর্ত্তিকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মদীয় পূজ্য-পাদ পিতৃদেব মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া একটি নিবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন এবং তাহাতে বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে (৮৩ ৩৪)—

স সম্প্রেঙ্ক্ষ্য ধনুষ্পাণির্মায়াযোগমরিন্দমঃ।
তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ॥

মায়া শব্দে দুর্গা এবং ব্রহ্মবিধানের কথা উল্লেখ থাকায় কালিকাপুরাণের বচনের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। বাল্মীকি রামায়ণ অতি প্রাচীন এবং শ্লোকটির যথাযথ ব্যাখ্যা না হওয়ায় লোকের অজ্ঞাত হইয়াই আছে। এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয় দীর্ঘনিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমার ভূমিকা লিখনবিষয়ে মদীয় কনিষ্ঠাত্মজ শ্রীমান কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য্য এম এ, অকুণ্ঠচিত্তে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। আমার অশীতিপর এই বৃদ্ধাবস্থায় সহায়তা না পাইলে কার্য্য সুসম্পন্ন করা অশেষ কষ্টকর হইত। এজন্য শ্রীমানকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

এই গ্রন্থের প্রুফ্ দেখা এবং আবশ্যক ত্রুটী সংশোধনের কার্য্যে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিজনবিহারী গোস্বামী এম-এ, কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণব-দর্শন-বেদান্ততীর্থ-ভাগবতশাস্ত্রী যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন; তজ্জন্য তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যাহা হউক, কালিকাপুরাণ শ্রীজগদম্বার কৃপায় প্রকাশিত হইতে চলিল। আজ বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে, নবভারত পাবলিশার্স এই বৃহৎ কার্য্য হাতে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীভগবতীর অমোঘ করুণায় এই প্রকাশনীর অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সূচীপত্র

———

কালিকাপুরাণম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যদ্‌যোগিভির্ভবভয়ার্ত্তিবিনাশযোগ্য-
মাসাদ্য বন্দিতমতীববিবিক্তচিত্তৈঃ ।
তদ্বঃ পুনাতু হরিপাদসরোজযুগ্ম-
মাবির্ভবৎক্রমবিলঙ্ঘিতভূর্ভুবঃস্বঃ ॥ ১
সা পাতু বঃ সকলযোগিজনস্য চিত্তে-
ঽবিদ্যাতমিস্রতরণির্যতিমুক্তিহেতুঃ ।
যা চাস্য জন্তুনিবহস্য বিমোহিনীতি
মায়া বিভোর্জনুষি শুদ্ধকুবুদ্ধিহন্ত্রী ॥ ২
ঈশ্বরং জগতামাদ্যং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্ ।
নিত্যজ্ঞানময়ং বক্ষ্যে পুরাণং কালিকাহ্বয়ম্ ॥ ৩
মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠং স্থিতং হিমবদন্তিকে ।
মুনয়ঃ পরিপপ্রচ্ছুঃ প্রণম্য কমঠাদয়ঃ ॥ ৪

নারায়ণ ও নর (বদরিকাশ্রমের দুই ঋষি) এবং নরোত্তম (বিষ্ণু) দেবী ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় (সংসার জয়কারী পুরাণাদি) গ্রন্থ পাঠ করিবে।

কামদেবের জন্ম।

অতীব পবিত্রচিত্ত যোগিগণ ভবভয় ও ভবরোগ বিনাশের যোগ্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া বন্দনা করেন, যিনি পদবিক্ষেপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোক অধিকার করিয়াছিলেন, সেই হরিপাদপদ্মযুগল আবির্ভূত হইয়া তোমাদিগকে পবিত্র করুন। ১

যিনি সকল যোগিজনের চিত্তস্থিত অবিদ্যা-তিমির-বিনাশে সূর্য্য-রূপিণী ও যতিগণের মুক্তির হেতু হইয়া থাকেন, যিনি নিখিল জীবকে মোহিত করেন বলিয়া বিষ্ণুমায়া নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি জন্মে শুদ্ধ (মানবগণের) কুমতি দূর করেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ২

নিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, জগতের আদি সেই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কালিকা (নামক) পুরাণ বলিতেছি। ৩

(একদা) কমঠাদি মুনিগণ হিমালয় সন্নিধানে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বতঃ।
বেদান্ সর্ব্বাংস্তথা সাঙ্গান্ সারভূতং প্রমথ্য চ ॥ ৫
সর্ব্ববেদেষু শাস্ত্রেষু যো যো নঃ সংশয়োঽভবৎ।
স স চ্ছিন্নস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ সবিত্রেব তমশ্চয়ঃ ॥ ৬
জৈবাতৃকাগ্র্য ভবতঃ প্রসাদাদ্দ্বিজসত্তম।
নিঃসংশয়া বয়ং জাতা বেদে শাস্ত্রে চ সর্ব্বশঃ ॥ ৭
কৃতকৃত্যা বয়ং ব্রহ্মংস্ত্বত্তোঽধীত্য সমন্ততঃ।
সরহস্যং ধর্ম্মশাস্ত্রং যদবাদি স্বয়ম্ভুবা ॥ ৮
ভূয়স্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামো হরং কালী পুরা কথম্।
মোহয়ামাস যতিনং সতীরূপেণ চেশ্বরম্ ॥ ৯
সর্ব্বদা ধ্যাননিলয়ং যমিনং যতিনাং বরম্।
সঙ্ক্ষোভয়ামাস কথং সংসারবিমুখং হরম্ ॥ ১০
সতী বা কথমুৎপন্না দক্ষদারেষু শোভনা।
কথং হরো মনশ্চক্রে দারগ্রহণকর্ম্মণি ॥ ১১
কথং বা দক্ষকোপেণ ত্যক্তদেহা সতী পুরা।
হিমবত্তনয়া জাতা ভূয়ো বা কথমাগতা ॥ ১২
কথমর্দ্ধশরীরং সাহরৎ স্মররিপোঃ পুনঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম ॥ ১৩
নান্যোঽস্তি সংশয়চ্ছেত্তা ত্বৎসমো ন ভবিষ্যতি।
যথা জানীম বিপ্রেন্দ্র তৎ কুরুষ্বৈতদাত্মবিৎ ॥ ১৪

ভগবন্। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ষড়ঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ মন্থন করিয়া তাহার সারাংশ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সমস্ত বেদে ও (অন্যান্য) শাস্ত্রে আমাদের যে যে সংশয় ছিল, হে ব্রহ্মণ্। সূর্য্য যেমন তমোজাল বিদূরিত করেন, সেইরূপ আপনি আমাদের সেই সেই সন্দেহ দূর করিয়াছেন। ৫-৬

হে চিরজীবী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রসাদে আমরা বেদে ও সকল শাস্ত্রে নিঃসংশয় হইয়াছি। ৭

হে ব্রহ্মন্। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত সেই ধর্মশাস্ত্র, রহস্য (গূঢ়তত্ত্ব) সহিত আদ্যোপান্ত আপনার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। ৮

পুনরায় আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, পুরাকালে কালী সংযমী মহেশ্বর শিবকে কিরূপে সতীরূপে মোহিত করিয়াছিলেন? যিনি সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠ সংসার বিমুখ সংযত সেই যতিবর হরকে কিরূপে বিচালিত করিয়াছিলেন? সুশোভনা সতী দক্ষপত্নীতে কিরূপে উৎপন্না হইলেন এবং কেমন করিয়া শিব তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন? পুরাকালে সতীই বা কি হেতু দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়ের কন্যা হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কেন? এবং পুনরায় কামরিপু শিবের অর্দ্ধশরীরভাগিনী হইলেন কেন? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করুন। আপনার মত সংশয় দূর করিতে অন্য কেহ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মম।
পুণ্যং শুভকরং সম্যগ্ জ্ঞানদং কামদং পরম্ ॥ ১৫
এতদ্‌ব্রহ্মা পুরোবাচ নারদায় মহাত্মনে।
পৃষ্টস্তেন ততঃ সোঽপি বালখিল্যেভ্য উক্তবান্ ॥ ১৬
বালখিল্যা মহাত্মানস্তত আচক্ষিরে পুনঃ।
যবক্রীতায় মুনয়ে স প্রোবাচাসিতায় চ ॥ ১৭
অসিতো মে সমাচষ্ট এতদ্বিস্তরতো দ্বিজাঃ।
অহং বঃ কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ॥ ১৮
প্রণম্য পরমাত্মানং চক্রপাণিং জগৎপতিম্।
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় সদসদ্ব্যক্তিরূপিণে।
স্থূলায় সূক্ষ্মরূপায় বিশ্বরূপায় বেধসে ॥ ১৯
নিত্যায় নিত্যজ্ঞানায় নির্ব্বিকারায় তেজসে।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥ ২০
নির্ম্মলায়োর্ম্মিষট্‌কাদিরহিতায় বিরাগিণে।
ব্যাপিনে বিশ্বরূপায় সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে ॥ ২১
যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ বেদান্তান্তর্গচিন্তকৈঃ।
অন্তরন্তঃ পরং জ্যোতিঃস্বরূপং প্রণমামি তম্ ॥ ২২

নাই এবং কেহ হইবেনও না। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় যাহাতে আমরা জানিতে পারি, হে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিপ্রশ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা করুন।* ৯-১৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন ;—সেই সাতিশয় গোপনীয়, বাঞ্ছাকল্পতরু, জ্ঞানজনক পরম পবিত্র মঙ্গলকর আখ্যান আজ মুনিমণ্ডলী সকলে শ্রবণ করুন। ১৫

পূর্ব্বে ব্রহ্মা, মহাত্মা নারদকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করেন। অনন্তর, সেই নারদও বালখিল্যগণসকাশে তৎসমস্ত কীর্ত্তন করেন। ১৬

তৎপরে বালখিল্য মুনিগণ, আবার যবক্রীত মুনিকে বলেন। তিনি আবার অসিত ঋষির নিকটে ব্যক্ত করেন। ১৭

হে দ্বিজগণ! অসিত ঋষি আমাকে ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। পরমাত্মা জগদীশ্বর চক্রপাণিকে প্রণাম করিয়া এই পুরাতন উপাখ্যান আমি তোমাদিগের নিকট বলিতেছি। ১৮

যিনি ব্যক্ত অব্যক্ত সৎ অসৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও জ্ঞান অজ্ঞানরূপে বিরাজমান, যিনি নিত্য, নিত্যজ্ঞানরূপী, নির্ব্বিকার, চৈতন্যময়, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য এই ছয়টি ভীষণ তরঙ্গ যাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারী হইয়াও উদাসীন ; সেই কালরূপী সর্ব্বব্যাপক জগন্নিবাস বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম। ১৯-২১

বেদবেদাঙ্গ বেত্তা যোগিগণ যাঁহাকে চিন্তা করেন ; সেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরম জ্যোতির্ম্ময়কে প্রণাম করি। ২২

---

* "তৎ কুরুষ্ব সদার্থবৎ" এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ ;—আমরা যাহাতে তাৎপর্য সমেত ইহা বুঝিতে পারি, আপনি সর্ব্বদা তাহা করুন।" "তৎকুরুষ্বেহদ্যাত্মবিৎ" এই পাঠানুসারে অনুবাদ করিয়াছি।

তমেবারাধ্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ সকলাঃ সুরাসুরনরাদিকাঃ॥ ২৩
সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ দক্ষপ্রমুখান্ স যথাবিধি।
মরীচিমত্রিং পুলহং তথৈবাঙ্গিরসং ক্রতুম্॥ ২৪
পুলস্ত্যঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদঞ্চ প্রচেতসম্।
ভৃগুঞ্চ মানসান্ পুত্রান্ যদা দশ সসর্জ্জ সঃ।
তদা তন্মনসো জাতা চারুরূপা বরাঙ্গনা।
নাম্না সন্ধ্যেতি বিখ্যাতা সায়ং সন্ধ্যাং যজন্তি যাম্॥ ২৫*
ন তাদৃশী দেবলোকে ন মর্ত্ত্যে ন রসাতলে।
কালত্রয়েঽপি ভবিতা সম্পূর্ণগুণশালিনী॥ ২৬
নিসর্গচারুনীলেন কচভারেণ রাজতে।
ময়ূরীব বিচিত্রেণ বর্ষাসু দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২৭
আবক্তগৌরমলিনমাকর্ণান্তং তথালকৈঃ।
রেজে সুরাধিপধনু-শ্চারুবালেন্দুসন্নিভম্॥ ২৮
প্রফুল্লনীলনলিন-শ্যামলং নয়নদ্বয়ম্।
চকাশে চকিতায়াস্তু কুরঙ্গ্যাঃ সদৃশং চলম্॥ ২৯
নিসর্গচঞ্চলং চারু ভ্রূযুগ্মং শ্রবণায়তম্।
মীনাঙ্ককোদণ্ডসমং নীলং তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩০

ভগবান্ লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনাফলেই সুরাসুর-নর-প্রভৃতি যাবতীয় প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ২৩

বিধাতা, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া যখন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মানব পুত্র সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার মন হইতে, এক পরম রূপবতী উত্তম রমণী আবির্ভূত হন। তিনি সন্ধ্যা নামে বিখ্যাত। এই সন্ধ্যাই সায়ংকালে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ২৪-২৫

তাদৃশ সম্পূর্ণ-গুণ-শালিনী রমণী, তৎকালে স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে ছিল না, তৎপূর্ব্বে বা পরেও হয় নাই, হইবেও না। ২৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সন্ধ্যা স্বভাব সুন্দর সুনীল কুন্তলভাবে বর্ষাকালীন ময়ূরীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ২৭

ইঁহার আকর্ণবিলম্বী অলকগুচ্ছ-শোভিত আপাটল ললাটদেশ, ইন্দ্রধনু বা নবীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইল। ২৮

চকিত হরিণীনয়নবৎ চঞ্চল, প্রফুল্ল-নীল-কমল-সন্নিভ তদীয় নয়নযুগল বড়ই শোভা পাইল। ২৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাঁহার স্বভাব-চপল আকর্ণবিস্তৃত পরম রমণীয় ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগল মদনশরাসনের সদৃশ। ৩০

---

* ১। "সায়ংসন্ধ্যাং যজন্তি যাং'।
২। "সায়ংসন্ধ্যা জয়ন্তিকা"।
৩। 'সায়ংসন্ধ্যা বরাস্তিকা" এই তিন প্রকার পাঠ আছে। আমরা মূলে প্রথমোক্ত পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছি। "ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্টা সায়ংসন্ধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী" ইহা ২ পাঠের অর্থ। "এই সন্ধ্যা দক্ষ প্রভৃতির জ্যেষ্ঠা ভগিনী তুল্য" ইহা ৩ পাঠের অর্থ।

ভ্রূমধ্যাধোনিম্নভাগাদায়তপ্রাংশুনাসিকা।
লাবণ্যানি দ্রবন্তীব ললাটাত্তিলপুষ্পবৎ ॥ ৩১
তদ্বক্তং শোণপদ্মাভ-পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
বিম্বাধরারুণিম্নাভিরেজে রাগি মনোহরম্ ॥ ৩২
সৌন্দর্য্যলাবণ্যগুণৈরাপূর্ণং বদনং পুনঃ।
অভিতশ্চিবুকং যাতুমুদ্যতাবিব তৎকুচৌ।
রাজীবকুড্মলাকারৌ পীনোত্তুঙ্গৌ নিরন্তরৌ।
শ্যামাস্যৌ তৎকুচৌ বিপ্রা মুনীনামপি মোহনৌ ॥ ৩৩
বলিভাজি ক্ষীণমধ্য-মুষ্টিগ্রাহ্যমিবাংশুকম্।
তন্মধ্যং দদৃশুঃ সর্ব্বে শক্তিতুল্যং মনোভুবঃ ॥ ৩৪
তস্যাশ্চোরুযুগং রেজে স্থূলোর্দ্ধং করভায়তম্।
আনমদ্বারণকরপ্রতিমং মৃদুমন্থরম্ ॥ ৩৫
স্থলাম্বুজারুণং পাদযুগ্মং সৎপার্ষ্ণিবাজিতম্।
অঙ্গুলীদলসঙ্কীর্ণং কুসুমায়ুধবাণবৎ ॥ ৩৬
তাং চারুদর্শনাং তন্বীং তনুরোমাবলীবৃতাম্।
সস্মেরবদনাং দীর্ঘনয়নাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৩৭
চারুকর্ণযুগাং কান্তাং ত্রিগম্ভীরাং ষড়ুন্নতাম্।
দৃষ্ট্বা ধাতা সমুত্থায় চিন্তয়ামাস হৃদ্গতম্ ॥ ৩৮
দক্ষাদয়স্তে স্রষ্টারো মরীচ্যাদ্যাস্তু মানসাঃ।
দধ্যুঃ সমুৎসুকাঃ সর্ব্বে তাং দৃষ্ট্বা বরবর্ণিনীম্ ॥ ৩৯

তিলকুসুম-সদৃশ তদীয় নাসিকা ভ্রূমধ্যের অধোদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে আয়ত ও উন্নত। বুঝি ললাটের লাবণ্যই আধিক্যবশতঃ তথা হইতে বিগলিত হইয়া নাসিকা রূপে পরিণত হইয়াছিল। ৩১

কোকনদপ্রভ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কামিজন-মনোহর তদীয় বদনমণ্ডল বিম্বফলসম অধরোষ্ঠের অরুণকান্তিযোগে নিরতিশয় শোভা পাইতেছিল। ৩২

যাহার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যগুণে বদনমণ্ডলের পরিপূর্ণতা,—চিবুকের নিকট আসিবার জন্যই যেন তদীয় স্তনযুগলের উদ্যম। হে বিপ্রগণ! তাঁহার সেই কমলকলিকাকৃতি, উত্তুঙ্গ পীবর পরস্পরসংসক্ত শ্যামাগ্র স্তনযুগল দেখিলে মুনিরাও মোহিত হইতেন। ৩৩

তাঁহার ত্রিবলি-শোভিত ক্ষীণ কটিদেশ, বসনের ন্যায় মুষ্টি-গ্রাহ্য। তাঁহার কটিদেশকে সকলেই কামদেবের শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিল। ৩৪

করভ-কর-প্রমাণ আনত করিকর-সদৃশ স্থূল-মূল মন্থরগমনোপযোগী তদীয় সুকোমল উরুযুগল দীপ্তি পাইয়াছিল। ৩৫

ফুল্লকমলারুণ সুন্দরপার্ষ্ণি-বিরাজিত তদীয় চরণদ্বয় কুসুম-শর-শরনিকর-সদৃশ অঙ্গুলীদলে সমধিক শোভমান হইয়াছিল। ৩৬

সেই চারুদর্শন তনুলোমাবলি বিরাজিতা কৃশাঙ্গী স্মেরবদনা বিশালনয়না চারুহাসিনী, রমণীয় শ্রুতিপুটশালিনী সুলক্ষণা সুন্দরীকে দেখিয়া বিধাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

সেই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ সকলেই নিতান্ত ঔৎসুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ৩৯

কিং কর্ম্মাস্যা ভবেৎ সৃষ্টৌ কস্য বা বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যতীতি তে সর্ব্বে চিন্তয়ামাসুরুৎসুকাঃ ॥ ৪০
এবং চিন্তয়তস্তস্য ব্রহ্মণো মুনিসত্তমাঃ।
মনসঃ পুরুষো বন্ধুরাবির্ভূতো বিনিঃসৃতঃ ॥ ৪১
কাঞ্চনীচূর্ণপীতাভঃ পীনোরস্কঃ সুনাসিকঃ।
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘো নীলবেল্লিতকেশরঃ।
লগ্নভ্রূযুগলো লোলঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ॥ ৪২
কপাটবিস্তীর্ণহৃদি রোমরাজিবিরাজিতঃ।
শুভ্রমাতঙ্গকরবৎ পীননিস্তলবাহুকঃ।
আরক্তপাণিনয়ন-মুখপাদকরোদ্ভবঃ ॥ ৪৩
ক্ষীণমধ্যশ্চারুদন্তঃ প্রমত্তগজবন্ধনঃ।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষঃ কেশবঘ্রাণতর্পণঃ।
কম্বুগ্রীবো মীনকেতুঃ প্রাংশুর্মকরবাহনঃ ॥ ৪৪
পঞ্চপুষ্পায়ুধো বেগী পুষ্পকোদণ্ডমণ্ডিতঃ।
কান্তঃ কটাক্ষপাতেন ভ্রাময়ন্নয়নদ্বয়ম্ ॥ ৪৫
সুগন্ধিমরুতা ভান্তং শৃঙ্গাররসসেবিতম্।
তং বীক্ষ্য তাদৃশং দক্ষপ্রমুখা মানসাশ্চ তে ॥ ৪৬
মরীচ্যাদ্যা দশ ততো বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ।
ঔৎসুক্যং পরমং জগ্মুরাপূর্ব্বৈকারিকং মনঃ ॥ ৪৭
স চাপি বেধসং বীক্ষ্য স্রষ্টারং জগতাং পতিম্।
প্রণম্য পুরুষঃ প্রাহ বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ৪৮

এই বরবর্ণিনী সৃষ্টিমধ্যে কি করিবেন; কাহারই বা হইবেন, ইহাই তাঁহারা সকলে ঔৎসুক্যসহকারে ভাবিয়াছিলেন। ৪০

হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে কাঞ্চন-চূর্ণবৎ-পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ তাঁহার মন হইতে আবির্ভূত হইয়া নিঃসৃত হইলেন। ৪১

তাঁহার বক্ষঃস্থল পীবর, নাসিকা সুচারু, উরু কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, কুন্তলনর নীল কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন। মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। ৪২

তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল লোমাবলিশোভিত; বাহুযুগল ঐরাবতকরবৎ পীবর ও সুবৃত্ত; করতল, চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখরশ্রেণী আরক্তবর্ণ। ৪৩

তাঁহার ক্ষীণ কটিদেশ, মনোহর দন্তপংক্তি, মত্তহস্তীর ন্যায় গমন, প্রফুল্ল কমলবৎ লোচন, বকুলপুষ্পের ন্যায় গাত্র-সৌরভ। তিনি কম্বুগ্রীব, উন্নতকায়, মীনকেতু, মকর-বাহন। ৪৪

পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুসুমকার্ম্মুকে শোভিত সেই কমনীয় পুরুষ স্বীয় নয়ন-যুগল ঘুরাইতেছিলেন। ৪৫

দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি দশজন মানসপুত্র বিস্মিতচিত্তে সেই সুগন্ধ-পবন-সহচর শৃঙ্গাররস সেবিত তথাবিধ পুরুষকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও মনোবিকার প্রাপ্ত হইলেন। ৪৬-৪৭

সেই পুরুষও সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎপতি বিধাতাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিনয়-নম্র

পুরুষ উবাচ—

কিং করিষ্যাম্যহং কর্ম্ম ব্রহ্মংস্তত্র নিযোজয় ।
মাং ন্যায্যে পুরুষো যস্মাদুচিতে শোভতে বিধে ॥ ৪৯
অভিধানঞ্চ যদ্‌যোগ্যং স্থানং পত্নী চ যা মম ।
তন্মে কুরুষ্ব লোকেশ ত্বং স্রষ্টা জগতাং যতঃ ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষস্য মহাত্মনঃ ।
ক্ষণং ন কিঞ্চিৎ প্রোবাচ স্বসৃষ্টাবপি বিস্মিতঃ ॥ ৫১
ততো মনঃ সুসংযম্য সম্যগুৎসৃজ্য বিস্ময়ম্ ।
উবাচ পুরুষং ব্রহ্মা তৎকর্ম্মোদ্দেশমাবহন্ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

অনেন চারুরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ ।
মোহয়ন পুরুষাংস্ত্রীশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্ ॥ ৫৩
ন দেবো ন চ গন্ধর্ব্বা ন কিন্নর-মহোরগাঃ ।
নাসুরা ন চ দৈত্যা বা ন বিদ্যাধর-রাক্ষসাঃ ॥ ৫৪
ন যক্ষা ন পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ ।
ন গুহ্যকা ন বা সিদ্ধা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ ॥ ৫৫
পশবো ন মৃগাঃ কীট-পতঙ্গা জলজাশ্চ যে ।
ন তে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন লক্ষ্যা যে শরস্য তে ॥ ৫৬
অহং বা বাসুদেবো বা স্থাণুর্ব্বা পুরুষোত্তম ।
ভবিষ্যামস্তব বশে কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ ॥ ৫৭

ভাবে বলিলেন ,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি কোন্ কার্য্য করিব ? আমি যখন পুরুষ, তখন কার্য্য করাই আমার পক্ষে উচিত, অতএব হে বিধাতঃ আমাকে প্রশস্ত ন্যায্য কর্ম্মে নিযুক্ত করুন । ৪৮-৪৯

হে লোকেশ ! আমার অনুরূপ নাম ধাম ও পত্নী করিয়া দিন । যেহেতু আপনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা । ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—ব্রহ্মা, সেই মহাত্মা পুরুষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন । সৃষ্টি তাঁহার নিজকৃত হইলেও তিনি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন । ৫১

অনন্তর ব্রহ্মা, সম্পূর্ণরূপে বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্ত সুস্থির করিয়া সেই পুরুষকে তাঁহার কর্ত্তব্য উপদেশ করত বলিলেন । ৫২

তুমি তোমার এই মনোমোহন মূর্ত্তি ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী-পুরুষদিগকে মোহিত করত চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও । ৫৩

দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, দৈত্য, দানব, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণিগণ, সকলেই তোমার শরব্য হইবে । ৫৪ ৫৬

হে পুরুষপ্রবর ! অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরাও তোমার বশবর্ত্তী হইব । ৫৭

প্রচ্ছন্নরূপী জন্তূনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা।
সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্ ॥ ৫৮
ত্বৎপুষ্পবাণস্য সদা মুখ্যং লক্ষ্যং মনোঽস্তু চ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিত্যং মদমোদকরো ভবান্ ॥ ৫৯
ইতি তে কর্ম্ম কথিতং সৃষ্টিপ্রাবর্ত্তকং পুনঃ।
নামাপি চ গদিষ্যামি যত্তে যোগ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠো মানসানাং মুখানি চ।
আলোক্য স্বাসনে পদ্মে সূপবিষ্টোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামপ্রাদুর্ভাবো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে তদভিপ্রায়বেদিনঃ।
চক্রুস্তদুচিতং নাম মরীচ ত্রিমুখাস্তদা ॥ ১
মুখাবলোকনাদেব জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমন্যতঃ।
দক্ষাদয়স্তু স্রষ্টারঃ স্থানং পত্নীঞ্চ তে দদুঃ ॥ ২

তুমি স্বয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত সতত সুখজনক হইয়া সনাতন সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হও। ৫৮

সকল প্রাণীর মনই, তোমার পুষ্পবাণের প্রধান লক্ষ্য হইবে। তুমি উহাদিগের সতত মত্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে। ৫৯

আমি তোমার এই সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনোপযোগী কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, যাহা অনুরূপ হয়, তোমার তাদৃশ নামকীর্ত্তনও করিব। ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুরজ্যেষ্ঠ বিধাতা এই কথা বলিয়া মানস পুত্রদিগের মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৬১

কালিকাপুরাণে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাম-বিক্রম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, মরীচি অত্রি প্রভৃতি সেই মুনিগণ, ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই পুরুষের অনুরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। ১

আর সেই দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ব্রহ্মা মুখের দিকে চাহিলেন দেখিয়াই বৃত্তান্ত বুঝিয়া তাঁহার উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ ও পত্নী দান করিয়াছিলেন। ২

ততো নিশ্চিত্য নামানি মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
উচুঃ সঙ্গতমেতস্মৈ পুরুষায় দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩

ঋষয় উচুঃ—

যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোঽস্মাকং তথা বিধেঃ।
তস্মান্মন্মথনাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ॥ ৪
জগৎসু কামরূপস্ত্বং ত্বৎসমো ন হি বিদ্যতে।
অতস্ত্বং কামনাম্নাপি খ্যাতো ভব মনোভব ॥ ৫
মদনান্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোর্দর্পাচ্চ দর্পকঃ।
তথা কন্দর্পনাম্নাপি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ॥ ৬
ত্বদাশুগানাং যদ্বীর্য্যং তদ্বীর্য্যং ন ভবিষ্যতি।
বৈষ্ণবানাঞ্চ রৌদ্রাণাং ব্রহ্মাস্ত্রাণাঞ্চ তাদৃশম্ ॥ ৭
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে ব্রহ্মলোকে সনাতনে।
তব স্থানানি সর্ব্বাণি সর্ব্বব্যাপী ভবান্ যতঃ।
কিং বাচাতিবিশেষেণ সামান্যে নাস্তি তে সমঃ ॥ ৮
যত্র যত্র ভবেৎ প্রাণী শাদ্বলাস্তরবোঽথবা।
তত্র তত্র তব স্থানমস্ত্বাব্রহ্মসদোদয়ম্ ॥ ৯
দক্ষোঽয়ং ভবতঃ পত্নীং স্বয়ং দাস্যতি শোভনাম্।
আদ্যঃ প্রজাপতির্যো হি যথেষ্টং পুরুষোত্তম ॥ ১০
এষা চ কন্যকা চারুরূপা ব্রহ্মমনোভবা।
সন্ধ্যা নামেতি বিখ্যাতা সর্ব্বে লোকে ভবিষ্যতি ॥ ১১

হে দ্বিজোত্তমগণ! মরীচি প্রভৃতি বিপ্রমণ্ডলী, নিশ্চয় করিয়া এই পুরুষের নিকট সঙ্গতভাবে তদীয় নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৩

যেহেতু তুমি আমাদিগের এবং বিধাতার চিত্ত মথিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছ, এইজন্য লোকে তুমি মন্মথ নামে অভিহিত হইবে। ৪

তুমি জগতের অসাধারণ কামরূপী, তোমার সদৃশ কেহ নাই। অতএব হে মনোভব! তুমি কাম নামে বিখ্যাত হও। ৫

লোককে মত্ত কর বলিয়া তোমার নাম মদন, আর তুমি মহাদেবের দর্প-নাশে সমর্থ বলিয়া দর্পক এবং কন্দর্প নামে জগতে বিখ্যাত হইবে। ৬

তোমার পঞ্চশরের যেরূপ পরাক্রম; বৈষ্ণবাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র এবং ব্রহ্মাস্ত্রেরও তাদৃশ পরাক্রম নহে। ৭

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্মলোক—সকল স্থানেই তুমি থাকিবে; যেহেতু তুমি সর্ব্বব্যাপী। অধিক বলিয়া কি হইবে? ফল কথা এই যে, তোমার সমান কেহ নাই। ৮

তৃণ হউক আর বনস্পতিই হউক, প্রাণী যে যে স্থানে থাকিবে, ব্রহ্মসভা হইতে তত্তৎ সমুদয় স্থানই তোমার হইবে। ৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আদি প্রজাপতি স্বয়ং দক্ষই তোমার ইচ্ছামত শোভনা পত্নী প্রদান করিবেন। ১০

আর ব্রহ্মার মানসজাতা এই সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে সন্ধ্যা নামে বিখ্যাতা হইবেন। ১১

ব্রহ্মণো ধ্যায়তো যস্মাৎ সম্যগ্‌জাতা বরাঙ্গনা।
অতঃ সন্ধ্যেতি লোকেঽস্মিন্নস্যাঃ খ্যাতি র্ভবিষ্যতি ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে তূষ্ণীং তস্থুর্দ্বিজোত্তমাঃ।
অবেক্ষ্য ব্রহ্মবদনং বিনয়াবনতাঃ পুরঃ ॥ ১৩
ততঃ কামোঽপি কোদণ্ডমাদায় কুসুমোদ্ভবম্।
উন্মাদনেতি বিখ্যাতং কান্তাভ্রূতুল্যবেল্লিতম ॥ ১৪
কৌসুমানি তথাস্ত্রাণি পঞ্চাদায় দ্বিজোত্তমাঃ।
হর্ষণং রোচনাখ্যঞ্চ মোহনং শোষণং তথা ॥ ১৫
মারণঞ্চেতি সংজ্ঞাভি-র্মুনিমোহকরাণ্যপি।
প্রচ্ছন্নরূপী তত্রৈব চিন্তয়ামাস নিশ্চযম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মণা মম যৎকার্য্যং সমুদ্দিষ্টং সদাতনম্।
তদিহৈব করিষ্যামি মুনীনাং সন্নিধৌ বিধেঃ ॥ ১৭
তিষ্ঠন্তি মুনয়শ্চাত্র স্বয়ঞ্চাপি প্রজাপতিঃ।
এষা সন্ধ্যা বরস্ত্রী চ দক্ষোঽপ্যত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১৮
এতে শরব্যভূতা মে ভবিষ্যন্ত্যদ্য নিশ্চয়ম্।
সন্ধ্যাপি ব্রহ্মণা প্রোক্তমিদানীমেব যদ্বচঃ ॥ ১৯
অহং বিষ্ণুর্হরশ্চাপি তবাস্ত্রবশবর্ত্তিনঃ।
কিমন্যৈর্জন্তুভির্বিতি তৎস্বার্থং করবাণ্যহম্ ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সঞ্চিন্ত্যমনসা নিশ্চিত্য চ মনোভবঃ।
পুষ্পজ্যাং পুষ্পচাপস্য যোজয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ২১

যেহেতু এই বরবর্ণিনী ব্রহ্মার সম্পূর্ণ ধ্যানসময়ে উৎপন্না হইয়াছেন, সেইজন্য জগতে ইহাঁর 'সন্ধ্যা' বলিয়া প্রসিদ্ধি হইবে। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে দ্বিজবরগণ! সেই মুনিগণ, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখাবলোকনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে বিনয়-নম্রভাবে মৌনী হইয় রহিলেন। ১৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর কামদেব,—রমণী ভ্রূ-সদৃশ বক্র, উন্মাদননামক কুসুমনির্ম্মিত শরাসন এবং হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ, মুনিদিগেরও জ্ঞাননাশক, পুষ্পময় পঞ্চশর গ্রহণ করিয়া সেইখানেই প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪-১৬

ব্রহ্মা আমার যে নিত্যকর্ম্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এই-খানে মুনিগণ সন্নিধানেই এই ব্রহ্মার উপরেই করিয়া দেখি। ১৭

এখানে মুনিগণ আছেন; দক্ষ প্রজাপতি আছেন; স্বয়ং ব্রহ্মাও আছেন, আর এই বরাঙ্গনা সন্ধ্যাও এখানে অবস্থিত। ১৮

এই সকল পুরুষ এবং সন্ধ্যাও আজ আমার শরব্য হইবেন। ১৯

"অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহাদেবও তোমার অস্ত্রের বশবর্ত্তী" ব্রহ্মা এখনই এই কথা বলিয়াছেন। আমি আজি তাহা সার্থক করিব। ২০

আলীঢ়স্থানমাসাদ্য ধনুরাকৃষ্য যত্নতঃ।
চকার বলয়াকারং কামো ধন্বিবরস্তদা ॥ ২২
সংহিতে তেন কোদণ্ডে মারুতাশ্চ সুগন্ধয়ঃ।
ববুস্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সম্যগাহ্লাদকারিণঃ ॥ ২৩
ততস্তানথ ধাত্রাদীন্ সর্ব্বানেব চ মানসান্।
পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পশরৈর্মোহয়ামাস মোহনঃ ॥ ২৪
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মোহিতাশ্চতুরাননঃ।
মোহিতো মনসা কিঞ্চিদ্বিকারং প্রাপুরাদিতঃ ॥ ২৫
সন্ধ্যাং সর্ব্বে নিরীক্ষন্তঃ সবিকারা মুহুর্ম্মুহুঃ।
আসন্ প্রবৃদ্ধমদনাঃ স্ত্রী যস্মান্মদবর্দ্ধিনী ॥ ২৬
ততঃ সর্ব্বান্ স মদনো মোহয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
যথেন্দ্রিয়বিকারাংস্তে প্রাপুস্তানকরোত্তথা ॥ ২৭
উদীরিতেন্দ্রিয়ো ধাতা বীক্ষাঞ্চক্রে যদাথ তাম্।
তদৈব হ্যূনপঞ্চাশদ্ভাবা জাতাঃ শরীরতঃ ॥ ২৮
বিব্বোকাদাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা।
কন্দর্পশরবিদ্ধায়াঃ সন্ধ্যায়া অভবন্ দ্বিজাঃ ॥ ২৯
সাপি তৈর্ব্বীক্ষ্যমাণাথ কন্দর্পশরপাতজান্।
চক্রে মুহুর্ম্মুহুর্ভাবান্ কটাক্ষাবরণাদিকান্ ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কামদেব ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর, তিনি কুসুমশরাসনের কুসুমগুণে শরযোজনা করিলেন। ২১

তখন ধনুর্দ্ধরপ্রধান কামদেব আলীঢ়-প্রণালী-অনুসারে উপবেশন করত যত্নপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া বলয়াকার করিলেন। ২২

হে মুনিবরগণ! তিনি কার্ম্মুকে শরসন্ধান করিলে, তথায় পরমানন্দকারী সুগন্ধ অনিল বহিতে লাগিল। ২৩

অনন্তর, মদন, ব্রহ্মা দক্ষাদি-প্রজাপতি ও ব্রহ্মার সমস্ত মানস পুত্রগণকে পৃথক্ পৃথক্ কুসুমশরপ্রহারে মোহিত করিলেন। অনন্তর, শরপীড়িত সেই সমস্ত মুনি এবং ব্রহ্মা মোহিত হইয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ২৪-২৫

তাঁহারা সকলে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বারংবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল। কেননা, রমণী হইতেই কামবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৬

তখন সেই দুষ্ট মদন তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের বহিরিন্দ্রিয়ের বিকার হয়, তাহা করিল। ২৭

অনন্তর যখন ব্রহ্মা, উদগতেন্দ্রিয় হইয়া সন্ধ্যাকে দেখিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে একোন-পঞ্চাশৎ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল। ২৮

হে দ্বিজগণ! আর কামশরবিদ্ধা সন্ধ্যা হইতে বিব্বোকাদি ভাবসকল এবং চতুঃষষ্টি কলা উৎপন্ন হইল। ২৯

তাঁহারা সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে সন্ধ্যাও বারংবার কটাক্ষ-পাত ও কটাক্ষসঙ্কোচ প্রভৃতি মদন-শরপাত-সম্ভূত বিবিধ ভাবপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৩০

নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা তান্ ভাবান্ মদনোদ্ভবান্।
কুর্ব্বন্ত্যতিতরাং রেজে স্বর্ণদীব তনূর্ম্মিভিঃ॥ ৩১
অথ ভাবযুতাং সন্ধ্যাং বীক্ষমাণঃ প্রজাপতিঃ।
ঘর্ম্মাম্ভঃপূরিততনু-রভিলাষমথাকরোৎ॥ ৩২
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মরীচ্যত্রিমুখা অপি।
দক্ষাদ্যাশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপুর্ব্বৈকাবিকেন্দ্রিয়ম্॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা তথাবিধান্ দক্ষ-মরীচিপ্রমুখান্ বিধিম।
সন্ধ্যাঞ্চ কর্ম্মণি নিজে শ্রদ্দধে মদনস্তদা॥ ৩৪
যদিদং ব্রহ্মণা কর্ম্ম মমোদ্দিষ্টং ময়াপি তৎ।
কর্ত্তুং শক্যমিতি শ্রদ্ধাভাবিতাত্মাভবত্তদা॥ ৩৫
ততো বিয়দ্গতঃ শম্ভুর্ব্বিধিং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
সদক্ষান্মানসান্ বাপি জগাসোপজহাস চ॥ ৩৬
সসাধুবাদং তান্ সর্ব্বান্ বিহস্য চ পুনঃপুনঃ।
উবাচেদং দ্বিজশ্রেষ্ঠা লজ্জয়ংস্তান্ বৃষধ্বজঃ॥ ৩৭

ঈশ্বর উবাচ—

অহো ব্রহ্মংস্তব কথং কামভাবঃ সমুদ্গতঃ।
দৃষ্ট্বা স্বতনয়াং নৈতদ্ যোগ্যং বেদানুসারিণাম্॥ ৩৮
যথা মাতা তথা জামির্যথা জামিস্তথা সুতা।
এষ বৈ বেদমার্গস্য নিশ্চয়স্ত্বন্মুখোত্থিতঃ।
কথন্তু কামমাত্রেণ তত্তে বিস্মারিতং বিধে॥ ৩৯

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিলে, মন্দাকিনীর যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ স্বভাবসুন্দরী সন্ধ্যাদেবীও মদন-বিকার-জনিত সেই সেই ভাব প্রকাশ করত অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন। ৩১

অনন্তর বিধাতা সেই ভাববতী সন্ধ্যাকে অবলোকন করিতে করিতে বিধাতার শরীরে স্বেদজলধারা বহিতে লাগিল; তিনি সন্ধ্যার প্রতি অভিলাষী হইলেন। ৩২

অনন্তর মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সেই সমস্ত মুনি ও দক্ষ-প্রমুখ মুনিবরগণও ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ৩৩

তখন মদন, বিধাতাকে, দক্ষ-মরীচি-প্রমুখ মুনিগণকে এবং সন্ধ্যাকে তথাবিধ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া আপনার কর্ম্মপটুতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ৩৪

ব্রহ্মা আমার যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা করিতে পারিব, তাঁহার এই আহ্লাদবর্দ্ধক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ৩৫

ইত্যবসরে, আকাশচারী মহাদেব ব্রহ্মাকে এবং দক্ষ-সমেত মানস পুত্রগণকে তাদৃশ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া হাস্য উপহাস করিলেন। ৩৬

হে দ্বিজবরগণ! বৃষধ্বজ তাঁহাদিগকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ হাস্য করত লজ্জিত করিয়া এই কথা বলিলেন,—অহে ব্রহ্মা! নিজের তনয়াকে দেখিয়া তোমার কি না কামভাব উপস্থিত হইল!! ছিঃ! যাহারা বেদানুসারে চলে, এ কাজ তাহাদিগের যোগ্য নহে। ৩৭-৩৮

ধৈর্য্যে জগদিদং ব্রহ্মন্ সমস্তং চতুরানন।
কথং ক্ষুদ্রেণ কামেন তত্তে বিঘটিতং বিধে ॥ ৪০
একান্তযোগিনস্তস্মাৎ সর্ব্বদা দিব্যদর্শনাঃ।
কথং দক্ষমরীচ্যাদ্যা লোলুপাঃ স্ত্রীষু মানসাঃ ॥ ৪১
কথং কামোঽপি মন্দাত্মা প্রাপ্তকর্ম্মাধুনৈব তু।
যুষ্মান্ শরব্যান্ কৃতবানকালজ্ঞোঽল্পচেতনঃ ॥ ৪২
ধিগস্তু তং মুনিশ্রেষ্ঠ যস্য কান্তাজনো হঠাৎ।
ধৈর্য্যমাকৃষ্য লৌল্যেষু মজ্জয়ত্যপি তন্মনঃ ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা লোকেশো গিরিশস্য চ।
ব্রীড়য়া দ্বিগুণীভূতস্বেদার্দ্রো হ্যভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৪
ততো নিগৃহ্যৈন্দ্রিয়কবিকারং চতুরাননঃ।
জিঘৃক্ষুরপি তত্যাজ তাং সন্ধ্যাং কামরূপিণীম্ ॥ ৪৫
তচ্ছরীরাত্তু ঘর্ম্মাম্ভো যৎ পপাত দ্বিজোত্তমা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদো জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ ॥ ৪৬
ভিন্নাঞ্জননিভাঃ সর্ব্বে ফুল্লরাজীবলোচনাঃ।
নিতান্তযতয়ঃ পুণ্যাঃ সংসারবিমুখাঃ পরাঃ ॥ ৪৭
সহস্রাণাং চতুঃষষ্টিরগ্নিষ্বাত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ষড়শীতিসহস্রাণি তথা বর্হিষদো দ্বিজাঃ ॥ ৪৮

পুত্রবধূ ও কন্যা মাতৃতুল্য; ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। তুমিই এই সিদ্ধান্তের প্রকাশক। বিধি! তুমি সামান্য কামের প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হইলে কিরূপে? ৩৯

হে চতুরানন! ধৈর্য্য তোমার মনকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া রাখে। বিধি! তথাপি ক্ষুদ্রকাম কি না তোমার সে মন বিগড়াইয়া দিল। ৪০

হে একান্তযোগী, সর্ব্বদা দিব্যদর্শী দক্ষ মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ। কি তোমরা রমণীলোলুপ হইলে! ৪১

ছিঃ! আজ কি না মন্দবুদ্ধি কামের বাসনা পূর্ণ হইল! অবসরানভিজ্ঞ স্বল্পবুদ্ধি কাম তোমাদিগকে শরব্য করিল! ৪২

হে মুনিবরগণ! কামিনী হঠাৎ যাহার ধৈর্য্য লোপ করিয়া চিত্ত চঞ্চল করে, তাহাকে ধিক্। ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেবের এই কথা শুনিয়া লজ্জাবশে ব্রহ্মার ক্ষণমধ্যে দ্বিগুণ ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। ৪৪

চতুরানন সেই কামরূপিণী সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও অতঃপর ইন্দ্রিয়বিকার সম্বরণ করিলেন, তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। ৪৫

হে দ্বিজবরগণ! তাঁহার শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ্ পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। ৪৬

তাঁহাদিগের সকলের বর্ণ দলিতাঞ্জন-সদৃশ; নয়ন ফুল্ল-কমল-সন্নিভ। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত যতি, পরম পবিত্র এবং সংসার পরাঙ্মুখ। ৪৭

হে দ্বিজগণ! কথিত আছে, অগ্নিষ্বাত্তগণ চতুঃষষ্টি সহস্র; বর্হিষদ্গণ ষড়শীতি সহস্র। ৪৮

ঘর্ম্মাম্ভঃ পতিতং ভূমৌ যদ্দক্ষস্য শরীরতঃ।
সমস্তগুণসম্পন্না তস্মাজ্জাতা বরাঙ্গনা ॥ ৪৯
তন্বঙ্গী তনুমধ্যা চ তনুরোমাবলী শুভা।
মৃদ্বঙ্গী চারুদশনা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা ॥ ৫০
মরীচিপ্রমুখৈঃ ষড়্ভির্নিগৃহীতেন্দ্রিয়ক্রিয়া।
ঋতে ক্রতুং বশিষ্ঠঞ্চ পুলস্ত্যাঙ্গিরসৌ তদা ॥ ৫১
ক্রত্বাদীনাং চতুর্ণাঞ্চ যো ভূমৌ নিপপাত হ।
ততঃ পিতৃগণা জাতা অপরে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫২
সোমপা আজ্যপা নাম্না তথৈবান্যে সুকালিনঃ।
হবির্ভুজস্তু তে সর্ব্বে কব্যবাহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৩
ক্রতোস্তু সোমপাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য সুকালিনঃ।
আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্তস্য হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ ॥ ৫৪
জাতেষু তেষু বিপ্রেন্দ্রা অগ্নিষ্বাত্তাদিকেষ্বথ।
লোকানাং পিতৃবর্গেষু কব্যবাহাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৫
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ব্রহ্মা ভূতঃ পিতামহঃ।
সন্ধ্যা পিতৃপ্রসূর্ভূতা তদুদ্দেশাদ্‌যতোঽভবৎ ॥ ৫৬
অথ শঙ্করবাক্যেন লজ্জিতঃ স পিতামহঃ।
কন্দর্পায় চুকোপাশু ভ্রূকুটীকুটিলাননঃ ॥ ৫৭
পূর্বৈব তদভিপ্রায়ং বিদিত্বা সোঽপি মন্মথঃ।
স্ববাণান্ সঞ্জহারাশু ভীতঃ পশুপতের্বিধেঃ ॥ ৫৮

দক্ষ-শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিখিল গুণশালিনী এক কোমল-কৃশাঙ্গী বরবর্ণিনী উৎপন্ন হইলেন। ৪৯

তাঁহার মধ্য ক্ষীণ; লোমাবলি স্বল্প; দশনপংক্তি মনোহর; এবং বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চনবৎ সুচারু। ৫০

ক্রতু, বসিষ্ঠ, পুলস্ত এবং অঙ্গিরা ব্যতীত মরীচি প্রভৃতি অপর ছয় জন ঋষি, ইন্দ্রিয়বিকার-নিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫১

হে দ্বিজগণ! ক্রতু প্রভৃতি বারজন ঋষির যে ঘর্ম্মজল ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অপব পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। ৫২

তাঁহারা সোমপ, আজ্যপ, সুকালিন্ এবং হবির্ভুজ, (হবিষ্মন্ত) নামে বিখ্যাত, তাঁহারা সকলেই কব্যবাহী। ৫৩

সোমপগণ ক্রতুর পুত্র; সুকালিনগণ বসিষ্ঠের পুত্র; আজ্যপগণ পুলস্ত্যের পুত্র; এবং হবিষ্মন্তগণ অঙ্গিরার পুত্র। ৫৪

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি সেই কব্যবাহী লোক-পিতৃগণ চারিদিকে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা সর্ব্বভূতেরই পিতামহ হইলেন। আর সন্ধ্যা পিতৃগণের জননী হইলেন। কেননা সন্ধ্যা তাঁহাদিগের গর্ভধারিণী না হইলেও উৎপত্তির নিদান বটে। ৫৫-৫৬

অনন্তর পিতামহ, শঙ্করের কথায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্দর্পের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল ভ্রূকুটীভীষণ হইল। ৫৭

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যচ্চকার দ্বিজেন্দ্রাস্তচ্ছৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৫৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ কোপসমাবিষ্টঃ পদ্মযোনির্জ্জগৎপতিঃ।
প্রজজ্বালাতিবলবদ্দিধক্ষুরিব পাবকঃ॥ ১
উবাচ চেশ্বরং কামো ভবতঃ পুরতো যতঃ।
পুষ্পেষুভির্মামভজৎ তৎফলমাপ্নুয়াদ্ধর॥ ২
তব নেত্রাগ্নিনির্দগ্ধঃ কন্দর্পো দর্পমোহিতঃ।
ভবিষ্যতি মহাদেব কৃত্বা কর্ম্মাতিদুষ্করম্॥ ৩
ইতি বেধাঃ স্বয়ং কামং শশাপ দ্বিজসত্তমাঃ।
সমক্ষং ব্যোমকেশস্য মুনীনাঞ্চ যতাত্মনাম্॥ ৪
অথ ভীতো রতিপতিস্তৎক্ষণাত্ত্যক্তমার্গণঃ।
প্রাদুর্বভূব প্রত্যক্ষং শাপং শ্রুত্বাতিদারুণম্॥ ৫

সেই অপরাধী মন্মথও প্রথম হইতেই ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার ও মহাদেবের ভয়ে সত্বর শরাসন গোপন করিল।* ৫৮

হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহা করিলেন, একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ কর। ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২

তৃতীয় অধ্যায়

রতিপরিণয়

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—অনন্তর পূর্ণ রোষাবিষ্ট জগৎপতি ব্রহ্মা, দিধক্ষু অনলের ন্যায় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১

ঈশ্বরকে বলিতে লাগিলেন; হে শিব! কাম যেমন আপনার সম্মুখে আমাকে শরাঘাত করিল, সেইরূপ ফল পাইবে। ২

হে দেবাদিদেব! এই কন্দর্প অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক আপনার নয়নানলে ভস্মীভূত হইবে। ৩

হে দ্বিজসত্তমগণ! ব্যোমকেশ ও সংযতচিত্ত মুনিগণের সমক্ষে স্বয়ং বিধাতা এইরূপে কামকে শাপ দিয়াছিলেন। ৪

---

* "শরান্ ন সঞ্জহ রাস্তু" এই পাঠ থাকিলে তাহার অর্থ "তিনি যোজিত শর পরিত্যাগ করিলেন না" এইরূপ হইবে।

উবাচ চেদং ব্রহ্মাণং সদক্ষং সমরীচিকম্ ।
তথ্যঞ্চ গদ্‌গদং ভীত্যা ভীতির্হি গুণহানিকৃৎ ॥ ৬

মন্মথ উবাচ—

ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা শপ্তোঽহমতিদারুণম্ ।
অনাগাস্তব লোকেশ ন্যায়মার্গানুসারিণঃ ॥ ৭
ত্বয়ৈবোক্তন্তু তৎকর্ম্ম যত্তু কুর্য্যামহং বিভো ।
তত্র যোগ্যো ন শাপো মে যতো নান্যন্ময়া কৃতম্ ॥ ৮
অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সর্ব্বে ত্বচ্ছরগোচরাঃ ।
ইতি যদ্ভবতা প্রোক্তং তন্ময়াপি পরীক্ষিতম্ ॥ ৯
নাপরাধো মমাস্ত্যত্র ব্রহ্মন্ ময়ি নিরাগসি ।
দারুণং শময়স্বৈনং শাপং মম জগৎপতে ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচং শ্রুত্বা বিধাতা জগতাং পতিঃ ।
প্রত্যুবাচ যতাত্মানং মদনং সদয়ং মুহুঃ ॥ ১১

ব্রহ্মোবাচ—

আত্মজা মম সন্ধ্যেয়ং যস্মাদেতৎসকাশতঃ ।
লক্ষীকৃতোঽহং ভবতা ততঃ শাপো ময়া কৃতঃ ॥ ১২
অধুনা শান্তরোষোঽহং ত্বাং বদামি মনোভব ।
ভবতঃ শাপশমনং ভবিষ্যতি যথা তথা ॥ ১৩

অনন্তর রতিপতি নিদারুণ শাপশ্রবণে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন । ৫

দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণসমক্ষে ব্রহ্মাকে যথার্থ কথা বলিতেও তাঁহার কণ্ঠস্বর ভয়ে জড়িত হইতে লাগিল । ভয় হইলে কাহারও ধৈর্য্য ও সাহসাদি গুণ থাকে না । ৬

মন্মথ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি ন্যায্যপথানুবর্ত্তী নিরপরাধ, হে লোকেশ ! তবে আমাকে কি জন্য অতি দারুণ শাপ দিলেন ? ৭

আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, প্রভো ! আমি তাহাই করিযাছি ; অন্য কিছু করি নাই ; তাহাতে আমাকে শাপ দেওয়া আপনার অনুচিত হইয়াছে । ৮

আপনি যে বলিয়াছিলেন, "আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরা সকলেই তোমার বশবর্ত্তী," আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি মাত্র । ৯

হে ব্রহ্মন্ ! এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই । হে জগৎপতে ! নিরপরাধে আমার প্রতি প্রদত্ত এই নিদারুণ শাপ মোচন করুন । ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার এই কথা শুনিয়া জগৎপতি বিধাতা সেই সংযত-চিত্ত মদনকে অত্যন্ত আনন্দিত করত উত্তর প্রদান করিলেন । ১১

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই সন্ধ্যা আমার কন্যা, তুমি আমাকে ইঁহার প্রতি কামভাবাপন্ন করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলে বলিয়া আমি তোমাকে শাপ দিয়াছি । ১২

ত্বং ভস্ম ভূত্বা মদন ভর্গলোচনবহ্নিনা।
তস্যৈবানুগ্রহাৎ পশ্চাচ্ছরীরং সমবাপ্স্যসি ॥ ১৪
যদা হরো মহাদেবঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।
তদা স এব ভবতঃ শরীরং প্রাপয়িষ্যতি ॥ ১৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বাথ মদনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অন্তর্দ্দধে মুনীন্দ্রাণাং মানসানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ১৬
তস্মিন্নন্তর্হিতে শম্ভুঃ সর্ব্বেষাঞ্চ বিধাতরি।
যথেষ্টদেশং গতবান্ ব্রহ্মন্ মারুতরংহসা ॥ ১৭
বেধস্যন্তর্হিতে তস্মিন্ গতে শম্ভৌ নিজাস্পদম্।
দক্ষঃ প্রাহাথ কন্দর্পং পত্নীং তস্য নিদেশয়ন্ ॥ ১৮

দক্ষ উবাচ—

মদ্দেহজেয়ং কন্দর্প মদ্রূপগুণসংযুতা।
এনাং গৃহ্নীষ ভার্য্যার্থং ভবতঃ সদৃশীং গুণৈঃ ॥ ১৯
এষা তব মহাতেজাঃ সর্ব্বদা সহচারিণী।
ভবিষ্যতি যথাকামং ধর্ম্মতো বশবর্ত্তিনী ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দক্ষো দেহস্বেদাম্বুসম্ভবাম্।
কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃত্বা নাম কৃত্বা রতীতি তাম্ ॥ ২১

এখন আমার ক্রোধ-শান্তি হইয়াছে। মনোভব! যেরূপে শাপ মোচন হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। ১৩

মদন! তুমি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহার অনুগ্রহে আবার শরীর পাইবে। ১৪

যখন, দেবাদিদেব মহাদেব দারপরিগ্রহ করিবেন; তখন তিনিই তোমাকে শরীরী করিবেন। ১৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনকে এই কথা বলিয়া মানস-সম্ভূত মুনিবরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ১৬

সর্ব্ববিধাতা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, মহাদেব, বায়ুবৎ শীঘ্রগামী বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। ১৭

বিধাতা অন্তর্হিত হইলে এবং মহাদেব নিজালয়ে গমন করিলে, দক্ষ মদনের পত্নী নির্দ্দেশ করিলেন। ১৮

দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন,—কন্দর্প! এই আমার দেহজাত কন্যা; আমার রূপ গুণ ইহাতে বিদ্যমান; ইনি গুণে তোমার অনুরূপা বটে; ইহাকে বিবাহ কর। ১৯

এই মহাতেজস্বিনী রমণী তোমার সতত সহচারিণী এবং তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মতঃ বশবর্ত্তিনী হইবেন। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ এই কথা বলিবার পর নিজ শরীরের স্বেদজল-

তাং বীক্ষ্য মদনো রামাং রত্যাখ্যাং সুমনোহরাম্।
আত্মাশুগেন বিদ্ধোঽসৌ মুমোহ রতিরঞ্জিতঃ ॥ ২২
ক্ষণপ্রভাবদেকান্তগৌরী মৃগদৃশী সদা।
লোলাপাঙ্গ্যথ তস্যৈব মৃগীব সদৃশী বভৌ ॥ ২৩
তস্যা ভ্রূযুগলং বীক্ষ্য সংশয়ং মদনোঽকরোৎ।
উন্মাদকন্মে কোদণ্ডঃ কিং ধাত্রাস্যান্নিবেশিতম্ ॥ ২৪
কটাক্ষাণামাশুগতিং দৃষ্ট্বা তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশুগত্বং নিজাস্ত্রাণাং শ্রদ্দধে ন চ চারুতাম্ ॥ ২৫
তস্যাঃ স্বভাবসুরভিং ধীরং শ্বাসানিলং তথা।
আঘ্রায় মদনঃ শ্রদ্ধান্তং ত্যক্তবান্ মলয়ানিলে ॥ ২৬
পূর্ণেন্দুসদৃশং বক্ত্রং দৃষ্ট্বা ভ্রূলক্ষ্মলক্ষিতম্।
ন নিশ্চিকায় মদনো ভেদং তন্মুখচন্দ্রয়োঃ ॥ ২৭
সুবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যং তস্যাঃ কুচদ্বয়ম্।
রেজে চুচুকযুগ্মেন ভ্রমরেণেব সেবিতম্ ॥ ২৮
দৃঢ়পীনোন্নতঘন-স্তনমধ্যাদ্বিলম্বিনীম্।
আ নাভিতো রোমরাজীং তন্বীং চার্বায়তাং শুভাম্ ॥ ২৯
জ্যাং পুষ্পধনুষঃ কামঃ ষট্পদাবলিসম্ভৃতাম্।
বিসস্মার চ যস্মাত্তাং বিগৃহ্যৈনাং নিরীক্ষতে ॥ ৩০
গম্ভীরনাভিরক্রান্ত-শ্চতুষ্পার্শ্বত্বগাবৃতাম্।
আননাক্ষেক্ষণদ্বন্দ্ব-মারক্তকমলং যথা ॥ ৩১

সম্ভূত কন্যাকে সম্মুখে করিয়া তাহাকে রতি নামে অভিহিত করত কন্দর্পের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ২১

মদন, সেই রতি-নাম্নী মনোহরা রমণীকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র নিজ শরে বিদ্ধ হইয়া রতি-অনুরাগে মুগ্ধ হইলেন। ২২

সৌদামিনীর ন্যায় অতিশয় গৌরবর্ণা সেই চঞ্চলাপাঙ্গী মৃগনয়না রমণী তাঁহারই অনুরূপ ভার্য্যা হইয়া বড় শোভা পাইলেন। ২৩

মদন তাঁহার ভ্রূযুগল দেখিয়া সংশয় করিয়াছিলেন যে, বিধাতা কি আমার উন্মাদন নামক শরাসন এই রমণীতে নিবেশিত করিয়াছেন? ২৪

হে দ্বিজবরগণ! মদন, তদীয় কটাক্ষের আশুগামিতা দেখিয়া স্বীয় অস্ত্রগণের আশুগতা বা চারুতার উপর বীত-শ্রদ্ধ হইলেন। ২৫

মদন, তাঁহার স্বভাব সুগন্ধ মৃদু নিশ্বাসবায়ু আঘ্রাণ করিয়া মলয় পবনে শ্রদ্ধাহীন হইলেন। ২৬

মদন, ভ্রূরেখা-লাঞ্ছিত পূর্ণচন্দ্রনিভ তদীয় বদন অবলোকন করিয়া সেই মুখ ও প্রকৃত চন্দ্রের পার্থক্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন না। ২৭

ভ্রমরসেবিত সুবর্ণকমলকলিকাকার তদীয় কুচদ্বয়, চুচুকযুগলযোগে শোভা পাইয়াছিল। ২৮

তাঁহার দৃঢ় পীবর সমুন্নত পরস্পরসংলগ্ন স্তনযুগলের মধ্য হইতে নাভিপর্য্যন্ত লম্বমান, বিরল দীর্ঘ কমনীয় লোমাবলী দেখিয়া বোধ হয়, কাম নিজ কুসুম শরাসনের ভ্রমরপূর্ণ মৌর্ব্বী ভুলিয়া গিয়াছিলেন; নতুবা সেই মৌর্ব্বী ত্যাগ করিয়া ইহা দেখিতে এত ব্যগ্র হইবেন কেন? ২৯-৩০

ক্ষীণা মধ্যেন বপুষা নিসর্গাষ্টপদপ্রভা। ২
রত্নবেদীব দদৃশে কামেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩২
রম্ভাস্তম্ভায়তস্নিগ্ধং তদূরুযুগলং মৃদু।
নিজশক্তিসমং কামো বীক্ষাঞ্চক্রে মনোহরম্ ॥ ৩৩
আরক্তপার্ষ্ণিপাদাগ্র-প্রান্তভাগং পদদ্বয়ম্।
অনুরাগময়ং চিত্রং স্থিতং তস্যাং মনোভবঃ ॥ ৩৪
তস্যাঃ করযুগং রক্ত-নখরৈঃ কিংশুকোপমৈঃ।
বৃত্তাভিরঙ্গুলীভিশ্চ সূক্ষ্মাগ্রাভির্মনোহরম্ ॥ ৩৫
ইতি দৃষ্ট্বা স্মরো মেনে মমাস্ত্রৈর্দ্বিগুণীকৃতৈঃ।
মাং মোহয়িতুমুদ্যুক্তা কিমেষা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৬
তদ্বাহুযুগলং কান্তং মৃণালযুগলায়তম্।
মৃদুস্নিগ্ধং ররাজাতি-কান্তি তোয়প্রবাহবৎ ॥ ৩৭
নীলনীরদসঙ্কাশঃ কেশপাশো মনোহরঃ।
চমরীবালভরবদ্বিভাতি স্ম স্মরপ্রিয়ঃ ॥ ৩৮
তাং বীক্ষ্য মদনো দেবীং রতীমতিমনোহরাম্।
কান্তিতোয়ৌঘসম্পূর্ণাং কুচবক্ত্রাব্জকুড্মলাম্ ॥ ৩৯

তদীয় গম্ভীর নাভিরন্ধ্র মধ্যস্থলে, চারিপাশের চর্ম্ম দ্বারা সংবৃত রন্ধ্র মুখ ক্ষুদ্রায়তন; তাঁহার মুখ ও নয়নযুগল আরক্ত-কমল-সন্নিভ। ৩১

একে তাঁহার বর্ণ স্বভাবতঃ সুবর্ণসদৃশ, তাহাতে আবার মধ্যদেশে ক্ষীণ; হে দ্বিজবরগণ! কাজেই কাম তাঁহাকে স্বর্ণবেদীর ন্যায় * দেখিতে লাগিলেন। ৩২

কাম, কদলীস্তম্ভবৎ আয়ত ও স্নিগ্ধ কমনীয় কোমল ঊরুযুগল, নিজ শক্তি বোধে দেখিতে লাগিলেন। ৩৩

তাঁহার বিচিত্র পদদ্বয়ের পার্ষ্ণি, পদাগ্র ও প্রান্তভাগ সকলই আরক্ত। মদন, সেই রক্তিমাকে আপনার প্রতি রতির অনুরাগ বোধ করিয়াছিলেন। ৩৪*

হে দ্বিজসত্তমগণ! কিংশুক-কুসুম-সদৃশ নখর-নিকরে ও সূক্ষ্মাগ্র নিস্তল অঙ্গুলীযোগে মনোহর রক্তবর্ণ তদীয় কর-যুগল দেখিয়া মদন ভাবিলেন,—রতি কি আমার অস্ত্রই দ্বিগুণ করিয়া তদ্দ্বারা আমাকে মোহিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। ৩৫-৩৬

কাম ভাবিলেন:—বুঝি লাবণ্য জল প্রবাহই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ইঁহার মৃণালযুগলসদৃশ স্নিগ্ধ কোমল আয়ত কমনীয় বাহুযুগলসদৃশ আসিতেছে। তাঁহার নীলনীরদ-সন্নিভ মদনমোহন মনোহর কেশপাশ, চমরী মৃগীর পুচ্ছস্থিত কেশগুচ্ছের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ৩৭

মদন, সেই যাতজন-মনোহারিণী রতি দেবীকে দেখিয়া—মহাদেব যেমন গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ৩৮

রতিদেবীও সাক্ষাৎ গঙ্গা; কেননা গঙ্গার সকল চিহ্নই তাঁহাতে বর্ত্তমান,

---

* অথর্ব্ববেদিগণ যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যস্থল ক্ষীণ করিয়া থাকেন।

* ১ "অনুরাগময়ং চিত্রম্" এই পাঠানুসারে ব্যাখ্যা করা হইল।

২। "অনুরাগময়ং মিত্রং" এই পাঠও আছে—তাহার অর্থ "অনুরাগরূপী বন্ধু" এ পাঠ অপেক্ষা প্রথমোক্ত পাঠ স্ফুটার্থযুক্ত।

বক্ত্রপদ্মাং চারুবাহু-মৃণালীশকলান্বিতাম্ ।
ভ্রূযুগ্মবিভ্রমব্রাত-তনূর্ম্মিপরিরাজিতাম্ ॥ ৪০
কটাক্ষপাতভৃঙ্গৌঘাং নেত্রনীলোৎপলান্বিতাম্ ।
তনুলোমালিশৈবালাং মনোদ্রুমবিশাতিনীম্ ॥ ৪১
নিম্ননাভিহ্রদাং দক্ষ-প্রালেয়াদ্রিসমুদ্ভবাম্ ।
গঙ্গামিব মহাদেবো জগ্রাহোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৪২
উবাচ চ তদা দক্ষং কামো মোদভরান্বিতঃ ।
বিস্মৃত্য শাপঞ্চ তদা বিধিদত্তং সুদারুণম্ ॥ ৪৩

মদন উবাচ—

অনয়া সহচারিণ্যা সম্যক্ সুন্দররূপয়া ।
সমর্থো মোহিতুং শম্ভুং কিমন্যৈর্জন্তুভির্বিভো ॥ ৪৪
যত্র যত্র ময়া লক্ষ্যং ক্রিয়তে ধনুষোঽনঘ ।
তত্রায়নাপি চেষ্টব্যং মায়য়া রমণাহ্বয়া ॥ ৪৫
যদা দেবালয়ং যামি পৃথিবীং বা রসাতলম্ ।
তদৈষাপ্যস্তু সধ্রীচী সর্ব্বদা চারুহাসিনী ॥ ৪৬
যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোর্জ্জলদানাং যথা তড়িৎ ।
তথা মমৈষা ভবিতা প্রজাধ্যক্ষ-সহায়িনী ॥ ৪৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা মদনো দেবীং রতীং জগ্রাহ সোৎসুকঃ ।
সাগরাদুত্থিতাং লক্ষ্মীং হৃষীকেশ ইবোত্তমাম্ ॥ ৪৮
ররাজ স তয়া সার্দ্ধং ভিন্নপীতপ্রভঃ স্মরঃ ।
জীমূত ইব সন্ধ্যায়াং সৌদামিন্যা মনোজ্ঞয়া ॥ ৪৯

তিনি কান্তিরূপ জলপ্রবাহে পূর্ণ ; তাঁহার কুচাগ্রযুগল কমল-কলিকা ; বদন-মণ্ডল প্রফুল্লকমল ; সুন্দর বাহু মৃণালখণ্ড , ভ্রূভঙ্গী তাঁহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ ; কটাক্ষ-পাত উত্তুঙ্গলহরী ; নয়নযুগল নীলোৎপল ; ক্ষীণ লোমাবলী তাঁহার শৈবাল ; নিম্ননাভি তাঁহার আবর্ত্ত ; লোকের চিত্তরূপ বৃক্ষ আত্মসাৎ করিতেও তিনি সুপটু ; আর দক্ষ-প্রজাপতিস্বরূপ হিমালয় গিরি হইতে তাঁহার উৎপত্তি । ৩৯-৪২

কাম তখন সাতিশয় প্রমোদ বশত সেই ব্রহ্মদত্ত নিদারুণ শাপ বিস্মৃত হইয়া দক্ষকে বলিলেন ;—প্রভো ! এই সম্পূর্ণ সুন্দর-রূপশালিনী রমণী আমার সহচারিণী হইলে আমি এখন মহাদেবকে মোহিত করিতে পারিব, অন্য প্রাণীর কথা কি বলিব কি ? ৪৩-৪৪

হে অনঘ ! আমি যে যে স্থান লক্ষ্য করিয়া শরাসন ধরিব, তথায় তথায় ইহাঁকেও রমণ-মায়াযোগে আমার অনুকূলে চেষ্টা করিতে হইবে । ৪৫

আমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের মধ্যে যখন যেখানে যাইব, এই সতত-চারু-হাসিনী তখনই আমার সহগামিনী হইবেন । ৪৬

হে প্রজাপতি ! নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী, জলদজালের যেমন সৌদামিনী, তদ্রূপ ইনিও যেন সর্ব্বদা আমার সহচারিণী হন । ৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মদন এই কথা বলিয়া নারায়ণ যেমন সাগরোত্থিতা

ইতি রতিপতিরুচ্চৈর্মোদযুক্তো রতীং তাং
হৃদি পরিজগৃহে যাং যোগদর্শীব বিদ্যাম্।
রতিরপি পতিমগ্র্যং প্রাপ্য তোষঞ্চ লেভে।
হরিমিব কমলোত্থা পূর্ণচন্দ্রোপমাস্যা ॥ ৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ প্রভৃতি ধাতাপি যদৈবান্তর্হিতং পুরা।
চিন্তয়ামাস সততং শম্ভুবাক্যবিষার্দ্দিতঃ ॥ ১
কান্তাভিলাষমাত্রং মে দৃষ্ট্বা শম্ভুবগর্হয়ৎ।
মুনীনাং পুরতঃ কস্মাৎ স দারান্ স গ্রহীষ্যতি ॥ ২
কা বা ভবিত্রী তজ্জায়া কঃ চ তন্মনসি স্থিতা।
যোগমার্গমবজ্ঞাপ্য তস্য মোহং করিষ্যতি ॥ ৩

লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তমা রমণী রতিদেবীকে ঔৎসুক্য সহকারে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে মেঘ যেমন মনোহর সৌদামিনীসহ শোভা পায়, ফুট গৌরবর্ণ কামদেব রতিসহ সেইরূপ শোভা পাইলেন। ৪৮-৪৯

এইরূপে সাতিশয় আনন্দযুক্ত রতিপতি,—যোগী যেমন বিদ্যাকে (তত্ত্বজ্ঞান) হৃদয়ে ধারণ (চিন্তা) করেন, তদ্রূপ সেই রতিদেবীকে হৃদয়ে (বক্ষঃস্থলে) ধারণ করিলেন। জলধিনন্দিনী হরিকে পতিরূপে পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রবদনা রতিদেবীও শ্রেষ্ঠ স্বামী পাইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। ৫০

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইতিপূর্ব্বে বিধাতা মহাদেবের বাক্যে অবমানিত হইয়া যখন অন্তর্হিত হন, তদবধি চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—রমণীতে অভিলাষ মাত্র দেখিয়া মহাদেব আমাকে নিন্দা করিলেন, তিনি নিজে মুনিগণের সমক্ষে দারপরিগ্রহ করিবেন কিরূপে? ১-২

আর তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তাঁহার হৃদয়স্থিত যোগমার্গে অনাস্থা জন্মাইয়া তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবেন, এমন রমণীই বা কে, যে তাঁহার জায়া হইবেন? ৩

মন্মথোঽপি সমর্থো নো ভবিষ্যত্যস্য মোহনে।
নিতান্তযোগী রামাণাং নামাপি সহতে ন সঃ ॥ ৪
অগৃহীতেষু দারেষু হরেণ কথমাদিতঃ।
মধ্যে চৈব ভবেৎ সৃষ্টিস্তদ্বধো নান্যকারিতঃ ॥ ৫
কেচিত্তবিষ্যন্তি ভুবি ময়া বধ্যা মহাবলাঃ।
কেচিদ্বিষ্ণোর্ব্বধনীয়াঃ কেচিচ্ছম্ভোরুপায়তঃ ॥ ৬
সংসারবিমুখে শম্ভৌ তথৈকান্তবিরাগিণি।
অস্মাদৃতে ন কর্ম্মান্যৎ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭
চিন্তয়ন্নিতি লোকেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
পুনর্দ্দদর্শ ভূমিষ্ঠান্ দক্ষাদীন্ বিয়তি স্থিতঃ ॥৮
রতিদ্বিতীয়ং মদনং মোদযুক্তং নিরীক্ষ্য চ।
পুনস্তত্র গতঃ প্রাহ সান্ত্বয়ন্ পুষ্পসায়কম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ—

অনয়া সহচারিণ্যা রাজসে ত্বং মনোভব।
এষা চ ভবতা পত্যা যুক্তা সংশোভতে ভৃশম্ ॥ ১০
যথা শ্রিয়া হৃষীকেশো যথা তেন হরিপ্রিয়া।
ক্ষণদা বিধুনা যুক্তা তয়া যুক্তো যথা বিধুঃ ॥ ১১
তথৈব যুবয়োঃ শোভা দাম্পত্যঞ্চ পুরস্কৃতম্।
অতস্ত্বং জগতঃ কেতুর্বিশ্বকেতুর্ভবিষ্যসি ॥ ১২

কামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি অত্যন্ত যোগাসক্ত, স্ত্রীলোকের নামও ভালবাসেন না। ৪

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে আদি, মধ্য ও অন্তে সৃষ্টি হইবে কিরূপে? তাহা হইলে সৃষ্টিলোপ-নিবারণও অপরের সাধ্যাতীত। ৫

কোন কোন মহাবীর ভূতলে জন্মিবে, তাহাদের কাহারা উপায়তঃ আমার বধ্য; কাহারাও উপায়তঃ বিষ্ণুর বধ্য, কাহারও বা উপায়তঃ মহাদেবের বধ্য। ৬

শম্ভু একান্ত বৈরাগ্যসম্পন্ন ও সংসারপরাঙ্মুখ হইলে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে? ইনি ভিন্ন অপরে ইঁহার কর্ম্ম করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। ৭

লোক-পিতামহ লোকেশ ব্রহ্মা ইহা চিন্তা করত গগনমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া পুনরায় ভূতলস্থিত দক্ষাদিকে অবলোকন করিলেন। ৮

তিনি মদনকে রতিসহচর ও আনন্দযুক্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার তথায় গমনপূর্ব্বক পুষ্পশরকে সান্ত্বনা করত বলিলেন। ৯

হে মনোভব। এই রমণীকে সহচারিণী পাইয়া তোমার শোভা হইয়াছে; আর এই রমণীও তোমাকে পতিরূপে পাইয়া যোগ্যসমাগম প্রযুক্ত অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। ১০

যেমন লক্ষ্মীযোগে নারায়ণ ও নারায়ণযোগে লক্ষ্মী, যেমন শশি-যোগে নিশা ও নিশা-যোগে শশী—সেইরূপ তোমরা উভয়েই পরস্পরে শোভিত এবং উৎকৃষ্ট দাম্পত্যভাবে অনুপ্রাণিত। অতএব তুমি জগতের কেতু (শ্রেষ্ঠ) এই জন্য তুমি বিশ্বকেতু নামে বিখ্যাত হইবে। ১১-১২

জগদ্ধিতায় বৎস ত্বং মোহয়স্ব পিনাকিনম্ ।
যথা সুখমনাঃ শম্ভুঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্ ॥ ১৩
বিজনে স্নিগ্ধদেশে চ পর্ব্বতেষু সরিৎসু চ ॥ ১৪
যত্র তত্র প্রয়াতীশস্তত্র তত্রানয়া সহ ।
মোহয়স্ব যতাত্মানং বনিতাবিমুখং হরম্ ॥ ১৫
ত্বদৃতে বিদ্যতে নান্যঃ কশ্চিদস্য বিমোহকঃ ॥ ১৬
ভূতে হরে সানুরাগে ভবতোঽপি মনোভব ।
শাপোপশান্তির্ভবিতা তস্মাদাত্মহিতং কুরু ॥ ১৭
সানুরাগো বরারোহাং যদীচ্ছতি মনোভব ।
তদা তবোপভোগায় স ত্বাং সম্ভাবয়িষ্যতি ॥ ১৮
তস্মাজ্জগদ্ধিতায় ত্বং যতস্ব হরমোহনে ।
শিবস্য ভব কেতুস্ত্বং মোহয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
উবাচ মন্মথস্তথ্যং ব্রহ্মাণং জগতো হিতম্ ॥ ২০

মন্মথ উবাচ—

করিষ্যেঽহং তব বিভো বচনাচ্ছম্ভুমোহনম্ ।
কিন্তু যোষিন্মহাস্ত্রং মে তত্র কান্তাং প্রভো সৃজ ॥ ২১
ময়া সম্মোহিতে শম্ভৌ যয়া তস্যানুমোহনম্ ।
কার্য্যং মনোরমাং রামাং তাং নিদেশয় লোকভৃৎ ॥ ২২

হে বৎস ! তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাও ; তিনি যেন প্রীত-মনে দারপরিগ্রহ করেন । ১৩

নির্জ্জন স্নিগ্ধ প্রদেশেই হউক, পর্ব্বতেই হউক, আর নদীতেই হউক, ঈশ্বর যেখানে যেখানে যাইবেন তুমি এই রতিদেবীর সহিত তথায় তথায় গিয়া সেই বনিতা-পরাঙ্মুখ সংযতচিত্ত হরকে ভুলাইবে । ১৪-১৫

তুমি ভিন্ন তাঁহাকে ভুলাইতে পারে, এমন লোক কেহ নাই । ১৬

হে মনোভব ! মহাদেবের রমণী-অনুরাগ সঞ্চার হইলে তোমারও শাপ-মোচন হইবে । অতএব এই আত্মহিতকর কার্য্য করিতে বিমুখ হইও না । ১৭

যদি মহেশ্বর অনুরাগ সহকারে কোন করভোরু রমণীর প্রতি স্পৃহা করেন, তাহা হইলে তখন তিনি তাৎকালিক ভাবের উপযোগী বলিয়া তোমাকে সম্মানিত করিবেন । ১৮

অতএব তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাইতে যত্ন কর । আর তাঁহাকে ভুলাইয়া তুমি বিশ্বকেতু হও । ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মন্মথ পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া জগতের হিতজনক যথার্থ কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ;—প্রভো ! আমি আপনার বচনানুসারে মহাদেবকে ভুলাইব । কিন্তু আমার প্রধান অস্ত্র রমণী ; আপনি নির্জ্জনে সৃজন করুন । ২০-২১

হে বিধাতঃ ! আমি শম্ভুকে ভুলাইলে পর যিনি তাহার পরেও তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, এইরূপ মনোরমা রমণী আমাকে বলিয়া দিন ২২

তামহং নহি পশ্যামি যয়া তস্যানুমোহনম্ ।
কর্ত্তব্যমধুনা ধাতস্তত্রোপায়ং তথা কুরু ॥ ২৩
এবংবাদিনি কন্দর্পে ধাতা লোকপিতামহঃ ।
কুর্য্যাং সম্মোহনীং যোষামিতি চিন্তাং জগাম হ ॥ ২৪
চিন্তাবিষ্টস্য তস্যাথ নিঃশ্বাসো যো বিনিঃসৃতঃ ।
তস্মাদ্বসন্তঃ সঞ্জাতঃ পুষ্পব্রাতবিভূষিতঃ ॥ ২৫
চূতাঙ্কুরান্ মুকুলিতান্ বিভ্রদ্ভ্রমরসংহতিম্ ।
কিংশুকান্ সারসান্ রেজে প্রফুল্ল ইব পাদপঃ ॥ ২৬
শোণরাজীবসঙ্কাশঃ ফুল্লতামরসেক্ষণঃ ।
সন্ধ্যোদিতাখণ্ডশশি-প্রতিমাস্যঃ সুনাসিবঃ ॥ ২৭
শঙ্খবচ্ছ্রবণাবর্ত্তঃ শ্যামকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ ।
সন্ধ্যাংশুমালিসদৃশ-কুণ্ডলদ্বয়মণ্ডিতঃ ॥ ২৮
প্রমত্তমাতঙ্গগতির্বিস্তীর্ণহৃদয়স্থলঃ ।
পীনস্থূলায়তভুজঃ কঠোবকবযুগ্মকঃ ॥ ২৯
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘঃ কম্বুগ্রীবোন্নতাংসকঃ ।
গূঢজক্রুঃ পীনবক্ষাঃ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বলক্ষণৈঃ ॥ ৩০
তাদৃশেহথ সমুৎপন্নে সম্পূর্ণে কুসুমাকরে ।
ববৌ বায়ুঃ স সুরভিঃ পাদপা অপি পুষ্পিতাঃ ॥ ৩১
পিকাশ্চ নেদুঃ শতশঃ পঞ্চমং মধুরস্বরাঃ ।
প্রফুল্লপদ্মা অভবন্ সরস্যঃ পুষ্টপুষ্করাঃ ॥ ৩২

যিনি তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ রমণী আমি ত দেখিতে পাই না ; অতএব আপনি তদ্বিষয়ে উপায় করুন। ২৩

কন্দর্প এই কথা বলিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, কোন রমণী মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবেন ? ২৪

অনন্তর চিন্তাকুল বিধাতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল ; তাহা হইতে কুসুমসংহতি-ভূষিত বসন্ত উৎপন্ন হইলেন। ২৫

বসন্ত অলিকুলসঙ্কুল মুকুলিত চূতাঙ্কুর, কিংশুক কুসুম ও কমলশ্রেণী ধারণ করত ফুল্লকুসুমিত তরুবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৬

তাঁহার রক্তকমল সদৃশ বর্ণ, নলিনাভ লোচনযুগল, সন্ধ্যাকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় মুখমণ্ডল, তাঁহার সুন্দর নাসিকা, শঙ্খসদৃশ চরণাবর্ত্ত, কুন্তলজাল নীলকুঞ্চিত। তিনি অস্ত গমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কুণ্ডল-যুগলে ভূষিত। ২৭-২৮

তাঁহার গতি মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ; তাঁহার নিস্তল পীবর দীর্ঘ ভুজযুগল, অকর্ম্ম কঠিন করতলদ্বয় ; তাঁহার উরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, গ্রীবা কম্বুসন্নিভ, স্কন্ধ উন্নত, জক্রুদেশ গূঢ় এবং মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। ২৯-৩০

সেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পূর্ণাবয়ব কুসুমাকর উৎপন্ন হইলে উত্তম সদ্গন্ধপূর্ণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং তরুনিকর পুষ্পিত হইল। ৩১

মধুরস্বর কোকিলকুল শতশতবার পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল। আর সুনির্ম্মল সরসীসলিলে কমলরাজি বিকশিত হইল। ৩২

তমুৎপন্নমবেক্ষ্যাথ তথা ভৃশমুশত্তমম্ ।
হিরণ্যগর্ভো মদনং জগাদ মধুরং বচঃ ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

এষ মন্মথ তে মিত্রং সদা সহচরো ভবেৎ ।
আনুকূল্যং তব কৃতৌ সর্ব্বদৈব করিষ্যতি ॥ ৩৪
যথাগ্নেঃ শ্বসনো মিত্রং সর্ব্বত্রোপকরোতি চ ।
তথায়ং ভবতো মিত্রং সদা ত্বামনুযাস্যতি ॥ ৩৫
বসতেরন্তহেতুত্বাদ্ বসন্তাখ্যো ভবত্বয়ম্ ।
তবানুগমনং কর্ম্ম তথা লোকানুরঞ্জনম্ ॥ ৩৬
অসৌ বসন্তে শৃঙ্গারো বসন্তে মলয়ানিলঃ ।
ভবন্তু সুহৃদো ভাবাঃ সদা ত্বদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৭
বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা ।
কুর্ব্বন্তু রত্যাঃ সৌহৃদ্যং সুহৃদস্তে যথা তব ॥ ৩৮
এভিঃ সহচরৈঃ কাম বসন্তপ্রমুখৈর্ভবান্ ।
অনয়া সহচারিণ্যা ত্বং যুক্তঃ পরিবারয়া ॥ ৩৯
মোহয়স্ব মহাদেবং কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্ ।
যথেষ্টদেশং গচ্ছ ত্বং সর্ব্বৈঃ সহচরৈর্বৃতঃ ।
অহং তাং ভাবয়িষ্যামি যা হরং মোহয়িষ্যতি ॥ ৪০
এবমুক্তোঽথ মদনঃ সুরজ্যেষ্ঠেন হর্ষিতঃ ।
জগাম সগণস্তত্র সপত্ন্যনুচরস্তদা ॥ ৪১

সেই সুলক্ষণপূর্ণ বসন্ত সেইরূপে উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া হিরণ্যগর্ভ মদনকে মধুর বচনে বলিলেন,—মন্মথ ! এই ব্যক্তি তোমার পরম মিত্র ও সতত সহচর হইবে, আর তোমার কার্য্যে সর্ব্বদাই আনুকূল্য করিবে। ৩৩-৩৪

বায়ু যেমন অগ্নির মিত্র বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার উপকার করেন, সেইরূপ এই তোমার বন্ধু সর্ব্বদা তোমার অনুগমন করিবেন। ৩৫

বসতির অন্ত হেতু বলিয়া অর্থাৎ প্রবাসীকে প্রবাসে থাকিতে দেন না বলিয়া ইহার নাম হউক "বসন্ত"। তোমার অনুগমন এবং লোকরঞ্জনই ইহার কর্ম্ম। ৩৬

বসন্তেই শৃঙ্গার এবং মলয় পবন বসন্তেরই উপকরণ। সমস্ত ভাব তোমার সতত বশবর্ত্তী সুহৃদ্ হউক। ৩৭

আর এই সকল সুহৃদ্‌গণের সহিত তোমার যেমন সৌহার্দ্দ, সেইরূপ বিব্বোকাদি হাব এবং চতুঃষষ্টি কলা রতির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করুন। ৩৮

কাম তুমি বসন্ত প্রভৃতি এই সকল সহচর ও কথিত পরিজন-পরিবৃতা সহচরী এই রতি দেবীর সহিত মিলিত হও। ৩৯

মহাদেবকে মোহিত কর; এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী কর। তুমি সকল সহচরে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত প্রদেশে গমন কর। আর যিনি হরকে ভুলাইতে পারিবেন, এইরূপ রমণী, যাহাতে হয়, আমি তাহা করিতেছি। ৪০

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে মদন আনন্দিত হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন। ৪১

দক্ষং প্রণম্য তান্ সর্ব্বান্ মানসানভিবাদ্য চ।
যত্রাস্তি শম্ভুর্গতবাংস্তৎস্থানং মন্মথস্তদা ॥ ৪২
তস্মিন্ গতে সানুচরেঽথ মন্মথে
শৃঙ্গারভাবাদিযুতে দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রোবাচ দক্ষং মধুরং পিতামহঃ
সার্দ্ধং মরীচ্যত্রিমুখৈর্ম্মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা তদোবাচ দক্ষায় সুমহাত্মনে।
মরীচিপ্রমুখেভ্যশ্চ বচনঞ্চেদমঞ্জসা ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

ভবিত্রী শম্ভুপত্নী কা কা তং সম্মোহয়িষ্যতি।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন কান্তাং ন স্থিরীকর্ত্তুমুৎসহে ॥ ২
বিষ্ণুমায়ামৃতে দক্ষ মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
নান্যা তন্মোহকর্ত্রী স্যাৎ সন্ধ্যাসাবিত্র্যমামৃতে ॥ ৩
তস্মাদহং বিষ্ণুমায়াং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রভুম্।
স্তৌমি সা চারুরূপেণ শঙ্করং মোহয়িষ্যতি ॥ ৪

তখন মন্মথ, যেখানে শিব ছিলেন, দক্ষকে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মার মানস পুত্রদিগকে অভিবাদন করিয়া তথায় গমন করিলেন। ৪২

হে দ্বিজবরগণ! সেই মন্মথ, অন্যান্য অনুচর ও শৃঙ্গারাদি ভাবগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলে পিতামহ দক্ষ ও মরীচি অত্রিপ্রভৃতি মুনিবরগণকে মধুর বচনে বলিয়াছিলেন। ৪৩

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মহামায়ার স্তব।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা, তখন মহাত্মা দক্ষকে এবং মরীচি প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—কোন্ রমণী শম্ভুর পত্নী হইবেন? কোন্ রমণী তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতেছি। কিন্তু কাহাকেও শিবপত্নী বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ২

দক্ষ! সন্ধ্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা জগন্ময়ী মহামায়া বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী কেহ নাই। ৩

ভবাংস্তু দক্ষ তামেব যজতাং বিশ্বরূপিণীম্।
যথা তব সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবিষ্যতি ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বচনমাকর্ণ্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
উবাচ দক্ষঃ স্রষ্টারং মরীচ্যাদিভিরীরিতঃ ॥ ৬

দক্ষ উবাচ—

যথাত্থ ভগবংস্তথ্যং ত্বং লোকেশ জগদ্ধিতম্।
তৎকরিষ্যামহে সম্যগ্ যথা স্যাত্তন্মনোহরা ॥ ৭
তথা তথা যতিষ্যামি যথা মম সুতা স্বয়ম্।
বিষ্ণুমায়া ভবেৎ পত্নী ভূত্বা শম্ভোর্মহাত্মনঃ ॥ ৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি তৈরুক্তং মরীচিপ্রমুখৈস্তদা।
যষ্টুং দক্ষঃ সমারেভে মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥ ৯
ক্ষীরোদোত্তরতীরস্থস্তাং কৃত্বা হৃদয়স্থিতাম্।
তপস্তপ্তুং সমারেভে দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতোঽম্বিকাম্ ॥ ১০
দিব্যবর্ষেণ দক্ষোঽপি সহস্রাণাং ত্রয়ং সমাঃ।
তপশ্চচার নিয়তঃ সংযতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১১
মারুতাশী নিরাহারো জলাহারী চ পর্ণভুক্।
এবং নিনায় তৎকালং চিন্তয়ংস্তাং জগন্ময়ীম্ ॥ ১২

অতএব আমি জগজ্জননী যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়াকে স্তব করি, তিনি সুন্দর রূপে তাঁহাকে মোহিত করিবেন। ৪

দক্ষ! তুমিও সেই বিশ্বময়ীরই পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া দক্ষ, মরীচিপ্রভৃতির বচনানুসারে সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে বলিলেন। ৬

দক্ষ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি জগতের হিতজনক যে যথার্থ কথা বলিয়াছেন, হে লোকেশ! আমরা তদনুসারে কার্য্য করিব। ৭

বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবের মনোহরণ করিতে অপর কেহ পারিবে না, ইহা স্থির বটে। স্বয়ং বিষ্ণুমায়া যাহাতে আমার কন্যা হইয়া মহাত্মা শিবের পত্নী হন, আমি তদনুরূপ চেষ্টা করিব। ৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, "এই'ই বটে" বলিলে, দক্ষ, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯

দক্ষ, ক্ষীরোদ-সাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত হইয়া জগদম্বাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাই তপস্যার উদ্দেশ্য। ১০

দৃঢ়ব্রত দক্ষ সংযতচিত্ত হইয়া নিয়ম সহকারে তিন সহস্র দিব্য বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ১১

বায়ু-ভক্ষণ, অনশন, জলমাত্র পান অথবা বৃক্ষের গলিত পত্র ভোজন

গতে দক্ষে তপঃ কর্ত্তুং ব্রহ্মা সর্ব্বজগৎপতিঃ।
জগাম মন্দরাভ্যাসং পুণ্যাৎ পুণ্যতরং বরম্ ॥ ১৩
তত্র তত্র জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরর্থ্যাভিরেকতানং শতং সমাঃ ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ—

বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং শুদ্ধাং নিরালম্বাং নিরাকুলাম্।
স্তৌমি দেবীং জগদ্ধাত্রীং স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপিণীম্ ॥ ১৫
যস্যা উদেতি চ জগৎপ্রধানাখ্যং জগৎপরম্।
যস্যাস্তদংশভূতং তাং স্তৌমি নিদ্রাং সনাতনীম্ ॥ ১৬
ত্বং চিতিঃ পরমানন্দ-পরমাত্মস্বরূপিণী।
শক্তিস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং ত্বং সর্ব্বেষাঞ্চ পাবিনী ॥ ১৭
ত্বং সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী ত্বং সন্ধ্যা ত্বং রতির্ধৃতিঃ।
ত্বং হি জ্যোতিঃস্বরূপেণ সংসারস্য প্রকাশিনী ॥ ১৮
তথা তমঃস্বরূপেণ চ্ছাদয়ন্তী সদা জগৎ।
ত্বমেব সৃষ্টিরূপেণ সংসারপরিপূরণী ॥ ১৯
স্থিতিরূপেণ চ হরের্জগতাঞ্চ হিতৈষিণী।
তথৈবান্তস্বরূপেণ জগতামন্তকারিণী ॥ ২০
ত্বং মেধা ত্বং মহামায়া ত্বং স্বধা পিতৃমোদিনী।
ত্বং স্বাহা ত্বং নমস্কার-বষট্‌কারৌ তথা স্মৃতিঃ ॥ ২১

করিয়া জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে চিন্তা করত সেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১২

দক্ষ, তপস্যা করিতে গেলে, সর্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মা, পরম পবিত্র পুণ্যজনক মন্দরগিরিসমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মা মন্দরগিরির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্রে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী বিষ্ণুমায়াকে তদ্গত একাগ্রচিত্তে অর্থপূর্ণ রচনাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩-১৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যিনি অবিদ্যা, বিদ্যা ও স্থূল সূক্ষ্ম-স্বরূপা, নিরাধারা নিরাকুলা এবং বিশুদ্ধা, সেই জগদ্ধাত্রী দেবীকে স্তব করি। ১৫

জগতের উপাদান কারণ জগদতীত প্রকৃতি যাঁহা হইতে উদ্ভূত, সেই পরমাত্মার অবয়বরূপিণী সনাতনী নিদ্রাকে স্তব করি। ১৬

তুমিই চিৎশক্তি, তুমিই পরমানন্দরূপা পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বভূতের শক্তি এবং তুমিই পবিত্রতাবিধায়িনী। ১৭

তুমি সাবিত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রতি, তুমি ধৃতি; আর জ্যোতিঃস্বরূপে তুমিই সংসারের প্রকাশিকা। ১৮

তমোরূপে তুমি জগৎকে আবরণে রাখ। তুমিই সৃষ্টিরূপে ইহাকে পূর্ণ কর। ১৯

তুমি বৈষ্ণবীরূপে জগতের স্থিতিকারিণী, হিতৈষিণী আবার তুমিই অন্তরূপে জগতের প্রলয় করিয়া থাক। ২০

তুমি মেধা; তুমি মহামায়া; তুমিই পিতৃলোকের আনন্দদায়িনী স্বধা। তুমি স্বাহা, তুমিই নমঃশব্দ, বষট্‌কার এবং স্মৃতিরূপা। ২১

ত্বং পুষ্টিস্ত্বং ধৃতির্মৈত্রী করুণা মুদিতা তথা।
ত্বমেব লজ্জা ত্বং শান্তিস্ত্বং কান্তির্জগদীশ্বরী ॥ ২২
মহামায়া ত্বঞ্চ স্বাহা স্বধা চ পিতৃদেবতা।
যা সৃষ্টিশক্তিরস্মাকং স্থিতিশক্তিশ্চ যা হরেঃ ॥ ২৩
অন্তশক্তিস্তথৈশানী সা ত্বং শক্তিঃ সনাতনি ॥ ২৪
একা ত্বং দ্বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংসারকারিণী।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপেণ স্বপ্রকাশাপ্রকাশতঃ ॥ ২৫
ত্বং লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বং ছায়া ত্বং সরস্বতী।
ত্রয়ীময়ী ত্রিমাত্রা ত্বং সর্ব্বভূতস্বরূপিণী ॥ ২৬
উদ্গীতিঃ সামবেদস্য যা পিতৃগণরঞ্জনী।
ত্বং বেদিঃ সর্ব্বযজ্ঞানাং সামধেনী তথা হবিঃ ॥ ২৭
যদব্যক্তমনির্দ্দেশ্যং নিষ্কলং পরমাত্মনঃ।
রূপং তবৈব তন্মাত্রং সকলঞ্চ জগন্ময়ম্ ॥ ২৮
যা মূর্ত্তির্বিততা সর্ব্বধরিত্রী বিভ্রতী ক্ষিতিম্।
সা ত্বং বিশ্বম্ভরে লোকে শক্তিভূতিপ্রদা সদা ॥ ২৯
ত্বং লক্ষ্মীশ্চেতনা কান্তিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং সনাতনী।
ত্বং কালরাত্রিস্ত্বং মুক্তিঃ শান্তিঃ প্রজ্ঞা তথা স্মৃতিঃ ॥ ৩০
সংসারসাগরোত্তার-তরণিঃ সুখমোক্ষদে।
প্রসীদ সর্ব্বজগতাং ত্বং গতিস্ত্বং মতিঃ সদা ॥ ৩১

তুমি পুষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী ; তুমি করুণা, তুমি মুদিতা, তুমিই লজ্জা ; তুমি শান্তি, তুমি কান্তি, তুমিই জগতের ঈশ্বরী। ২২

আবার বলি, তুমি মৈত্রী, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃদেবতা স্বধা। হে নিত্যশক্তি-স্বরূপে! আমার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতিশক্তি এবং রুদ্রের বিনাশ-শক্তি—এই সমস্ত শক্তিও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। ২৩

একা তুমিই আত্মপ্রকাশক তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মগোপক অজ্ঞানরূপ দ্বিবিধভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কাহারও মুক্তি এবং কাহারও সংসারবন্ধন সাধন করিতেছ। ২৪

তুমি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মী, তুমি ছায়া, তুমি সরস্বতী ; তুমি ঋগ্-যজুঃ সাম-বেদরূপিণী, তুমি ত্রিমাত্রা (প্লুতরূপা) এবং সর্ব্বভূত-স্বরূপা। ২৬

তুমি পিতৃগণমনোরঞ্জিনী সামগীতি, তুমি সকল যজ্ঞেরই বেদি, সামধেনী এবং হবিঃ। ২৭

পরমাত্মার নিষ্কল অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য রূপ এবং সমস্ত জগৎ—এই সূক্ষ্ম স্থূল সকল রূপই তোমার। ২৮

বিশ্বম্ভরে! যে সর্ব্বাধারভূত বিশাল মূর্ত্তি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, জগতে মঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপা তুমিই সেই মূর্ত্তি *। ২৯

তুমি লক্ষ্মী, চেতনা, কান্তি, তুমি পুষ্টি, তুমি নিত্যা, তুমি কালরাত্রি, তুমি মুক্তি, শান্তি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি। ৩০

---

* যা মূর্ত্তিং বিততাং সর্ব্বধরিত্রী বিভ্রতী ক্ষিতিঃ ইহা পাঠান্তর। যে সর্ব্বাধারভূতা পৃথিবী বিস্তৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, তুমিই সেই পৃথিবীস্বরূপা। উক্ত পাঠের এইরূপ অর্থ হয়।

ত্বং নিত্যা ত্বমনিত্যা চ ত্বং চরাচরমোহিনী।
ত্বং সন্ধিনী সর্ব্বযোগ-সাঙ্গোপাঙ্গবিভাবিনী ॥ ৩২
চিন্তা কীর্ত্তির্যতীনাং ত্বং ত্বং তদষ্টাঙ্গসংযুতা।
ত্বং খড়্গিনী শূলিনী চ চক্রিণী ঘোররূপিণী ॥ ৩৩
ত্বমীশ্বরী জনানাং ত্বং সর্ব্বানুগ্রহকারিণী।
বিশ্বাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বং বিশ্বযোনিরযোনিজা।
অনন্তা সর্ব্বজগতস্ত্বমেবৈকান্তকারিণী ॥ ৩৪
নিতান্তনির্ম্মলা ত্বং হি তামসীতি চ গীয়সে।
ত্বং হিংসা ত্বমহিংসা চ ত্বং কালী চতুরাননা ॥ ৩৫
ত্বং পরা সর্ব্বজননী দমনী দামিনী তথা।
ত্বয্যেব লীয়তে বিশ্বং ভাতি তত্ত্বদ্বিভর্ত্তি চ ॥ ৩৬
ত্বং সৃষ্টিহীনা ত্বং সৃষ্টিস্ত্বমকর্ণাপি সশ্রুতিঃ।
তরস্বিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা ॥ ৩৭
ত্বং দ্যৌস্ত্বমাপস্ত্বং জ্যোতির্ব্বায়ুস্ত্বঞ্চ নভো মনঃ।
অহঙ্কারোঽপি জগতামষ্টধা প্রকৃতিঃ কৃতিঃ ॥ ৩৮
জগন্নাভির্মেরুরূপধারিণী নালিকাপরা।
পরাপরাত্মিকা শুদ্ধা মায়া মোহাতিকারিণী ॥ ৩৯

হে সুখভোগপ্রদায়িনি! তুমিই ভবসাগর পারের তরণিরূপিণী; মাগো! প্রসন্ন হও; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই গতি, তুমিই মতি। ৩১

তুমি নিত্য আবার তুমিই অনিত্যা! তুমি এই স্থাবর-জঙ্গমময় নিখিল জগন্মোহিনী: তুমি সঙ্গতিবিধায়িনী এবং সাঙ্গোপাঙ্গ-সকলযোগ-মার্গ-প্রবর্ত্তিনী। ৩২

তুমি যতিগণের ধ্যান, যতিগণের কীর্ত্তি; যোগের অষ্টাঙ্গ তোমাতে বিদ্যমান; তুমি খড়্গ, শূল এবং চক্র ধারণ করিয়া থাক; তুমি ঘোররূপা। ৩৩

তুমি ঈশ্বরী, জনগণের প্রতি সর্ব্ববিধ অনুগ্রহ করিতে সমর্থা; তুমি জগতের আদি অথচ তোমার আদি নাই; তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি, অথচ তোমার উৎপত্তি নাই। ৩৪

এক তুমি প্রলয়কালে জগন্মণ্ডল সংহার করিয়া থাক: অথচ তোমার নাশ নাই। এক তুমিই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা এবং তামসী বলিয়া বর্ণিত আছ: এক তুমিই হিংসা এবং অহিংসা; তুমিই কালী এবং চতুরাননা। ৩৫

তুমি পরাৎপরা ও সকলের জননী; তুমি আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয় এবং তুমি ইহা রক্ষণ ও ধারণ করিতেছ। ৩৬

তুমি দৃষ্টিহীনা অথচ তোমার দৃষ্টি অতি উত্তম; তুমি কর্ণহীনা অথচ তোমার শ্রবণযুগল পরম রমণীয়। তোমার হস্ত পদ নাই, অথচ তোমার গমনবেগ ও গ্রহণ-পাটব অত্যন্ত প্রবল। ৩৭

তুমি স্বর্গ, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি মন এবং অহঙ্কারও তুমি—অধিক কি এই জগতের যে আট প্রকার প্রকৃতি (কারণ—প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি) আছে, তৎসমুদায়ই তুমি, আবার তুমিই যত্নস্বরূপা। ৩৮

কারণং কার্য্যভূতঞ্চ সত্যং শান্তং শিবাশিবে।
রূপাণি তব বিশ্বার্থে রাগবৃক্ষফলানি চ ॥ ৪০
নিত্যান্তহ্রস্বা দীর্ঘা চ নিত্যান্তাণুবৃহত্তনুঃ।
সূক্ষ্মাপ্যখিললোকস্য ব্যাপিনী ত্বং জগন্ময়ী ॥ ৪১
মানহীনা বিমানাতি-বিমানোন্মানসম্ভবা।
যদষ্টিব্যষ্টিসম্ভোগ-রাগাদিগলিতাশয়া।
তত্তে মহিম্নি তদ্রূপং তব ভ্রান্ত্যাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪২
ইষ্টানিষ্টবিপাকজ্ঞা যথেষ্টানিষ্টকারণম্।
সর্গাদিমধ্যান্তময়ং নিম্নং রূপং তথৈব চ ॥ ৪৩
বিচারাষ্টাঙ্গযোগেন সম্পাদ্যৈবং মুহুর্ম্মুহুঃ।
যৎ স্থিরীক্রিয়তে তত্ত্বং তত্তে রূপং সনাতনম্ ॥ ৪৪
বাহ্যাবাহ্যে সুখং দুঃখং জ্ঞানাজ্ঞানে লয়ালয়ৌ।
উপতাপস্তথা শান্তির্ভূতিস্ত্বং জগতঃ পতেঃ ॥ ৪৫
যস্য প্রভাবং নো বক্তুং শক্নোতি ভুবনত্রয়ে।
তস্যৈবং সম্মোহকরী সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া ॥ ৪৬
যোগনিদ্রা মহানিদ্রা মোহনিদ্রা জগন্ময়ী।
বিষ্ণুমায়া চ প্রকৃতিঃ কস্তাং স্তুত্যা বিভাবয়েৎ ॥ ৪৭
মম বিষ্ণোঃ শঙ্করস্য যা বপুর্ব্বহনাত্মিকা।
তস্যাঃ প্রভাবং কো বক্তুং গুণান্ বেত্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৪৮

তুমি মেরুরূপে জগতের নাভি এবং পরম নালিকা-স্বরূপা। তুমিই শুদ্ধ সত্ত্বময়ী পরাৎপরা, আবার তুমিই মোহপ্রদায়িনী মহামায়া। ৩৯

জগতের জন্য তোমাকে কারণ, কার্য্য, সত্য, শান্ত, মঙ্গলময় এবং অমঙ্গলময় নানারূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। সেই সমস্ত রূপ উপাসকবৃন্দের ভক্তিবৃক্ষের ফলস্বরূপ। ৪০

তুমি অতি হ্রস্ব, অতিদীর্ঘ; তুমি অতি ক্ষুদ্র, অতি বৃহৎ; তুমি অতি সূক্ষ্ম অথচ নিখিল লোকব্যাপিনী জগন্ময়ী। ৪১

তুমি মানহীনা অথচ তোমার অত্যন্ত মান; তুমি অপরিমেয়া এবং উন্নত-কায় গিরিরাজের দুহিতা। তোমার জগদ্ব্যাপী রূপরাজি সমবেত ও পৃথক্ ভাবে সেবা-ভক্তি করিলে সমুদয় সংসার-ভ্রান্তি দূর হয়। ৪২

তুমি ইষ্টানিষ্ট-পরিণামজ্ঞানসম্পন্না এবং লোকের ইষ্টানিষ্ট তোমার দ্বারাই হইয়া থাকে। আর তোমার নিখিল রূপই সৃষ্টি স্থিতি সংহারময়। ৪৩

অষ্টাঙ্গযোগ বলে বারংবার বিচার করিয়া যে তত্ত্ব স্থিরীকৃত হয়, সেই নিত্যরূপ তোমার। ৪৪

তুমি বাহ্য অন্তর; তুমি সুখ দুঃখ; তুমি জ্ঞান অজ্ঞান, তুমি জীবন মরণ; তুমি শান্তি অশান্তি; তুমিই জগদীশ্বরের ঐশী শক্তি। ৪৫

ত্রিভুবনে যাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ হয় না, তুমি সেই জগদীশ্বরেরও মোহকারিণী; আমি আর তোমাকে স্তব করিব কি? ৪৬

তুমি যোগনিদ্রা ও মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা; তুমি জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়া; তুমিই প্রকৃতি; তোমাকে স্তব করিয়া উঠিতে পারে কে? ৪৭

প্রকাশকরণজ্যোতিঃস্বরূপান্তরগোচরা।
ত্বমেব জঙ্গমস্থৈয্যরূপৈকা বাহ্যগোচরা ॥ ৪৯
প্রসীদ সর্ব্বজগতাং জননী শ্রীস্বরূপিণী।
বিশ্বরূপিণি বিশ্বেশে প্রসীদ ত্বং সনাতনি ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং সংস্তূয়মানা সা যোগনিদ্রা বিরিঞ্চিনা।
আবির্ব্বভূব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
স্নিগ্ধাঞ্জনদ্যুতিশ্চারু-রূপোত্তুঙ্গা চতুর্ভুজা।
সিংহস্থা খড়্গনীলাব্জ-হস্তা মুক্তকচোৎকরা ॥ ৫১
সমক্ষমথ তাং বীক্ষ্য স্রষ্টা সর্ব্বজগদ্গুরুঃ।
ভক্ত্যা বিনম্রতুঙ্গাংস-স্তুষ্টাব চ ননাম চ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ—

নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপে স্থিতিসর্গরূপে।
চরাচরাণাং ভবতী চ শক্তিঃ, সনাতনী সর্ব্ববিমোহনীতি ॥ ৫৩
যা শ্রীঃ সদা কেশবমূর্ত্তিমায়া, বিশ্বম্ভরা যা সকলং বিভর্ত্তি।
হ্রীর্যোগিনী যা মহিতা মনোজ্ঞা, সা ত্বং নমস্তে পরমাত্মসারে ॥ ৫৪
যমাদিপূতে হৃদি যোগিনো যাং, বিভাবয়ন্তি প্রমিতিপ্রতীতাম্।
প্রকাশশুদ্ধাদিযুতাং বিরাগাং, সা ত্বং হি বিদ্যা বিবিধাবলম্বা ॥ ৫৫

আমি, বিষ্ণু এবং শিব আমাদিগের শরীর গ্রহণ, যাহা হইতে হইয়াছে, তাঁহার প্রভাব ও গুণাবলী বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে ? ৪৮

তুমি প্রকাশ করিয়া থাক বলিয়া অভ্যন্তরচারিণী জ্যোতিঃস্বরূপিণী ; আবার তুমিই বহিশ্চারিণী স্থাবর জঙ্গমস্বরূপা। ৪৯

প্রসন্ন হও মা ! তুমি নিখিল জগতের জননী লক্ষ্মীরূপিণী ; হে বিশ্বময়ি ! বিশ্বেশ্বরি ! হে সনাতনি ! প্রসন্ন হও। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, যোগনিদ্রা, স্নিগ্ধাঞ্জন-সমপ্রভা, মনোহর রূপবতী চতুর্ভুজা বজ্র-খড়্গধারিণী সিংহবাহিনী মুক্তকেশীরূপে সেই পরমাত্মা ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। ৫১

নিখিল জগদ্গুরু বিধাতা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া ভক্তি নম্র মস্তকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫২

হে জগতের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি রূপিণি ! সৃষ্টিস্থিতিস্বরূপে ! তোমাকে বার বার নমস্কার। আপনি চরাচরের শক্তিরূপা অখিলবিমোহিনী সনাতনী। ৫৩

কেশবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী লক্ষ্মী, সর্ব্বাধারভূতা পৃথিবী, যোগিজনপূজিতা মনোহারিণী দেবী লজ্জা—এ সকলই তুমি ; হে পরমাত্মসারে ! তোমাকে নমস্কার। ৫৪

যোগিগণ, শ্রবণ-মননদ্বারা অবগত হইয়া সমাধিপূত-হৃদয়ে যে স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় বিশুদ্ধ বিদ্যা ভাবনা করেন, তুমিই সেই বিবিধ বিষয়াবলম্বিনী মহাবিদ্যা। ৫৫

কূটস্থমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং, ত্বং বিভ্রতী কালময়ং জগন্তি।
বিকারবীজং প্রকরোষি নিত্যং, প্রত্নানি নূত্নান্যথ মধ্যমানি ॥ ৫৬
সত্ত্বং রজোঽথো তম ইত্যমীষাং, বিকারহীনা সমবস্থিতির্যা।
সা ত্বং গুণানাং জগদেকহেতু-র্ব্বাহ্যান্তরালং ভবতীব যাতি ॥ ৫৭
অশেষজগতাং বীজে জ্ঞেয়জ্ঞানস্বরূপিণি।
জগদ্ধিতায় জগতাং বিষ্ণুমায়ে নমোঽস্তু তে ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য কালী লোকবিমোহিনী।
ব্রহ্মাণমূচে জগতাং স্রষ্টারং ঘনশব্দবৎ ॥ ৫৯

দেব্যুবাচ—

ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা স্তুতাহমবধারয়।
উচ্যতাং যদধৃষ্যোঽস্তি তচ্ছীঘ্রং পুরতো মম ॥ ৬০
প্রত্যক্ষং ময়ি জাতায়াং সিদ্ধিঃ কার্য্যস্য নিশ্চিতা।
তস্মাত্তে বাঞ্ছিতং ব্রূহি যৎ করিষ্যামি ভাবিতা ॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ—

একশ্চরতি ভূতেশো ন দ্বিতীয়াং সমীহতে।
তং মোহয় যথা দারান্ স্বয়ং স চ জিঘৃক্ষতি ॥ ৬২
ত্বদৃতে তস্য নো কাচিদ্ ভবিষ্যতি মনোহরা।
তস্মাত্ত্বমেকরূপেণ ভবস্য ভব মোহিনী ॥ ৬৩

জগৎ-পরিবর্ত্তনহেতু কালস্বরূপ কূটস্থ (পরিবর্ত্তনশূন্য) অব্যক্ত অচিন্তনীয় রূপ ধারণ করত তুমি জগতকে সতত পুরাতন নূতন ও মধ্যাবস্থাপন্ন করিতেছ। ৫৬

তুমি সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা—জগতের একমাত্র হেতু প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই পুরুষের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বস্তুতে আসক্তি নিবৃত্তি করিয়া স্বয়ং অপসৃত হইয়া থাকেন। ৫৭

হে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডজননি! জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপে! জগতের হিতের জন্য যত্ন করুন; হে বিষ্ণুমায়ে! তোমাকে নমস্কার। ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—ত্রিলোকবিমোহিনী মহামায়া কালী বিশ্ব-ধাতার এই কথা শুনিয়া মেঘগম্ভীর-স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—হে ব্রহ্মন্! কি জন্য তুমি আমাকে স্তব করিতেছ? আর শুন, কাহার উপরে তোমার ক্ষমতা খাটিতেছে না, আমার নিকট শীঘ্র বল। ৫৯-৬০

প্রত্যক্ষগোচর হইলে নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। অতএব তুমি নিজ অভিলাষ ব্যক্ত কর; আমি আগ্রহ সহকারে তাহা করিব। ৬১

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভূতপতি মহাদেব, একাকী বিচরণ করিতেছেন; সহচারিণী করিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব তুমি তাঁহাকে মোহিত কর, তিনি যেন স্বয়ং দারগ্রহণে অভিলাষী হন। ৬২

তোমা ভিন্ন আর কোন রমণীই তাঁহার মনোহারিণী হইবে না, অতএব তুমিই একরূপে শিবমোহিনী হও। ৬৩

যথা ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ কেশবম্ ।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈতং তথা কুরু ॥ ৬৪
কান্তাভিলাষমাত্রং মে নিনিন্দ বৃষভধ্বজঃ ।
কথং পুনঃ স বনিতাং স্বেচ্ছয়া সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৬৫
হরেঽগৃহীতকান্তে তু কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ।
আদ্যন্তমধ্যহেতৌ চ তস্মিঞ্ছম্ভৌ বিরাগিণি ॥ ৬৬
ইতি চিন্তাপরো নাহং ত্বদন্যং শরণন্ত্বিহ ।
লব্ধবাংস্তেন বিশ্বস্য হিতায়ৈতৎ কুরুষ্ব মে ॥ ৬৭
ন বিষ্ণুরস্য মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ ।
ন চাপ্যহং জগন্মাতস্তস্মাৎ ত্বং মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৮
কীর্ত্তিস্ত্ব সর্ব্বভূতানাং যথা ত্বং হ্রীর্যতাত্মনাম্ ।
যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়ৈকা ত্বং তথা সম্মোহয়েশ্বরম্ ॥ ৬৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য কালী যোগময়ী পুনঃ ।
যদুবাচ মহাভাগাস্তচ্ছৃণ্বন্তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

তুমি জগতের হিতের জন্য লক্ষ্মীরূপ ধারণ করত, নারায়ণকে যেমন আনন্দিত করিতেছ, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত কর । ৬৪

আমার রমণীর প্রতি, মাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃষধ্বজ তাহারই নিন্দা করিয়াছেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কখনই দার পরিগ্রহ করিবেন না । ৬৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রুদ্র, বৈরাগ্যবশে দারপরিগ্রহ না করিলে সৃষ্টিচক্র চলিবে কিরূপে ? ৬৬

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছি । এ বিপদে তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই ; জগতের হিতের জন্য তুমি আমার এই কার্য্যটী সাধন কর । ৬৭

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি—আমরা কেহই সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে পারিব না । অতএব হে জগন্মাতঃ ! তুমি তাঁহাকে মোহিত কর । ৬৮

যেমন একা তুমি সর্ব্বভূতের কীর্ত্তি, সংযতচিত্ত ব্যক্তিদিগের লজ্জা এবং বিষ্ণুর প্রেয়সী ; (এইরূপ নানা মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছ) সেইরূপ আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া ঈশ্বরকেও মোহিত কর । ৬৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর যোগময়ী কালী ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহা শ্রবণ করুন । ৭০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ—

যদুক্তং ভবতা ব্রহ্মন্ সমস্তং সত্যমেব তৎ।
মদৃতে মোহয়িত্রীহ শঙ্করস্য ন বিদ্যতে ॥ ১
হরেঽগৃহীতদারে তু সৃষ্টির্নৈষা সনাতনী।
ভবিষ্যতীতি তৎ সত্যং ভবতা প্রতিপাদিতম্ ॥ ২
মমাপি চ মহান্ যত্নো বিদ্যতেঽস্য জগৎপতেঃ।
ত্বদ্বাক্যাদ্দ্বিগুণো মেঽদ্য প্রযত্নোঽভূৎ সুনির্ভরঃ ॥ ৩
অহং তথা যতিষ্যামি যথা দারপরিগ্রহম্।
হরঃ করিষ্যত্যবশঃ স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪
চার্ব্বীং মূর্ত্তিমহং ধৃত্বা তস্যৈব বশবর্ত্তিনী।
ভবিষ্যামি মহাভাগ যথা বিষ্ণোর্হরিপ্রিয়া ॥ ৫
তথা সোঽপি মমৈবেহ বশবর্ত্তী সদা ভবেৎ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথেতরজনং হরম্ ॥ ৬
প্রতিসর্গাদিমধ্যং তমহং শম্ভুং নিরাকুলম্।
স্ত্রীরূপেণানুযাস্যামি বিশেষেণান্ততো বিধে ॥ ৭
উৎপন্না দক্ষজায়ায়াং চারুরূপেণ শঙ্করম্।
অহং সভাজয়িষ্যামি প্রতিসর্গং পিতামহ ॥ ৮
ততস্তু যোগনিদ্রাং মাং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
শঙ্করীতি বদিষ্যন্তি রুদ্রাণীতি দিবৌকসঃ ॥ ৯

দেবীর আশ্বাস প্রদান

দেবী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। এজগতে আমি ভিন্ন শঙ্করকে মোহিত করিতে পারে, এরূপ কেহ নাই। ১

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে সনাতন সৃষ্টি-চক্র চলিবে না, এতৎসমস্তও তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ। ২

এই জগৎপতি মহাদেবকে ভুলাইতে আমারও স্বাভাবিক যত্ন আছে। আজ আবার তোমার কথায় তাহা দ্বিগুণতর প্রগাঢ় হইল। ৩

হর যাহাতে বিমোহিত হইয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় আপনা হইতেই দার পরিগ্রহ করেন, অমি তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। ৪

মহাভাগ! লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বশবর্ত্তিনী, তদ্রূপ আমিও সুচারু মূর্ত্তি ধারণ করত তাঁহারই বশীভূতা হইব। ৫

আর সেই প্রিয় মহাদেব, যাহাতে আমার বশবর্ত্তী হন, তাহাও করিব। অধিক কি, মহাদেবকে আমি সামান্য-সংসারীর ন্যায় করিয়া ফেলিব। ৬

হে বিধাতঃ! আমি কল্পান্তরেও প্রতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে আকুলতাশূন্য মহেশ্বরের রমণীরূপে অনুসরণ করিব। ৭

হে পিতামহ! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই দক্ষপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মনোহররূপে শঙ্করের সহিত মিলিত হইব। ৮

উৎপন্নমাত্রং সততং মোহয়ে প্রাণিনং যথা।
তথা সম্মোহয়িষ্যামি শঙ্করং প্রমথাধিপম্ ॥ ১০
যথান্যজন্তুরবনৌ বর্ত্ততে বনিতাবশে।
ততোঽপ্যতি হরো বামাবশবর্ত্তী ভবিষ্যতি ॥ ১১
বিভিদ্য ভুবনাধীনাং লীনাং স্বহৃদয়ান্তরে।
মাং বিদ্যাঞ্চ মহাদেবো মোহাৎ প্রতিগ্রহীষ্যতি ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্মৈ সমাভাষ্য ব্রহ্মণে দ্বিজসত্তমাঃ।
বীক্ষ্যমাণা জগৎস্রষ্টা তত্রৈবান্তর্দধে ততঃ ॥ ১৩
তস্যামন্তর্হিতায়ান্তু ধাতা লোকপিতামহঃ।
জগাম তত্র ভগবান্ স্থিতো যত্র মনোভবঃ ॥ ১৪
মুদিতোঽত্যর্থমভবন্মহামায়াবচঃ স্মরন্।
কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে চ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৫
অথ দৃষ্ট্বা মহাত্মানং বিরিঞ্চং মদনস্তথা।
গচ্ছন্তং হংসযানেন চাভ্যুত্তস্থৌ ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৬
আসন্নং তমথাসাদ্য হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ।
ববন্দে সর্ব্বলোকেশং মোদযুক্তং মনোভবঃ ॥ ১৭
অথাহ ভগবান্ ধাতা প্রীত্যা মধুরগদ্গদম্।
মদনং মোদয়ন্ সূক্তং যদ্ দেব্যা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ১৮

তাহাতেই দেবগণ, বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রারূপিণী আমাকে শঙ্করী এবং রুদ্রাণী বলিয়া স্তব করিবে। ৯

জন্মিবামাত্র জীবকে আমি যেমন মোহিত করিয়া থাকি, প্রমথপতি শঙ্করকেও তদ্রূপ মোহিত করিব। ১০

পৃথিবীতে যেমন সাধারণ প্রাণী, রমণীর বশে থাকে, শঙ্কর তদপেক্ষাধিক স্ত্রীর বশতাপন্ন হইবেন। ১১

তিনি হৃদয়মন্দিরে সমাধিলীলা ভঙ্গ করিয়া মুগ্ধ হইবার জন্যই আমাকে বিদ্যারূপে গ্রহণ করিবেন। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবতী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ১৩

তিনি অন্তর্হিত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় কামদেব, অনুচরগণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ১৪

হে মুনিপুঙ্গবগণ! তিনি মহামায়ার বাক্য স্মরণ করত অতিশয় আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং তখন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ১৫

অনন্তর মদন, মহাত্মা বিরিঞ্চিকে হংসযানে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ১৬

মনোভব, হৃষ্টচিত্ত সর্ব্বলোক-বিধাতাকে আসনে বসাইয়া হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে বন্দনা করিলেন। ১৭

অনন্তর ভগবান্ বিধাতা, বিষ্ণুমায়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথা মদনকে আনন্দিত করত, হর্ষ-বিজড়িত-মধরস্বরে বলিতে লাগিলেন। ১৮

ব্রহ্মোবাচ—

যদাহ বৎস শর্ব্বস্য মোহনে ত্বং পুরা বচঃ।
অনুমোহনকর্ত্রী যা তাং সৃজেতি মনোভব ॥ ১৯
তদর্থং সংস্তুতা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
একতানেন মনসা ময়া মন্দরকন্দরে ॥ ২০
স্বয়মেব তয়া বৎস প্রত্যক্ষীভূতয়া মম।
তুষ্টয়াঙ্গীকৃতং শম্ভুর্মোহনীয়ো ময়েতি বৈ ॥ ২১
তয়া চ দক্ষভবনে স সমুৎপন্নয়া হরঃ।
মোহনীয়স্তু ন চিরাদিতি সত্যং মনোভব ॥ ২২

মদন উবাচ—

ব্রহ্মন্ কা যোগনিদ্রেতি বিখ্যাতা যা জগন্ময়ী।
কথং তয়া হরো বশ্যঃ কার্য্যস্তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩
কিম্প্রভাবাথ সা দেবী কা বা সা কুত্র সংস্থিতা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো লোকপিতামহ ॥ ২৪
যস্য ত্যক্তসমাধেস্তু ন ক্ষণং দৃষ্টিগোচরে।
শক্তা মোহপি বয়ং স্থাতুং তং কস্মাৎ সা বিমোহয়েৎ ॥ ২৫
জলদগ্নিপ্রকাশাক্ষং জটারাজিকরালিতম্।
শূলিনং বীক্ষ্য কঃ স্থাতুং ব্রহ্মন্ শক্নোতি তৎপুরঃ ॥ ২৬
তস্য তাদৃক্স্বরূপস্য সম্যঙ্মোহনবাঞ্ছয়া।
ময়াভ্যুপেতং তাং শ্রোতুমহমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২৭

বৎস মনোভব! পূর্ব্বে আমি মহাদেবকে মোহিত করিতে প্রস্তাব করিলে তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, "বরাবর মোহিত করিয়া রাখিতে পারে, এমন এক জন রমণী সৃজন করুন", আমি তদনুসারে কার্য্যসিদ্ধির জন্য মন্দরপর্ব্বতের গুহামধ্যে একাগ্রচিত্তে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা দেবীর স্তব করি। ১৯-২০

বৎস! তখন তিনি আপনিই সন্তোষসহকারে আমার প্রত্যক্ষগোচর স্বীকার করেন 'আমি শম্ভুকে মোহিত করিব'। ২১

মনোভব! তিনি অচিরকালমধ্যেই দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যই শঙ্করকে মোহিত করিবেন। ২২

মদন বলিলেন,—ব্রহ্মণ্! জগন্ময়ী বা যোগনিদ্রা কাহার নাম? তপোনিষ্ঠ মহাদেবকে কেমন করিয়া তিনি বশীভূত করিবেন? ২৩

সেই দেবীর প্রভাব কিরূপ? তিনি কে? তাঁহার অবস্থিতিই বা কোথায়? হে লোক-পিতামহ! এই সকল কথা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ২৪

সমাধিত্যাগ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলে যাঁহার দৃষ্টিগোচরে আমরাও ক্ষণকাল থাকিতে পারি না, সেই মহাদেবকে তিনি কেমন করিয়া মোহিত করিবেন? ২৫

ব্রহ্মন্! জ্বলন্ত অনল-সন্নিভ নয়নত্রয় ও বিকট জটাজূটে ঘোরদর্শন শূলপাণিকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে কে থাকিতে পারে? ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মনোভবস্য বচনং শ্রুত্বাথ চতুরাননঃ।
বিবক্ষুরপি তদ্বাক্যং শ্রুত্বানুৎসাহকারকম্ ॥ ২৮
শর্ব্বস্য মোহনে ব্রহ্মা চিন্তাবিষ্টোঽভবন্নহি।
সমর্থো মোহিতুমিতি নিশশ্বাস মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৯
নিঃশ্বাসমারুতাত্তস্য নানারূপা মহাবলাঃ।
জাতা গণা লোলজিহ্বা লোলাশ্চাতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৩০
তুরঙ্গবদনাঃ কেচিৎ কেচিদ্গজমুখাস্তথা।
সিংহব্যাঘ্রমুখাশ্চান্যে শ্ববরাহখরাননাঃ ॥ ৩১
ঋক্ষমার্জ্জারবদনাঃ শরভাস্যাঃ শুকাননাঃ।
প্লবগোমায়ুবক্ত্রাশ্চ সরীসৃপমুখাঃ পরে ॥ ৩২
গোরূপা গোমুখাঃ কেচিত্তথা পক্ষিমুখাঃ পরে।
মহাদীর্ঘা মহাহ্রস্বা মহাস্থূলা মহাকৃশাঃ ॥ ৩৩
পিঙ্গাক্ষা বিরলাক্ষাশ্চ ত্র্যক্ষৈকাক্ষা মহোদরাঃ।
এককর্ণাস্ত্রিকর্ণাশ্চ চতুষ্কর্ণাস্তথা পরে ॥ ৩৪
স্থূলকর্ণা মহাকর্ণা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ।
দীর্ঘাক্ষাঃ স্থূলনেত্রাশ্চ সূক্ষ্মনেত্রা বিদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৫
চতুষ্পাদাঃ পঞ্চপাদাস্ত্রিপাদৈকপদাস্তথা।
হ্রস্বপাদা দীর্ঘপাদাঃ স্থূলপাদা মহাপদাঃ ॥ ৩৬
একহস্তাশ্চতুর্হস্তা দ্বিহস্তাস্ত্রিশয়াস্তথা।
বিহস্তাশ্চ বিরূপাক্ষা গোধিকাকৃতয়ঃ পরে ॥ ৩৭

এবংবিধ শূলপাণিকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করিতে অভিলাষিণী হইয়া যিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চতুরানন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও, শিবকে মোহিত করা সম্বন্ধে মনোভবের সেই অনুৎসাহব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া "কাম মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবে না", এই ভাবিতে ভাবিতে বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ২৮-২৯

নানারূপধারী, মহাবল-পরাক্রান্ত, লোলজিহ্ব, ভীষণাকৃতি চঞ্চলস্বভাব "গণ"—তাঁহার নিঃশ্বাসবায়ু হইতে উৎপন্ন হইল। ৩০

তাঁহাদিগের কেহ তুরঙ্গানন, কেহ কেহ গজানন, কতিপয় ব্যক্তি সিংহ-ব্যাঘ্রানন; কাহারও মুখ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বরাহের ন্যায়, কাহারও বা গর্দ্দভের ন্যায় মুখ, কেহ ভল্লুকানন, কেহ বিড়ালানন, কেহ শরভানন, কেহ শুকানন, কাহারও কাহারও বদন বানরের ন্যায়, কাহারও শৃগালের ন্যায়; কোন কোন ব্যক্তির মুখ সর্পের ন্যায়, কতকগুলি ব্যক্তির আকৃতি গোরুর ন্যায়, কাহারও কাহারও মুখ গোরুর ন্যায়, কাহারও বা মুখ পক্ষীর ন্যায়। ৩১-৩৩

অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি, অতি খর্ব্বাকৃতি, অতিশয় স্থুল, অত্যন্ত কৃশ, পিঙ্গল-লোচন, নির্ম্মল নেত্র, ত্রিনয়ন, একনয়ন, স্থুলোদর, এককর্ণ, ত্রিকর্ণ, চতুষ্কর্ণ, স্থুলকর্ণ, মহাকর্ণ, বিস্তৃতকর্ণ, কর্ণহীন, দীর্ঘনয়ন, স্থুলনয়ন, সূক্ষ্মনেত্র, দৃষ্টিহীন, চতুষ্পদ, পঞ্চপদ, ত্রিপদ, একপদ, হ্রস্বপদ, দীর্ঘপদ, স্থুলপদ, মহাপদ, একহস্ত,

মনুষ্যাকৃতয়ঃ কেচিচ্ছিশুমারমুখাস্তথা।
ক্রৌঞ্চাকারা বকাকারা হংসসারসরূপিণঃ।
তথৈব মদ্‌গুকুরর-কঙ্ককাকমুখাস্তথা ॥ ৩৮
অর্দ্ধনীলা অর্দ্ধরক্তাঃ কপিলাঃ পিঙ্গলাস্তথা।
নীলাঃ শুক্লাস্তথা পীতা হরিতাশ্চিত্ররূপিণঃ ॥ ৩৯
অবাদয়ন্ত তে শঙ্খান্ পটহান্ পরিবাদিনঃ।
মৃদঙ্গান্ ডিণ্ডিমাংশ্চৈব গোমুখান্ পণবাংস্তথা ॥ ৪০
সর্ব্বে জটাভিঃ পিঙ্গাভিস্তুঙ্গাভিশ্চ করালিতাঃ।
নিরন্তরাভির্বিপ্রেন্দ্রা গণাঃ স্যন্দনগামিনঃ ॥ ৪১
শূলহস্তাঃ পাশহস্তাঃ খড়্গহস্তা ধনুর্দ্ধরাঃ।
শক্ত্যঙ্কুশগদাবাণ-পট্টিশপ্রাসপাণয়ঃ ॥ ৪২
নানায়ুধা মহানাদং কুর্ব্বন্তস্তে বহাবলাঃ।
মারয় চ্ছেদয়েত্যুচুর্ব্রহ্মণঃ পুরতো গতাঃ ॥ ৪৩
তেষান্তু বদতাং তত্র মারয় ছেদয়েত্যুত।
যোগনিদ্রাপ্রভাবান্ স বিধির্ব্বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ৪৪
অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য তান্ দৃষ্ট্বা মদনো গণান্।
উবাচ বারয়ন্ বক্তুং গণানামগ্রতঃ স্মর ॥ ৪৫

মদন উবাচ—

কিং কর্ম্মৈতে করিষ্যন্তি কুত্র স্থাস্যন্তি বা বিধে।
কিন্নামধেয়া এতে বা তত্রৈতান্ বিনিযোজয় ॥
নিয়োজ্যৈতান্নিজে কৃত্যে স্থানং দত্ত্বা চ নাম চ।
কৃত্বা পশ্চাৎ মহামায়াপ্রভাবং কথয়স্ব মে ॥ ৪৬

চতুর্হস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, হস্তহীন, বিরূপাক্ষ, গোধাকার, মনুষ্যাকার, শিশুমারানন, ক্রৌঞ্চাকৃতি, বকাকার, হংসরূপী, সারসরূপী, মদ্‌গু-মুখ, কুররাস্য, কঙ্ক-বদন, কাকানন, অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধরক্ত, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিদ্বর্ণ এবং বিচিত্রবর্ণ এইরূপ নানা দলে বিভক্ত সেই "গণ" শঙ্খ, পট্ট, মৃদঙ্গ, ডিণ্ডিম, গোমুখ এবং পণবাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিল। ৩৪-৪০

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তাহারা সকলেই উন্নত নিবিড় পিঙ্গল জটাজুটে ভীষণতর; সকলেই রথারোহী। ৪১

তাহাদিগের হস্তে শূল, পাশ, খড়্গ, ধনু, শক্তি, অঙ্কুশ, গদা, বাণ, পট্টিশ এবং প্রাস। ৪২

নানা প্রহরণধারী মহাবলসম্পন্ন সেই "গণ" ঘোরতর শব্দ করত ব্রহ্মার সম্মুখে 'মার কাট' বলিতে লাগিল। ৪৩

তাহারা তথায় "মার কাট" ইত্যাদি শব্দ করিতে থাক্; বিধাতা সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যোগনিদ্রার প্রভাব কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৪

অনন্তর, মদন, সেই "গণ" দর্শনে ব্রহ্মার কথায় বাধা দিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক গণগণসম্মুখেই বলিতে লাগিলেন,—প্রভো! ইহারা কি কার্য্য করিবে? থাকিবে কোথায়? ইহাদিগের নামই বা কি? ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
গণান্ সমদনানাহ তেষাং কর্ম্মাদিকং দিশন্ ॥ ৪৭

ব্রহ্মোবাচ—

এত উৎপন্নমাত্রা হি মারয়েত্যবদংস্তরাম্।
মুহুর্ম্মুহুরতোঽমীষাং নাম মারেতি জায়তাম্ ॥ ৪৮
মারাত্মকত্বাদপ্যেতে মারাঃ সন্তু চ নামতঃ।
সদা বিঘ্নং করিষ্যন্তি জন্তূনাঞ্চ বিনার্চ্চনম্ ॥ ৪৯
তবানুগমনং কর্ম্ম মুখ্যমেষাং মনোভব।
যত্র যত্র ভবান্ যাতা স্বকর্ম্মার্থং যদা যদা।
গন্তারস্তত্র তত্রৈতে সাহায্যায় তদা তদা ॥ ৫০
চিত্তোদ্ভ্রান্তিং করিষ্যন্তি ত্বদস্ত্রবশবর্ত্তিনাম্।
জ্ঞানিনাং জ্ঞানমার্গঞ্চ বিঘ্নয়িষ্যন্তি সর্ব্বদা ॥ ৫১
যথা সাংসারিকং কর্ম্ম সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি জন্তবঃ।
তথা চৈতে করিষ্যন্তি সবিঘ্নমপি সর্ব্বতঃ ॥ ৫২
ইমে স্থাস্যন্তি সর্ব্বত্র বেগিনঃ কামরূপিণঃ।
ত্বমেবৈষাং গণাধ্যক্ষঃ পঞ্চযজ্ঞাংশভোগিনঃ।
নিত্যক্রিয়াবতাং তোয়-ভোগিনো বৈ ভবন্ত্বিতি ॥ ৫৩

যাহা ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য ; যথায় ইহারা থাকিবে, এবং ইহাদিগের যে নাম, তৎসমুদায় স্থির করিয়া দিয়া পরে আমার নিকট মহামায়ার প্রভাব কীর্ত্তন করিবেন। ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনের এই কথা শ্রবণে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া গণদিগের কর্ম্মাদি নির্দ্দেশ করত তাহাদিগকে বলিলেন,—ইহারা জন্মিবামাত্র স্পষ্টভাবে বারংবার 'মার মার' বলিয়াছিল এইজন্য ইহাদিগের নাম হউক 'মার'। ৪৭-৪৮

আর মারাত্মক অর্থাৎ কামের অধীন বা সাংঘাতিক বলিয়াও ইহারা 'মার' নামে অভিহিত হউক। ইহারা অবারিতভাবে সকল প্রাণীরই বিঘ্ন সাধন করিবে। ৪৯

হে মনোভব! তোমার অনুগমন করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য হইবে। তুমি যখন যখন নিজ কার্য্য সাধনোদ্দেশে যথায় যথায় গমন করিবে, তখন তখন ইহারাও তোমার সাহায্যার্থ তথায় তথায় যাইবে। ৫০

তুমি যাহাদিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, ইহারা তাহাদিগের মন উচ্চাটন করিবে ; জ্ঞানীদিগের জ্ঞানপথেও সর্ব্বদা বিঘ্ন করিবে। ৫১

সকল প্রাণিগণ যাহাতে সংসার বন্ধনের অনুকূল কার্য্য করে, বিঘ্ন থাকিলেও ইহারা সর্ব্বতোভাবে তাহা করিবে। ৫২

ইহারা বেগশালী ও কামরূপী হইয়া সর্ব্বত্র থাকিতে পারিবে। তুমি এই গণের অধিনায়ক হইবে। আর ইহারা নিত্যকর্ম্মীদিগের পঞ্চযজ্ঞাংশ-ভোগী ও উদকশায়ী হইবে। ৫৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তু তে সর্ব্বে মদনং সবিধিং ততঃ।
পরিবার্য্য যথাকামাং তস্থুঃ শ্রুত্বা নিজাং গতিম্ ॥ ৫৪
তেষাং বর্ণয়িতুং শক্যো ভুবি কিং মুনিসত্তমাঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চ প্রভাবঞ্চ তে তপঃশালিনো যতঃ ॥ ৫৫
নৈষাং জায়া ন তনয়া নিঃসমীহাঃ সদৈব হি।
ন্যাসিনোঽপি মহাত্মানঃ সর্ব্বে তে উর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৫৬
অতো ব্রহ্মা প্রসন্নঃ স মাহাত্ম্যং মদনায় চ।
গদিতুং যোগনিদ্রায়াঃ সম্যক সমুপচক্রমে ॥ ৫৭

ব্রহ্মোবাচ—

অব্যক্তব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
বিভজ্য যার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে ॥ ৫৮
যা নিম্নান্তস্থলান্তস্থা জগদণ্ডকপালতঃ।
বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে ॥ ৫৯
মন্ত্রান্তর্ভাবনপরা পরমানন্দরূপিণী।
যোগিনাং সত্ত্ববিদ্যান্তঃ সা নিগদ্যা জগন্ময়ী ॥ ৬০
গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্ ॥ ৬১
পূর্ব্বাতিপূর্ব্বং সন্ধাতুং সংস্কারেণ নিয়োজ্য চ।
আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্ ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর তাহারা সকলে অভিলাষ অনুসারে কার্য্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা ও মদনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিল। ৫৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পৃথিবীতে কেহই তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বর্ণন করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা বিশেষ তপোনিষ্ঠ। ৫৫

তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্র নাই, তাঁহারা সকলেই মাহাত্মা সন্ন্যাসী, সতত নিস্পৃহ এবং উর্দ্ধরেতা। ৫৬

অনন্তর ব্রহ্মা মদনের নিকট পুনরায় যোগনিদ্রার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৭

যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনভাবে ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করেন, তাঁহার নাম বিষ্ণুমায়া। ৫৮

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর এবং অধোদেশে অবস্থিত হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অপসৃত হন, তাঁহারই নাম যোগনিদ্রা। ৫৯

যিনি যোগিগণের মন্ত্র-মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে তৎপর, পরমানন্দস্বরূপা সত্ত্ববিদ্যা, তাঁহাকেই জগন্ময়ী বলা যায়। ৬০

গর্ভমধ্যে জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও সে সূতিপবনে প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বলে আহারাদিকার্য্যে সতত প্রবৃত্ত করিয়া মোহ, মমতা ও সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকেন। ৬১-৬২

ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বাক্ষিপ্ত্বা পুনঃপুনঃ।
পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাশু চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্ ॥ ৬৩
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সা প্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥ ৬৪
অহঙ্কারাদিসংসক্তসৃষ্টিপ্রভবভাবিনী।
উৎপত্তিরিতি লোকৈঃ সা কথ্যতেঽনন্তরূপিণী ॥ ৬৫
উৎপন্নমঙ্কুরং বীজাদ্ যথাপো মেঘসম্ভবাঃ।
প্ররোহয়তি সা জন্তূংস্তথোৎপন্নান্ প্ররোহয়েৎ।
সা শক্তিঃ সৃষ্টিরূপা চ সর্ব্বেষাং খ্যাতিরীশ্বরী ॥ ৬৬
ক্ষমা ক্ষমাবতাং নিত্যং করুণা সা দয়াবতাম্।
নিত্যা সা নিত্যরূপেণ জগদ্গর্ভে প্রকাশতে ॥ ৬৭
জ্যোতিঃস্বরূপেণ পরা ব্যক্তাব্যক্তপ্রকাশিনী।
সা যোগিনাং মুক্তিহেতুর্বিদ্যারূপেণ বৈষ্ণবী ॥ ৬৮
সংসারিকাণাং সংসার-বন্ধহেতুর্বিপর্য্যয়া।
লক্ষ্মীরূপেণ কৃষ্ণস্য দ্বিতীয়া সুমনোহরা।
ত্রয়ীরূপেণ কণ্ঠস্থা সদা মম মনোভব ॥ ৬৯

সর্ব্বত্রস্থা সর্ব্বগা দিব্যমূর্ত্তি-
র্নিত্যা দেবী সর্ব্বরূপা পরাখ্যা।
কৃষ্ণাদীনাং সর্ব্বদা মোহয়িত্রী
সা স্ত্রীরূপৈঃ সর্ব্বজন্তোঃ সমস্তাৎ ॥ ৭০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

যিনি জীবকে পুনঃপুনঃ ক্রোধ লোভ মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যেই চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ করত আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন, তাঁহারই নাম মহামায়া। সেই শক্তিবলেই তিনি জগদীশ্বরী। ৬৩-৬৪

মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টিকারণ বস্তুর উৎপত্তি-হেতু বলিয়া জগতে তাঁহাকে অনন্তরূপিণী উৎপত্তি শক্তি বলিয়া থাকে। ৬৫

যেমন বীজনিঃসৃত অঙ্কুরের ক্রমবিকাশ মেঘের জলে হয়, সেইরূপ তিনি উৎপন্ন জীবের ক্রম পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। সেই সর্ব্বসৃষ্টিকরাই সৃষ্টি-শক্তি; তিনিই খ্যাতি, তিনিই ঈশ্বরী। ৬৬

তিনি ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের নিত্য ক্ষমা, তিনি দয়ালুদিগের দয়া; সেই নিত্যদেবী জগতের অভ্যন্তরে নিত্যরূপে প্রকাশমানা। ৬৭

সেই পরাৎপরা দেবী, জ্যোতিঃস্বরূপে ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রকাশ করিতেছেন; সেই বৈষ্ণবীই বিদ্যারূপে যোগিগণকে মুক্তি দিতেছেন। ৬৮

তিনিই আবার অবিদ্যারূপে সাংসারিকদিগকে সংসারবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করিতেছেন, তিনিই লক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণের সহচারিণী হইয়া তাঁহার মনোহরণ করিতেছেন। হে মনোভব! আমার কণ্ঠে তিনিই ত্রয়ীরূপে সতত অবস্থিত। ৬৯

সেই দিব্য মূর্ত্তি পরাৎপরা, সর্ব্বত্রস্থায়িনী সর্ব্বত্রগামিনী এবং সর্ব্বময়ী,

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মা মহামায়া-স্বরূপং প্রতিপাদ্য চ।
মদনায় পুনঃ প্রাহ যুক্তাসৌ হরমোহনে ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

বিষ্ণুমায়া মহাদেবো যথা দারপরিগ্রহম্।
করিষ্যতি তথা কর্তুমঙ্গীকারং পুরাকরোৎ ॥ ২
সাবশ্যং দক্ষতনয়া ভূত্বা শম্ভোর্মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যতি দ্বিতীয়েতি স্বয়মেবাবদৎ স্মর ॥ ৩
ত্বমেভিঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধং রত্যা চ মধুনা সহ।
যথেচ্ছতি তথা দারান্ গ্রহীতুং কুরু শঙ্করঃ ॥ ৪
শম্ভৌ গৃহীতদারে তু কৃতকৃত্যা বয়ং স্মর।
অবিচ্ছিন্না সৃষ্টিরিয়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।। ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তথাব্রবীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা লোকেশায় মনোভবঃ।
মধুরং যৎ কৃতং তেন মহাদেবস্য মোহনে ॥ ৬

তিনি স্ত্রীরূপে নিখিল প্রাণীকেই সর্ব্বতোভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, অধিক কি তাঁহার প্রভাবে নারায়ণ প্রভৃতিও সর্ব্বদা বিমোহিত। ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মা ও কামের কথোপকথন

শিবকে মোহিত করিতে প্রযত্নসম্পন্ন ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়া-স্বরূপ বর্ণন করিয়া মদনকে পুনরায় বলিলেন,—ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুমায়া, মহাদেব যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ১-২

স্মর! তিনি নিশ্চয়ই দাক্ষায়ণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মা শম্ভুর সহ-চারিণী হইবেন, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। ৩

শঙ্কর, যাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হন, এই নিজদলবল, রতি এবং বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও তাহা করিতে থাক। ৪

মদন! শিব দারপরিগ্রহ করিলে আমরা কৃতকার্য্য হই, কেননা, তাহা হইলে এই সৃষ্টি নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্নভাবে চলে। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর, মনোভব, মহাদেবকে মোহিত করিতে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ব্রহ্মার নিকট বলিতে লাগিলেন। ৬

মদন উবাচ—

শৃণু ব্রহ্মন্ যথাস্মাভিঃ ক্রিয়তে হরমোহনে।
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা তস্য তদ্‌গদতো মম ॥ ৭
যদা সমাধিমাশ্রিত্য স্থিতঃ শম্ভুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদা সুগন্ধিবাতেন শীতলেন বিবেগিনা।।
তং বীজয়ামি লোকেশ নিত্যং মোহনকারিণা ॥ ৮
স্বসায়কাংস্তথা পঞ্চ সমাদায় শরাসনম্।
ভ্রমামি তস্য সবিধে মোহয়ংস্তদ্গণানহম্ ॥ ৯
সিদ্ধদ্বন্দ্বানহং তত্র রময়ামি দিবানিশম্।
ভাবা হাবাশ্চ তে সর্ব্বে প্রবিশন্তি চ তেষু বৈ ॥ ১০
ময়ি প্রবিষ্টে সবিধে শম্ভোঃ প্রাণী পিতামহ।
কো বা ন কুরুতে দ্বন্দ্ব-ভাবং তত্র মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১১
মম প্রবেশমাত্রেণ তথা স্যুঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
ন শম্ভুর্ন বৃষস্তস্য মানসীং বিক্রিয়াং গতৌ ॥ ১২
যদা হি ভবতঃ প্রস্থং স যাতি প্রমথাধিপঃ।
তত্র গন্তা তদৈবাহং সরতিঃ সমধুর্ব্বিধে ॥ ১৩
যদা মেরুং প্রযাত্যেষ যদা বা নাটকেশ্বরম্।
কৈলাসং বা যদা যাতি তত্র গচ্ছাম্যহং তদা ॥ ১৪
যদা ত্যক্তসমাধিস্তু হবস্তিষ্ঠতি বৈ ক্ষণম্।
ততস্তস্য পুরশ্চক্রমিথুনং যোজয়াম্যহম্ ॥ ১৫

ব্রহ্মন্! আমরা শিবকে মোহিত করিতে তাঁহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা বলি, শ্রবণ করুন। ৭

যখন শিব সংযতচিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, হে লোকেশ! তখন আমি মোহকর মৃদুমন্দ সুগন্ধ শীতল পবন দ্বারা তাঁহাকে নিরন্তর বীজন করি। ৮

আমি স্বীয় পঞ্চবাণ এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া তদীয়গণকে মোহিত করত তাঁহার সমীপ ভ্রমণ করি। ৯

তথায় আমি নিরন্তর, সিদ্ধমিথুনগণকে সুরত কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছি, সেই সমস্ত হাবভাবগণ, ক্রমে সেই সিদ্ধনরনারীগণে প্রবেশ করিতেছে। ১০

হে পিতামহ! আমি শিবসমীপে গমন করিলে তত্রত্য কোন্ প্রাণী, বারংবার মিথুনভাব না করিয়া থাকিতে পারে? ১১

আমি প্রবিষ্ট হইবামাত্র তথাকার সকল প্রাণিবৃন্দই মুগ্ধ হইয়া থাকে, কেবল মহাদেব ও তাঁহার বৃষ মনোবিকার প্রাপ্ত হন না। ১২

যখন প্রমথপতি, হিমালয়প্রস্থে গমন করেন, বিধাতঃ! তখন আমিও রতি এবং বসন্ত সমভিব্যাহারে তথায় গমন করি। ১৩

যখন তিনি সুমেরু পর্ব্বতে মন্দরপ্রস্থে বা কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন, আমিও তখন তথায় গমন করি। ১৪

যখন শিব, ক্ষণকালের জন্য সমাধি ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তখন আমি তাঁহার সম্মুখে চক্রবাক-মিথুনকে মোহিত করি। ১৫

তচ্চক্রযুগলং ব্রহ্মন্ হাবভাবযুতং মুহুঃ।
নানাভাবেন কুরুতে দাম্পত্যং ক্রমমুত্তমম্ ॥ ১৬
নীলকণ্ঠানপি মুহুঃ সজায়ানপি তৎপুরঃ।
সম্মোহয়ামি সবিধে মৃগানন্যাংশ্চ পক্ষিণঃ ॥ ১৭
বিচিত্রভাবমাসাদ্য যদা প্রকুরুতে রতিম্।
ময়ূরমিথুনং বীক্ষ্য তত্তদা কো ন চোৎসুকঃ ॥ ১৮
মৃগাশ্চ তৎপুরস্থাশ্চ স্বজায়াভিস্তু সোৎসুকাঃ।
অকুর্ব্বন্ রুচিরং ভাবং তস্য পার্শ্বে পুরস্তদা ॥ ১৯
অপশ্যন্ বিবরং নাস্য কদাচিদপি মচ্ছরঃ।
নিপাত্যঃ স যদা দেহে তন্ময়া সর্ব্বলোককৃৎ ॥ ২০
বহুধা নিশ্চিতং জ্ঞাতং রামাসঙ্গাদৃতে হরম্।
অলঞ্চ সম্মোহয়িতুং সসহায়োঽপি নিষ্ফলম্ ॥ ২১
মধুশ্চ কুরুতে কর্ম্ম যদ্যত্তু য বিমোহনে।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ নিত্যং তস্যোচিতং পুনঃ ॥ ২২
চম্পকান্ কেশরানাম্রান্ বরুণান্ পাটলাংস্তথা।
নাগকেশরপুন্নাগান্ কিংশুকান্ কেতকান্ ধবান্ ॥ ২৩
মাধবীর্মল্লিকাঃ পর্ণধারান্ কুরুবকাংস্তথা।
উৎফুল্লয়তি তত্তস্য যত্র তিষ্ঠতি বৈ হরঃ ॥ ২৪
সরাংস্যুৎফুল্লপদ্মানি বীজয়ন্ মলয়ানিলৈঃ।
সুগন্ধীকৃতবান্ যত্নাদতীব শঙ্করাশ্রমম্ ॥ ২৫

ব্রহ্মন্! সেই চক্রবাক-মিথুন, হাবভাব-সম্পন্ন হইয়া অনবরত নানারঙ্গে উত্তম দাম্পত্যপরিপাটি করিতে থাকে। ১৬

হে বিধাতঃ! আমি ময়ূর-ময়ূরীবৃন্দ এবং অন্যান্য সস্ত্রীক পক্ষীদিগকেও তাঁহার সম্মুখে সম্মোহিত করিয়া থাকি। ১৭

যখন ময়ূরমিথুন, বিচিত্রভাবে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দেখিয়া কাহার মনে না উৎকণ্ঠা জন্মে?

তখন তাহার সম্মুখবর্ত্তী মৃগগণ তাঁহার পার্শ্বে ও সম্মুখে উৎসুক ভাবে স্ব স্ব রমণীসহ উপযুক্ত ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ১৮

হে সর্ব্বলোককৃৎ! কিন্তু তাঁহার এমন ছিদ্র আমি কখন দেখিতে পাই না যে, তদীয় শরীরে শরক্ষেপ করিব। ২০

আমি অনেক দেখিয়া স্থির করিয়াছি; রমণীসঙ্গ ব্যতীত মহাদেবকে মোহিত করিতে সসহায়ে চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইব না। ২১

হে মহাভাগ! আবার বসন্ত তাঁহাকে মোহিত করিবার জন্য আপনার অনুরূপ যে কার্য্য নিত্য করিতেছেন অথচ ফলদায়ক হইতেছে না; তাহা শ্রবণ করুন। ২২

যেখানে মহাদেব অবস্থিতি করেন, বসন্ত,—তথাকার চম্পক, বকুল, আম্র, বরুণ, পাটল, নাগকেশর, পুন্নাগ, কেতক, কিংশুক, বক, মল্লিকা, মাধবী, পর্ণধারা ও কুরুবকশ্রেণীকে প্রফুল্ল কুসুমে ভূষিত করেন। ২৩-২৪

ফুল্লকমলময় সরোবরে মলয় পবন বহাইয়া শঙ্করনিকেতন যত্নসহকারে অতিশয় সদ্গন্ধযুক্ত করিয়া থাকেন। ২৫

লতাঃ সর্ব্বাঃ সুমনসঃ ফুল্লপাদপসঞ্চয়ান্।
বৃক্ষান্ রুচিরভাবেন বেষ্টয়ন্তি স্ম তত্র চ ॥ ২৬
তান্ বৃক্ষাংশ্চারুপুষ্পৌঘাংস্তৈঃ সুগন্ধিসমীরণৈঃ।
দৃষ্ট্বা কামবশং যাতো ন তত্র মুনিরপ্যুত ॥ ২৭
তদ্গণা অপি লোকেশ নানাভাবৈঃ সুশোভনৈঃ।
বসন্তি স্ম সুরা সিদ্ধা যে যে চাতিতপোধনাঃ ॥ ২৮
ন তস্য পুনরস্মাভির্দৃষ্টং মোহস্য কারণম্।
ভাবমাত্রং ন কুরুতে কামোত্থমপি শঙ্করঃ ॥ ২৯
ইতি সর্ব্বমহং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা চ হরভাবনম্।
বিমুখোঽহং শম্ভুমোহান্নিয়তং বা যয়া বিনা ॥ ৩০
ইদানীং ত্বদ্বচঃ শ্রুত্বা যোগনিদ্রোদিতং পুনঃ।
তস্যাঃ প্রভাবং শ্রুত্বাথ গণান্ দৃষ্ট্বা সহায়কান্ ॥ ৩১
ভবানপি ত্রিলোকেশ যোগনিদ্রা দ্রুতং পুনঃ।
ভবেদ্‌যথা শম্ভুজায়া তথৈব বিদধাত্বিয়ম্ ॥ ৩২
যমানাং নিয়মানাঞ্চ প্রাণায়ামস্য নিত্যশঃ।
আসনস্য মহেশস্য প্রত্যাহারস্য গোচরে ॥ ৩৩
ধ্যানস্য ধারণায়াশ্চ সমাধের্বিঘ্নসম্ভবম্।
মন্যে কর্ত্তুং ন শক্যং স্যাদপি মারশতৈরপি ॥ ৩৪

তথায় লতা সকল ফুল্লকুসুমশালিনী ও নবদলাঙ্কুরে মণ্ডিত হইয়া মনোহর-ভাবে তরুগণকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ২৬

সেই সুগন্ধ সমীরণ বিকম্পিত সুন্দর-কুসুমময় পাদপবৃন্দ অবলোকন করিয়া কামবশ হয় নাই, এমন মুনিও তথায় নাই। ২৭

হে লোকেশ! মহাদেবের গণ (দলবল), অমরবৃন্দ, সিদ্ধসঙ্ঘ, এবং যাঁহারা অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ, তাঁহারাও নানাভাবে সুশোভন ক্রীড়া করিতে থাকেন। ২৮

কিন্তু শঙ্করের মোহকারণ আমরা কিছুমাত্র দেখি নাই। অণুমাত্র কাম-ভাবও তাঁহার হয় না। ২৯

আমি এই সব দেখিয়া এবং শিবের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া মায়া ব্যতীত তাঁহাকে মোহিত করিবার চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছি। ৩০

আমি এখন আবার আপনার মুখে যোগনিদ্রার উক্তি ও তাঁহার প্রভাব শ্রবণ করিয়া এবং এই সকল গণ দর্শন করিয়া বোধ করিতেছি, সহায়সম্পন্ন হইলাম। আমি শম্ভুকে মোহিত করিতে আবার উদ্যম করিতেছি। ৩১

হে ত্রিলোকনাথ! যোগনিদ্রা যাহাতে শীঘ্র শিবের পত্নী হন, আপনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ যত্ন করুন। ৩২

মহেশ্বরের নিত্যসঙ্গী যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধির বিঘ্ন, এইরূপ শত শত মারগণ দ্বারাও হইবে না, ইহা আমি বুঝি। ৩৩-৩৪

তথাপ্যয়ং মারগণঃ করোতু, হরস্য যোগাঙ্গবিকারবিঘ্নম্।
যদেব শক্যং কিমু বা সমর্থঃ; সমক্ষমন্যস্য ন কর্তুমোজঃ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাপি মদনমুবাচেদং বচঃ পুনঃ।
নিশ্চিত্য যোগনিদ্রায়াঃ স্মৃত্বা বাক্যং তপোধনাঃ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—

অবশ্যং শম্ভুপত্নী সা যোগনিদ্রা ভবিষ্যতি।
যথাশক্তি ভবাংস্তত্র করোত্বস্যাঃ সহায়তাম্॥ ২
গচ্ছ ত্বং স্বগণৈঃ সার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ।
দ্রুতং মনোভব ত্বঞ্চ তৎ স্থানং মধুনা সহ॥ ৩
রাত্রিন্দিবস্য তুর্য্যাংশং জগন্মোহয় নিত্যশঃ।
ভাগত্রয়ং শম্ভুপার্শ্বে তিষ্ঠ সার্দ্ধং গণৈঃ সদা॥ ৪

তথাপি এই মারগণ যতটুকুই পারে, ততটুকু মহাদেবের যোগাঙ্গ বিঘ্ন সম্পাদন করুক্। অপরের সমক্ষে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুক না পারুক তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।* ৩৫

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়

দক্ষের প্রতি দেবীর বরদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তপোধনগণ! অনন্তর ব্রহ্মাও যোগনিদ্রার কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক মদনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—সেই যোগনিদ্রা অবশ্যই শিব-পত্নী হইবেন। তুমিও তাঁহার যথাশক্তি সাহায্য কর। ১-২

হে মনোভব! শঙ্কর, যেখানে আছেন; তুমি নিজগণ ও বসন্তের সহিত সত্বর সেইখানে গমন কর। ৩

এখন প্রতি দিন দিবারাত্রের চারিভাগের একভাগ মাত্র জগৎ মোহিত করিতে থাক, আর অবশিষ্ট তিনভাগ সর্ব্বদা সগণে শিব-সমীপে থাক। ৪

---

* "সমক্ষমন্যস্য ন কর্তুমোজঃ" এই পাঠ বহুসম্মত। মূলের অনুবাদ এতদনুসারে হইয়াছে। 'সমক্ষমপ্যস্য" এই পাঠের অনুবাদ,—"অথবা ইহাঁর সমক্ষে ইহারা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না"।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
শম্ভোঃ সকাশং মদনো গতবান্ সগণস্তদা ॥ ৫
এতস্মিন্নন্তরে দক্ষশ্চিরং কালং তপোরতঃ।
নিয়মৈর্বহুভির্দেবীমারাধয়ত সুব্রতঃ ॥ ৬
ততো নিয়মযুক্তস্য দক্ষস্য মুনিসত্তমাঃ।
যোগনিদ্রাং পূজয়তঃ প্রত্যক্ষমভবচ্ছিবা ॥ ৭
ততঃ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
কৃতকৃত্যমথাত্মানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৮
সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
চতুর্ভুজাং চারুবক্ত্রাং নীলোৎপলধরাং শুভাম্ ॥ ৯
বরদাভয়দাং খড়্গহস্তাং সর্ব্বগুণান্বিতাম্।
আরক্তনয়নাং চারুমুক্তকেশীং মনোহরাম্ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা দক্ষোঽথ তুষ্টাব মহামায়াং প্রজাপতিঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ১১

দক্ষ উবাচ—

আনন্দরূপিণীং দেবীং জগদানন্দকারিণীম্।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপাং তাং স্তৌমি লক্ষ্মীং হরেঃ শুভাম্ ॥ ১২
সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশেন যজ্জ্যোতিস্তত্ত্বমুত্তমম্।
স্বপ্রকাশং জগদ্ধাম তত্ত্বাংশং মহেশ্বরি ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বলোক-পতি ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন মদন নিজগণ সমভিব্যাহারে শম্ভুসন্নিধানে গমন করিলেন। ৫

এদিকে সেই সময়ে সুব্রত দক্ষ, বহুকাল তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া বহু নিয়মে দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন। ৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দক্ষ নিয়মযোগে যোগনিদ্রার অর্চ্চনা করিতে থাকিলে সেই সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ৭

অনন্তর, দক্ষপ্রজাপতি, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ৮

সেই সিংহবাহিনী, ঘনঘটা-শ্যামলা সু-উচ্চ-পীন-পয়োধরা নীলোৎপলধারিণী বরাভয়-দায়িনী চারু-বদনা চতুর্ভুজা খড়্গধারিণী সর্ব্বগুণ-শালিনী আরক্তনয়না আলুলায়িত-রুচির-কুন্তলা মনোহারিণী সর্ব্বমঙ্গলা মহামায়াকে দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ বিনয়নম্র-কন্ধরে পরম প্রীতিসহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯-১১

তুমি জগতের আনন্দকারিণী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপা আনন্দময়ী দেবী; তুমি মঙ্গলময়ী, নারায়ণের লক্ষ্মী, তোমাকে স্তব করি। ১২

জগতের আশ্রয়, স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় জ্যোতিঃস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব, হে মহেশ্বরি! তাহা তোমারই অংশ। ১৩

রজোগুণাতিরেকেণ যৎ কামস্য প্রকাশনম্।
রাগস্বরূপং মধ্যস্থং তত্তবাংশাংশং জগন্ময়ি।
তমোগুণাতিরেকেণ যদ্‌যন্মোহপ্রকাশনম্।
আচ্ছাদনং চেতনানাং তত্তে চাংশাংশগোচরম্॥ ১৪
পরা পরাত্মিকা শুদ্ধা নির্ম্মলা লোকমোহিনী।
ত্বং ত্রিরূপা ত্রয়ী কীর্ত্তির্ব্বার্ত্তাস্য জগতো গতিঃ॥ ১৫
বিভর্ত্তি মাধবো ধাত্রীং যয়া মূর্ত্ত্যা নিজোত্থয়া।
সা মূর্ত্তিস্তব সর্ব্বেষাং জগতামুপকারিণী॥ ১৬
মহানুভাবা ত্বং বিশ্বশক্তিঃ সূক্ষ্মাপরাজিতা।
যদূর্দ্ধাধোনিরোধেন ব্যজ্যতে পবনৈঃ পরম্॥ ১৭
তজ্জ্যোতিস্তব মাত্রার্থে সাত্ত্বিকং ভাবসম্মতম্।
যদ্‌যোগিনো নিরালম্বং নিষ্কলং নির্ম্মলং পরম্॥ ১৮
আলম্বয়ন্তি তত্তত্ত্বং ত্বদন্তর্গোচরন্তু তৎ।
যা প্রসিদ্ধা চ কূটস্থা সুপ্রসিদ্ধাতিনির্ম্মলা।
সা জ্ঞপ্তিস্ত্বন্নিষ্প্রপঞ্চা প্রপঞ্চাপি প্রকাশিকা॥ ১৯
ত্বং বিদ্যা ত্বমবিদ্যা চ ত্বমালম্বা নিরাশ্রয়া।
প্রপঞ্চরূপা জগতামাদিশক্তিস্ত্বমীশ্বরী॥ ২০
ব্রহ্মকণ্ঠালয়া শুদ্ধা বাগ্বাণী যা প্রগীয়তে।
বেদ-প্রকাশনপরা সা ত্বং বিশ্বপ্রকাশিনী॥ ২১

হে জগন্ময়ি! রজোগুণের আধিক্যে যে কামপ্রকাশক, মধ্যাবস্থিত রাগ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার অংশাংশ। তমোগুণের আধিক্যে চেতনগণের আবরণ-কারক যে মোহের আবির্ভাব হয়, তাহাও তোমার অংশাংশ-সম্ভূত। ১৪

তুমি লোক-মোহিনী নির্ম্মলা বিশুদ্ধরূপা পরাৎপরা; তুমি ত্রিরূপা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর-স্বরূপা, ঋগ্ যজুঃ সামবেদ তোমার মূর্ত্তি, তুমি এ বিপন্ন জগতের একমাত্র গতি। ১৫

মাধব যে নিজ মূর্ত্তি দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সর্ব্বজগতের উপকার-কারিণী সেই মূর্ত্তি তোমারই। তুমি সূক্ষ্মা অপরাজিতা মহাপ্রভাবশালিনী বিশ্বশক্তি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ আবরণ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই বিশ্বমধ্যে বায়ু বহিয়া থাকে। ১৬-১৭

হে পরম-মাত্রারূপিণি! নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হেতু সত্ত্বময় নিরালম্ব নিষ্কল নির্ম্মল যে পরম জ্যোতিকে যোগিগণ চিন্তা করেন, সেই তত্ত্বও তোমার অন্তর্গোচর। ১৮

বুদ্ধি, প্রসিদ্ধও বটে, অপ্রসিদ্ধও বটে। কার্য্য দেখিয়া বুদ্ধির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাই প্রসিদ্ধ; সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা যায় না, তাই অপ্রসিদ্ধ; বুদ্ধি যোগহৃদয়ে প্রপঞ্চ-শূন্য, আর সংসারহৃদয়ে প্রপঞ্চবতী অর্থাৎ তুমি বহুশাখান্বিতা প্রসিদ্ধা অপ্রসিদ্ধা প্রপঞ্চশূন্যা প্রপঞ্চবতী বস্তুগ্রাহিণী জনগণের হৃদয়মধ্যে অবস্থিতা নির্ম্মল-স্বরূপা বুদ্ধি। ১৯

তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সাবলম্বা, তুমিই নিরবলম্ব, তুমি জগৎ-প্রপঞ্চময়ী আদ্যাশক্তি তুমিই জগদীশ্বরী। ২০

ত্বমগ্নিস্ত্বং তথা স্বাহা ত্বং স্বধা পিতৃভিঃ সহ।
ত্বং নভস্ত্বং কালরূপা ত্বং কাষ্ঠা ত্বং বহিষ্কৃতা ॥ ২২
ত্বমচিন্ত্যা ত্বমব্যক্তা তথানির্দ্দেশ্যরূপিণী।
ত্বং কালরাত্রিস্ত্বং শান্তা ত্বমেব প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩
যস্যাঃ সংসারলোকানাং পরিত্রাণায় যদ্বহিঃ।
রূপং জানন্তি ধাত্রাদ্যাস্তত্ত্বাং জ্ঞাস্যন্তি কে পরাম্ ॥ ২৪
প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ যোগরূপিণি।
প্রসীদ ঘোররূপে ত্বং জগন্ময়ি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা মহামায়া দক্ষেণ প্রযতাত্মনা।
উবাচ দক্ষং জ্ঞাত্বাপি স্বয়ং তস্যেপ্সিতং দ্বিজাঃ ॥ ২৬

ভগবত্যুবাচ—

তুষ্টাহং দক্ষ ভবতো মদ্ভক্ত্যা হ্যনয়া ভৃশম্।
বরং বৃণীষ্ব চাভীষ্টং তত্তে দাস্যামি তৎ স্বয়ম্ ॥ ২৭
নিয়মেন তপোভিশ্চ স্তুতিভিস্তে প্রজাপতে।
অতীব তুষ্টা দাস্যেঽহং বরং বরয় বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮

দক্ষ উবাচ—

জগন্ময়ি মহামায়ে যদি ত্বং বরদা মম।
তদা মম সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবাধুনা ॥ ২৯

যিনি সরস্বতী নামে আখ্যাত হন, তুমি সেই বিরিঞ্চিকণ্ঠবাসিনী বেদ-প্রকাশিনী ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভাসিনী বাণী। ২১

তুমি অগ্নি, তুমি স্বাহা; তুমি পিতৃগণ, তুমি স্বধা, তুমি আকাশ, তুমি কাল, তুমি দিক্, তুমিই বাহ্যবিষয়। ২২

তুমি অচিন্ত্যা, তুমি অব্যক্তা, তুমি অনির্দ্দেশ্যরূপা, তুমি কালরাত্রি, তুমি শান্তা, তুমিই পরমা প্রকৃতি। ২৩

সংসারস্থ জীবগণের পরিত্রাণের জন্য তুমি যে বাহ্যরূপ ধারণ করিয়াছ, তাহাই ব্রহ্মা প্রভৃতি অবগত আছেন, কিন্তু পরাৎপররূপিণী তোমাকে কে জানিতে পারে? ২৪

মা ভগবতি! প্রসন্ন হও; হে সৌম্যরূপে! প্রসন্ন হও; হে ঘোররূপিণি! প্রসন্ন হও; হে জগন্ময়ি! তোমাকে নমস্কার। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—হে দ্বিজগণ! মহাত্মা দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে, মহামায়া, তাঁহার অভিসন্ধি স্বয়ং অবগত থাকিয়াও তাঁহাকে বলিলেন,—দক্ষ তোমার এই পরমভক্তি দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,—আমি স্বয়ং তাহা দিতেছি। ২৬-২৭

প্রজাপতে! তোমার নিয়ম, তপস্যা ও স্তবের দ্বারা আমি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,—আমি প্রদান করিব। ২৮

দক্ষ বলিলেন,—হে জগন্ময়ি! হে মহামায়ে! যদি আমাকে বর প্রদান

মমৈষ ন বরো দেবি কেবলং জগতামপি।
লোকেশস্য তথা বিষ্ণোঃ শিবস্যাপি প্রজেশ্বরি ॥ ৩০

দেব্যুবাচ—

অহং তব সুতা ভূত্বা ত্বজ্জায়ায়াং সমুদ্ভবা।
হরজায়া ভবিষ্যামি ন চিরাত্তু প্রজাপতে ॥ ৩১
যদা ভবান্ময়ি পুনর্ভবেন্মন্দাদরস্তদা।
দেহং ত্যক্ষ্যামি সপদি সুখিন্যপ্যাথ বেতরা ॥ ৩২
এষ দত্তস্তব বরঃ প্রতিসর্গং প্রজাপতে।
অহং তব সুতা ভূত্বা ভবিষ্যামি হরপ্রিয়া ॥ ৩৩
তথা সম্মোহয়িষ্যামি মহাদেবং প্রজাপতে।
প্রতিসঙ্গং যথা মোহং সম্প্রাপ্স্যতি নিরাকুলম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা মহামায়া দক্ষং মুখ্যং প্রজাপতিম্।
অন্তর্দ্দধে ততো দেবী সম্যগ্ দক্ষস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৫
অন্তর্হিতায়াং মায়ায়াং দক্ষোঽপি নিজমাশ্রমম্।
জগাম লেভে চ মুদং ভবিষ্যতি সুতেতি সা ॥ ৩৬
তত্র চক্রে প্রজোৎপাদং বিনা স্ত্রীসঙ্গমেন চ।
সঙ্কল্পাবির্ভবাভ্যাস্তু মনসা চিন্তনেন চ ॥ ৩৭

করা হয়, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যে, তুমি অবিলম্বে আমার কন্যা হইয়া শিবপত্নী হইবে। ২৯

হে দেবী! প্রজেশ্বরি! এই বর কেবল একা আমার পক্ষে নহে, কিন্তু এই জগতের—অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পক্ষে জানিবে। ৩০

দেবী বলিলেন,—হে প্রজাপতে! আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। ৩১

যখন তুমি আমার প্রতি শিথিলাদর হইবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহ-ত্যাগ করিব; আর যদি আদর শৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন সুখে থাকিব। ৩২

হে প্রজাপতে! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের প্রেয়সী হইব, এই বর তোমাকে দিলাম। ৩৩

প্রজাপতে! আকুলতা-শূন্য মহাদেব, যাহাতে যতবার মিলন হইবে, তত-বারই মোহিত হন তাহা করিব।* ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহামায়া প্রজাপতি প্রধান দক্ষকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৫

মহামায়া অন্তর্হিতা হইলে দক্ষও আপন আশ্রমে গমন করিলেন, আর মহামায়া কন্যা হইবেন মনে করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। ৩৬-৩৭

* "প্রতিসঙ্গং" এই পাঠ বহুসম্মত। এই পাঠের অর্থ উপরে লিখিত হইল। "প্রতিসর্গং" পাঠের অর্থ—"মহাদেব যাহাতে প্রতি সৃষ্টিতেই মোহিত হন।"

তত্র যে তনয়া জাতা বহুশো দ্বিজসত্তমাঃ।
তে নারদোপদেশেন ভ্রমন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩৮
পুনঃপুনঃ সুতা যে যে তস্য জাতাঃ সহস্রশঃ।
তে সর্ব্বে ভ্রাতৃপদবীং যযুর্নারদবাক্যতঃ ॥ ৩৯
পৃথিব্যাং সৃষ্টিকর্ত্তারঃ সর্ব্বে যূয়ং দ্বিজোত্তমাঃ।
পশ্যধ্বং পৃথিবীং কৃৎস্নামুপান্তপ্রান্তমায়তাম্ ॥ ৪০
ইতি নারদবাক্যেন নোদিতা দক্ষপুত্রকাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ভ্রমন্তঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৪১
ততঃ সমুৎপাদয়িতুং প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ।
উপযেমে বীরণস্য তনয়াম্ দক্ষ ঈপ্সিতাম্ ॥ ৪২
বীরিণী নাম তস্যাস্তু অসক্লীত্যপি সত্তমাঃ।
তস্যাং প্রথমসঙ্কল্পো যদা ভূতঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৩
সদ্যো জাতা মহামায়া তদা তস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
তস্যাং তু জাতমাত্রায়াং সুপ্রীতোঽভূৎ প্রজাপতিঃ।
সৈবৈষেতি তদা মেনে তাং দৃষ্ট্বা তেজসোজ্জ্বলাম্ ॥ ৪৪
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মেঘাশ্চ বরৃষুর্জ্জলম্।
দিশঃ শান্তাস্তদা তস্যাং জাতায়াঞ্চ সমুদ্গতাঃ ॥ ৪৫
অবাদয়ংস্ত্রিদশাঃ শুভবাদ্যং বিয়দ্গতাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাস্তস্যাং সত্যাং নরোত্তমাঃ ॥ ৪৬
বীরণ্যালক্ষিতো দক্ষস্তাং দৃষ্ট্বা জগদীশ্বরীম্।
বিষ্ণুমায়াং মহামায়াং তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এরূপে তাঁহার যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারা নারদের উপদেশ ক্রমে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। ৩৮

দক্ষের পুনঃপুনঃ সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল; তাহারা সকলেই নারদের বাক্যে পূর্ব্বজাত ভ্রাতৃগণের পদবী অনুসরণ করিল। ৩৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তোমরা সকলেই ভূমণ্ডলের এক এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা; অতএব এই বিস্তৃত ভূভাগের উপান্তপ্রান্ত একবার সম্পূর্ণরূপে দেখ। ৪০

দক্ষতনয়গণ নারদের এই কথায় প্রেরিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, আজিও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। ৪১

অনন্তর, দক্ষ, মৈথুনধর্ম্মে প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপা বীরণতনয়াকে বিবাহ করিলেন। ৪২

হে সাধু-প্রধানগণ! তাহার নাম বীরিণী এবং অসিক্লী, হে দ্বিজোত্তমগণ! দক্ষ প্রজাপতির তাঁহাতে প্রথম সঙ্কল্প হইল; অর্থাৎ ইহাঁর গর্ভে সন্তান হউক, এই প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাঁহার গর্ভে সদ্য মহামায়া উৎপন্ন হইলেন। তিনি উৎপন্ন হইবামাত্র প্রজাপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেই দুহিতার উজ্জ্বল তেজ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই মহামায়া। ৪৩-৪৪

তিনি উৎপন্ন হইলে, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; মেঘমালা বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। ৪৫

দেবগণ, নভস্তলে অবস্থিত হইয়া মঙ্গল বাদ্য বাজাইলেন। হে নরোত্তমগণ! তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ৪৬-৪৭

দক্ষ উবাচ—

শিবা শান্তা মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়া তাং নমামি সনাতনীম্ ॥ ৪৮
যয়া ধাতা জগৎসৃষ্টৌ নিযুক্তস্তাং পুরাকরোৎ।
স্থিতিঞ্চ বিষ্ণুরকরোদ্ যন্নিয়োগাজ্জগৎপতিঃ।
শম্ভুরন্তং ততো দেবীং ত্বাং নমামি মহীয়সীম্ ॥ ৪৯
বিকাররহিতাং শুদ্ধামপ্রমেয়াং প্রভাবতীম্।
প্রমাণমানমেয়াখ্যাং প্রণমামি সুখাত্মিকাম্ ॥ ৫০
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং পরাম্।
তস্য ভোগ্যঞ্চ মুক্তিশ্চ সদা করতলে স্থিতা ॥ ৫১
যস্ত্বাং প্রত্যক্ষতো দেবীং সকৃৎ পশ্যতি পাবনীম্।
তস্যাবশ্যং ভবেন্মুক্তি-র্বিদ্যাবিদ্যাপ্রকাশিকাম্ ॥ ৫২
যোগনিদ্রে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে জগন্ময়ি।
যা প্রমাণার্থসম্পন্না চেতনা সা তবাত্মিকা ॥ ৫৩
যে স্তুবন্তি জগন্মাতর্ভবতীমম্বিকেতি চ।
জগন্ময়ীতি মায়েতি সর্ব্বং তেষাং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতা জগন্মাতা দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
তথোবাচ তদা দক্ষং যথা মাতা শৃণোতি ন ॥ ৫৫

দক্ষ সেই মহামায়া জগদীশ্বরী বিষ্ণুমায়াকে দেখিয়া বীরিণীর অলক্ষ্যে যথাশক্তি তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে যত্নশীল হইলেন। ৪৭

দক্ষ বলিলেন,—বিষ্ণু যাঁহাকে শিবা, শান্তা, যোগনিদ্রা এবং জগন্ময়ী বলেন, সেই নিত্যরূপাকে প্রণাম করি। ৪৮

বিধাতা যাঁহার নিয়োগে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু যাঁহার আদেশ পালন করিতে তৎপর, যাঁহার আজ্ঞায় রুদ্র সংহারকারী, সেই মহীয়সী দেবীকে নমস্কার করি। ৪৯

নির্ব্বিকারা, নির্ম্মলা, অপ্রমেয়া, প্রমা-প্রমাণ-প্রমেয়রূপিণী প্রমাবতী সুখাত্মিকা দেবীকে প্রণাম করি। ৫০

যে ব্যক্তি বিদ্যা-অবিদ্যারূপিণী পরাৎপরা তোমাকে ধ্যান করে, ভোগ ও মুক্তি তাঁহার করতলস্থ। ৫১

যে ব্যক্তি, বিদ্যা-অবিদ্যা-প্রকাশিনী পবিত্রতা-কারিণী তোমাকে একবারও প্রত্যক্ষ অবলোকন করে অবশ্য তাহার মুক্তি হয়। ৫২

হে যোগনিদ্রে! মহামায়ে! হে জগন্ময়ি! বিষ্ণুমায়ে! প্রমাণ-প্রমেয়-বতী চিৎশক্তিমাত্রেই তোমার অংশ। ৫৩

জগদম্বে! যাহারা আপনাকে অম্বিকা, জগন্ময়ী এবং মায়া বলিয়া স্তব করে, তাহাদিগের সকলই হয়। ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মহাত্মা দক্ষ, জগদম্বার এইরূপ স্তব করিলে, মা যাহাতে শুনিতে না পান এইরূপ ভাবে তিনি দক্ষকে বলিতে লাগিলেন। ৫৫

সম্মোহ্য সর্ব্বং তত্রস্থং যথা দক্ষঃ শৃণোতি তৎ।
নান্যঃ শৃণোতি চ তথা মায়য়াহ তদাম্বিকা ॥ ৫৬

দেব্যুবাচ—

অহমারাধিতা পূর্ব্বং যদর্থং মুনিসত্তম।
ঈপ্সিতং তব সিদ্ধং তদবধারয় সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা তদা দেবী দক্ষঞ্চ নিজমায়য়া।
আস্থায় শৈশবং ভাবং জনন্যঙ্কে রুরোদ সা ॥ ৫৮
ততস্তাং বীরিণী যত্নাৎ সুসংস্কৃত্য যথোচিতম্।
শিশুপালেন বিধিনা তস্যৈ স্তন্যাদিকং দদৌ ॥ ৫৯
পালিতা সাথ বীরিণ্যা দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
ববৃধে শুক্লপক্ষস্য নিশানাথো যথান্বহম্ ॥ ৬০
তস্যাস্তু সদ্‌গুণাঃ সর্ব্বে বিবিশুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
শৈশবেঽপি যথা চন্দ্রে কলাঃ সর্ব্বা মনোহরাঃ ॥ ৬১
রেমে সা নিজভাবেন সখীমধ্যগতা যদা।
তদা লিখতি ভর্গস্য প্রতিমামন্বহং মুহুঃ ॥ ৬২
যদা গায়তি গীতানি তদা বাল্যোচিতানি সা।
উগ্রং স্থাণুং হরং রুদ্রং সস্মার স্মরমানসা ॥ ৬৩
তস্যাশ্চক্রে নাম দক্ষঃ সতীতি দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রশস্তায়াঃ সর্ব্বগুণৈঃ সত্ত্বাদপি নয়াদপি ॥ ৬৪

তখন অম্বিকা, কেবল দক্ষ শুনিতে পান ও অপরে শুনিতে না পায় এইরূপ ভাবে তত্রস্থ জনগণকে মোহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—হে মুনিবর ! তুমি পূর্ব্বে যে কার্য্যের জন্য আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ; এখন সময় মত অবধারণ কর। ৫৬-৫৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন দেবী এই কথা বলিয়া দক্ষকেও নিজ মায়ায় আচ্ছন্ন করিলেন ; আপনি শৈশবভাব অবলম্বন করিয়া জননী-পার্শ্বে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৮

অনন্তর, বীরিণী, সযত্নে যথোচিত ভাবে মুখ চক্ষু প্রভৃতি মার্জ্জনা করিয়া দিয়া শিশুপালন-বিধি-অনুসারে তাঁহাকে স্তন্যপানাদি করাইতে লাগিলেন। ৫৯

তিনি বীরিণী ও মহাত্মা দক্ষকর্ত্তৃক পালিত হইয়া শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! যেমন সমস্ত মনোহর কলা চন্দ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ তদীয় গুণাবলী শৈশবেই তাঁহাতে দেখা দিল। ৬১

যখন তিনি, সখীমধ্যে নিজ ভাবে ক্রীড়া করিতেন, তখনই নিরন্তর মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি লিখিতেন। ৬২

যখন তিনি বাল্যোচিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন অন্য কথার পরিবর্ত্তে উগ্র, স্থাণু, হর, রুদ্র, স্মরশাসন—এই সকল কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে আসিত। ৬৩

ববৃধে দক্ষবীরিণ্যোঃ প্রত্যহং করুণাতুলা।
তস্যাং বাল্যেঽপি ভক্তায়াং তয়োর্নিত্যং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বকান্তগুণাক্রান্তা সদা সা নয়শালিনী।
তোষয়ামাস পিতরৌ নিত্যং নিত্যং নরোত্তমাঃ ॥ ৬৬
অথৈকদা পিতুঃপার্শ্বে তিষ্ঠন্তীং তাং সতীং বিধিঃ।
নারদশ্চ দদর্শাথ রত্নভূতাং ক্ষিতৌ শুভাম্ ॥ ৬৭
সাপি তৌ বীক্ষ্য মুদিতা বিনয়াবনতা তদা।
প্রণনাম সতী দেবং ব্রহ্মাণমথ নারদম্ ॥ ৬৮
প্রণামান্তে সতীং বীক্ষ্য বিনয়াবনতাং বিধিঃ।
নারদশ্চ তথৈবাশীর্ব্বাদমেতমুবাচ হ।
ত্বামেব যঃ কাময়তে যং ত্বং কাময়সে পতিম্।
তমাপ্নুহি পতিং দেবং সর্ব্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্ ॥ ৬৯
যো নান্যাং জগৃহে নাপি গৃহ্লাতি ন গ্রহীষ্যতি।
জায়াং স তে পতির্ভূয়াদনন্যসদৃশঃ শুভে ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা সুচিরং তৌ তু স্থিত্বা দক্ষাশ্রমে পুনঃ।
বিসৃষ্টৌ তেন সংযাতৌ স্বস্থানং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

হে দ্বিজবরগণ! সর্ব্বগুণে গুণবতী প্রশংসাপাত্রী সেই দুহিতার সত্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতিপরায়ণতা দেখিয়া দক্ষ 'সতী' নাম রাখিলেন। ৬৪

বাল্যকালেও নিত্য-ভক্তিমতী সেই দুহিতার প্রতি, দক্ষ এবং বীরিণীর অনুপম বাৎসল্য প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বাড়িতে লাগিল। ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! শৈশবোচিত সকল গুণে গুণবতী সতত নীতিপরায়ণা সেই দুহিতা, মাতাপিতাকে নিয়ত সন্তুষ্ট করিতেন। ৬৬

অনন্তর একদা তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা ও নারদ ভূমণ্ডলের রত্নভূতা সেই কন্যাটিকে দেখিতে আসিলেন। ৬৭

সতীও,—ব্রহ্মা এবং নারদকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সবিনয়ে প্রণাম করিলেন। ৬৮

বিধি-নারদ, প্রণামের পর বিনয়াবনতা সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত এই আশীর্ব্বাদ করিলেন;—যিনি তোমাকে কামনা করিতেছেন, আর তুমি যাহাকে পতি করিতে অভিলাষিণী; সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর তোমার পতি হউন। ৬৯

হে কল্যাণি! যিনি তোমা ব্যতীত অপর রমণী গ্রহণ করেন নাই, করেন না এবং করিবেন না, তোমার সেই অনন্যসদৃশ পতি-লাভ হউক। ৭০

হে দ্বিজবরগণ! তাঁহারা এই কথা বলিয়া অনেকক্ষণ দক্ষালয়ে অবস্থিতি করিলেন, তৎপরে দক্ষের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ৭১

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বাল্যং ব্যতীত্য সা প্রাপ যৌবনং শোভনং ততঃ ।
অতীব রূপেণাঙ্গেন সর্ব্বাঙ্গসুমনোহরা ॥ ১
তাং বীক্ষ্য দক্ষো লোকেশঃ প্রোদ্ভিন্নান্তর্ব্বয়ঃ-স্থিতাম্ ।
চিন্তয়ামাস ভর্গায় কথং দাস্য ইমাং সুতাম্ ॥ ২
অথ সাপি স্বয়ং ভর্গং প্রাপ্তুমৈচ্ছত্তদান্বহম্ ।
আরাধয়ামাস চ তং গৃহে মাতুরনুজ্ঞয়া ॥ ৩
আশ্বিনে নন্দকাখ্যয়াং লবণৈঃ সগুড়োদনৈঃ ।
পূজয়িত্বা হরং পশ্চাদ্বন্দে সা নিনায় তং ॥ ৪
কার্ত্তিকস্য চতুর্দ্দশ্যাং সাপূপৈঃ পায়সৈর্হরম্ ।
সমাকীর্ণৈঃ সমারাধ্য সস্মার পরমেশ্বরম্ ॥ ৫
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মার্গশীর্ষে সতিলৈঃ সযবোদনৈঃ ।
পূজয়িত্বা হরং নীলৈর্নিনায় দিবসং পুনঃ ॥ ৬
পৌষে তু কৃষ্ণসপ্তম্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
অপূজয়চ্ছিবং প্রাতঃ কৃসরান্নেন সা সতী ॥ ৭
মাঘস্য পৌর্ণমাস্যান্তু কৃত্বা জাগরণং নিশি ।
আর্দ্রবস্ত্রা নদীতীরে হ্যকরোদ্ধরপূজনম্ ॥ ৮

দাক্ষায়ণীর ব্রত

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সতী, শৈশব অতিক্রম করিয়া শোভন যৌবনে পদার্পণ করিলেন । ১

তখন সেই সহজ-সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর অঙ্গে রূপরাশি দ্বিগুণ উথলিয়া পড়িল । প্রজাপতি দক্ষ দুহিতাকে প্রারূঢ়-যৌবনা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই কন্যাকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান করিব কিরূপে ? ২

অনন্তর, সতী আপনিও, মহাদেবকে পাইবার আশয়ে, মাতৃ-আদেশে গৃহস্থিত চিত্রিত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন । ৩

আশ্বিন মাসের নন্দকানাম্নী অষ্টমীতে গুড়োদন ও লবণদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে সেইদিন অতিবাহিত করিলেন । ৪

কার্ত্তিক মাসের চতুর্দ্দশীতে বিবিধ পায়স পিষ্টক দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ৫

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যবৌদন ও তিল দ্বারা দেবাদিদেবের আরাধনা করিয়া সেইদিন অতিবাহিত করিলেন । ৬

সেই সতী, পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীনিশাতে জাগরণাদি করিয়া প্রাতঃকালে কৃসরান্ন (তিল-মুদ্গ-সিদ্ধ ওদন) দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন । ৭

তিনি মাঘমাসের পূর্ণিমাতে রাত্রিজাগরণ করিয়া নদীতীরে আর্দ্র-বসনে শিবপূজা করিলেন । ৮

নানাবিধৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যক্ তৎকালসম্ভবৈঃ।
চকার নিয়তাহারং তং মাসং হরমনসা॥ ৯
চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে তপস্যস্য বিশেষতঃ।
কৃত্বা জাগরণং দেবং বিল্বপত্রৈরপূজয়ৎ॥ ১০
চৈত্রে শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং পালাশৈঃ কুসুমৈঃ শিবম্।
অপূজয়দ্দিবা রাত্রৌ তং স্মরন্তী নিনায় তম্॥ ১১
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং সযবোদনৈঃ।
পূজয়িত্বা হরং দেবং হবৈর্য্যমাসং চরন্ত্যনু।
নিনায় সা নিরাহারা স্মরন্তী বৃষবাহনম্॥ ১২
জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমারাত্রৌ সম্পূজ্য বৃষবাহনম্।
বসনৈর্বৃহতীপুষ্পৈর্নিরাহারা নিনায় তাম্॥ ১৩
আষাঢ়স্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং কৃত্তিবাসসঃ।
বৃহতীকুসুমৈঃ পূজা দেবস্যাকারি বৈ তয়া॥ ১৪
শ্রাবণস্য সিতাষ্টম্যাং চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ সা শিবম্।
যজ্ঞোপবীতৈর্বাসোভিঃ পবিত্রৈরপ্যপূজয়ৎ॥ ১৫
ভাদ্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
সম্পূজ্যাথ চতুর্দ্দশ্যাং চকার জলভোজনম্॥ ১৬
ইতি ব্রতং যদারব্ধং পুরা সত্যা তদৈব তু।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা জগামাথ হরান্তিকম্॥ ১৭
বাসুদেবোঽপি ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা তদন্তিকম্।
প্রস্থং হিমবতঃ শম্ভুঃ স্থিতো যত্র গণৈঃ সহ॥ ১৮

আর সম্পূর্ণ মাঘমাসে তৎকালসম্ভূত বিবিধ পুষ্প ফল দ্বারা শিবপূজা-নিরত হইয়া সংযতাহারে থাকিলেন॥ ৯

ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে রাত্রিজাগরণ করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা বিশেষরূপে শিবপূজা করিলেন। ১০

সতী চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীতে দিবসে ও রাত্রিতে পলাশ কুসুম-দ্বারা শিবপূজা করিলেন এবং শিবকে স্মরণ করত সেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ১১

তিনি বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে যবোদন দ্বারা শিবপূজা করিলেন, সম্পূর্ণ বৈশাখমাস ঘৃত ভোজন করিয়া রহিলেন এবং মহাদেবকে স্মরণ করত নিরাহারে সেই দিন যাপন করিলেন। ১২

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমানিশাতে বসন ও বৃহতী পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া নিরাহারে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। ১৩

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীতে বৃহতীকুসুম দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন। ১৪

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র এবং কুশ দ্বারা শিবপূজা করিলেন। ১৫

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা শিব-পূজা করিয়া পরদিন চতুর্দ্দশীতে জল পান করিয়া থাকিলেন। ১৬

যখন সতী এই ব্রতারম্ভ করেন, তখনই সাবিত্রী সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী

তৌ তু দৃষ্ট্বা ব্রহ্মকৃষ্ণৌ সস্ত্রীকৌ সঙ্গতৌ হরঃ।
যথোচিতং সমাভাষ্য পপ্রচ্ছাগমনং তয়োঃ ॥ ১৯
তথাবিধাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা দাম্পত্যভাবসংযুতান্।
কাঙ্ক্ষিদীহাঞ্চ মনসা চক্রে দারপরিগ্রহে ॥ ২০
অথাগমনহেতুং ন কথয়ধ্বঞ্চ তত্ত্বতঃ।
কিমর্থমাগতা যূয়ং কিং কার্য্যং বোঽত্র বিদ্যতে ॥ ২১
ইতি পৃষ্টস্ত্র্যম্বকেণ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ চ মহাদেবং বিষ্ণুনা পরিচোদিতঃ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ—

যদর্থমাগতাবাবাং তচ্ছৃণুষ্ব ত্রিলোচন।
বিশেষতশ্চ দেবার্থং বিশ্বার্থঞ্চ বৃষধ্বজ ॥ ২৩
অহং সৃষ্টিরতঃ শম্ভো স্থিতিহেতুস্তথা হরিঃ।
অন্তহেতুর্ভবানস্য জগতঃ প্রতিসর্গকম্ ॥ ২৪
তৎকর্ম্মণি সদৈবাহং ভবদ্ভ্যাং সহিতো হ্যলম্।
হরিঃ স্থিতাবপি তথা ময়ালং ভবতা সহ।
ত্বমন্তকরণে শক্তো বিনা নাবাং ভবিষ্যসি ॥ ২৫
তস্মাদন্যোন্যকৃত্যেষু সর্ব্বেষাং বৃষভধ্বজ।
সাহায্যং নঃ সদা যোগ্যমন্যথা ন জগদ্ভবেৎ ॥ ২৬
কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যসুরা মম বধ্যা মহেশ্বর।
অপরে তু হরের্বধ্যা ভবতোঽপি তথাপরে ॥ ২৭

সমভিব্যাহারে ভগবান্ বাসুদেব—যথায় গণপরিবৃত মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, সেই হিমালয় প্রস্থে তদীয় সমীপে গমন করিয়াছিলেন। ১৭-১৮

মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সস্ত্রীক সমাগত দেখিয়া যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৯

মহাদেব তাঁহাদিগকে দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ দেখিয়া দারপরিগ্রহ করিতে মনে মনে কিঞ্চিৎ অভিলাষ করিলেন। ২০

অনন্তর "তোমাদিগের আগমন প্রয়োজন যথার্থরূপে বল ; তোমরা কিজন্য আসিয়াছ ? এখানে তোমাদিগের কি প্রয়োজন আছে ?" ২১

মহাদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকর্তৃক প্রণোদিত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন,—হে ত্রিলোচন! আমরা যে জন্য আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কর ; হে বৃষধ্বজ! দেবতাদের জন্য, বিশেষতঃ সৃষ্টি-রক্ষার জন্যই আমরা আসিয়াছি। ২২-২৩

শম্ভু! আমি প্রতিবারেই এই জগৎ সৃষ্টি করি, বিষ্ণু পালন করেন, তুমি সংহার করিয়া থাক। ২৪

তোমাদিগের উভয়ের সাহায্যে আমি আমার কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে সমর্থ , বিষ্ণু, তোমার ও আমার সাহায্যে পালনকার্য্যে সমর্থ হন ; তুমিও আমা-দিগের উভয়ের সাহায্য ব্যতীত সংহার করিতে সমর্থ হও না। ২৫

অতএব হে বৃষধ্বজ! আমাদিগের পরস্পরের কার্য্যে পরস্পরের সাহায্য করা উচিত ; নতুবা জগৎ থাকে না। ২৬

কেচিত্ত্বদ্বীর্য্যজাতস্য কেচিন্মেঽংশভবস্য বৈ।
মায়ায়াঃ কেচিদপরে বধ্যাঃ স্যুর্দেববৈরিণঃ॥ ২৮
যোগযুক্তে ত্বয়ি সদা রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতে।
দয়ামাত্রৈকনিরতে ন বধ্যা অসুরাস্তব॥ ২৯
অবাধিতেষু তেম্বীশ কথং সৃষ্টিস্তথা স্থিতিঃ।
অন্তশ্চ ভবিতা যুক্তং নিত্যং নিত্যং বৃষধ্বজ॥ ৩০
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ম্মাণি ন কার্য্যাণি যদা হর।
শরীরভেদমস্মাকং মায়ায়াশ্চ ন যুজ্যতে॥ ৩১
একস্বরূপা হি বয়ং ভিন্নাঃ কার্য্যস্য ভেদতঃ।
কার্য্যভেদো ন সিদ্ধশ্চেদ্রূপভেদোঽপ্রয়োজনঃ॥ ৩২
এক এব ত্রিধা ভূত্বা বয়ং ভিন্নস্বরূপিণঃ।
ভূতা মহেশ্বর ইতি তত্ত্বং বিদ্ধি সনাতনম্॥ ৩৩
মায়াপি ভিন্নরূপেণ কমলাখ্যা সরস্বতী।
সাবিত্রী চাথ সন্ধ্যা চ ভূতা কার্য্যস্য ভেদতঃ॥ ৩৪
প্রবৃত্তেরনুরাগস্য নারী মূলং মহেশ্বর।
রামাপরিগ্রহাৎ পশ্চাৎ কামক্রোধাদিকোদ্ভবঃ॥ ৩৫
অনুরাগে তু সঞ্জাতে কামক্রোধাদিকারণে।
বিরাগহেতুং যত্নেন সান্ত্বয়ন্তীহ জন্তবঃ॥ ৩৬
সঙ্গঃ প্রথম এব স্যাদ্রাগবৃক্ষাৎ ফলং মহৎ।
তস্মাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধস্ততো ভবেৎ॥ ৩৭

হে মহেশ্বর! কোন কোন অসুর আমার বধ্য হইবে; কোন কোন অসুর নারায়ণের বধ্য হইবে; কোন কোন অসুর তোমারও বধ্য হইবে। ২৭

কতকগুলি সুরবৈরী তোমার পুত্রের বধ্য; কতকগুলি আমার আত্মজদিগের বধ্য; কতকগুলি বা মায়ার বধ্য হইবে। ২৮

তুমি সর্ব্বদা যোগরত, রাগদ্বেষাদি-শূন্য ও দয়া-মাত্রসার হইলে তোমার বধ্য অসুরসকলের আর বধ হইবে না। ২৯

হে ঈশ! হে বৃষধ্বজ! অথচ তাহাদিগের বধ না হইলে বারে বারে উপযুক্তমত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ই হইবে না। ৩০

হে হর! যদি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় না করা গেল, তাহা হইলে আমাদিগের মায়ার শরীর ভেদ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। ৩১

আমরা সকলেই এক; কেবল কার্য্যভেদে রূপভেদ হইয়াছে; সেই কার্য্যভেদই যদি সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে রূপভেদের প্রয়োজন কি? ৩২

আমরা একই; ত্রিবিধ হইয়া বিভিন্নস্বরূপ হইয়াছি। মহেশ্বর! এই সনাতনতত্ত্ব জানিও। ৩৩

মায়াও কার্য্যভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করাতে—কমলা, সরস্বতী, সাবিত্রী ও সন্ধ্যা হইয়াছেন। ৩৪

হে মহেশ্বর! নারীই প্রবৃত্তি ও অনুরাগের মূল। স্ত্রীপরিগ্রহের পর, কামক্রোধাদির উৎপত্তি হয়। ৩৫

কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হেতু অনুরাগ উৎপন্ন হইলে, প্রাণিগণ যত্নপূর্ব্বক বৈরাগ্য হেতুকে পরিত্যাগ করে। ৩৬

বৈরাগ্যঞ্চ নিবৃত্তিশ্চ শোকাৎ স্বাভাবিকাদপি।
সংসারবিমুখে হেতুরসঙ্গশ্চ সনাতনঃ ॥ ৩৮
দয়া তত্র ভবেন্নিত্যং শান্তিশ্চাপি মহেশ্বর।
অহিংসা চ তপঃ শান্তির্জ্ঞানমার্গানুসাধনম্ ॥ ৩৯
ত্বয়ি তাবত্তপোনিষ্ঠে বিসঙ্গিনি দয়াযুতে।
অহিংসা চ তথা শান্তিঃ সদা তব ভবিষ্যতি ॥ ৪০
ততোঽসুরবধে যত্নস্তব কস্মাদ্ভবিষ্যতি।
অকৃতে দূষণং যদ্ তত্তৎ সর্ব্বং কথিতং তব ॥ ৪১
তস্মাদ্বিশ্বহিতায় ত্বং দেবানাঞ্চ জগৎপতে।
পরিগৃহ্ণীষ ভার্য্যার্থে বামামেকাং সুশোভনাম্ ॥ ৪২
যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোঃ সাবিত্রী চ যথা মম।
তথা সহচরী শম্ভোর্যা স্যাত্তাং গৃহ্ণু সম্প্রতি ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পুরতো হরেঃ।
তদা জগাদ লোকেশং স্মিতোদিতমুখো হরঃ ॥ ৪৪

ঈশ্বর উবাচ—

এবমেব যথাত্থ ত্বং ব্রহ্মন্ বিশ্বনিমিত্ততঃ।
ন স্বার্থতঃ প্রবৃত্তির্মে সম্যগ্ ব্রহ্ম-বিচিন্তনাৎ ॥ ৪৫
তথাপি যৎ করিষ্যামি তত্তে বক্ষ্যে জগদ্ধিতম্।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ যুক্তমেব বচো মম ॥ ৪৬

সঙ্গই, অনুরাগবৃক্ষের মহৎ ও প্রথম ফল। সঙ্গ হইতে কাম ;—কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি। ৩৭

বৈরাগ্য এবং নিবৃত্তি শোকবশতও হয়, স্বভাববলেও হয় ; সংসারপরাঙ্মুখ ব্যক্তির কদাপি সঙ্গ হয় না। ৩৮

তাহা হইলেই, হে মহেশ্বর ! তাহার দয়া ও শান্তি উপস্থিত হয়। তখন অহিংসা, ক্ষমা এবং জ্ঞানমার্গের অনুসরণে প্রবৃত্তি হয়। ৩৯

তুমি তপোনিষ্ঠ সঙ্গ-হীন এবং সতত দয়াযুক্ত হইলে তোমার অহিংসা ও সতত শান্তি হইবে। ৪০

তাহা হইলে তোমার অসুর-বধে প্রযত্ন হইবে কিরূপে ?—দারপরিগ্রহ না করিলে যে যে দোষ, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। ৪১

অতএব হে জগদীশ্বর ! শুধু দেবগণের নহে,—জগতের হিতার্থে, তুমি এক সুশোভনা রমণীর পাণিগ্রহণ কর। ৪২

বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, আমার যেমন সাবিত্রী সেইরূপ তোমার যিনি সহচরী হইবেন, হে শম্ভু ! এখন তুমি তাঁহার পাণিগ্রহণ কর। ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—মহাদেব, ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাস্য করত নারায়ণ সমীপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৪৪

ঈশ্বর বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! জগতের জন্য তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচিন্তাই আমার স্বার্থ। সেই স্বার্থব্যাঘাত-ভয়েই জগতের হিতকর কার্য্যেও আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ৪৫

যা মে তেজঃ সমর্থা স্যাদ্‌গ্রহীতুমিহ ভাগশঃ।
তাং নিদেশয় ভার্য্যার্থে যোগিনীং কামরূপিণীম্ ॥ ৪৭
যোগযুক্তে ময়ি তথা যোগিন্যেব ভবিষ্যতি।
কামাসক্তে ময়ি পুনর্মোহিন্যেব ভবিষ্যতি।
তাঃ মে নিদেশয় ব্রহ্মন্ ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্ ॥ ৪৮
যদক্ষরং বেদবিদো নিগদন্তি মনীষিণঃ।
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং চিন্তয়িষ্যে সনাতনম্ ॥ ৪৯
তচ্চিন্তায়াং সদা শক্তো ব্রহ্মন্ গচ্ছামি ভাবনাম্।
তত্র যা বিঘ্নজননী ন ভবিত্রীহ সাস্ত মে ॥ ৫০
ত্বং বা বিষ্ণুরহং বাপি পরব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
অঙ্গভূতা মহাভাগ যোগ্যং তদনুচিন্তনম্ ॥ ৫১
তচ্চিন্তয়া বিনা নাহং স্থাস্যামি কমলাসন।
তস্মাজ্জায়াং প্রাদিশস্ব মৎকর্ম্মানুগতাং সদা ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা সর্ব্বজগৎপতিঃ।
সস্মিতং মোদিতমনা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩

ব্রহ্মোবাচ—

অস্তীদৃশী মহাদেব মার্গিতা যাদৃশী ত্বয়া ॥ ৫৪
দক্ষস্য তনয়া যাভূৎ সতীনাম্নী সুশোভনা।
সৈবেদৃশী ভবদ্ভার্য্যা ভবিষ্যতি সুধীমতী ॥ ৫৫

তথাপি আমি যেরূপ জগতের হিতানুষ্ঠান করিতে পারি তাহা বলিতেছি; হে মহাভাগ! আমার উচিত কথা শ্রবণ কর। ৪৬

যিনি ভাগে ভাগে আমার তেজ গ্রহণে সমর্থা হইবেন, আমার ভার্যা করিবার জন্য তাদৃশ কামরূপিণী যোগিনী রমণী নির্দ্দেশ কর। ৪৭

আমি যোগযুক্ত হইলে যোগযুক্তা হইবে, আমি কামাসক্ত হইলে মোহিনী হইবে;—হে ব্রহ্মন্! এইরূপ বরবর্ণিনী রমণী কে বলিয়া দাও? ৪৮

আমি ভার্য্যা করিতে প্রস্তুত আছি। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে "অক্ষয়" (অবিনাশী) বলিয়া থাকেন, সেই সনাতন পরম জ্যোতিকে চিন্তা করিব। ৪৯

তদীয় চিন্তায় আসক্ত হইয়া গাঢ় সমাধিস্থ হইব, যে রমণী তাহাতে বিঘ্ন না করিবে, সে-ই আমার ভার্য্যা হইতে পারিবে। ৫০

তুমি, আমি বা বিষ্ণু—আমরা সকলেই পরম ব্রহ্মের অংশ; হে মহাভাগ! তাঁহার চিন্তা করা আমাদিগের উচিত। ৫১

হে কমলাসন! তদীয় চিন্তা ব্যতীত আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না। অতএব বলিয়া দাও, কে সতত আমার কর্ম্মের অনুগামিনী রমণী;—আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া স্মিতমুখে হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন। ৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাদেব! তুমি যেরূপ চাহিতেছ, সেরূপ রমণী আছে। ৫৪

তাং ত্বদর্থে তপস্যন্তীং ত্বৎপ্রাপ্তিং প্রতি কামিনীম্।
বিদ্ধি ত্বং দেবদেবেশ সর্ব্বেষাত্মসু বর্ত্তসে ॥ ৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ ব্রহ্মবচঃশেষে ভগবান্ মধুসূদনঃ।
যদুক্তং ব্রহ্মণা সর্ব্বং তৎকুরুষ্বেত্যুবাচ সঃ ॥ ৫৭
করিষ্য ইতি তেনোক্তে স্বেষ্টং দেশং প্রজগ্মতুঃ।
হরির্ব্রহ্মা চ মুদিতৌ সাবিত্রীকমলাযুতৌ ॥ ৫৮

কামোঽপি বাক্যানি হরস্য শ্রুত্বা
চামোদযুক্তো রতিনা সমিত্রঃ।
শম্ভুং সমাসাদ্য বিবিক্তরূপী
তস্থৌ বসন্তং বিনিযোজ্য শশ্বৎ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

সতীনাম্নী শুভাননা দক্ষতনয়া তোমার প্রার্থনানুরূপ রমণী, সেই বুদ্ধিশালিনীই তোমার ভার্য্যা হইবেন। ৫৫

তিনি তোমাকে পাইতে অভিলাষিণী হইয়া তোমার প্রীতি-সাধনোদ্দেশে তপস্যা করিতেছেন জানিও; হে দেবদেবেশ! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী—সকলই জানিতেছ। ৫৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মার বাক্য শেষ হইলে ভগবান্ মধুসূদন বলিলেন,—ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, তাহা তুমি কর। ৫৭

শিব "করিব" বলিলে ব্রহ্মা-সাবিত্রী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৫৮

শিবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মদন, রতি এবং মদনের বন্ধুবর্গ বিশেষ হর্ষযুক্ত হইলেন। অনন্তর মদন, শিব-সমীপে গমনপূর্ব্বক বসন্তকে সতত নিযুক্ত রাখিয়া প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯

দশমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সত্যা পুনঃ শুক্লপক্ষেঽষ্টম্যামুপোষিতা।
আশ্বিনে মাসি দেবেশং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ১
ইতি নন্দাব্রতে পূর্ণে নবম্যাং দিনভাগতঃ।
তস্যাস্তু ভক্তিনম্রায়াঃ প্রত্যক্ষমভবদ্ধরঃ॥ ২
প্রত্যক্ষতো হরং বীক্ষ্য সামোদহৃদয়া সতী।
ববন্দে চরণৌ তস্য লজ্জয়াবনতা নতা॥ ৩
অথ প্রাহ মহাদেবঃ সতীং তদ্‌ব্রতধারিণীম্।
তামিচ্ছন্নপি ভার্য্যার্থে তস্যাশ্চর্য্যাফলপ্রদঃ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ—

অনেন ত্বদ্‌ব্রতেনাহং প্রীতোঽস্মি দক্ষনন্দিনি॥ ৫
বরং বর প্রদাস্যামি যস্তবাভিমতো ভবেৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জানন্নপীহ তদ্ভাবং মহাদেবো জগৎপতিঃ।
উচেঽথ বরয়স্বেতি তদ্বাক্যশ্রবণেচ্ছয়া॥ ৭
সাপি ত্রপাসমাবিষ্টা নো বক্তুং হৃদয়ে স্থিতম্।
শশাক বালাভীষ্টং যল্লজ্জয়াচ্ছাদিতং যতঃ॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে কামঃ সাভিপ্রায়ং হরং তদা।
বামাপরিগ্রহে নেত্রে বক্তুব্যাপারলিঙ্গিতম্।
সম্প্রাপ্য বিবরঞ্চায়ং সন্দধে পুষ্পাহুতিনা॥ ৯

দাক্ষায়ণীকে শিবের বর প্রদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, সতী, পুনরায় আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে উপবাস করিয়া দেব-দেব মহাদেবকে ভক্তিভাবে পূজা করিলেন। ১

এই নন্দাব্রত পরিপূর্ণ হইলে নবমীতিথিতে দিনমানে, মহাদেব, সেই ভক্তি-নম্রা সতীর প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন। ২

সতী মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে অথচ লজ্জাবনত বদনে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। ৩

সতীর তপস্যা-ফলদানে উদ্যত মহাদেব, তাঁহাকে ভার্য্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও সেই নন্দাব্রতধারিণী সতীকে বলিলেন,—দক্ষনন্দিনী! তোমার এই ব্রত দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি, নিজ অভিমত বর যাহা হয় প্রার্থনা কর, তাহা আমি দিব। ৪-৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জগৎপতি মহাদেব; তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়াও কেবল তাঁহার নিকটে সেই কথাটি শুনিবার জন্যই বলিলেন, "বর প্রার্থনা কর"। ৭

সতীও তখন লজ্জাবশতঃ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কেননা, বালিকার মনোরথ, লজ্জার ঘন-আবরণে আবৃত। ৮

হর্ষণেনাথ বাণেন বিব্যাধ হৃদয়ে হরম্।
ততোঽসৌ হর্ষিতঃ শম্ভুর্বীক্ষাঞ্চক্রে সতীং মুহুঃ।
বিস্মৃত্য চ পরং ব্রহ্মচিন্তনং পরমেশ্বরঃ॥ ১০
ততঃ পুনর্মোহনেন বাণেনৈনং মনোভবঃ।
বিব্যাধ হর্ষিতঃ শম্ভুর্মোহিতশ্চ তদা ভৃশম্॥ ১১
ততো যদাসৌ মোহস্য হর্ষস্য চ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভাবং ব্যক্তীচকারৈষ মায়য়াপি বিমোহিতঃ॥ ১২
অথ ত্রপাং স্বাং সংস্তভ্য যদা প্রাহ হরং সতী।
মমেষ্টং দেহি বরদ বরমিত্যর্থকারকম্॥ ১৩
তদা বাক্যস্যাবসানমনপেক্ষ্য বৃষধ্বজঃ।
ভবস্ব মম ভার্য্যেতি প্রাহ দাক্ষায়ণীং মুহুঃ॥ ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সাভীষ্টফলভাবনম্।
তুষ্ণীং তস্থৌ প্রমুদিতা বরং প্রাপ্য মনোগতম্॥ ১৫
সকামস্য হরস্যাগ্রে তত্র সা চারুহাসিনী।
অকরোন্নিজভাবাংশ্চ হাবানপি দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৬
স্বস্য ভাবান্ সমাদায় শৃঙ্গারাখ্যো রসস্তদা।
তয়োর্বিবেশ বিপ্রেন্দ্রাঃ কলহাবা যথোচিতম্॥ ১৭
হরস্য পুরতো রেজে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনপ্রভা।
চন্দ্রাভ্যাসেঽঙ্কলেখেব স্ফটিকোজ্জ্বলবর্ষ্মণঃ॥ ১৮

এই সময়ে কাম, মহাদেবের চক্ষু ও মুখের ভঙ্গী দর্শনে তাঁহাকে স্ত্রী পরিগ্রহে অভিলাষী বুঝিয়া অতি গোপনে শরাসনে কুসুমশর সন্ধান করিলেন। ৯

অনন্তর "হর্ষণ" বাণ দ্বারা মহাদেবের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন হর্ষান্বিত পরমেশ্বর শম্ভু, পরম ব্রহ্মচিন্তা ভুলিয়া বারবার সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১০

অনন্তর মনোভব মোহবাণ দ্বারা শিবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন হর্ষযুক্ত সেই মহাদেব অত্যন্ত মোহিত হইলেন। ১১

হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি তখন শুধু কামবাণে নহে, মায়া-প্রভাবেও মোহিত হইয়া হর্ষ ও মোহের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১২

অনন্তর, সতী কথঞ্চিৎ নিজ লজ্জা সংযত করিয়া মহাদেবকে বলিলেন, 'আমার অভিলষিত বরদান কর'। ১৩

তখন সেই কথা শেষ না হইতে হইতেই বৃষধ্বজ, সেই বাক্যের প্রতিধ্বনির ন্যায় দাক্ষায়ণীকে বারবার বলিলেন 'তুমি আমার ভার্য্যা হও'। ১৪

সতী, নিজ অভীষ্ট ফল-সাধন এই শিববাক্য শ্রবণ করত মনোমত বর লাভে আনন্দিত হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। ১৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! চারুহাসিনী সতী, কামভাবাপন্ন শিবের সম্মুখে নিজ হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তখন শৃঙ্গার রস স্বীয়ভাব সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উভয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কলা এবং হাব ইহারাও উপযুক্ত মত প্রবিষ্ট হইল। ১৭

স্ফটিকোজ্জ্বল মহাদেবের সমীপে সেই স্নিগ্ধ দলিতাঞ্জন-সমপ্রভা দাক্ষায়ণী

অথ সা তমুবাচেদং হরং দাক্ষায়ণী মুহুঃ।
পিতুর্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহাণ জগৎপতে ॥ ১৯
এবং স্মিতং বচো দেবী যদোবাচ সতী তদা।
মম ভার্য্যা ভবেত্যুচে পুনঃ কামেন মোহিতঃ ॥ ২০
অথৈতদ্বীক্ষ্য মদনঃ সরতিঃ সসখো মুদা।
মুক্তো বভূব শম্ভুচ্চ আত্মানঞ্চাভ্যনন্দয়ন্ ॥ ২১
অথ দাক্ষায়ণী শম্ভুং সমাশ্বাস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
জগাম মাতুরভ্যাসং হর্ষমোহসমন্বিতা ॥ ২২
হরোঽপি হিমবৎপ্রস্থং প্রবিশ্য চ নিজাশ্রয়ম্।
দাক্ষায়ণীবিপ্রলম্ভ-দুঃখাদ্ধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ২৩
বিপ্রলব্ধোঽপি ভূতেশো ব্রহ্মবাক্যমথাস্মরৎ।
জায়াপরিগ্রহস্যার্থে যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ২৪
স্মৃত্বৈব ব্রহ্মবাক্যস্ত পুনঃ বিশ্বাসতঃ পরম্।
চিন্তয়ামাস মনসা ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ ॥ ২৫
অথ সঞ্চিন্ত্যমানোঽসৌ পরমেষ্ঠী ত্রিশূলিনঃ।
পুরস্তাৎ প্রাবিশত্তূর্ণমিষ্টসিদ্ধিপ্রচোদিতঃ ॥ ২৬
যত্রায়ং হিমবৎপ্রস্থে বিপ্রলব্ধো হরঃ স্থিতঃ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা তত্রৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৭
অথ তং বীক্ষ্য ধাতারং সাবিত্রীসহিতং হরঃ।
সোৎসুকো বিপ্রলব্ধশ্চ সত্যার্থে তমুবাচ হ ॥ ২৮

চন্দ্রমধ্যে কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণী মহাদেবকে বার বার এই বলিতে লাগিলেন যে, হে জগদীশ্বর! আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর। ১৮-১৯

দেবী সতী অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে সেই ঐ কথা বলিলেন, কামমোহিত মহাদেবও তখনই "আমার ভার্য্যা হও" বলিতে লাগিলেন। ২০

অনন্তর রতি-বসন্ত-সহ মদন এই ব্যাপার দেখিয়া শিবকে হস্তগত করিতে সতত যত্নশীল থাকিলেন এবং আপনাকে আপনি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর দাক্ষায়ণী, শম্ভুকে আশ্বাস দিয়া হর্ষ-মোহাক্রান্তভাবে মাতৃসমীপে গমন করিলেন। ২২

মহাদেবও হিমালয় প্রস্থে আপনার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দাক্ষায়ণী-বিরহ-দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ২৩

দারপরিগ্রহ করিবার জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, ভূতপতি, বিরহদুঃখে কাতর হইয়াও তাহা স্মরণ করিলেন। ২৪

কেবল জগতের উপকারার্থে ব্রহ্মা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বৃষধ্বজ, এখন ব্রহ্মাকে চিন্তা করিলেন। ২৫

মহাদেব স্মরণ করিবামাত্র, পরমেষ্ঠী, ইষ্ট-সিদ্ধি-আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া সেই ত্রিশূলীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২৬

বিরহকাতর মহেশ্বর, হিমালয়-প্রস্থে যেখানে অবস্থিত ছিলেন, সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাও তথায় উপস্থিত হইলেন। ২৭

অনন্তর সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাকে দেখিয়া সতী-বিরহ-কাতর উৎকণ্ঠিতচিত্ত

ঈশ্বর উবাচ—

ব্রহ্মন্ বিশ্বার্থতো দারপরিগ্রহকৃতৌ চ যৎ।
ত্বমাত্থ তৎস্বার্থমিব প্রতিভাতি মমাধুনা ॥ ২৯
অহমারাধিতো ভক্ত্যা দাক্ষায়ণ্যাতিভক্তিতঃ।
তস্যা বরমহং দাতুং যদায়াতঃ প্রপূজিতঃ।
তৎসকাশে তদা কামো মাং বিব্যাধ মহেষুভিঃ ॥ ৩০
মায়য়া মোহিতশ্চাহং তৎপ্রতীকারমঞ্জসা।
ন শক্তঃ কর্ত্তুমভিতঃ পুরাহং কমলাসন ॥ ৩১
তস্যাশ্চ বাঞ্ছিতং ব্রহ্মন্নেতদেব ময়েক্ষিতম্।
যদহং স্যাং বিভো ভর্ত্তা ব্রতভক্তিমুদা যুতঃ ॥ ৩২
তস্মাত্ত্বং কুরু বিশ্বার্থে মদর্থে চ প্রজাপতে।
দক্ষো যথা মামামন্ত্র্য সুতাং দাতা তথা দ্রুতম্ ॥ ৩৩
গচ্ছ ত্বং দক্ষভবনং কথয়স্ব বচো মম।
যথা সতীবিয়োগস্য ভঙ্গঃ স্যাৎ ত্বং তথা কুরু ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুদীর্য্য মহাদেবঃ সকাশেঽস্য প্রজাপতেঃ।
সাবিত্রীং বীক্ষ্য সত্যাস্তু বিপ্রয়োগো ব্যবর্দ্ধত ॥ ৩৫
তং সমাভাষ্য লোকেশঃ কৃতকৃত্যো মুদান্বিতঃ।
ইদং জগাদ জগতাং হিতং পথ্যঞ্চ ধূর্জ্জটে ॥ ৩৬

মহেশ্বর, তাঁহাকে বলিলেন ;—ব্রহ্মন্! তুমি যে পূর্ব্বে জগতের উপকারার্থ আমাকে দারপরিগ্রহ করিতে বলিয়াছিলে, তাহা এখন আমার স্বার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। ২৮-২৯

দাক্ষায়ণী সতী অতি ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করে ; তৎকর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া আমি যখন তাহাকে বর দিতে যাইলাম, তখন মদন, সতী-সমীপে মহাশরনিকর দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করে। ৩০

হে কমলাসন! আমি মায়ামোহিত হওয়াতে তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হই নাই। ৩১

ব্রহ্মন্! আমি দেখিলাম, সতীরও ইহাই অভিলাষ যে, আমি তাহার ব্রত ও ভক্তিবশে প্রীত হইয়া তাহার ভর্ত্তা হই। ৩২

অতএব হে প্রজাপতে! তুমি জগতের হিতের জন্য এবং আমার জন্য যত্ন কর ; দক্ষ যাহাতে আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক কন্যা দান করে, তাহা কর। ৩৩

দক্ষের গৃহে যাও, আমার কথা তাহাকে বল গিয়া ; যাহাতে আমার সতীবিরহ দূর হয়, তাহা কর। ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, প্রজাপতিসমীপে এই কথা বলিলেন। তখন সাবিত্রীকে দেখিয়া শিবের সতীবিরহ দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল। ৩৫

ব্রহ্মা কৃতকার্য্য ও আনন্দিত হইয়া শিবকে সম্বোধনপূর্ব্বক জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩৬

ব্রহ্মোবাচ—
যদাত্থ ভগবন্নুক্তো তদ্বিশ্বার্থং সুনিশ্চিতম্ ।
নাস্ত্যেব ভবতঃ স্বার্থো মমাপি বৃষভধ্বজ ॥ ৩৭
সুতাঞ্চ তুভ্যং দক্ষস্তু স্বয়মেব প্রদাস্যতি ।
অহঞ্চাপি বদিষ্যামি ত্বদ্বাক্যং তৎসমক্ষতঃ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—
ইত্যুদীর্য্য মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
জগাম দক্ষনিলয়ং স্যন্দনেনাতিবেগিনা ॥ ৩৯
অথ দক্ষোঽপি বৃত্তান্তং সর্ব্বং শ্রুত্বা সতীমুখাৎ ।
চিন্তয়ামাস দেয়েয়ং মৎসুতা শম্ভবে কথম্ ॥ ৪০
আগতোঽপি মহাদেবঃ প্রসন্নঃ সঞ্জগাম হ ।
পুনরেব কথং সোঽপি সুতার্থেঽত্যর্থমীপ্সিতঃ ॥ ৪১
প্রস্থাপ্যো বা ময়া তস্য দূতো নিকটমঞ্জসা ।
নৈতদ্‌যোগ্যং ন গৃহ্ণীয়াদ্ যদ্যেনাং বিভুরাত্মনে ॥ ৪২
অথবা পূজয়িষ্যামি তমেব বৃষভধ্বজম্ ।
মদীয়তনয়াভর্ত্তা স্বয়মেব যথা ভবেৎ ॥ ৪৩
তথৈব পূজিতঃ সোঽপি বাঞ্ছত্যতিপ্রযত্নতঃ ।
শম্ভুর্ভবতু মদ্ভর্ত্তেত্যেবং দত্তঞ্চ তেন তৎ ॥ ৪৪
ইতি চিন্তয়তস্তস্য দক্ষস্য পুরতো বিধিঃ ।
উপস্থিতো হংসরথঃ সাবিত্রীসহিতস্তদা ॥ ৪৫
তং দৃষ্ট্বা বেধসং দক্ষঃ প্রণম্যাবনতঃ স্থিতঃ ।
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ সমাভাষ্য যথোচিতম্ ॥ ৪৬

ভগবন্ ! মহাদেব ! তুমি যাহা বলিলে তাহা নিশ্চয়ই জগতের জন্য ; হে বৃষধ্বজ ! তোমার বা আমার স্বার্থ একেবারেই নাই । ৩৭

দক্ষ নিজেই তাহার কন্যাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবে। আমিও তোমার কথা দক্ষসমীপে বলিব । ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেবকে এই কথা বলিয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষভবনে গমন করিলেন । ৩৯

এদিকে দক্ষও সতী-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন —আমি কি উপায়ে মহাদেবকে কন্যা দান করিব, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর যে তিনি নিজে আমার কন্যা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন, এমন ত বোধ হয় না । ৪০-৪১

তবে কি তাঁহার নিকটে সত্বর আমি দূত পাঠাইব ? না—ইহাও ভাল হয় না ; কেননা, যদি তিনি অবজ্ঞা করেন ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না । ৪২

কিংবা বৃষধ্বজ আপনিই আমার কন্যার স্বামী হউন—মনে করিয়া তাঁহাকেই পূজা করি । ৪৩

আমার কন্যাও, 'শিব আমার স্বামী হউন'—কামনা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছিল, তাহাতে শিব তাহাকে বর দিয়াছেন । ৪৪

দক্ষ এইরূপ চিন্তিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে বিধাতা সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে হংসবিমানে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৪৫

ততস্তং সর্ব্বলোকেশং তত্রাগমনকারণম্।
দক্ষঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রেন্দ্রাশ্চিন্তাবিষ্টোঽপি হর্ষিতঃ ॥ ৪৭

দক্ষ উবাচ—

ভবাত্রাগমনে হেতুং কথয়স্ব জগদ্‌গুরো।
পুত্রস্নেহাৎ কার্য্যবশাদথবাশ্রমমাগতঃ ॥ ৪৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃষ্টঃ সুরশ্রেষ্ঠো দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
প্রহসন্নব্রবীদ্বাক্যং মোদয়ংস্তং প্রজাপতিম্ ॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু দক্ষ যদর্থং তে সমীপমহমাগতঃ।
তল্লোকস্য হিতং পথ্যং ভবতোঽপি তদীপ্সিতম্ ॥ ৫০
তব পুত্র্যা সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্।
যো বরঃ প্রার্থিতঃ সোঽদ্য স্বয়মেবাগতো গৃহম্ ॥ ৫১
শম্ভুনা তব পুত্র্যর্থে ত্বৎসকাশমহং পুনঃ।
প্রস্থাপিতোঽস্মি যৎ কৃত্যং শ্রেয়স্তদবধারয় ॥ ৫২
বরং দাতুং যদায়াতস্তাবৎ প্রভৃতি শঙ্করঃ।
তৎসুতাবিপ্রয়োগেণ ন শর্ম্ম লভতেঽঞ্জসা ॥ ৫৩
লব্ধচ্ছিদ্রোঽপি মদনো নিচখান তদা ভৃশম্।
সর্ব্বৈঃ পুষ্পকরৈর্বাণৈরেকদৈব জগৎপ্রভুম্ ॥ ৫৪

দক্ষ বিধাতাকে দেখিবামাত্র প্রণাম ও যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন; আর স্বয়ং বিনয়নম্রভাবে তথায় অবস্থিত রহিলেন। ৪৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর দক্ষ, চিন্তিত থাকিলেও তৎকালে আনন্দিত হইয়া সর্ব্ব-লোকপতি ব্রহ্মাকে তথায় তাঁহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে জগদ্‌গুরো! কি উদ্দেশে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন বলুন; কেবল পুত্রস্নেহবশতঃ—বা কোন্ কার্য্যোপলক্ষে আপনি এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন? ৪৭-৪৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাত্মা দক্ষ, ব্রহ্মাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে আনন্দিত করত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দক্ষ আমি যেজন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা শুন,—সে কার্য্য জগতের হিতকর, তোমারও অভিলষিত। ৪৯-৫০

তোমার কন্যা, জগৎপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া যে বর প্রার্থনা করে, তাহা প্রদান করিতে স্বয়ং শম্ভুই তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন। ৫১

এখন শম্ভু আবার তোমার কন্যার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন; এখন যাহা ভাল হয়, বিবেচনা কর। ৫২

শঙ্কর, বর দিতে আসা অবধি তোমার কন্যা বিহনে ক্ষণকালের তরেও স্বস্তি পাইতেছেন না। ৫৩

মদনও ছিদ্র পাইয়া সেই জগদীশকে সকল পুষ্প-শর দ্বারা বিশেষরূপে যুগপৎ বিদ্ধ করিয়াছে। ৫৪

স বাণবিদ্ধঃ কামেন পরিত্যজ্যাত্মচিন্তনম্ ।
সতীং বিচিন্তয়ন্নাস্তে ব্যাকুলঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৫৫
বিস্মৃত্য প্রস্তুতাং বাণীং গণাগ্রে বিপ্রয়োগতঃ ।
ক সতীত্যেব গিরিশো ভাষতেঽন্যকৃতাবপি ॥ ৫৬
ময়া যদ্বাঞ্ছিতং পূর্ব্বং ত্বয়া চ মদনেন চ ।
মরীচ্যাদ্যৈর্ম্মুনিবরৈস্তৎ সিদ্ধমধুনা সুত ॥ ৫৭
ত্বৎপুত্র্যারাধিতঃ শম্ভুঃ সোঽপি তস্যা বিচিন্তনাৎ ।
অনুমোদয়িতুং প্রেপ্সুর্ব্বর্ত্ততে হিমবদ্গিরৌ ॥ ৫৮
যথা নানাবিধৈর্ভাবৈঃ সত্যা নন্দাব্রতেন চ ।
শম্ভুরারাধিতস্তেন তথৈবারাধ্যতে সতী ॥ ৫৯
তস্মাত্ত্বং দক্ষ তনয়াং শম্ভ্বর্থে পরিকল্পিতাম্ ।
তস্মৈ দেহ্যবিলম্বেন তেন তে কৃতকৃত্যতা ॥ ৬০
অহং তমানয়িষ্যামি নারদেন ত্বদালয়ম্ ।
তস্মৈ ত্বমেনাং সংযচ্ছ তদর্থে পরিকল্পিতাম্ ॥ ৬১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমেবেতি দক্ষস্তমুবাচ পরমেষ্ঠিনম্ ।
বিধিশ্চ গতবাংস্তত্র গিরিশো যত্র সংস্থিতঃ ॥ ৬২
গতে ব্রহ্মণি দক্ষোঽপি সদারতনয়ো মুদা ।
অভবৎ পূর্ণদেহস্তু পীযূষৈরিব পূরিতঃ ॥ ৬৩
অথ ব্রহ্মাপি মোদেন প্রসন্নঃ কমলাসনঃ ।
আসসাদ মহাদেবং হিমবদ্গিরিসংস্থিতম্ ॥ ৬৪

তিনি কামবাণে বিদ্ধ হইয়া আত্মচিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন, এখন কেবল সতীকে চিন্তা করত সামান্য লোকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। ৫৫

গিরিশ, এখন সতীবিরহে কার্যান্তর প্রসঙ্গেও কথা কহিতে কহিতে তাহা ভুলিয়া গিয়া, নিজ পারিষদ্‌গণসমীপেই 'কোথায় সতী' বলিয়া ফেলেন। ৫৬

বৎস! আমি, তুমি, মদন এবং মরীচি প্রভৃতি মুনিবরগণ—আমরা পূর্ব্ব হইতে যাহা ইচ্ছা করিতেছি এখন তাহা সিদ্ধ হইল। ৫৭

তোমার কন্যা শিবের আরাধনা করিয়াছেন, এখন শিবও তাঁহাকে ধ্যান-বলে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। ৫৮

যেমন সতী নানাবিধ ভাবে এবং নন্দা-ব্রতদ্বারা শম্ভুর আরাধনা করিয়াছেন এখন শম্ভুও আবার সেইরূপ সতীর আরাধনা করিতেছেন। ৫৯

অতএব হে দক্ষ! মহাদেবের জন্য কল্পিত নিজতনয়াকে অবিলম্বে মহাদেবকে দান কর; শিবের ধন শিবকে দিয়া মধ্যে থেকে তুমিই চরিতার্থ হও। ৬০

আমি নারদকে লইয়া তাঁহাকে তোমার গৃহে আনিতেছি, তাঁহার জন্য কল্পিত এই সতীকে তাঁহাকে দিও। ৬১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দক্ষ, ব্রহ্মাকে "যে আজ্ঞা" বলিলে ব্রহ্মা, শিবসমীপে গমন করিলেন। ৬২

ব্রহ্মা গমন করিলে দক্ষ, দক্ষপত্নী ও দক্ষতনয়া সকলেই অমৃতাপ্লুতের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইলেন। ৬৩

তং বীক্ষ্য লোকস্রষ্টারমায়ান্তং বৃষভধ্বজঃ।
মনসা সংশয়ং চক্রে সতীপ্রাপ্তৌ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৬৫
অথ দূরান্মহাদেবো লোকেশং সামসংযুতম্।
উবাচ মদনোন্মাথী বিধিং সম্মরমানসঃ॥ ৬৬

ঈশ্বর উবাচ—

কিমবোচৎ সুরশ্রেষ্ঠ সত্যর্থে ত্বৎসুতঃ স্বয়ম্।
কথয়স্ব যথাস্বান্তং মন্মথেন ন দীর্য্যতে॥ ৬৭
ধাবমানো বিপ্রয়োগো মামেব চ সতীমৃতে।
অভিহন্তি সুরশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত্বান্যান্ প্রাণধারিণঃ॥ ৬৮
সতীতি সততং বেদ্মি ব্রহ্মন্ কার্য্যান্তরেঽপ্যহম্।
সা যথা হি ময়া প্রাপ্যা তদ্বিধৎস্ব তথা দ্রুতম্॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ—

সত্যর্থে যন্মম সুতো বদতি স্ম বৃষধ্বজ।
তচ্ছৃণুষ্ব নিজং সাধ্যং সিদ্ধমিত্যবধারয়॥ ৭০
দেয়া তস্মৈ ময়া পুত্রী তদর্থে পরিকল্পিতা।
মমাপীষ্টমিদং কর্ম্ম ত্বদ্বাক্যাদধিকং পুনঃ॥ ৭১
মৎপুত্র্যারাধিতঃ শম্ভুরেতদর্থে স্বয়ং পুনঃ।
সোঽপ্যন্বিচ্ছতি তাং যস্মাত্তস্মাদ্দেয়া ময়া হরে॥ ৭২

এদিকে কমলাসন ব্রহ্মা আনন্দ-প্রসন্নচিত্তে হিমালয়পর্ব্বতস্থ মহাদেবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ৬৪

বৃষধ্বজ, সেই বিশ্বস্রষ্টাকে আসিতে দেখিয়া সতীপ্রাপ্তিবিষয়ে মনে মনে বার বার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ৬৫

অনন্তর, স্মরশাসন মহাদেব, মদনপীড়নে অবশ হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মাকে শান্তভাবে বলিতে লাগিলেন। ৬৬

ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুরজ্যেষ্ঠ। তোমার পুত্র আমাকে সতী-সম্বন্ধে কি বলিলেন, বল; দেখ যেন আমার হৃদয় মদন-শরে বিদীর্ণ না হয়। ৬৭

সুরজ্যেষ্ঠ! বিরহ, সমস্ত প্রাণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সতীবিনা আমার প্রতিই ধাবমান হইয়া আমাকেই ব্যথিত করিতেছে। ৬৮

ব্রহ্মন্। আমি অন্য কার্য্য করিবার সময়েও সতত "সতী সতী" চিন্তা করি। সেই সতীকে আমি যাহাতে প্রাপ্ত হই, তুমি শীঘ্র তাহার উপায় কর। ৬৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃষধ্বজ! আমার পুত্র দক্ষ, সতী সম্বন্ধে যাহা বলেন—তাহা শুন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে স্থির কর। ৭০

আমার পুত্র আমাকে বলিলেন,—আমার কন্যা সতী মহাদেবের জন্যই কল্পিত, অতএব তাঁহাকেই ত দেয়। এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ; বিশেষ আপনি বলিতেছেন। ৭১

আমার কন্যা এই জন্যই স্বয়ং মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেবও যত্নপূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন, অতএব আমি মহাদেবকেই কন্যাদান করিব। ৭২

শুভে লগ্নে মুহূর্ত্তে চ সমাগচ্ছতু মেঽন্তিকম্ ।
তদা দাস্যামি তনয়াং ভিক্ষার্থং শম্ভবে বিধে ॥ ৭৩
ইত্যবোচন্মুদা দক্ষস্তস্মাত্ত্বং বৃষভধ্বজ ।
শুভে মুহূর্ত্তে তদ্বেশ্ম গচ্ছ তামনুযাচিতুম্ ॥ ৭৪

ঈশ্বর উবাচ—

গমিষ্যে ভবতা সার্দ্ধং নারদেন মহাত্মনা ।
দ্রুতমেব জগৎপূজ্য তস্মাত্ত্বন্নারদং স্মর ॥ ৭৫
মরীচ্যাদীন্ দশ তথা মানসানপি সংস্মর ।
তৈঃ সার্দ্ধং দক্ষনিলয়ং গমিষ্যেঽহং গণৈঃ সহ ॥ ৭৬
ততঃ স্মৃতাস্তে কমলাসনেন, সনারদা ব্রহ্মসুতা মনোজবাঃ ।
সমাগতা যত্র হরো বিধিশ্চ, তত্রাগতাঃ কামমবেত্য চিন্তাম্ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সমাগতাঃ সর্ব্বে মানসাশ্চ সনারদাঃ ।
বিধেঃ স্মরণমাত্রেণ বাতেনেব বিনোদিতাঃ ॥ ১
তৈঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মণা শম্ভুঃ সগণো দক্ষমন্দিরম্ ।
জগাম মোদযুক্তোঽথ কালে তৎকর্ম্মযোগিনি ॥ ২

বিধাতঃ! শম্ভু, শুভলগ্নে শুভমুহূর্ত্তে আমার নিকট আগমন করুন, আমি তখন আমার কন্যাকে ভিক্ষা-স্বরূপে তাঁহাকে সম্প্রদান করিব। ৭৩

দক্ষ, আনন্দ সহকারে ইহা বলিয়াছেন; অতএব হে বৃষধ্বজ! তুমি সতীকে পাইবার জন্য শুভমুহূর্ত্তে তদীয় নিকেতনে গমন কর। ৭৪

ঈশ্বর বলিলেন,—আমি তোমাকে এবং মহাত্মা নারদকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিব। অতএব হে জগৎপূজ্য! সত্বর নারদকে স্মরণ কর। ৭৫

মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণকেও স্মরণ কর; আমি যখন দক্ষগৃহে গমন করিব, তখন তাঁহাদিগকে এবং প্রমথগণকেও সঙ্গে লইব। ৭৬

অনন্তর ব্রহ্মা, স্মরণ করিবামাত্র নারদ ও অন্যান্য ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, যথায় ব্রহ্মা ও মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং কাম-প্রভাব দর্শনে চিন্তাকুল হইলেন। ৭৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

একাদশ অধ্যায়

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মা স্মরণ করিবামাত্র নারদ এবং ব্রহ্মার অন্যান্য সমুদয় মানস পুত্রগণ যেন বায়ুচালিত হইয়া সমাগত হইলেন। ১

তখন মহাদেব,—সেই ঋষিবৃন্দ, ব্রহ্মা এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে বিবাহের উপযুক্ত সময়ে সানন্দে দক্ষালয়ে যাত্রা করিলেন। ২

গণাঃ শঙ্খাংশ্চ পটহান্ ডিণ্ডিমাংস্তূর্য্যবংশকান্।
বাদয়ন্তো মুদাযুক্তা অনুগচ্ছন্তি শঙ্করম্ ॥ ৩
কেচিত্তালং করতলৈঃ কুর্ব্বন্তোঽঙ্ঘ্রি তলস্বনম্।
বিমানৈরতিবেগৈঃ স্বৈরনুযান্তি বৃষধ্বজম্ ॥ ৪
কোলাহলং প্রকুর্ব্বন্তস্তথা নানাবিধান্ রবান্।
গণা অনেকাকৃতয়ঃ শব্দযোগেন নির্যযুঃ ॥ ৫
ততো দেবা মুদা যুক্তা গন্ধর্ব্বাপ্সরসো গণাঃ।
বাদ্যৈর্মোদৈস্তথা নৃত্যৈরন্বীয়ুর্বৃষভধ্বজম্ ॥ ৬
তেষাং শব্দেন বিপ্রেন্দ্রা গন্ধর্ব্বাণাং গরীয়সাম্।
গণানাঞ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ পূরিতা চ বসুন্ধরা ॥ ৭
কামোঽপি সগণং শম্ভুং সশৃঙ্গাররসাদিভিঃ।
মোদয়ন্ মোহয়ন্ কামমন্বিয়াৎ স সমক্ষতঃ ॥ ৮
হরে গচ্ছতি ভার্য্যার্থে তদানীং সকলাঃ সুরাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বয়মেবাশু বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্ ॥ ৯
দিশঃ সর্ব্বাঃ সুপ্রসন্না বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ পুষ্পবৃষ্টিরজায়ত ॥ ১০
ববুর্বাতাঃ সুরভয়ো বৃক্ষাশ্চাপি সুপুষ্পিতাঃ।
বভূবুঃ প্রাণিনঃ স্বস্থা অস্বস্থা যেঽপি কেচন ॥ ১১
হংসসারসকাদম্বা নীলকণ্ঠাশ্চ চাতকাঃ।
চক্রুশুর্মধুরান্ শব্দান্ প্রেরয়ন্ত ইবেশ্বরম্ ॥ ১২

প্রমথগণ আনন্দভরে শঙ্খ, পটহ, ডিণ্ডিম, তূর্য্য ও বংশ প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শঙ্করের অনুগমন করিতে লাগিল। ৩

কতকগুলি প্রমথ, করতলে তালবাদ্য করিয়া পদধ্বনি করত অতিবেগে বিমানারোহণে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল। ৪

বিবিধাকার প্রমথগণ বাদ্যশব্দ শুনিয়া নানাবিধ শব্দে কোলাহল করত নির্গত হইল। ৫

অনন্তর, দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ—নৃত্য-গীত-বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করত সানন্দে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৬

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই তরুণতর গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণের শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। ৭

নিজগণ-পরিবৃত কামদেবও মহাদেবকে অত্যন্ত হর্ষিত ও মোহিত করত শৃঙ্গাররসাদি সমভিব্যাহারে তাঁহার সমক্ষেই তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৮

মহেশ্বর, বিবাহ করিতে গমন করিলে ব্রহ্মাদি সমুদায় দেববৃন্দ, স্বেচ্ছাক্রমেই মনোহর বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিলেন। ৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন দিঙ্মণ্ডল সুপ্রসন্ন হইল; অগ্নিত্রয় প্রশান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। ১০

সুগন্ধ পবন বহিতে লাগিল; বৃক্ষসকল কুসুমিত হইল; অসুস্থ প্রাণীরাও সুস্থভাব ধারণ করিল। ১১

ভুজঙ্গো ব্যাঘ্রকৃত্তিশ্চ জটা চন্দ্রকলা তথা।
জগাম ভূষণত্বঞ্চ তেনাপি পরিদীপিতঃ ॥ ১৩
ততঃ ক্ষণেন বলিনা বলীবর্দ্দেন বেগিনা।
সব্রহ্মনারদাদ্যৈশ্চ প্রাপ দক্ষালয়ং হরঃ ॥ ১৪
ততো দক্ষো মহাতেজা অভ্যুত্থায় স্বয়ং হরম্।
ব্রহ্মাদীংশ্চাদদৌ তেষামাসনানি যথোচিতম্ ॥ ১৫
কৃত্বা যথোচিতাং তেষাং পূজাং পাদ্যাদিভিস্তথা।
চকার সংবিদং দক্ষো মুনিভির্মানসৈঃ পুনঃ ॥ ১৬
ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে তু লগ্নে চ দ্বিজসত্তমাঃ।
সতীং নিজসুতাং দক্ষো দদৌ হর্ষেণ শম্ভবে ॥ ১৭
উদ্বাহবিধিনা সোঽপি পাণিং জগ্রাহ হর্ষিতঃ।
দাক্ষায়ণ্যা বরতনোস্তদানীং বৃষভধ্বজঃ ॥ ১৮
ব্রহ্মাথ নারদাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ সামগীতিভিঃ।
ঋচা যজুর্ভিঃ সুশ্রাব্যৈস্তোষয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ১৯
বাদ্যং চক্রুর্গণাঃ সর্ব্বে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সসৃজুর্মেঘা গগনসঙ্গতাঃ ॥ ২০
অথ শম্ভুমুপাগত্য গরুড়েনাতিবেগিনা।
সার্দ্ধং কমলয়া চেদমুবাচ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ২১

হংস, সারস, কলহংস, ময়ূর ও চাতকবৃন্দ—যেন মহাদেবকে প্রেরণ করিবার জন্যই সুমধুর শব্দ করিতে লাগিল। ১২

ভুজঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, জটাজূট এবং শশিকলাই তাঁহার বর-ভূষণ হইল; সেই ভূষণেই তিনি সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৩

অনন্তর, মহেশ্বর শীঘ্রগামী বেগশালী বলীবর্দ্দ আরোহণে ব্রহ্মা ও নারদাদি সমভিব্যাহারে ক্ষণমধ্যে দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৪

অনন্তর, মহাতেজা দক্ষ,—মহাদেব এবং ব্রহ্মাদিকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। ১৫

দক্ষ পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা করিয়া মানস মুনিবৃন্দের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। ১৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর দক্ষ, শুভমুহূর্ত্তে শুভলগ্নে নিজ দুহিতা সতীকে সহর্ষে শিবের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ১৭

তখন বৃষধ্বজ, আনন্দ সহকারে বৈবাহিক-বিধি অনুসারে বরতনু দাক্ষায়ণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ১৮

ব্রহ্মা এবং নারদাদি মুনিগণ, সুশ্রাব্য ঋগ্-যজুঃ-সাম গানদ্বারা মহেশ্বরের সন্তোষ সাধন করিলেন। ১৯

কতকগুলি প্রমথ বাদ্য করিতে লাগিল; অপর কতকগুলি নৃত্য করিতে লাগিল; মেঘদল, গগনতলে সমবেত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিল। ২০

অনন্তর গরুড়ধ্বজ, অতিবেগসম্পন্ন গরুড়ে আরোহণ করিয়া কমলা সমভিব্যাহারে শম্ভু সমীপে আগমনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ২১

শ্রীভগবানুবাচ—

স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যামশোভয়া শোভসে হর।
দাক্ষায়ণ্যা যথা চাহং প্রাতিলোম্যেন পদ্মায়া ॥ ২২
কুরু ত্বমনয়া সার্দ্ধং রক্ষাং দেবস্য বা নৃণাম্ ॥ ২৩
অনয়া সহ সংসারসারিণাং মঙ্গলং সদা।
কুরু দস্যূন্ যথাযোগ্যং হনিষ্যসি চ শঙ্কর ॥ ২৪
য এবৈনাং সাভিলাষো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বাথবা ভবেৎ।
তং হনিষ্যসি ভূতেশ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্ত্বিতি সর্ব্বজ্ঞঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরম্।
প্রহৃষ্টমানসং প্রীত্যা প্রসন্নবদনো দ্বিজাঃ ॥ ২৬
অথ ব্রহ্মা তদা দৃষ্ট্বা দক্ষজাং চারুহাসিনীম্।
স্মরাবিষ্টমনা বক্ত্রং বীক্ষাঞ্চক্রে তদীয়কম্ ॥ ২৭
মুহুর্ম্মুহুস্তদা ব্রহ্মা পশ্যতি স্ম সতীমুখম্।
তদেন্দ্রিয়বিকারঞ্চ প্রাপ্তবানবশঃ পুনঃ ॥ ২৮
অথ তস্য পপাতাশু তেজো ভূমৌ দ্বিজোত্তমাঃ।
তজ্জ্বলদ্দহনাভাসং মুনীনাং পুরতস্তদা ॥ ২৯
ততস্তস্মাৎ সমভবংস্তোয়দাঃ শব্দসংযুতাঃ।
সম্বর্ত্তশ্চ তথাবর্ত্তঃ পুষ্করো দ্রোণ এব চ।
গর্জ্জন্তশ্চাথ মুঞ্চন্তস্তোয়ানি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩০

ভগবান বলিলেন,—মহেশ্বর! বর্ণ-বৈপরীত্যে আমি যেমন কমলাযোগে শোভা পাইতেছি, সেইরূপ তুমিও এই স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামলা দাক্ষায়ণীর সংসর্গে শোভা পাইতেছ। ২২-২৩

তুমি ইঁহার সহকারিতায় দেবগণ ও মনুষ্যগণকে রক্ষা কর, তুমি ইঁহার সহযোগে সংসারীদিগের সতত মঙ্গলসাধন কর; হে শঙ্কর! তুমি ইঁহার সাহায্যে যথাযোগ্যরূপে দস্যুগণকে সংহার করিবে। ২৪

যে ব্যক্তি ইঁহাকে দেখিয়া বা ইঁহার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া ইঁহার প্রতি সাভিলাষ হইবে, হে ভূতনাথ! তুমি তাহাকে বধ করিবে; এ বিষয়ে বিচার-বিতর্ক করিতে হইবে না। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, হৃষ্টচিত্ত পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রীতিভরে "তাহাই হইবে" বলিলেন। ২৬

অনন্তর ব্রহ্মা, চারুহাসিনী দক্ষনন্দিনীকে দেখিয়া কামাবিষ্টচিত্তে তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ২৭

ব্রহ্মা বারবার সতীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অবশ হইয়া আবার ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ২৮

হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন উজ্জ্বল দহনসন্নিভ ব্রহ্মবীর্য্য, মুনিগণের সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। ২৯

হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর সেই বীর্য্য হইতে—সম্বর্ত্ত, আবর্ত্ত, পুষ্কর এবং দ্রোণ-নামে নির্ঘোষকারী মেঘচতুষ্টয় গর্জ্জন ও বারিধারা বর্ষণ করত উৎপন্ন হইল। ৩০

তৈস্তু সঞ্ছাদিতে ব্যোম্নি তেষু গর্জ্জৎসু শঙ্করঃ।
পশ্যন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং ভৃশং কামেন মোহিতঃ ॥ ৩১
মোহিতোঽপ্যথ কামেন তদা বিষ্ণুবচঃ স্মরন্।
ইয়েষ হন্তুং ব্রহ্মাণং শূলমুদ্যম্য শঙ্করঃ ॥ ৩২
শম্ভুনোদ্যমিতে শূলে বিধিং হন্তুং দ্বিজোত্তমাঃ।
মরীচিনারদাদ্যাস্তে চক্রুর্হাহাকৃতিং তদা ॥ ৩৩
দক্ষো মৈবং মৈবমিতি পাণিমুদ্যম্য শঙ্কিতঃ।
বারয়ামাস ভূতেশং ক্ষিপ্রমেব পুরোগতঃ ॥ ৩৪
অথাগ্রে মিলিতং বীক্ষ্য তদা দক্ষং মহেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচাপ্রিয়মিদং স্মারয়ন্ বৈষ্ণবীং গিরম্ ॥ ৩৫

ঈশ্বর উবাচ—

নারায়ণেন বিপ্রেন্দ্র যদিদানীমুদীরিতম্।
ময়াপ্যঙ্গীকৃতং কর্ত্তুং তদিহৈব প্রজাপতে ॥ ৩৬
এনাং যঃ সাভিলাষঃ সন্ বীক্ষ্যতে তং হনিষ্যসি।
ইতি বাচস্তু সফলামেনং হত্বা করোম্যহম্ ॥ ৩৭
সাভিলাষঃ কথং ব্রহ্মা সতীং সমবলোকয়ৎ।
অভবত্ত্যক্ততেজাস্তু ততো হন্মি কৃতাগসম্ ॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তমেবংবাদিনং বিষ্ণুঃ ক্ষিপ্রং ভূত্বা পুরঃসরঃ।
ইদমূচে বারয়ংস্তং হন্তুং সর্ব্বজগৎপ্রভুঃ ॥ ৩৯

সেই মেঘদল গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে এবং ঘোরতর গর্জ্জন করিতে থাকিলে মহাদেব, দাক্ষায়ণীদেবীকে দেখিয়া অত্যন্ত কামমোহিত হইলেন। ৩১

তখন শঙ্কর, কামমোহিত হইলেও নারায়ণের বাক্যস্মরণে শূল উদ্যত করিয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ৩২

ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য শম্ভু শূল উদ্যত করিলে মরীচি, নারদ প্রভৃতি দ্বিজবরগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ৩৩

দক্ষও শঙ্কিতচিত্তে সত্বর সম্মুখে আসিয়া, হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক "মৈবং মৈবং" (এরূপ করিবেন না, এরূপ করিবেন না) বলিয়া ভূতনাথকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। ৩৪

অনন্তর মহেশ্বর, দক্ষকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া নারায়ণ-বাক্য স্মরণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন,—হে বিপ্রবর প্রজাপতে! নারায়ণ এইমাত্র এইখানেই যাহা বলিলেন, আমিও তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছি। ৩৫-৩৬

"যে ব্যক্তি এই রমণীকে সকামচিত্তে দর্শন করিবে, তুমি তাহাকে বধ করিবে"—বিষ্ণুর এই বাক্য ব্রহ্মাকে বধ করিয়া সফল করিব। ৩৭

ব্রহ্মা, সকাম হইয়া এই সতীকে দর্শন করত স্খলিতবীর্য্য হইল কেন? যখন অপরাধ করিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহাকে বধ করিব। ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব এই সব কথা বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজগৎ-প্রভু বিষ্ণু শীঘ্র তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবধ করিতে

শ্রীভগবানুবাচ—

ন হনিষ্যসি ভূতেশ স্রষ্টারং জগতাং বরম্।
অনেনৈব সতী ভার্য্যা ভবদর্থে প্রকল্পিতা ॥ ৪০
প্রজাঃ স্রষ্টুময়ং শম্ভো প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
অস্মিন্ হতে জগৎস্রষ্টা নাস্ত্যন্যঃ প্রাকৃতোঽধুনা ॥ ৪১
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ম্মাণি করিষ্যামঃ কথং পুনঃ।
অনেনাপি ময়া চৈব ভবতা চ সমঞ্জসম্ ॥ ৪২
একস্মিন্নিহতেঽমীষু কস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যতি।
তস্মান্ন বধ্যো ভবতা বিধাতা বৃষভধ্বজ ॥ ৪৩

ঈশ্বর উবাচ—

প্রতিজ্ঞাং পূরয়িষ্যামি হত্বৈব চতুরাননম্।
অহমেব প্রজাঃ স্রক্ষ্যে স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪৪
অন্যং স্রক্ষ্যে বিধাতারমথবাহং স্বতেজসা।
স এব সৃষ্টিকর্ত্তা স্যাৎ সর্ব্বদা মদনুজ্ঞয়া ॥ ৪৫
হত্বৈনং বিধিমেবাহং প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ বিভো।
স্রষ্টারমেকং স্রক্ষ্যামি ন বারয় চতুর্ভুজ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গিরিশস্য চতুর্ভুজঃ।
স্মিতপ্রসন্নবদনঃ পুনর্নৈবমিতীরয়ন্ ॥ ৪৭

নিষেধ করত বলিলেন,—হে ভূতনাথ! এই জগৎস্রষ্টা জগৎপূজ্য ব্রহ্মাকে বধ করিও না। ইনিই সতীকে তোমার ভার্য্যা করিয়া দিয়াছেন। ৩৯-৪০

শম্ভো! এই চতুরানন, প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; ইনি বিনষ্ট হইলে জগৎসৃষ্টি করিতে পারে, এমন প্রাকৃত-পুরুষ এখন আর নাই। ৪১

আমরা তিন জনেই পুনঃপুনঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করি; তন্মধ্যে সামঞ্জস্য মত কোন কার্য্য এই ব্রহ্মা করেন, কোন কার্য্য আমি করি, কোনটী বা তুমি কর। ৪২

এই তিন জনের মধ্যে একজন বিনষ্ট হইলে তাঁহার কার্য্য করিবে কে? অতএব হে বৃষধ্বজ! তুমি বিধাতাকে বধ করিও না। ৪৩

ঈশ্বর বলিলেন; আমি এই চতুরাননকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব; সৃষ্টিকর্ত্তার অভাব হয়, আমিই স্থাবর-জঙ্গম প্রজা সৃষ্টি করিব। ৪৪

অথবা আমি নিজ তেজঃপ্রভাবে অন্য বিধাতা সৃষ্টি করিব; তিনিই আমার আদেশে সর্ব্বদা সৃষ্টি করিবেন। ৪৫

প্রভো! আমি এই বিধাতাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করত এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজন করিব; হে চতুর্ভুজ! এ কার্য্য করিতে আমাকে বারণ করিও না। ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—চতুর্ভুজ,—গিরিশের এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন মুখে ঈষৎ হাস্য করত পুনরায় বলিলেন, এ কাজ করিও না। ৪৭

প্রতিজ্ঞাপূরণং কর্ত্তুং যোগ্যমাত্মনি নো ভবেৎ।
ইত্যবাচাভিবদনমীশ্বরস্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৮
ততঃ পুনঃ শম্ভুরূচে কথমাত্মা বিধির্ম্মম।
লক্ষ্যতে ভিন্ন এবায়ং প্রত্যক্ষেণাগ্রতঃ স্থিতঃ।
অথ প্রহস্য ভগবান্ মুনীনাং পুরতস্তদা।
ইদমূচে মহাদেবং তোষয়ন্ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ—

ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শম্ভুর্ব্রহ্মণস্তথা।
ন চাহং যুবয়োর্ভিন্নোঽভিন্নত্বং সদাতনম্ ॥ ৫১
প্রধানস্যাপ্রধানস্য ভাগাভাগস্বরূপিণঃ।
জ্যোতির্ম্ময়স্য ভাগো মে যুবামেকোঽহমংশকঃ ॥ ৫২
কস্ত্বং কোঽহঞ্চ কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ।
অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ৫৩
চিন্তয়স্বাত্মনাত্মানং সংস্তবং কুরু চাত্মনি।
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ-শম্ভূনাং হৃদ্গতং কুরু ॥ ৫৪
শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈকস্যৈব ধর্ম্মিণঃ।
অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হর ॥ ৫৫
যজ্জ্যোতিরগ্র্যং স্বপরপ্রকাশং
কূটস্থমব্যক্তমনন্তরূপম্।
নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদিবিশেষণাদ্যৈ-
র্হীনং পরং তচ্চ বয়ং ন ভিন্নাঃ ॥ ৫৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি ঈশ্বরকে বলিলেন; নিজের উপর ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা উচিত হয় না। ৪৮

অনন্তর, শম্ভু পুনরায় বলিলেন; বিধাতা আমার আত্মা কিরূপে? এই অগ্রবর্ত্তী বিধাতা প্রত্যক্ষতই ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। ৪৯

তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ—মহাদেবের সন্তোষ সাধন করত মুনিগণসম্মুখে হাস্য করিয়া বলিলেন; ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন; তুমি ব্রহ্মা হইতে বিভিন্ন নহ; আমিও তোমাদিগের উভয় হইতে ভিন্ন নহি; আমাদিগের আত্মা চিরদিন অভিন্ন। ৫০-৫১

প্রধান অপ্রধান, খণ্ড অখণ্ড ও সাকার জ্যোতির্ম্ময় (নিরাকার) স্বরূপে অবস্থিত আমারই দুই-ভাগ তোমরা দুইজন; আর আমি এক ভাগ। ৫২

তুমিই বা কে? আমিই বা কে? আর ব্রহ্মাই বা কে?—পরমাত্মস্বরূপী আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ। ৫৩

তুমি আপন মনে আত্মচিন্তা কর,—মনে কর জগন্মণ্ডল আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত; আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নভাব হৃদয়ে গাঢ়-প্রবিষ্ট কর। ৫৪

হে হর! যেমন এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ; সেই রূপ আমারও তিন অংশ। ৫৫

সেই যে আত্মপরপ্রকাশ, কূটস্থ, অব্যক্ত, অনন্ত, নিত্য, দীর্ঘত্রস্বাদি বিশেষণ বর্জ্জিত পরাৎপর পরমজ্যোতি—তাহাই আমরা,—ভিন্ন নহি। ৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মহাদেবো বিমোহিতঃ।
জানন্ স চাপ্যভিন্নত্বং সদ্বিস্মৃত্যান্যচিন্তনাৎ ॥ ৫৭
পুনঃ পপ্রচ্ছ গোবিন্দমনন্যত্বং ত্রিভেদিনাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুত্র্যম্বকানামেকস্য চ বিশেষকম্ ॥ ৫৮
ততো নারায়ণঃ পৃষ্টঃ কথয়ামাস শম্ভবে।
অনন্যত্বং ত্রিদেবানামেকত্বঞ্চ ব্যদর্শয়ৎ ॥ ৫৯
শ্রুত্বা ততো বিষ্ণুমুখাব্জকোশা-দনন্যতা বিষ্ণুবিধীশতত্ত্বে।
দৃষ্ট্বা স্বরূপঞ্চ জঘান নৈনং, বিধিং মৃড়ঃ পুষ্পমধুপ্রকাশম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

অনন্যত্বং ত্রিদেবানাং যজ্জগাদ জনার্দ্দনঃ।
শম্ভবে তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম ॥ ১
একত্বং দর্শয়ামাস কথং বা গরুড়ধ্বজঃ।
তৎ সমাচক্ষ্ব বিপ্রেন্দ্র পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহাদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিমোহিত হইলেন ; তিনি এই অভিন্নতা অবগত থাকিলেও অন্যচিন্তায় তাহা বিস্মৃত হওয়াতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা এবং একরূপ দেবত্রয়ের বিশেষণভেদের কথা গোবিন্দকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৭-৫৮

অনন্তর, নারায়ণ শিব-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবত্রয়ের অভিন্নতা-কীর্ত্তন ও একত্ব প্রদর্শন করিলেন। ৫৯

তখন মহাদেব, নারায়ণের মুখ-কমল-কোষ হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নরূপতা শ্রবণ ও স্বরূপ দর্শন করিয়া কুসুম-মধু-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিধাতাকে আর বধ করিলেন না। ৬০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ

ঋষিগণ বলিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গব! জনার্দ্দন, শিবের নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে অভিন্নতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

বিপ্রবর! গরুড়ধ্বজ কিরূপেই বা ত্রিদেবের একত্ব প্রদর্শন করিলেন, তাহা বলুন। আমাদিগের অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিতেছে। ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং মুনয়ো গুহ্যং পরমং প্রযতং পরম্।
ত্রিদেবানামনন্যত্বং তথৈবৈকত্বদর্শনম্ ॥ ৩
হরেণ পৃষ্টো গোবিন্দস্তং সমাভাষ্য সাদরম্।
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠা অভিন্নপ্রতিপাদকম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং তমোময়ং সর্ব্বমাসীদ্ভুবনবর্জ্জিতম্।
অবিজ্ঞাতমলক্ষ্যঞ্চ প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ৫
ন দিবারাত্রিভাগোঽত্র নাকাশং ন চ কাশ্যপী।
ন জ্যোতির্ন জলং বায়ুর্নান্যৎ কিঞ্চন সংস্থিতম্ ॥ ৬
একমাসীৎ পরং ব্রহ্ম সূক্ষ্মং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্।
অব্যক্তং জ্ঞানরূপেণ দ্বৈতহীনবিশেষণম্ ॥ ৭
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যৌ দ্বৌ সর্ব্বসংহিতৌ।
স্থিতঃ কালোঽপি ভূতেশ জগৎকারণমেককম্ ॥ ৮
যদেকং পরমব্রহ্ম তৎস্বরূপাপরং হর।
রূপত্রয়মিদং নিত্যং তস্যৈব জগতঃ পতেঃ ॥ ৯
কালো নামাপরং রূপমনাদ্যং তত্তু কারণম্।
সর্ব্বেষামেব ভূতানামবচ্ছেদেন সঙ্গতঃ ॥ ১০
ততস্তৎ স্বপ্রকাশেন ভাস্বদ্রূপং প্রকাশতে।
পুরা সৃষ্ট্যর্থমতুলং ক্ষোভয়ন্ প্রকৃতিং স্বয়ম্ ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবত্রয়ের অভেদ প্রতিপাদন ও একত্ব প্রদর্শন-বিবরণ পরমপবিত্র, পরম গোপনীয়,—মুনিমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করুন। ৩

হে মুনিবরগণ! গোবিন্দ, শিবকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাদরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক দেবত্রয়ের অভেদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৪

পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই, প্রসুপ্তের ন্যায় তমোগুণের দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। ৫

তখন দিবা-রাত্র ছিল না; পৃথিবী ছিল না; জ্যোতিঃ ছিল না; আকাশ ছিল না; জল ছিল না; বায়ু ছিল না; অধিক কি অন্য কিছুই ছিল না। ৬

থাকিবার মধ্যে—সূক্ষ্ম নিত্য অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত, অবিশেষণ, অদ্বয় জ্ঞানময়, এক পরম ব্রহ্ম ছিলেন। ৭

হে ভূতনাথ! আর ছিলেন—সর্ব্বগত সনাতন প্রকৃতি-পুরুষ ও জগৎকারণ অখণ্ড কাল। ৮

হে মহেশ্বর! সেই যে এক পরম ব্রহ্ম, আমাদিগের এই রূপত্রয় তাঁহারই অর্থাৎ তিনিই এই তিনরূপে বিভক্ত; সেই জগদীশ্বরেরই কাল নামে আর একটী নিত্যরূপ আছে; তাহা অনাদি অনন্ত এবং নিজের কোন না কোন অংশবিশেষে জনকতা-সম্বন্ধ-সত্তা প্রযুক্ত সর্ব্বভূতেরই কারণ অর্থাৎ দণ্ড ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি-কালের অংশ; যে দণ্ড ক্ষণ বা মুহূর্ত্তাদিতে সে বস্তুর উৎপত্তি, সেই দণ্ডাদি সেই বস্তুর কারণ; এইরূপে কালের অংশ কারণ হয় বলিয়া অংশী অখণ্ডকালও কারণ-পদ-বাচ্য। ৯-১০

সংক্ষুব্ধায়াস্তু প্রকৃতৌ মহত্তত্ত্বমজায়ত।
মহত্তত্ত্বাত্ততঃ পশ্চাদহঙ্কারস্ত্রিধাভবৎ ॥ ১২
অহঙ্কারে তু সঞ্জাতে শব্দতন্মাত্রতস্ততঃ।
আকাশমসৃজদ্বিষ্ণুরনন্তং মূর্ত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩
ততস্তু রসতন্মাত্রাদপঃ সৃষ্ট্বা মহেশ্বরঃ।
নিরাধারঃ স্বয়ং দধ্রে তাস্তদা নিজমায়য়া ॥ ১৪
ততস্ত্রিগুণসাম্যেন সংস্থিতাং প্রকৃতিং প্রভুঃ।
পুনঃ সঙ্ক্ষোভয়ামাস সৃষ্ট্যর্থং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫
ততঃ সা প্রকৃতিস্তাসু বীজং ত্রিগুণভাগবৎ।
অপ্সু সংসর্জ্জয়ামাস জগদ্বীজং নিরাকুলম্ ॥ ১৬
তদ্ধি বৃদ্ধং ক্রমেণৈব হৈমমণ্ডমভূন্মহৎ।
জগ্রাহাপঃ সমস্তাস্তা গর্ভ এব তদণ্ডকম্ ॥ ১৭
অপ্সু স্থিতাসু হৈমাণ্ডগর্ভে বিষ্ণুস্তদণ্ডকম্।
তয়ৈব মায়য়া দধ্রে ব্রহ্মাণ্ডমতুলং পুনঃ ॥ ১৮
বারিণা বহ্নিভিশ্চৈব বায়ুভির্নভসা তথা।
বহিস্তদণ্ডকং ছন্নং সর্ব্বপার্শ্বে সমন্ততঃ ॥ ১৯
সপ্তসাগরমানেন তথা নদ্যাদিমানতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তোয়ং তদন্যত্তু বহির্গতম্ ॥ ২০

অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্ম, সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করিয়া স্বপ্রকাশক শক্তিবলে নিরুপম ভাস্বর রূপে প্রকাশিত হন। ১১

প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হইলে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল, পশ্চাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ (সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক) অহঙ্কারের উৎপত্তি। ১২

অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র; সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর শব্দতন্মাত্র হইতে মূর্ত্তি-হীন আকাশ সৃষ্টি করেন। ১৩

হে মহেশ্বর! অনন্তর তিনি রসতন্মাত্র হইতে জল সৃজন করিলেন, নিরাধার সেই জলরাশিকে নিজ মায়াবলে স্বয়ং ধারণ করিলেন। ১৪

অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর, সমভাবাপন্ন গুণত্রয়-স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভিত করিলেন। ১৫

অনন্তর প্রকৃতি, সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদ্বীজ অব্যগ্রভাবে স্থাপিত করিলেন। ১৬

সেই বীজ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সুবিশাল সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। অনন্তর, সেই অণ্ড, বিশাল জলরাশিকে নিজ গর্ভমধ্যস্থ করিল। ১৭

জলরাশি সেই স্বর্ণময় অণ্ডের গর্ভে অবস্থিত হইলে পরমেশ্বর, সেই জলধারণী মায়াবলেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে ধারণ করিলেন। ১৮

সেই অণ্ডের বাহিরের সকল ভাগই জল, বহ্নি, বায়ু এবং আকাশ দ্বারা ক্রমে ক্রমে আবৃত। ১৯

জলরাশি—সপ্তসমুদ্র, নদী, সরোবর এবং দীর্ঘিকাদি পরিমাণেই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত; অন্য জল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ছিল। ২০

তদন্তঃ স্বয়মেবাসৌ বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপধৃক্ ।
দৈবং বর্ষমুষিত্বৈব প্রবিভেদ তদণ্ডকম্ ॥২১
তস্মাৎ সমভবন্মেরুরুৎপন্নোঽস্মিন্ মহেশ্বর ।
জরায়ুঃ পর্ব্বতা জাতা সমুদ্রাঃ সপ্ত তজ্জলাৎ ॥ ২২
তন্মধ্যে গন্ধতন্মাত্রা পৃথিবী সমজায়ত ।
ঈশ্বরেণ প্রকৃত্যা চ যোজিতা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ২৩
প্রাগেব পর্ব্বতাদিভ্যঃ সমুৎপন্না বসুন্ধরা ।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাদ্দৃঢ়া ভূতা তু সা ভৃশম্ ॥ ২৪
তস্যামেব স্থিতো ব্রহ্মা সর্ব্বলোকগুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫
যদা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থো ব্রহ্মা ব্যক্তো ন চাভবৎ ।
তদৈব রূপতন্মাত্রাত্তেজঃ সম্যগজায়ত ॥ ২৬
বায়ুস্তু স্পর্শতন্মাত্রাৎ প্রকৃত্যা বিনিযোজিতাৎ ।
বভূব সর্ব্বভূতানাং প্রাণভূতঃ সমন্ততঃ ॥ ২৭
অদ্ভিস্তেজোভিরতুলৈর্বায়ুভির্নভসা তথা ।
অন্তর্ব্বহিস্তদণ্ডস্য ব্যাপ্তমন্যত্তু গর্ভগম্ ॥ ২৮
ততো ব্রহ্মশরীরন্তু ত্রিধা চক্রে মহেশ্বরঃ ।
প্রধানেচ্ছাবশাচ্ছম্ভো ত্রিগুণত্রিগুণীকৃতম্ ॥ ২৯
তদূর্দ্ধভাগঃ সঞ্জাতশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ ।
পদ্মকেশরগৌরাঙ্গ-কায়ো ব্রাহ্মো মহেশ্বর ॥ ৩০

স্বয়ং পরমেশ্বর, ব্রহ্মা-স্বরূপে এই অণ্ড মধ্যে এক দৈব-বর্ষ বাস করিয়া সেই অণ্ড ভেদ করিলেন। ২১

হে মহেশ্বর! তৎপরে তাহাতে জরায়ুরূপ সুমেরু ও অন্যান্য পর্ব্বত সকলের অভ্যন্তরস্থ জলরাশি হইতে সপ্তসমুদ্র উৎপন্ন হইল। ২২

সেই সপ্তসমুদ্রমধ্যে ত্রিগুণময়ী পৃথিবী—ঈশ্বর প্রকৃতির নিয়োজিত গন্ধ-তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইল। ২৩

পর্ব্বতাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে পৃথিবী উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের বিচিত্র-সংযোগে পৃথিবী অত্যন্ত কঠিনাকৃতি। ২৪

সর্ব্বলোকগুরু ব্রহ্মা সেই পৃথিবীতে অবস্থিত। ২৫

যখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ ব্রহ্মা ব্যক্ত হন নাই—তখন, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ উৎপন্ন হয়। ২৬

সর্ব্বভূতের জীবন সর্ব্বত্রগ পবন, প্রকৃতির নিয়োজিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৭

সেই অণ্ডের ভিতর বাহিরে অতুলনীয় জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশদ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। আর সকল বস্তুই কেবল অণ্ডগর্ভে ছিল। ২৮

হে মহেশ্বর! অনন্তর ব্রহ্মা প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণময় নিজ শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন; হে শম্ভো! এই বিভক্ত শরীরত্রয় ত্রিগুণময় হইল। ২৯

হে মহেশ্বর! সেই অখণ্ড শরীরের উর্দ্ধভাগ চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ কমল-কেশর-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞ্চিশরীরে পরিণত হইল। ৩০

তন্মধ্যভাগো নীলাঙ্গ একবক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণিঃ কায়ঃ সবৈষ্ণবঃ॥ ৩১
অভবত্তদধোভাগঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
স্ফটিকাভ্রসমঃ শুক্লঃ সকায়শ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ৩২
ইতস্ততো ব্রহ্মকায়ে সৃষ্টিশক্তিং ন্যযোজয়ৎ।
স্বয়মেবাভবৎ স্রষ্টা ব্রহ্মরূপেণ লোকভৃৎ॥ ৩৩
স্থিতিশক্তিং নিজাং মায়াং প্রকৃত্যাখ্যাং ন্যযোজয়ৎ।
মহেশো বৈষ্ণবে কায়ে জ্ঞানশক্তিং নিজাং তথা॥ ৩৪
স্থিতিকর্ত্তাভবদ্বিষ্ণুরহমেব মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বশক্তিনিয়োগেন সদা তদ্রূপতা মম।
অন্তশক্তিং তথা কায়ে শাম্ভবে স ন্যযোজয়ৎ॥ ৩৫
অন্তকর্ত্তাভবচ্ছম্ভুঃ স এব পরমেশ্বরঃ।
ততস্ত্রিষু শরীরেষু স্বয়মেব প্রকাশতে॥ ৩৬
জ্ঞানরূপং পরং জ্যোতি-রনাদির্ভগবান্ প্রভুঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেক এব মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি সংজ্ঞামাপ পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৭
অতস্ত্বঞ্চ বিধাতা চ তথাহমপি ন পৃথক্।
এবং শরীরং রূপঞ্চ জ্ঞানমস্মাকমন্তরম্॥ ৩৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
হর্ষোৎফুল্লমুখঃ প্রোচে পুনরেব জনার্দ্দনম্॥ ৩৯

তাহার মধ্যভাগে একমুখ, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুশরীর। ৩১

আর অধোভাগে পঞ্চানন চতুর্ভুজ স্ফটিকবৎ শুক্লবর্ণ শিবদেহ হইল। ৩২

অনন্তর, জগৎপালক পরমেশ্বর, ব্রহ্মার শরীরে সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনিই ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন। ৩৩

হে মহেশ্বর! তিনি বিষ্ণুশরীরে স্থিতি শক্তি নিজ মায়া প্রকৃতি ও নিজ জ্ঞানশক্তি নিয়োজিত করিলেন। ৩৪

হে মহেশ্বর! এইরূপে পরমেশ্বর মদ্রূপে স্থিতিকর্ত্তা হইলেন। আমাতে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করাতে আমি সর্ব্বদা তৎস্বরূপে বিরাজমান। ৩৫

তখন পরমেশ্বর, শম্ভুশরীরে প্রলয়কারিণী শক্তি নিয়োজিত করিলেন; সেই পরমেশ্বরই শম্ভুরূপে প্রলয়কর্ত্তা হইলেন। ৩৬

অতএব পরম জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ সেই অনাদি প্রভু ভগবানই—এই তিন শরীরে স্বয়ং বিরাজমান। এক পরমেশ্বরই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় এই তিন কার্য্য করাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৭

অতএব তুমি, আমি এবং বিধাতা আমরা বস্তুত পৃথক্ নহি। পূর্ব্বোক্তরূপেই আমাদিগের শরীর, রূপ ও জ্ঞান বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, অমিততেজা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া হর্ষ-প্রফুল্ল-বদনে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ৩৯

ঈশ্বর উবাচ—

এক এব মহেশশ্চ জ্যোতীরূপো নিরঞ্জনঃ।
কা বা মায়াথ কঃ কালঃ কা বা প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ৪০
কে পুমাংসস্ততো ভিন্না ভিন্নাশ্চেৎ কথমেকতা।
তন্মে বদস্ব গোবিন্দ তৎপ্রভাবং যথাগতম্ ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বমেব পশ্যসি সদা ধ্যানস্থঃ পরমেশ্বরম্।
আত্মন্যাত্মস্বরূপং তজ্জ্যোতীরূপং সদক্ষরম্ ॥ ৪২
মায়াঞ্চ প্রকৃতিং কালং পুরুষঞ্চ স্বয়ং বিভো।
জ্ঞাতা ত্বং ধ্যানযোগেন তস্মাদ্ধ্যানপরো ভব ॥ ৪৩
মায়য়া মোহিতো যস্মাদধুনা ত্বন্মদীয়য়া।
ততো বিস্মৃত্য পরমং জ্যোতির্হি বনিতারতঃ ॥ ৪৪
অধুনা কোপযুক্তস্ত্বং বিস্মৃত্যাত্মানমাত্মনি।
মাং পৃচ্ছসি প্রকৃত্যাদিরূপাণি প্রমথাধিপ ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তত্র মহাদেবঃ শ্রুত্বা বাক্যং সুনিশ্চিতম্।
মুনীনাং পশ্যতাং যোগযুক্তো ধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ৪৬
আসাদ্য বদ্ধং পর্য্যঙ্কং নির্নিমীলিতলোচনঃ।
আত্মানঞ্চিন্তয়ামাস তদাত্মনি মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭
পরং চিন্তয়তস্তস্য শরীরং বিভবৌ শুভম্।
তেজোভিরুজ্জ্বলং দ্রষ্টুং ন শেকুর্মুনয়স্তদা ॥ ৪৮

ঈশ্বর বলিলেন,—জ্যোতির্ম্ময়, নির্লেপ, পরমেশ্বর যদি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় হইলেন, তাহা হইলে আবার মায়া কে? কাল কে? প্রকৃতি কে? ৪০

পুরুষই (জীবাত্মা) বা কাহারা? ইঁহারা কি পরমেশ্বর হইতে পৃথক্? —যদি পৃথক্ হন তাহা হইলে, পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বয় হইলেন কিরূপে? হে গোবিন্দ! তৎসমস্ত এবং পরমেশ্বরের প্রভাব যথাযথরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৪১

ভগবান্ বলিলেন,—তুমিই ধ্যানস্থ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় নিত্য অক্ষয় আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে আত্মাতে অবলোকন করিয়া থাক। ৪২

প্রভো! তুমিই স্বয়ং ধ্যানযোগে মায়া, প্রকৃতি, কাল ও পুরুষ (জীবাত্মা) সমূহ অবগত হইয়া থাক, অতএব তুমি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হও। ৪৩

এখন তুমি আমার মায়ায় মোহিত হওয়াতে, সেই পরম-জ্যোতিঃ বিস্মৃত হইয়া বনিতা-রত হইয়াছ। ৪৪

হে প্রমথনাথ! এখন আবার তুমি রোষাবেশে আপনি আপনা ভুলিয়া আমাকে প্রকৃতি প্রভৃতির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ। ৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব, তাঁহার সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণসমক্ষে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলেন। ৪৬

মহেশ্বর, বদ্ধপর্য্যঙ্কাসনে মুদ্রিত নয়নে আত্মাতে আত্ম-চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৭

তৎক্ষণাদ্ধ্যানযুক্তশ্চ শম্ভুঃ স বিষ্ণুমায়য়া।
পরিত্যক্তোঽতি বিবভৌ তপস্তেজোভিরুজ্জ্বলম্ ॥ ৪৯
যে যে গণাস্তদা তস্থুঃ সেবয়া শঙ্করান্তিকে।
ন তেঽপি বীক্ষিতুং শেকুঃ শঙ্করং বা দিবাকরম্ ॥ ৫০
স্বয়মেব তদা বিষ্ণুঃ সমাধিমনসো ভৃশম্।
প্রবিবেশ শরীরান্তর্জ্যোতীরূপেণ ধূর্জ্জটেঃ ॥ ৫১
প্রবিশ্য তস্য জঠরে যথা সৃষ্টিক্রমঃ পুরা।
তথৈব দর্শয়ামাস স্বয়ং নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ৫২
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ ন বিশেষণগোচরম্।
নিত্যানন্দং নিরানন্দমেকং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৩
অদৃশ্যং সর্ব্বদ্রষ্টারং নির্গুণং পরমং পদম্।
পরমাত্মানমানন্দং জগৎকারণকারণম্ ॥ ৫৪
প্রথমং দদৃশে শম্ভুরাত্মানং তৎস্বরূপিণম্।
তত্র প্রবিষ্টমনসা বহির্জ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫
তস্যৈব রূপং প্রকৃতিং সৃষ্ট্যর্থে ভিন্নতাং গতাম্।
দদর্শ তস্যৈবাভ্যাসে পৃথগ্‌ভূতামিবৈকিকাম্ ॥ ৫৬
পুরুষাংশ্চ দদর্শাসৌ যথৈব বসতস্ততঃ।
অগ্নেরিব কণাৎ স্থূলাদজস্রং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৭

এইরূপে পরব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শুভ্র শরীর, অদ্ভুততেজঃ-সমুজ্জ্বল হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইল। তখন মুনিগণ সেই শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না ৪৮

শম্ভু ধ্যানযুক্ত হইলে, বিষ্ণুমায়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধূর্জ্জটি তপঃস্তেজঃসমুজ্জ্বল হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৪৯

যে সকল প্রমথগণ, সেবা করিবার জন্য শিবসমীপে অবস্থিত ছিল, তাহারা "ইনি শঙ্কর কি সূর্য্য" ইহা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারিল না। ৫০

তখন স্বয়ং বিষ্ণুই গাঢ়সমাধিমগ্নচিত্ত ধূর্জ্জটির শরীরাভ্যন্তরে জ্যোতীরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫১

অব্যয় নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত সৃষ্টিক্রম প্রদর্শন করিলেন। ৫২

শম্ভু—প্রথমেই স্থূল-সূক্ষ্ম-ভাব-বর্জ্জিত বিশেষণহীন নিত্যানন্দময় অথচ আনন্দশূন্য অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় নির্ম্মল। ৫৩

সকলের অদৃশ্য অথচ সর্ব্বদ্রষ্টা জগতের মূলকারণ আনন্দময় পরমবস্তু পরমাত্মাকে এবং আত্মাকেও তৎস্বরূপে দর্শন করিলেন। ৫৪

বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহেশ্বর, তদ্গতচিত্তে দেখিলেন,—প্রকৃতি তাঁহারই স্বরূপ, কেবল সৃষ্টির জন্য ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৫

দেখিলেন;—প্রকৃতি এক,—পরমেশ্বরের সমীপে বিভিন্নবৎ রহিয়াছেন। আর দেখিলেন, প্রকৃতি-নিরত পুরুষ সমূহ; ইঁহারাও প্রকৃতির ন্যায় কেবল সৃষ্টির জন্যই ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৬

হে দ্বিজসত্তমগণ! যেমন অজস্র স্ফুলিঙ্গ বহুবিস্তৃত পাবকের অংশ, সেইরূপ এই পুরুষসমূহও পরমেশ্বরের অংশ। ৫৭

তদেব কালরূপেণাভাসতে চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তযোগানামবচ্ছেদেন কারণম্ ॥ ৫৮
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালোঽপি চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
অভিন্নান্ ভাষমাণাংশ্চ সর্গার্থে ভিন্নতাং গতান্ ॥ ৫৯
পৃথগ্‌ভূতানভিন্নাংশ্চ দদৃশে চেন্দুশেখরঃ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৬০
সপ্রধানস্বরূপেণ কালরূপেণ ভাসতে।
তথা পুরুষরূপেণ সংসারার্থং প্রবর্ত্ততে ॥ ৬১
ভোগার্থং প্রাণিনাং শশ্বচ্ছরীরে চ প্রবর্ত্ততে।
সৈব মায়া যা প্রকৃতিঃ সা মোহয়তি শঙ্করম্ ॥ ৬২
হরিং তথা বিরিঞ্চিঞ্চ তথৈবান্যজনুর্ভবান্।
মায়াখ্যা প্রকৃতির্জ্জাতা জন্তুং সম্মোহয়ত্যপি ॥ ৬৩
সা স্ত্রীরূপেণ চ সদা লক্ষ্মীভূতা হরেঃ প্রিয়া।
সা সাবিত্রী রতিঃ সন্ধ্যা সা সতী সৈব বীরিণী ॥ ৬৪
বুদ্ধিরূপা স্বয়ং দেবী চণ্ডিকেতি চ গীয়তে।
ইতি স্বয়ং দদর্শাশু ধ্যানমার্গগতো হরঃ ॥ ৬৫
মহদাদিপ্রভেদেন তথা সৃষ্টিক্রমং স্বয়ম্।
দর্শয়িত্বা হরিঃ কালং প্রকৃতিং পুরুষাংস্তথা।
তথান্যদ্দর্শয়ামাস তচ্ছরীরং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

সেই পরম জ্যোতিই নিরন্তর কালরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই কালেরই অংশ-বিশেষ—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ৫৮

চন্দ্রশেখর দেখিলেন ;—প্রকৃতি, পুরুষ, কাল সকলই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন ; তবে সৃষ্টির জন্য ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এইমাত্র। ৫৯

আবার পৃথগ্‌ভূত সেই সকল বস্তুকে অভিন্ন দেখিলেন। তখন দেখিলেন ; "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন ইহ জগতে দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। ৬০

শিব দেখিলেন ; সেই ব্রহ্মই প্রকৃতি ও কালরূপে প্রকাশ পান ; তিনিই পুরুষরূপে সংসারে প্রবৃত্ত হন। ৬১

ভোগ করিবার জন্য প্রাণিগণের শরীরে অধিষ্ঠান করেন। শঙ্কর দেখিলেন,—সেই প্রকৃতিই মায়ারূপে হরি হর বিরিঞ্চিকে এবং অন্যান্য প্রাণিসকলকে মোহিত করেন। মায়ানাম্নী প্রকৃতিই স্ত্রীরূপে প্রাণিগণকে সতত সম্মোহিত করেন। ৬২-৬৩

তিনিই হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী ; তিনি সাবিত্রী ; রতি, সন্ধ্যা ; তিনিই সতী ; তিনিই সতী-জননী বীরিণী। ৬৪

সেই স্বয়ং প্রকৃতি বুদ্ধিরূপিণী ; তাঁহাকেই লোকে চণ্ডিকাদেবী বলিয়া থাকে। স্বয়ং মহেশ্বর ধ্যানমার্গ-রত হইয়া অবিলম্বে এই সমস্ত দর্শন করিলেন। ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! স্বয়ং নারায়ণ, মহেশ্বরকে মহদাদিভেদে সৃষ্টি-পরিপাটী,

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তভো ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং দর্শয়ামাস শম্ভবে।
ববৃধে তোয়রাশিস্থং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ যথা পুরা ॥ ১
তন্মধ্যে পদ্মগর্ভাভং ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্।
জ্যোতীরূপং প্রকাশার্থং সৃষ্ট্যর্থঞ্চ পৃথগ্‌গতম্ ॥ ২
শরীরিণঞ্চ দদৃশে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতং মুহুঃ।
চতুর্ভুজং প্রকাশন্তং জ্যোতির্ভিঃ কমলাসনম্ ॥ ৩
তত্রৈব চ ত্রিধাভূতং বপুর্ব্রাহ্ম্যং দদর্শ সঃ।
ঊর্দ্ধমধ্যান্তভাগৈশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ॥ ৪
যথোর্দ্ধভাগো বপুষো ব্রহ্মত্বমগমত্তদা।
মধ্যং যথাবিষ্ণুভূতং দদর্শান্তস্য শম্ভুতাম্ ॥ ৫
একমেব শরীরন্তু ত্রিধাভূতং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৬
হরো দদর্শ স্বে গর্ভে তথা সর্ব্বমিদং জগৎ।
কদাচিদ্বৈষ্ণবং কায়ং ব্রাহ্মে কায়ে লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭

কাল, প্রকৃতি ও পুরুষবৃন্দ প্রদর্শন করিয়া আর আর যাহা দেখাইলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৬৬

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্যানযোগে মহাদেবের বিশ্বদর্শন

অনন্তর, নারায়ণ মহেশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডসংস্থান দেখাইলেন ;—জলরাশিস্থিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-সময়ের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১

মহেশ্বর, সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশকারী কমলোদরসন্নিভ আরক্ত-বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় জগৎপতি ব্রহ্মাকে দেখিলেন। ২

আবার সৃষ্টির জন্য পৃথগ্‌ভূত শরীরী জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল কমলাসন চতুর্ভুজ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মুহুর্ম্মুহুঃ দেখিলেন। ৩

মহাদেব দেখিলেন ;—সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি সেইখানেই তিনভাগে বিভক্ত হইল ; তাহার ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মা, মধ্যভাগে বিষ্ণু ও অন্তভাগে শিব হইলেন। ৪

আবার দেখিলেন, পূর্ব্বমূর্ত্তি ; আবার তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইল : ঊর্দ্ধভাগ ব্রহ্মাকারে, মধ্যভাগ নারায়ণাকারে ও শেষভাগ শিবাকারে পরিণত হইল। ৫

এইরূপ সেই শরীর বারংবার ত্রিধা-বিভক্ত হইতে লাগিল- -দেখিলেন। ৬

মহেশ্বর, এই সম্পূর্ণ জগন্মণ্ডলকে স্বীয় গর্ভে অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন ;—কখন বিষ্ণুদেহ ব্রহ্মদেহে লীন হইল। ৭

ব্রাহ্মং তথা বৈষ্ণবে চ শাম্ভবে বৈষ্ণবং তথা।
শাম্ভবং বৈষ্ণবে কায়ে ব্রাহ্মং বাপ্যথ শাম্ভবে ॥ ৮
গচ্ছন্তং লীনতাং শম্ভুরেকতাঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
দদর্শ বামদেবোঽপি ভিন্নঞ্চাপ্যপৃথগ্‌গতম্ ॥ ৯
পরমাত্মনি গচ্ছন্তং লীনতাং তদ্বপুঃ স্বয়ম্ ॥ ১০
তন্মধ্যে পৃথিবীং শম্ভুর্দ্দদর্শ বিততাং জলে।
মহাপর্ব্বতসঙ্ঘাতৈর্বিরলং স্থগিতান্নতঃ।
পুনর্দ্দদর্শ ব্রহ্মাণং কুর্ব্বন্তং স্বর্গমাদিতঃ।
আত্মানঞ্চ পৃথগ্‌ভূতং বিষ্ণুঞ্চ গরুড়াসনম্ ॥ ১১
দক্ষং প্রজাপতিং তত্র তথৈব চ নিজান্ গণান্।
মরীচ্যাদীন্ দশ তথা বীরিণীঞ্চ তথা সতীম্ ॥ ১২
সন্ধ্যাং রতিঞ্চ কন্দর্পং শৃঙ্গারং সবসন্তকম্।
হাবান্ ভাবাংস্তথা মাবান্ ঋষীন্ দেবান্ মরুদ্গণান্ ॥ ১৩
মেঘাংশ্চ চন্দ্রং সূর্য্যঞ্চ বৃক্ষান্ বল্লীস্তৃণানি চ।
সিদ্ধান্ বিদ্যাধরান্ যক্ষান্ রাক্ষসান্ কিন্নরাংস্তথা ॥ ১৪
মানুষাংশ্চ ভুজঙ্গাংশ্চ গ্রাহান্মৎস্যাংশ্চ কচ্ছপান্।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ কৃমিকীটপতঙ্গকান্ ॥ ১৫
কাঞ্চিদ্দদর্শ বনিতাং দ্বন্দ্বভাবং প্রকুর্ব্বতম্।
উৎপন্নমুৎপদ্যন্তঞ্চ বিপদ্যন্তঞ্চ কঞ্চন ॥ ১৬

কখন ব্রহ্মদেহ বিষ্ণুদেহে লয় পাইল; কখন শম্ভুদেহ বিষ্ণুদেহে মিশাইয়া গেল; কখন বিষ্ণুদেহ শম্ভুদেহে বিলীন হইল; কখন বা শম্ভুদেহ ব্রহ্মদেহে মিলাইল। ৮

এইরূপ বারম্বার পরস্পরের দেহে লয় পাইতে লাগিল এবং তিনজনেই একীভূত হইতে লাগিলেন। বামদেব আবার দেখিলেন; সেই অভিন্ন দেহ বিভিন্ন হইল। ৯

আবার সেই দেহ পরমাত্মাতে বিলীন হইল। ১০

শম্ভু, তন্মধ্যে দেখিলেন, বৃহৎ-বৃহৎ-পর্ব্বতসমূহে বিরলসংবৃতা অনন্ত জলশায়িনী পৃথিবী। পুনরায় দেখিলেন, যেন সৃষ্টিকাল, ব্রহ্মা সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন; আপনি শিব, গরুড়াসন বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা সকলেই পৃথক হইয়াছেন। ১১

তখন দেখিলেন; দক্ষ প্রজাপতি, নিজ প্রমথগণ, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ, বীরিণী এবং সতী। ১২

দেখিলেন, সন্ধ্যা, রতি, কাম, শৃঙ্গার, বসন্ত, হাব, ভাব, মায়াগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, মরুদ্গণ। ১৩

দেখিলেন;—ঘনঘটা, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, মানুষ, ভুজঙ্গ, নক্র, মৎস্য, কচ্ছপ। দেখিলেন,—উল্কা, নির্ঘাত, ধূমকেতু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ। ১৪-১৫

ধূর্জ্জটি দেখিলেন;—কতকগুলি ব্যক্তি রমণীসহ মৈথুনভাবে প্রবৃত্ত; কেহ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ উৎপন্নপ্রায়; কেহ বা আসন্ন-মৃত্যু। ১৬

হসতো রমতঃ কাংশ্চিৎ কাশ্চিদ্বিলপতস্তথা।
ধাবতশ্চাপরাংস্তু দদর্শ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৭
দিব্যালঙ্কারসংছন্না মালা চন্দনচর্চ্চিতাঃ।
বীক্ষাঞ্চ চক্রিরে কেচিচ্ছম্ভুনা ক্রীড়িতা মুহুঃ ॥ ১৮
স্তুবন্তঃ প্রস্তুবন্তশ্চ শম্ভুং বিষ্ণুং তথা বিধিম্।
কেচিদ্দদৃশিরে তেন মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১৯
তপাংসি চরতঃ কেচিন্নদীতীরে তপোবনে।
স্বাধ্যায়বেদনিরতাঃ পাঠয়ন্তশ্চ কেচন ॥ ২০
তথৈব সাগরাঃ সপ্ত নদ্যো দেবসরাংসি চ।
তথৈব পর্ব্বতস্থোঽসৌ দদৃশে শম্ভুনা স্বয়ম্ ॥ ২১
মায়ালক্ষ্মীস্বরূপেণ হরিং সম্মোহয়ৎ পরম্।
সতীরূপা তথাত্মানং মোহয়ন্তীতি শঙ্করঃ ॥ ২২
সত্যা সার্দ্ধং স্বয়ং রেমে কৈলাসে মেরুপর্ব্বতে।
মন্দরে দেববিপিনে শৃঙ্গাররসসেবিতে ॥ ২৩
সতীদেহং তথা ত্যক্ত্বা জাতা হিমবতঃ সুতা।
যথা প্রাপ পুনস্তান্তু যথা চৈবান্ধকো হতঃ ॥ ২৪
কার্ত্তিকেয়ঃ সমুৎপন্নো যথাহংস্তারকাহ্বয়ম্।
তৎসর্ব্বং বিস্তরাৎ সম্যগ্ দদর্শ বৃষভধ্বজঃ ॥ ২৫
হিরণ্যকশিপুর্জঘ্নে নরসিংহস্বরূপিণা।
যথা হতঃ কালানমির্হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২৬

পরমেশ্বর শম্ভু দেখিলেন ;—কতকগুলি ব্যক্তি হাসিতেছে; কতকগুলি ক্রীড়া করিতেছে ; কতকগুলি বিলাপ করিতেছে ; কতকগুলি বা দৌড়িতেছে। ১৭

মহাদেব দেখিলেন ;—কতিপয় ব্যক্তি দিব্যালঙ্কারভূষিত মাল্যচন্দন-চর্চ্চিত হইয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। ১৮

দেখিলেন ;—কতিপয় তপোধন মুনি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নামাদি কীর্ত্তন ও তাঁহাদিগের স্তব করিতেছেন। ১৯

দেখিলেন ;—কেহ কেহ নদীতীরে তপোবনে তপস্যা করিতেছেন ; কেহ কেহ স্বাধ্যায়—বেদ অধ্যয়নে বা বেদাধ্যাপনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ২০

তখন শিব, সপ্তসাগর নদী ও দেব-সরোবর সকল দেখিতে পাইলেন। আর তিনি আপনাকে পর্ব্বতারূঢ় দেখিলেন। ২১

আর দেখিলেন ;—মায়া লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে আর সতীরূপে শঙ্কররূপী আপনাকে অতীব মোহিত করিতেছেন। ২২

দেখিতে লাগিলেন ; তিনি যেন সতীর সহিত কৈলাস, সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বতে এবং শৃঙ্গার-রসপূর্ণ দেবোদ্যানে বিহার করিতেছেন। ২৩

যেরূপে সতী, সেই দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়নন্দিনী হইলেন, আপনি আবার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন, যেরূপে অন্ধকাসুর নিহত হইল, যেরূপে কার্ত্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি যেরূপে তারকাসুরকে বধ করিলেন, তাৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও বৃষধ্বজ, তৎসমস্তই বিস্তারিতরূপে দেখিতে পাইলেন। ২৪-২৫

বিষ্ণু, নরসিংহরূপে যে প্রকারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, কালনেমি ও

বিষ্ণুনা যাদৃশং যুদ্ধং দানবৌঘৈঃ পুরা কৃতম্।
যথা যে যে চ নিহতাস্তৎ সর্ব্বং দৃষ্টবান্ হরঃ ॥ ২৭
জগৎপ্রপঞ্চান্ ব্রহ্মাদীন্নক্ষত্রগ্রহমানুষান্।
সিদ্ধবিদ্যাধরাদীংশ্চ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮
আত্মানং তান্ সংহরন্তং দদৃশে শম্ভুরীশ্বরঃ।
সংহারান্তে দদর্শাসৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ২৯
শূন্যং সমভবৎ সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩০
শূন্যে জগতি সর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশরীরগঃ।
লীনঃ শম্ভুশ্চ তস্যৈব শরীরং প্রবিবেশ হ ॥ ৩১
একমেব দদর্শাসৌ বিষ্ণুমব্যক্তরূপিণম্।
নান্যৎ কিঞ্চিদ্দদর্শাসৌ তদা বিষ্ণুমৃতে হরঃ ॥ ৩২
অথ বিষ্ণুশ্চ দদৃশে লয়ন্তং পরমাত্মনি।
ভাসমানং পরং তত্ত্বে জ্যোতীরূপে সনাতনে ॥ ৩৩
ততো জ্ঞানময়ং নিত্যমানন্দং ব্রহ্মণঃ পরম্।
কেবলং জ্ঞানগম্যঞ্চ দদর্শান্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৪
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ জগতঃ পরমাত্মনি।
দদর্শ স্বশরীরান্তঃ সর্গস্থিত্যন্তসংযমান্ ॥ ৩৫
প্রকাশং পরমাত্মানং শান্তং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম দদর্শান্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৬

হিরণ্যাক্ষ তৎকর্ত্তৃক যেরূপে নিহত হয়, তিনি পূর্ব্বে দানবগণের সহিত যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে যে যে দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন, তৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও দেবাদিদেব তৎসমস্তই দেখিতে পাইলেন। ২৬-২৭

মহাদেব, ব্রহ্মা হইতে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-মনুষ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চই পৃথক্ পৃথক্রূপে দেখিয়া অবশেষে দেখিলেন; তিনি যেন তৎসমস্ত সংহার করিতেছেন। ২৮

সংহার শেষে দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজনমাত্র অবস্থিত; এই চরাচর জগৎ শূন্য। ২৯-৩০

শূন্যতার আবাসভূমি এই নিখিল জগন্মণ্ডলে অবশিষ্ট তিনজনের একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণুশরীরে লীন হইলেন; আর একজন শিব, তিনিও বিষ্ণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩১

তখন রুদ্রদেব, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র অব্যক্তরূপী বিষ্ণুকেই দেখিতে পাইলেন; তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩২

অনন্তর দেখিলেন;—বিষ্ণুও অত্যন্ত উদ্ভাসমান জ্যোতির্ম্ময় নিত্যতত্ত্ব পরমাত্মাতে বিলীন হইলেন। ৩৩

অনন্তর দেখিলেন;—কেবল নিত্য জ্ঞানময়, আনন্দময়, জ্ঞানগম্য অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, আর কিছুই পাইলেন না। ৩৪

শম্ভু, নিজ শরীর মধ্যেই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব ও পৃথক্ত্ব আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দেখিতে পাইলেন। ৩৫

তখন শম্ভু, স্বপ্রকাশ শান্ত নিত্য অতীন্দ্রিয় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পরমাত্মাকেই দেখিতে পাইলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩৬

কো বা বিষ্ণুর্হরঃ কো বা ব্রহ্মা কিমিদং জগৎ ।
ইতি ভেদো ন জগৃহে শম্ভুনা পরমাত্মনা ॥ ৩৭
এবং সম্পশ্যতস্তস্য শরীরাভ্যন্তরাদ্বহিঃ ।
নিঃসসারাথ মায়াপি প্রবিবেশ বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৮
অনন্যত্বং পৃথক্ত্বঞ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দ্দনঃ ।
শম্ভবে তচ্ছরীরাত্তু বহির্ভূতস্ততো দ্রুতম্ ॥ ৩৯
অথ ত্যক্তসমাধেস্তু হরস্য চলিতাত্মনঃ ।
সতীং মনো জগামাশু মোহিতস্য চ মায়য়া ॥ ৪০
ততো মুহুর্হরো বক্ত্রং দাক্ষায়ণ্যা মনোহরম্ ।
প্রবুদ্ধকমলাকারং বীক্ষাঞ্চক্রে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১
ততো দক্ষমরীচ্যাদীন্ স্বগণান্ কমলাসনম্ ।
বিষ্ণুঞ্চ তত্র সংবীক্ষ্য শঙ্করো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ৪২
অথ তং বিস্ময়াবিষ্টং মহাদেবং বৃষধ্বজম্ ।
স্মিতপ্রফুল্লবদনং হবমাহ জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ—

যদ্ যৎ পৃষ্টং ত্বয়ৈকত্বে ভিন্নতায়াঞ্চ শঙ্কর ।
ত্রয়াণামথ দেবানাং তজ্জ্ঞাতমধুনা ত্বয়া ॥ ৪৪
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালো মায়া নিজান্তবে ।
ত্বয়া জ্ঞাতা মহাদেব কীদৃশাস্তে চ কে পুনঃ ॥ ৪৫
একং ব্রহ্ম সদা শান্তং নিত্যঞ্চ পরমং মহৎ ।
তৎ কথং ভিন্নতাং জাতং দৃষ্টং তৎ কীদৃশং ত্বয়া ॥ ৪৬

তখন শিব,—কে ব্রহ্মা, কে বিষ্ণু, কে শিব, আব কিই বা জগৎ – পরমাত্মা হইতে এ সকলের ভেদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না । ৩৭

শিব এইরূপ দেখিতেছেন, ইত্যবসবে হবি তদীয় শরীর মধ্য হইতে নির্গত হইলেন । তখন মায়াও বৃষধ্বজশবীরে প্রবেশ কবিলেন । ৩৮

জনার্দ্দন, শম্ভুব নিকটে দেবত্রয়েব অভিন্নতা ও পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় শরীর হইতে সত্বব বহির্গত হইলেন । ৩৯

সংযতচিত্ত মহাদেব সমাধি ত্যাগ করিলে মায়ামোহিত সেই দেবাধিদেবেব মন সতীর প্রতি ধাবিত হইল । ৪০

হে দ্বিজোত্তমগণ ! অনন্তব, মহেশ্বব, দাক্ষায়ণীর প্রফুল্ল-কমল-সন্নিভ-মনোহর বদনমণ্ডলের দিকে বাব বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ৪১

অনন্তর, শঙ্কব—দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিজ প্রমথগণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহাঁদিগকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । ৪২

তখন জনার্দ্দন, বৃষধ্বজ মহাদেবকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নবদনে ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন ;—শঙ্কর ! তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব ও অনেকত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি বেশ বুঝিয়াছ ত ? ৪৩-৪৪

হে মহাদেব ! প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং মায়া, ইহাঁরা—কে এবং কিরূপে, তাহা তুমি নিজ শরীরাভ্যন্তরেই দেখিতে পাইয়াছ । ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃষ্টো ভগবতা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
জগাদ হরয়ে তথ্যমেতদ্বাক্যং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭

ঈশ্বর উবাচ—

একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং
ব্রহ্মাস্তি তস্মান্নহি কিঞ্চিদীদৃশম্।
তস্মাদভিন্নং সকলং জগদ্ধরেঃ
কালাদিরূপাণি চ সৃষ্টিহেতুঃ ॥ ৪৮
সমস্তভূতপ্রভবং নিরঞ্জনং
বয়ঞ্চ তস্যৈব সদাংশরূপিণঃ।
সৃষ্টিস্থিতিং সংযমনং তদীরিতং
রূপত্রয়ং তস্য বিভাতি ভেদতঃ ॥ ৪৯
নাহং ন চ ত্বং হিরণ্যগর্ভো
ন কালরূপং প্রকৃতিং ন চান্যম্।
তৎ প্রেরণাং কর্ত্তুমলঞ্চ কিঞ্চি-
দ্বিনাপি রূপং সদপীহ তস্য ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ—

ইতি তত্ত্বং ত্বয়া প্রোক্তং জ্ঞানঞ্চ বৃষভধ্বজ।
তদংশভূতাস্তু বয়ং ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনঃ ॥ ৫১
তস্মাৎ ত্বয়া ন বধ্যোঽয়ং বিরিঞ্চিস্তব চেত্তবেৎ।
একতা বিদিতা শম্ভো ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনাম্ ॥ ৫২

সদা শান্ত পরম মহৎ এক ব্রহ্ম কিরূপ? এবং তিনি নানারূপ হইলেন কিরূপে? ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ বৃষধ্বজ, ভগবান্ মধুসূদন কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৪৭

পরম মঙ্গল-স্বরূপ শান্ত অনন্ত অচ্যুত একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; হরে! নিখিল জগন্মণ্ডলই তাহা হইতে অভিন্ন; সৃষ্টিকার্য্যের জন্যই তিনি কাল প্রভৃতি রূপে প্রকাশমান। ৪৮

সেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-কারণ, আমরা তিন জন তাঁহারই অংশ; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার জন্য তাঁহারই রূপত্রয় বিভিন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। ৪৯

আমি, তুমি, ব্রহ্মা, কাল, প্রকৃতি বা অন্য কেহ—আমরা তাঁহার স্বরূপ হইলেও তদীয় প্রেরণা ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। ৫০

ভগবান্ বলিলেন,—হে বৃষধ্বজ! তুমি এই সার বুঝিয়াছ, সার সার কথাও বলিলে। ৫১

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—আমরা তিনজন তাঁহারই অংশ। অতএব হে শম্ভো! তুমি যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর ব্রহ্মাকে বধ করিতে পারিতেছ না। ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
ন জঘান মহাদেবো বিধিং দৃষ্ট্বাথ চৈকতাম্ ॥
ইতি বঃ কথিতং বিষ্ণুর্যথানন্যত্বমাদিশৎ।
শম্ভবে প্রস্তুতং তদ্বঃ কথয়ামি পুনর্দ্বিজাঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ .৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জলদেম্বথ গর্জ্জৎসু মহাদেবঃ সতীপতিঃ।
বিসৃজ্য বিষ্ণুপ্রভৃতিং জগাম হিমবদ্গিরিম্ ॥ ১
আরোপ্য বৃষভে তুঙ্গে সতীমামোদশালিনীম্।
জগাম হিমবৎ প্রস্থং রম্যং কুঞ্জসমন্বিতম্ ॥ ২
অথ সা শঙ্করাভ্যাসে সুদতী চারুহাসিনী।
বিরেজে বৃষভস্থাতি চন্দ্রান্তে কালিকোপমা ॥ ৩
ব্রহ্মাদয়শ্চ তে সর্ব্বে মরীচ্যাদ্যাশ্চ মানসাঃ।
দক্ষোঽপি সর্ব্বে মুদিতা অভবন্ সসুরাসুরাঃ ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, অমিততেজা বিষ্ণুর এই সকল কথা শুনিয়া এবং দেবত্রয়ের একতা দর্শন করাতে ব্রহ্মাকে আর বধ করিলেন না। ৫৩

বিষ্ণু, যেরূপে শম্ভুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ বুঝাইয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি তোমাদিগকে এই বলিলাম। এক্ষণে প্রস্তুত কথা বলিব, সন্দেহ নাই। ৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শিব-বিহার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, জলদাবলী গর্জ্জন করিতে থাকিলে সতীপতি মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শিব, আনন্দ-শালিনা সতীকে উত্তুঙ্গ বৃষভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রমণীয়-নিকুঞ্জ-শোভিত হিমালয় প্রস্থে গমন করিতে লাগিলেন। ২

তখন সেই চারুহাসিনী সুদতী দাক্ষায়ণী, বৃষোপরি শিবসমীপে অবস্থিত হওয়াতে শশধরসমীপে মেঘমালার ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩

ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ, ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, দক্ষ প্রজাপতি এবং সুরাসুর সকলেই আনন্দিত হইলেন। ৪

কেচিচ্ছঙ্খান্ বাদয়ন্তঃ কেচিত্তালম্বনং গণাঃ।
কেচিদ্ধাস্যং প্রকুর্ব্বন্তো অনুজগ্মুর্বৃষধ্বজম্ ॥ ৫
বিসৃষ্টা অপি ব্রহ্মাদ্যাঃ শম্ভুনা পুনরেব তে।
অনুজগ্মুঃ কিয়দ্দূরং মুদা পরময়া যুতাঃ ॥ ৬
ততঃ শম্ভুং সমাভাষ্য ব্রহ্মাদ্যা মানসাশ্চ তে।
স্বং স্বং স্থানং তদাজগ্মুঃ স্যন্দনৈরাশুগামিভিঃ ॥ ৭
দেবাশ্চ সর্ব্বে সিদ্ধাশ্চ তথৈবাপ্সরসাঙ্গণাঃ।
যক্ষবিদ্যাধরাদ্যাশ্চ যে যে তত্র সমাগতাঃ ॥ ৮
তে হরেণ বিসৃষ্টাস্তু গতবন্তো নিজাস্পদম্।
বভূবুরামোদযুতাঃ কৃতদারে বৃষধ্বজে ॥ ৯
ততো হরঃ সম্বগণঃ সংস্থানং প্রাপ্য মোদনম্।
কৈলাসং তত্র বৃষভাদবতারয়তি প্রিয়াম্ ॥ ১০
ততো বিরূপাক্ষ ইমাং প্রাপ্য দাক্ষায়ণীং গণান্।
স্বীয়ান্ বিসর্জ্জয়ামাস নন্দ্যাদীন্ গিরিকন্দরাৎ ॥ ১১
উবাচ শম্ভুস্তান্ সর্ব্বান্ নন্দ্যাদীনতিসুনৃতম্ ॥ ১২
যদাহং বঃ স্মরাম্যত্র স্মরণাচ্চলমানসাঃ।
সমাগমিষ্যথ তদা মৎপার্শ্বং ভোস্তদা তদা ॥ ১৩
ইত্যুক্তে বামদেবেন তে নন্দিভৈরবাদয়ঃ।
মহাকৌষীপ্রপাতায় জগ্মুস্তু হিমবদ্গিরৌ ॥ ১৪

প্রমথগণ—কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করত, কেহ কেহ করতালি প্রদান করত কেহ কেহ বা হাস্য করত, বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল। ৫

শিব ব্রহ্মাদিকে বিদায় দিলেও তাঁহারা পরমানন্দে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শিবের অনুসরণ করিলেন। ৬

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ শিবের সহিত সম্ভাষণ করিয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৭

দেবগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাধরগণ প্রভৃতি যাঁহারা যাঁহারা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিবের নিকট বিদায় লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। মহাদেব, দার-পরিগ্রহ করিলে তাঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। ৮-৯

অনন্তর, মহাদেব, সতীসহ আমোদজনক অতি প্রিয় স্বস্থান কৈলাসে বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রমথগণও তথায় উপস্থিত হইল। ১০

অনন্তর বিরূপাক্ষ, সেই দক্ষ-নন্দিনীকে পাইয়া নন্দী প্রভৃতি নিজগণকে গিরি-গুহা হইতে বিদায় দিলেন। ১১

বিদায় দিবার সময় তাহাদিগের সকলকেই এই সূনৃত (সত্যপ্রিয়) কথা বলিয়া দিলেন, যখন আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তখন তোমাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে। হে প্রমথগণ! চিত্ত চঞ্চল হইলেই তোমারা আমার নিকটে সমাগত হইবে। ১২-১৩

নন্দী ভৈরবাদি প্রমথগণ, মহাদেবকর্ত্তৃক এবরূপ কথিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে মহাকৌষী-নদী-প্রপাত সন্নিধানে গমন করিলেন। ১৪

ঈশ্বরোঽপি তয়া সার্দ্ধং তেষু যাতেষু মোহিতঃ।
দাক্ষায়ণ্যা চিরং রেমে রহস্যনুদিনং ভৃশম্ ॥ ১৫
কদাচিদ্ বন্যপুষ্পাণি সমাহৃত্য মনোহরাম্।
মালাং বিধায় সত্যাস্তু হারস্থানে ন্যযোজয়ৎ ॥ ১৬
কদাচিদ্দর্পণে বক্ত্রং বীক্ষন্তীমাত্মনঃ সতীম্।
অনুগম্য হরো বক্ত্রং স্বীয়মপ্যবলোকয়ৎ ॥ ১৭
কদাচিৎ কুন্তলাংস্তস্যা উল্লাস্যোল্লাসমাগতঃ।
বধ্নাতি মোচয়ত্যেবং শশ্বৎসম্মার্জ্জয়ত্যপি ॥ ১৮
সরাগৌ চরণাবস্যা যাবকেনোজ্জ্বলেন চ।
নিসর্গরক্তৌ কুরুতে পুরা রাগাদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ১৯
উচ্চৈরপি যদাখ্যেয়মন্যেষাং পুরতো মুহুঃ।
তৎ কর্ণে কথয়ত্যস্যা হরো স্প্রষ্টুং তদাননম্ ॥ ২০
ন দূরমপি গত্বাসৌ সমাগম্য প্রযত্নতঃ।
অনুবধ্নাতি তামক্ষি পৃষ্ঠদেশেঽন্যমানসাম্ ॥ ২১
অন্তর্হিতস্তু তত্রৈব মায়য়া বৃষভধ্বজঃ।
তামালিলিঙ্গ ভীত্যা সা চকিতা ব্যাকুলাভবৎ ॥ ২২
সৌবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যে তস্যাঃ কুচদ্বয়ে।
চকার ভ্রমাকারং মৃগনাভিবিশেষকম্ ॥ ২৩

তাহারা চলিয়া যাইলে মহাদেব, মোহিত হইয়া বহুদিন সতীসহ নির্জ্জনে নিরন্তর সাতিশয় ক্রীড়াসক্ত হইলেন। ১৫

মহাদেব, কোন দিন, বন্য পুষ্প আহরণপূর্ব্বক মনোহর মালা গাঁথিয়া সতীর হারস্থানীয় করিয়া দিলেন। ১৬

কোন দিন, সতী, দর্পণে আপন মুখ দেখিতেছেন, এমন সময় মহাদেব চুপিচুপি পশ্চাতে গিয়া সেই দর্পণে আপনার মুখও দেখাইলেন। ১৭

কোন দিন মহাদেব, সতীর কুন্তলপাশ উন্নমিত করিয়া উল্লাসযুক্ত হইলেন, তখন বার বার সেই কেশরাশি বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন, খুলিতে লাগিলেন, আবার পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। ১৮

মহাদেব, সতীর সহজ-রক্ত চরণযুগল অনুরাগবশে উজ্বল-অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ১৯

যে সকল কথা অন্যের নিকট উচ্চৈঃস্বরে এবং শীঘ্র বলা যায়; শিব সতীর আনন স্পর্শ করিবার জন্যই সেই সকল কথা তাঁহার কাণে কাণে এবং বিলম্ব করিয়া বলিলেন।

মহাদেব, অদূরে লুকাইয়া থাকিয়া অন্যমনস্ক সতীর পশ্চাদ্ভাগে সযত্নে ধীর পদক্ষেপে আগমনপূর্ব্বক দুই হাতে তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। ২১

বৃষধ্বজ, মায়াবলে সেইখানে অন্তর্হিত হইয়াই সতীকে আলিঙ্গন করিলেন; সতী ভয়চকিতা ও ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। ২২

মহাদেব সুবর্ণ-কমলকলিকা সদৃশ তদীয় কুচ-যুগলে মৃগনাভি দ্বারা ভ্রমরাকারে তিলক করিয়া দিলেন। ২৩

হারমস্যাঃ কুচযুগাদ্বিযোজ্য সহসা হরঃ।
নিয়োজয়তি তত্রৈব সকরস্পর্শনং মুহুঃ॥ ২৪
অঙ্গদান্ বলয়ান্ বর্ম্মীং বিশ্লেষ্য চ পুনঃপুনঃ।
তৎস্থানাৎ পুনরেবাসৌ তৎস্থানে প্রযুযোজ চ॥ ২৫
কালিকেয়ং সমায়াতি সবর্ণা তে সখীতি তাম্।
পশ্যেৎ যস্যাস্তথেচ্ছত্যাঃ প্রোক্ত্বা জগ্রাহ তৎকুচৌ॥ ২৬
কদাচিন্মদনোন্মাদ-চেতনঃ প্রমথাধিপঃ।
চকার নর্ম্মকর্ম্মাণি তয়া হৃৎপ্রিয়য়া মুদা॥ ২৭
আহৃত্য পদ্মপুষ্পাণি বন্যপুষ্পাণি শঙ্করঃ।
পুষ্পাভরণসর্ব্বাঙ্গীং কুরুতে স্ম কদাচন॥ ২৮
গিরিকুঞ্জেষু রম্যেষু তয়া সহ সতীপতিঃ।
বিজহার সমস্তেষু বনেষু মুদিতো হরঃ॥ ২৯
ন যানে নোপবেশে চ ন স্থিতৌ নাপি চেষ্টিতে।
তয়া বিনা ক্ষণমপি শর্ম্ম লেভে বৃষধ্বজঃ॥ ৩০
বিহৃত্য সুচিরং কালং কৈলাসগিরিকন্দরে।
মহাকোষীপ্রপাতায় জগাম হিমবদ্গিরৌ॥ ৩১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে হিমবৎপর্ব্বতে বৃষভধ্বজে।
কামোঽপি সহ মিত্রেণ রত্যা চ প্রজগাম হ॥ ৩২
তস্মিন্ প্রবিষ্টে কামে তু বসন্তঃ শঙ্করান্তিকে।
বিততান নিজাঃ শ্রীশ্চ বৃক্ষে তোয়ে তথা ভুবি॥ ৩৩

মহাদেব, সতীর স্তনযুগল হইতে সহসা হার উন্মোচনপূর্ব্বক বারংবার তাহাতে হাত দিলেন। ২৪

শিব,—কেযূর, বলয় এবং তবঙ্গ (অলঙ্কার বিশেষ) সেই সেই অলঙ্কার স্থান হইতে বারম্বার খুলিয়া আবার পরাইয়া দিলেন। ২৫

দেখ, এই কালিকা (মেঘজাল) গমন করিতেছে, এ তোমার সবর্ণা—সখী; মহাদেব এই কথা বলিলে সতী যেমন সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সতীর স্তনদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ২৬

কোন সময়ে, প্রমথনাথ, মদনোন্মত্ত মনে সেই হৃদয়বল্লভার সহিত আনন্দে নানাবিধ লীলা করিলেন। ২৭

শঙ্কর, কখন বন্যপুষ্প ও পদ্মপুষ্প আহরণ করিয়া সতীর সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পাভরণে ভূষিত করিলেন। ২৮

সতীপতি হর, আনন্দিত ও মোহিত হইয়া সকল রমণীয় গিরিকুঞ্জে তাঁহার সহিত বিহার করিলেন। ২৯

বৃষধ্বজ, শয়নে, উপবেশনে, অবস্থানে এবং গমনাদি চেষ্টাতে ক্ষণকালের জন্যও সতী না থাকিলে স্বস্তি লাভ করেন নাই। ৩০

শিব, বহুকাল কৈলাস গিরিকন্দরে সতীসহ বিহার করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে মহাকৌষী-নদী-প্রপাতের নিকটে গমন করিলেন। ৩১

বৃষধ্বজ, হিমালয় পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইলে কামও রতি-বসন্তের সহিত তথায় গমন করিলেন। ৩২

সর্ব্বে সুপুষ্পিতা বৃক্ষা লতাশ্চান্যাঃ সুপষ্পিতাঃ।
অম্ভাংসি ফুল্লপদ্মানি পদ্মেষু ভ্রমরাস্তথা ॥ ৩৪
প্রবিষ্টে তত্র সুরতৌ প্রববুর্ম্মলয়ানিলাঃ।
সুগন্ধিপুষ্পগন্ধেন মোহিতাশ্চ পুরন্ধ্রয়ঃ ॥ ৩৫
মুনীনামপি চেতাংসি প্রমথ্য সুরভিস্তদা।
স্মরঃ সারং সমুদ্দধ্রে তক্রৌঘাদাজ্যবৎ কৃতী ॥ ৩৬
সন্ধ্যার্দ্ধচন্দ্রসঙ্কাশাঃ পলাশাশ্চ বিরেজিরে।
কামাস্ত্রবৎসুমনসঃ প্রমোদায়াভবৎ সদা ॥ ৩৭
বভুঃ পঙ্কজপুষ্পাণি সরঃসু সকলং জনান্।
সম্মোহয়িতুমুদ্যুক্তা সুমুখীবাম্বুদেবতা ॥ ৩৮
নাগকেশরবৃক্ষাশ্চ স্বর্ণবর্ণপ্রসূনকৈঃ।
বভু র্মদনকেত্বাভা মনোজ্ঞাঃ শঙ্করান্তিকে ॥ ৩৯
চম্পকাস্তরবো হৈমপুষ্পত্বং প্রকটং মুহুঃ।
কুর্ব্বন্তঃ প্রচুরৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যগ্রেজুস্তথাস্ফুটৈঃ ॥ ৪০
প্রফুল্লপাটলাপুষ্পৈর্দিশঃ স্যুঃ পাটলাংশবঃ।
যথা তথা পুষ্পিতাস্তে পাটলাখ্যা মহীরুহাঃ ॥ ৪১
লবঙ্গবল্লীসুরভির্গন্ধেনোদ্বাস্য মারুতম্।
সম্মোহয়তি চেতাংসি ভৃশং কামিজনে পুরা ॥ ৪২

কামদেব, তথায় গমন করিলে, বসন্ত—শঙ্করসমীপে বৃক্ষ, জল ও ভূমণ্ডলে নিজ শোভা বিস্তার করিলেন। ৩৩

তখন তরুগণ সুপুষ্পিত হইল, লতাসকল কুসুমিত হইল; সরোবরে পদ্ম ফুটিল, কমলে ভ্রমর বসিল। ৩৪

বসন্ত তথায় প্রবিষ্ট হইলে, সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে আমোদিত সুগন্ধ মলয়ানিল বহিতে লাগিল। ৩৫

যেমন নিপুণ ব্যক্তি, তক্র (ঘোল) মন্থন করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উত্থাপন করে; সেইরূপ, বসন্ত, মুনিগণের চিত্ত মথিত করিয়া কামপ্রবৃত্তিরূপ সার উদ্ধার করিয়া দিলেন। ৩৬

সন্ধ্যাকালীন অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় পলাশ-কুসুম-রাশি মদনাস্ত্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ৩৭

তখন দেবগণ, সদা প্রমোদ-মত্ত হইলেন। তখন সরোবরে কমলবৃন্দ, সকল জনগণকে মোহিত করিতে উদ্যত সুবদনা জলদেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৩৮

স্বর্ণবর্ণ-কুসুমরাজিমণ্ডিত মনোহর নাগকেশর-তরুগণ, কামদেবের রথধ্বজের ন্যায় শঙ্করসমীপে বিরাজ করিতে লাগিল। ৩৯

চম্পকতরুশ্রেণী, বিকসিত-কুসুমসমূহ দ্বারা আপনার 'হেমপুষ্প' নাম নিরন্তর ব্যক্ত করিতে লাগিল। ৪০

পাটল-বৃক্ষসকল এরূপভাবে কুসুমিত হইল,—তাহাতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল, প্রফুল্ল পাটলাকুসুমে পাটলবর্ণ হইয়া উঠিল। ৪১

কুসুমিত লবঙ্গলতা নিজ সুগন্ধে মলয়-পবনকে আমোদিত করিয়া কামিজনের চিত্ত অত্যন্ত মোহিত করিতে লাগিল। ৪২

বাসন্তীবাসিতাস্তত্র বনান্তাঃ কিল রেজিরে।
তদ্গন্ধলুব্ধভ্রমরা রতিমিশ্রা মনোহরাঃ ॥ ৪৩
চারুপাবকবর্চ্চস্বি শিখরাশ্চূতশাখিনঃ।
বভুর্ম্মদনবাণৌঘ-পর্য্যঙ্কবদনাবৃতাঃ ॥ ৪৪
অম্ভাংসি মলহীনানি রেজুঃ ফুল্লকুশেশয়ৈঃ।
মুনীনামিব চেতাংসি প্রব্যক্তজ্যোতিরুদ্গমাৎ ॥ ৪৫
তুষারাঃ সূর্য্যরশ্মীনাং সঙ্গমাদগমন্ ক্ষয়ম্।
মমত্বানীব বিজ্ঞানশালীনাং হৃদয়াত্তদা ॥ ৪৬
নিঃশঙ্কাঃ কোকিলাঃ শব্দং তন্বতে স্ম তদান্বহম্।
প্রাণিবাধনপুষ্পেষু পুষ্পজ্যাশব্দবদ্ ভৃশম্ ॥ ৪৭
চুকূজুর্ভ্রমরাস্তত্র বনান্তর্গতপুষ্পগাঃ।
কান্তালীলাবুভুক্ষোস্তু স্মরব্যাঘ্রস্য শব্দবৎ ॥ ৪৮
চন্দ্রস্তুষারবত্তানূর্ন চৈতাঃ সকলাঃ কলাঃ।
ক্রমাদ্বভার মোহায় জনানাং কুশল" ভুবি ॥ ৪৯
প্রসন্নাঃ সহ চন্দ্রেণ নিস্তুষারাস্তদাভবন্।
বিভাবর্য্যঃ প্রিয়েণেব কামিন্যঃ সুমনোহরাঃ ॥ ৫০
তস্মিন্ কালে মহাদেবঃ সহ সত্যা ধবোত্তমে।
রেমে স সুচিরং ছন্নো নিকুঞ্জেষু দরীষু চ ॥ ৫১
সাপি তেন সমং রেমে তথা দাক্ষায়ণী শুভা।
যথা হরঃ ক্ষণমপি শান্তিং নাপ তয়া বিনা ॥ ৫২

মাধবী-কুসুম-সুবাসিত রতিক্রীড়াময় মনোহর বনভূমিসকল মাধবী-কুসুম গন্ধ-লুব্ধ অলিকুলে সঙ্কুল হইয়া বড়ই শোভা পাইল। ৪৩

চূতপাদপনিকরের বিটপাগ্রভাগ সতেজে উদ্গত ও সুন্দর মুকুলিত হইল; তাহাতে ঐ বৃক্ষশ্রেণী মদন-শর-সমূহ-সংবৃতবৎ শোভা পাইতে লাগিল। ৪৪

পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে মুনিগণের চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হইয়া বিরাজ পায়; সেইরূপ, সরোবরাদির জল ফুল্ল-কমল-পরিবৃত ও নির্ম্মল হইয়া শোভা পাইল। ৪৫

যেমন তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয় হইতে মমত্ব দূর হয়, সেইরূপ তুষাররাশি, সূর্য্যরশ্মি সম্পর্কে গগনতল হইতে অপসৃত হইল। ৪৬

তথায় কোকিলগণ অতীব নিঃশঙ্কচিত্ত প্রাণীপীড়ক মদনের কুসুম-জ্যা শব্দের ন্যায় নিরন্তর শব্দ করিতে লাগিল। ৪৭

তথায় বনমধ্যগত কুসুমমধুপায়ী মধুকরনিকর, মানিনী-মান-বুভুক্ষু স্মর-শার্দ্দূলের হুঙ্কারবৎ কূজন করিতে লাগিল। ৪৮

চন্দ্রের সকল কলাই এতদিন শিশিররাশির মধ্যে ডুবিয়াছিল; এখন চন্দ্র পৃথিবীর জনগণকে মোহিত করিবার জন্য কুশলে সেই সকল কলা ক্রমে ধারণ করিতে লাগিলেন। ৪৯

তখন পতিসহ রমণীগণের যেমন রমণীয়তা হইল; সেইরূপ শশধরসহ রজনীদেবীও প্রসন্ন এবং তুষারহীন হইলেন। ৫০

সেই সময়ে মহাদেব, গিরিরাজ হিমালয়ের সংবৃত নিকুঞ্জ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ সুললিত বিহার করিতে লাগিলেন। ৫১

সম্ভোগবিষয়ে দেবী সতী তস্য মনঃপ্রিয়া।
বিশতীব হৃদয়স্যাঙ্গে পায়য়ন্তীব তদ্রসম্ ॥ ৫৩
তস্যাঃ কুসুমমালাভির্ভূষয়ন্ সকলাং তনুম্।
স্বহস্তরচিতাভিশ্চ বরং নর্ম্ম চকার সঃ ॥ ৫৪
আলাপৈর্ব্বীক্ষণৈর্হাসৈস্তথা সম্ভাষণৈর্হরঃ।
তস্যাং বিবেশ গিরিশঃ সংযমীবাত্মসংবিদম্ ॥ ৫৫
তদ্বক্ত্রচন্দ্রপীযূষপানস্থিরতনুর্হরঃ।
নাবাপ শৈষিকীং তন্বীমবস্থাং স কদাচন ॥ ৫৬
তদ্বক্ত্রাম্বুজবাসেন তৎসৌন্দর্য্যৈশ্চ নর্ম্মভিঃ।
গুণৈরিব মহাদন্তী বদ্ধো নান্যদ্বিচেষ্টতে ॥ ৫৭
ইতি হিমগিরিকুঞ্জে প্রস্থভাগে দরীষু
প্রতিদিনমভিরেমে দক্ষপুত্র্যা মহেশঃ।
ঋতুভুজপরিমাণৈঃ ক্রীড়তস্তস্য জাতা
নব দশ চ মুনীন্দ্রা বৎসরাঃ পঞ্চ চান্যে ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

কল্যাণী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত এরূপ সুচারু বিহার করিলেন যে, তিনি ক্ষণকালও না থাকিলে শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। ৫২

সতী দেবী সম্ভোগ বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ের অতীব প্রিয় হইলেন। যেন সতী, শিবকে সেই মধুর শৃঙ্গাররস পান করাইতেই শিবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫৩

মহাদেব দাক্ষায়ণীর সমগ্র দেহ স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া নর্ম্মলীলা করিলেন। ৫৪

যেমন সংযমী পুরুষ আত্মজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ মহেশ্বর, আলাপ, অবলোকন, হাস্য ও সম্ভাষণ দ্বারা সতীর অন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৫৫

সতী-মুখ-চন্দ্রের সুধাপানে মহেশ্বরের শরীর দৃঢ় হইল; তাই তিনি কখনই শেষের সে ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন না। ৫৬

মহাদেব, দাক্ষায়ণীর মুখ কমল সৌরভে, অসামান্য সৌন্দর্য্য ও লীলানৈপুণ্য দ্বারা বদ্ধ হইয়া রজ্জুবদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় আর কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। ৫৭

এইরূপে মহেশ্বর, হিমালয় পর্ব্বতের নিকুঞ্জ প্রস্থ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ প্রতিদিন বিহার করিতে লাগিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! তাঁহার এইরূপ বিহার করিতে করিতে দেবপরিমাণে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর অতীত হইল। ৫৮

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কদাচিদথ দক্ষস্য তনয়া জলদাগমে।
জগাদাদ্রেঃ শিখরিণঃ প্রস্থস্থং বৃষভধ্বজম্ ॥ ১

সত্যুবাচ—

ঘনাগমোঽয়ং সম্প্রাপ্তঃ কালঃ পরমদুঃসহঃ।
অনেকবর্ণমেঘৌঘ-স্থগিতাম্বরদিক্‌চয়ঃ ॥ ২
বিবান্তি বাতা হৃদয়ং দারয়ন্তোঽতিবেগিনঃ।
কদম্বরজসাধৌতপাথোলেশাদিবর্ষিণঃ ॥ ৩
মেঘানাং গর্জ্জিতৈরুচ্চৈর্দ্ধারাসারং বিমুঞ্চতাম্।
বিদ্যুৎপতাকিনান্তীব্রৈঃ ক্ষুব্ধং কস্য ন মানসম্ ॥ ৪
ন সূর্য্যো দৃশ্যতে নাপি মেঘচ্ছন্নো নিশাপতিঃ।
দিবাপি রাত্রিবদ্ভাতি বিরহিব্যত্যয়াকরম্ ॥ ৫
মেঘা নৈকত্র তিষ্ঠন্তো ধ্বনন্তঃ পবনেরিতাঃ।
পতন্ত ইব লোকানাং দৃশ্যন্তে মূর্দ্ধ্নি শঙ্কর ॥ ৬
বাতাহতা মহাবৃক্ষা নৃত্যন্ত ইব চাম্বরে।
দৃশ্যন্তে হর ভীরূণাং ত্রাসকাঃ কামুকেপ্সিতাঃ ॥ ৭
স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যাম-মুদিরৌঘস্য পৃষ্ঠতঃ।
বলাকরাজী ভাত্যুচ্চৈর্যমুনাঘৃষ্টফেনবৎ ॥ ৮

শিব-দুর্গার হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিবার প্রস্তাব

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; অনন্তর, দক্ষতনয়া কোন সময়ে বর্ষাকালে, পর্ব্বতপ্রস্থে অবস্থিত বৃষধ্বজকে বলিলেন,—এই পরম দুঃসহ বর্ষাকাল উপস্থিত, এখন নানাবর্ণের জলদজাল দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ১-২

কদম্ব-কুসুম-পরাগমিশ্রিত-জলকণাবাহী বেগবান্ প্রভঞ্জন হৃদয় কম্পিত করত বহিতেছে। ৩

বিদ্যুৎ-পতাকাভূষিত আসারবর্ষী জলদাবলীর তীব্রতর ঘোর গর্জ্জনে কাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ না হয়? ৪

সূর্য্যের প্রকাশ নাই; নিশাকর মেঘগর্ভে লুকায়িত; এখন দিবা-রাত্রি সমান; এ কালের দিনও বিরহীদিগের প্রাণান্তকর। ৫

হে শঙ্কর! মেঘজাল, গর্জ্জন করিতেছে, পবন চালিত হওয়াতে একস্থানে থাকিতে পারিতেছে না, তাহাতে বোধ হইতেছে ইহারা যেন লোকের মস্তকে পড়িল। ৬

ভীরু-ভয়াবহ ও কামুকজনের অভিলষিত মহাবৃক্ষসকল পবনচালিত হওয়াতে দেখাইতেছে, যেন উহারা গগনমণ্ডলে নাচিতেছে। ৭

স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামল জলদ-জালের নিম্নে বলাকাবলী যমুনাজলস্থিত ফেনরাশির ন্যায় সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৮

ক্ষণং ক্ষণং চঞ্চলেয়ং দৃশ্যতে কালিকা গতা।
অম্বুধাবিব সন্দীপ্তঃ পাবকো বড়বামুখঃ ॥ ৯
প্ররোহন্তি হি শস্পানি মন্দিরপ্রাঙ্গণেষ্বপি।
কিমন্যত্র বিরূপাক্ষ শস্পোদ্ভূতিং বদাম্যহম্ ॥ ১০
শ্যামলৈ রাজতৈঃ কক্ষৈর্ব্বিশদোঽয়ং হিমাচলঃ।
মন্দরাশ্রয়বৃক্ষৌঘ-পত্রৈর্দুগ্ধাম্বুধির্যথা ॥ ১১
কুসুমশ্রীশ্চ কুটজং ভেজে সাস্যাথ কিংশুকান্।
উচ্চাবচাং কলৌ লক্ষ্মীর্যথা সন্ত্যজ্য সজ্জনান্ ॥ ১২
ময়ূরাঃ স্তনয়িত্নূনাং শব্দেন হৃষিতা মুহুঃ।
কেকায়ন্তে প্রতিবনে সততং বৃষ্টিসূচকাঃ ॥ ১৩
মেঘোন্মুখানাং মধুরশ্চাতকানাং স্বনো হর।
শ্রূয়তামতিমত্তানাং বৃষ্টিসন্নিধিসূচকঃ ॥ ১৪
গগনে শক্রচাপেন কৃতং সাম্প্রতমাস্পদম্।
ধারাসারশরৈস্তাপং ভেত্তুং প্রতি যথোদ্গতঃ ॥ ১৫
মেঘানাং পশ্য ভর্গেহ দুর্নয়ং করকোৎকরৈঃ।
যত্তাডয়ন্ত্যনুগতং ময়ূরং চাতকং তথা ॥ ১৬
শিখিসারঙ্গয়োর্দৃষ্ট্বা মিত্রাদপি পরাভবম্।
হংসা গচ্ছন্তি গিরিশ বিদূরমপি মানসম্ ॥ ১৭

সুনীল-সমুদ্র-সলিলে প্রদীপ্ত বাড়বানলের ন্যায় এই সৌদামিনী মেঘজালোপরি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছে। ৯

এখন গৃহ-প্রাঙ্গণেও শস্প-অঙ্কুর দেখা যাইতেছে ;—হে বিরূপাক্ষ! অন্য স্থলে অর্থাৎ যেখানে সচরাচর শস্প উৎপন্ন হয়, তথায় সে শস্প উৎপন্ন হইতেছে তাহা আর বলিব কি? ১০

যেমন ক্ষীরসমুদ্র মন্দর পর্ব্বতস্থিত তরুনিকরের শ্যামল পত্রপুঞ্জে শোভিত হইয়াছিল, সেইরূপ এই শুভ্রবর্ণ হিমাচল, মেঘ-শ্যামল কক্ষভূমি দ্বারা শোভা পাইতেছে। ১১

যেমন লক্ষ্মী কলিকালে সজ্জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে সে লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ, পুষ্পশোভা পলাশ কুসুম ত্যাগ করিয়া কুটজ পুষ্প ভজনা করিল। ১২

ময়ূরগণ, নিরন্তর মেঘশব্দে আনন্দিত হইয়া বৃষ্টি সূচনা করত বনে বনে সতত কেকারব করিতেছে। ১৩

মেঘ দর্শনে উৎসুক অতিমত্ত চাতকগণের আসন্নবৃষ্টিসূচক মধুর ধ্বনি শ্রবণ কর। ১৪

এখন ইন্দ্রধনু, গগনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে। বুঝি আসাররূপ শর-নিকরদ্বারা তাপ-শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্যই তাহার আবির্ভাব। ১৫

দেবাদিদেব! মেঘগুলির একবার অত্যাচার দেখ ;—বেটারা কিনা আপনাদিগের অনুগত ময়ূর ও চাতককে উৎকট করকাঘাতে পীড়া দিতেছে। ১৬

হে গিরিশ! ময়ূর ও চাতককুলের মিত্রের নিকটেও নিগ্রহ দেখিয়া হংসগণ দূরবর্ত্তী হইলেও সেই মানস-সরোবরে চলিয়াছে। ১৭

এতস্মিন্ বিষমে কালে নীড়ং কাকাশ্চ কোরকাঃ।
কুর্ব্বন্তি ত্বং বিনা গেহাৎ কথং শান্তিমবাপ্স্যসি ॥ ১৮
মহতী বাধতে ভীতির্মাং মেঘোত্থা পিনাকধৃক্।
যতস্ব তস্মাদ্বাসায় মা চিরং বচনান্মম ॥ ১৯
কৈলাসে বা হিমাদ্রৌ বা মহাকোষ্যামথ ক্ষিতৌ।
তবোপযোগ্যং ত্বং বাসং কুরুষ্ব বৃষভধ্বজ ॥ ২০
এবমুক্তস্তদা শম্ভুর্দাক্ষ্যায়ণ্যা তয়াসকৃৎ।
ঈষজ্জহাস শীর্ষস্থ-চন্দ্ররশ্মিসিতাননঃ ॥ ২১
অথোবাচ সতীং দেবীং স্মিতভিন্নোষ্ঠসম্পুটঃ।
মহাত্মা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ-স্তোষয়ন্ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২২

ঈশ্বর উবাচ—

যত্র প্রীত্যৈ ময়া কার্য্যো বাসস্তব মনোহরে।
মেঘাস্তত্র ন গন্তারঃ কদাচিদপি মৎপ্রিয়ে ॥ ২৩
মেঘা নিতম্বপর্য্যন্তং সঞ্চরন্তি মহীভৃতঃ।
সদাপ্রালেয়ধাম্নস্তু বর্ষাস্বপি মনোহরে ॥ ২৪
কৈলাসস্য তথা দেবী যাবদামেখলং ঘনাঃ।
সঞ্চরন্তি ন গচ্ছন্তি তস্মাদূর্দ্ধং কদাচন ॥ ২৫
সুমেরোর্বারিধেরূর্দ্ধং ন গচ্ছন্তি বলাহকাঃ।
জানুমূলং সমাসাদ্য পুষ্করাবর্ত্তকাদয়ঃ ॥ ২৬

এই বিষম সময়ে কাক ও চকোরেরাও নীড় নির্ম্মাণ করিতেছে, তুমি গৃহ বিনা সুখে থাকিবে কিরূপে? ১৮

হে পিনাকপাণি! আমি মেঘভয়ে বড় কাতর হইয়াছি; অতএব আমার কথানুসারে অবিলম্বে বাসস্থান করিতে যত্নশীল হও। ১৯

হে বৃষধ্বজ! তুমি কৈলাসে হিমালয়ে মহাকোষা-নদীতীরে অথবা পৃথিবীতে যেখানে হয় তোমার উপযুক্ত বাসস্থান কর। ২০

দাক্ষায়ণী শম্ভুকে বারংবার এই কথা বলিলে, তিনি মৌলিভূষণ-শশধরের বিশদ-কিরণচ্ছুরিত বদনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। ২১

অনন্তর, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ঈশ্বর, ঈষৎ-হাস্যে উদ্ভিন্ন-ওষ্ঠাধর হইয়া পরমেশ্বরী সতীদেবীর সন্তোষ-বিধান করিলেন। ২২

ঈশ্বর বলিলেন, হে মনোহরে! আমি তোমার প্রীতির জন্য যে স্থানে বাস করিব, তথায় আমার পুরীতে কদাচ মেঘ যাইতে পারিবে না। ২৩

হে মনোহারিণি! মেঘগণ বর্ষাকালেও হিমালয় পর্ব্বতের নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত সতত বিচরণ করে। ২৪

মহাদেবি! জলদজাল, কৈলাস পর্ব্বতের মেখলা পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করে, তাহার উর্দ্ধে কদাচ যাইতে পারে না। ২৫

পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘগণও সুমেরুপর্ব্বতের জানুমূল পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহার উর্দ্ধে পারে না *। ২৬

---

* "জঘনস্যোর্দ্ধং" ও "জম্বুমূলং সমাসাদ্য" এই পাঠের অনুসৃত অর্থ এই—'জঘন ভাগস্থিত জম্বুতরুমূল পর্য্যন্ত গমন করে, জঘনের উর্দ্ধে যাইতে পারে না।"

এতেষু চ গিরীন্দ্রেষু যস্যোপরি তবেহতে।
মনঃ প্রিয়ে নিবাসায় তমাচক্ষ দ্রুতং ময়ি ॥ ২৭

স্বেচ্ছাবিহারৈস্তব কৌতুকানি
সুবর্ণপক্ষানিলবৃন্দবৃন্দৈঃ।
শকুন্তবর্গৈর্মধুরস্বনৈস্তে
সদোপদেয়ানি গিরৌ হিমোত্থে ॥ ২৮

সিদ্ধাঙ্গনাস্তে সখিতাং সনাতনী-
মিচ্ছন্ত্য এবোপকৃতিং সকৌতুকাম্।
স্বেচ্ছাবিহারৈর্মণিকুট্টিমে গিরৌ
কুর্ব্বন্ত্য এষ্যন্তি ফলাদিদানকৈঃ ॥ ২৯

যা দেবকন্যা গিরিকন্যকাশ্চ
যা নাগকন্যাশ্চ তুরঙ্গমুখ্যঃ।
সর্ব্বাস্তু তাস্তে সততং সহায়তাং
সমাচরিষ্যন্ত্যনুমোদবিভ্রমৈঃ ॥ ৩০

রূপং তবেদমতুলং বদনং সুচারু
দৃষ্ট্বাঙ্গনা নিজবপুর্নিজকান্তিসজ্ঘম্।
হেলাং নিজে বপুষি রূপগুণেষু নিত্যং
কর্ত্তার ইত্যনিমিষেক্ষণচারুরূপাঃ ॥ ৩১

যা মেনকা পর্ব্বতরাজজায়া
রূপৈগুণৈঃ খ্যাতবতী ত্রিলোকে।
সা চাপি তে তত্র মনোঽনুমোদং
নিত্যং করিষ্যত্যথ সূচনাদ্যৈঃ ॥ ৩২

পুরস্ত্রিবর্গৈগিরিরাজবন্দ্যৈঃ
প্রীতিং বিতন্বদ্ভিরুদাররূপাম্।
শিক্ষা সদা তে স্বকুলোচিতাপি
কার্য্যান্বহং প্রীতিযুতা গুণৌঘৈঃ ॥ ৩৩

প্রিয়ে! এই সকল গিরিবরের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার মন চাহে, শীঘ্র আমাকে তাহা বল। ২৭

সুবর্ণময় পক্ষের পবনবেগে বিকম্পিত পল্লব স্বেচ্ছাবিহারী মধুর-কূজন বিহঙ্গ-বর্গে তোমার বড় আমোদ; এই হিমালয় পর্ব্বতে তাহা সতত সুলভ। ২৮

সিদ্ধাঙ্গনাগণ, তোমার সহিত চিরসখ্য করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাঁহারা ফলাদি দান করত তোমার আনন্দ-উপকার করিতে এই স্বেচ্ছাবিহার-ভূমি মণিকুট্টিমশোভিত গিরিবরে আসিবে। ২৯

দেবকন্যা, নাগকন্যা, গিরিকন্যা ও কিন্নর-কন্যাগণ, সকলেই আমোদ-প্রমোদ বিলাস-বিভ্রমে সতত তোমার সহায়তা করিবে। ৩০

সুরসুন্দরীগণ, তোমার এই নিরুপম-রূপরাশি ও বদনমণ্ডল আর তাহা-দিগের নিজ নিজ দেহ ও লাবণ্যের দিকে চাহিয়া তাহারা আপন আপন শরীর ও রূপ গুণে নিত্য অবহেলা করিবে। ৩১

রূপে-গুণে ত্রিলোক-বিখ্যাতা গিরিরাজ-মহিষী মেনকাও অভ্যর্থনাদি দ্বারা নিত্য তোমার মানসিক আনন্দবিধান করিবেন। ৩২

বিচিত্রকোকিলালাপ-মোদকুঞ্জগণাবৃতম্ ।
সদা বসন্তপ্রভবং গন্তুমিচ্ছসি কিং প্রিয়ে ।
নানাস্বচ্ছজলাপূর্ণ-সরঃশতসমাবৃতম্ ।
পদ্মিনীশতসংযুক্ত-মচলেন্দ্রং হিমালয়ম্ ॥ ৩৪
সর্ব্বকামপ্রদৈর্বৃক্ষৈঃ শাদ্বলৈঃ কল্পসংজ্ঞকৈঃ ।
সঙ্কুলং যস্য কুসুমান্যুপযোক্ষ্যসি তত্র বৈ ॥ ৩৫
প্রশান্তশ্বাপদগণং মুনিভির্যতিভির্বৃতম্ ।
দেবালয়ং মহাভাগে নানামৃগগণৈর্বৃতম্ ॥ ৩৬
স্ফটিকস্বর্ণবপ্রাদ্যৈ রাজতৈশ্চ বিরাজিতম্ ।
মানসাদিসরোবর্গৈরভিতঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩৭
হিরণ্ময়ৈ রত্ননালৈঃ পঙ্কজৈর্মুকুলৈর্বৃতম্ ॥ ৩৮
শিশুমারৈস্তথা শঙ্খৈঃ কচ্ছপৈর্মকরৈর্ঝষৈঃ ।
নিষেবিতৈর্মঞ্জুলৈশ্চ তথানীলোৎপলাদিভিঃ ॥ ৩৯
দেবীশতস্নানসক্ত-সর্ব্বগন্ধৈশ্চ কুঙ্কুমৈঃ ।
বিচিত্রস্রগ্‌গন্ধজলৈরাপূর্ণৈঃ স্বচ্ছকান্তিভিঃ ॥ ৪০
শাদ্বলৈস্তরুভিস্তুঙ্গৈস্তীরস্থৈরুপশোভিতৈঃ ।
নৃত্যদ্ভিরিব শাখৌঘৈর্ব্যঞ্জয়ন্তং স্বসম্ভবম্ ॥ ৪১
কাদম্বৈঃ সারসৈর্মত্ত-চক্রাঙ্গগ্রামশোভিতৈঃ ।
মধুরারাবিভির্মোদকারিভির্ভ্রমরাদিভিঃ ॥ ৪২

গিরিরাজ বংশীয়া গুণবতী পুরস্ত্রীগণ, তোমার সহিত সারল্য-পূর্ণ প্রীতি-বিস্তার করিবেন, তাহাতে তোমার প্রীতিসহকারে সতত নিজকুলোচিত শিক্ষাও হইবে। ৩৩

গিরিরাজ হিমালয়ে কুঞ্জসকল কোকিলকুলের বিচিত্র-কাকলীরবে আনন্দময় ; বসন্ত সতত বিরাজমান ; স্বচ্ছ জলপূর্ণ শত শত সরোবর ; আর কমলপূর্ণ পুষ্করিণীও শত শত। তাই বলি প্রিয়ে! হিমালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয় কি ? ৩৪

সর্ব্বকামপ্রদ কল্পপাদপে আচ্ছন্ন হিমালয়ের হরিতবর্ণ তরুরাজির কুসুমচয় উপভোগ করিতে পারিবে। ৩৫

হে মহাভাগে! দেবগণের লীলাভূমি সেই হিমাচল—প্রশান্ত শ্বাপদকুল, বহুতর মুনি, যতি এবং নানাবিধ মৃগগণে পরিবৃত রহিয়াছে। ৩৬

তথায় মানস প্রভৃতি স্ফটিক-সুবর্ণ-প্রবাল-রজতময় বহুতর সরোবর, সেই সকল সরোবর আবার রত্নময় নাল-দণ্ড সুবর্ণময় ফুল্লকমল কমলকুল ও মনোহর নীলোৎপলাদি দ্বারা পরিশোভিত। ৩৭-৩৮

শিশুমার ও শঙ্খ-কচ্ছপ-মকরকুলে আবৃত এবং স্নানকালে শত শত সুর-রমণীগণের অঙ্গবিধৌত বিবিধ গন্ধদ্রব্য, কুঙ্কুম ও পরিভ্রষ্ট বিচিত্রকুসুমমাল্যের সৌরভ-বাসিত স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ। ৩৯-৪০

তাহাদিগের তীরে হরিতবর্ণ উত্তুঙ্গ পাদপশ্রেণী ; তদীয় শাখাসকল পবন-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া যেন আপনাদিগের সম্পদের কথা জানাইতেছে। ৪১

ইহাতে সরোবরকুঞ্জের বড়ই শোভা। সেই সকল সরোবরে কলহংস, সারস, মদমত্ত, চক্রবাক ও মধুমত্ত ভ্রমরকুল, সতত বিরাজমান। ৪২

বাসবস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
অগ্নেঃ কৌণপরাজস্য মারুতস্য হরস্য চ ॥ ৪৩
পুরীভিঃ শোভিশিখরং মেরুমুচ্চৈঃ সুরালয়ম্।
রম্ভাশচীমেনকাদিরম্ভোরগগণসেবিতম্ ॥ ৪৪
কিন্ত্বমিচ্ছসি সর্ব্বেষাং সারভূতং মহাগিরিম্ ॥ ৪৫
তব দেবীশতযুতা সাপ্সরোগণসেবিতা।
নিত্যং চরিষ্যতি শচী তব যোগ্যাং সহায়তাম্ ॥ ৪৬
অথবা মম কৈলাসমচলেন্দ্রং সদাশ্রয়ম্।
স্থানমিচ্ছসি বিত্তেশপুরীপরিবিরাজিতম্ ॥ ৪৭
গঙ্গাজলৌঘপ্রযতং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
দরীষু সানুষু সদা যক্ষকন্যাভিরীহিতম্ ॥ ৪৮
নানামৃগগণৈর্জুষ্টং পদ্মাকরশতাবৃতম্।
সর্ব্বৈগুর্ণৈশ্চ সদৃশং সুমেরোরিব সুন্দরি ॥ ৪৯
স্থানেষ্বেতেষু যত্রাস্তি তবান্তঃকরণস্পৃহা।
তদ্দ্রুতং মে সমাচক্ষ্ব বাসং কর্ত্তাস্মি তত্র তে ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতীরিতে শঙ্করেণ তদা দাক্ষায়ণী শনৈঃ।
ইদমাহ মহাদেবং শ্লক্ষ্ণং স্বেচ্ছাপ্রকাশনম্ ॥ ৫১

সত্যুবাচ—

হিমাদ্রাবেব বসতিমহমিচ্ছে ত্বয়া সহ।
নচিরাৎ কুরু বাসং ত্বং তস্মিন্নেব মহাগিরৌ ॥ ৫২

অথবা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বসু, কুবের এবং আমি—আমাদিগের পুরীপরিসরে শোভিত শৃঙ্গ, রম্ভা, শচী, মেনকা প্রভৃতি রম্ভোরুগণ-নিষেবিত, দেবগণের আবাসভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাগিরি উচ্চচূড় সুমেরুপর্ব্বতে বাস করিতে ইচ্ছা কর কি ? ৪৩-৪৫

তথায় অপ্সরোগণসেবিতা ইন্দ্রাণী শত শত দেবীগণ পরিবৃতা হইয়া সর্ব্বদা তোমার সহায়তা করিবেন। ৪৬

অথবা কুবেরনগর-শোভিত, গঙ্গাজল-প্রবাহ-পূত, পূর্ণচন্দ্রসম-শুভ্রবর্ণ আমার চিরবাস-স্থান গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে থাকিতে ইচ্ছা হয় কি ? ৪৭

ঐ পর্ব্বতের গুহা ও সানুদেশে ব্রহ্মকন্যাগণ সদা বিচরণ করে। ৪৮

বিবিধ মৃগগণ সেবিত শত শত কমলাকর সরোবরে আবৃত কৈলাসপর্ব্বত কোন গুণেই সুমেরুর ন্যূন নহে। ৪৯

এই সকল স্থানের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাহা শীঘ্র বল, আমি তোমার সহিত সেইখানেই বাস করিব। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শঙ্কর, এই কথা বলিলে, দাক্ষায়ণী, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করত ধীরে ধীরে মধুরভাষে মহাদেবকে বলিলেন,—আমি তোমার সহিত হিমালয় পর্ব্বতেই বাস করিতে ইচ্ছা করি ; অতএব তুমি অবিলম্বেই এই মহাগিরিতে বাস কর। ৫১-৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হরঃ পরমমোদিতঃ।
হিমাদ্রিশিখরং তুঙ্গং দাক্ষায়ণ্যা সমং যযৌ ॥ ৫৩
সিদ্ধাঙ্গনাগণাযুক্তমগম্যং মেঘপক্ষিভিঃ।
জগাম শিখরং তুঙ্গং মরীচবনরাজিতম্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বিচিত্রকনকৈ রূপ্যৈঃ শিখরং রত্নকর্ব্বুরম্।
বালার্কসদৃশং তুঙ্গমাসসাদ সতীসখঃ ॥ ১
স্ফটিকাশ্মময়ে তস্মিন্ শাদ্বলদ্রুমবাজিতে।
বিচিত্রপুষ্পবল্লীভিঃ সরসীভিশ্চ সংযুতে।
প্রফুল্লতরুশাখাগ্র-গুঞ্জদ্‌ভ্রমরভূষিতে ॥ ২
পঙ্কেরুহৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ নীলোৎপলচয়ৈস্তথা।
শোভিতে চক্রবাকৌঘৈঃ কাদম্বৈর্হংসমদ্‌গুভিঃ ॥ ৩
প্রমত্তসারসৈঃ ক্রৌঞ্চৈর্নীলকণ্ঠৈশ্চ শব্দিতে।
পুংস্কোকিলকলস্বানৈর্মধুরৈর্মৃগসেবিতে ॥ ৪
তুরঙ্গবদনৈঃ সিদ্ধৈরপ্সরোভিঃ সগুহ্যকৈঃ।
বিদ্যাধরীভির্দেবীভিঃ কিন্নরীভির্বিহারিতে।
পুরন্ধ্রীভিঃ পার্ব্বতীভিঃ কন্যাভিশ্চ সমন্বিতে ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব তাঁহার কথা শুনিয়া পরমানন্দে দাক্ষায়ণী সমভিব্যাহারে সিদ্ধরমণীগণ-সেবিত মেঘ ও বিহঙ্গকুলের অগম্য সরোবর-কানন-শোভিত উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখরে গমন করিলেন। ৫৩-৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

দক্ষ-যজ্ঞ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সতী-সহচর শম্ভু সুবর্ণ-রজতে বিচিত্র, রত্নকন্দর-শোভিত, বাল-সূর্য্যসন্নিভ, তুঙ্গশিখরে সমাগত হইলেন। ১

তথায় স্ফটিক-প্রস্তরময়, হরিত-বৃক্ষরাজি-শোভিত, বিচিত্র-কুসুমিত লতা ও সরোবরযুক্ত গিরিরাজ নগরী-সন্নিহিত শিখরাংশে বৃষধ্বজ সতীসহ বহুদিন বিহার করিলেন। ২

তথায় কমল বিকসিত, নীলোৎপল প্রস্ফুটিত, ফুল্ল, কুসুমিত দ্রুমদল বিটপে অলিকুল গুঞ্জরিত; চক্রবাক, কলহংস, হংস, মদ্‌গু, মত্ত সারস, বক ও

বিপঞ্চীতন্ত্রিকামন্দ্রমৃদঙ্গপটহস্বনৈঃ।
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ কৌতুকোত্থৈঃ সুশোভিতে ॥ ৬
দৈবীলতাভির্দিব্যাভির্গন্ধিনীভিঃ সমাবৃতে।
উদ্ধ্বপ্রফুল্লকুসুমৈর্নিকুঞ্জৈরুপশোভিতে ॥
শৈলরাজপুরাভ্যাসে শিখরে বৃষভধ্বজঃ।
সহ সত্যা চিরং রেমে এবম্ভূতে সুশোভনে ॥ ৮
তস্মিন্ স্বর্গসমে স্থানে দিব্যমানেন শঙ্কর ।
দশ বর্ষসহস্রাণি রেমে সত্যা সমং মুদা ॥ ৯
স কদাচিত্তু তৎস্থানাৎ কৈলাসং যাতি শঙ্করঃ।
কদাচিন্মেরুশিখরং দেবদেবীবৃতং পুরা ॥ ১০
দিক্পালানাং তথোদ্যানং বনানি বসুধাতলম্।
গত্বা গত্বা পুনস্তত্র রেমে তেভ্যঃ সতীসখঃ ॥ ১১
ন জজ্ঞে স দিবারাত্রং ন ব্রহ্ম ন তপঃ শমম্।
সত্যাহিতমনাঃ শম্ভুঃ প্রীতিমেব চকার হ ॥ ১২
একং মহাদেবমুখং সতী পশ্যতি সর্ব্বশঃ।
মহাদেবোঽপি সর্ব্বত্র সদাদ্রাক্ষীৎ সতীমুখম্ ॥ ১৩
এবমন্যোন্যসংসর্গাদনুরাগমহীরুহম্।
বর্দ্ধয়ামাসতুঃ শম্ভুসত্যৌ ভাবাম্বুসেচনৈঃ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে দক্ষো জগতাং হিতকারকঃ।
মহাযজ্ঞং সমারেভে যষ্টুং বৈ সর্ব্বজীবনম্ ॥ ১৫

ময়ূরগণের শব্দ ও পুংস্কোকিল-কুলের মধুর কলস্বনে সতত শব্দময়,—মৃগগণ-সেবিত, কিন্নর, কিন্নরী, সিদ্ধ, অপ্সরা, যক্ষ, বিদ্যাধরী ও দেবগণের বিহার-ভূমি, পার্ব্বতীয় কন্যা ও পুরস্ত্রিবর্গে পরিবৃত সেই শিখরদেশে বীণাতন্ত্রীর মৃদুমধুর-ঝঙ্কার-মিশ্রিত মৃদঙ্গ পটহ শব্দের সঙ্গে অপ্সরাগণের সকৌতুক নৃত্য, সুগন্ধবতী অপার্থিব লতা এবং উদ্ধ্ব-ফুল্ল কুসুমরাজি-সংবৃত নিকুঞ্জাবলী ;—শোভার এক শেষ। ৩-৮

এই সুশোভন স্বর্গতুল্য স্থানে শঙ্কর, দিব-মানের দশ সহস্র বৎসর সতীসহ সানন্দে বিহার করিলেন। ৯

শঙ্কর কখন কৈলাসে যাইলেন, কখন দেবদেবীপরিবৃত সুমেরু-শিখরে যাইলেন। ১০

কখন দিক্পালগণের উদ্যান-কাননে গমন করিলেন, কখন বা পৃথিবীতলে যাইলেন ; এইরূপ নানাস্থানে গিয়া তথায় তথায় সতীসহ অত্যন্ত বিহার করিলেন। ১১

সতীগত-চিত্ত মহাদেবের দিবা রাত্রি জ্ঞান হয় নাই ; বেদ তপস্যা ও শম-দমাদি মনে পড়ে নাই, কেবল সতীর প্রীতিবিধানই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইল। ১২

সতী, সকল স্থানে সকল সময়ে একমাত্র শিবমুখই দেখিতে লাগিলেন ; মহাদেবও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কেবল দাক্ষায়ণীর বদনমণ্ডলই দেখিতে লাগিলেন। ১৩

শিব-দাক্ষায়ণী এইরূপ পরস্পর সংসর্গে ভাব-জলসেচন দ্বারা পরস্পরের অনুরাগ-বৃক্ষ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ১৪

অষ্টাশীতিসহস্রাণি যত্র জুহ্বতি ঋত্বিজঃ।
উদ্গাতারশ্চতুঃষষ্টিসহস্রাণি সুরর্ষয়ঃ।
অধ্বর্য্যবোঽথ হোতারস্তাবন্তো নারদাদয়ঃ ॥ ১৬
অধিষ্ঠাতা স্বয়ং বিষ্ণুঃ সহ সর্ব্বমরুদ্গণৈঃ।
স্বয়ং তত্রাভবদ্ ব্রহ্মা ত্রয়ীবিধিনিদর্শকঃ ॥ ১৭
তথৈব সর্ব্বদিক্‌পালা দ্বারপালাশ্চ রক্ষকাঃ।
উপতস্থে স্বয়ং যজ্ঞঃ স্বয়ং বেদী ধরাভবৎ ॥ ১৮
তনূনপাদপি নিজং চক্রে রূপং সহস্রশঃ।
হবিষাং গ্রহণায়াশু তস্মিন্ যজ্ঞমহোৎসবে ॥ ১৯
আমন্ত্র্যাশু মরীচ্যাদ্যাঃ পবিত্রৈকৈকধারিণঃ।
সর্ব্বত্র সামিধেন্যো তজ্জালয়ামাসুরর্চ্চিষম্ ॥ ২০
সপ্তর্ষয়ঃ সামগাথা কুর্ব্বন্তি স্ম পৃথক্ পৃথক্।
গান্দিশো বিদিশঃ খঞ্চ পূজয়ন্তঃ শ্রুতিস্বরৈঃ ॥ ২১
ন বৃতাস্তত্র যাগেষু দক্ষেণ সুমহাত্মনা ॥ ২২
ন কেচিদৃষয়ো দেবা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ।
নোদ্ভিদো ন তৃণং বাপি পশবো ন মৃগাস্তথা ॥ ২৩
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘা-নাদিত্যসাধ্যর্ষিগণান্ সযক্ষান্।
সস্থাবরান্নাগবরান্ সমস্তান্, বব্রে স দক্ষঃ সুমহাধ্বরেষু ॥ ২৪
কল্পমন্বন্তরযুগ-বর্ষমাসদিবানিশাঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাদ্যা বৃতাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ ॥ ২৫

এই সময়ে ত্রিভুবনহিত-কারী দক্ষ, সর্ব্ব-জীবন মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন। ১৫

সেই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদ্গাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু এবং হোতা। ১৬

সর্ব্বদেবগণসহ স্বয়ং বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা; স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার বেদ-বিধিপ্রদর্শক। ১৭

এই যজ্ঞে সকল সকল দিক্‌পালগণ, দ্বারপাল ও রক্ষক। তথায় মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত হন, ধরামণ্ডল যজ্ঞবেদী হইলেন। ১৮

সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে শীঘ্র শীঘ্র রাশি রাশি হবি গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্নি সহস্র সহস্র নিজ দেহ প্রকাশ করেন। ১৯

একৈক-পবিত্র-পাণি মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এই কার্য্যের প্রধান সহায় হন। তাঁহারা সামধেনী মন্ত্র (অগ্নিপ্রজ্বালন মন্ত্র) দ্বারা সর্ব্বত্র অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। সপ্তর্ষিগণ, দিক্, বিদিক্, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল শ্রুতি-স্বরে পূর্ণ করত সামগান করেন। ২০-২১

সু-মহাত্মা-দক্ষ, সেই যজ্ঞে বরণ করেন নাই;—এইরূপ কেহ ছিল না। ২২

দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্, তৃণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, আদিত্য, ঋষি, স্থাবরমণ্ডল—দক্ষ, সেই মহাযজ্ঞে সকলকে বরণ করেন। ২৩-২৪

কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ও নিমেষাদি সকলেই দক্ষকর্ত্তৃক বৃত হইয়া তথায় সমাগত হন। ২৫

মহর্ষিরাজর্ষিসুরর্ষিসঙ্ঘা, নৃপাঃ সপুত্রাঃ সচিবৈঃ সসৈন্যৈঃ
বসুপ্রমুখ্যা গণদেবতা যাঃ, সর্ব্বা বৃতাস্তেন গতা মখং তম্ ॥ ২৬
কীটাঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্ব্বে, সবানরাঃ শ্বাপদবিঘ্নঘোরাঃ।
মেঘাঃ সশৈলাঃ সনদীসমুদ্রাঃ, সরাংসি বাপ্যশ্চ গতা বৃতাস্তে ॥ ২৭
সর্ব্বে স্বভাগং হবিষাং জিঘৃক্ষবঃ, ক্রতুং প্রজগ্মুর্দ্দৃঢ়যজ্বিনস্তে।
পাতালবাসা অসুরাঃ সমাগতা, নাগস্ত্রিয়ো দেবসমাঃ সমস্তাঃ ॥ ২৮

জগদ্বর্ত্তাস্তি যৎকিঞ্চিচ্চেতনাচেতনং পুনঃ।
সর্ব্বং বৃত্বা সমারেভে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্ ॥ ২৯
তস্মিন্ যজ্ঞে বৃতঃ শম্ভুর্ন দক্ষেণ মহাত্মনা।
কপালীতি বিনিশ্চিত্য তস্য যজ্ঞার্হতা ন হি ॥ ৩০
কপালিভার্য্যেতি সতী দয়িতাপি সুতা নিজা।
নাহূতা যজ্ঞবিষয়ে দক্ষেণ দোষদর্শিনা ॥ ৩১
শ্রুত্বা সতী তথা যজ্ঞং তাতেনারব্ধমুত্তমম্।
কপালিভার্য্যেতি বৃতা নাহমিত্যপি তত্ত্বতঃ ॥ ৩২
উচ্চৈশ্চুকোপ দক্ষায় রক্তনেত্রাননা তদা।
শাপেন দক্ষং দগ্ধুঞ্চ মনশ্চক্রে তদা সতী ॥ ৩৩
কোপাবিষ্টাপি সা পূর্ব্বসময়ং স্মৃতবত্যমুম্।
মনসেতি বিনিশ্চিত্য নঃ শশাপ তদা সতী ॥ ৩৪
অলং শাপেন মে পূর্ব্বং সুদৃঢ়ঃ সময়ঃ কৃতঃ।
অস্তীতি ময্যবজ্ঞায়াং প্রাণান্ মোক্ষ্যে ধ্রুবং পুনঃ ॥ ৩৫

মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পুত্রামাত্যসৈন্য সমভিব্যাহারে, নৃপতি এবং বসুপ্রমুখ গণ-দেবতা—সকলেই দক্ষকর্ত্তৃক বৃত হইয়া যজ্ঞে গমন করেন। ২৬

কীট, পতঙ্গ, জলজপ্রাণী, বানর, ঘোরবিঘ্নকর, শ্বাপদ, মেঘ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, সরোবর ও দীর্ঘিকা—সকলেই বৃত হইয়া তথায় গমন করেন। ২৭

পাতালবাসী অসুর এবং দেবতুল্য সমস্ত রমণীগণও তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই যাযজূক দক্ষের যজ্ঞে স্ব স্ব হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। ২৮

মুনি দক্ষ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরণ করিয়া সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ২৯

মহাত্মা দক্ষ, "মহাদেব কপালী, অতএব তিনি যজ্ঞার্হ নহেন" বিবেচনা করিয়া সে যজ্ঞে তাঁহাকে বরণ করেন নাই। ৩০

সতী আপনার প্রিয়তনয়া হইলেও, কপালীর ভার্য্যা বলিয়া সে যজ্ঞে—দোষদর্শী দক্ষ, তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই। ৩১

পিতা তাদৃশ উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমি কপালীর ভার্য্যা বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন নাই, ইহা তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সতী দক্ষের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সতী,—আরক্ত-নয়না ও আরক্তবদনা হইয়া দক্ষকে শাপদগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। ৩২-৩৩

তিনি কোপাবিষ্ট হইলেও তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে তখন আর দক্ষকে শাপ দিলেন না, মনে মনে ইহা স্থির করিলেন;—শাপ দিবার আবশ্যকতা নাই, আমি পূর্ব্বেই দক্ষকে দৃঢ়নিয়ম-বদ্ধ করিয়া দিয়াছি

যদা স্তুতাহং দক্ষেণ সুচিরং তনয়ার্থিনা।
তদৈব সময়ো মেঽয়ং শাপে নালঙ্করোমি তম্ ॥ ৩৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা দেবী নিত্যরূপমথাত্মনঃ।
সস্মারাতুলমত্যুগ্রং নিষ্কলং চ জগন্ময়ম্ ॥ ৩৭
পূর্ব্বরূপং স্মরন্তী সা যোগনিদ্রাহ্বয়ং হরেঃ।
এবং সঞ্চিন্তয়ামাস মনসা দক্ষজা তদা ॥ ৩৮
ব্রহ্মণোদিতদক্ষেণ যদর্থমহমীড়িতা।
তৎকিঞ্চিদপি নো জাতং শঙ্করোঽপি ন পুত্রবান্ ॥ ৩৯
ইদানীমেকমেবাভূৎ কার্য্যং দেবগণস্য চ।
যচ্ছঙ্করঃ সানুরাগো মৎকৃতেঽভূচ্চ যোষিতি ॥ ৪০
মত্তো নান্যা পুনঃ শম্ভো রাগং বর্দ্ধয়িতুং পুনঃ।
শক্তা ন কাপি ভবিতা স নান্যাং সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৪১
তথাপ্যহং তনুত্যক্ষে সময়াৎ পূর্ব্বযোজিতাৎ।
হিতায় জগতাং কুর্য্যাং প্রাদুর্ভাবং পুনর্গিরৌ ॥ ৪২
পুরা হিমবতঃ প্রস্থে রম্যে দেবগৃহোপমে।
শম্ভুঃ সার্দ্ধং ময়া রন্তং সুচিরং প্রীতিসংযুতঃ ॥ ৪৩
তত্র যা মেনকা দেবী চার্ব্বঙ্গী চরিতব্রতা।
সুশীলা সা পুরস্ত্রীণামুত্তমা পার্ব্বতীগণে ॥ ৪৪
সা মাং মাতৃবদাচষ্ট সর্ব্বকর্ম্মসু নর্ম্মকম্।
তস্যাং মেঽত্যনুরাগোঽভূৎ সা মে মাতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৫

যে, আমার প্রতি তোমার অবজ্ঞা উপস্থিত হইলেই আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। ৩৪-৩৫

যখন আমাকে কন্যারূপে প্রার্থনা করত বহুকাল আমার স্তব করে, তখন আমি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছি ; শাপে কাজ নাই , আমি সেই নিয়ম পালন করিব। ৩৬

সতী দেবী ইহা চিন্তা করিয়া জগন্ময় নিষ্কাম ঘোরতর নিজ নিরুপম নিত্য-রূপ স্মরণ করিলেন। ৩৭

তখন দাক্ষায়ণী শ্রীহরির যোগনিদ্রাস্বরূপ নিজ রূপ স্মরণ করত মনে মনে চিন্তা করিলেন ; ব্রহ্মার কথামত দক্ষ যে জন্য আমাকে স্তব করিয়াছিল ; তাহার কিছুই হইল না, শঙ্কর এখনও অপুত্রক। ৩৮-৩৯

এখন দেবগণের কেবল একটী কার্য্য হইয়াছে, শঙ্কর আমার জন্যই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। ৪০

আমি ভিন্ন আর কোন রমণীই শঙ্করের অনুরাগবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে না ; অতএব শিব অন্য রমণীকে গ্রহণ করিবেন না। ৪১

তথাপি আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাবশতঃ এই দেহত্যাগ করিব ; তৎপরে ত্রিভুবনের হিতার্থ আমি পুনরায় এই হিমালয়ে প্রাদুর্ভূত হইব। ৪২

পূর্ব্ব হইতেই শম্ভু, সুরগৃহসদৃশ রমণীয় হিমালয়প্রস্থে আমার সহিত বহুকাল বিহার করিতে প্রীতিযুক্ত আছেন। ৪৩

তথায় চার্ব্বঙ্গী ব্রতচারিণী মেনকাদেবী, পর্ব্বতবংশীয়াদিগের মধ্যে সুশীলা এবং পুরস্ত্রীবর্গের প্রধান। ৪৪

কন্যাভিঃ পার্ব্বতীভিশ্চ বাল্যক্রীড়ামহং চিরম্।
কৃত্বা কৃত্বা মেনকায়াঃ করিষ্যে মোদমুত্তমম্ ॥ ৪৬
পুনশ্চাহং ভবিষ্যামি শম্ভোর্জায়াতিবল্লভা।
করিষ্যে দেবকার্য্যাণি তদুপায়াদসংশয়ম্ ॥ ৪৭
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা পুনঃ কোপসমাবৃতা।
জজ্বাল দক্ষতনয়া দক্ষদারুণকর্ম্মণা ॥ ৪৮
ক্রোধরক্তেক্ষণা তত্র তনুযষ্টেস্তদা সতী।
স্ফোটঞ্চকার দ্বারাণি সর্ব্বাণ্যাবৃত্য যোগতঃ ॥ ৪৯
তেন স্ফোটেন মহতা তস্যাস্ত প্রাণবায়বঃ।
নির্ভিদ্য দশমদ্বারমাত্মনস্তে বহির্যযুঃ ॥ ৫০
ত্যক্তপ্রাণাস্তু তাং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সর্ব্বেঽন্তরিক্ষগাঃ।
হাহাকারং তদা চক্রুঃ শোকব্যাকুলিতেক্ষণাঃ ॥ ৫১
ততস্তু সত্যা ভগিনীসুতা তাং দ্রষ্টুমাগতা।
চুক্রোশ শোকাদ্বিজয়া মৃতাং দৃষ্ট্বা সতীং মুহুঃ ॥ ৫২
হা সতী ক গতাসীতি হা সতী তব কিং ত্বিদম্।
হা মাতৃষ্বসরিত্যুচ্চৈস্তদা শব্দো মহানভূৎ ॥ ৫৩
বিপ্রিয়শ্রবণাদেব প্রাণাস্ত্যক্তাস্ত্বয়া সতি।
অহং কথন্তু জীবামি দৃষ্ট্বৈদৃগ্বিপ্রিয়ং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৪
পাণিনা বদনং সত্যা মার্জ্জয়ন্তী মুহুর্ম্মুহুঃ।
করুণং বিলপন্তী স্ম মুখং জিঘ্রতি সা তদা ॥ ৫৫

তিনি আমাকে মা'র ন্যায় সামঞ্জস্যভাবে সকল কার্য্য করিতে বলেন; তাঁহার উপর আমার বড় অনুরাগ হইয়াছে, তিনিই আমার মা হইবেন। ৪৫

আমি পর্ব্বতবংশীয়া কন্যাগণের সহিত বহুকাল বাল্যক্রীড়া করত মেনকাদেবীর পরমানন্দ সম্পাদন করিব। ৪৬

তৎপরে আমি পুনরায় শিবের অতি প্রিয়তমা ভার্য্যা হইব; তখন আমি উপায় দ্বারা নিশ্চয়ই দেবকার্য্যসকল সাধন করিব। ৪৭

দক্ষনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দক্ষের নিদারুণকর্ম্ম স্মরণমাত্রে ঘোর রোষাবেশে জ্বলিয়া উঠিলেন। ৪৮

তখন কোপরক্ত-নয়না সতী, যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন। সেই মহাকুম্ভকে তদীয় প্রাণ-বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। ৪৯-৫০

অন্তরীক্ষস্থিত দেবতাসকল তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া শোকাশ্রুপূর্ণনয়নে হাহাকার করিতে লাগিলেন। ৫১

অনন্তর সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; তিনি সতীকে মৃত দেখিয়া শোকাবেগে মুহুর্ম্মুহুঃ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ৫২

হায় সতি! কোথায় গেলে; হায়! সতি! তোমার একি হইল!! হায় মাসি! তখন এইরূপ উচ্চতর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। ৫৩

সতি! তুমি অপ্রিয় শ্রবণেই প্রাণত্যাগ করিলে, আর আমি ঈদৃশ ঘোর অপ্রিয় স্বচক্ষে দেখিয়া জীবনধারণ করিব কিরূপে? ৫৪

সিঞ্চন্তী নেত্রজৈস্তোয়ৈঃ সত্যাঃ সা হৃদয়ং মুখম্।
কেশানুল্লাস্য পাণিভ্যাং বীক্ষন্তী বদনং মুহুঃ॥ ৫৬
ঊর্দ্ধাধঃকম্পিতশিরাঃ শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া।
হৃদয়ং পঞ্চশাখাভ্যাং বিনিঘ্নন্তী তথা শিরঃ॥ ৫৭
ইদঞ্চ বচনং সাশ্রুকণ্ঠা সা বিজয়াব্রবীৎ।
শ্রুত্বা তে মরণং মাতা বীরিণী শোককর্ষিতা।
ধারয়ন্তী কথং প্রাণান্ সদ্যস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্॥ ৫৮
স তথা নিরনুক্রোশঃ ক্রূরকর্ম্মা পিতা তব।
প্রমৃতাং ভবতীং শ্রুত্বা কথং ধাস্যতি জীবিতম্। ৫৯
বিচিন্ত্য নূনং কর্ম্মাণি স্বীয়ানি ভবতীং প্রতি।
কৃতানি স নৃশংসানি দক্ষঃ শোকাকুলস্তদা॥ ৬০
যজ্বা স চ জ্ঞানহীনঃ কথং যজ্ঞে প্রবর্ত্ততে।
নিঃশ্রদ্ধস্ত্যক্তবুদ্ধিশ্চ কথং বা স ভবেৎ ক্রতৌ॥ ৬১
হা মাতর্দেহি বচনং রুদন্ত্যা বালবন্মম।
ভবত্যা নির্দ্দয়া শোকাদ্ ধ্রিয়ে শল্যসমানসূন্॥ ৬২
ত্বং কিং স্মরসি মে শম্ভোর্বিহিতস্য কদাচন।
তেনামর্ষবশং প্রাপ্তা মাতর্মাং কিন্ন ভাষসে॥ ৬৩
তদেব বচনং চক্ষুর্মুখং সা নাসিকা তব।
এতেষাং ক্ক গতাঃ সর্ব্বে বিভ্রমা হসিতং ক্ক চ॥ ৬৪

বিজয়া করতল দ্বারা বারংবার সতীর মুখমার্জ্জনা এবং এইরূপ সকরুণ বিলাপ করত তাঁহার মুখ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ৫৫

নয়নজলে সতীর বক্ষঃস্থল ও বদনমণ্ডল অভিষিক্ত করত করযুগল দ্বারা তদীয় কেশপাশ উত্তোলিত করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫৬

শোকাকুলিতেন্দ্রিয় বিজয়া মস্তক উন্নমিত ও অবনমিত করত মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ৫৭

আর অশ্রুপূর্ণকণ্ঠা বিজয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন;—তোমার জননী বীরিণী, তোমার এই মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শোকাবেগে জীবনধারণ করিবেন কিরূপে? দেখিতেছি, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। ৫৮

তোমার পিতা তাদৃশ নির্দ্দয় এবং ক্রূরকর্ম্মা হইলেও তোমার মরণ-সংবাদ শুনিয়া প্রাণধারণ করিবেন কিরূপে? ৫৯

দক্ষ, তোমার প্রতি নিজকৃত নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিয়াই বিশেষ শোকাকুল হইবেন। ৬০

দক্ষ, যাজ্ঞিক হইয়াও যজ্ঞবিষয়ে মূর্খ; তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? তিনি শ্রদ্ধাশূন্য ও বুদ্ধিহীন; যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন বা কিরূপে? ৬১

আমি অত্যন্ত রোদন করিতেছি, হায় মা! আমাকে উত্তর দাও; নির্দ্দয় আমি তোমার শোকে প্রাণকেও শল্যসম বোধ করিতেছি। ৬২

তুমি কি কখন শিবকৃত কোন অপ্রিয় কার্য্য স্মরণ করিতেছ; তাই রোষাবেশে আমার সহিত কথা কহিতেছ না। ৬৩

ননু তেন বিভ্রমৈর্হীনং নেত্রযুগ্মং সুনাসিকম্।
স্মিতহীনঞ্চ বদনং দৃষ্ট্বা সোঢ়া কথং হরঃ॥ ৬৫
কা সুধাসম্মিতং বাক্যং হরাশ্রমসমাগতাম্।
সূনৃতং ত্বাম্ৃতে মাতর্বদিষ্যতি মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৬৬
শ্রদ্ধাবতী বান্ধবেষু পত্যুর্ভাববশানুগা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা ত্বৎসমা যা ভবিষ্যতি॥ ৬৭
ত্বদৃতে দেবি দেবেশঃ শোকাপহৃতচেতনঃ।
দুঃখিতাত্মা নিরুৎসাহো নিশ্চেষ্টশ্চ ভবিষ্যতি॥ ৬৮

এবং লপন্তী ভৃশদুঃখিতা সতীং
মৃতাং সমীক্ষ্যাতিশয়ং শুচাহতা।
পপাত ভূমৌ বিজয়া বিরাবং
বিতন্বতী চোর্দ্ধভুজা প্রবেপতী॥ ৬৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সতীদেহত্যাগো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬

সেই চক্ষু, সেই বচন-চাতুরীময় বদন, সেই তোমার নাসিকা;—ইহাদিগের বিভ্রম কোথায় গেল? তোমার হাস্য কোথায় গেল? ৬৪

তোমার বিভ্রম-হীন নয়নযুগল, নাসিকা এবং ঈষৎ-হাস্য-হীন মুখ দেখিয়া মহাদেব সহিয়া থাকিবেন কিরূপে? ৬৫

আমি এই শিবের আশ্রমে আসিলে, কে আর মা! হাসিতে হাসিতে বার বার সুমধুর সত্য কথা বলিবে? ৬৬

মা! তোমার ন্যায় বন্ধু-বান্ধবে স্নেহবতী পতি-চিত্তানুসারিণী সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা আর কোন্ রমণী হইবে? ৬৭

দেবি! দেবদেব মহাদেব, তোমার বিরহে শোকাকুল-চিত্ত, দুঃখিত, নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন। ৬৮

সতীকে মৃত দেখিয়া অতি দুঃখিত-হৃদয়া ও শোকাকুলা বিজয়া এইরূপ বিলাপ করত, কাঁপিতে কাঁপিতে ঊর্দ্ধভুজে চীৎকার শব্দে ভূতলে পতিত হইলেন। ৬৯

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ শোভনে মানসে হ্রদে।
সমাপ্য সন্ধ্যামায়াতঃ স্বমাশ্রমপদং প্রতি ॥ ১
আগচ্ছন্নেব সংরাবং বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ।
শুশ্রাব দারুণং তীব্রং চকিতশ্চ ততোঽভবৎ ॥ ২
তত উক্ষ্ণা বলবতা মনোমারুতরংহসা।
স্বমাশ্রমপদং শর্ব্ব আসসাদ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩
আসাদ্য দেবীং দয়িতাং তদা দাক্ষায়ণীং হরঃ।
মৃতাং দৃষ্ট্বাপি ন জহৌ মৃতেঽতিপ্রিয়ভাবতঃ ॥ ৪
ততো নিরীক্ষ্য বদনমামৃজ্য চ পুনঃপুনঃ।
পপ্রচ্ছ কস্মাৎ সুপ্তাসীত্যেবং দাক্ষায়ণীং মুহুঃ ॥ ৫
ততো ভর্গবচঃ শ্রুত্বা তদা তদ্ভগিনীসুতা।
বিজয়া প্রাহ নিধনং দাক্ষায়ণ্যা যথা তথা ॥ ৬

বিজয়োবাচ—

দক্ষঃ কর্ত্তুং ক্রতুং শম্ভো দেবান্ সর্ব্বান্ সবাসবান্[১]।
আজুহাব তথা দৈত্যান্ রাক্ষসান্ সিদ্ধগুহ্যকান্ ॥ ৭
ব্রহ্মাণমথ গোবিন্দমিন্দ্রাদীনপি দিক্পতীন্।
দেবযোনিংস্তথা সর্ব্বান্ সাধ্যবিদ্যাধরাদিকান্ ॥ ৮
নাহূতানি ক্রতৌ তেন যানি সত্ত্বানি শঙ্কর।
তানি দক্ষেণ নো সন্তি সমস্তভুবনেষ্বপি। ৯

দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইত্যবসরে শিব, শোভন মানস-সরোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া নিজ আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন। ১

বৃষধ্বজ আসিতে আসিতেই বিজয়ার নিদারুণ তীব্র আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়-চকিত হইলেন। ২

অনন্তর, শিব, মন এবং পবনের ন্যায় শীঘ্রগামী বলবান্ বৃষারোহণে সত্বর নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩

তখন মহাদেব প্রিয়তমা দেবী দাক্ষায়ণীর নিকট আগমনান্তর তাঁহাকে মৃত দেখিয়াও প্রেমবশত মৃতবোধ না হওয়াতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। ৪

অনন্তর বৃষধ্বজ, সতীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণপূর্ব্বক মুখ মুছাইতে মুছাইতে সতীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাক্ষায়ণি! ঘুমাইতেছ কেন?" ৫

তখন শিবের কথা শুনিয়া সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া দাক্ষায়ণীর মৃত্যু-বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ৬

বিজয়া বলিলেন,—শম্ভো! দক্ষ, যজ্ঞ করিবার জন্য সবান্ধব সুরাসুর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয় দেবযোনি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দিক্পাল সকলকেই আহ্বান করেন। ৭-৮

১। সবান্ধবান্ ইতি পাঠান্তরম্।

এবং প্রবিততং[1] যজ্ঞং শ্রুত্বৈষা বচনান্মম।
বিমৃষ্যবত্যনাহ্বানে হেতুং শম্ভোরথাত্মনঃ ॥ ১০
চিন্তয়ানাং[2] তথাহং তাং সতীং জ্ঞাত্বা যথাশ্রুতম্।
উক্তবত্যস্মি ভূতেশ যজ্ঞানাহ্বানকারণম্ ॥ ১১
শম্ভুঃ কপালীতি জায়া তৎসংসর্গাদ্বিগর্হিতা।
অতঃ শম্ভুঃ সতী চাপি নাধ্বরে মে মিলিষ্যতঃ ॥ ১২
ইত্যনাহ্বানহেতুর্মে শ্রুতপূর্ব্বঃ পুরা মুখাৎ।
দক্ষস্য বীরিণীং শ্লক্ষ্ণাং গদতস্তস্য মন্দিরে। ১৩
এতচ্ছ্রুত্বা মম বচঃ সা বিবর্ণমুখী ক্ষিতৌ।
উপবিষ্টা ন মাং কিঞ্চিদুক্ত্বা কোপপরায়ণা ॥ ১৪
বভূব বদনং তস্যাস্তৎক্ষণাৎ সরুষং হর।
ভ্রুকুটীকুটিলং শ্যামং যথা খং ধূমকেতুনা ॥ ১৫
সা মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা স্ফোটেন মহতা ততঃ।
প্রাণানুদসৃজচ্চৈষা ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানমাত্মনঃ ॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ।
অতীব কোপাদুত্তস্থৌ দিধক্ষুরিব পাবকঃ।
তস্য কোপপরীতস্য কর্ণনাসাক্ষিবক্ত্রতঃ।
ঘোরা জ্বলন্ত্যঃ কণিকাঃ সৃজন্ত্যোঽগ্নের্মহারবম্।
উল্কা বিনিঃসৃতা বহ্ব্যঃ কল্পান্তাদিত্যবর্চ্চসঃ ॥ ১৭

দক্ষ, সে যজ্ঞে যাহাকে আহ্বান করেন নাই এমন প্রাণী ত্রিভুবন খুঁজিলেও পাওয়া যায় না। ৯

সতী, পিতার এইরূপ যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, আমার মুখে শুনিয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং আপনার আহ্বান না হওয়ার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১০

হে ভূতনাথ! সতীকে তাদৃশ চিন্তিত দেখিয়া আমি যেমন শুনিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাদিগের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হইবার কারণ কীর্ত্তন করিলাম। ১১

আমার পিতা শুনিতে পান,—"শিব কপালী, সতী তাঁহার পত্নী, অতএব তাঁহার সংসর্গে দূষিতা; সুতরাং জামাতা শিব বা কন্যা সতী আমার যজ্ঞে আসিবে না।" দক্ষ নিজ গৃহে বীরিণীকে সুমিষ্টভাবে ইহা বুঝাইতেছিলেন, ইহাই নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ। ১২-১৩

আমার এই কথা শ্রবণে সতী আমাকে কিছু না বলিয়া শোকাকুল-ভাবে বিবর্ণবদনে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ১৪

হে মহেশ্বর! তাঁহার শ্যামবর্ণ বদনমণ্ডল তৎক্ষণাৎ ক্রোধে ভ্রুকুটীভীষণ ও ধূমকেতুর উদয়ে গগনতলের ন্যায় কঠোরভাবাপন্ন হইল। ১৫

অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবিয়া মহাকুম্ভকে নিজ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রোষ-পূর্ণ মহারুদ্রের, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকুহর

১। প্রবৃত্তং তং—ইতি পাঠান্তরম্।
২। চিন্তয়ামাসাহং তাং—ইতি পাঠান্তরম্।

অথ তত্র জগামাশু দক্ষো যত্র মহাতপাঃ।
যজ্ঞঞ্চক্রে হরো গত্বা যজ্ঞবাটাদ্বহিঃস্থিতঃ ॥ ১৮
তং যজ্ঞং দদৃশে ভর্গঃ কোপেন মহতাবৃতঃ।
মহাধনসমাপন্নং পাত্রীজুহ্বাদিভির্বৃতম্ ॥ ১৯
হুতাজ্যাহুতিসংবৃদ্ধং দীপ্তবহ্নিবিরাজিতম্।
যথাস্থানস্থিতান্ সর্ব্বান্ দিক্‌পালান্ সায়ুধধ্বজান্ ॥ ২০
বিধাতারং তথা বিষ্ণুং যজ্ঞমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
দদর্শ কুপিতঃ শম্ভুস্তান্ দৃষ্ট্বাতীব কোপিতঃ ॥ ২১
ভগং সূর্য্যং তথা সোমং ভার্য্যাভিঃ সহ সংবৃতম্।
সহস্রাক্ষং গৌতমঞ্চ পূর্ব্বে ভাগে ব্যবস্থিতম্ ॥ ২২
সনৎকুমারমাত্রেয়ং ভার্গবং বিনতাসুতম্।
মরুদ্‌গণাংস্তথা সাধ্যানাগ্নেয়ং জাতবেদসম্ ॥ ২৩
কালং স চিত্রগুপ্তঞ্চ কুম্ভযোনিং সগালবম্।
বিশ্বেদেবাংস্তথা সর্ব্বান্ কব্যবাহাদিকান্ পিতৄন্। ২৪
অগ্নিষ্বাত্তাদিকান্ সর্ব্বান্ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্।
ভৌমং প্রেতগণান্ সিদ্ধান্ দক্ষিণাশাং ব্যবস্থিতান্ ॥ ২৫
রক্ষাংসি চ পিশাচাংশ্চ ভূতানি মৃগপক্ষিণঃ।
ক্রব্যাদান্ ক্ষুদ্রজন্তূংশ্চ তথা পুণ্যজনেশ্বরম্ ॥ ২৬
মহর্ষিং মৌদ্‌গলং রাহুং নৈঋ্ঋ্তাং কিন্নরাংস্তথা।
মহোরগাংস্তথা নক্রান্ মৎস্যান্ গ্রাহাংশ্চ কচ্ছপান্।
সমুদ্রান্ সপ্তসিন্ধূংশ্চ নদাংস্তীর্থানি গুহ্যকান্ ॥ ২৭

হইতে অগ্নিকণোদ্‌গারী প্রলয়-সূর্য্য-সন্নিভ ভৈরবনাদী বহুতর ভয়াবহ জ্বলন্ত উল্কা নির্গত হইতে লাগিল। ১৭

অনন্তর, মহাতপা দক্ষ, যথায় যজ্ঞ করিতেছিলেন,—রুদ্রদেব, তথায় গমন করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ১৮

কপর্দ্দী মহাকোপে, বহুমূল্য-পাত্র-শোভিত যজ্ঞাদি-পরিবৃত সেই যজ্ঞ দর্শন করিলেন। ১৯

দেখিলেন, আজ্য-হোম-প্রদীপ্ত হুতাশন চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত, অস্ত্রধ্বজ সহ দিক্‌পালগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত, বিধাতা এবং বিষ্ণু যজ্ঞস্থলের মধ্যস্থানে,—রোষাবিষ্ট ধূর্জ্জটি ইহা দেখিয়া দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। ২০-২১

ইন্দ্র, ভগ, সূর্য্য, ভার্য্যাগণপরিবৃত চন্দ্র এবং মহর্ষি গৌতম, ইঁহাদিগকে পূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেখিলেন। ২২

অগ্নি, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, গরুড, সনৎকুমার, আত্রেয় এবং ভার্গব,—ইঁহাদিগকে অগ্নিকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ২৩

যম, চিত্রগুপ্ত, বিশ্বদেব, অগ্নিষ্বাত্তাদি ও কব্যবাহাদি সমস্ত পিতৃগণ, চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহ, মঙ্গলগ্রহ, সিদ্ধ, প্রেত, মহর্ষি, অগস্ত্য এবং গালব,—ইঁহাদিগকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেখিলেন। ২৪-২৫

নৈঋ্ঋ্তরাজ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, মাংসাশী পশু-পক্ষি, ক্ষুদ্রজন্তু, কিন্নর, মহর্ষি মৌদ্‌গল এবং রাহু, ইঁহাদিগকে নৈঋ্ঋ্ত কোণে অবস্থিত দেখিলেন। সানুচর, বরুণ, কামদেব, বসন্ত, শনিগ্রহ, গুহ্যক, মহাসর্প, গ্রাহ, নক্র, মৎস্য,

মানসাদি হ্রদান্ সর্ব্বান্ গঙ্গাজম্বুনদাংস্তথা।
কামং মধুং বসন্তঞ্চ বরুণঞ্চ সহানুগম্ ॥ ২৮
শনৈশ্চরং গিরীন্ সর্ব্বান্ পশ্চিমাশাব্যবস্থিতান্ ॥ ২৯
প্রাণাদিপঞ্চবায়ূংশ্চ সগণঞ্চ সমীরণম্।
কল্পদ্রুমান্ হিমাদ্রিঞ্চ কশ্যপঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ৩০
বায়ব্যাং কমলাব্রাতং ফলানি চ কলানিধিম্।
নানারত্নানি হৈমানি মনুষ্যান্ পর্ব্বতাংস্তথা ॥ ৩১
হিমাদ্রিমুখ্যা যক্ষাশ্চ স্থূণাকর্ণাদয়ো বুধাঃ।
নলকূবরেণ সহিতো যক্ষরান্নরবাহনঃ ॥ ৩২
ধ্রুবো ধরশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাতশ্চ কৌবেরীং সংস্থিতানিমান্ ॥ ৩৩
বৃষধ্বজং বিনা সর্ব্বান্ রুদ্রান্ জীবং মনূংস্তথা।
বিবিধান্ বাহুজান্ বৈশ্যাঞ্ছূদ্রানপি সমন্ততঃ ॥ ৩৪
ঐশান্যাং বিবিধান্নানি ব্রীহীনপি তিলা অপি।
ঐশানীপূর্ব্বয়োর্ম্মধ্যে ব্রহ্মর্ষীন্ সংশিতব্রতান্ ॥ ৩৫
মহর্ষীংশ্চতুরো বেদান্ বেদাঙ্গানি তথৈব ষট্।
নৈঋ'ত্যপশ্চিমান্তস্থমনন্তং শ্বেতপর্ব্বতম্ ॥ ৩৬
কাদ্রবেয়সহস্রেণ সহিতা সপ্তভোগিনঃ।
কেতুং তত্রৈব কুষ্মাণ্ডং ডাকিনীগণসংযুতম্ ॥ ৩৭
তথা জলধরানন্যান্নানাবর্ণান্ সবিদ্যুতান্।
দিগ্‌গজানপি তত্রস্থানৈরাবতমুখান্ হরঃ।
যথাস্থানস্থিতান্ সর্ব্বান্ দিক্‌করিণ্যা চ সংযুতান্ ॥ ৩৮
তমেবং দূরতো দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং মহাধনম্।
বীরভদ্রাহ্বয়ং তূর্ণং প্রেষয়ামাস তং প্রতি ॥ ৩৯

কচ্ছপ, সপ্তসমুদ্র, নদ-নদী, তীর্থ, মানসাদি সমুদয় হ্রদ, গঙ্গা, জম্বুনদী এবং কাম, মধু, বসন্ত, অনুচরের সহিত বরুণ, শনৈশ্চর ও সমস্ত পর্ব্বত—ইঁহাদিগকে পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেখিলেন। ২৮-২৯

সানুচর বায়ু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, কল্পবৃক্ষ, হিমালয় এবং মহর্ষি কশ্যপ ইঁহাদিগকে বায়ুকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ৩০

নলকুবরসহ যক্ষরাজ কুবের, স্থূলকর্ণাদি সুপণ্ডিত যক্ষ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত, কমলবৃন্দ, বহুতর ফল, চতুঃষষ্টিকলা, পদ্মাদিনিধি, বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, মনুষ্য, ধ্রুব যজ্ঞ, সোম, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, প্রত্যূষ এবং প্রভাত—ইঁহাদিগকে উত্তরদিকে অবস্থিত দেখিলেন। ৩১-৩৩

বৃষধ্বজ ব্যতীত সকল রুদ্র, বীজ, মন্ত্র, বিবিধ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, বিবিধ অন্ন, ব্রীহি এবং তিল—এতৎসমুদায়কে ঈশানকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ঈশান-কোণে পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে কঠোর ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষি দেখিলেন। ৩৪-৩৫

মহর্ষি, চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ দেখিলেন। শিব নৈঋ'ত কোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে শ্বেতপর্ব্বত, সহস্রনাগ-পরিবৃত অনন্ত, কুষ্মাণ্ড, ডাকিনীগণ-বেষ্টিত সপ্তভোগী কেতু, সৌদামিনী-বিজড়িত নানাবর্ণ জলদাবলী এবং করিণী সহিত ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজবৃন্দ রহিয়াছে দেখিলেন। ৩৬-৩৮

বীরভদ্রোঽপি বহুভিঃ সংবৃতো বিবিধৈর্গণৈঃ।
ব্যধ্বংসয়ত্ততো যজ্ঞং দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ॥ ৪০
বিকুর্ব্বন্তং মহাযজ্ঞং বীরভদ্রং সমীক্ষ্য বৈ।
বারয়ামাস বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বদেবগণাবৃতঃ॥ ৪১
তং বার্য্যমাণং দৃষ্টৈব ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
স্বয়ং বিবেশ তং যজ্ঞং ধ্বংসয়ামাস চেশ্বরঃ॥ ৪২
বিশন্তমেব তং যজ্ঞে প্রথমং পুরতো ভগঃ।
বাহূ বিতত্য ভূতেশমাসসাদ ত্বরান্বিতঃ॥ ৪৩
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য ভর্গোঽপি ভৃশরোষিতঃ।
অঙ্গুল্যগ্রপ্রহারেণ তস্য নেত্রে জঘান হ॥ ৪৪
হীননেত্রং ভগং দৃষ্ট্বা বিরূপাক্ষং দিবাকরঃ।
স্পর্দ্ধমানস্ততঃ শর্ব্বমাসসাদ ত্বরান্বিতঃ॥ ৪৫
ততঃ সূর্য্যং মহাদেবঃ পাণৌ ধৃত্বা করেণ চ।
দূরীকৃত্যাতিকুপিতো যজ্ঞমেবাভ্যধাবত॥ ৪৬
মার্ত্তণ্ডশ্চ হসন্ বেগাদ্বিতত্য বিপুলৌ ভুজৌ।
এহি যোৎস্যে ত্বয়েত্যুক্ত্বা তমগ্রে প্রত্যবারয়ৎ॥ ৪৭
হসতস্তস্য সূর্য্যস্য ক্রোধেন বৃষভধ্বজঃ।
দন্তান্ করপ্রহারেণ শাতয়ামাস বক্ত্রতঃ॥ ৪৮

মহারুদ্র দূর হইতে সেই মহাসমৃদ্ধিসমুজ্জ্বল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া সত্বর বীরভদ্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ৩৯

অনন্তর, বীরভদ্র, বহু-গণ-পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ-ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪০

বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিতেছেন দেখিয়া সর্ব্বদেবগণ-পরিবৃত বিষ্ণু তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ৪১

বীরভদ্র নিবারিত হইতেছেন দেখিয়া মহেশ্বর, রোষ-রক্ত-নয়নে স্বয়ং যজ্ঞ-স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৪২

তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমেই ভগ * (সূর্য্যবিশেষ) ত্বরা সহকারে বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন। ৪৩

তখন বৃষধ্বজও তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ প্রহারে তাঁহার নয়নযুগল বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ৪৪

অনন্তর, দিবাকর (আর একজন সূর্য্য) † ভগসূর্য্যকে নেত্রহীন দেখিয়া স্পর্দ্ধা-সহকারে সত্বর বিরূপাক্ষ রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন। ৪৫

অনন্তর, মহাদেব নিজ হস্তদ্বারা সেই সূর্য্যের হস্তধারণপূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়া অতিরোষভরে যজ্ঞাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৬

তৎপরে মার্ত্তণ্ড বিশাল ভুজযুগল বিস্তার করিয়া হাস্য করত আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—এস আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব; বলিয়াই তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ৪৭

---

* ভৃগু (মুনিবিশেষ) পুস্তকান্তরের পাঠ।
† সূর্য্য বারশটী।

বিদন্তং মিহিরং দৃষ্ট্বা হীননেত্রং ভগং তথা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যে চান্যে তত্র দুদ্রুবুঃ ॥ ৪৯
বিদ্রাব্য সর্ব্বান্ দেবাদীন্ হরঃ পরমকোপনঃ।
মৃগরূপেণাপযান্তং যজ্ঞমেবান্বপদ্যত ॥ ৫০
যজ্ঞোঽপ্যাকাশমার্গেণ ব্রহ্মস্থানং বিবেশ হ।
বৃষধ্বজোঽপি কুপিতো ব্রহ্মস্থানং জগাম হ ॥ ৫১
ব্রহ্মণঃ সদনাদ্ যজ্ঞো ভীতো ভর্গাদবাতরৎ।
অতর্ব্বীর্য্য সতীদেহং প্রবিবেশ স্বমায়য়া। ৫২
ভর্গোঽপি দক্ষদুহিতুর্ম্মৃতায়া নিকটং গতঃ।
অনুগচ্ছংস্তদা যজ্ঞং দদর্শ চ সতীশবম্ ॥ ৫৩
মৃতাং দৃষ্ট্বা তদা দেবীং হরো দাক্ষায়ণীং সতীম্।
বিস্মৃত্য যজ্ঞং তৎপ্রান্তে স্থিতো বাঢ়ং শুশোচ তাম্ ॥ ৫৪
বহুবিধগুণবৃন্দং চিন্তয়ঞ্ছূলপাণি-
র্ললিতদশনপংক্তিং বক্ত্রমজপ্রকাশম্।
অরুণদশনবস্ত্রং ভ্রূযুগং বীক্ষ্য তস্যাঃ
খরতরপৃথুশোকব্যাকুলোঽসৌ রুরোদ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

মার্ত্তণ্ড হাস্য করিতেছিলেন—সময় বুঝিয়া বৃষধ্বজ অতিশয় কোপাবেগে চপেটাঘাত দ্বারা তাঁহার মুখ হইতে দন্তপংক্তি নিপাতিত করিলেন। ৪৮

যে যে দেবতা ও ঋষি তথায় ছিলেন, মার্ত্তণ্ডকে দন্তহীন এবং ভগসূর্য্যকে নেত্রহীন দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পলায়ন-পর হইলেন। ৪৯

মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধে সমুদায় দেবাদিকে তাড়াইয়া দিয়া মৃগরূপে পলায়ন-পর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ৫০

যজ্ঞ, আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন ; ক্রুদ্ধ বৃষধ্বজও তথায় প্রবেশ করিলেন। ৫১

রুদ্র-ভীত যজ্ঞ, ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতী-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫২

তখন যজ্ঞানুগামী রুদ্র, মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাঁহার মৃত-শরীর দেখিতে পাইলেন। ৫৩

তখন, মহাদেব, দক্ষ-দুহিতা সতীকে মৃত দেখিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গেলেন ; শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া সতীর জন্য অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। ৫৪

শূলপাণি, সতীদেবীর বহুবিধ গুণাবলী চিন্তা করিয়া তাঁহার দশন-পংক্তি-শোভিত কমলসন্নিভ মুখমণ্ডল, অরুণাঞ্চল-বসন ও ভ্রূযুগল দর্শন করিয়া অত্যন্ত শোকে ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৫

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

দাক্ষায়ণীগুণগণান্ গণয়ন্ গোরথস্তদা[১]।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তো মনুজঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ১
বিলপন্তং তদা ভর্গং বিজ্ঞায় মকরধ্বজঃ।
রতীবসন্তসহিত আসসাদ মহেশ্বরম্ ॥ ২
তং শুচাতিপরিভ্রষ্টং যুগপৎ স রতিপতিঃ।
জঘান পঞ্চভির্বাণৈ রুদন্তং ভ্রষ্টচেতনম্ ॥ ৩
শোকাভিহতচিত্তোঽপি স্মরবাণসমাকুলঃ।
সঙ্কীর্ণভাবমাপন্নঃ শুশোচ মুমোহ চ ॥ ৪
ক্ষণং ভূমৌ নিপততি ক্ষণমুত্থায় ধাবতি।
ক্ষণং ভ্রমতি তত্রৈব নিমীলতি বিভুঃ পুনঃ ॥ ৫
ধ্যায়ন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং হসমানঃ কদাচন।
পরিষ্বজতি ভূমিষ্ঠাং রসভাবৈরিব স্থিতাম্ ॥ ৬
সতী সতীতি সততং নাম ব্যাহৃত্য শঙ্করঃ।
মানং ত্যজ বৃথেত্যেবমুক্ত্বা স্পৃশতি পাণিনা ॥ ৭
পাণিনা পরিমার্জ্জ্যেনামলঙ্কারান্ যথাস্থিতান্।
তস্যা বিশ্লিষ্য চ পুনস্তত্রৈবানুযুযোজ চ ॥ ৮
এবং কুর্ব্বতি ভূতেশে মৃতা নোবাচ কিঞ্চন।
যদা সতী তদা ভর্গঃ শোকাদ্গাঢ়ং রুরোদ হ ॥ ৯

শিবস্তব।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন, বৃষধ্বজ, দক্ষ-নন্দিনীর গুণাবলী গণনা করত, দুঃখার্ত্ত হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১

মহাদেব, বিলাপ করিতেছেন জানিয়া, কাম, রতি বসন্ত-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ২

মহাদেব শোকাকুল হইলেও দুষ্ট রতিপতি, ভ্রষ্টচিত্ত রোরুদ্যমান সেই দেব-দেবকে একেবারে পঞ্চশর প্রহার করিলেন। ৩

শিব, শোকোপহত-চিত্ত হইলেও কাম-বাণে আকুল হইয়া মিশ্র ভাব প্রাপ্তি বশতঃ শোক করিতেও লাগিলেন, মুগ্ধ হইতেও লাগিলেন। ৪

প্রভু শিব, তখন কখন ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, কখন উঠিয়া দৌড়িতে থাকিলেন, কখন সেইখানেই ঘুরিতে লাগিলেন, কখন বা দাক্ষায়ণী দেবীকে স্মরণ করত নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, কখন বা তিনি ভূতলবিলুণ্ঠিত মৃত সতীকে রসভাবাবেশে অবস্থিত ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ৫-৬

শঙ্কর, বারংবার "সতী সতী" নাম উচ্চারণপূর্ব্বক "বৃথা মান ত্যাগ কর" বলিয়া গা ঠেলিতে লাগিলেন। ৭

সতীর গাত্র হস্তদ্বারা পরিষ্কার করিয়া শরীরের যথাস্থানে অবস্থিত অলঙ্কার-গুলিকে উন্মোচনপূর্ব্বক পুনরায় সেই সেই স্থানে পরাইয়া দিলেন। ৮

১। গোরজস্তদা ইতি পাঠান্তরম্।

রুদতস্তস্য পততো বাষ্পান্ বীক্ষ্য তদা সুরাঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পরাং চিন্তাং জগ্মুশ্চিন্তাপরায়ণাঃ ॥ ১০
বাষ্পাঃ পতন্তো ভূমৌ চেদ্দহেয়ুঃ পৃথিবীমিমাম্।
উপায়স্তত্র কঃ কার্য্য ইতি হাহেতি চুক্রুশুঃ ॥ ১১
ততো বিমৃশ্য তে দেবা ব্রহ্মাদ্যাস্তু শনৈশ্চরম্।
তুষ্টুবুর্মূঢ়ভর্গস্য বাষ্পধারণকারণাৎ ॥ ১২

দেবা উচুঃ—

শনৈশ্চর মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক।
মূলশক্তিসমুদ্ভূত নমস্তে সূর্য্যসম্ভব ॥ ১৩
নমস্তে শূলহস্তায় পাশহস্তায় ধন্বিনে।
তথা বরদহস্তায় নমশ্ছায়াত্মজায় তে ॥ ১৪
নীলমেঘ-প্রতীকাশ ভিন্নাঞ্জনচয়োপম।
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং প্রাণধারণহেতবে ॥ ১৫
গৃধ্রধ্বজ নমস্তেঽস্তু প্রসীদ ভগবন্ দৃঢ়ম্।
বাষ্পেভ্যঃ শোকজেভ্যশ্চ পাহি ভর্গস্য নঃ ক্ষিতিম্ ॥ ১৬
যথা পুরা শতং বর্ষানবজগ্রাহ বর্ষনম্।
ভবানেব তু মেঘেভ্যস্তথা কুরু হরাম্বুনি ॥ ১৭
তব চাপাং গ্রহং[১] দৃষ্ট্বা মেঘাস্তে পুষ্করাদয়ঃ।
মুমুচুঃ সততং বর্ষং মহেন্দ্রস্য কিলাজ্ঞয়া ॥ ১৮

ভূতনাথ, এইরূপ করিতে থাকিলেও মৃত সতী যখন কিছুই বলিলেন না, তখন মহাদেব, শোকাবেগে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। ৯

রোদনপরায়ণ মহাদেবের নয়নজল পতিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। ১০

শিবের নয়নজল যদি ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল দগ্ধ করিয়া ফেলিবে ; এখন এ বিষয়ে কি উপায় করা যায়, এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ১১

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবেচনা করিয়া মূঢ়ভাব প্রাপ্ত মহাদেবের নয়নজল নিবারণের জন্য শনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১২

দেবতারা বলিলেন,—হে ত্রিলোকানুগ্রহ-কারক মহাভাগ শনৈশ্চর! হে মূলশক্তি-সম্ভূত সূর্য্য-পুত্র! তোমাকে নমস্কার। ১৩

শূল, পাশ, শরাসন এবং বর—তোমার হস্তে বিরাজমান ; তুমি ছায়া-গর্ভ-সম্ভূত ; তোমাকে নমস্কার। ১৪

হে নীল-জলদশ্যামল! হে দলিতাঞ্জন-পুঞ্জ-সন্নিভ! তুমি সকল প্রাণীরই প্রাণ ধারণের হেতু ; তোমাকে নমস্কার ১৫

হে গৃধ্রধ্বজ! তোমাকে নমস্কার ; ভগবন্! সুপ্রসন্ন হও ; শিবের শোক-সম্ভূত নয়নজল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা কর। ১৬

যেমন তুমি পূর্ব্বে একশতবর্ষ—মেঘের জল গ্রহণ করিয়া অনাবৃষ্টি করিয়াছিলে, সেইরূপ শিবের নয়নজলও গ্রহণ কর। ১৭

১। তবাপোগ্রহণং—ইতি পাঠান্তরম্।

আকাশ এব বর্ষাম্ভস্তৎসর্ব্বং ভবতা পুরা
বিনাশিতং যথা বাষ্পং তথা নাশয় শূলিনঃ ॥ ১৯
ন ত্বামৃতেঽন্যঃ শক্তোঽস্তি হরবাষ্পনিবারণে ॥ ২০
দহেৎ সদেবগন্ধর্ব্বব্রহ্মলোকান্ সপর্ব্বতান্।
পৃথিবীং পতিতো বাষ্পস্তস্মাদ্ধারয় মায়য়া ॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবম্ভাষমাণেষু দেবেষু মিহিরাত্মজঃ।
প্রত্যুবাচ স তান্ দেবান্নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৩

শনৈশ্চর উবাচ—

করিষ্যে ভবতাং কর্ম্ম যথাশক্তি সুরোত্তমাঃ।
তথা কিন্তু বিদদ্ধং[১] হি ন মাং বেত্তি যথা হরঃ ॥ ২৩
দুঃখশোকাকুলস্যাস্য সমীপে বাষ্পধারিণঃ।
কোপান্নশ্যেচ্ছরীরং মে নিয়তং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪
তস্মাদ্ যথা মাং ভূতেশো ন জানাতি সতীপতিঃ।
তথা কুরুধ্বং নেত্রেভ্যো হরলোতকধারিণম্ ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তে সর্ব্বে শঙ্করান্তিকম্।
গত্বা হরং সম্মুমুহুঃ সাংসার্য্যা যোগমায়য়া ॥ ২৬
শনৈশ্চরোঽপি ভূতেশমাসাদ্যান্তর্হিতস্তদা।
বাষ্পবৃষ্টিং দুরাধর্ষামবজগ্রাহ মায়য়া ॥ ২৭

তুমি জল গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া, পুষ্করাদি মেঘদল, ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে সতত বৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮

সেই সমস্ত বৃষ্টিজল তুমি আকাশেই বিনষ্ট করিয়াছিলে; সেইরূপ এখন শূলপাণির বাষ্প নাশ কর। ১৯

তুমি ভিন্ন শিবের নয়নজল নিবারণ করিতে পারে এমন কেহ নাই। ২০

সে অশ্রু পতিত হইলে দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ব্রহ্মলোক এবং পর্ব্বত সহ পৃথিবী দগ্ধ করিবে; অতএব তুমি নিজ মায়াবলে ধারণ কর। ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, শনৈশ্চর, অনতি-হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ২২

শনৈশ্চর বলিলেন,—হে সুরসত্তমগণ! আমি যথাশক্তি তোমাদিগের কার্য্য করিব; কিন্তু মহাদেব, যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, তাহা তোমাদিগকে করিতে হইবে। ২৩

আমি সমীপে থাকিয়া দুঃখশোকাকুল এই মহাদেবের নয়নজল ধারণ করিলে, তাঁহার কোপে নিশ্চয়ই আমার শরীর বিনষ্ট হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৪

আমি সমীপে থাকিয়া ভূতনাথের নয়নজল গ্রহণ করিব, কিন্তু তিনি যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন—তোমরা তাহা কর। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে, শঙ্করসমীপে গমন করিয়া যোগমায়াবলে তাঁহাকে সম্মোহিত করিলেন। ২৬

১। বিদগ্ধং—ইতি পাঠান্তরম্।

যদা স নাশকদ্বাষ্পান্ সন্ধারয়িতুমর্কজঃ।
তদা মহাগিরৌ ক্ষিপ্তা বাষ্পাংস্তে জলধারকে ॥ ২৮
লোকালোকস্য নিকটে জলধারাহ্বয়ো গিরিঃ।
পুষ্করদ্বীপপৃষ্ঠস্থস্তোয়সাগরপশ্চিমে ॥ ২৯
স তু সর্ব্বপ্রমাণেন মেরুপর্ব্বতসন্নিভঃ।
তস্মিন্ বিন্যস্তবান্ বাষ্পাংস্তদাশক্তঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩০
স পর্ব্বতোঽপি তান্ বাষ্পান্ন ধর্ত্তুং ক্ষম ঈশিতুঃ।
বিদীর্ণস্তৈস্তু বাষ্পৌঘৈর্ভগ্নমধ্যোঽভবদ্ দ্রুতম্ ॥ ৩১
তৈ বাষ্পাঃ পর্ব্বতং ভিত্বা বিবিশুস্তোয়সাগরম্।
সাগরোঽপি গ্রহীতুং তান্ন শশাক খরানতি ॥ ৩২
ততস্তু সাগরং মধ্যে ভিত্ত্বা বাষ্পাঃ সমাগতাঃ।
তোয়ধেঃ প্রাগ্ভবাং বেলাং স্পর্শমাত্রাদ্বিভেদ তাম্ ॥ ৩৩
বিভিদ্য বেলাং তে বাষ্পাঃ পুষ্করদ্বীপমধ্যগাঃ।
নদী ভূত্বা বৈতরণী পূর্ব্বসাগরগাভবৎ ॥ ৩৪
জলধারস্য ভেদেন সংসর্গাৎ সাগরস্য চ।
অবাপ্য সৌম্যতাং কিঞ্চিদ্বাষ্পাস্তে নাভিদন্ ক্ষিতিম্ ॥ ৩৫
বৈবস্বতপুরদ্বারে যোজনদ্বয়বিস্তৃতা।
অদ্যাপি তিষ্ঠত্যপগা হবলোতকসম্ভবা ॥ ৩৬
অথ শোকবিমূঢ়াত্মা বিলপন্ বৃষভধ্বজঃ।
জগাম প্রাচ্যদেশাংস্তু স্কন্ধে কৃত্বা সতীশবম্ ॥ ৩৭

তখন, শনিও ভূতনাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দুরাধর্ষ অশ্রুবৃষ্টি মায়াবলে গ্রহণ করিলেন। ২৭

যখন সূর্য্যপুত্র শনি তদীয় অশ্রু ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি জলধার নামক মহাগিরিতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। ২৮

জলধারগিরি, লোকালোক পর্ব্বতের নিকটে, পুষ্কর দ্বীপের পশ্চাদ্ভাগে এবং জলসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। ২৯

সেই গিরি সর্ব্বতোভাবে সুমেরু-পর্ব্বত-সদৃশ। শনৈশ্চর, শিবের বাষ্পবৃষ্টি ধারণে অসমর্থ হইয়া সেই পর্ব্বতে তাহা স্থাপন করেন। ৩০

গিরিবরও ঈশ্বরের সেই অশ্রু-জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন এবং তাঁহার তেজে গিরির মধ্যভাগ অবিলম্বে বিদীর্ণ হইল। ৩১

অনন্তর, সেই নয়নাম্বু, গিরিভেদ করিয়া জলসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল। সমুদ্রও সেই প্রখর জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর তাহা সাগর-মধ্য ভেদ করিয়া সাগরের পূর্ব্বকূলে সমাগত হইল। ৩২-৩৩

স্পর্শমাত্রে তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল। সেই পুষ্করদ্বীপ-মধ্য-গত অশ্রুজল বৈতরণী নদী হইয়া পূর্ব্বসাগর-মুখে গমন করিল। ৩৪

সেই নয়নজল, জলধার গিরি ভেদ এবং সাগরসংসর্গ-বশতঃ কিঞ্চিৎ সৌম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিতে পারে নাই। ৩৫

শিবের নয়ন-জল-সম্ভূতা সেই নদীর বিস্তার দুই যোজন, তাহা যম-পুর-দ্বারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনন্তর শোক-বিমূঢ়-চিত্ত বৃষধ্বজ, সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া বিলাপ করত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

উন্মত্তবদ্গচ্ছতোঽস্য দৃষ্ট্বা ভাবং দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চিন্তয়ামাসুঃ শবভ্রংশনকর্ম্মণি ॥ ৩৮
হরগাত্রস্য সংস্পর্শাচ্ছবো নায়ং বিশীর্ণতাম্।
গমিষ্যতি কথং তস্মাদস্য ভ্রংশো ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুশনৈশ্চরাঃ।
সতীশবান্তর্বিবিশুরদৃশ্যা যোগমায়য়া ॥ ৪০
প্রবিশ্যাথ শবং দেবাঃ খণ্ডশস্তে সতীশবম্।
ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ॥ ৪১
দেবীকূটে পাদযুগ্মং প্রথমং ন্যপতৎ ক্ষিতৌ।
উড্ডীয়ানে চোরুযুগ্মং হিতায় জগতাং ততঃ ॥ ৪২
কামরূপে কামগিরৌ ন্যপতৎ যোনিমণ্ডলম্।
তত্রৈব ন্যপতদ্ভূমৌ পূর্ব্বতো[১] নাভিমণ্ডলম্ ॥ ৪৩
জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম্।
অংশগ্রীবং পূর্ণগিরৌ কামরূপাত্ততঃ শিবঃ ॥ ৪৪
যাবদ্ভুবং গতো ভর্গঃ সমাদায় সতীশবম্।
প্রাচ্যেষু যাজ্ঞিকো দেশস্তাবদেব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৫
অন্যে শরীরাবয়বা লবশঃ খণ্ডিতাঃ সুরৈঃ।
আকাশগঙ্গামগমন্ পবনেন সমীরিতাঃ ॥ ৪৬
যত্র যত্রাপতন্ সত্যাস্তদা পাদাদয়ো দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র মহাদেবঃ স্বয়ং লিঙ্গস্বরূপধৃক্।
তস্থৌ মোহসমাযুক্তঃ সতীস্নেহবশানুগঃ ॥ ৪৭

গমন-পরায়ণ মহাদেবের উন্মত্তের ন্যায় ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩৮

শিব-গাত্র-স্পর্শবশতঃ এই শবশরীর পচিয়া গলিয়াও পড়িবে না। তবে ইহা বিচ্যুত হইবে কিরূপে? ৩৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি, ইহা চিন্তা করত, যোগমায়াবলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪০

সেই দেবগণ, সতীর শব-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করত পুণ্যতীর্থ করিবার উদ্দেশে ভূতলের স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন। ৪১

প্রথমে পৃথিবীতে দেবীকূটনামক স্থানে সতীর পদযুগল নিপতিত হইল। জগন্মণ্ডলের হিতের জন্য উড্ডীয়ান-নামক স্থানে তাঁহার উরুযুগল পতিত হইল। ৪২

কামপর্ব্বতের কামরূপে তাঁহার যোনিমণ্ডল পড়িল। সেই স্থানেই পূর্ব্ব-ভাগে নাভিমণ্ডল পড়িল। সুবর্ণ-হার শোভিত স্তনযুগল জলন্ধরে পড়িল। স্কন্ধ ও গ্রীবা পূর্ণগিরিতে, আর মস্তক কামরূপের শেষভাগে পড়িল। ৪৩-৪৪

মহাদেব, সতীর শবদেহ লইয়া যতদূর গমন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বদেশের মধ্যে ততদূর পর্য্যন্তই যাজ্ঞিক দেশ বলিয়া কথিত। ৪৫

সতী-শরীরের অন্য অবয়বসকল দেবগণকর্ত্তৃক তিল তিল খণ্ডিত হইয়া পবনবেগে আকাশ-গঙ্গাতে গমন করিল। ৪৬

১। পর্ব্বতে ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শনিশ্চাপি সর্ব্বে দেবগণাস্তথা।
পূজয়াঞ্চক্রুরীশস্য প্রীত্যা সত্যাঃ পদাদিকম্ ॥ ৪৮
দেবীকূটে মহাদেবী মহাভাগেতি গীয়তে।
সতীপাদযুগে লীনা যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ[১] ॥ ৪৯
কাত্যায়নী চোড্ডায়ানে কামাখ্যা কামরূপিণী।
পূর্ণেশ্বরী পূর্ণগিরৌ চণ্ডী জালন্ধরে গিরৌ[২] ॥ ৫০
পূর্ব্বান্তে কামরূপস্য দেবী দিক্করবাসিনী।
তথা ললিতকান্তেতি যোগনিদ্রা প্রগীয়তে ॥ ৫১
যত্রৈব পতিতং সত্যাঃ শিরস্তত্র বৃষধ্বজঃ।
উপবিষ্টঃ শিরো বীক্ষ্য শ্বসঞ্শোকপরায়ণঃ ॥ ৫২
উপবিষ্টে হরে তত্র ব্রহ্মাদ্যাস্তে দিবৌকসঃ।
সমীপমগমংস্তস্য দূরতঃ সান্ত্বয়ন্ হরম্ ॥ ৫৩
দেবানাগচ্ছতো দৃষ্ট্বা শোকলজ্জাসমন্বিতঃ।
গত্বা শিলাত্বং তত্রৈব লিঙ্গত্বং গতবান্ হরঃ ॥ ৫৪
হরে লিঙ্গত্বমাপন্নে ব্রহ্মাদ্যাস্তু দিবৌকসঃ।
তুষ্টুবুস্ত্র্যম্বকং তত্র লিঙ্গরূপং জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫৫

দেবা উচুঃ—

মহাদেবং শিবং স্থাণুমুগ্রং রুদ্রং বৃষধ্বজম্।
শ্মশানবাসিনং ভর্গং সর্ব্বান্তকরণং পরম্ ॥ ৫৬

হে দ্বিজগণ! তখন যেখানে যেখানে সতীর পদাদি অঙ্গ পতিত হইল, তথায় তথায় মহাদেব, সতী-স্নেহ-বশে বিমূঢ় হইয়া স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইলেন। ৪৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শনি এবং অন্যান্য সকল দেবগণই প্রীতি সহকারে সতীর পাদাদি অঙ্গ পূজা করিলেন। ৪৮

দেবীকূটে সতীর পদযুগে অধিষ্ঠিত জগদম্বা মহাদেবী যোগনিদ্রা "মহাভাগা" নামে অভিহিত। উড্ডীয়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী এবং জালন্ধরে "চণ্ডী" বলিয়া কথিত। ৪৯-৫০

কামরূপের পূর্ব্বভাগে অবয়বাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম "দিক্কর-বাসিনী" আর শেষভাগে অঙ্গাধিষ্ঠাত্রী যোগনিদ্রার নাম "ললিতকান্তা"। ৫১

যেখানে সতীর মস্তক নিপতিত হয়, তথায় বৃষধ্বজ, তদীয় মস্তক দর্শনে অত্যন্ত শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত উপবিষ্ট হইলেন। ৫২

শিব তথায় উপবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ দূর হইতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করত তদীয় নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫৩

শিব দেবগণকে আসিতে দেখিয়া শোকে ও লজ্জাতে তথায় প্রস্তর হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি হইলেন। ৫৪

মহেশ্বর, লিঙ্গরূপী হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, তথায় লিঙ্গরূপী জগৎ-প্রভু ত্রিলোচনকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৫

দেবতারা বলিতে লাগিলেন,—তুমি মহাদেব, শিব, রুদ্র, উগ্র, স্থাণু, বৃষ-ধ্বজ; তুমি শ্মশানবাসী, সৃষ্টিসংহারকারী পরাৎপর শঙ্কর। ৫৬

১। জগৎ-প্রসূঃ। ২। স্মৃতা ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বাং নমামো বয়ং ভক্ত্যা শঙ্করং নীললোহিতম্।
গিরীশং বরদং দেবং ভূতভাবনমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
অনাদিমধ্যসংসারযোগবিদ্যায় শম্ভবে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৮
জটিলায় গিরিশায় বিদ্যাশক্তিধরায় তে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৫৯
জ্ঞানামৃতান্তসম্পূর্ণশুদ্ধদেহান্তরায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬০
আদিমধ্যান্তভূতায় স্বভাবানলদীপ্তয়ে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬১
প্রলয়ার্ণবসংস্থায় প্রলয়স্থিতিহেতবে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬২
যঃ পরেভ্যঃ পরস্তস্মাৎ পরায় পরমাত্মনে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৩
জ্বালামালাবৃতাঙ্গায় নমস্তে বিশ্বরূপিণে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৪
ওঁ নমঃ পরমার্থায় জ্ঞানদীপায় বেধসে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৫
নমো দাক্ষায়ণীকান্ত মৃড় শর্ব্ব মহেশ্বর।
নমস্তে সর্ব্বভূতেশ প্রসাদ ভগবঞ্ছিব ॥ ৬৬

নীললোহিত ভর্গ ; তুমি দেব ! ভূত-ভাবন, অব্যয়, বরদ, গিরিশ ; আমরা ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি। ৫৭

যাহার মূল-প্রকৃতি-সহ সংসার অনাদি ; সেই যোগবেদ্য লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শম্ভু শিবকে নমস্কার ! ৫৮

তুমি জটাজূটধারী বিদ্যা-শক্তি সম্পন্ন গিরিশ ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব তোমাকে নমস্কার ! ৫৯

তোমার অন্তরে জ্ঞানামৃত, তাহাতে তোমার দেহ এবং মন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব ; তোমাকে নমস্কার। ৬০

জগতের আদি-মধ্য-অন্তস্বরূপ স্বভাবতঃ অনল-সদৃশ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার। ৬১

"প্রলয়-পয়োধি-জলে" অবস্থিত, স্থিতিসংহারকারণ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার। ৬২

পরাৎপর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় পরমাত্মা শিবকে নমস্কার। ৬৩

জ্বালাজাল-সংবৃতাঙ্গ, জ্বলন্ত অনলস্বরূপ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার। ৬৪

জ্ঞানদীপ বিধাতা প্রণব-বাচ্য পরম পদার্থকে নমস্কার। লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার। ৬৫

দাক্ষায়ণীপতে ! মৃড় ! হে শর্ব্ব ! হে মহেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার ; হে ভগবন্ ! সর্ব্বভূতেশ ! শিব ! প্রসন্ন হও। ৬৬

সশোকে ত্বয়ি লোকেশে চেষ্টমানে মহেশ্বর।
সুরাঃ সমাকুলাঃ সর্ব্বে তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ ॥ ৬৭
নমো নমস্তে ভূতেশ সর্ব্বকারণকারণ।
প্রসীদ রক্ষ নঃ সর্ব্বাংস্ত্যজ শোকং নমোঽস্তু তে ॥ ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সংস্তূয়মানস্তু মহাদেবো জগৎপতিঃ।
নিজং রূপং সমাস্থায় প্রাদুর্ভূতঃ শুচাহতঃ ॥ ৬৯
তং শুচা বিহ্বলং দৃষ্ট্বা প্রাদুর্ভূতং বিচেতসম্।
শোকাপহং বিধিঃ সাম্না তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭০

ব্রহ্মোবাচ—

হিরণ্যবাহো ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং জগতঃ পতিঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং হেতুস্ত্বং কেবলং হর ॥ ৭১
ত্বমষ্টমূর্ত্তিভিঃ সর্ব্বং জগদ্ব্যাপ্য চরাচরম্।
উৎপাদকঃ স্থাপকশ্চ নাশকশ্চাপি বিশ্বকৃৎ ॥ ৭২
ত্বামারাধ্য মহাদেব মুক্তিং যাতা মুমুক্ষবঃ।
রাগদ্বেষাদিভিস্ত্যক্তাঃ সংসারবিমুখা বুধাঃ ॥ ৭৩

বিভিন্নবায্বগ্নিজলৌঘবর্জ্জিতং
ন দূরসংস্থং রবিচন্দ্রসংযুতম্।
ত্রিমার্গমধ্যস্থমনুপ্রকাশকং
তত্ত্বং পরং শুদ্ধময়ং মহেশ্বর ॥ ৭৪
যদষ্টশাখস্য তরোঃ প্রসূনং
চিদম্বুবৃদ্ধস্য সমীপজস্য।
তপশ্ছদঃসংস্থগিতস্য পীনং
সূক্ষ্মোপগং তে বশদং সদৈব ॥ ৭৫

হে লোকনাথ মহেশ্বর! তুমি শোকাকুল হইয়া বেড়াইলে, সকল দেবগণই ব্যাকুল হন, অতএব শোক পরিত্যাগ কর। ৬৭

হে ভূতনাথ! হে সর্ব্বকারণ-কারণ! তোমাকে নমস্কার; প্রসন্ন হও; আমাদিগের সকলকে রক্ষা কর; শোক ত্যাগ কর, তোমাকে নমস্কার। ৬৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবগণ, জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিলে, সেই শোকাকুল দেব, নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৬৯

প্রাদুর্ভূত মহাদেবকে শোকে বিহ্বল এবং চৈতন্য-হীন দেখিয়া বিধি, সান্ত্বনা পূর্ব্বক শোকনাশন বাক্য দ্বারা বৃষধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন। ৭০

হে হিরণ্যবাহো! তুমি ব্রহ্মা, তুমিই জগৎপতি বিষ্ণু। হে হর! একমাত্র তুমিই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কারণ। ৭১

তুমিই অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। হে বিশ্বকৃৎ। তুমিই উৎপাদক, স্থাপক এবং নাশক। ৭২

হে মহাদেব! তোমাকে আরাধনা করিয়া রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত সংসারবিমুখ তত্ত্বজ্ঞানী মুমুক্ষুগণ মুক্তি লাভ করে। ৭৩

হে মহেশ্বর! বায়ু, অগ্নি, জল এই সকল বস্তুদ্বারা বর্জ্জিত চন্দ্র-সূর্য্য-সমন্বিত নাড়ীত্রয়-মধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব তোমারই বশবর্ত্তী। ৭৪

অধঃ সমাধায় সমীরণম্বনং
নিরুদ্ধ্য চোর্দ্ধং নিশি হংসমধ্যতঃ।
হৃৎপদ্মমধ্যে সুমুখীকৃতং রজঃ
পরন্তু তেজস্তব সর্ব্বদেক্ষ্যতাম্ ॥ ৭৬

প্রাণায়ামৈঃ পূরকৈঃ স্তম্ভকৈর্ব্বা
রিক্তৈশ্চিত্রৈশ্চোদনং যৎ পরাখ্যম্।
দৃশ্যাদৃশ্যং যোগিভিস্তে প্রপঞ্চাঃ
শুদ্ধং বৃদ্ধং তত্ত্বতস্তেঽস্তি লব্ধম্ ॥ ৭৭

সূক্ষ্মং জগদ্বাপি গুণৌঘপনং
মৃগ্যম্বুধেঃ সাধনসাধ্যরূপম্।
চৌরৈরক্ষৈর্নাপ্লুতং নৈব নীতং
বিত্তং তবাস্ত্যর্থহানং মহেশ। ৭৮

ন কোপেন ন শোকেন ন মানেন ন দম্ভতঃ। ৭৯
উপযোজ্য তু তদ্বিত্তমন্যথৈব বিবর্দ্ধতে ॥ ৮০
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভো বিস্মৃতং তে হৃদি স্থিতম্ ॥ ৮১
মায়াং ভিন্নং পরিজ্ঞায় ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৮২
মায়াস্মাভিঃ স্তুতা পূর্ব্বং জগদর্থে মহেশ্বর।
তয়া ধ্যানগতং চিত্তং বহুযত্নৈঃ প্রসাধিতম্ ॥ ৮৩
শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামো মোহঃ পরাত্মতা।
ঈর্ষ্যামানৌ[১] বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা ॥ ৮৪

জ্ঞান-সলিল-প্রবৃদ্ধ অষ্ট-শাখ প্রকৃতিতরুর সমীপসেব্য তপস্যাপত্র-পুঞ্জ-সমাচ্ছাদিত সু-সূক্ষ্ম কোমল পুষ্প,—সতত তোমারই আয়ত্ত। ৭৫

মূলাধার চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত সমস্ত বায়ু অনাহত চক্রে রোধ করিয়া হৃৎপদ্মমধ্যে যে রজোস্তমোগুণাতীত প্রসন্ন তেজ অবলোকন কর, হে শিব! তুমিই তৎস্বরূপ। ৭৬

পূরক-কুম্ভক-রেচক এই প্রাণায়াম-বলে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক যোগিগণ যে প্রপঞ্চাতীত পরম শুদ্ধ সমুজ্জ্বল তেজ অবলোকন করেন, তাহা তোমা হইতেই আগত। ৭৭

হে মহেশ! তত্ত্বজ্ঞানিগণের অন্বেষণীয় সাধ্যসাধন-রূপী গুণ-গণ-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়রূপ চোরদিগের অনপহার্য্য—অমূল্য ধন তোমারই আছে। ৭৮

সে ধন,—ক্রোধ, শোক, মান বা দম্ভবলে উপভোগ্য নহে, কিন্তু ক্রোধাদি-ত্যাগ করিলেই তাহার বৃদ্ধি হয়। হে শঙ্কর! তুমি মায়া দ্বারা মোহিত হইয়াছ। তুমি হৃদয়-স্থিত পরম বস্তু বিস্মৃত হইয়াছ। ৭৯-৮১

এখন মায়াকে পৃথক ভাবিয়া আত্ম-সাহায্যেই আপনাকে ধৈর্য্যান্বিত কর। ৮২

হে মহেশ্বর! পূর্ব্বে আমরাই জগতের জন্য মায়াকে স্তব করি, তিনিই তোমার ধ্যান-গত চিত্তকে বহু যত্নে নিজায়ত্ত করেন। ৮৩

শোক, ক্রোধ, মোহ, কাম, মন, পরাধীনতা, ঈর্ষ্যা, মান, সন্দেহ, দয়া, অসূয়া এবং নিন্দা এই দ্বাদশপ্রকার চিত্ত-মল—ইহারা বুদ্ধিনাশের হেতু। ৮৪

১। বিজীগিষা—ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো মনসো মলাঃ।
ন ত্বাদৃশৈর্নিষেব্যন্তে শোকং ত্যজ ততো হর ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শাম্না স্তুতঃ শম্ভুঃ সংস্মৃত্যাপি স্ববাঞ্ছিতম্।
নাবদধ্রে তদাত্মানং শোকাৎ সত্যা বিনাকৃতঃ ॥ ৮৬
অধোমুখঃ স্থিতো বীক্ষ্য ব্রহ্মাণং স শনৈরিদম্।
প্রাহ ব্রহ্মন্নায়তিগং বদ কিং করবাণ্যহম্ ॥ ৮৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তো বামদেবেন বিধাতা সর্ব্বদৈবতৈঃ।
ইদমাহ তদেশস্য শোকবিধ্বংসকং বচঃ ॥ ৮৮

ব্রহ্মোবাচ—

ত্যজ শোকং মহাদেব সংস্মৃত্যাত্মানমাত্মনা।
ন ত্বং শোকস্য সদনং পরং শোকান্তবান্তরম্ ॥ ৮৯
সশোকে ত্বয়ি ভূতেশ দেবা ভূতাঃ সসাধ্বসাঃ।
ভ্রংশয়েজ্জগতীং কোপঃ শোকঃ সর্ব্বাংশ্চ শোষয়েৎ ॥ ৯০
ত্বদ্বাষ্পব্যাকুলা পৃথ্বী বিদীর্ণা স্যান্ন চেচ্ছনিঃ।
অবজগ্রাহ তে বাষ্পং সোঽপি কৃষ্ণোঽভবদ্ধঠাৎ ॥ ৯১
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সদা ক্রীড়ন্তি সোৎসুকাঃ।
সুমেরুসদৃশো যোঽসৌ মানতঃ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥ ৯২
যস্মিন্ প্রবিশ্য সুগিরৌ[১] পদ্মনালনিভে ঘনাঃ।
উৎপিবন্তি স্ম তোয়ানি পুষ্করাবর্ত্তকাদয়ঃ ॥ ৯৩

এই সকল চিত্ত-মল-সেবন ভবাদৃশ লোকের অকর্ত্তব্য; অতএব হে হর! শোক পরিত্যাগ কর। ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শম্ভু, এইরূপ সান্ত্বভাবে স্তুত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াও সতী বিরহে শোকে আপনার ধৈর্য্যসম্পাদন করিতে পারিলেন না। শিব অধোমুখে থাকিয়া ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, ব্রহ্মন্! অতঃপর কি করিব বল। ৮৬-৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাদেব, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে তিনি সকল দেবগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবের শোক-নাশন বাক্য বলিতে লাগিলেন;—মহাদেব! আপনি আপনাকে মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। ৮৮

তুমি শোকের পাত্র নহ; তোমার চিত্তে কিছুমাত্র শোক থাকিতে পারে না। ৮৯

দেবদেব! তুমি শোকান্বিত হইলে, দেবগণও ভীত হন। তোমার ক্রোধ, জগৎকে বিধ্বস্ত করিতে পারে এবং শোক সকলকেই শোকান্বিত করে। ৯০

শনি, যদি তোমার অশ্রুধারা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী তোমার অশ্রুজলে আকুল হইয়া বিদীর্ণ হইত। তাহা গ্রহণ করাতে শনিও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ৯১

মহাদেব! যেখানে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ ঔৎসুক্য সহকারে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, যে পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, পরিমাণে সুমেরু-সদৃশ। ৯২

১। শিশিরে—ইতি পাঠান্তরম্।

মন্দরাৎ সততং যত্র কুম্ভযোনির্মহামুনিঃ।
গত্বা গত্বা তপস্তেপে হিতায় জগতো হর ॥ ৯৪
যস্মিন্ স্থিতা গিরৌ পূর্ব্বমগস্ত্যস্তোয়সাগরম্।
যযৌ তমোবলাৎ[১] কৃত্বা করমধ্যগতং কিল ॥ ৯৫
শনৈশ্চরেণ তে বোঢ়ুমসমর্থেন লোচনৈঃ।
ক্ষিপ্তৈর্বিদারিতস্তেঽসৌ জলধারাহ্বয়ো গিরিঃ ॥ ৯৬
বিভিদ্য পর্ব্বতং শম্ভো বাষ্পাস্তে সাগরং যযুঃ।
ভিত্ত্বা তু সাগরং শীঘ্রং প্রমীতাশুসঙ্কুলম্ ॥ ৯৭
জগ্মুস্তে পূর্ব্বপুলিনং তস্য তদ্বিভিদুশ্চ তে।
ভিত্ত্বা বেলাং ততঃ পৃথ্বীং বিভিদ্যাশু তরঙ্গিণীম্ ॥ ৯৮
চক্রুর্বৈতরণীং নাম্না পূর্ব্বসাগরগামিনীম্ ॥ ৯৯
ন নাবা ন বিমানেন দ্রোণ্যা স্যন্দনেন চ।
তর্ত্তুং শক্যা সা তু নদী তপ্ততোয়াতিভীষণা ॥ ১০০
দুঃখেন তস্তু পৃথিবী বিভর্ত্তি মহতাধুনা ॥ ১০১
সদা চোর্দ্ধগতৈর্বাষ্পৈর্বিক্ষিপন্তী নভশ্চরান্।
তস্যাস্তূপরি নো যান্তি দেবা অপি ভয়াতুরাঃ ॥ ১০২
যমদ্বারং পরাবৃত্য যোজনদ্বয়বিস্তৃতা।
নিম্না বহতি সম্পূর্ণা ভীষয়ন্তী জগত্রয়ম্ ॥ ১০৩

পুষ্করাবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘগণ, যাহার পদ্ম নাল সদৃশ বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া জলপান করে। ৯৩

মহামুনি অগস্ত্য জগতের হিতার্থ মন্দরগিরি হইতে সদা সর্ব্বদা যেখানে গিয়া তপস্যা করেন। ৯৪

প্রবাদ আছে—পূর্ব্বে অগস্ত্য, যে পর্ব্বতে থাকিয়া তপোবলে জল-সমুদ্রকে করতলে স্থাপনপূর্ব্বক পান করিয়াছিলেন; শনৈশ্চর, তোমার অশ্রু জল বহনে অসমর্থ হইয়া সেই জলধারনামক পর্ব্বতে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সেই পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়াছে। ৯৫-৯৬

শম্ভো! সেই নয়নজল, পর্ব্বত ভেদ করিয়া সাগরে পতিত হয়; তৎক্ষণাৎ সাগর-গর্ভস্থ মীনাদি মরিয়া যাইল। তাহা আবার মৃত মীনাদি সঙ্কুল সেই সাগর ভেদ করিয়া সত্বর পূর্ব্বতীরে আসিল। ৯৭-৯৮

সেই অশ্রুজলতেজে সমুদ্র বেলাও বিদীর্ণ হইল। তোমার অশ্রুজল, বেলা ভেদ করিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভেদ করিয়া পূর্ব্বসাগর-গামিনী বৈতরণী নদী-রূপে পরিণত হইয়াছে। ৯৯

নৌকাদ্রোণী, রথ বা বিমান—কোন যান দ্বারাই সেই প্রতপ্ত-জলপূর্ণা অতি-ভীষণা নদী পার হওয়া যায় না। ১০০

পৃথিবী এখন মহাকষ্টে তাহাকে ধারণ করিতেছেন। সেই নদী ঊর্দ্ধগামী বাষ্প দ্বারা আকাশচারী প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই অপসৃত করিতেছে। মহেশ্বর! ভয়ে সেই নদীর উপর দিয়া কোন দেবতাও গমনাগমন করিতে পারে না। ১০১-১০২

১। পপৌ তপোবলাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বন্নিঃশ্বাসমরুজ্জালৈর্ব্যস্তাঃ পর্ব্বতকাননাঃ।
সমাকুলদ্বীপিনাগা নাদ্যাপি প্রতিশেরতে ॥ ১০৪
তব নিঃশ্বাসজো বায়ুঃ পীড়য়ন্ জগতঃ সুখম্।
নাদ্যাপি প্রশমং যাতি বাধাহীনঃ সনাতনঃ ॥ ১০৫
সতীশবং তে বহতঃ শীর্য্যমাণা পদে পদে।
নাদ্যাপি ব্যাকুলা পৃথ্বী ব্যাকুলত্বং বিমুঞ্চতি ॥ ১০৬
ন স্বর্গে ন চ পাতালে তৎসত্ত্বং বিদ্যতেঽধুনা।
যস্তে ক্রোধেন শোকেন নাকুলং বৃষভধ্বজ ॥ ১০৭
তস্মাচ্ছোকমমর্ষঞ্চ ত্যক্ত্বা শান্তিং প্রযচ্ছ নঃ।
আত্মানঞ্চাত্মনা বেত্থ ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ১০৮
সতী চ দিব্যমানেন ব্যতীতে শরদাং শতে।
সা চ ত্রেতাযুগস্যাদৌ ভার্য্যা তব ভবিষ্যতি ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তো বেধসা শম্ভুস্তূষ্ণীং ধ্যানপরায়ণঃ[১]।
অধোমুখস্তদা প্রাহ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ১১০

ঈশ্বর উবাচ—

যাবদ্‌ব্রহ্মন্নহং শোকাদুত্তরামি সতীকৃতাৎ।
তাবন্মম সখা ভূত্বা কুরু শোকাপনোদনম্ ॥ ১১১

সেই নদী দুই যোজন বিস্তৃত, গভীর এবং জলপূর্ণ। উহা ত্রিভুবন, ভীত করত যমদ্বার বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ১০৩

তোমার নিশ্বাস-পবনজালে পর্ব্বত, কানন, দ্বীপ এবং বৃক্ষসকল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হয় নাই। ১০৪

বাধাহীন সনাতন ভবদীয় নিশ্বাস বায়ু, একেবারে সমস্ত জগৎ পীড়িত করিতেছে, আজও প্রশান্ত হইতেছে না। ১০৫

তুমি সতীর মৃতদেহ বহন করত ভ্রমণ করিতেছিলে, পৃথিবী তখন তোমার প্রতি-পদক্ষেপে বিশীর্ণ ও ব্যাকুল হয়, আজও সে—ব্যাকুলতা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ১০৬

হে বৃষধ্বজ! তোমার ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হয় নাই—এখন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমন প্রাণী নাই। ১০৭

অতএব তুমি শোক ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর। আপনা হইতেই আপনাকে বুঝিয়া লও, আত্মসাহায্যেই আপনি ধৈর্য্য-সম্পন্ন হও। ১০৮

আর দিব্য শতবর্ষ অতীত হইলে সেই সতীও ত্রেতাযুগের প্রথমে তোমার ভার্য্যা হইবেন। ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, চিন্তাপরায়ণ মৌনভাবে অধোমুখে উপবিষ্ট শিবকে ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তিনি অমিত-তেজা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি যত দিন সতীশোক-সাগর উত্তীর্ণ না হই,—ততদিন আমার সহচর হইয়া শোকাপনোদন কর। ১১০-১১

১। ধ্যানপরঃ ক্ষণম্—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মিন্নবসরে যত্র যত্র গচ্ছাম্যহং বিধে।
তত্র তত্র ভবান্ গত্বা শোকহানিং করোতু মে ॥ ১১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্ত্বিতি লোকেশ প্রোক্ত্বা বৃষভবাহনম্।
হরেণ সার্দ্ধং কৈলাসং গন্তুং চক্রে মনস্ততঃ ॥ ১১৩
ব্রহ্মণা সহিতং শম্ভুং কৈলাসগমনোৎসুকম্।
সমাসেদুর্গণা দৃষ্ট্বা নন্দিভৃঙ্গিমুখাশ্চ যে ॥ ১১৪
ততঃ পর্ব্বতসঙ্কাশো বৃষভঃ পুরতো বিধেঃ।
উপতস্থে সিতাভ্রস্য সদৃশো গৈরিকো যথা ॥ ১১৫
বাসুক্যাদ্যাশ্চ যে সর্পা যথাস্থানঞ্চ তে হরম্।
ভূষয়াঞ্চক্রুরুদ্গম্য শিরোবাহ্বাদিষু দ্রুতম্ ॥ ১১৬
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ মহাদেবঃ সতীপতিঃ।
সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং জগ্মুঃ প্রালেয়পর্ব্বতম্ ॥ ১১৭
ততস্তানোষধিপ্রস্থান্ নিঃসৃত্য নগরাদ্গিরিঃ।
সর্বৈরমাত্যৈঃ সহিত উপতস্থে সুরোত্তমান্ ॥ ১১৮
ততঃ সম্পূজিতাস্তেন সুরৌঘা গিরিণা সহ।
সচিবৈঃ পৌরবর্গৈশ্চ মুমুদুস্তে সুরর্ষভাঃ ॥ ১১৯
ততো দদর্শ তত্রৈব গিরীন্দ্রস্য পুরে হরঃ।
বিজয়ামোষধিপ্রস্থে সখীভির্গৌতমাত্মজাম্ ॥ ১২০
সাপি সর্ব্বান্ সুরবরান্ প্রণম্য হরমুখ্যকান্।
চুক্রোশ মাতৃভগিনীং পৃচ্ছন্তী গিরিশং সতীম্ ॥ ১২১

বিধাতঃ! এই সময়ে আমি যেখানে যেখানে গমন করিব, তুমিও তথায় তথায় যাইয়া আমার শোক নাশ করিতে থাক। ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোকনাথ ব্রহ্মা, মহাদেবকে "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১১৩

ব্রহ্মার সহিত মহেশ্বরকে কৈলাস গমনে উদ্‌যোগী দেখিয়া নন্দিভৃঙ্গি প্রমুখ সমস্তগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১৪

অনন্তর, শারদ জলদবৎ শুক্লবর্ণ পর্ব্বতোপম বৃষ, গৈরিকসন্নিভ ব্রহ্মার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১৫

বাসুকি প্রভৃতি অষ্টনাগ, সত্বর নানাস্থানে উঠিয়া শীঘ্র হরের মস্তক বাহু প্রভৃতি ভূষিত করিল। ১১৬

অনন্তর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সতীপতি মহাদেব নিখিল দেবগণ সমভিব্যাহারে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১১৭

অনন্তর পর্ব্বতরাজ হিমালয়, সচিবগণ সমভিব্যাহারে নিজ নগর ওষধি-প্রস্থ হইতে নির্গত হইয়া সেই সকল সুরশ্রেষ্ঠকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। ১১৮

অমাত্যগণ ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে গিরিরাজ, পূজা করিলে সেই— সুরবর সকল সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। ১১৯

অনন্তর, মহেশ্বর—সেই গিরিরাজ-নগর ওষধিপ্রস্থে সখীগণ-পরিবৃতা গৌতমতনয়া বিজয়াকে দেখিতে পাইলেন। ১২০

ক্ব সতী তে মহাদেব শোভসে ন তয়া বিনা।
বিস্মৃতাপি ত্বয়া তাত মদ্ধৃদো নাপসর্পতি ॥ ১২২
মমাগ্রে সা পুরা প্রাণান্ যদা ত্যজতি কোপতঃ।
তদৈবাহং শোকশল্যবিদ্ধা নাপ্নোমি বৈ সুখম্ ॥ ১২৩
ইত্যুক্ত্বা বদনং বস্ত্রপ্রান্তেনাচ্ছাদ্য সা ভৃশম্।
রুদন্তী প্রাপতদ্ভূমৌ[১] কশ্মলঞ্চাবিশত্তদা ॥ ১২৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

তখন বিজয়াও মহেশ্বরপ্রমুখ সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া শিবের নিকটে মাতৃস্বসা সতীর কথা জিজ্ঞাসা করত রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন; মহাদেব! তোমার সতী কোথায়? তিনি বিনা তোমার শোভা হইতেছে না। পিতঃ! তুমি তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেও আমার হৃদয় হইতে আর তিনি অপসৃত হইতেছেন না। ১২১-১২২

যখন, সতী, রোষভরে আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন, আমি তখন হইতেই শোকশল্যে বিদ্ধ হইয়া আছি, কোনমতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি না। ১২৩

এই বলিয়া বিজয়া বসনাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া অত্যন্ত রোদন করত ভূমিতে পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। ১২৪

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮

১। সাপতদ্ ভূমৌ—ইতি পাঠান্তরম্।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা তদা দাক্ষায়ণীং স্মরন্ ।
ন শশাক হরঃ সোঢ়ুং শোকমুদ্বেগসম্ভবম্ ॥ ১
ভ্রষ্টধৈর্য্যস্ততঃ শম্ভুর্বাষ্পব্যাকুললোচনঃ ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং চিন্তাধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ২
অথাশ্বাস্য তদা ধাতা বিজয়াং শোককর্শিতাম্ ।
হরমাশ্বাসয়ন্ সান্ত্বপূর্ব্বমেতদুবাচ হ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

পুরাণযোগিন্ ভগবন্ন শোকস্তব যুজ্যতে ।
পরধাম্নি তব ধ্যানমাসীৎ কস্মাৎ স্ত্রিয়ামিহ ॥ ৪
প্রভবিষ্ণুঃ পরঃ শান্তঃ সূক্ষ্মঃ স্থূলতরঃ সদা।
তব স্বভাবশ্চ কথং শোকেন বহুধাকৃতঃ ॥ ৫

নিরঞ্জনং ধ্যানগম্যং যতীনাং
পরাৎপরং নির্ম্মলং সর্ব্বগামি ।
মলৈর্হীনং রাগলোভাদিভির্যৎ
তৎ তে রূপং স্বভূতং গৃহ্ণ বুদ্ধ্যা ॥ ৬
শোকো লোভঃ ক্রোধমোহৌ চ হিংসা
মানো দম্ভো মদমোহপ্রমোদাঃ ।
ঈর্ষ্যাসূয়াক্ষান্তিরসত্যতা চ
চতুর্দ্দশ জ্ঞাননাশা হি দোষাঃ ॥ ৭

শিপ্রানদীর উৎপত্তি-বিবরণ ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ; তখন মহাদেব, বিজয়াকে পতিত দেখিয়া দক্ষতনয়াকে স্মরণ করত শোকজনিত উদ্বেগভার বহনে অসমর্থ হইলেন । ১

তখন শিব, সকল দেবতার সমক্ষেই ধৈর্য্য-চ্যুত ও বাষ্পাকুল লোচন হইয়া গাঢ় চিন্তাবিষ্ট হইলেন । ২

তখন ব্রহ্মা, শোককাতরা বিজয়াকে আশ্বাসিত করিয়া মহেশ্বরকে আশ্বাস প্রদান করত সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৩

ভগবন্ ! পুরাণ-যোগিন্ ! শোক করা তোমার অনুপযুক্ত, পরমজ্যোতিই তোমার একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ছিলেন ; প্রভো ! এখন একি ? রমণী-ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন কেন ? ৪

তোমার স্বভাব, প্রভবিষ্ণু পরম শান্ত এবং স্থুল-সূক্ষ্ম-বহির্ভূত ; শোকে তাহা বিক্ষিপ্ত হইতেছে কেন ? ৫

যতিগণের ধ্যেয়, পরাৎপর নিরঞ্জন নির্ম্মল, সর্ব্বত্রগ, রাগদ্বেষাদি-গুণবর্জ্জিত যে রূপ তোমার শ্রুতি-সিদ্ধ, তাহা একবার বুদ্ধি-সাহায্যে গ্রহণ কর । ৬

শোক, লোভ, ক্রোধ, মোহ, হিংসা, মান, দম্ভ, মদ, আমোদ, ব্যসনাসক্তি, ঈর্ষা, অসূয়া, অসহিষ্ণুতা এবং অসত্যভাষণ এই চতুর্দ্দশ দোষ জ্ঞাননাশক । ৭

ধ্যানেন ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি
ত্বং বিষ্ণুরূপী[১] জগতাং বিধাতা।
যা তে মহামোহকরী সতীতি
তবৈব সা লোকমোহায় মায়া ॥ ৮
যা সর্ব্বলোকাঞ্জননেঽথ গর্ভে
বিমোহয়ন্তী পূর্ব্বদেহস্য বুদ্ধিম্।
বিনাশ্য বাল্যং কুরুতে হি জন্তো-
র্বিমোহয়ত্যদ্য সা ত্বাং সশোকম্ ॥ ৯
সতীসহস্রাণি পুরোজ্ঝিতানি
ত্বয়া মৃতানি প্রতিকল্পমেবম্।
হিতায় লোকস্য চরাচরস্য
পুনর্গৃহীতা চ তথা ত্বয়েয়ম্ ॥ ১০
ভবান্তরে ধ্যানযোগেন পশ্য
সতীসহস্রাণি মৃতানি যানি।
যথা তথা ত্বং পরিবর্জ্জিতশ্চ
যথাস্তি সা বা বৃষবাজকেতো ॥ ১১
যতঃ সমুৎপদ্য মুহুর্ভবন্তং
সা প্রাপ্স্যতীশ ত্রিদশৈর্দুরাপম্।
পুনশ্চ জায়া যাদৃশী তে ভবিত্রী
তত্তৎ সর্ব্বং ধ্যানযোগেন পশ্য ॥ ১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বহুবিধং ব্রহ্মা ব্যাহরৎ সাম শঙ্করম্।
গিরিরাজপুবাত্তস্মাদগময়ামাস নির্জ্জনম্ ॥ ১৩

যোগিগণ, ধ্যান যোগদ্বারা তোমার চিন্তা করেন; তুমি বিষ্ণুরূপী এবং তুমিই এ ভুবনের বিধাতা। এখন, যিনি সতীনাম্নী হইয়া তোমার মোহবিধান করিতেছেন, তিনি শোক-মোহ-কারিণী তোমারই মায়া। ৮

যিনি সকল লোককে বিমোহিত করত গর্ভাবস্থান-পর্য্যন্ত স্থিত তাহাদিগের পূর্ব্ব-জন্ম-জ্ঞান জন্মকালে বিলুপ্ত করিয়া, অন্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেন; আজ তিনিই শোকাতুর তোমাকে বিমোহিত করিতেছেন। ৯

পূর্ব্বকাল হইতে প্রতিকল্পেই এরূপ হইয়া আসিতেছে; তুমি সহস্র সহস্র সতী বিসর্জ্জন দিয়াছ; সহস্র সহস্র সতী মরিয়াছেন, আবার চরাচর জগতের হিতের জন্য পুনরায় তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছ। ১০

যত সহস্র সতী মরিয়াছেন, যত বার তুমি তাঁহার বিরহ বেদনা পাইয়াছ এবং যেরূপে তিনি আছেন—হে বৃষধ্বজ! তাহা একবার ধ্যানযোগে অবলোকন কর। ১১

হে ঈশ। তিনি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সুরগণেরও দুর্লভ বস্তু তোমাকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার পক্ষে তিনি যাদৃশী হইবেন তৎসমস্তই তুমি ধ্যান-যোগে অবলোকন কর। ১২

১। বিশ্বরূপী—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো হিমবতঃ প্রস্থে প্রতীচ্যাং তৎপুরস্য চ।
সিপ্রং নাম সরঃ পূর্ণং দদৃশুর্ব্রহ্মাদয়ঃ ॥ ১৪
তদ্রহস্থানমাসাদ্য ব্রহ্মশক্রাদয়ঃ সুরাঃ।
উপবিষ্টা যথান্যায়ং পুরস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৫
তং শিপ্রসংজ্ঞং কাসারং মনোজ্ঞং সর্ব্বদেহিনাম্।
শীতামলজলং সর্ব্বৈর্গুণৈর্মানসসন্মিতম্।
দৃষ্ট্বা ক্ষণং হরস্তস্মিন্ সোৎসুকোঽভূদবেক্ষণে ॥ ১৬
শিপ্রাং নাম নদীং তস্মান্নিঃসৃতাং দক্ষিণোদধিম্।
গচ্ছন্তীঞ্চ দদর্শাসৌ পাবয়ন্তীং জগজ্জনান্ ॥ ১৭
তৎসরঃ পূর্ণমাসাদ্য চরতঃ শকুনান্ বহূন্।
নানাদেশাগতাংস্তত্র বীক্ষাঞ্চক্রে মনোরমান্ ॥ ১৮
গম্ভীরপবনোদ্‌বৃত্তি[1]সম্পন্নেষু বিরাজতঃ।
কোকদ্বন্দ্বাংস্তরঙ্গেষু দদর্শ নৃত্যতো যথা ॥ ১৯
মদ্‌গুচঞ্চুষু সম্পৃক্তাংস্তরঙ্গান্ স পৃথক্ পৃথক্।
বীক্ষাঞ্চক্রে যথা তোয়াদুৎপতৎপতগান্ মুহুঃ ॥ ২০
কাদম্বৈঃ সারসৈর্হংসৈঃ শ্রেণীভূতৈস্তটে তটে।
ভঙ্গীকৃতৈর্যথা শঙ্খৈঃ সাগরস্তাদৃশং সরঃ ॥ ২১
মহামীনাহতিক্ষুব্ধৈস্তোয়শব্দোত্থসাধ্বসৈঃ[2]।
পক্ষিভির্বিহিতৈঃ শব্দৈস্তত্র তত্র মনোহরম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা শঙ্করকে এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সেই গিরিরাজ নগরী হইতে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। ১৩

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ হিমালয়-প্রস্থে এবং হিমালয় নগর ওষধি-প্রস্থের পশ্চিমে শিপ্রনামক জলপূর্ণ সরোবর দেখিতে পাইলেন। ১৪

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথাকার নির্জ্জন স্থানে, মহাদেবকে অগ্রে করিয়া যথারীতি উপবেশন করিলেন। ১৫

সকল প্রাণীদিগের মনোহর নির্ম্মল-শীতল-সলিলপূর্ণ সর্বগুণে মানসসরোবর-সদৃশ সেই সরোবর দেখিয়া মহাদেব তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ক্ষণকাল উৎসুক হইলেন। তিনি দেখিলেন; জগজ্জনতৃপ্তি-বিধায়িনী শিপ্রা নামে নদী সেই সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিলেন। ১৬-১৭

শিব দেখিলেন, নানা দেশাগত বহুবিধ মনোহর বিহঙ্গকুল সেই জলপূর্ণ সরোবরে বিচরণ করিতেছে। ১৮

তিনি দেখিলেন; অনতি-প্রবল-পবনবেগ-সম্ভূত তরঙ্গমালার উপরে বিরাজমান কতিপয় চক্রবাকযুগল যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ১৯

শিব দেখিলেন; কোন কোন স্থানে সমস্ত পক্ষীদিগের চঞ্চু পুটে তরঙ্গ লাগিতেছে; কোন স্থলে বা বিহগকুল, তরঙ্গাঘাতে জল হইতে উড্ডীন হইতেছে। ২০

সেই সরোবরতীরে শ্রেণী-বদ্ধ হংস কলহংস ও সারসবৃন্দ থাকাতে, তীরে তীরে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত-শঙ্খমণ্ডলী-সজ্জিত সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২১

১। গম্ভীরপবনোদ্ধূতি—ইতি পাঠান্তরম্।
২। মহামীনৈরতীক্ষ্ণৈশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রফুল্লৈঃ পঙ্কজৈশ্চৈব কচিজ্জালৈর্মনোহরৈঃ।
সরো রেজে যথা স্বর্গো নক্ষত্রৈঃ স্থূলসূক্ষ্মকৈঃ ॥ ২৩
মহোৎপলানাং মধ্যেষু বিরলং নীলমুৎপলম্।
রেজে নক্ষত্রমধ্যেষু নীলনীরদখণ্ডবৎ ॥ ২৪
পদ্মসজ্জাতমধ্যস্থা হংসাঃ কৈশ্চিন্ন সংস্তুতাঃ।
প্রফুল্লপঙ্কজভ্রান্ত্যা নিশ্চলাঃ স্বর্গবাসিভিঃ ॥ ২৫
দ্বিধা দৃষ্ট্বা শোণশুক্লে পদ্মে ফুল্লে বিধিঃ স্বকে।
কায়েঽরুণত্বং ফুল্লত্বং স্বাসনাব্জে নিনিন্দ চ ॥ ২৬
ফুল্লং মহোৎপলং বীক্ষ্য সরসস্তস্য শঙ্করঃ।
মৌলীন্দুকান্তিমলিনং হস্তস্থং নোৎপলং মমে ॥ ২৭
হরিঃ স্বচক্রসূর্য্যাংশুফুল্লং হস্তগতাম্বুজম্।
সরঃ পদ্মঞ্চ সদৃশং মেনে বীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥ ২৮
তৎসরো বীক্ষ্য সম্পূর্ণং নানাপক্ষিসমাকুলম্।
পদ্মিনীশতসঙ্কীর্ণং নীলোৎপলচয়ৈর্বৃতম্ ॥ ২৯
দেবদারুতরূণাঞ্চ তটস্থানাং প্রসূনজৈঃ।
পরাগৈর্বাসিতজলং হৃদয়ানন্দকারকম্ ॥ ৩০
তীরে তীরে মহাবৃক্ষৈঃ শাদ্বলৈঃ পরিবারিতম্।
দৃষ্ট্বা শম্ভুঃ ক্ষণং তত্র সোৎসুকঃ শোকবর্জ্জিতঃ ॥ ৩১

দেখিলেন; বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যকুলের আঘাত-বিক্ষুব্ধ-সলিল-শব্দে বিত্রাসিত বিহঙ্গগণ ভয়সূচক শব্দ করিয়া সরোবরের স্থানে স্থানে মনোহরতার পূর্ণাবয়বতা করিতেছে। ২২

দেখিলেন; সেই সরোবর ফুল্ল-কমল ও কমল-কলিকা-যোগে স্থূল-বৃহৎ-ক্ষুদ্র তারকা-খচিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৩

শ্বেত-শতদল-বনমধ্যে এক-আধটী নীলোৎপল; নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে নীলজলদ-খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৪

স্বর্গবাসিগণ, কমল-বন-মধ্যে নিস্পন্দভাবে অবস্থিত কতিপয় হংসকে, প্রফুল্ল-কমল-ভ্রম হওয়াতে হংস বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ২৫

বিধাতা, তথায় রক্ত ও শুক্ল এই দ্বিবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত দেখিয়া নিজ দেহের অরুণতা এবং আসনের প্রফুল্লতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২৬

শঙ্কর, সেই সরোবরের প্রফুল্ল শতদল অবলোকন করিয়া নিজ শিরোভূষণ শশধরের কিরণ-সম্পর্কে মলিন ভাবাপন্ন হস্তস্থিত কমলের আর তাহার সহিত তুলনা করিলেন না। ২৭

বিষ্ণু চারিদিক্ দেখিয়া নিজ চক্ররূপী সূর্য্যের কিরণজালে প্রফুল্ল আপনার হস্তস্থিত কমল উভয়কেই সদৃশ বোধ করিলেন। ২৮

বিবিধ বিহঙ্গম কুলে পরিব্যাপ্ত, শত শত কমলিনী এবং নীল কমলচয়ে সংবৃত সেই হৃদয়মোহন পূর্ণসরোবরের বিমল জলরাশি তীরস্থিত দেবদারুতরু-নিকরের পুষ্পপরাগে সুবাসিত, আর তাহার তীরে তীরে হরিত বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি,—শিব ঔৎসুক্যসহকারে ইহা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য শোকহীন হইলেন। ২৯-৩১

শিপ্রামালোকয়ামাস নিঃসৃতাং সরসস্ততঃ।
যথেন্দুমণ্ডলাদ্ গঙ্গা মেরোর্জাম্বুনদী যথা।
তথা দৃষ্টা মহেশেন শিপ্রা শিপ্রাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ৩২

ঋষয় উচুঃ—
শিপ্রাহ্বয়ঃ কঃ কাসারঃ কথং শিপ্রা ততঃ সৃতা।
কীদৃশোঽস্য প্রভাবশ্চ তৎ সমাচক্ষ বিস্তরাৎ ॥ ৩৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যথা শিপ্রা নদী সৃতা।
শিপ্রস্য চ মহাভাগাঃ প্রভাবং গদতো মম ॥ ৩৪
বসিষ্ঠেন যদা দেবী পরিণীতা ত্বরুন্ধতী।
তদা বৈবাহিকৈস্তোয়ৈঃ শিপ্রা সিন্ধুরভূদ্দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
সা সমাগত্য পতিতা শিপ্রে সরসি শাসনাৎ।
যথা মন্দাকিনী বিষ্ণুপাদাদব্ধৌ শিবোদকা ॥ ৩৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবৈস্তোয়ং সিক্তং তয়োঃ পুরা।
বিবাহে শান্তিবিহিতং গায়ত্রীদ্রুপদাদিভিঃ ॥ ৩৭
একীভূতন্তু তত্তোয়ং মানসাচলকন্দরাৎ।
তৎ সর্ব্বং পতিতং শিপ্রে কাসারে সাগরোপমে ॥ ৩৮
দেবানামুপভোগার্থং পুরা ধাত্রা বিনির্ম্মিতম্।
সর শিপ্রাহ্বয়ং সানৌ প্রালেয়স্য গিরের্মহৎ ॥ ৩৯
তত্রাদ্যাপি সুনাসীরঃ সহিতশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
শচীসহায়ো রমতে প্রসন্নে সলিলে শুভে ॥ ৪০

শিব, যেমন চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গা, সুমেরু হইতে জম্বুনদী, সেইরূপ শিপ্র সরোবর হইতে বিনিঃসৃত শিপ্রানদী অবলোকন করিলেন। ৩২

ঋষিগণ বলিলেন, শিপ্র সরোবর কোথা হইতে হইল? শিপ্রানদীই বা তাহা হইতে নিঃসৃত হইল কিরূপে? এই সরোবরের কিরূপ প্রভাব? বিস্তৃতরূপে তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। ৩৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; মহাভাগ মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন, আমি শিপ্রানদীর নিঃসরণবৃত্তান্ত ও শিপ্র-সরোবরের প্রভাবাদি কীর্ত্তন করিতেছি। ৩৪

হে দ্বিজগণ! যখন বসিষ্ঠ অরুন্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বৈবাহিক জলে শিপ্রানদীর উৎপত্তি হয়। ৩৫

যেমন বিষ্ণুপাদপ্রসৃতা প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা গঙ্গা সাগরে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপ শিপ্রানদীও বিধিনিয়োগে শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হয়। ৩৬

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের বিবাহকালে গায়ত্রী ও "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে জলদ্বারা শান্তি করেন, তৎসমস্ত মিলিত হইয়া মানসপর্ব্বতের গুহা হইতে সাগর-সদৃশ শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হইতেছে। ৩৭-৩৮

পূর্ব্বে বিধাতাই দেবগণের উপভোগার্থ হিমালয়পর্ব্বতে শিপ্রনামে মহাসরোবর সৃজন করেন। ৩৯

ইন্দ্র, আজিও অপ্সরোগণসহ শচী সমভিব্যাহারে, শিপ্রসরোবরের প্রসন্ন পুণ্য সলিলে বিহার করেন। ৪০

তদ্দেবৈঃ সর্ব্বদা যত্নাদ্রক্ষ্যতেঽদ্যাপি রত্নবৎ।
ন তত্র মানুষঃ কশ্চিদ্যাতুং শক্নোতি যোঽমুনিঃ ॥ ৪১
তপঃপ্রভাবান্মুনয়ঃ প্রয়ান্তি সরসীং শুভাম্।
শিপ্রাখ্যাস্তু মহাযত্নাৎ স্নাতুং পাতুঞ্চ তজ্জলম্ ॥ ৪২
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মনুষ্যা দৈবযোগতঃ।
অবশ্যমমরত্বায় গচ্ছন্ত্যবিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪৩
বৃদ্ধিং গচ্ছতি বর্ষাসু সরো নৈতদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
ন গ্রীষ্মে শোষতাং যাতি সর্ব্বদা তদ্যথা তথা ॥ ৪৪
তত্র তৎ পতিতং তোয়ং বসিষ্ঠোদ্বাহসম্ভবম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবকরপদ্মৈরুদীরিতম্ ॥ ৪৫
ববৃধে শিপ্রগর্ভস্থমন্বহং দ্বিজসত্তমাঃ।
তত্র বৃদ্ধন্তু তত্তোয়ঞ্চক্রেণ চ হরিঃ পুরা ॥ ৪৬
গিরেঃ শৃঙ্গং বিনির্ভিদ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
পৃথিবীং প্রেষয়ামাস কৃত্বা পুণ্যতমাং নদীম্ ॥ ৪৭
পরিবৃত্য মহেন্দ্রং সা পুনানা স্নানকারিণঃ।
দক্ষিণং সাগরং যাতা ফলদা জাহ্নবী সমা ॥ ৪৮
শিপ্রাখ্যাৎ সরসো যস্মান্নিঃসৃতা সা মহানদী।
অতঃ শিপ্রেতি তন্নাম পুরৈব ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥ ৪৯
কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং তু তস্যাং যঃ স্নাতি মানবঃ।
স যাতি বিষ্ণুসদনং বিমানেনাতিদীপ্যতা ॥ ৫০

আজিও দেবগণ, সেই সরোবরকে রত্নের মত রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য তথায় যাইতে পারে না। ৪১

মুনিগণ তপঃপ্রভাবে মহাযত্নে সেই শিপ্রনামক শুভ্র সরোবরে গমন, তদীয় জলপান এবং তথায় স্নান করিতে পারেন। ৪২

মনুষ্যগণ, দৈবযোগে কোন রকমে তথায় স্নান ও সেই জল পান করিলে চিরকাল সবলেন্দ্রিয় থাকে এবং নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৩

হে দ্বিজোত্তমগণ। এই সরোবর বর্ষাকালে বাড়ে না, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না, সর্ব্বদা একভাব। ৪৪

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কর-কমল-নির্গত বসিষ্ঠ-বিবাহের যে শান্তি-জল তথায় পতিত হয়, হে দ্বিজসত্তমগণ! শিপ্রসরোবরগর্ভস্থ সেই জল প্রত্যহ বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক লোকহিতাভিলাষে সেই প্রবৃদ্ধ জলরাশিকে পুণ্যতমা নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ৪৫-৪৭

সেই নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই শিপ্রা নদী গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী এবং স্নানকারীদিগের পবিত্রতাবিধায়িনী। ৪৮

সেই মহানদী শিপ্রসরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম "শিপ্রা"; ব্রহ্মা পূর্ব্বেই এই নামকরণ করিয়াছেন। ৪৯

যে মানব, কার্ত্তিকপূর্ণিমাতে তথায় স্নান করেন, তিনি অতি সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ৫০

কার্ত্তিকং সকলং মাসং স্নাত্বা শিপ্রাজলে নরঃ।
প্রযাতি ব্রহ্মসদনং পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১

ঋষয় উচুঃ—

বসিষ্ঠেন কথং দেবী পরিণীতা ত্বরুন্ধতী।
কস্য সা তনয়া ব্রহ্মন্নুৎপন্না বা বদস্ব নঃ ॥ ৫২
পতিব্রতাসু প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু যা বরা।
ভর্ত্তৃপাদৌ বিনান্যত্র যা ন চক্ষুঃ প্রবাস্যতি[১] ॥ ৫৩
যস্যাঃ স্মৃত্বা কথামাত্রং মাহাত্ম্যসহিতং স্ত্রিয়ঃ।
প্রেত্যেহ চ সতীত্বং বৈ প্রাপ্নুবন্ত্যন্যজন্মনি ॥ ৫৪
আসন্নকালধর্ম্মো যাং ন পশ্যতি তথা শুচিঃ।
পুরুষঃ পাপকারী চ তস্যা জন্ম বদস্ব নঃ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং সা যথা জাতা যস্য বা তনয়া শুভা।
যথাবাপ বসিষ্ঠং সা যথাভূতা পতিব্রতা ॥ ৫৬
যা সা সন্ধ্যা ব্রহ্মসুতা মনোজাতা পুরাভবৎ।
তপস্তপ্ত্বা তনুং ত্যক্ত্বা সৈব ভূতা ত্বরুন্ধতী ॥ ৫৭
মেধাতিথেঃ সুতা ভূত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্য সা সতী।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনাচ্চরিতব্রতা।
বব্রে পতিং মহাত্মানং বসিষ্ঠং সংশিতব্রতম্ ॥ ৫৮

ঋষয় উচুঃ—

কথং তয়া তপস্তপ্তং কিমর্থং কুত্র সন্ধ্যয়া ॥ ৫৯

মনুষ্য সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাস শিপ্রাজলে স্নান করিলে, প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করে, পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৫১

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বসিষ্ঠ অরুন্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন কেন? আর অরুন্ধতী কাহার কন্যা তাহা আমাদিগকে বলুন। ৫২

যিনি শ্রেষ্ঠপতিব্রতা বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাতা, ভর্ত্তৃচরণযুগল ব্যতীত যিনি অন্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। স্ত্রীলোকে যাঁহার মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিলে ইহজন্মে ও পরজন্মে পাতিব্রত্য লাভ করে। ৫৩-৫৪

আর আসন্ন-মৃত্যু অশুচি এবং পাপিষ্ঠ পুরুষ যাঁহাকে (যাঁহার নক্ষত্র-মূর্ত্তিকে) দেখিতে পায় না, আমাদিগের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলুন। ৫৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তিনি যেরূপে যাঁহার তনয়া হইয়া উৎপন্ন হন, যেরূপে তিনি বসিষ্ঠকে প্রাপ্ত হন, যেরূপে তিনি পতিব্রতা হন—তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ৫৬

সেই যে সন্ধ্যা, পূর্ব্বে ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, তিনিই তপস্যা দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া মুনিবর মেধাতিথির ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অরুন্ধতী হন। ৫৭

সেই ব্রতচারিণী সতী অরুন্ধতী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বাক্যে সংশিত ব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন। ৫৮

ঋষিগণ বলিলেন,—সন্ধ্যা, কোথায় কিজন্য কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন? ৫৯

১। প্রদাস্যতি—ইতি পাঠান্তরম

কথং শরীরং সা ত্যক্ত্বা ভূতা মেধাতিথেঃ সুতা।
কথং বা গদিতং দেবৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ পতিম্।
বসিষ্ঠং সুমহাত্মানং সা বব্রে সংশিতব্রতম্ ॥ ৬০
তন্নঃ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম ॥ ৬১
এতন্নঃ শ্রোষ্যমাণানাং চরিতং দ্বিজসত্তম।
অরুন্ধত্যা মহাসত্যাঃ পরং কৌতূহলং মহৎ ॥ ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ব্রহ্মাপি তনয়াং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বমথাত্মনঃ।
কামায় মানসঞ্চক্রে ত্যক্তা সা চ সুতেতি বৈ ॥ ৬৩
তস্যাশ্চ চলিতং চিত্তং কামবাণবিলোড়িতম্।
ঋষীণাং প্রেক্ষতাং তেষাং মানসানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৬৪
ভর্গস্য বচনং শ্রুত্বা সোপহাসবিধিং প্রতি।
আত্মনশ্চলচিত্তত্বমমর্য্যাদমৃষীন্ প্রতি ॥ ৬৫
কামস্য তাদৃশং ভাবং মুনিমোহকরং মুহুঃ।
দৃষ্ট্বা সন্ধ্যা স্বয়ং তত্র ত্রপামায়াতি দুঃখিতা ॥ ৬৬
ততস্তু ব্রহ্মণা শপ্তে মদনে তদনন্তরম্।
অন্তর্ভূতে বিধৌ শম্ভৌ গতে চাপি নিজাস্পদম্ ॥ ৬৭
অমর্ষবশমাপন্না সন্ধ্যা ধ্যানপরাভবৎ।
ধ্যায়ন্তী ক্ষণমেবাশু পূর্ব্ববৃত্তং মনস্বিনী ॥ ৬৮
ইদং বিমমৃশে সন্ধ্যা তস্মিন্ কালে যথোচিতম্।
উৎপন্নমাত্রাং মাং দৃষ্ট্বা যুবতীং মদনেরিতঃ ॥ ৬৯
অকার্ষীৎ সানুরাগোঽয়মভিলাষং পিতামহঃ ॥ ৭০

কেনই বা তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া মেধাতিথির কন্যা হন? কিরূপে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথিত কঠোর ব্রতানুষ্ঠায়ী মহাত্মা-বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন। ৬০

হে দ্বিজোত্তম! বিস্তারিতরূপে তৎসমস্ত আমাদিগকে বলুন। ৬১

হে দ্বিজসত্তম! মহাসতী অরুন্ধতীর চরিত্র শ্রবণ করিবার জন্য আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যাকে দেখিয়া সকামচিত্ত হন। পরে কন্যা বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ৬৩

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে সন্ধ্যারও স্মর-শর-বিলোড়িত চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। ৬৪

তৎপরে বিধাতার প্রতি শিবের সোপহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যা বুঝিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তও ঋষিগণের জন্য অন্যায় চঞ্চল হইয়াছে। ৬৫

সন্ধ্যা, তখন বারম্বার কামের তাদৃশ মুনিমোহকর ভাব অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা ও লজ্জিতা হইলেন। ৬৬

অনন্তর, ব্রহ্মা মদনকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলে এবং শিব নিজালয়ে গমন করিলে, সন্ধ্যা রোষাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬৭

তখন মনস্বিনী সন্ধ্যা, ক্ষণকাল ধ্যান করিবামাত্র এইরূপ যথার্থ পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ৬৮

সর্ব্বেষাং মানসানাঞ্চ মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
দৃষ্ট্বৈব মানমর্য্যাদং সকামমভবন্ মনঃ।
মমাপি মথিতং চিত্তং মদনেন দুরাত্মনা ॥ ৭১
যেন দৃষ্ট্বা মুনীন্ সর্ব্বান্ চলিতং মে মনোভৃশম্।
ফলমেতস্য পাপস্য মদনঃ স্বয়মাপ্তবান্ ॥ ৭২
স্বয়ং শশাপ কুপিতঃ শম্ভোরগ্রে পিতামহঃ।
মমোচিতং ফলং সর্ব্বং প্রাপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৭৩
যস্মাং পিতা ভ্রাতরশ্চ সকামামপরোক্ষতঃ।
দৃষ্ট্বা চক্রুঃ স্পৃহাং তস্মান্ন মত্তঃ কোঽপি পাপকৃৎ ॥ ৭৪
মমাপি কামভাবাঽভূদমর্য্যাদং সমীক্ষ্য তান্।
পত্যাবিব স্বকে তাতে সর্ব্বেষু সহজেষপি ॥ ৭৫
করিষ্যাম্যস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমহং স্বয়ম্।
আত্মানমগ্নৌ হোষ্যামি বেদমার্গানুসারতঃ ॥ ৭৬
কিন্ত্বেকাং স্থাপয়িষ্যামি মর্য্যাদামিহ ভূতলে।
উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ ॥ ৭৭
এতদর্থমহং কৃত্বা তপঃ পরমদারুণম্।
মর্য্যাদাং স্থাপয়িত্বৈব পশ্চাত্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥ ৭৮
যস্মিঞ্ছরীরে পিত্রা মে হ্যভিলাষঃ স্বয়ং ততঃ।
ভ্রাতৃভিস্তেন কায়েন কিঞ্চিন্নাস্তি প্রয়োজনম্ ॥ ৭৯

তিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে কামবশে সানুরাগে যুবতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিলাষ করেন। ৬৯-৭০

আর তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিতাত্মা সকল মানসমুনিগণেরই চিত্ত অন্যায়রূপে সকাম হইয়া উঠে। দুরাত্মা মদন, তাঁহার নিজের চিত্তও মথিত করে। ৭১

এইজন্য সেই সকল ঋষিবৃন্দকে দেখিয়া তাঁহার মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়। স্বয়ং মদন এই পাপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। ৭২

কেননা ব্রহ্মা, শিবের সাক্ষাতে তাহাকে শাপ দিয়াছেন। সন্ধ্যা তখন বিবেচনা করিলেন ; আমি এখন আমার উচিত ফল পাইতে ইচ্ছা করি। ৭৩

যখন পিতা ও ভ্রাতৃগণ, কামবশে আমাকে দেখিয়া অভিলাষ করিয়াছেন, অথচ তাহা আবার অসাক্ষাতে নহে ; তখন আমা অপেক্ষা পাপচারিণী আর কেহই নাই। ৭৪

আপনার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া স্বামীর প্রতি যেরূপ হয় সেইরূপ অন্যায় কামভাব আমারও উপস্থিত হইয়াছিল। ৭৫

আমি স্বয়ংই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। বেদবিধি অনুসারে আমি নিজদেহ অনলে আহুতি দিব। ৭৬

এই ভূতলে এক নিয়ম স্থাপন করিয়া যাইব;—প্রাণিগণ জন্মিবামাত্র যাহাতে কামবশ না হয়। ৭৭

এই জন্য আমি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া এই নিয়ম স্থাপন করিব, পরে প্রাণত্যাগ করিব। ৭৮

আমার যে শরীরে পিতা ও ভ্রাতৃগণ কামভাবে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ৭৯

যেন স্বেন শরীরেণ তাতে চ সহজে স্বকে।
উদ্ভাবিতঃ কামভাবো ন তৎসুকৃতসাধকম্ ॥ ৮০
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা সন্ধ্যা শৈলবরং ততঃ।
জগাম চন্দ্রভাগাখ্যং চন্দ্রভাগা যতঃ সৃতা ॥ ৮১
তয়া স শৈলঃ সমধিষ্ঠিতঃ সদা
সুবর্ণগৌর্য্যা সুসমপ্রভাভৃতা
সোমেন সন্ধ্যাসময়োদিতেন
যথোদয়াদ্রির্বিররাজ শশ্বৎ ॥ ৮২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

আমার যে শরীরে নিজ জনক ও ভ্রাতার প্রতি কামভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুণ্য-সাধন নহে। ৮০

সন্ধ্যা, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর উৎপাদক চন্দ্রভাগ নামক গিরিবরে গমন করিলেন। ৮১

পর্ব্বতরাজ চন্দ্রভাগ, উত্তম প্রভাশালিনী স্বর্ণবর্ণা সন্ধ্যার অধিষ্ঠানে, সন্ধ্যা-কালীন শশধরের উদয়ে উদয়-পর্ব্বতের ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইয়া-ছিলেন। ৮২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তত্র গতাং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যাং গিরিবরং প্রতি।
তপসে নিয়তাত্মানং ব্রহ্মা প্রাহ স্বকং সুতম্ ॥ ১
বসিষ্ঠং সংশিতাত্মানং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানিযোগিনম্।
সমীপে সুসমাসীনং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ—

বসিষ্ঠ গচ্ছ যত্রৈষা সন্ধ্যা যাতা মনস্বিনী।
তপসে ধৃতকামা সা দীক্ষস্বৈনাং যথাবিধি ॥ ৩
মন্দাক্ষমভবৎ তস্যাঃ পুরা দৃষ্টেহ কামুকান্।
যুষ্মান্ মাঞ্চ তথাত্মানং সকামান্ মুনিসত্তম ॥ ৪
অযুক্তরূপং তৎকর্ম্ম পূর্ব্ববৃত্তং বিমৃশ্য সা।
অস্মাকমাত্মনশ্চাপি প্রাণান্ সন্ত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ৫
অমর্য্যাদেষু মর্য্যাদাং তপসা স্থাপয়িষ্যতি।
তপঃ কর্ত্তুং গতা সাধ্বী চন্দ্রভাগায় সাম্প্রতম্ ॥ ৬
ন ভাবং তপসস্তাত সা তু জানাতি কঞ্চন।
তস্মাদ্‌যথোপদেশং সা প্রাপ্নোতি ত্বং তথা কুরু ॥ ৭
ইদং রূপং পরিত্যজ্য রূপান্তরং পরং ভবান্।
পরিগৃহ্যান্তিকে তস্যাস্তপশ্চর্য্যান্নিদেশতু ॥ ৮
ইদং স্বরূপং ভবতো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং যথা ত্রপাম্।
তথা প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ সা ত্বদগ্রে ব্যাহরিষ্যতি ॥ ৯

অরুন্ধতী-উপাখ্যান

অনন্তর, তপস্যা করিবার জন্য একাগ্রচিত্ত সন্ধ্যাকে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা, নিজ পুত্রকে বলিলেন। ১

ব্রহ্মা নিজ সমীপে আসান, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ কঠোর ব্রতধারী জ্ঞান-যোগী সর্ব্বজ্ঞ স্বীয় পুত্র বসিষ্ঠকে বলিলেন। ২

বসিষ্ঠ! এই মনস্বিনী সন্ধ্যা তপস্যা করিতে অভিলাষিণী হইয়া যথায় গমন করেন, তুমি তথায় গমন কর এবং ইঁহাকে যথাবিধি দীক্ষিত কর। ৩

মুনিবর! পূর্ব্বে এই সন্ধ্যা আমাকে তোমাদিগকে এবং আত্মাকে কাম-পরতন্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন। ৪

ইনি আমাদিগের এবং নিজের সেই পূর্ব্বতন কার্য্য অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া এখন প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ৫

নিয়মশূন্য জগতে ইনি তপঃপ্রভাবে নিয়ম স্থাপন করিবেন। এখন সেই সাধ্বী—তপস্যা করিতে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন। ৬

বৎস! সন্ধ্যা, তপস্যার ভাব কিছুই জানেন না; অতএব যাহাতে তিনি এ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা কর। ৭

তুমি এই রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রূপান্তর ধারণ করিয়া সন্ধ্যাসমীপে গমন করত তপস্যা করিবার নিয়ম শিক্ষা দেও। ৮

পরিত্যজ্য স্বকং রূপং রূপান্তরধরো ভবান্।
তস্মাৎ সন্ধ্যাং মহাভাগামুপদেষ্টুং প্রগচ্ছতু ॥ ১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তথেত্যুক্ত্বা বসিষ্ঠোঽপি বর্ণী ভূত্বা জটাধরঃ।
তরুণশ্চন্দ্রভাগায় যযৌ সন্ধ্যান্তিকং মুনিঃ ॥ ১১
তত্র দেবসরঃ পূর্ণং গুণৈর্মানসসন্মিতম্।
দদর্শ স বসিষ্ঠোঽথ সন্ধ্যাং তত্তীরগামিনীম্ ॥ ১২
তীরস্থয়া তয়া রেজে তৎসরঃ কমলোজ্জ্বলম্।
উদ্যদিন্দুসনক্ষত্রং প্রদোষে গগনং যথা ॥ ১৩
তাং তত্র দৃষ্ট্বাথ মুনিঃ সমাভাষ্য সকৌতুকঃ।
বীক্ষাঞ্চক্রে সরস্তত্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৪
চন্দ্রভাগা নদী তস্মাৎ কাসারাদ্দক্ষিণাম্বুধিম্।
যান্তী নির্ভিদ্য দদৃশে তেন সানুর্গিরের্মহৎ ॥ ১৫
নির্ভিদ্য পশ্চিমং সানুং চন্দ্রভাগস্য সা নদী।
যথা হিমবতো গঙ্গা তথা গচ্ছতি সাগরম্ ॥ ১৬

ঋষয় উচুঃ—

চন্দ্রভাগা কথং সিন্ধুস্তত্রোৎপন্না মহাগিরৌ।
কীদৃক্‌সরস্তদ্বিপ্রেন্দ্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্ ॥ ১৭
কথং স পর্ব্বতশ্রেষ্ঠশ্চন্দ্রভাগাহ্বয়োঽভবৎ।
চন্দ্রভাগাহ্বয়া কস্মান্নদী জাতা বৃষোদকা ॥ ১৮

তোমার এই রূপ দেখিলে সন্ধ্যা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও লজ্জা পাইবেন; সুতরাং তোমার সম্মুখে কিছুই বলিবেন না। ৯

এই জন্যই বলিতেছি,—তুমি নিজরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রূপান্তর অবলম্বন করিয়া মহাভাগা সন্ধ্যাকে উপদেশ দিবার জন্য গমন কর। ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন বসিষ্ঠ-ঋষিও "যে আজ্ঞা" বলিয়া জটাধারী তরুণ ব্রহ্মচারী বেশে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে সন্ধ্যাসমীপে গমন করিলেন। ১১

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তথায় দেখিলেন; মানস-সরোবর সদৃশ গুণসম্পন্ন এক জলপূর্ণ দেবসরোবর এবং তাহার তীরে সন্ধ্যা। ১২

প্রদোষকালে তারকা-খচিত গগনমণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে গগনের যেমন শোভা হয় ফুল্ল-কমল-কুলশোভিত সেই সরোবরের তীরে সন্ধ্যা বর্ত্তমান থাকাতে সরোবরেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। ১৩

ঋষি বসিষ্ঠ, তথায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর সকৌতুকে লোহিতনামক সেই বৃহৎ সরোবর দেখিতে লাগিলেন। ১৪

বসিষ্ঠ দেখিলেন, সেই সরোবর হইতে চন্দ্রভাগা নদী বিশাল গিরিসানু ভেদ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিতেছেন। ১৫

হিমালয়-সানু ভেদ করিয়া গঙ্গা যেমন সাগরে গমন করিতেছেন, সেইরূপ চন্দ্রভাগা নদীও চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের পশ্চিম সানু ভেদ করিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত। ১৬

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিপ্রবর! সেই মহাগিরিতে চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? লোহিত নামক সেই বৃহৎ সরোবর কিরূপ? ১৭

এতন্নঃ শ্রোষ্যমাণানাং জায়তে কৌতুকং মহৎ।
মাহাত্ম্যং চন্দ্রভাগায়াঃ কাসারস্য গিরেস্তথা ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রূয়তাঞ্চন্দ্রভাগায়া উৎপত্তির্মুনিসত্তমাঃ।
যুষ্মাভিশ্চন্দ্রভাগস্য মাহাত্ম্যং নামকারণম্ ॥ ২০
হিমবদ্গিরিসংসক্তঃ শতযোজনবিস্তৃতঃ।
যোজনত্রিংশদায়ামঃ কুন্দেন্দুধবলো গিরিঃ ॥ ২১
তস্মিন্ গিরৌ পুরা বেধাশ্চন্দ্রং শুদ্ধং সুধানিধিম্।
বিভজ্য কল্পয়ামাস দেবান্নং স পিতামহঃ ॥ ২২
পিত্রর্থঞ্চ তথা তস্য তিথিবৃদ্ধিক্ষয়াত্মকম্।
কল্পয়ামাস জগতাং হিতায় কমলাসনঃ ॥ ২৩
বিভক্তশ্চন্দ্রমাস্তস্মিন্[১] জীমূতে দ্বিজসত্তমাঃ।
অতো দেবাশ্চন্দ্রভাগং নাম্না চক্রুঃ পুরা গিরিম্ ॥ ২৪

ঋষয়ঃ উবাচ—

যজ্ঞভাগেষু তিষ্ঠৎসু তা ক্ষীরোদজেঽমৃতে।
কিমর্থমকরোচ্চন্দ্রং দেবার্থং কমলাসনঃ ॥ ২৫
তথা কব্যে স্থিতে কস্মাৎ পিত্রর্থং সমকল্পয়ৎ।
তিথিক্ষয়ে তথা বৃদ্ধৌ কথমিন্দুরভূদ্ গুরো ॥ ২৬
এতন্নঃ সংশয়ং ব্রহ্মঞ্ছিন্ধি সূর্য্যো যথা তমঃ।
নান্যোঽস্তি সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ত্বত্তো দ্বিজোত্তম ॥ ২৭

সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠের নাম চন্দ্রভাগা হইল কেন? আর সেই পুণ্য-সলিলা নদীর নামই বা 'চন্দ্রভাগা' হইল কেন? ১৮

এই সকল কথা এবং চন্দ্রভাগা নদী, লোহিত সরোবর ও চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অত্যন্ত কুতূহল জন্মিতেছে। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মুনিবরগণ! চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি বিবরণ, চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের মাহাত্ম্য এবং চন্দ্রভাগ নাম হইবার কারণ ইত্যাদি তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল শ্রবণ কর। ২০

হিমালয় পর্ব্বতের সহিত মিলিত শত-যোজন-বিস্তৃত ত্রিশ-যোজন উচ্চ এক পর্ব্বত আছে; তাহার বর্ণ কুন্দ বা চন্দ্রের ন্যায় শুক্ল। ২১

পূর্ব্বকালে কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মা, জগতের হিতের জন্য সেই পর্ব্বতে সুধানিধি নির্ম্মল চন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেবভোজ্য এবং পিতৃভোজ্য করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২২-২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই পর্ব্বতে চন্দ্র বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্ব দেবগণ—সেই পর্ব্বতের চন্দ্রভাগ নাম রাখেন। ২৪

ঋষিগণ বলিলেন;—যজ্ঞভাগ এবং ক্ষীরোদ-সাগর-সম্ভূত অমৃত বর্ত্তমান থাকিতে কমলাসন, চন্দ্রকে দেবভোজ্য করিলেন কেন? ২৫

আর কব্য বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাকে পিতৃভোজ্য করিলেনই বা কেন? গুরো! তিথি-ক্ষয়-বৃদ্ধিকালে চন্দ্র কিরূপ অবস্থাপন্ন হন? ২৬

১। যস্মাৎ তস্মিন্ জীমূতসত্তমে—ইতি পাঠান্তরম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুরা দক্ষঃ স্বতনয়া অশ্বিন্যাদ্যা মনোরমাঃ।
ষড়্বিংশতিং তথৈকাঞ্চ সোমায়াদাৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২৮
সমস্তাস্ততঃ সোম উপযেমে যথাবিধি।
নিনায় চ স্বকং স্থানং দক্ষস্যানুমতে তদা ॥ ২৯
অথ চন্দ্রঃ সমস্তাসু তাসু কন্যাসু রাগতঃ।
রোহিণ্যা সার্দ্ধমবসন্‌রতোৎসবকলাদিভিঃ ॥ ৩০
রোহিণীমেব ভজতে রোহিণ্যা সহ মোদতে।
বিনেন্দু রোহিণীং[১] শান্তিং ন কাঞ্চিল্লভতে পুরা ॥ ৩১
রোহিণীতৎপরং চন্দ্রং বীক্ষ্য তাঃ সর্ব্বকন্যকাঃ।
উপচারৈর্বহুবিধৈর্ভেজুশ্চন্দ্রমসং প্রতি ॥ ৩২
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং যদা নৈবাকরোদ্বিধুঃ।
তাসু ভাবং তদা সর্ব্বা অমর্ষবশমাগতাঃ ॥ ৩৩
অথোত্তরাফাল্গুনীতি নাম্না যা ভরণী তথা।
কৃত্তিকার্দ্রা মঘা চৈব বিশাখোত্তরভাদ্রপৎ ॥ ৩৪
তথা জ্যেষ্ঠোত্তরাষাঢ়ে নবৈতাঃ কুপিতা ভৃশম্।
হিমাংশুমুপসঙ্গম্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
পরিবার্য্য নিশানাথং দদৃশু রোহিণীং ততঃ।
বামাঙ্কস্থাং তস্য তেন রমমাণাং স্বমণ্ডলে ॥ ৩৬

ব্রহ্মন্! সূর্য্য যেমন তিমিররাশি বিনষ্ট করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের এই সংশয় দূর করুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি ভিন্ন এ সংশয় ছেদন করে এমন কেহ নাই। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি পরম রমণীয়া নিজ দুহিতা চন্দ্রকে প্রদান করেন। ২৮

অনন্তর শশধর, তাঁহাদিগের সকলকেই যথাবিধি বিবাহ করিয়া দক্ষের অনুমতিক্রমে স্বস্থানে লইয়া গেলেন। ২৯

অনন্তর, চন্দ্র, সেই সকল দক্ষতনয়ার মধ্যে একমাত্র রোহিণীর প্রতিই সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ সুরত মহোৎসব-কেলিকলা-কৌতুকে তাঁহারই সহিত সহবাস করিতেন। ৩০

চন্দ্র, রোহিণীকেই ভজনা করিতেন ; রোহিণীর সহিত আমোদ করিতেন ; রোহিণী ব্যতীত অণুমাত্র সুখ লাভ করিতেন না। ৩১

অন্যান্য দক্ষ তনয়াগণ, চন্দ্রকে একমাত্র রোহিণীর প্রতি আসক্ত দেখিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ৩২

যখন, তাঁহারা প্রতিদিন সেবা করিয়াও চন্দ্রের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারিলেন না, তখন সকলেই কুপিত হইলেন। ৩৩

অনন্তর, উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা এবং উত্তরাষাঢ়—এই নয়জন অত্যন্ত কুপিতা হইয়া শশধরসমীপে গমনপূর্ব্বক চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৩৪-৩৫

চন্দ্রকে ঘিরিয়া তাঁহারা চন্দ্রের বামাঙ্কস্থায়িনী উত্তমালঙ্কার ভূষিতা

১। বিনেন্দুং রোহিণী—ইতি পাঠান্তরম্।

তাং বীক্ষ্য তাদৃশীং সর্ব্বা রোহিণীং বরবর্ণিনীম্ ।
জজ্বলুশ্চাতিকোপেন হবিষেব হুতাশনঃ ॥ ৩৭
ততো মঘাত্রিপূর্ব্বাশ্চ ভরণী কৃত্তিকা তথা ।
চন্দ্রাঙ্কস্থাং মহাভাগাং রোহিণীং জগৃহুর্হঠাৎ ॥ ৩৮
উচুশ্চাতীব কুপিতাঃ পরুষং রোহিণীং প্রতি ।
জীবন্ত্যাং ত্বয়ি দুষ্প্রাজ্ঞে নাস্মানিন্দুস্তু ভাবভাক্[১] ॥ ৩৯
সমুপৈষ্যতি কস্মিংশ্চিৎ সময়ে সুরতোৎসুকঃ ।
বহ্বীনাং ক্ষেমবৃদ্ধ্যর্থং ত্বাং হনিষ্যাম দুর্ম্মতিম্ ॥ ৪০
ন ত্বাং হত্বা ভবেৎ পাপমস্মাকমপি কিঞ্চন ।
প্রজনঘ্নীং বহুস্ত্রীণামনৃতৌ পাপকারিণীম্ ॥ ৪১
যস্মিন্নর্থে পুরা ব্রহ্মা ব্যাজহার সুতং প্রতি ।
নীতিশাস্ত্রোপদেশায় ভন্নঃ সংশ্রুতমস্তি বৈ ॥ ৪২
একস্য যত্র নিধনে প্রবৃত্তে দুষ্টকারিণঃ ।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৩
রুক্মস্তেয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্ যস্তু তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তাসাং তাদৃগভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বা দৃষ্ট্বা চ কর্ম্ম চ ।
ভীতাঞ্চ রোহিণীং দৃষ্ট্বা প্রিয়ামতিমনোরমাম্ ॥ ৪৫

রোহিনীকে দেখিলেন ; দেখিলেন—চন্দ্র, তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন । ৩৬

তাঁহারা সকলে বরবর্ণিনী রোহিণীকে তাদৃশ-সৌভাগ্যশালিনী দেখিয়া ঘৃতাহুতিদ্বারা অনলের ন্যায় অতিরোষে জ্বলিয়া উঠিলেন । ৩৭

অনন্তর, মঘা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী এবং কৃত্তিকা —শশধর ক্রোড়-স্থিতা মহাভাগা রোহিণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন । ৩৮

তাহারা অত্যন্ত কোপ সহকারে রোহিণীকে রূঢ় কথা বলিতে লাগিলেন ; —অরে দুর্ব্বুদ্ধি । তুই বাঁচিয়া থাকিতে চন্দ্র আমাদিগের প্রতি অনুরাগী হইবেন না । অতএব আমাদিগের অনেকের মঙ্গলার্থে দুর্ম্মতিশালিনী তোকে বধ করিব । ৩৯-৪০

যখন তুই ঋতুমতী না থাকিস্, তখনও অন্য বহুতর ঋতুমতী রমণীকে স্বামী সহবাসে বঞ্চিত করত তাহাদিগের গর্ভধারণের প্রতিবন্ধক হইয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিস্ ; অতএব তোকে বধ করিতে আমাদিগের কোন পাপ নাই । ৪১

ব্রহ্মা পূর্ব্বে পুত্রকে নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিবার সময়ে এবিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের শুনা আছে । ৪২

যেখানে একজন দুরাচারীর নিধন হইলে বহুলোকের মঙ্গল সাধিত হয় ; সেখানে তাকে বধ করিলে পুণ্য হয় । ৪৩

(অশীতি রতির অন্যূন) সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুতল্পগামী (বিমাতৃগামী বা অগম্যগামী) এবং আত্মঘাতী ইহাদিগকে বধ করিলে পুণ্য হয় । ৪৪

১। নাস্মাবিন্দুঃ সরাগবান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

আত্মানং চাপরাধঞ্চ তদসম্ভোগজং মুহুঃ।
বিচিন্ত্য রোহিণীং ভীরু তাসাং হস্তাদমোচয়ৎ ॥ ৪৬
মোচয়িত্বা চ বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য রোহিণীম্।
বারয়ামাস তাঃ সর্ব্বাঃ কৃত্তিকাদ্যাঃ স ভামিনীঃ ॥ ৪৭
তদেন্দুং বারয়ন্ত্যস্তাঃ কৃত্তিকাদ্যা মঘান্তকাঃ।
সাম্যমূচুর্মনস্বিন্যস্তাং বীক্ষন্ত্যোঽথ রোহিণীম্ ॥ ৪৮
ন তে ত্রপা বা ভীতির্বা পাপতোঽস্মান্নিরস্যতঃ।
সঞ্জায়তে নিশানাথ প্রাকৃতস্যেব বর্ত্ততঃ ॥ ৪৯
কথমস্মান্নিরাকৃত্য চারিত্রব্রতধারিণীঃ।
সদা ভাক্তমতীরেকাং মূঢ়বত্ত্বং নিষেবসে ॥ ৫০
কিং তে নাবগতো ধর্ম্মো বেদমূলঃ শ্রুতঃ পুরা।
যদ্ধর্ম্মহীনং কুরুষে কর্ম্ম সদ্ভির্ব্বিগর্হিতম্ ॥ ৫১
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থগং কর্ম্ম চরন্তীনাং যথোচিতম্।
কথমুদ্বাহিতানাং ত্বং মুখমাত্রং ন বীক্ষসে ॥ ৫২
গদতো যচ্ছ্রুতং পূর্ব্বং নারদায় পিতুর্ম্মুখাৎ।
দক্ষস্য ধর্ম্মশাস্ত্রার্থং তচ্ছৃণুষ্ব নিশাপতে ॥ ৫৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; চন্দ্র, মঘা প্রভৃতির তাদৃশ অভিপ্রায় বুঝিলেন, কার্য্যেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন, অতিমনোরম প্রেয়সী রোহিণীকে ভীতা দেখিলেন। ৪৫

এবং তাঁহাদিগকে সম্ভোগ না করাতে আপনারও সতত অপরাধ হইতেছে, মনে মনে ভাবিলেন চন্দ্র, এই সকল বুঝিয়া সুঝিয়া ভাবিয়া ও চিন্তিয়া ভীতা রোহিণীকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ৪৬

চন্দ্র, রোহিণীকে ছাড়াইয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃত্তিকা প্রভৃতি সেই কুপিত নিজ রমণীমণ্ডলকে নিবারণ করিলেন। ৪৭

তখন কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, ভরণী—রোহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিবারণতৎপর চন্দ্রের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। ৪৮

নিশানাথ! এই যে আমাদিগকে নিরস্ত করিতেছ, ইহাতে তোমার লজ্জা বা পাপের ভয়ও কি হইতেছে না? ছিঃ। যেন তুমি একেবারে নিতান্ত অধম হইয়াছ। ৪৯

আমরা তোমার প্রতি সতত ভক্তিমতী এবং পাতিব্রত্য ব্রতাচারিণী; আমাদিগের সকলকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় এক জনের প্রতি আসক্ত হইয়া রহিয়াছ। ৫০

তুমি কি বেদমূলক ধর্ম্ম অবগত নহ? না—পূর্ব্বে তাহা একেবারে শ্রবণই কর নাই? নতুবা এরূপ সজ্জন-বিগর্হিত অধর্ম্ম কার্য্য করিবে কেন? ৫১

হে সুধাকর! আমরা যথোচিতরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং তোমার পরিণীতা রমণী; আমাদিগের কেবল মুখের দিকেও কি চাহিতে নাই? ৫২

আমাদিগের পিতা দক্ষ, নারদের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের যে কথা বলিতেছিলেন তৎকালেই তাঁহার প্রমুখাৎ সে কথা আমরা শুনিয়াছি। নিশাপতে! তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৫৩

বহুদারঃ পুমান্ যস্তু রাগাদেকাং ভজেৎ স্ত্রিয়ম্ ।
স পাপভাক্ স্ত্রীজিতশ্চ তস্যাশৌচং সনাতনম্ ॥ ৫৪
যদ্দুঃখং জায়তে স্ত্রীণাং স্বাম্যসম্ভোগজং বিধো ।
ন তস্য সদৃশং দুঃখং কিঞ্চিদন্যত্র বিদ্যতে ॥ ৫৫
সতীমৃতুমতীং জায়াং যো নেয়াৎ পুরুষাধমঃ ।
ঋতুঘস্রেষু শুদ্ধেষু ভ্রূণহা স চ জায়তে ॥ ৫৬
ভার্য্যা স্যাদ্ যাবদাত্রেয়ী তাবৎকালং বিবোধনম্ ।
তস্যাস্তু সঙ্গমে কিঞ্চিদ্বিহিতঞ্চাপি নাচরেৎ ॥ ৫৭
বহুভার্য্যস্য ভার্য্যাণামৃতুমৈথুননাশনম্ ।
ন কিঞ্চিদ্বিদ্যতে কর্ম্ম শাস্ত্রেণাপি যদীরিতম্ ॥ ৫৮
তোষয়েৎ সততং ভার্য্যা বিধিবৎপাণিপীড়িতাঃ ।
তাসাং তুষ্ট্যা তু কল্যাণমকল্যাণমতোঽন্যথা ॥ ৫৯
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ ।
যস্মিন্নেতৎকুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৬০
যয়া বিরুধ্যতে স্বামী সৌভাগ্যমদদৃপ্তয়া ।
সপত্নীসঙ্গমং কর্ত্তুং সা স্যাদ্বেশ্যা ভবান্তরে ॥ ৬১
ইহাপি লোকে বাচাত্বমধর্ম্মঞ্চাপি বিন্দতি ।
ন পিতুশ্চ কুলং স্বামিকুলং তস্যাঃ প্রমোদতে ॥ ৬২
বিরুধ্যমানে পত্যৌ যৎ সপত্ন্যা বা প্রবর্ত্ততে ।
অতীব দুঃখং ভবতি তদকল্যাণকৃত্তয়োঃ ॥ ৬৩

যে পুরুষ, বহু রমণীর স্বামী হইয়াও অনুরাগক্রমে একজন মাত্র পত্নীতে আসক্ত; সেই স্ত্রৈণ পুরুষ অত্যন্ত পাপী এবং তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ অর্থাৎ সে ব্যক্তি বৈদিক কার্য্যে চিরদিন অনধিকারী। ৫৪

স্বামীর সহিত সম্ভোগ করিতে না পাইলে স্ত্রীলোকের যেরূপ কষ্ট হয়, তাহার অনুরূপ কষ্ট আর কিছুই নাই। ৫৫

যে অধম পুরুষ, সতী-ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে বিশুদ্ধ ঋতুদিনে তাহাতে উপগত না হয়, তাহার ভ্রূণহত্যা পাপ হয়। ৫৬

ভার্য্যা যে পর্য্যন্ত আত্রেয়ী থাকে, ততদিন অর্থাৎ ঋতুর তিন দিন পর্য্যন্ত উপগত হওয়া নিষিদ্ধ; যদি দৈবাৎ উপগত হয়, তাহা হইলে কোন বিহিত কার্য্যেই তাহার অধিকার থাকিবে না। ৫৭

বিশুদ্ধ ঋতুদিনে বহুভার্য্য পুরুষের ভার্য্যাসঙ্গমে প্রতিবন্ধক হইতে পারে—এমন কোন কার্য্য, শাস্ত্রেও কথিত হয় নাই। ৫৮

পরিণীতা ভার্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেননা, তাহাদিগের সন্তোষে মঙ্গল, আর অসন্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাকে। ৫৯

যে ঘরে বা যে বংশে, পত্নী, পতির—এবং পতি, পত্নীর সন্তোষ বিধান করেন, তথায় নিত্যই মঙ্গল হইয়া থাকে। ৬০

যে রমণী সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীকে সপত্নীসঙ্গম করিতে না দেয়, সে জন্মান্তরে বেশ্যা হয়। ৬১

এই জন্মেও সে লোক-নিন্দা ও অধর্ম্ম লাভ করে; আর তাহার পিতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল স্বর্গভাগী হন না। ৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবং ভাষমাণাসু তাসু চাতীব নিষ্ঠুরম্।
চুকোপ চন্দ্রমা দৃষ্ট্বা মলিনং রোহিণীমুখম্॥ ৬৪
রোহিণী চ তদা তাসামবলোক্যোগ্রতাং মুহুঃ।
ন কিঞ্চিৎ সাপি প্রোবাচ ভয়শোকত্রপাকুলা॥ ৬৫
অথাপি কুপিতশ্চন্দ্রস্তাঃ শশাপ তদা স্ত্রিয়ঃ।
যস্মান্মম পুরশ্চোগ্রাস্তীক্ষ্ণা বাচঃ সমীরিতাঃ॥ ৬৬
ভবতীভিশ্চ তিসৃভি[১]র্লোকেঽস্মিন্ কৃত্তিকাদিভিঃ।
উগ্রা তীক্ষ্ণা ইতি খ্যাতিঃ প্রাপ্তব্যা ত্রিদশেষ্বপি॥ ৬৭
তস্মাদেবংবিধানেন নবৈতাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ।
যাত্রায়াং নোপযুক্তা হি ভবিষ্যথৈবং দিনে দিনে॥ ৬৮
যুষ্মান্ পশ্যন্তি দেবাদ্যা মনুষ্যাদ্যাশ্চ যে ক্ষিতৌ।
যাত্রায়াং তেন দোষেণ তেষাং যাত্রা ন চেষ্টদা॥ ৬৯
অথ সর্ব্বাস্তদা শাপং তস্য শ্রুত্বাতিদারুণম্।
চন্দ্রস্য হৃদয়ং জ্ঞাত্বা শাপাচ্চাতীব নিষ্ঠুরম্॥ ৭০
জগ্মুঃ সর্ব্বাস্তদা দক্ষভবনং প্রত্যমর্ষিতাঃ।
উচুশ্চ দক্ষং পিতরমশ্বিন্যাদ্যাঃ সগদ্গদম্॥ ৭১
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা।
সেবমানো ন ভজতে সোঽস্মান্ পরবধূরিব॥ ৭২

সপত্নী, পতিকে নিরোধ করিয়া (আট্‌কাইয়া) রাখিলে অন্যান্য সপত্নীর যে সাতিশয় দুঃখ হয়, তাহাতে নিরোধকারিণী সপত্নী এবং পতি উভয়েরই অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটে। ৬৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাঁহারা এই সকল অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিলে, চন্দ্র—রোহিণীর মলিন মুখ দেখিতে কুপিত হইলেন। ৬৪

রোহিণীও বারংবার তাঁহাদিগের উগ্রতা দর্শনে ভয়, শোক এবং লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর চন্দ্র, অত্যন্ত রোষভরে সেই পত্নীদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। ৬৫-৬৬

যেহেতু কৃত্তিকা প্রভৃতি তোমরা চারিজন, আমার সম্মুখে উগ্রভাগে তীক্ষ্ণ (কটু) বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমরা সুরসমাজেও "উগ্র" এবং "তীক্ষ্ণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। ৬৭

এই জন্য অর্থাৎ আমার সম্মুখে উগ্র-ভাব-প্রদর্শন প্রযুক্ত তোমারা এই কৃত্তিকা প্রভৃতি নয়জনই নিজ নিজ ভোগ্য দিনে যাত্রার উপযুক্ত হইবে না। ৬৮

দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ, এবং মনুষ্য প্রভৃতি ভূতলবাসিগণ তোমাদিগকে দেখিয়া যাত্রা করিলে সেই দোষেই তাহাদিগের ইষ্টসিদ্ধ হইবে না। ৬৯

অনন্তর, তাঁহারা তাঁহার সেই অতি দারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া এবং চন্দ্রের শাপ দেওয়া দেখিয়া তাঁহার হৃদয় যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর—ইহা বুঝিয়া ক্রোধবশে সকলেই দক্ষ-গৃহে গমন করিলেন। ৭০

অশ্বিনী প্রভৃতি সকলেই পিতা দক্ষকে গদ্গদস্বরে বলিলেন,—চন্দ্র, আমাদের কাছে থাকেন না, কেবল রোহিণীকেই সতত ভজনা করেন। ৭১

১। ভবতীভি-শ্চতসৃভিঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

নাবস্থানে নাবসানে ভোজনে শ্রবণে তথা।
বিনেন্দু রোহিণীং শান্তিং লভতে নহি কাঞ্চন ॥ ৭৩
রোহিণ্যা বসতস্তস্য সমীপং বীক্ষ্য তে সুতাঃ।
যান্তীঃ সোঽন্যত্র নয়নমাধায় ন হি বীক্ষতে ॥ ৭৪
মাস্তন্যঃ স্বামিসম্ভাবো মুখমাত্রং ন বীক্ষতে।
অস্মিন্ বস্তুনি যৎ কার্য্যং তদস্মাভির্নিগদ্যতাম্ ॥ ৭৫
অস্মাভিরেতৎসময়েঽপ্যাতিরুদ্রশ্চ চন্দ্রমাঃ।
স তৎকৃতে ততশ্চাস্মচ্ছাপং তীব্রং তদাকরোৎ ॥ ৭৬
দারুণাশ্চাতিতীক্ষ্ণাশ্চ লোকে বাচ্যত্বমাপ্য চ।
অযাত্রিকা ভবিষ্যধ্বং যূয়মিত্যুক্তবান্ বিধুঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বা বাক্যং স পুত্রীণাং তাভিঃ সার্দ্ধং প্রজাপতিঃ।
জগাম যত্র সোমোঽভূদ্রোহিণ্যা সহিতস্তদা ॥ ৭৮
দূরাদেব বিধুর্দৃষ্ট্বা দক্ষমায়ান্তমাসনাৎ।
উত্তস্থাবন্তিকে প্রাপ্য ববন্দে চ মহামুনিম্ ॥ ৭৯
অথ দক্ষস্তদোবাচ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
সামপূর্ব্বং চন্দ্রমসং কৃত-সংবন্দনং তথা ॥ ৮০

দক্ষ উবাচ—

সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ।
বৈষম্যে বহবো দোষা ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮১

আমরা সেবা করিলেও তিনি আমাদিগের ভজনা করেন না; যেন আমরা পরস্ত্রী। অবস্থানে, বিরামে, শ্রবণে এবং ভোজনে, চন্দ্র, রোহিণী ব্যতীত কিছুমাত্র সুখলাভ করেন না। ৭২-৭৩

চন্দ্র, রোহিণীর সহিত একত্র আছেন—এমন সময়ে তোমার অন্যান্য তনয়া-গণকে সেইদিকে যাইতে দেখিলে, তিনি অন্য দিকে চক্ষু ফিরান, আর ফিরিয়া দেখেন না। ৭৪

স্বামীর কর্ত্তব্য অন্য সদ্ভাব দূরে থাক, তিনি আমাদিগের মুখও দেখেন না। এখন আমরা করি কি—তাহা বলুন। ৭৫

হাঁ, এই সময়ে আমরা একদিন চন্দ্রকে অনুরোধ করি, তাহাতে চন্দ্র, আমাদিগকে নিদারুণ শাপ দিয়াছেন। ৭৬

তিনি বলিয়াছেন,—তোমরা দারুণ এবং অত্যন্ত-তীক্ষ্ণ-স্বভাব, জগতে এইরূপে নিন্দিত হইবে এবং অযাত্রিক হইবে। ৭৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের কথা শুনিয়া যথায় চন্দ্র রোহিণীসহ অবস্থিত ছিলেন, তথায় তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলেন। ৭৮

চন্দ্র, দূর হইতেই দক্ষ আসিতেছেন দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর সেই মহামুনি নিকটে আসিলে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ৭৯

চন্দ্র, বিধিমত বন্দনা করিলে দক্ষ আসন পরিগ্রহ করিয়া মিষ্টভাবে এই কথা বলিলেন। ৮০

দক্ষ বলিলেন,—সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর; বৈষম্য করিও না; বৈষম্য করিলে অনেক দোষ; ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৮১

রতিপুত্রফলা দারাস্তাসু কামানুবন্ধনাৎ।
কামানুবন্ধঃ সংসর্গাৎ সংসর্গঃ সঙ্গমাস্তবেৎ ॥ ৮২
সঙ্গমশ্চাপ্যভিধ্যানাদ্বীক্ষণাদভিজায়তে ॥ ৮৩
তস্মাত্তার্য্যাস্বভিধ্যানং কুরু ত্বং বীক্ষণাদিকম্ ॥ ৮৪
যদ্যেবং নৈব কুরুষে মদ্বচো ধর্ম্মযন্ত্রিতম্।
তদা লোকবচোদুষ্টঃ পাপবাংস্তুং ভবিষ্যসি ॥ ৮৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ।
এবমস্ত্বিতি চন্দ্রোঽপি ন্যগদদ্দক্ষশঙ্কয়া ॥ ৮৬
অথানুমন্ত্র্য তনয়াশ্চন্দ্রং জামাতরং তথা।
যযৌ দক্ষো নিজং স্থানং কৃতকৃত্যস্তদা মুনিঃ ॥ ৮৭
গতে দক্ষে ততশ্চন্দ্রস্তাং সমাসাদ্য রোহিণীম্।
জগ্রাহ পূর্ব্ববস্তাবং তাসু তস্যাঞ্চ রাগতঃ ॥ ৮৮
তত্রৈব রোহিণীং প্রাপ্য ন কাশ্চিদপি বীক্ষতে।
রোহিণ্যামেব বসতে ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥ ৮৯
গত্বা তাঃ পিতরং প্রাহুর্দৌভাগ্যোদ্বিগ্নমানসাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ॥ ৯০
তবাপি নাকরোদ্বাক্যং তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥ ৯১

পত্নীর প্রতি কামানুবন্ধ-বশতই রতি ও পুত্ররূপ ফল—পত্নী হইতে হইয়া থাকে, কামানুবন্ধ সংসর্গাধীন ; সংসর্গ আসক্তি হইতে আর আসক্তি, অভিধ্যান এবং তন্মূলক নিরীক্ষণাদি হইতে জন্মিয়া থাকে। ৮২-৮৩

অতএব তুমি পত্নীগণের প্রতি অভিধ্যান-সহকারে অবলোকনাদি কর। ৮৪

যদি আমার এই ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য প্রতিপালন না কব, তাহা হইলে লোকসমাজে নিন্দিত এবং পাপভাগী হইবে। ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুমহাত্মা দক্ষের এই কথা শুনিয়া চন্দ্র, তাঁহার ভয়ে তখন "তাহাই হইবে" বলিলেন। ৮৬

তখন মুনি দক্ষ, কৃতকার্য্য হইয়া জামাতা চন্দ্র এবং কন্যাগণের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। ৮৭

দক্ষ গমন করিলে পর, চন্দ্র সেই রোহিণীকে লইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ বশতঃ পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিলেন ; আর অন্যান্য পত্নীদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। ৮৮

সেই তখনকার ন্যায় এখনও রোহিণীকে পাইয়া আর কাহারও প্রতি চাহিয়া দেখেন না ; কেবল রোহিণীর সহিতই আমোদ-প্রমোদ, কেলি-কৌতুক করেন ; তাহাতে তাঁহারা (অন্যান্য চন্দ্রপত্নীগণ) নিজনিজ দুর্ভাগ্যদর্শনে উদ্বিগ্নচিত্ত এবং কুপিত হইলেন। ৮৯

তাহারা পিতৃসন্নিধানে গিয়া কহিলেন ; পিতঃ! চন্দ্র, এখনও আমাদিগের কাছে আসেন না ; সর্ব্বদাই রোহিণীতে আসক্ত। ৯০

তুমি এত বলিলে, তোমারও কথা রাখিল না ; অতএব তুমি এখন আমাদিগকে রক্ষা কর। ৯১

উদ্বেগকোপসংযুক্ত[১] উত্তস্থৌ তৎক্ষণান্মুনিঃ।
জগাম মনসা ধ্যায়ন্ কর্ত্তব্যং নিকটং বিধোঃ।। ৯২
উপগম্য তদা প্রাহ বচশ্চন্দ্রং প্রজাপতিঃ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ।। ৯৩
ন চেদিদং বচোঽস্মাকং মৌর্খ্যাৎ ত্বং নাববুধ্যসে।
ধর্ম্মশাস্ত্রাতিগায়াহং শপ্সো তুভ্যং নিশাপতে।। ৯৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো দক্ষভয়াচ্চন্দ্রস্তৎকর্ত্তুং প্রতি তৎপুরঃ।
অঙ্গীচকারাতিশয়াৎ কার্য্যমেবং মুহুস্ত্বিতি।। ৯৫
সমং প্রবর্ত্তনং কর্ত্তুং ভার্য্যাস্বঙ্গীকৃতে ততঃ।
বিধুনা প্রযযৌ দক্ষঃ স্বস্থানং চন্দ্রসম্মতঃ।। ৯৬
গতে দক্ষে নিশানাথো রোহিণ্যাসহিতো ভৃশম্।
রমমাণো বিসস্মার দক্ষস্য বচনন্তু সঃ।। ৯৭
সেবমানাশ্চ তাঃ সর্ব্বা অশ্বিন্যাদ্যা মনোরমাঃ।
নাভজচ্চন্দ্রমাস্তাসু অবজ্ঞামেব চাকরোৎ।। ৯৮
অবজ্ঞাতাস্তু তাঃ সর্ব্বাশ্চন্দ্রেণ পিতুরন্তিকম্।
গত্বৈবার্ত্তস্বরাশ্চার্ত্তা রুদন্ত্যশ্চেদমব্রুবন্।। ৯
নাকরোদ্বচনং সোমস্তবাপি মুনিসত্তম।
অবজ্ঞাং কুরুতেঽস্মাসু পূর্ব্বতোঽপ্যধিকং স চ।। ১০০

অনন্তর, মুনি দক্ষ, ঈষৎ কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন এবং মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া চন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। ৯১

তখন, প্রজাপতি দক্ষ, চন্দ্রকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—"সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর; বৈষম্য করিও না। যদি তুমি মূর্খতা-প্রযুক্ত আমার এই কথা না রাখ, তাহা হইলে হে নিশানাথ! ধর্ম্মশাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী তোমাকে আমি অভিসম্পাত প্রদান করিব"। ৯৩-৯৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর চন্দ্র দক্ষের ভয়ে তাঁহার সম্মুখে "আমি ইহা করিব, আমি ইহা করিব" বলিয়া তাহা করিতে আগ্রহ-সহকারে বারবার অঙ্গীকার করিলেন। ৯৫

এইরূপে চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলে, দক্ষ বিদায় লইয়া চন্দ্রের সম্মতিক্রমে স্বস্থানে গমন করিলেন। ৯৬

দক্ষ চলিয়া গেলে, নিশাপতি রোহিণীর সহিত সাতিশয় বিহার করত দক্ষের কথা ভুলিয়া গেলেন। ৯৭

অশ্বিনী প্রভৃতি সেই সমস্ত মনোরমা রমণীগণ, চন্দ্রের সেবা করিতে থাকিলেও চন্দ্র, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইলেন না, প্রত্যুত অবজ্ঞাই করিতে লাগিলেন। ৯৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে তাঁহারা কাতর হইয়া পিতৃ-সমীপে গমনপূর্ব্বক কাতরস্বরে রোদন করত এই কথা কহিলেন। ৯৯

হে মুনিবর! চন্দ্র, এবারও তোমার কথা রাখিলেন না; তিনি এখন আমাদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবজ্ঞাই করিতেছেন। ১০০

১। তত ঈষৎ কোপযুক্তঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মাৎ সোমেন নঃ কার্য্যং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
তপস্বিন্যো ভবিষ্যামস্তপশ্চর্য্যাং নিদেশয় ॥ ১০১
তপসা শোধিতাত্মানঃ পরিত্যক্ষ্যাম জীবিতম্।
কিমস্মাকং জীবিতেন দুর্ভগানাং দ্বিজোত্তম ॥ ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা তাস্ততঃ সর্ব্বা দক্ষজাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ।
কপোলমালম্ব্য করৈরুপোপবিবিশুঃ[1] ক্ষিতৌ ॥ ১০৩
তাস্তু দৃষ্ট্বা তথাভূতা দুঃখব্যাকুলিতেন্দ্রিয়াঃ।
অতিদীনমুখো দক্ষঃ কোপাজ্জজ্বাল বহ্নিবৎ ॥ ১০৪
অথ কোপপরীতস্য দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ।
নিশ্চক্রাম তদা যক্ষ্মা নাসিকাগ্রাদ্বিভীষণঃ ॥ ১০৫
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ কৃষ্ণাঙ্গারসমপ্রভঃ।
অতিদীর্ঘঃ স্বল্পকেশঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ১০৬
অধোমুখো দণ্ডহস্তঃ কাসং বিভ্রম্য সন্ততম।
কুর্ব্বাণো নিম্ননেত্রশ্চ যোষাসম্ভোগলোলুপঃ ॥ ১০৭
স চোবাচ তদা দক্ষং কস্মিংস্থাস্যাম্যহং মুনে।
কিংবা চাহং করিষ্যামি তন্মে বদ মহামতে ॥ ১০৮
ততো দক্ষস্তু তং প্রাহ সোমং যাতু দ্রুতং ভবান্।
সোমমত্তু ভবান্নিত্যং সোমে ত্বং তিষ্ঠ স্বেচ্ছয়া ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্যাথ মহামুনে।
শনৈঃ শনৈস্ততঃ সোমমাসসাদ গদঃ স চ ॥ ১১০

অতএব আমাদিগের আর চন্দ্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এখন আমরা তপস্বিনী হইব ; তপস্যা করিবার নিয়ম বলিয়া দাও। ১০১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমরা তপস্যা দ্বারা শরীর শোধিত করিয়া জীবনত্যাগ করিব ; আমরা বড় দুর্ভগা, আমাদিগের জীবনে কাজ কি ? ১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কৃত্তিকা অশ্বিনী প্রভৃতি দক্ষতনয়াগণ, এই কথা বলিয়া করতলে কপোল স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরে, নিকট নিকট ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ দুঃখবিহ্বলেন্দ্রিয়া ও মলিনবদনা দেখিয়া দক্ষ রোষাবেশে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। ১০৩-১০৪

অনন্তর কোপপূর্ণ মহাত্মা দক্ষের নাসিকাগ্র হইতে রমণীসম্ভোগলোলুপ, অধোমুখ, নিম্নদৃষ্টি, জগতের কাসোৎপাদক—ভীষণ যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইল। তাহার দংষ্ট্রাভীষণ, বর্ণ অঙ্গারবৎ কৃষ্ণ, কেশ স্বল্প, আকৃতি অতিদীর্ঘ কৃশ, এবং শিরা-পরিব্যাপ্ত, হস্তে একগাছি দণ্ড। ১০৫-১০৭

যক্ষ্মা, দক্ষকে বলিল,—হে মুনে ! আমি কোথায় থাকিব ? আমি কিই বা করিব ? হে মহামতে ! তাহা আমাকে বলিয়া দিন। ১০৮

অনন্তর দক্ষ তাহাকে বলিলেন,—তুমি সত্বর চন্দ্রশরীরে গমন কর ; তুমি চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্য স্বেচ্ছামত তথায় বাস কর। ১০৯

১। করৈরুরুন্থ বিবিশুঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

আসাদ্য স তদা সোমং বল্মীকং পন্নগো যথা।
প্রবিবেশেন্দুহৃদয়ং ছিদ্রং প্রাপ্য মহাগদঃ॥ ১১১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে হৃদয়ে দারুণে রাজযক্ষ্মণি।
মুমোহ চন্দ্রস্তন্দ্রাঙ্গ বিষমাং প্রাপ্তবাংশ্চ সঃ॥ ১১২
উৎপদ্য প্রথমং যস্মাল্লীনো রাজন্যসৌ গদঃ।
রাজযক্ষ্মেতি লোকেঽস্মিন্নস্য খ্যাতিরভূদ্দ্বিজাঃ॥ ১১৩
ততস্তেনাভিভূতঃ স যক্ষ্মণা রোহিণীপতিঃ।
ক্ষয়ং জগামানুদিনং গ্রীষ্মে ক্ষুদ্রনদী যথা॥ ১১৪
অথ চন্দ্রে ক্ষীয়মাণে সর্ব্বৌষধ্যো গতাঃ ক্ষয়ম্।
ক্ষয়ং যাতাস্বোষধীষু ন যজ্ঞঃ সমবর্ত্তত॥ ১১৫
যজ্ঞাভাবাত্তু দেবানামন্নং সর্ব্বং ক্ষয়ং গতম্।
পর্জ্জন্যাশ্চ ততো নষ্টাস্ততো বৃষ্টির্ন চাভবৎ॥ ১১৬
বৃষ্ট্যভাবে তু লোকানামাহারাঃ ক্ষীণতাং গতাঃ॥ ১১৭
দুর্ভিক্ষব্যসনোপেতে সর্ব্বলোকে দ্বিজোত্তমাঃ।
দানধর্ম্মাদিকং কিঞ্চিন্ন লোকস্য প্রবর্ত্ততে॥ ১১৮
সত্ত্বহীনাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা লোভেনোপহতেন্দ্রিয়াঃ।
পাপমেব তদা চক্রুঃ কুকর্ম্মরতয়শ্চ তাঃ॥ ১১৯
এতান্ দৃষ্ট্বা তদা ভাবান দিক্‌পালাঃ সপুরন্দরাঃ।
জগ্মুঃ ক্ষোভং পরং দেবাঃ সাগরাশ্চ গ্রহাস্তথা॥ ১২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাত্মা দক্ষের এই কথা শুনিয়া সেই রোগ ধীরে ধীরে চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইল। ১১০

চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়াই—সর্প যেমন বল্মীকস্তূপে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ছিদ্র পাইয়া সেই মহারোগ চন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ১১১

সেই নিদারুণ রাজযক্ষ্মা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চন্দ্র, মোহ যাইলেন ও নিজের সতত বিষম দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন। ১১২

হে দ্বিজগণ! সেই রোগ, উৎপন্ন হইয়া প্রথমেই রাজাতে অর্থাৎ চন্দ্রে লীন হইয়াছিল বলিয়া তাহা জগতে "রাজযক্ষ্মা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১১৩

অনন্তর, সেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত চন্দ্র গ্রীষ্মকালে স্বল্পসলিলা নদীর ন্যায় প্রত্যহ ক্ষয় পাইতে লাগিলেন। ১১৪

চন্দ্র, ক্ষয় পাইতে লাগিলে ওষধি সকল (ধান্য প্রভৃতি) ক্ষয় পাইল; ওষধি ক্ষয় হওয়াতে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। ১১৫

যজ্ঞ অভাবে দেবগণের অন্ন মারা গেল। জলদাবলী বিনষ্ট হইল, সুতরাং বৃষ্টি হওয়াও বন্ধ হইল। ১১৬

বৃষ্টি অভাবে সকল লোকের অন্নাভাব হইল হইল। ১১৭

হে দ্বিজবরগণ! সমস্ত লোক দুর্ভিক্ষ-বিপদে কাতর হইলে দানধর্ম্মাদি আর কিছুই রহিল না। ১১৮

তখন প্রজাগণ সকলেই দুর্ব্বল, সার-হীন, লোলুপেন্দ্রিয় এবং কু-কর্ম্মরত হইয়া পাপ কার্য্যই করিতে লাগিল। ১১৯

এইরূপ ভাব দেখিয়া ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, নবগ্রহ অন্যান্য দেবগণ এবং সপ্ত সমুদ্র—সকলেই অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন। ১২০

ততো দৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং ব্যাকুলং দস্যুপীড়িতম্।
ব্রহ্মাণমগমন্ দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১২১
উপসঙ্গম্য দেবেশং স্রষ্টারং জগতাং পতিম্।
প্রণম্যাথ যথাযোগ্যমুপবিষ্টাস্তদা সুরাঃ ॥ ১২২
তান্ ম্লানবদনান্ সর্ব্বান্ বীক্ষ্য লোকপিতামহঃ।
অভিভূতান্ পরেণেব হৃতস্ববিষয়ানিব।
পপ্রচ্ছ সম্মুখীকৃত্য গুরুমিন্দ্রং হুতাশনম্ ॥ ১২৩

ব্রহ্মোবাচ—

স্বাগতং ভো সুরগণাঃ কিমর্থং যূয়মাগতাঃ।
দুঃখোপহতদেহাংশ্চ যুষ্মান্ ম্লানাংশ্চ লক্ষয়ে ॥ ১২৪
নিরাবাধান্নিরাতঙ্কান্ যুষ্মান্ সর্ব্বাংশ্চ কামগান্।
কৃত্বা স্ববিষয়ে ন্যস্তান্ কথং পশ্যামি দুঃখিতান্ ॥ ১২৫
যদ্বোঽভবদ্দুঃখবীজং যুষ্মান্ বা যস্তু বাধতে।
তৎকথ্যতামশেষেণ সিদ্ধঞ্চাপ্যবধার্য্যতাম্ ॥ ১২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো বৃদ্ধশ্রবা জীবঃ কৃষ্ণবর্ত্মা চ লোকভৃৎ।
উবাচাত্মভুবে তস্মৈ সুরাণাং দুঃখকারণম্ ॥ ১২৭
শৃণু সর্ব্বজগৎকর্ত্তস্তাং[১] যেন বয়মাগতাঃ।
যদ্বাস্মাকং দুঃখবীজং যতো ম্লানশ্রিয়ো বয়ম্ ॥ ১২৮

ক্রমে সমস্ত জগৎকে ব্যাকুল এবং দস্যুপীড়িত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ১২১

তাঁহারা, জগৎপতি, সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। ১২২

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পর-পরিভূতের ন্যায়, হৃতবিষয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের ম্লান বদন দর্শনে বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—অহে দেবগণ! আসিতে ত কোন ক্লেশ হয় নাই? এখন জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য তোমরা আসিয়াছ? তোমাদিগের দুঃখ-পীড়িত-দেহ ও ম্লানবদন দেখিতেছি? ১২৪

তোমাদিগকে বিঘ্ন-বাধাশূন্য, নির্ভয় এবং কামচারী করিয়া স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছি; এখন আবার দুঃখিত দেখিতে পাই কেন? ১২৫

যাহা তোমাদিগের দুঃখের কারণ, বা যে তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছে—সম্পূর্ণরূপে তাহা কীর্ত্তন কর এবং মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অবধারণ কর। ১২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, লোকপালক ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি, স্বয়ম্ভুর নিকটে দেবগণের দুঃখকারণ বলিতে লাগিলেন। ১২৭

হে বিধাতঃ! আমরা যে জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহা আমাদিগের দুঃখের কারণ এবং যাহাতে আমাদিগের শ্রী মলিন হইয়াছে তৎসমস্ত শ্রবণ করুন। ১২৮

১। শৃণু সর্ব্বং……ইতি পাঠান্তরম্।

ন কচিৎ সম্প্রবর্ত্তন্তে যজ্ঞা লোকে পিতামহ।
নিরাধারা নিরাতঙ্কাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ১২৯
ন চ দানাদিধর্ম্মশ্চ ন তপাংসি ক্ষিতৌ কচিৎ।
নৈব বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ ক্ষীণতোয়াভবৎ ক্ষিতিঃ ॥ ১৩০
ক্ষীণাঃ সর্ব্বাস্তথৌষধ্যঃ শস্যা লোকাঃ সমাকুলাঃ।
দস্যুভিঃ পীড়িতা বিপ্রা বেদবাদং ন কুর্ব্বতে ॥ ১৩১
অন্নবৈকল্যমাসাদ্য ম্রিয়ন্তে বহবঃ প্রজাঃ।
ক্ষীণেষু যজ্ঞভাগেষু ভোগ্যহীনাস্তথা বয়ম্ ॥ ১৩১
দুর্ব্বলাস্তু শ্রিয়া হীনা নৈব শান্তিং লভামহে ॥ ১৩৩
রোহিণ্যা মন্দিরে চন্দ্রো বক্রগত্যা চিরং স্থিতঃ।
বৃষরাশৌ স চ ক্ষীণো জ্যোৎস্নাহীনশ্চ বর্ত্ততে ॥ ১৩৪
যদৈবান্বিষ্যতে দেবৈশ্চন্দ্রো নৈষাং পুরঃসরঃ।
কদাচিদপি দেবানাং সমাজে বাভবাদ্বিধে ॥ ১৩৫
কদাচিদ্রোহিণীং ত্যক্ত্বা নৈব কচন গচ্ছতি।
যদ্যন্যঃ কোঽপি ন ভবেত্তদা চন্দ্রো বহির্ভবেৎ ॥ ১৩৬
দৃশ্যতে স কলাহীনঃ কলামাত্রাবশেষকঃ।
ইতি সর্ব্বত্র লোকেশ বৃত্তঃ কর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৩৭
তং দৃষ্ট্বাং কান্দিশীকাস্তু বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ ॥ ১৩৮
পাতালাদ্ যাবদুত্থায় কালকঞ্জাদয়োঽসুরাঃ।
নাস্মান্ লোকেশ বাধন্তে তাবন্নস্ত্রাহি সাধ্বসাৎ ॥ ১৩৯

হে লোক-পিতামহ! কোন স্থানেই আর যজ্ঞ হয় না; যাহাদিগের কোন বাধা ছিল না—কোন ভয় ছিল না; সেই সমস্ত প্রজাগণ এখন ক্ষয় পাইয়াছে। ১২৯

পৃথিবীতে এখন দানাদি ধর্ম্ম নাই, তপস্যা নাই; মেঘে বৃষ্টি করে না, ভূমণ্ডল জলহীন হইয়াছে। ১৩০

ওষধি ও শস্য সকল বিনষ্ট; লোক সমস্ত ব্যাকুল; বিপ্রগণ দস্যু-পীড়িত; আর তাঁহারা বেদধ্বনি করেন না। ১৩১

অনেক প্রজা অন্নাভাবে মরিতেছে। যজ্ঞভাগ না থাকাতে আমরাও অন্নহীন হইয়াছি। ১৩২

তাহাতেই আমরা দুর্ব্বল ও শ্রীহীন; কোনরূপেই স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ১৩৩

চন্দ্র, চক্রগতি দ্বারা বহুদিন রোহিণীমন্দিরে বৃষরাশিতে অবস্থিত আছেন, তিনি এখন ক্ষীণ এবং জ্যোৎস্না-হীন। ১৩৪

দেবতারা যখনই অন্বেষণ করেন, তখনই দেখেন,—চন্দ্র, তাঁহাদিগের অগ্রে নাই। হে বিধাতঃ! তিনি কখনও দেবসভাতে আইসেন না। ১৩৫

রোহিণীকে ত্যাগ করিয়া প্রায় কখনই তিনি কোন স্থানে যান না, তবে অন্য কেহ না থাকে ত একটু আধটু বাহিরে আইসেন। ১৩৬

তখন দেখা যায় তাঁহার সকল কলা গিয়াছে, কেবল একটী কলা অবশিষ্ট আছে। হে লোকেশ! এইরূপ অবস্থা বিপর্য্যয় সর্ব্বত্রই হইয়াছে। ১৩৭

তদ্দর্শনে আমরা দিশাহারা হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। কাল-

অয়ং প্রবর্ত্ততে কস্মাজ্জগতাং বা ব্যতিক্রমঃ।
ন জানীমস্তু তৎ সর্ব্বং বিপ্লবে বাপি কারণম্ ॥ ১৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতৎ সুরাণাং বচনং দিব্যদর্শী পিতামহঃ।
শ্রুত্বা ক্ষণমভিধ্যায়ন্ নিজগাদ সুরোত্তমান্ ॥ ১৪১

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা যদর্থং লোকবিপ্লবঃ।
প্রবর্ত্ততেঽধুনা যেন শান্তিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৪২
সোমো দাক্ষায়ণীঃ কন্যাঃ সপ্তবিংশতিসংখ্যকাঃ।
অশ্বিন্যাদ্যা বরবধূর্ভার্য্যার্থে পরিণীতবান্ ॥ ১৪৩
পরিণীয় স তাঃ সর্ব্বা রোহিণ্যাং সততং বিধুঃ।
প্রাবর্ত্ততানুরাগেণ ন সমস্তাসু বর্ত্ততে ॥ ১৪৪
অশ্বিন্যাদ্যাস্তু তাঃ সর্ব্বা দৌর্ভাগ্যজ্বরপীড়িতাঃ।
ষড়্বিংশতির্বরারোহাঃ পিতরং প্রস্থিতাঃ স্বকম্ ॥ ১৪৫
প্রবর্ত্ততে নিশানাথো রোহিণ্যাং রাগতো যথা।
তথা ন তাসু ভজতে তদ্দক্ষায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৪৬
ততো দক্ষো মহাবুদ্ধিঃ সাম্না সংস্তূয় বিট্পতিম্।
বহুসুনৃতমাভাষ্য পুত্র্যর্থে চান্বরোধত ॥ ১৪৭
অনুরুদ্ধো যথাকামং দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
সমং প্রবর্ত্তিতুং তাসু সময়ং কৃতবান্ বিধুঃ ॥ ১৪৮

কঞ্জাদি অসুরমণ্ডলী, যাবৎ পাতাল হইতে উঠিয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়, তন্মধ্যেই আমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। ১৩৮-১৩৯

জগতের এইরূপ ব্যতিক্রম কেন যে হইয়াছে, সেই বিপ্লব কারণ আমরা অবগত নহি। ১৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দিব্যদর্শী পিতামহ, দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করত সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন;—যে কারণে লোকবিপ্লব হইতেছে এবং যে উপায়ে তাহার শান্তি হইবে—দেবগণ সকলে তাহা শ্রবণ কর। ১৪১-৪২

চন্দ্র, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশ জন বরাঙ্গনা দক্ষতনয়াকে বিবাহ করেন। ১৪৩

সকলকে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু অনুরাগবশতঃ সর্ব্বদা রোহিণীর নিকটেই থাকিতেন, অন্য কাহারও নিকটেই যাইতেন না। ১৪৪

অনন্তর, অশ্বিনী প্রভৃতি ছাব্বিশজন বরারোহা রমণী সকলেই দুর্ভাগ্য-জ্বরে পীড়িত হইয়া স্বয়ংই নিজ নিজ পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন। ১৪৫

চন্দ্র, অনুরাগক্রমে রোহিণীর সহিত যেরূপ ভাব করেন, আর তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ ভাব করেন—তাঁহারা দক্ষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। ১৪৬

অনন্তর মহাবুদ্ধি দক্ষ, জামাতাকে মিষ্টবাক্যে স্তব করিয়া ও বহুতর সুনৃত বাক্য বলিয়া কন্যাগণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ১৪৭

সমমঙ্গীকৃতে ভাবং তাসু কর্ত্তুং হিমাংশুনা।
স্বং জগাম ততঃ স্থানং দক্ষোঽপি মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪৯
গতে দক্ষে মুনিশ্রেষ্ঠে বৈষম্যং তাসু চন্দ্রমাঃ।
জহৌ ন ভাবং তাঃ শশ্বৎ কুপিতাঃ পিতরং গতাঃ ॥ ১৫০
ততো দক্ষঃ পুনশ্চন্দ্রমবরুধ্য সুতান্তরে।
সমাং বৃত্তিং প্রতিশ্রাব্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১৫১
ন সমং বর্ত্ততে চন্দ্র সর্ব্বাস্বাসু ভবান্ যদি।
তদা শপ্স্যে ত্বহং তুভ্যং তস্মাৎ কুরু সমঞ্জসম্ ॥ ১৫২
ততো গতে পুনর্দ্দক্ষে ন সমং বর্ত্ততে যদা।
তাসু চন্দ্রস্তদা দক্ষং পুনর্গত্বাব্রুবন্ রুষা ॥ ১৫৩
ন তে বচঃ সংকুরুতে নৈবস্মাসু প্রবর্ত্ততে।
বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ স্থাস্যামশ্চ তবান্তিকে ॥ ১৫৪
তাসামিতি বচঃ শ্রুত্বা কুপিতঃ স মহামুনিঃ।
ক্ষয়ায় চন্দ্রস্য পুনঃ শাপায়োৎসুকতাং গতঃ ॥ ১৫৫
শাপায়োদ্যুক্তমনসঃ কুপিতস্য মহামুনেঃ।
ক্ষয়ো নাম মহারোগো নাসিকাগ্রাদ্বিনির্গতঃ ॥ ১৫৬
প্রেষিতঃ স চ চন্দ্রায় দক্ষেণ মুনিনা ততঃ।
প্রবিষ্টবাংস্তস্য দেহে ক্ষয়িতস্তেন চন্দ্রমাঃ ॥ ১৫৭

সুমহাত্মা দক্ষ, নিজের ইচ্ছামত চন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি সকল পত্নীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করেন। ১৪৮

চন্দ্র, তাঁহাদিগের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করিলে মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৪৯

মুনিবর দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র সেই সকল পত্নীর প্রতি বৈষম্য পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার পত্নীগণ তাহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া পিতৃসমীপে গমন করিলেন। ১৫০

তনন্তর দক্ষ, তনয়াগণের জন্য চন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া সকল পত্নীতেই সমান ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং বলিলেন; চন্দ্র! যদি তুমি এই সকলগুলির প্রতিই সমান ব্যবহার না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে শাপ দিব। অতএব অসামঞ্জস্যের কার্য্য করিও না। ১৫১-১৫২

পুনরায় দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র, যখন তাঁহাদিগের প্রতি স্বীকার মত সমান ব্যবহার না করিলেন; তখন তাঁহারা রোষাবেশে পুনরায় যাইয়া দক্ষকে বলিলেন; চন্দ্র, তোমার কথা রক্ষা করিলেন না; তিনি আমাদিগের কাছে আইসেন না; আমরা তপস্যা করিব; তোমার নিকটে থাকিব। ১৫৩-১৫৪

মুনি দক্ষ, তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন; তখন তাঁহার মন চন্দ্রকে ক্ষয়কারক শাপ দিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। ১৫৫

কুপিত মহামুনি শাপ দিতে উৎসুকচিত্ত হইলে তাঁহার নাসিকাগ্র হইতে ক্ষয় নামে মহারোগ নির্গত হইল। ১৫৬

সুমহাত্মা দক্ষ, রোগকে চন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়াছেন; রোগও চন্দ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; সেই রোগই চন্দ্রকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। ১৫৭

ক্ষীণে চন্দ্রে ক্ষয়ং যাতা জ্যোৎস্নাস্তস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষীণাসু সর্ব্বজ্যোৎস্নাসু সর্ব্বৌষধ্যঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ১৫৮
ঔষধ্যভাবাল্লোকেঽস্মিন্ ন যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
যজ্ঞাভাবাদনাবৃষ্টিস্ততঃ সর্ব্বপ্রজাক্ষয়ঃ ॥ ১৫৯
যজ্ঞভাগোপভোগেন হীনানাং ভবতাং তথা।
দুর্ব্বলত্বং সমুৎপন্নং বিকারশ্চ স্বগোচরে ॥ ১৬০
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যথাভূল্লোকবিপ্লবঃ।
যেনোপায়েন তচ্ছান্তিস্তচ্ছৃণ্বন্তু সুরোত্তমাঃ ॥ ১৬১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

মহাত্মা চন্দ্র, ক্ষীণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার জ্যোৎস্নাও ক্ষীণ হইয়াছে; জ্যোৎস্না ক্ষীণ হওয়াতে সকল ওষধি ক্ষয় পাইয়াছে। ১৫৮

ওষধি অভাবে জগতে আর যজ্ঞ হইতেছে না; যজ্ঞ অভাবে অনাবৃষ্টি,— তাহাতেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইয়াছে। ১৫৯

যজ্ঞভাগ-উপভোগ ব্যতীত তোমাদিগের সেইরূপ দুর্ব্বলত্ব এবং ব্যতিক্রম হইয়াছে। যে জন্য জগতের ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম; হে দ্বিজোত্তমগণ! যে উপায়ে ঐ বিপদের শান্তি হইবে তাহা শ্রবণ কর। ১৬০-১৬১

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ—

গচ্ছন্তু ভোঃ সুরগণা দক্ষস্য সদনং প্রতি।
প্রসাদয়ত চন্দ্রার্থে স চ পূর্ণো ভবেদ্‌যথা ॥ ১
পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্ব্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্যতি।
যুষ্মাকঞ্চ ভবেচ্ছান্তিরোষধীনাঞ্চ সম্ভবঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
প্রযযুর্হৃষ্টমনসস্তদা দক্ষনিবেশনম্ ॥ ৩
যাথান্যায়মুপস্থায় সর্ব্বে মুনিবরং সুরাঃ।
প্রোচুঃ প্রজাপতিং দক্ষং প্রণম্য শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ৪

দেবা উচুঃ—

প্রসীদ সীদতাং ব্রহ্মন্নস্মাকং বহুদুঃখিনাম্।
উদ্ধরস্ব মহাবুদ্ধে ত্রাহি নঃ শোকসাগরাৎ ॥ ৫
যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞন্তু সৃষ্টিকৃৎ পরমাত্মনঃ।
তদংশস্ত্বং পরং জ্যোতির্বিপ্ররূপ নমোঽস্তু তে ॥ ৬
রক্ষণাৎ সর্ব্বজগতাং প্রজাপালনকারণাৎ।
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চেতি যোগেশস্তং নুমো বয়ম্ ॥ ৭
দক্ষায় সর্ব্বজগতাং দক্ষায় কুশলাত্মনাম্।
দক্ষায়াত্মহিতায়াশু নমস্তুভ্যং মহাত্মনে ॥ ৮

চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ-মুক্তি।

ব্রহ্মা কহিলেন; হে সুরগণ! তোমরা দক্ষ ভবনে গমন কর; চন্দ্র যাহাতে পূর্ণ হন, সেই জন্য গিয়া দক্ষকে প্রসন্ন কর। ১

চন্দ্র, পূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ প্রকৃতিস্থ হইবে। তোমাদিগের শান্তি এবং ওষধি সকলেরও পুনরুদ্ভব হইবে। ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে দক্ষালয়ে গমন করিলেন। ৩

সকল দেবগণ, যথাযোগ্য বিনীতভাবে প্রজাপতি দক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক মধুরবচনে বলিতে লাগিলেন; ব্রহ্মন্! আমরা বহু দুঃখে অবসন্ন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন; হে মহামতে! আমাদিগকে রক্ষা করুন, শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন। ৪-৫

পরমাত্মার ব্রহ্মা নামে যে সৃষ্টিকারক মূর্ত্তি, বিপ্ররূপী পরম জ্যোতি তাঁহারই অঙ্গস্থিত; হে জ্যোতিঃ-স্বরূপ-বিপ্র! আপনাকে নমস্কার। ৬

যিনি সর্ব্ব জগতের রক্ষক বলিয়া "দক্ষ", আর প্রজাপালক বলিয়া "প্রজাপতি" নামে অভিহিত, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি। ৭

সমস্ত জগতের পাটব-কর্ত্তা কুশলাত্মাদিগের রক্ষাকর্ত্তা মহাত্মা দক্ষকে সত্বর আত্মহিতের জন্য নমস্কার করি। ৮

সততং চিন্ত্যমানস্য যোগিভির্নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ।
সারস্য সারভূতস্ত্বং দক্ষায় পরমাত্মনে ॥ ৯
যোগিবৃত্তিরনাধ্বর্য্যঃ পারগাণাং পরায়ণঃ।
আদ্যন্তমুক্তঃ[১] সহসা তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১০
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা দক্ষো যজ্ঞভুজাং তথা।
প্রাহ প্রসন্নবদনঃ শক্রমাভাষ্য মুখ্যতঃ ॥ ১১

দক্ষ উবাচ—

কুতঃ শক্র মহাবাহো ভবতাং দুঃখমাগতম্।
দুঃখহেতুং বদ বিভো শ্রোতুমিচ্ছামাহন্ত তম্ ॥ ১২
মমাস্তি বা কিং কর্ত্তব্যং ভবতাং দুঃখহানয়ে।
তদহং যদি শক্নোমি করিষ্যামি হিতং সমম্ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মসূনোর্মহাত্মনঃ।
জগাদ বাক্পতিঃ শক্রো বীতিহোত্রোঽথ তং মুনিম্ ॥ ১৪

ত উচুঃ—

ক্ষয়ী জাতো নিশানাথস্তস্মিন্ ক্ষীণে ক্ষয়ং গতাঃ।
সর্ব্বৌষধ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদ্ধানির্যজ্ঞহানিকৃৎ ॥ ১৫
যজ্ঞে বিনষ্টে সকলাঃ প্রজাঃ ক্ষুত্তয়কাতরাঃ।
বৃষ্ট্যভাবান্মহদ্দুঃখং প্রাপ্য নষ্টাশ্চ কাশ্চন ॥ ১৬
ক্ষয়োঽয়ং রাত্রিনাথস্য যস্তে কোপাৎ প্রবর্ত্ততে।
স সর্ব্বজগতো ব্রহ্মন্নভাবার্থমুপস্থিতঃ ॥ ১৭

সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণ যাঁহাকে সতত চিন্তা করেন, যিনি সেই সারবস্তু পরমাত্মার সারভূত, তুমি সেই দক্ষ। ৯

হে অতি তেজস্বিন্! তুমি যোগবৃত্তি অধ্বর্য্যু এবং পারগামীদিগেরও পরম গতি; তোমাকে বারবার নমস্কার করি। ১০

সেই সকল দেবগণের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক দক্ষ, প্রাধান্য-প্রযুক্ত ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া প্রসন্ন-বদনে বলিতে লাগিলেন; হে মহাবাহু ইন্দ্র! কি কারণে তোমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? প্রভো! দুঃখের কারণ কি বল; আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১১-১২

তোমাদিগের দুঃখ দূর করিতে আমাকেই বা কি করিতে হইবে? আমার সাধ্যাতীত না হইলে আমি তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হিত করিব। ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহামুনি ব্রহ্ম-তনয় দক্ষের সেই কথা শুনিয়া বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নি, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৪

হে দ্বিজবর! শশধর ক্ষীণ হইয়াছেন, তাহাতে সকল ওষধিই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; ওষধি অভাবে এখন আর যজ্ঞ হইতেছে না। ১৫

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সকল প্রজাই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, কতকগুলি প্রজা এইরূপ মহাদুঃখ পাইয়া প্রাণত্যাগও করিয়াছে। ১৬

ব্রহ্মন্! আপনার ক্রোধে এই যে চন্দ্রের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ১৭

১। আদ্যন্ত মুক্তঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

নাধুনা তত্ত্রিভুবনে যন্ন ক্ষুব্ধং নু কিঞ্চন।
বিপ্লুতং যান্তি বিপ্রেন্দ্র স্থাবরাঃ পতগাশ্চ বা॥ ১৮
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
আহারদুঃখান্নিশ্রীকাঃ প্রজাঃ ক্ষীণা ভয়াতুরাঃ॥ ১৯
এবং প্রবৃত্তে বিপ্রেন্দ্র বিপ্লবেঽস্মাদ্রসাতলাৎ।
দৈত্যা ন যাবদুত্থায় বাধন্তে তাবদুদ্ধর॥ ২০
প্রসীদ দক্ষ চন্দ্রস্য তং পূরয় তপোবলাৎ।
পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্ব্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্যতি॥ ২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিসুতস্তদা।
উবাচ তান্ সুরগণান্ হৃদয়াচ্ছল্যমুদ্ধরন্॥ ২২

দক্ষ উবাচ—

যন্মে বচো নিশানাথে প্রবৃত্তং শাপকারণম্।
ন কেনাপি নিদানেন মিথ্যা কর্ত্তুং তদুৎসহে॥ ২৩
কিন্তু মদ্বচনং যস্মান্নৈকান্তেন মৃষা ভবেৎ।
চন্দ্রোঽপি বর্দ্ধতে যস্মাত্তদুপায়মুদৈক্ষত॥ ২৪
তত্রাপ্যয়মুপায়োঽস্তি মাসার্দ্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাসার্দ্ধং সমং ভার্য্যাসু বর্ত্ততাম্॥ ২৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তং প্রসাদ্য প্রজাপতিম্।
সর্ব্বে সুরগণাস্তত্র গতা যত্রাস্তি চন্দ্রমাঃ॥ ২৬

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! সপ্তসমুদ্র—বল, পশু-পক্ষী বল, সুর-মণ্ডলী বল,—অধুনা ত্রিজগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা ক্ষুব্ধ বা বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮

এখন আর যজ্ঞ হয় না; তপস্বী তপস্যা করেন না। প্রজাকুল ক্ষীণ ভয়াতুর এবং অন্নকষ্টে হতশ্রী। ১৯

হে বিপ্রবর! এইরূপ বিপ্লব প্রবৃত্ত হইয়াছে, এখন যাবৎ দৈত্যগণ রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়, তন্মধ্যে উদ্ধার করুন। ২০

দক্ষ! চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন, তপোবলে তাঁহাকে পূর্ণ করুন; চন্দ্র পূর্ণ হইলে, সমস্ত জগতই প্রকৃতিস্থ হইবে। ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; তখন ব্রহ্মনন্দন দক্ষ, দেবগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে শল্যোদ্ধার করত তাঁহাদিগকে বলিলেন; চন্দ্রের প্রতি আমার যে শাপ-বাক্য নির্গত হইয়াছে, আমি কোন নিদান ধরিয়াই তাহা মিথ্যা করিতে পারি না। ২২-২৩

কিন্তু আমার বাক্যও একান্ত মিথ্যা না হয়, অথচ চন্দ্রও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এরূপ উপায় দেখ। ২৪

তাহাতেও এইমাত্র উপায় আছে; চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করুক, তবে একপক্ষ ক্ষয় ও একপক্ষ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ২৫

হে দ্বিজগণ! দক্ষ এই কথা বলিলে, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া এবং সেই—প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া সুরগণ, সকলেই চন্দ্রমা যথায় ছিলেন তথায় গমন করিলেন। ২৬

এবমুক্তে তু বচনে দক্ষেণ মুনিনা দ্বিজাঃ।
অথ চন্দ্রং সমাদায় ভার্য্যাভিঃ সহিতং তদা।
জগ্মুস্তে ব্রহ্মভবনং মুদিতাঃ সুরসত্তমাঃ॥ ২৭
তত্র গত্বা মহাভাগা যথা দক্ষেণ ভাষিতম্।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাসুর্ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ২৮
ব্রহ্মা দক্ষবচঃ শ্রুত্বা দেবানাং বদনাত্তদা।
চন্দ্রভাগং মহাশৈলং জগাম সহিতঃ সুরৈঃ॥ ২৯
তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
স্নাপয়ামাস শুভ্রাংশুং বৃহল্লোহিতপুষ্করে॥ ৩০
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞানঃ পূর্ব্বমেব পিতামহঃ।
এতদর্থঞ্চকারাত্র সরঃ পূর্ণং জগদ্গুরুঃ॥ ৩১
তত্র স্নাতস্য জন্তোস্তু নীরোগত্বং প্রজায়তে।
চিরায়ুষ্ট্বঞ্চ সততং বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে॥ ৩২
তত্র স্নাতস্য চন্দ্রস্য শরীরাত্তৎক্ষণং গদঃ।
রাজযক্ষ্মা নিঃসসার পূর্ব্বরূপো যথোদিতঃ॥ ৩৩
নিঃসৃত্য রাজযক্ষ্মাপি ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্।
প্রণম্যাহং কিং করিষ্যে ক গচ্ছাম ত্যুবাচ তম্॥ ৩৪
স্থানং পত্নীঞ্চ লোকেশ কৃত্যং মম সনাতনম্।
নিদেশয়ানুরূপং মে স্রষ্টা ত্বং জগতাং যতঃ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো ব্রহ্মাপি তং পুষ্টং নিরীক্ষ্যেন্দুং শরীরগৈঃ।
অমৃতৈস্তেনাতিভুক্তৈঃ ক্ষীণঞ্চাপি নিশাপতিম্॥ ৩৬

অনন্তর ভার্য্যাগণ পরিবৃত চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেই সুরবরসমূহ হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন। ২৭

মহাভাগগণ, তথায় গমন করিয়া দক্ষের কথিত সমস্ত কথাই পরমাত্মা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন। ২৮

ব্রহ্মা, দেবগণের প্রমুখাৎ দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সুবিস্তৃত চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে গমন করিলেন। ২৯

সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, তথায় গমন করিয়া প্রজাগণের হিত-কামনায় লোহিত নামক বৃহৎসরোবর-জলে চন্দ্রকে স্নান করাইলেন। ৩০

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞানসম্পন্ন জগৎপ্রভু পিতামহ, এইজন্যই পূর্ব্বে এই স্থানে এই জলপূর্ণ সরোবর সৃষ্টি করেন। ৩১

সেই লোহিত নামক বৃহৎ সরোবরে স্নান করিলে, প্রাণী রোগ-শূন্য এবং চিরজীবী হয়। ৩২

তথা স্নান করিবামাত্র চন্দ্রের শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মা রোগ নির্গত হইল; তখন আবার তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় রূপ প্রকাশ পাইল। ৩৩

রাজযক্ষ্মা, নিঃসৃত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—আমি কি করিব? কোথায় যাইব? ৩৪

হে লোকেশ! আপনি ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব আপনি আমার অনুরূপ ভার্য্যা, বাসস্থান এবং চিরন্তন কর্ত্তব্যকার্য্য স্থির করিয়া দিন। ৩৫

দোর্ভিঃ স্বয়ং তং গৃহীত্বা গিরৌ নিষ্পিষ্য বৈ মুহুঃ।
অমৃতং গালয়ামাস শরীরাদ্রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ৩৭
অমৃতানি চ যান্যাশু গালিতানি তদা জলে।
ক্ষীরোদস্য স চিক্ষেপ মধ্যে রহসি লোকভৃৎ ॥ ৩৮
তস্মাদস্যামৃতাদিন্দোঃ কলাঃ ক্ষীণাস্তু যাঃ পুরা।
তাসাং জগ্রাহ লবশশ্চূর্ণান্ ক্ষীরোদসাগরাৎ ॥ ৩৯
কলামাত্রাবশেষস্য সংসর্গাদ্রাজযক্ষ্মণঃ।
ক্ষীণাঃ কলাঃ পঞ্চদশ যাঃ পূর্ব্বমমৃতাত্মিকাঃ ॥ ৪০
তা রাজযক্ষ্মগর্ভস্থাশ্চূর্ণীভূতাস্তু পীড়য়া।
তেজোজ্যোৎস্নাসুধাভিস্তু নিবদ্ধং যৎ কলাপতেঃ ॥ ৪১
শরীরং তত্রিধা ভূতং গর্ভস্থং রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ৪২
জ্যোতিশ্চূর্ণমভূৎ জ্যোৎস্না লীনা রাজাদিযক্ষ্মণি।
দ্রবীভূতাঃ সুধাঃ সর্ব্বা গর্ভে রোগস্য চ স্থিতাঃ ॥ ৪৩
যদা নির্গালয়ামাস সুধাং ব্রহ্মা যক্ষ্মান্তরাৎ।
তদা জ্যোৎস্নাসুধাজ্যোতিঃ সর্ব্বং তস্মাদ্বহির্গতম্ ॥ ৪৪
ক্ষীরোদসাগরে ক্ষিপ্তং তৎসর্ব্বং বিধিনা তদা।
দেবান্ গিরৌ পরিত্যজ্য স্বয়ং গত্বা দ্রুতং ততঃ ॥ ৪৫
ততোঽমৃতানি প্রক্ষাল্য কলাচূর্ণানি বারিভিঃ।
জ্যোৎস্নাঞ্চাপ্যাজগামাশু গৃহীত্বা তত্রয়ং গিরিম্ ॥ ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, ব্রহ্মা, রাজযক্ষ্মাকে চন্দ্রের শরীর-স্থিত অমৃতপানে পরিপুষ্ট এবং চন্দ্রকে ক্ষীণ দেখিলেন। ৩৬

বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে ধারণপূর্ব্বক বারংবার পর্ব্বতে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রাজযক্ষ্মার দেহ হইতে অমৃত বাহির করিয়া লইলেন। ৩৭

লোকপালক ব্রহ্মা সেই বহিষ্কৃত অশুদ্ধ অমৃত, ক্ষীরোদসাগরে জলমধ্যে গোপনে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮

পূর্ব্বে চন্দ্রের কলাসকল ক্ষীণ হইয়াছিল, এখন ব্রহ্মা সেই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষিপ্ত অমৃত হইতে তিল তিল কলাচূর্ণ গ্রহণ করিলেন। ৩৯

রাজযক্ষ্মারোগ-প্রভাবে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের যে অমৃতময়ী পঞ্চদশকলা ক্ষয় পাইয়াছিল, তাহা রাজ-যক্ষ্মারই গর্ভে ছিল। ৪০

এখন নিষ্পীড়ন বশে তৎসমস্ত চূর্ণ হইয়া যাইল। তেজ, জ্যোৎস্না এবং অমৃত এই তিন পদার্থময়। চন্দ্র-শরীর, তিনভাগে বিভক্ত হইয়া রাজ-যক্ষ্মার গর্ভে থাকে। ৪১-৪২

জ্যোতি চূর্ণ হইয়াছিল, জ্যোৎস্না রাজযক্ষ্মা-দেহে লীন হইয়াছিল, আর অমৃতরাশি দ্রবভাবে উক্ত রোগের উদরে ছিল। ৪৩

ব্রহ্মা যখন রোগের উদর হইতে অমৃত বাহির করেন, তখন কেবল অমৃত নহে—জ্যোৎস্না, জ্যোতি এবং অমৃত, সকলই বাহির হইয়াছিল। ৪৪

তখন বিধি তৎসমস্তই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর বিধাতা দেবগণকে পর্ব্বতে ছাড়িয়া স্বয়ং সত্বর ক্ষীরোদসাগরে গমন করেন। ৪৫

ক্ষীরোদাদ্‌গিরিমাসাদ্য চন্দ্রভাগং তদা বিধিঃ।
দেবমধ্যে কলাচূর্ণং সুধাজ্যোৎস্না স্তবীবিশৎ ॥ ৪৭
সংস্থাপ্য তত্রয়ং ব্রহ্মা দেবানাং মধ্যতঃ স্থিতঃ।
জগাদ রাজযক্ষ্মাণং তৎস্থানাদি নিদেশয়ন্ ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ—

সর্ব্বদা যো দিবারাত্রৌ সন্ধ্যায়াং বনিতারতঃ।
সেবতে সুরতং তস্মিন্ রাজযক্ষ্মন্ বসিষ্যসি ॥ ৪৯
প্রতিশ্যায়-শ্বাসকাস-সংযুক্তো মৈথুনং চরেৎ।
স তে প্রবেশ্যঃ সততং শ্লেষ্মণশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৫০
কৃষ্ণাখ্যা মৃত্যুপুত্রী যা ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ।
সা তেঽস্তু ভার্য্যা সততং ভবন্তমনুযাস্যতি ॥ ৫১
ক্ষীণত্বং ভবতঃ কৃত্যং ততস্তুং বিষয়ং কুরু।
দ্রুতং গচ্ছ যথাকামং চন্দ্রাৎ ত্বং বিমুখো ভব ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিসৃষ্টো বিধিনা রাজযক্ষ্মা মহাগদঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামন্তর্দ্ধানং জগাম হ ॥ ৫৩
অন্তর্হিতে মহারোগে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
চন্দ্রং সমগ্রয়ামাস কলাপঞ্চদশৈর্ধিতম্ ॥ ৫৪
তেন ক্ষীরোদধৌতেন সুধাপুগেন চাত্মভূঃ।
সজ্যোৎস্নৈস্তু কলাচূর্ণৈঃ পূর্ব্ববচ্চাকরোদ্বিধুম্ ॥ ৫৫

তৎপরে অমৃত, কলাচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না—এই তিন বস্তুই সমুদ্রে প্রক্ষালন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই পর্ব্বতে আগমন করিলেন। ৪৬

বিধি, ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে আসিয়া দেবগণের মধ্যে কলাচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না স্থাপন করিলেন। ৪৭

ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে সেই তিন বস্তু রাখিয়া রাজযক্ষ্মার বাসস্থানাদি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৪৮

যে ব্যক্তি, দিবা রাত্রি, সন্ধ্যা—সকল সময়েই রমণীতে আসক্ত হইয়া সুরতসেবা করে, হে রাজযক্ষ্মন্। তুমি তাহার শরীরে বাস করিবে। ৪৯

যে ব্যক্তি, প্রতিশ্যায় রোগ, শ্বাসরোগ, কাসরোগ বা শ্লেষ্মরোগযুক্ত হইয়া মৈথুনাসক্ত হয়, তুমি, তাহাতে প্রবেশ করিবে। ৫০

তৃষ্ণানাম্নী মৃত্যুকন্যা, গুণে তোমার অনুরূপা ; সেই তোমার ভার্য্যা হউক ; সে তোমার সতত অনুগামিনী হইবে। ৫১

ক্ষীণতাই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; তুমি যথায় থাকিবে, তাহার ক্ষীণতা করিবে, এখন সত্বর যথেচ্ছ স্থানে গমন কর, চন্দ্রের প্রতি বিমুখ হও। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহারোগ রাজযক্ষ্মা ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বিদায় পাইয়া সর্ব্বদেবগণসমক্ষে অন্তর্হিত হইল। ৫৩

সেই মহারোগ অন্তর্হিত হইলে পর, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, কলামাত্রাব-শিষ্ট চন্দ্রকে পঞ্চদশ কলার দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ৫৪

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, সেই সেই অমৃতরাশি জ্যোৎস্না এবং কলাচূর্ণ দ্বারা চন্দ্রকে পূর্ব্ববৎ করিলেন। ৫৫

স ষোড়শকলাপূর্ণঃ পূর্ব্ববদ্বিবভৌ যদা।
চন্দ্রস্তদা সর্ব্বদেবা মুমুদুস্তস্য দর্শনাৎ ॥ ৫৬
অথ চন্দ্রস্তদা পূর্ণঃ প্রণিপত্য পিতামহম্।
উবাচেদং সুরসদোমধ্যগো নাতিহর্ষিতঃ ॥ ৫৭

সোম উবাচ—

ন স্যাম[১] পূর্ব্ববদ্ ব্রহ্মঞ্শরীরে মম বর্ত্ততে।
ন বীর্য্যং বা তথোৎসাহো নিষীদন্ত্যঙ্গসন্ধয়ঃ ॥ ৫৮
নোৎসহে পূর্ব্ববচ্চেষ্টাং বিধাতুং সুতরামহম্।
চেষ্টাহীনস্ত্বনুদিনং বর্ত্তেয়ং কেন লোককৃৎ ॥ ৫৯

ব্রহ্মোবাচ—

গ্রস্তস্য যক্ষ্মণা সোম যদভূদঙ্গসন্ধয়ঃ।
পূর্ব্বং বিশীর্ণা ভবতস্তৎপূর্ণমভবন্ন হি ॥ ৬০
অধুনা ভবতো দেহচূর্ণং নিঃসারিতং ময়া।
শরীরাৎ সামৃতজ্যোৎস্নমঞ্জসা রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ৬১
তেষাং প্রক্ষালনবিধৌ লবশো যৎস্থিতং জলে।
জ্যোৎস্নায়াশ্চ সুধায়াশ্চ তেন হীনো ভবান্ যতঃ ॥ ৬২
ততোঽঙ্গসন্ধয়ো রাজংস্তব সীদন্তি সাম্প্রতম্।
তস্যোপায়ং বিধাস্যামি যথা নার্ত্তিং লভেস্তবান্ ॥ ৬৩
প্রাজাপত্যঃ পুরোডাশো হবনীয়ঃ পুরোঽধ্বরে।
ঐন্দ্রস্ততোঽনু চাগ্নেয়ঃ প্রদেয়ঃ সর্ব্বতঃ ক্রতৌ ॥ ৬৪

যখন চন্দ্র, ষোল কলাপূর্ণ হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, তখন দেবগণ, তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৫৬

অনন্তর পূর্ণচন্দ্র, পিতামহকে প্রণাম করিয়া সুর-সভামধ্যে অনতি-হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন। ৫৭

সোম বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার শরীরে এখন পূর্ব্বের ন্যায় আস্থা নাই, বীর্য্য নাই, উৎসাহ নাই; অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ৫৮

আমি পূর্ব্বের ন্যায় চেষ্টা (গমনাদি) করিতে পারিতেছি না; প্রত্যহ এইরূপে চেষ্টাহীন হইয়া থাকিব কিরূপে? ৫৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—চন্দ্র! যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত হওয়াতে তোমার অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। ৬০

আমি, এখন, রাজ-যক্ষ্মার উদর হইতে তোমার যে দেহচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না নিঃসারিত করিলাম। ৬১

সেই চূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্নার প্রক্ষালনসময়ে যে কিছু অংশ জলে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তোমার শরীরে নাই। ৬২

এই জন্যই হে রাজন্! এখন তোমার অঙ্গসন্ধি সকল অবসন্ন। যাহা হউক, যাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি। ৬৩

যজ্ঞে প্রথমে প্রাজাপত্য, তৎপরে ঐন্দ্র, তৎপরে আগ্নেয় পুরোডাশ আহুতি দিবে; সকল যজ্ঞেই এই নিয়ম। ৬৪

১। ন সুখং—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো নু ভবতো ভাগঃ পুরোডাশো ময়া কৃতঃ।
তেন ভাগেন ভুক্তেন নিত্যং যজ্ঞকৃতেন হি।
পূর্ব্ববৎ তে সমুৎসাহঃ স্থাম বীর্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৬৫
যে চামৃতকণাস্তোয়ে ক্ষীরোদস্য স্থিতাস্তব।
শরীরচূর্ণং বা যত্তে জ্যোৎস্নাঞ্চাপি যে লবাঃ।
তৎসর্ব্বং ভবতো জ্যোৎস্নাযোগাদনুদিনং বিধো।
বৃদ্ধিং যাস্যতি সততং ক্ষীরসাগরগর্ভগম্ ॥ ৬৬
স্বারোচিষেঽন্তরে প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে শঙ্করাংশজঃ।
দুর্ব্বাসা ভবিতা বিপ্রঃ প্রচণ্ডশ্চণ্ডভানুবৎ[১] ॥ ৬৭
স দেবেন্দ্রস্যাবিনয়াচ্ছাপং দত্ত্বা সুদারুণম্।
করিষ্যতি ত্রিভুবনং নিঃশ্রীকং সসুরাসুরম্ ॥ ৬৮
শ্রিয়া হীনে ততো লোকে ভবিতা লোকবিপ্লবঃ।
যথা তব ক্ষয়াৎ সোম প্রবৃত্তঃ সর্ব্ববিপ্লবঃ ॥ ৬৯
তন্মানুষপ্রমাণেন তৃতীয়ে তু কৃতে যুগে।
ভবিষ্যতি স্থাস্যতি চ যাবদ্ যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭০
ততশ্চতুর্থে সম্প্রাপ্তে সহ দেবৈঃ কৃতে যুগে।
ক্ষীরোদং নির্মথিষ্যামঃ শম্ভুর্বিষ্ণুরহং তথা ॥ ৭১
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্।
যজ্ঞভাগেষু হীনেষু দেবান্নার্থং বয়ং ততঃ।
মথিষ্যামঃ সমং দেবৈঃ ক্ষীরোদং সহ দানবৈঃ ॥ ৭২

তাহার পর, তোমার ভাগের পুরোডাশ; আমি এই নিয়ম করিয়াছি। সেই যজ্ঞীয় ভাগ নিত্য ভোজন করিলে তোমার পূর্ব্ববৎ উৎসাহ, স্থিতিশক্তি এবং বীর্য্য হইবে। ৬৫

ক্ষীরোদসাগরের জলে তোমার যে সকল অমৃতাংশ দেহচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না-কণা বর্ত্তমান আছে, হে শশধর! তৎসমস্তই তোমার জ্যোৎস্নাসংসর্গে প্রত্যহ বাড়িতে থাকিবে। ৬৬

স্বারোচিষ-মন্বন্তরের দ্বিতীয় সত্যযুগে শঙ্করের অংশ-সম্ভূত, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-সদৃশ উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন দুর্ব্বাসা নামে এক ব্রাহ্মণ হইবেন। ৬৭

তিনি দেবরাজের দুর্ব্বিনয় বশতঃ তাঁহাকে নিদারুণ শাপ দিয়া সুরাসুর-পরিবৃত ভুবনমণ্ডলীকে শ্রীহীন করিবেন। ৬৮

হে চন্দ্র! তোমার ক্ষয়ে এখন যেমন লোকবিপ্লব হইয়াছে, সমস্ত জগৎ শ্রীহীন হইলে, এইরূপ লোক-বিপ্লব হইবে। ৬৯

তৃতীয় সত্যযুগে এ ঘটনা হইবে; মনুষ্য-প্রমাণে চারি যুগ এইরূপ বিপ্লবাবস্থা থাকিবে। ৭০

অনন্তর চতুর্থ সত্যযুগ আসিলে, আমি শিব এবং বিষ্ণু—আমরা দেবগণ সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিব। ৭১

যজ্ঞভাগহীন হইলে আমরা দেবগণের জন্য মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া দেব-দানব সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিব। ৭২

১। প্রচণ্ডচণ্ডভাস্বরঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বচ্ছরীরামৃতমিদং যৎস্থিতং ক্ষীরসাগরে।
তৎ প্রমথ্য গ্রহীষ্যামো রাশীভূতং তথা ক্ষয়ম্ ॥ ৭৩
সর্ব্বৌষধ্যন্তরে কৃত্বা ত্বচ্ছরীরং তদা বয়ম্।
ক্ষেপ্স্যামঃ সাগরজলে শরীরার্থং বিধো তব ॥ ৭৪
নির্ম্মথ্য সাগরং পশ্চাৎ সমুদ্ধার্য্য যদামৃতম্।
তদা তব বপুস্তস্মিন্ পূর্ব্ববৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
ওজোবীর্য্যাদ্ভুতং কান্তমক্ষয়ঞ্চ সুধাত্মকম্।
দৃঢ়াঙ্গসন্ধিকং চারু ভবিষ্যতি বপুস্তব ॥ ৭৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুধাংশুমেবমাভাষ্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বিধোঃ ক্ষয়ায় মাসার্দ্ধং বৃদ্ধয়ে যত্নবানভূৎ ॥ ৭৭
যথা দক্ষেণ গদিতং মাসার্দ্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাসার্দ্ধং যত্নং তত্রাকরোদ্বিধিঃ ॥ ৭৮
ততঃ ষোড়শধা চন্দ্রং সুরজ্যেষ্ঠো বিভক্তবান্।
বিভজ্য চ সুরান্ সর্ব্বান্ সমুবাচেদমুত্তমম্ ॥ ৭৯
কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রস্য তত্রৈকা শম্ভুমূর্দ্ধনি।
তিষ্ঠত্বদ্যাবধি পরা ক্ষয়ং যান্ত ক্ষয়ং বিনা ॥ ৮০
ক্ষয়েণ যদি রোগেণ মাসার্দ্ধং দক্ষবাক্যতঃ।
ক্ষয়ায় পীড়্যতে চন্দ্রো নোপশান্তিস্তদা ভবেৎ ॥ ৮১
কিং ত্বস্য যা কলা শম্ভৌ জ্যোৎস্না গচ্ছতু তাং প্রতি।
চতুর্দ্দশকলাসংস্থাঃ প্রতিমাসং সুরোত্তমাঃ ॥ ৮২

এই তোমার শরীরামৃত, যাহা ক্ষীরোদসাগরে রহিল ; রাশীকৃত এই অক্ষয়-সুধা—মন্থন করিয়া গ্রহণ করিব। ৭৩

চন্দ্র! তোমার এই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বৌষধি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ইহাকে সাগর-জলে নিক্ষেপ করিব। ৭৪

আমরা সাগরমন্থন করিয়া যখন অমৃত উত্তোলন করিব, তখন তোমার দেহ পূর্ব্ববৎ হইবে। ৭৫

তখন তোমার দেহ, তেজো-বীর্য্য-সম্পন্ন, অক্ষয় সুধাময় এবং দৃঢ়সন্ধি-যুক্ত হইবে। ৭৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সুধাংশুকে এই কথা বলিয়া তাঁহার এক পক্ষে ক্ষয়, আর এক পক্ষে বৃদ্ধি—ইহার জন্য যত্নশীল হইলেন। ৭৭

চন্দ্র একপক্ষ ক্ষয় পাইবে, আর একপক্ষ বৃদ্ধি পাইবে, দক্ষ এই কথা বলিয়াছিলেন, বিধাতা তাহা রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। ৭৮

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে ষোলভাগে বিভক্ত করিলেন ; বিভাগ করিয়া সমস্ত সুরগণকে এই উত্তম কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৯

চন্দ্রের ষোলকলা ; তন্মধ্যে এক কলা অদ্যাবধি শিবের মস্তকে থাক্ ; আর অন্য সমস্ত কলা, বিনা যক্ষ্মারোগে ক্ষয় পাইবে। ৮০

যদি চন্দ্র, দক্ষের বাক্যে, একপক্ষকাল, ক্ষয়রোগে পীড়িত হইয়া ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে আর ইহার শান্তি হইবে না। ৮১

হে সুরবরগণ! প্রতিমাসের প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশদিনে

চতুর্দ্দশকলাসংস্থান্যমৃতানি পিবন্তু বৈ।
প্রতিপত্তিথিমারভ্য ভবন্তস্তাং চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৮৩
তেজোভাগাঃ সূর্য্যবিম্বং চতুর্দ্দশতিথৌ ক্রমাৎ।
প্রবিশন্তু ক্ষয়ং ত্বেবং কৃষ্ণপক্ষে বিধোর্ভবেৎ ॥ ৮৪
যাতু শেষা কলা দর্শে হরিৎপত্রে পলায়িতা।
তিষ্ঠতু প্রথমে ভাগে তিথৌ তস্যাং নিশাপতেঃ ॥ ৮৫
দ্বিতীয়ে দর্শভাগে তু রোহিণ্যা যাতু মন্দিরম্।
তৃতীয়ে তু সরস্বত্যাং স্নাত্বা সমুত্থিতো বিধুঃ ॥ ৮৬
চতুর্থে বলসম্পূর্ণস্তিথিভাগে বিভাবসোঃ।
মণ্ডলং যাতু চন্দ্রোঽয়ং সবিম্বরথঘোটকঃ ॥ ৮৭
যাবৎ কালেন হি কলা প্রথমা ক্ষয়মাপ্নুয়াৎ।
এবমেবং কৃষ্ণপক্ষে তাবৎ সা প্রতিপদ্ ভবেৎ ॥ ৮৮
দ্বিতীয়াদৌ কৃষ্ণপক্ষে বৃদ্ধিহ্রাসস্তথাবিধঃ।
তিথীনাং বৃদ্ধিহেতুশ্চ শুক্লে কৃষ্ণে তথা ভবেৎ ॥ ৮৯
ততঃ পুনঃ শুক্লপক্ষে যাবৎ পূর্ব্বকলোদিতা।
বৃদ্ধিং নৈতি ভবেত্তাবৎ প্রতিপত্তিথিরাদিতঃ ॥ ৯০
ততো দ্বিতীয়ভাগস্য যা জ্যোৎস্না হরমূর্দ্ধনি।
স্থিতা[১] যা বৈ কলা যাতু গতা সা পুনরেষ্যতি ॥ ৯১
যুষ্মাভিস্তু ভবেৎ পেয়মমৃতং যদ্দিনে দিনে ॥ ৯২
তদ্দ্বিতীয়াদিতিথিভিঃ পূর্ণান্তাভিঃ সদৈব হি।
স্বয়মুৎপৎস্যতে চন্দ্রো জ্যোৎস্নাযোগাৎ সুরোত্তমাঃ ॥ ৯৩

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের চতুর্দ্দশ কলার জ্যোৎস্না শিবমস্তকস্থিত শশিকলাতে গমন করিবে; অমৃত তোমরা পান করিবে। ৮২-৮৩

তেজোভাগ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইবে। কৃষ্ণপক্ষে, এইরূপ চন্দ্রক্ষয় হইবে। ৮৪

চন্দ্রের অবশিষ্ট এক কলা অমাবস্যাতিথির প্রথমভাগে হরিৎপত্রে লুকাইয়া থাকিবে। ৮৫

দ্বিতীয় ভাগে রোহিণীতে গমন করিবে; তৃতীয়ভাগে কলাবশিষ্ট বিধু-কলা সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া সমুজ্জ্বল হইবে। ৮৬

আর চতুর্থভাগে বলসম্পন্ন হইয়া নিজমণ্ডল ও রথ-ঘোটক-সমভিব্যাহারে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। ৮৭

প্রথম কলার ক্ষয় যতক্ষণে হয়, ততক্ষণেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রভৃতির ক্ষয়-বৃদ্ধিও কলাক্ষয়ের সময়-তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে। এই জন্যই তিথিসকলের হ্রাসবৃদ্ধি শুক্ল, কৃষ্ণ—উভয়পক্ষেই হইয়া থাকে। ৮৮-৮৯

তৎপরে যে পর্য্যন্ত প্রথম কলা উদয় হইতে থাকে, দ্বিতীয় কলার উদয় না হয়, তাবৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, অনন্তর শিবশিরোভূষণ শশিকলাতে অবস্থিত দ্বিতীয় ভাগাদির জ্যোৎস্না ক্রমে পুনরায় আগত হইবে; তোমরা কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ যে অমৃত পান করিবে। ৯০-৯২

১। স্থিতায়াং বৈ কলায়াং তু—ইতি পাঠান্তরম্।

যথা দিনে দিনে ভাগাঃ ক্ষয়ং যান্তি তথা বিধোঃ।
বৃদ্ধিং গচ্ছন্ত্যনুদিনং শুক্লপক্ষেঽন্বহং সুরাঃ ॥ ৯৪
তেজোভাগঃ সূর্য্যবিম্বাৎ পুনরেব সমেষ্যতি।
প্রযাস্যতি কৃষ্ণপক্ষে যথা ভাগক্রমং তথা ॥ ৯৫
জ্যোৎস্না হরশিরশ্চন্দ্রাৎ প্রত্যহং পুনরেষ্যতি।
তেজোভাগঃ সূর্য্যবিম্বাদমৃতং বর্ধতি স্বয়ম্ ॥ ৯৬
এবং বৃদ্ধিঃ শুক্লপক্ষে সুধাংশোঃ সম্ভবিষ্যতি।
পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণত্বং চন্দ্রবৃদ্ধিক্ষয়াদ্ ভবেৎ ॥ ৯৭
যাবৎ কালেন যো ভাগঃ ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ যাস্যতি।
তাবৎ কালমভিব্যাপ্য তিথিঃ স্থাস্যতি সা পুনঃ ॥ ৯৮
চিরেণ বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা, দ্রুতেন বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা।
দ্রুতাস্তিথীনাস্তু সদা ক্ষয়ঃ স্যাচ্চিরস্তু বৃদ্ধিস্তিথিষু প্রবেশে ॥ ৯৯
হব্যং কব্যঞ্চ চন্দ্রেণ বিনা ন সম্ভবিষ্যতি।
তস্মাত্তয়োঃ প্রবৃদ্ধ্যর্থং চন্দ্রং রক্ষন্তু দেবতাঃ ॥ ১০০
আশ্বাসনীয়ঃ শুভ্রাংশুঃ কলাশেষোঽনুমাসতঃ।
অমাবাস্যাপরার্দ্ধে তু পিতৃভী রোহিণীগৃহে ॥ ১০১
তস্যৈবাস্বাদনাৎ কব্যং বৃদ্ধিং যাস্যতি চান্বহম্।
তেন কব্যেন পিতরস্তৃপ্তিং যাস্যন্তি বৈ পরাম্ ॥ ১০২

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! চন্দ্র শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াদি তিথিতে তৎসমস্ত দ্বারা এবং জ্যোৎস্নাযোগে পূর্ণ হইতে থাকিবে। ৯৩

যেমন কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ শশিকলা ক্ষয় পাইতে থাকে, হে দেবগণ! সেইরূপ শুক্লপক্ষে প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৯৪

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের তেজোভাগ সূর্য্যমণ্ডল হইতে পুনরায় সমাগত হইবে। আর কৃষ্ণপক্ষে ক্রমানুসারে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে সঙ্গত হইতে থাকিবে। ৯৫

শিব-শিরো-ভূষণ-শশিকলা হইতে জ্যোৎস্না পুনরায় আসিবে। তেজোভাগ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিবে আর অমৃত স্বয়ং উৎপন্ন হইবে। ৯৬

শুক্লপক্ষে এইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রের বৃদ্ধি-ক্ষয় অনুসারেই শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ এই দ্বিবিধ নাম হইয়াছে। ৯৭

যে ভাগ, যতক্ষণে ক্ষয় বা বৃদ্ধি পাইয়া চরমাবস্থাতে উপনীত হইবে, সেই ভাগ-সংখ্যানুসারে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত তিথির পরিমাণ ততক্ষণ হইবে। ৯৮

যদি শীঘ্র কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, অথবা যদি বিলম্বে কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, তাহা হইলে, শীঘ্র ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি অল্পপরিমাণ, আর বিলম্বে ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি দীর্ঘপরিমাণ হয়। ৯৮-৯৯

চন্দ্রব্যতীত হব্য-কব্য হয় না; অতএব হব্য-কব্যের বৃদ্ধির জন্য দেবগণ চন্দ্রকে রক্ষা করুন। ১০০

আর পিতৃগণ প্রতিমাসে অমাবস্যার অপরাহ্নে কলাবশিষ্ট চন্দ্রকে রোহিণী-গৃহে ভোজন করিবেন। ১০১

তদাস্বাদনে প্রত্যহ কব্য বৃদ্ধি হইবে; সেই কব্য দ্বারা পিতৃগণ পরম তৃপ্তি-লাভ করিবেন। ১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে যথোক্তং বিধিনা তথা।
চক্রুর্লোকহিতার্থায় চন্দ্রস্য ক্ষয়বৃদ্ধয়ে ॥ ১০৩
মহাদেবোঽপি চন্দ্রার্দ্ধং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
জগ্রাহ দেবৈর্বিধিনা শিরসা ক্ষুধিতো ভৃশম্ ॥ ১০৪
যত্তেজঃ পরমং নিত্যমজমব্যয়মক্ষয়ম্।
তৎস্বরূপা চন্দ্রকলা শাপতস্তু ক্ষয়ং গতা ॥ ১০৫
প্রবিশতি যদা জ্যোতিরানন্দমজরং পরম।
যোগিনস্তু তদা তেষাং চিন্তনং লীনমেষ্যতি ॥ ১০৬
মহাদেবশিরঃসংস্থে লীনে চিত্তে সুধানিধৌ।
চন্দ্রদ্বারা ভবেন্মুক্তিরিত্যেবং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ ১০৭
এতজ্‌ জ্ঞাত্বা মহাদেবঃ ক্ষয়বৃদ্ধাবিনাকৃতম্।
হিতায় সর্ব্বলোকানাং জগ্রাহ শিরসা বিধুম্ ॥ ১০৮
চন্দ্রজ্যোৎস্নাসমাযোগাদোষধ্যো যান্তি বৃদ্ধয়ে।
সর্ব্বৌষধীষু বৃদ্ধাসু প্রবর্ত্তন্তে ততোঽধ্বরাঃ ॥ ১০৯
অধ্বরেষু প্রবৃত্তেষু স্বান স্বান্ ভাগাংস্তু দেবতাঃ।
পরিগৃহ্লন্তি পিতরস্তথা কব্যানি ভূরিশঃ ॥ ১১০
অমৃতং ব্রহ্মণা সৃষ্টং যদ্দেবেভ্যঃ পুরাতনম্।
তেন তৃপ্যন্তি হীনা যে হব্যভাগেন দেবতাঃ ॥ ১১১
যজ্ঞেনাপ্যায়িতং তচ্চ জ্যোৎস্নাভির্বৃদ্ধিমেতি বৈ।
যজ্ঞজ্যোৎস্না বিনাভূতং তচ্চ স্যাৎ ক্ষীণমন্যথা ॥ ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—অনন্তর, দেবগণ সকলে লোকহিতের জন্য চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি বিষয়ে ব্রহ্মার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১০৩

দেবগণ ও ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রার্থনা করিলে, মহাদেব পরমাত্মস্বরূপ শশিকলাকে মস্তকে ধারণ করিলেন। ১০৪

যে পরম তেজ জন্মমৃত্যুশূন্য এবং পরিবর্ত্তনরহিত, এই শশিকলা, সেই তেজঃ স্বরূপ, এইজন্য তাহার আর ক্ষয় হয় না। ১০৫

যোগিগণ, যখন অক্ষয় পরমানন্দ জোতিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদিগের মন উক্ত শশিকলাতে বিলীন হইবে। ১০৬

"শিবশিরঃস্থিত শশিকলাতে চিত্ত লীন হইলে মুক্তি হইবে বলিয়া চন্দ্রের দ্বারা মুক্তি হয়" এইরূপ শ্রুতি আছে। ১০৭

মহাদেব, এই সকল বিবেচনা করিয়া ক্ষয়-বৃদ্ধি-শূন্য শশিকলাকে সর্ব্বলোক-হিতার্থে মস্তকে ধারণ করিলেন। ১০৮

চন্দ্রের চন্দ্রিকাসম্পর্কে ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ওষধিবৃদ্ধি হইলে, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১০৯

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে দেবগণ নিজ নিজ ভাগ এবং পিতৃগণ প্রচুর পরিমাণে কব্যগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১১০

যে সকল দেবতার যজ্ঞভাগ নাই, তাঁহারা দেবগণের জন্য ব্রহ্মার সৃষ্ট সেই অমৃত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ১১১

অতোঽমৃতস্য যজ্ঞস্য চন্দ্রমাঃ কারণং স্বয়ম্।
অতো দক্ষস্য শাপাত্তু রক্ষায়ৈ তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১১৩
অদ্যাপি কৃষ্ণপক্ষে তু সুধাংশুঃ পীয়তে সুরৈঃ।
তেজঃ সূর্য্যং যাতি শম্ভুং চন্দ্রার্দ্ধং জ্যোৎস্নিকা তথা ॥ ১১৪
পুনশ্চ শুক্লপক্ষে তু শেষোদেতি কলা ততঃ।
জ্যোৎস্নাদ্বিতীয়ো ভাগস্তু তেজোভাগো দ্বিতীয়কঃ ॥ ১১৫
অন্যেঽত্র্যগ্রশিরশ্চন্দ্রাৎ সূর্য্যবিম্বাদ্ যথাক্রমম্।
কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রস্য তত্রৈকা শম্ভুশেখরে ॥ ১১৬
সিতাসিতাবুভৌ পক্ষৌ শেষাণামুদয়ক্ষয়ৌ ॥ ১১৬
ইতি বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং বিভক্তশ্চন্দ্রমা যথা।
ব্রহ্মণা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে যথা তচ্চন্দ্রভাগতঃ ॥ ১১৭
যজ্ঞভাগে স্থিতে যস্মাদ্দেবান্নমকরোদ্বিধুম্।
কব্যে স্থিতেঽপি পিত্রন্নং তিথিবৃদ্ধিক্ষয়ো যথা ॥ ১১৮
ইদং পুণ্যতমাখ্যানং যঃ শৃণোতি সকৃন্নরঃ।
রাজযক্ষ্মা তস্য কুলে ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥ ১১৯
যক্ষ্মণা পরিভূতো যঃ শৃণোতি বচনং বিধেঃ।
নচিরাদ্যক্ষ্মণা মুক্তঃ স ভবেন্নরসত্তমঃ ॥ ১২০
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুণ্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং শুভম্।
যঃ শৃণোত্যেকচিত্তঃ সন্ স মহাপুণ্যভাগ্ ভবেৎ ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞ-আপ্যায়িত সেই অমৃত জ্যোৎস্নাযোগে বৃদ্ধি পায়; জ্যোৎস্না ব্যতীত তাহা ক্ষয় পায়। ১১২

অতএব চন্দ্র, অমৃত এবং যজ্ঞের অসামান্য কারণ। দক্ষশাপ হইতে সেই চন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য এতকাণ্ড করিতে হইয়াছিল। ১১৩

এখনও কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ, চন্দ্রের সুধা পান করেন, তেজ—সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়, জ্যোৎস্না শিব-শির-স্থিত শশিকলাতে গমন করে। ১১৪

পুনরায় শুক্লপক্ষে এককলা উদিত হয়, তখন, শিব-মস্তকের শশিকলা হইতে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট অপর জ্যোৎস্নাংশ আর সূর্য্য-মণ্ডল হইতে পূর্ব্ব-প্রবিষ্ট তেজ আসিয়া উদিত কলাতে মিলিত হয়। চন্দ্রের ষোলকলা,—তন্মধ্যে এক কলা শিবের মস্তকে; অবশিষ্ট কলাসকলের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়; তাহাতেই শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ। ১১৫-১১৬

ব্রহ্মা সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠোপরি যে কারণে যেরূপে চন্দ্রকে বিভাগ করেন এবং পর্ব্বতের নাম চন্দ্রভাগ হয়, যজ্ঞভাগ এবং কব্য (পিতৃভোজ্য অন্নাদি) থাকিতেও যে জন্য ব্রহ্মা চন্দ্রকে দেবগণের ও পিতৃগণের ভোজ্য করেন এবং যেরূপে তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় তৎসমস্ত তোমাদিগকে এই বলিলাম। ১১৭-১১৮

এই পবিত্রতম উপাখ্যান যে ব্যক্তি একবারও শ্রবণ করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযক্ষ্মা হইবে না। ১১৯

যে ব্যক্তি, যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার এই সকল কথা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অচিরে রোগমুক্ত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে। ১২০

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যত্র দেবসভা ভূতা সানৌ তস্য মহাগিরেঃ।
তত্র জাতা দেবনদী সীতাখ্যা বচনাদ্বিধেঃ ॥ ১
স্নাপয়িত্বা যদা চন্দ্রং সীতাতোয়ৈর্মনোহরৈঃ।
চন্দ্রং পপুর্ব্রহ্মবাক্যাৎ সর্ব্বে তে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২
তদা সীতাজলং চন্দ্রস্নানযোগাচ্চ সামৃতম্।
ভূত্বা নিপতিতং তস্মিন্ বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে ॥ ৩
তদ্বিবৃদ্ধং তদা তোয়ং তস্মিন্ সরসি নো মমৌ[১]।
তদ্দদর্শ স্বয়ং ব্রহ্মা বিবৃদ্ধং সামৃতং জলম্ ॥ ৪
তদ্দর্শনাজ্জলাৎ তস্মাদুত্থিতা কন্যকোত্তমা।
চন্দ্রভাগেতি তন্নাম বিধিশ্চক্রে স্বয়ং ততঃ ॥ ৫
ভার্য্যার্থে সাগরস্তং তু জগ্রাহ ব্রহ্মসম্মতে ॥ ৬
তয়ৈবাধিষ্ঠিতং তোয়ং গদাগ্রেণ নিশাপতিঃ।
নির্ভিদ্য পশ্চিমে পার্শ্বে গিরিং তং সমবাহয়ৎ ॥ ৭
তস্যামৃতজলং ভিত্ত্বা বৃহল্লোহিতনামকম্।
কাসারং সাগরং যাতশ্চন্দ্রভাগা নদী তু সা ॥ ৮

যে ব্যক্তি এই গুহ্য হইতে গুহ্য পরম-স্বস্ত্যয়নস্বরূপ পবিত্র উপাখ্যান একান্ত-চিত্তে শ্রবণ করে, সে অত্যন্ত পুণ্যভাগী হয়। ১২১

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অরুন্ধতীর জন্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সেই মহাগিরির যে সানুতে দেবগণের সভা হইয়াছিল, তথায় বিধাতার বাক্যে সীতা-নাম্নী এক দেবনদী উৎপন্ন হয়। ১

যখন, দেবগণ চন্দ্রকে মনোহর শীতা-সলিলে স্নান করাইয়া ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তাঁহাকে পান করেন, তখন সেই সীতা জল চন্দ্রের স্নানে অমৃত হইয়া সেই বৃহল্লোহিত সরোবরে নিপতিত হয়। ২-৩

সেই মানস (মনঃসম্ভূত) সরোবরে অমৃত-জল বৃদ্ধি পাইল; ব্রহ্মা স্বয়ং তাহা দেখিলেন। ব্রহ্মার দর্শন মাত্রে সেই জল হইতে এক উত্তম কন্যা উত্থিতা হইলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন, "চন্দ্রভাগা"। ৪-৫

সমুদ্র, ভার্য্যা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। চন্দ্র, গদার অগ্রভাগদ্বারা সেই পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বভেদ করিয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী সেই রমণীর অধিষ্ঠিত জলরাশি প্রবাহিত করিয়া দেন। ৬-৭

সেই অমৃত-জলপূর্ণ বৃহল্লোহিত-নামক সরোবর চন্দ্রভাগা নদীরূপে সমুদ্রে গমন করিল। ৮

---

[১]। চক্রন্তম—ইতি পাঠান্তরম্।

সাগরোঽপি তদা ভার্য্যাং চন্দ্রভাগাং মহানদীম্।
তেন তোয়প্রবাহেণ নিনায় ভবনং স্বকম্॥ ৯
এবং তস্মিন্ সমুৎপন্না চন্দ্রভাগাহ্বয়া নদী।
চন্দ্রভাগে মহাশৈলে গুণৈর্গঙ্গাসমা সদা॥ ১০
নদ্যশ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে দ্বিরূপাশ্চ স্বভাবতঃ।
তোয়ং নদীনাং রূপন্তু শরীরমপরং তথা॥ ১১
স্থাবরঃ পর্ব্বতানান্তু রূপং কায়ং তথাপরম্।
শুক্তীনামথ কম্বূনাং যথৈবান্তর্গতা তনুঃ॥ ১২
বহিরস্থিস্বরূপন্তু সর্ব্বদৈব প্রবর্ত্ততে।
এবং জলং স্থাবরন্তু নদীপর্ব্বতয়োস্তদা॥ ১৩
অন্তর্বসতি কায়স্তু সততং নোপপদ্যতে॥ ১৪
আপ্যায্যতে স্থাবরেণ শরীরং পর্ব্বতস্য তু।
তথা নদীনাং কায়স্তু তোয়েনাপ্যায্যতে সদা॥ ১৫
নদীনাং কামরূপিত্বং পর্ব্বতানাং তথৈব চ।
জগৎস্থিত্যৈ পুরা বিষ্ণুঃ কল্পয়ামাস যত্নতঃ॥ ১৬
তোয়হানৌ নদীদুঃখং জায়তে সততং সুরাঃ।
বিশীর্ণে স্থাবরে দুঃখং জায়তে গিরিকায়জম্॥ ১৭
তস্মিন্ গিরৌ চন্দ্রভাগে বৃহল্লোহিততীরগাম্।
সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বাথ পপ্রচ্ছ বসিষ্ঠঃ সাদরং তদা॥ ১৮

বসিষ্ঠ উবাচ—

কিমর্থমাগতা ভদ্রে নির্জ্জনং ত্বং মহীধরম্।
কস্য বা তনয়া গৌরি কিংবা তব চিকীর্ষিতম্॥ ১৯

তখন সমুদ্রও নিজভার্য্যা মহানদী চন্দ্রভাগাকে সেই জলপ্রবাহ দ্বারা নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। ৯

গঙ্গা-সদৃশ বিবিধ গুণবতী চন্দ্রভাগা নদী সেই পর্ব্বত-প্রধান চন্দ্রভাগে এই-রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১০

যত নদী বা পর্ব্বত—সকলেই স্বভাবতঃ দ্বিরূপ-সম্পন্ন; নদীগণের এক রূপ জল, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র শরীর আছে। ১১

পর্ব্বতের এক মূর্ত্তি পাষাণময় স্থাবর, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র দেহ আছে। অর্থাৎ যেমন শুক্তি শঙ্খাদির অন্তর্গত স্বতন্ত্র দেহ এবং বাহিরে অস্থিময় স্বরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান। ১২-১৩

এইরূপ, নদী এবং পর্ব্বতের জল ও স্থাবর মূর্ত্তি—বাহিরে, আর এতদ্ভিন্ন দেহ অন্তরে অবস্থিত তাহা সর্ব্বদা উপযোগী নহে। ১৪

স্থাবর মূর্ত্তি, পর্ব্বতের অন্তরে স্থিত শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক; আর, নদীর অন্তরে স্থিত শরীর তদীয় জলময় মূর্ত্তি দ্বারা পোষিত ও তর্পিত হয়। ১৫

পূর্ব্বকালে, বিষ্ণু, জগৎ-স্থিতির জন্য নদী ও পর্ব্বতদিগকে সযত্নে কাম-রূপী করেন। ১৬

হে দ্বিজগণ! জল শুষ্ক হইতে থাকিলে নদীর সর্ব্বদা দুঃখ হয়, আর স্থাবরদেহ বিশীর্ণ হইলে পর্ব্বতের প্রকৃত শরীর সর্ব্বদা দুঃখাকুল হয়। ১৭

সেই চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতে সন্ধ্যাকে বৃহল্লোহিত সরোবরের তীরে অবস্থিত

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ।
বদনং পূর্ণচন্দ্রাভং নিঃশ্রীকং বা কথং তব ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা চ তং মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ২১
শরীরধৃগ্‌ব্রহ্মচর্য্য-সদৃশং তং জটাধরম্।
সাদরং প্রণিপত্যাথ সন্ধ্যোবাচ তপোধনম্ ॥ ২২
যদর্থমাগতা শৈলং সিদ্ধং তন্মে দ্বিজোত্তম।
তব দর্শনমাত্রেণ তন্মে সেৎস্যতি বা বিভো ॥ ২৩
তপঃ কর্ত্তুমহং ব্রহ্মন্নির্জ্জনং শৈলমাগতা।
ব্রহ্মণোঽহং মনোজাতা সন্ধ্যা নাম্না চ বিশ্রুতা ॥ ২৪
নোপদেশমহং জানে তপসো মুনিসত্তম।
যদি তে যুজ্যতে গুহ্যং মাং ত্বং সমুপদেশয় ॥ ২৫
এতচ্চিকীর্ষিতং গুহ্যং নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ২৬
অজ্ঞাত্বা তপসো ভাবং তপোবনমুপাশ্রিতা।
চিন্তয়া পরিশুষ্যেঽহং বেপতে চ মনঃ সদা ॥ ২৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকর্ণ্য তস্যা বচনং বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুত।
স্বয়ং স সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো নান্যৎ কিঞ্চন পৃষ্টবান্ ॥ ২৮

দেখিয়া বসিষ্ঠ, সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভদ্রে! তুমি কি জন্য এই নির্জ্জন গিরিবরে আসিয়াছ? গৌরাঙ্গি! তুমি কার কন্যা? তুমি কিইবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ১৮-১৯

দেখিতেছি, তোমার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, কিন্তু এরূপ শ্রীহীন বিষণ্ন কেন? যদি এ সকল কথা তোমার পক্ষে বিশেষ গোপনীয় না হয়; তাহা হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—সন্ধ্যা, মহাত্মা বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া এবং জ্বলন্ত-অনল-সন্নিভ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্যসদৃশ সেই মহাত্মা জটাধারী তপোধন বসিষ্ঠকে অবলোকন করিয়া সাদরে প্রণিপাত-পুরঃসর বলিতে লাগিলেন—দ্বিজবর! আমি যেজন্য এই পর্ব্বতে আসিয়াছি, আপনার দর্শনমাত্রেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, প্রভু হে! অবিলম্বেই তাহা সিদ্ধ হইবে। ২১-২৩

ব্রহ্মন্! আমি তপস্যা করিবার জন্য এই নির্জ্জন পর্ব্বতে আসিয়াছি; আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, আমার নাম সন্ধ্যা। ২৪

মুনিবর! আমি তপস্যার কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই; যদি এই গোপনীয় বিষয় উপদেশ দেওয়া আপনার অনুচিত না হয়, তাহা হইলে আমাকে উপদেশ দিন। ২৫

ইহাই আমার গোপনীয় চিকীর্ষিত; আর অন্য কোন কার্য্যই নাই। ২৬

আমি তপস্যার ভাব না জানিয়া তপোবনে আসিয়াছি, এই চিন্তায় বিশুষ্ক হইতেছি এবং হৃদয় সতত কম্পিত হইতেছে। ২৭

মার্কণ্ডের বলিলেন,—ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ, তাঁহার এই কথা শুনিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেননা তিনি স্বয়ং সকল তত্ত্বই অবগত ছিলেন। ২৮

অথ তাং নিয়তাত্মানং তপসেঽভিধৃতোদ্যমাম্।
বসিষ্ঠো মন্ত্রয়াঞ্চক্রে গুরুবচ্ছিষ্যবত্তদা ॥ ২৯

বসিষ্ঠ উবাচ—

পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ।
পরমো যঃ সমারাধ্যো বিষ্ণুর্মনসি ধীয়তাম্ ॥ ৩০
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং য একস্ত্বাদিকারণম্।
তমেকং জগতামাদ্যং ভজস্ব পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩১
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কচিন্নীলাম্বুদচ্ছবিম্ ॥ ৩২
গরুড়োপরি শুক্লাব্জে পদ্মাসনগতং হরিম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্ ॥ ৩৩
কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্ ॥ ৩৪
নিত্যানন্দং নিরালম্বং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগম্।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে ॥ ৩৫
ওঁ নমো বাসুদেবায় ওমিত্যন্তেন সন্ততম্।
তপস্যামারভেন্মৌনী তত্রৈতান্নিয়মান্ শৃণু ॥ ৩৬
স্নানং মৌনেন কর্ত্তব্যং মৌনেনৈব তু পূজনম্।
দ্বয়োঃ পর্ণজলাহারং প্রথমং ষষ্ঠকালয়োঃ।
তৃতীয়ে ষষ্ঠকালে তু উপবাসপরো ভবেৎ ॥ ৩৭
এবং তপঃসমাপ্তৌ তু ষষ্ঠে কালে ক্রিয়া ভবেৎ। ৩৮

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তপস্যা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়া সংযতচিত্তা শিষ্যবৎ সন্ধ্যাকে গুরুবৎ শিক্ষা দিতে লাগিলেন ;—যিনি পরম মহৎ জ্যোতিস্বরূপ, যিনি পরম মহৎ তপস্যা-স্বরূপ, সেই পরমারাধ্য পরম বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা কর। ২৯-৩০

একমাত্র যিনি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের আদি কারণ জগতের আদি সেই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমকে ভজনা কর। ৩১

হে শুভাননে! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমললোচন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসধারী বনমালী, কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীট-বলয়াদি-ভূষণ-ভূষিত, গরুড়-পৃষ্ঠে শ্বেত-শতদলে আসীন, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত নির্ম্মল-স্ফটিক-সন্নিভ বা নীলোৎপল-শ্যামলমূর্ত্তি সাকার এবং নিরাকার নিত্যানন্দময় এবং আনন্দ-শূন্য জ্ঞান-গম্য দেবদেব বিষ্ণুকে এই মন্ত্র দ্বারা ভজনা কর। ৩২-৩৫

"ওঁ নমো বাসুদেবায় ওঁ" সর্ব্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করত মৌনী তপস্যা আরম্ভ কর। ৩৬

মৌনী তপস্যা যে কিরূপ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মৌনাবলম্বনে স্নান এবং মৌনাবলম্বনেই পূজা করিতে হইবে। প্রথম ছয় দিন কিছুই আহার করিবে না, কেবল তৃতীয় দিন রাত্রিতে এবং ষষ্ঠ দিন রাত্রিতে পর্ণজলপান করিয়া থাকিবে। ৩৭

তাহার পর তিন দিন নিরম্বু উপবাস ; তৃতীয় দিন রাত্রিতেও জলপান

বৃক্ষবল্কলবাসাশ্চ কালে ভূমিশয়স্তথা।
এবং মৌনী তপস্যাখ্যা ব্রতচর্য্যা ফলপ্রদা॥ ৩৯
এবং তপঃ সমুদ্দিশ্য কামং চিন্তয় মাধবম্।
স তে প্রসন্ন ইষ্টার্থং ন চিরাদেব দাস্যতি॥ ৪০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

উপদিশ্য বশিষ্ঠোঽথ সন্ধ্যায়ৈ তপসঃ ক্রিয়াম্।
তামাভাষ্য যথান্যায়ং তত্রৈবান্তর্দধে মুনিঃ॥ ৪১
সন্ধ্যাপি তপসো ভাবং জ্ঞাত্বা মোদমবাপ্য চ।
তপঃ কর্ত্তুং সমারেভে বৃহল্লোহিততীরগা॥ ৪২
যথোক্তন্তু বসিষ্ঠেন মন্ত্রং তপসি সাধনম্।
ব্রতেন তেন গোবিন্দং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ৪৩
একান্তমনসস্তস্যাঃ কুর্ব্বন্ত্যাঃ সুমহত্তপঃ।
বিষ্ণৌ বিন্যস্তমনসো গতমেকং চতুর্যুগম্॥ ৪৪
ন কোঽপি বিস্ময়ং নাপ তস্যা দৃষ্ট্বা তপোঽদ্ভুতম্।
ন তাদৃশী তপশ্চর্য্যা ভবিষ্যতি চ কস্যচিৎ॥ ৪৫
মানুষেণাথ মানেন গতে ত্বেকচতুর্যুগে।
অন্তর্বহিস্তথাকাশে দর্শয়িত্বা নিজং বপুঃ॥ ৪৬
প্রসন্নস্তেন রূপেণ যদ্রূপং চিন্তিতং তয়া।
পুরঃ প্রত্যক্ষতাং যাতস্তস্যা বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥ ৪৭
অথ সা পুরতো দৃষ্ট্বা মনসা চিন্তিতং হরিম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং পদ্মলোচনম্॥ ৪৮

করিবে না। এইরূপ তপস্যা সমাপ্ত হইলে, প্রতি তৃতীয়দিন রাত্রিতে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিতে পারিবে। ৩৮

বৃক্ষবল্কল পরিধান, যথাকালে ভূমিতে শয়ন—এই তপস্যার অঙ্গ। ইহার নাম মৌনী তপস্যা; ইহাতে অবিলম্বে ব্রতফল পাওয়া যায়। ৩৯

এইরূপ তপস্যাযোগে মাধবকে দৃঢ়চিন্তা কর। তিনি প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। ৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে বসিষ্ঠ মুনি সন্ধ্যাকে ন্যায্যমত তপশ্চর্য্যা শিক্ষা দিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ৪১

সন্ধ্যাও তপস্যার ভাবভঙ্গী বুঝিয়া বৃহল্লোহিত সরোবরতীরে সানন্দে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২

বসিষ্ঠ, তপস্যা-সাধন যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা তদ্দ্বারা এই ব্রতে ভক্তিভাবে গোবিন্দ পূজা করিতে লাগিলেন। ৪৩

সন্ধ্যা একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন; এইরূপে নারায়ণগত চিত্তে তাঁহার চারি যুগ কাটিয়া গেল। ৪৪

তাঁহার অদ্ভুত তপস্যা দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইল; এইরূপ তপস্যা আর কাহারও হইবে না। ৪৫

মানুষ-প্রমাণে চারিযুগ অতীত হইলে, জগৎপতি বিষ্ণু, সন্ধ্যা যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাত্মাকে সেইরূপ দেখাইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ৪৬-৪৭

কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
তার্ক্ষ্যস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ।
সসাধ্বসমহং বক্ষ্যে কিং কথং স্তৌমি বা হরিম্ ।
ইতি চিন্তাপরা ভূত্বা ন্যমীলয়ত চক্ষুষী ॥ ৫০
নিমীলিতাক্ষ্যাস্তস্যাস্তু প্রবিশ্য হৃদয়ং হরিঃ ।
দিব্যং জ্ঞানং দদৌ তস্যৈ বাচং দিব্যে চ চক্ষুষী ॥ ৫১
দিব্যং জ্ঞানং দিব্যচক্ষুর্দিব্যাং বাচমবাপ্য চ ।
প্রত্যক্ষং বীক্ষ্য গোবিন্দং তুষ্টাব জগতাং পতিম্ ॥ ৫২

সন্ধ্যোবাচ—

নিরাকারং জ্ঞানগম্যং পরং য-
ন্নৈব স্থূলং নাপি সূক্ষ্মং ন চোচ্চৈঃ ।
অন্তশ্চিন্ত্যং যোগিভির্যস্য রূপং
তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে যে নমোঽস্তু ॥ ৫৩
শিবং শান্তং নির্ম্মলং নির্ব্বিকারং
জ্ঞানাৎ পরং সুপ্রকাশং বিসারি ।
রবিপ্রখ্যং ধ্বান্তভাগাৎ পরস্তাদ্
রূপং যস্য ত্বাং নমামি প্রসন্নম্ ॥ ৫৪
একং শুদ্ধং দীপ্যমানং বিনোদং
চিত্তানন্দং সত্ত্বজং[১] পাপহারি ।
নিত্যানন্দং সত্যভূরিপ্রসন্নং
যস্য শ্রীদং রূপমস্মৈ নমোঽস্তু ॥ ৫৫

অনন্তর, সন্ধ্যা, নিজ-চিন্তিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কমল-লোচন, কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীট-কটক-শোভিত, গরুড়োপরি আসীন, নীলোৎপল-দল-শ্যামল পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে সম্মুখে দেখিয়া "আমি হরিকে কি বলিব ? কিরূপেই বা স্তব করিব" এইরূপ চিন্তা করত সভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন। ৪৮-৫০

মধুসূদন, সেই মুদ্রিত-নয়না সন্ধ্যার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু দান করিলেন। ৫১

তখন সন্ধ্যা দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া প্রত্যক্ষে গোবিন্দ দর্শন করত সেই জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন,—জ্ঞানগম্য পরাৎপর ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম ন-বৃহৎ যদীয় নিরাকার রূপ—যোগিগণ, অন্তরে ধ্যান করেন, সেই হরিকে আমি নমস্কার করি। ৫২-৫৩

যাঁহার শিব, শান্ত, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, জ্ঞানাতীত স্বপ্রকাশ রূপ প্রকাশ-কারক মার্ত্তণ্ড-সন্নিভ এবং তমঃপারে অবস্থিত ; সেই প্রসন্নমূর্ত্তি তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৫৪

যাঁহার এক শুদ্ধ দীপ্যমান মনোহর স্বাভাবিক চিদানন্দময়, অনলাত্মক প্রসন্ন রূপ নিত্যানন্দময়, সৎ, বিবিধ-প্রকার এবং শ্রীপ্রদ তাঁহাকে নমস্কার। ৫৫

১। সহজকাবিকারি—ইতি পাঠান্তরম্ ।

বিদ্যাকারোদ্ভাবনীয়ং প্রভিন্নং
সত্ত্বচ্ছন্নং ধ্যেয়মাত্মস্বরূপম্।
সারং পারং পাবনানাং পবিত্রং
তস্মৈ রূপং যস্য চৈবং নমস্তে ॥ ৫৬
নিত্যাজ্জবং ব্যয়হীনং গুণৌঘৈ-
রষ্টাঙ্গৈর্যশ্চিন্ত্যতে যোগযুক্তৈঃ।
তত্ত্বব্যাপি[১] প্রাপ্য যজ্জ্ঞানযোগে
পরং যাতা যোগিনস্তং নমস্তে ॥ ৫৭
যৎ সাকারং শুদ্ধরূপং মনোজ্ঞং
গরুত্মস্থং নীলমেঘপ্রকাশম্।
শঙ্খং চক্রং পদ্মগদে দধানং
তস্মৈ নমো যোগযুক্তায় তুভ্যম্ ॥ ৫৮
গগনং ভূর্দিশশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরেব চ।
বায়ুঃ কালশ্চ রূপাণি যস্য তস্মৈ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৯
প্রধানপুরুষৌ যস্য কার্য্যাঙ্গত্বে নিবৎস্যতঃ।
তস্মাদব্যক্তরূপায় গোবিন্দায় নমোঽস্তু তে ॥ ৬০
যঃ স্বয়ং যশ্চ[২] ভূতানি যঃ স্বয়ং তদ্গুণঃ পরঃ।
যঃ স্বয়ং জগদাধারস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬১
পরঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
অক্ষয়ো যোঽব্যয়ো দেবস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬২
যো ব্রহ্মা কুরুতে সৃষ্টিং যো বিষ্ণুঃ কুরুতে স্থিতিম্।
সংহরিষ্যতি যো রুদ্রস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৬৩

তত্ত্বজ্ঞান সঙ্কেতে উদ্ভাবনীয়, বস্তুতঃ পৃথক হইলেও সত্ত্ব-সংবৃত আত্ম-স্বরূপে ধ্যেয়, সারাৎসার, যদীয় রূপ, সর্ব্বপারবর্ত্তী এবং পাবনের পাবন, সেই তোমাকে নমস্কার করি। ৫৬

যোগিগণ যে তোমার নিত্য অজর অব্যয় সর্ব্বব্যাপক রূপকে অষ্টাঙ্গ-সমাধি-পরম্পরা দ্বারা চিন্তা করেন এবং জ্ঞান-যোগ-দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন, সেই তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৫৭

যিনি সাকার শুদ্ধরূপে গরুড়োপরি-সংস্থিত, মনোহর নীলনীরদসন্নিভ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সেই যোগযুক্ত তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৫৮

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, কাল এবং দিঙ্মণ্ডল যাঁহার রূপ—সেই তোমাকে নমস্কার করি। ৫৯

প্রকৃতি এবং পুরুষ, যাঁহার কাজের অংশমাত্র ; সেই প্রধান পুরুষ হইতেও অব্যক্তরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি। ৬০

যিনি স্বয়ং পঞ্চভূত, যিনি স্বয়ং আবার তাহাদিগের গুণ এবং যে পরাৎপর জগতের আধার, সেই তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ৬১

যে দেব, পরমাত্মা জগন্ময় অক্ষয় অব্যয় পরম পুরাণ-পুরুষ, সেই তোমাকে নমস্কার করি। ৬২

১। তত্ত্বদ্ ব্যাপি—ইতি পাঠান্তরম্।
২। যশ্চ স্থানে 'পঞ্চ'—ইত্যপি দৃশ্যতে।

নমো নমঃ কারণকারণায়, দিব্যামৃতজ্ঞানবিভূতিদায়।
সমস্তলোকান্তর-মোহদায়, প্রকাশরূপায় পরাৎপরায় ॥ ৬৪
যস্য প্রপঞ্চো জগদুচ্যতে মহান্, ক্ষিতির্দিশঃ সূর্য্য ইন্দুর্মনোজবঃ।
বহ্নির্মুখান্নাভিতশ্চান্তরীক্ষং, তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে তে নমোঽস্তু ॥ ৬৫
ত্বং পরঃ পরমাত্মা চ ত্বং বিদ্যা বিবিধা হরে।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম বিচারণপরাৎপরঃ ॥ ৬৬
যস্য নাদির্ন মধ্যঞ্চ নান্তমস্তি জগৎপতেঃ।
কথং স্তোষ্যামি তং দেবং বাঙ্মনোগোচরাদ্বহিঃ ॥ ৬৭
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ন বিবৃণ্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ॥ ৬৮
স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভো।
নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ ॥ ৬৯
নমস্তুভ্যং জগন্নাথ নমস্তুভ্যং তপোময়।
প্রসীদ ভগবংস্তুভ্যং ভূয়োভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৭০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তস্যাঃ শরীরন্তু বল্কলাজিন-সংবৃতম্।
পরিক্ষীণং জটাব্রাতৈঃ পবিত্রৈর্মূর্দ্ধ্নি রাজিতম্ ॥ ৭১
হিমানীতর্জ্জিতাম্ভোজ-সদৃশবদনং তথা।
নিরীক্ষ্য কৃপয়াবিষ্টো হরিঃ প্রোবাচ তামিদম্ ॥ ৭২

যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি করেন এবং যিনি রুদ্ররূপে সংহার করিবেন, সেই তোমাকে বার বার নমস্কার করি। ৬৩

যিনি কারণের কারণ, দিব্যামৃত-জ্ঞান-বিভূতি প্রদাতা, সমস্ত লোকের অন্তরে মোহান্ধকারজনয়িতা এবং স্বপ্রকাশরূপ, সেই পরাৎপরকে বারবার নমস্কার। ৬৪

যাহার চরণ হইতে পৃথিবী, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, মুখ হইতে বহ্নি এবং নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন—এইরূপ সমস্ত জগৎই যাঁহার প্রপঞ্চ বলিয়া কথিত, তুমি সেই হরি; তোমাকে নমস্কার করি। ৬৫

হরি হে! তুমি পরাৎপর পরমাত্মা; তুমিই পরম শব্দব্রহ্মরূপা ব্রহ্মবিচারণ-পরায়ণা বিবিধ-প্রকার পরমতত্ত্ব বিদ্যা। যে জগদীশ্বরের আদি-মধ্য-অন্ত নাই, সেই বাক্য মনের অতীত দেবকে স্তব করিব কিরূপে? ৬৬-৬৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণ, যাহার অনন্তরূপ জানিতে পারেন না, আমি তাঁহাকে কেমনে বর্ণনা করিব? ৬৮

প্রভু হে! তুমি নির্গুণ, আমি স্ত্রীলোক; আমি তোমার গুণাবলী জানিব কিরূপে? ইন্দ্র প্রভৃতি দেব দানবগণেও তোমার রূপ অবগত নহেন। ৬৯

হে জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার করি; হে তপোময়! তোমাকে নমস্কার করি, হে ভগবন্! প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর শ্রীহরি নারায়ণ, সন্ধ্যার অজিন-বল্কল সংবৃত মস্তক-স্থিত-পবিত্র-জটা-কলাপে শোভিত ক্ষীণ শরীর এবং শিশির-পীড়িত কমলোপম বিশুষ্ক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন। ৭১-৭২

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রীতোঽস্মি তপসা ভদ্রে ভবত্যাঃ পরমেণ বৈ।
স্তবেন চ শুভপ্রজ্ঞে বরং বরয় সাম্প্রতম্ ॥ ৭৩
যেন তে বিদ্যতে কার্য্যং বরেণাস্তি মনোগতম্।
তৎকরিষ্যে চ ভদ্রন্তে প্রসন্নোঽহং তব ব্রতৈঃ ॥ ৭৪

সন্ধ্যোবাচ—

যদি দেব প্রসন্নোঽসি তপসা মম সাম্প্রতম্।
বৃতস্তদায়ং প্রথমো বরো মম বিধীয়তাম্ ॥ ৭৫
উৎপন্নমাত্রা দেবেশ প্রাণিনোঽস্মিন্নভস্তলে।
ন ভবন্তু ক্রমেণৈব সকামাঃ সম্ভবন্তু বৈ ॥ ৭৬
পতিব্রতাহং লোকেষু ত্রিষ্বপি প্রথিতা যথা।
ভবিষ্যামি তথা নান্যা বর একো বৃতো মম ॥ ৭৭
সকামা মম দৃষ্টিস্তু কুত্রচিন্ন পতিষ্যতি।
ঋতে পতিং জগন্নাথ সোঽপি মেঽস্তি সুহৃত্তরঃ ॥ ৭৮
যো দ্রক্ষ্যতি সকামো মাং পুরুষস্তস্য পৌরুষম্।
নাশং গমিষ্যতি তদা স তু ক্লীবো ভবিষ্যতি ॥ ৭৯

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রথমঃ শৈশবো ভাবঃ কৌমারাখ্যো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ো যৌবনো ভাবশ্চতুর্থো বার্দ্ধকস্তথা ॥ ৮০
তৃতীয়ে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বয়োভাগে শরীরিণঃ।
সকামাঃ স্যুর্দ্বিতীয়ান্তে ভবিষ্যন্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৮১

হে শুভবুদ্ধিশালিনি! ভদ্রে! তোমার পরম তপস্যায় এবং স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি; এখন যে বরে তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, সেই বর প্রার্থনা কর। ৭৩

তুমি বল; আমি তোমার মনোগত বর প্রদান করিব; তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ৭৪

সন্ধ্যা বলিলেন,—দেব! যদি আমার তপস্যার তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি প্রথমেই এই বর চাহি, প্রদান কর। ৭৫

হে দেবেশ! পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়, কিন্তু কালক্রমে যেন সকাম হয়। ৭৬

"আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা হই" এই আমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলাম। ৭৭

হে জগন্নাথ! স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি আমার যেন সকাম দৃষ্টি পতিত না হয় এবং স্বামীও যেন আমার বিশেষ সুহৃৎ হন। ৭৮

যে পুরুষ, আমাকে কামভাবে অবলোকন করিবে, তাহার যেন পুরুষত্ব নষ্ট হয় এবং ক্লীবত্ব হয়। ৭৯

ভগবান্ বলিলেন, প্রথম শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয় কৌমারাবস্থা, তৃতীয় যৌবনাবস্থা, আর চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা। ৮০

প্রাণিগণ, তৃতীয় বয়োভাগ প্রাপ্ত হইলে, সকাম হইবে। দ্বিতীয় ভাগের অন্তেও কদাচিৎ হইবে। ৮১

তপসা তব মর্য্যাদা জগতি স্থাপিতা ময়া।
উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ ॥ ৮২
ত্বঞ্চ লোকে সতীভাবং তাদৃশং সমবাপ্স্যসি।
ত্রিষু লোকেষু নান্যস্যা যাদৃশং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
যঃ পশ্যতি সকামস্ত্বাং পাণিগ্রহমৃতে তব।
স সদ্যঃ ক্লীবতাং প্রাপ্য দুর্ব্বলত্বং গমিষ্যতি ॥ ৮৪
পতিস্তব মহাভাগস্তপোরূপসমন্বিতঃ।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ ভবিষ্যতি সহ ত্বয়া ॥ ৮৫
ইতি যে তে বরা মত্তঃ প্রার্থিতাস্তে কৃতা ময়া।
অন্যচ্চ তে বদিষ্যামি পূর্ব্বং যন্মনসি স্থিতম্ ॥ ৮৬
অগ্নৌ শরীরত্যাগস্তে পূর্ব্বমেব প্রতিশ্রুতঃ।
স চ মেধাতিথের্যজ্ঞে মুনের্দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৮৭
হুতপ্রজ্বলিতে বহ্নৌ ন চিরাৎ ক্রিয়তাং ত্বয়া।
এতচ্ছৈলোপত্যকায়াং চন্দ্রভাগানদীতটে ॥ ৮৮
মেধাতিথির্মহাযজ্ঞং কুরুতে তাপসাশ্রমে ॥ ৮৯
তত্র গত্বা স্বয়ং ছন্না মুনিভির্নোপলক্ষিতা।
মৎপ্রসাদাদ্বহ্নিজাতা তস্য পুত্রী ভবিষ্যসি ॥ ৯০
যস্ত্বয়া বাঞ্ছনীয়োঽস্তি স্বামী মনসি কশ্চন।
তং নিধায় নিজস্বান্তে ত্যজ বহ্নৌ বপুঃ স্বকম্ ॥ ৯১
যদা ত্বং দারুণে সন্ধ্যে তপশ্চরসি পর্ব্বতে।
যাবচ্চতুর্যুগং তস্য ব্যতীতে তু কৃতে যুগে ॥ ৯২

প্রাণিগণ, উৎপন্ন হইবামাত্র যাহাতে সকাম না হয় এইরূপ নিয়ম তোমার তপস্যা প্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম। ৮২

ত্রিজগতে আর কাহারও যাদৃশ সতীত্ব হইতে পারিবে না, তুমি তাদৃশ সতীত্ব প্রাপ্ত হও। ৮৩

তোমার পাণিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি, কামভাবে তোমাকে দেখিবে—সে তৎক্ষণাৎ ক্লীব হইয়া দুর্ব্বসত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৮৪

তোমার স্বামী, মহাভাগ তপোরূপ-সমন্বিত এবং তোমার সহিত সপ্ত-কল্পান্ত-জীবী হইবেন। ৮৫

এইরূপ তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহা দিলাম। আর পূর্ব্বে তোমার মনে যা ছিল, আমি তাহাও বলিয়া দিতেছি। ৮৬

তুমি, অগ্নিতে দেহত্যাগ করিতে পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, মেধাতিথি মুনির দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে আহুতি-প্রজ্বলিত অনলে অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। মেধাতিথি, এই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে চন্দ্রভাগা নদীতীরে তাপসাশ্রমে মহাযজ্ঞ করিতেছেন। ৮৭-৮৯

আমার প্রসাদে তুমি তথায় মুনিগণের অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে। ৯০

অনন্তর বহ্নিসম্ভূতা হইয়া সেই মেধাতিথির দুহিতা হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে তুমি স্বামী করিতে বাঞ্ছা কর, তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে ধ্যান করত অনলে দেহ ত্যাগ করিবে। ৯১

তেত্রায়াঃ প্রথমে ভাগে জাতা দক্ষস্য কন্যকা।
স দদৌ কন্যকাঃ সপ্তবিংশতিঞ্চ সুধাংশবে ॥ ৯৩
তাসাং হেতোর্যদা শপ্তশ্চন্দ্রো দক্ষেণ কোপিনা।
তদা ভবত্যা নিকটে সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ ৯৪
ন দৃষ্টাশ্চ ত্বয়া সন্ধ্যে দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ।
ময়ি বিন্যস্তমনসা ত্বঞ্চ দৃষ্টা ন তৈঃ পুনঃ ॥ ৯৫
চন্দ্রস্য শাপমোক্ষার্থং চন্দ্রভাগা নদী যথা।
সৃষ্টা ধাত্রা তদৈবাত্র মেধাতিথিরুপস্থিতঃ ॥ ৯৬
তপসা তৎসমো নাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
তেন যজ্ঞঃ সমারব্ধো জ্যোতিষ্টোমো মহাবিধিঃ ॥ ৯৭
অত্র প্রজ্বলিতো বহ্নিস্তস্মিংস্ত্যজ বপুঃ স্বকম্ ॥ ৯৮
এতন্ময়া স্থাপিতং তে কার্য্যার্থং ভোস্তপস্বিনি।
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগে যাহি যজ্ঞং মহামুনেঃ ॥ ৯৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

নারায়ণঃ স্বয়ং সন্ধ্যাং পস্পর্শাথাগ্রপাণিনা।
ততঃ পুরোডাশময়ং তচ্ছরীরমভূৎ ক্ষণাৎ ॥ ১০০
মহামুনের্মহাযজ্ঞে তস্মিন্ বিশ্বোপকারিণি।
নাগ্নিঃ ক্ব্যাদতাং যাতু ত্বেতদর্থং তথা কৃতম্ ॥ ১০১

সন্ধ্যে! যখন তুমি এই পর্ব্বতে চতুর্যুগব্যাপী কঠোর তপস্যা করিতে থাক, তখন সত্যযুগ অতীত হইবে। ৯২

ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে দক্ষের কতকগুলি কন্যা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে তিনি, সাতাইশটী কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ৯৩

অনন্তর, সেই সকল কন্যার জন্যই দক্ষ রোষাবেশে চন্দ্রকে শাপ দেন। তখন সকল দেবতারাই তোমার অতি নিকটেই আসিয়াছিলেন। ৯৪

তুমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলে। তুমি ব্রহ্মা বা অন্য দেবতা—কাহাকেও দেখিতে পাও নাই। তপঃপ্রভাবে তোমাকেও তাঁহারা দেখিতে পান নাই। ৯৫

বিধাতা, চন্দ্রের শাপমোচনার্থ যখন এখানে চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি করেন, মেধাতিথি মুনি, তখনই আসিয়া উপস্থিত হন। ৯৬

তাঁহার তুল্য তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে নাই। তিনি মহাবিধানে জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ৯৭

সেই যজ্ঞে প্রজ্বলিত অনলে নিজ কলেবর পরিত্যাগ কর। । ৯৮

হে তপস্বিনি! তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি এই সমস্ত ঘটনা ঘটাইয়া রাখিয়াছি। মহাভাগে! এখন নিজ কার্য্য সম্পাদন কর;—মহামুনির যজ্ঞে যাও। ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর স্বয়ং নারায়ণ হস্তাগ্রদ্বারা সন্ধ্যাকে স্পর্শ করিলে, ক্ষণমধ্যে তাঁহার শরীর পুরোড়াশময় হইল। ১০০

মহামুনি মেধাতিথির সেই বিশ্বোপকারক যজ্ঞে অগ্নি যাহাতে ক্রব্যাদতা (অবৈধ-মাংসদাহকত্ব) প্রাপ্ত না হন, এই জন্যই নারায়ণ ঐরূপ করিলেন অর্থাৎ সন্ধ্যা-শরীরকে পুরোডাশময় করিলেন। ১০১

এবং কৃত্বা জগন্নাথস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সন্ধ্যাপ্যগচ্ছত্তৎসত্রে যত্র মেধাতিথির্মুনিঃ॥ ১০২
অথ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন কেনাপ্যনুপলক্ষিতা।
প্রবিবেশ তদা যজ্ঞং সন্ধ্যা মেধাতিথের্মুনেঃ॥ ১০৩
বসিষ্ঠেন পুরা সা তু বর্ণীভূত্বা তপস্বিনা।
উপদিষ্টা তপশ্চর্ত্তুং বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১০৪
তমেব কৃত্বা মনসি তপশ্চর্য্যোপদেশকম্।
পতিত্বেন তদা সন্ধ্যা ব্রাহ্মণং ব্রহ্মচারিণম্॥ ১০৫
সমিদ্ধেঽগ্নৌ মহাযজ্ঞে মুনিভির্নোপলক্ষিতা।
তদা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সংবিবেশ বিধেঃ সুতা॥ ১০৬
তস্যাং পুরোডাশময়ং শরীরং তৎক্ষণাত্ততঃ।
গন্ধং পুরোডাশগন্ধং ব্যস্তারয়দলক্ষিতম্॥ ১০৭
বহ্নিস্তস্যাঃ শরীরন্তু দগ্ধ্বা সূর্য্যস্য মণ্ডলে।
শুদ্ধং প্রবেশয়ামাস বিষ্ণোরেবাজ্ঞয়া পুনঃ॥ ১০৮
সূর্য্যো দ্বিধা বিভজ্যাথ তচ্ছরীরং তদা রথে।
স্বকে সংস্থাপয়ামাস প্রীতয়ে পিতৃদেবয়োঃ॥ ১০৯
যদূর্দ্ধভাগস্তস্যাস্তু শরীরস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যাভবৎ সা তু অহোরাত্রাদিমধ্যগা॥ ১১০
তচ্ছেষভাগস্তস্যাস্তু অহোরাত্রান্তমধ্যগা।
সা সায়মভবৎ সন্ধ্যা পিতৃপ্রীতিপ্রদা সদা॥ ১১১

জগন্নাথ, নারায়ণ এইরূপ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। সন্ধ্যাও মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে গমন করিলেন। ১০২

অনন্তর, সন্ধ্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে সকলের অলক্ষ্যে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে প্রবিষ্ট হইলেন। ১০৩

পূর্ব্বে বসিষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে ব্রহ্মচারিবেশে সন্ধ্যাকে তপস্যা করিবার বিধি উপদেশ দেন। ১০৪

সেই তপস্যানুষ্ঠানের উপদেশক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকেই পতিভাবে মনে করিয়া ব্রহ্ম-নন্দিনী সন্ধ্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে সেই যজ্ঞীয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। ১০৫-১০৬

অনন্তর, পুরোডাশময় সন্ধ্যা-শরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। ১০৭

বহ্নি তাঁহার শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিশুদ্ধ দেহকে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। ১০৮

সূর্য্য সেই শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীতির উদ্দেশে নিজ রথে স্থাপিত করিলেন। ১০৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তদীয় শরীরের ঊর্দ্ধভাগ—দিবসের আদি ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসন্ধ্যা। ১১০

শেষভাগ—দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যভাগিনী পিতৃগণের সতত-প্রীতি-দায়িনী সায়ং-সন্ধ্যা হইল। ১১১

সূর্য্যোদয়াত্তু প্রথমং যদা স্যাদরুণোদয়ঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যা তদোদেতি দেবানাং প্রীতিকারিণী ॥ ১১২
অস্তং গতে ততঃ সূর্য্যে শোণপদ্মনিভা সদা।
উদেতি সায়ংসন্ধ্যাপি পিতৃণাং মোদকারিণী ॥ ১১৩
তস্যাঃ প্রাণাস্তু মনসা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দিব্যেন তু শরীরেণ চক্রিরেঽথ শরীরিণঃ। ১১৪
মুনের্যজ্ঞাবসানে তু সম্প্রাপ্তে মুনিনা তু সা।
প্রাপ্তা পুত্রী বহ্নিমধ্যে তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা[১] ॥ ১১৫
তাং জগ্রাহ তদা পুত্রীং মুনিরামোদসংযুতঃ।
যজ্ঞার্ঘতোয়ৈঃ সংস্নাপ্য নিজক্রোড়ে কৃপাযুতঃ ॥ ১১৬
অরুন্ধতীতি তস্যাস্তু নাম চক্রে মহামুনিঃ।
শিষ্যৈঃ-পরিবৃতস্তত্র মহামোদমবাপ চ ॥ ১১৭
ন রুণদ্ধি যতো ধর্ম্মং সা কেনাপি চ কারণাৎ।
অতস্ত্রিলোকবিদিতং নাম সা প্রাপ সান্বয়ম্ ॥ ১১৮

যজ্ঞং সমাপ্য স মুনিঃ কৃতকৃত্যভাব-
মাসাদ্য সম্মদযুতস্তনয়াপ্রলম্ভাৎ।
তস্মিন্ নিজাশ্রমপদে সহশিষ্যবর্গৈ-
স্তামেব সন্ততমসৌ দয়তে মহর্ষিঃ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন দেবগণের প্রীতিদায়িনী প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় হইয়া থাকে। ১১২

আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে, রক্ত-কমল-সন্নিভা পিতৃগণের আনন্দ-বিধায়িনী সায়ংসন্ধ্যা উদিত হন। ১১৩

আর প্রভু বিষ্ণু, সন্ধ্যার প্রাণবায়ুকে দিব্য-শরীর ও মনঃসম্পর্কে শরীরী করিয়া মেধাতিথির যজ্ঞীয় অনলে স্থাপন করিলেন। ১১৪

অনন্তর, মুনি মেধাতিথি তাঁহাকে যজ্ঞাবসানে অগ্নিমধ্যে তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা কন্যা রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ১১৫

তখন মুনি, সেই কন্যাকে যজ্ঞীয় অর্ঘ্যজলে স্নান করাইয়া, সদয়ভাবে সানন্দে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। ১১৬

মুনি, তাঁহার নাম রাখিলেন "অরুন্ধতী"। এই কার্য্যে মুনিবর মেধাতিথি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। ১১৭

তিনি কোন কারণেই ধর্ম্মরোধ করেন না, এই জন্য ত্রৈলোক্যবিখ্যাতা সেই "অরুন্ধতী" নাম তাঁহার অর্থ-পূর্ণ হইল। ১১৮

মহর্ষি মেধাতিথি, যজ্ঞ সমাপন করাতে কৃত-কৃত্য এবং তনয়া লাভে আনন্দিত হইয়া সেই নিজ আশ্রমে শিষ্যবর্গসহ নিরন্তর সেই কন্যাকেই লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ১১৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২

১। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সা ববৃধে দেবী তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।
চন্দ্রভাগানদীতীরে তাপসারণ্যসংজ্ঞকে ॥ ১
যথা চন্দ্রকলা শুক্লপক্ষে নিত্যং বিবর্দ্ধতে।
যথা জ্যোৎস্না তথা সাপি প্রাপ বৃদ্ধিমরুন্ধতী ॥ ২
সা প্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে চন্দ্রভাগাং তদা গুণৈঃ।
তাপসারণ্যমপি সা পবিত্রমকরোৎ সতী ॥ ৩
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং মেধাতিথিনিষেবিতম্।
ক্রীড়াস্থানমরুন্ধত্যাঃ পূতং বাল্যোচিতং কৃতম্ ॥ ৪
অদ্যাপি তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগানদীজলে।
অরুন্ধতীতীর্থতোয়ে স্নাত্বা যাতি হরিং নরঃ ॥ ৫
কার্ত্তিকং সকলং মাসং চন্দ্রভাগানদীজলে।
স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহং গত্বা হ্যন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
মাঘে মাসি পৌর্ণমাস্যামমায়াং বা তথৈব চ।
চন্দ্রভাগাজলে স্নানং যস্তু কুর্য্যাৎ সকৃৎ সকৃৎ।
তস্য বংশে রাজযক্ষ্মা ন কদাচিৎ ভবিষ্যতি ॥ ৭
দেহান্তে চন্দ্রভবনং গত্বা যাতি হরের্গৃহম্।
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ৮
চন্দ্রভাগাজলং পীত্বা চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
সকৃৎ স্নাত্বা তু বিধিবদ্বাজিমেধাযুতং লভেৎ ॥ ৯

অরুন্ধতী-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, দেবী অরুন্ধতী চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তাপসারণ্যনামক সেই মহর্ষি-আশ্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১

অরুন্ধতী, শুক্লপক্ষের শশিকলা ও জ্যোৎস্নার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ২

সতী অরুন্ধতী, পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে চন্দ্রভাগা নদীকে এবং সেই তাপসারণ্যকে নিজ-গুণে পবিত্র করিতে লাগিলেন। ৩

তথায় অরুন্ধতীর বাল্যোচিত পবিত্র ক্রীড়াস্থান—মেধাতিথি-নিষেবিত মহাপুণ্য তীর্থ হইল। ৪

আজও লোকে সেই তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগা নদীর অরুন্ধতীতীর্থজলে স্নান করিলে বিষ্ণুপদ লাভ করে। ৫

সমস্ত কার্ত্তিকমাস চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলে মানুষ, প্রথমতঃ বিষ্ণুগৃহে গমন করিয়া শেষে মুক্তিলাভ করে। ৬

যে ব্যক্তি মাঘ মাসের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে এক একবার চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযক্ষ্মা রোগ হয় না। ৭

সে ব্যক্তি, মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করে। তারপর পুণ্য ক্ষয় হইলে, ইহলোকে জন্মিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়। ৮

চন্দ্রভাগাজলে স্নাত্বা ক্রীড়ন্তীং বাললীলয়া।
পিতুঃ সমীপে তত্তীরে কদাচিত্তামরুন্ধতীম্ ॥ ১০
গচ্ছন্নাকাশমার্গেণ দদর্শ কমলাসনঃ ॥ ১১
অথাবতীর্য্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অরুন্ধত্যাস্তদা কালমুপদেশে দদর্শ হ ॥ ১২
অথোবাচ তদা ব্রহ্মা মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ।
মেধাতিথিপ্রভৃতিভিরুচিতং তং মহামুনিম্ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ—

উপদেশস্য কালোঽয়মরুন্ধত্যা মহামুনে।
তস্মাদেনাং সতীনান্তু স্ত্রীণাস্তং কুরু সন্নিধৌ ॥ ১৪
স্ত্রীভিস্ত্রিয়শ্চোপদেশ্যাঃ কাচিদন্যত্র[1] বিদ্যতে।
বহুলায়াশ্চ সাবিত্র্যাঃ পুত্রীং ত্বং স্থাপয়াম্তিকে ॥ ১৫
তয়োঃ সংসর্গমাসাদ্য পুত্রী তব মহামুনে।
মহাগুণৈশ্বর্য্যযুতা ন চিরাত্তু ভবিষ্যতি ॥ ১৬
মেধাতিথির্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
এবমেবেতি প্রোবাচ তং তদা মুনিসত্তমঃ ॥ ১৭
ততো গতে সুরশ্রেষ্ঠে পুত্রীং মেধাতিথির্মুনিঃ।
সমাদায় যযৌ সূর্য্যভবনং প্রতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৮

চন্দ্রভাগাজল পান করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়; একবার যথাবিধি স্নান করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ৯

একদা অরুন্ধতী চন্দ্রভাগজলে স্নান করিয়া পিতৃসমীপে বাল্যোচিত-ক্রীড়া করিতেছেন। ১০

ইত্যবসরে কমলাসন ব্রহ্মা, আকাশপথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ১১

অনন্তর, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় অবতীর্ণ হইয়া অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে দেখিলেন। ১২

অনন্তর ব্রহ্মা, মেধাতিথি প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই মহর্ষি মেধাতিথিকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিবর অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার সময় এই; অতএব ইহাকে সতীরমণীগণের সমীপে রাখ। ১৪

স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকেরই উপদেশ দেওয়া উচিত; কিন্তু তোমার এখানে ত কোন স্ত্রীলোক নাই। অতএব তুমি তোমার কন্যাকে বহুলা ও সাবিত্রীর নিকটে রাখ গিয়া। ১৫

মুনিবর। তোমার কন্যা তাঁহাদিগের দুই জনের সংসর্গ পাইলে অবিলম্বে মহাগুণ-সম্পত্তিশালিনী হইবে। তখন মেধাতিথি, পরমাত্মা ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তাঁহাকে যে আজ্ঞা বলিলেন। ১৬-১৭

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা গমন করিলে, মেধাতিথি মুনি, কন্যাকে লইয়া তৎ-ক্ষণাৎ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। ১৮

১। কদাচিদত্র ইতি পাঠান্তরম্।

দদর্শ তত্র সাবিত্রীং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ।
পদ্মাসনগতাং দেবীমক্ষমালাধরাং সিতাম্ ॥ ১৯
দৃষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ ।
বহুলা সা গতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভৃতঃ ॥ ২০
প্রত্যহং তত্র সাবিত্রী গায়ত্রী বহুলা তথা ।
সরস্বতী চ দ্রুপদা পঞ্চৈতা মানসাচলে ॥ ২১
ধর্ম্মাখ্যানৈস্তথা সাধ্বীঃ কথাঃ কৃত্বা পরস্পরম্ ।
স্বং স্বং স্থানং পুনর্যাতি লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২২
মেধাতিথিস্তু তাঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বৈকত্র তপোধনঃ ।
মাতৄঃ সর্ব্বস্য লোকস্য প্রণনাম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩
উবাচ চ স তাঃ সর্ব্বা ঋষিঃ শ্লক্ষ্ণং তপোধনঃ ।
সসাধ্বসো বিস্মিতশ্চ তাসামেকত্র দর্শনাৎ ॥ ২৪

মেধাতিথিরুবাচ—

মাতঃ সাবিত্রি বহুলে মৎপুত্রীয়ং মহাযশাঃ[১] ।
কালোঽয়মুপদেশেঽস্যাস্তদর্থমহমাগতঃ ॥ ২৫
জগৎস্রষ্ট্রা সমাদিষ্টা প্রযাতু তব শিষ্যতাম্ ।
এষা তেন ভবৎপার্শ্বমানীতা পুত্রিকা মম ॥ ২৬
সৌচারিত্র্যং যথাস্যাঃ স্যাত্তথৈনাং বালিকাং মম ।
যুবাং বিনয়তং দেব্যৌ মাতর্মাতর্নমোঽস্তু বাম্ ॥ ২৭

তথায় সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা পদ্মাসনে আসীনা অক্ষমালা-ধারিণী কল্যাণী সাবিত্রীদেবীকে দেখিতে পাইলেন। ১৯

তখন বহুলা মানসপর্ব্বতের সানুদেশে গমন করিয়াছিলেন, এখন মুনি-দৃষ্টা সাবিত্রীও সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া তথায় চলিলেন, মুনিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন। ২০

সেই মানসপর্ব্বতে, সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী এবং চারুপদা এই পাঁচজন, পরস্পরে ধর্ম্মোপাখ্যানের সদালাপ করিয়া লোক-হিতাভিলাষে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। ২১

তপোধন মেধাতিথি, সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপা তাঁহাদিগের সকলকে একত্র অবস্থিত দেখিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলেন। ২৩

তাঁহাদিগকে একত্র দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন তপোধন, তাঁহাদিগকে সভয়ে এই মধুর কথা বলিলেন। ২৪

মা সাবিত্রী! মা বহুলে! এই আমার যশস্বিনী কন্যা; এক্ষণে ইহাকে উপদেশ দিবার এই সময়, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। ২৫

ব্রহ্মা, আমার কন্যাকে আপনার নিকট উপদেশ লইতে বলিয়াছেন; তাই আমার কন্যা,—আপনার কাছে আসিয়াছে। ২৬

যাহাতে আমার এই বালিকা সচ্চরিত্রা হয়, আপনারা দুইজনে ইহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিন। মা! সাবিত্রি! মা! বহুলে! তোমাদিগের উভয়কে নমস্কার করি। ২৭

১। শুভাশয়া—ইতি পাঠান্তরম্।

অথোবাচ তদা দেবী সাবিত্রী মুনিসত্তমম্ ।
স্মিতপূর্ব্বং বহুলয়া সহিতা তাঞ্চ বালিকাম্ ॥ ২৮

তে উচতু—

ব্রহ্মন্ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুচরিত্রাভবৎ সুতা ।
পূর্ব্বমেব মুনে ভূতা তদুদ্দেশেন কিং পুনঃ ॥ ২৯
কিং ত্বহং ব্রহ্মবাক্যেণ বহুলা চ মহাসতী ।
বিনেষ্যাবস্তব সুতাং ধীরা স্যান্নচিরাদ্ যথা ॥ ৩০
ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বদুহিতা ভবতস্তু তপোবলাৎ ।
তথা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুতা তেঽভূদরুন্ধতী ॥ ৩১
কুলং পুনাতি ভবতঃ সত্যসৌ[১] বর্দ্ধয়িষ্যতি ।
লোকানামথ দেবানাং শিবমেষা করিষ্যতি ॥ ৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তাভির্ব্বিসৃস্টঃ স মুনির্মেধাতিথিঃ সুতাম্ ।
আশ্বাস্যারুন্ধতীং নত্বা তাঃ স্বস্থানং জগাম হ ॥ ৩৩
গতে তস্মিন্ মুনিবরে সহ তাভ্যামরুন্ধতী ।
মাতৃভ্যামিব নির্ভীতা পালিতা মোদমাপ সা ॥ ৩৪
কদাচিৎ সহ সাবিত্র্যা রাত্রৌ যাতি রবের্গৃহম্ ।
তথা বহুলয়া যাতি শক্রগেহং কদাচন ॥ ৩৫
এবং তাভ্যাং সমং দেবী বিহরন্তী সুরালয়ে ।
নিনায় দিব্যমানেন সা সপ্ত পরিবৎসরান্ ॥ ৩৬

অনন্তর দেবী সাবিত্রী, বহুলার সহিত, মুনিবর মেধাতিথিকে এবং তাঁহার বালিকা তনয়াকে সস্মিতভাবে বলিলেন। ২৮

মুনিবর! ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রাসাদেই আপনার কন্যা পূর্ব্ব হইতেই সুচরিত্রা হইয়া রহিয়াছেন। ২৯

তবে, ব্রহ্মার আদেশ বলিয়া আমি এবং মহাসতী বহুলা—আমরা উভয়ে আপনার কন্যাকে এইরূপ শিক্ষা দিব, যাহাতে তিনি অবিলম্বেই আরও ধীর হন। ৩০

এই অরুন্ধতী, পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন; আপনার তপোবলে নারায়ণের অনুগ্রহে ইনি আপনার কন্যা হইয়াছেন। ৩১

ইনি আপনার কুল পবিত্র করিয়াছেন, যশ বাড়াইবেন, ইনি সমস্ত জগতের এবং দেবগণের কেবল মঙ্গল সম্পাদনই করিবেন। ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—অনন্তর, মুনিবর মেধাতিথি তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক কন্যা অরুন্ধতীকে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ৩৩

মুনিবর, চলিয়া গেলে অরুন্ধতী মাতৃ-সমা তাঁহাদিগের উভয়ের সহ বাস ও যত্ন পালনে, নির্ভয় হইয়া থাকিলেন এবং আনন্দিত হইতে লাগিলেন। ৩৪

অরুন্ধতী, কখন, রাত্রিতে সাবিত্রীসহ সূর্য্যগৃহে গমন করেন, কখন বা বহুলার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। ৩৫

১। সদ্ যশঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তাভ্যাং তথোপবিষ্টা সা স্ত্রীধর্ম্মমচিরাৎ সতী।
সর্ব্বং জ্ঞাতবতা ভূতা সাবিত্রী বহুলাধিকা ॥ ৩৭
অথ তস্যাস্তদা কালে সম্প্রাপ্তে উচিতেঽভবৎ।
শোভনো যৌবনোদ্ভেদঃ পদ্মিনীনাং রুচির্যথা ॥ ৩৮
উদ্ভূতযৌবনা সা তু বসিষ্ঠং মানসাচলে।
বিহরন্তী দদর্শৈকা চারুতেজস্বিনং মুনিম্ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা তমিচ্ছয়াঞ্চক্রে কামভাবেন সা সতী।
বালসূর্য্যপ্রভং চারুরূপং ব্রাহ্মশ্রিয়া যুতম্ ॥ ৪০
অথ সোঽপি মহাতেজা বসিষ্ঠো বরবর্ণিনীম্।
দৃষ্ট্বৈবোদ্ভূতমদনো বীক্ষাঞ্চক্রে ত্বরুন্ধতীম্ ॥ ৪১
তয়োঃ পরস্পরং দৃষ্ট্বা ববৃধে হৃচ্ছয়ো মহান্।
অমর্য্যাদং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকৃতে মদনো যথা ॥ ৪২
অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য তথা মেধাতিথেঃ সুতা।
আত্মানং ধারয়ামাস মনশ্চ মদনেরিতম্ ॥ ৪৩
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ধৈর্য্যমালম্ব্য চাত্মতঃ।
মনঃ সংস্তম্ভয়ামাস মদনোন্মথিতং ততঃ ॥ ৪৪
অরুন্ধতী ততো দেবী বিহায় মুনিসন্নিধিম্।
জগাম যত্র সাবিত্রী নিন্দন্তী স্বং মনো বপুঃ[১] ॥ ৪৫

দেবী অরুন্ধতী, তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ বিহার করত দৈব পরিমাণে সপ্ত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ৩৬

সতী অরুন্ধতী তাঁহাদিগের উভয়ের নিকট স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যকার্য্য বিষয়ে উপদেশ পাইয়া অবিলম্বে সমস্ত বুঝিলেন; তখন তিনি সাবিত্রী ও বহুলা হইতেও শ্রেষ্ঠা হইলেন। ৩৭

অনন্তর, যথাযোগ্য কাল প্রাপ্ত হইলে, কমলিনীকুলের শোভার ন্যায় তাঁহার সুন্দর যৌবন সঞ্চার হইল। ৩৮

এক দিন, উদ্ভিন্ন-যৌবনা অরুন্ধতী মানস পর্ব্বতে একাকী বিচরণ করিতে করিতে মনোহর তেজস্বী বসিষ্ঠ মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ৩৯

সেই সতী, ব্রহ্ম-শ্রীসম্পন্ন নবসূর্য্য-সন্নিভ চারুরূপধারী বসিষ্ঠকে দেখিবামাত্র কামভাবে ইচ্ছা করিলেন। ৪০

অনন্তর বসিষ্ঠ ও বরবর্ণিনী অরুন্ধতীকে দেখিবামাত্র মদনাকুল হইয়া বার বার তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৪১

হে দ্বিজবরগণ! তাঁহাদিগের পরস্পরের দর্শনে, সামান্য লোকের ন্যায় মর্য্যাদা শূন্যভাবে তাঁহাদিগেরও পরস্পরের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল। ৪২

অনন্তর, মেধাতিথিনন্দিনী, ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মাকে এবং মদনোদ্বিগ্ন হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন। মহাতেজা বসিষ্ঠও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার মদনোন্মথিত চিত্তকে প্রশমিত করিলেন। ৪৩-৪৪

অনন্তর, দেবী অরুন্ধতী মুনি-সন্নিধান ত্যাগ করিয়া, নিজ কামোদ্বেগের নিন্দা করত সাবিত্রী সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৫

১। মনোরথম্—ইতি পাঠান্তরম্।

বাধ্যমানাতিদুঃখেন মানসেন মহাসতী।
সতীভাবঃ পরিত্যক্তশ্চিন্তয়ন্তী ময়েতি বৈ ॥ ৪৬
তস্যা মনোজদুঃখেন বিবর্ণমভবন্মুখম্।
শরীরং সকলং ম্লানং গতিশ্চ বলিতাভবৎ[১] ॥ ৪৭
ইদং বিমমৃষে সা চ গর্হয়ন্তী স্বকং মনঃ।
মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মা ছিন্না চ তৎক্ষণাদপি ॥ ৪৮
স্থিতিঃ সতীনামল্পেন চাপল্যেনৈব নশ্যতি।
ইতি স্ত্রীধর্ম্মমধ্যাপ্য মামাহ চরিতব্রতা ॥ ৪৯
সাবিত্রী সারমেতদ্ধি সতীধর্ম্মস্য চোদ্ধৃতম্।
তদস্য নাশিতং পুংসি পরকীয়ে মনোরথম্ ॥ ৫০
বর্দ্ধয়ন্ত্যা তদা কিং মে পরত্রেহ ভবিষ্যতি।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা পুত্রী মেধাতিথেস্তদা ॥ ৫১
দুঃখার্ত্তা বহুলাং দেবীং সাবিত্রীং চাসসাদ হ।
তথাবিধান্তু তাং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনাং সতীম্ ॥ ৫২
ধ্যানচিন্তাপরা ভূত্বা সাবিত্রী বিমমর্ষ হ।
বিমৃষ্য দিব্যজ্ঞানেন সর্ব্বং জ্ঞাতবতী সতী ॥ ৫৩
বসিষ্ঠেন হ্যরুন্ধত্যা যথাভূদ্দর্শনং তথা।
যথা তয়োঃ সম্প্রবৃদ্ধো মনোজশ্চাতিদুঃসহঃ ॥ ৫৪
মুখবৈবর্ণ্যহেতুশ্চ সাবিত্রী দিব্যদর্শিনী।
অথ মেধাতিথেঃ পুত্র্যা মূর্দ্ধ্নি হস্তং নিবেশ্য সা ॥ ৫৫

"হায়! আমি সতীত্ব হারাইলাম" এই চিন্তা সেই মহাসতীর মনে নিরন্তর উদিত হইতে লাগিল। ৪৬

তাহাতে তিনি সাতিশয় মনোদুঃখে কাতর হইলেন। মনোদুঃখে তাঁহার মুখ মলিন, অঙ্গ সকল ম্লান এবং গতি স্খলিত হইতে লাগিল। ৪৭

নিজ চিত্তকে নিন্দা করত এইরূপ ভাবিলেন;—সতীগণের মর্য্যাদা, মৃণাল-সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং বুঝি ক্ষণকাল বায়ুর ভারও সহিতে পারে না; তাই তাহা অল্প চাঞ্চল্যেই বিনষ্ট হয়। ৪৮

ইহাই যে সতীধর্ম্মের সারোদ্ধার, ব্রতচারিণী সাবিত্রী স্ত্রীধর্ম্ম অধ্যয়ন করাইয়া আমাকে ইহা বলিয়াছেন। ৪৯

হায়, আমি আজ পরপুরুষের প্রতি অভিলাষ করিয়া সেই ধর্ম্ম লোপ করিলাম। ৫০

হায়, আমার ইহ পরকালের কি হইবে? মেধাতিথিনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দুঃখার্ত্তা হইয়া দেবী বহুলা ও সাবিত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫১

সাবিত্রী অরুন্ধতী সতীকে, তথাবিধ মলিনমুখী দেখিয়া ধ্যান-যোগ-অবলম্বনে সমুদয় জানিতে পারিলেন। ৫২

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞা দিব্যদর্শিনী সাবিত্রী, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর পরস্পর-দর্শন, তাঁহাদিগের উভয়ের অতিদুঃসহ কামোদ্রেক এবং অরুন্ধতীর মালিন্যের নিদান চিন্তা—সকল ব্যাপারই দিব্য-জ্ঞান-বলে জানিতে পারিলেন। ৫৩-৫৪

১। মতিশ্চ স্খলিতাভবৎ।

ইদমাহ মহাদেবী সাবিত্রী চরিতব্রতা।
বৎসে তব মুখং কস্মাত্তিন্নবর্ণমভূদিদম্ ॥ ৫৬
ছিন্ননালং যথাপদ্মং সূর্য্যাংশুপরিতাপিতম্ ।
কথং শরীরমভবন্ ম্লানং তে গুণবত্তমে ॥ ৫৭
যথা নিশাপতের্বিম্বং তনুকৃষ্ণাভ্রসংবৃতম্ ।
অন্তর্মনশ্চ তে ভদ্রে সচিন্তমিব লক্ষ্যতে ।
তন্মে কথয় তে গুহ্যন্নৈতচ্চেদ্দুঃখকারণম্ ॥ ৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ সাধোমুখী ভূত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ লজ্জয়া।
সাবিত্রীং মাতরং গুর্ব্বীং তথা পৃষ্টাপ্যরুন্ধতী।
যদা নোক্তবতী কিঞ্চিত্তদা মেধাতিথেঃ সুতা ॥ ৫৯
স্বয়ং প্রকাশ্য সাবিত্রী তমুবাচ তপস্বিনী।
বৎসে যোঽসৌ ত্বয়া দৃষ্টো মুনির্ভাস্করসন্নিভঃ ॥ ৬০
স বসিষ্ঠো ব্রহ্মসুতস্তব স্বামী ভবিষ্যতি।
তব অস্য চ দাম্পত্যং পুরা ধাত্রৈব নির্ম্মিতম্ ॥ ৬১
অতস্তব সতীভাবো না হীনস্তস্য দর্শনাৎ।
যদ্বা তবাভূদ্ধদয়ং সকামস্তস্য দর্শনাৎ ॥ ৬২
ন তদ্দোষকরং পুত্রি মনোদুঃখং ততস্ত্যজ।
ত্বয়া পরং তপঃ কৃত্বা পূর্ব্বজন্মনি শোভনে ॥ ৬৩
বৃতঃ স এব দয়িতঃ সকামস্তেন স ত্বয়ি।
শৃণু পূর্ব্বং ত্বয়া বৎসে বসিষ্ঠোঽয়ং বৃতঃ পতিঃ ॥ ৬৪

অনন্তর, ব্রতচারিণী মহাদেবী সাবিত্রী মেধাতিথি-তনয়ার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৫৫

"বৎস! সূর্য্য-কিরণ-পরিতপ্ত ছিন্নমূল কমলের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল আজি এমন বিবর্ণ হইল কেন? ৫৬

হে গুণবতী প্রধানে! বিরল-নীল-জলদাবলি সংবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তোমার শরীর এত ম্লান হইল কেন? ৫৭

ভদ্রে! তোমার মন যেন চিন্তাকুল বোধ হইতেছে, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে তুমি স্বীয় দুঃখকারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—অনন্তর, অরুন্ধতী, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিলেন। মাতৃতুল্য গুরুজন সাবিত্রীর নিকট কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৫৯

যখন মেধাতিথি-নন্দিনী কিছুই বলিলেন না, তখন তপস্বিনী সাবিত্রী স্বয়ং সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৬০

"বৎসে! তুমি যে সূর্য্যসন্নিভ ঋষিকে অবলোকন করিয়াছ, তিনি ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। ৬১

তোমার এবং বসিষ্ঠের পরস্পর দাম্পত্য-বন্ধন বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং বসিষ্ঠকে দেখাতে সতীত্ব-লোপ হয় নাই। ৬২

বৎসে! তাঁহাকে দেখিয়া তোমার মনে যে কামোদ্রেক হইয়াছে, তাহাতেও দোষ নাই, অতএব মনোদুঃখ ত্যাগ কর। ৬৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা তপঃ কৃতং তত্র যেন ভাবেন সন্ততম্ ।
ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী যথা সন্ধ্যাভবৎ পুরা ॥ ৬৫
কৃতং তপো যদর্থন্তু চন্দ্রভাগাহ্বয়ে গিরৌ ।
বসিষ্ঠেন যথাপূর্ব্বং বর্ণিরূপেণ বেধসঃ ॥ ৬৬
বচনাদুপদিষ্টা সা তপশ্চর্য্যাং দুরত্যয়াম্ ।
যথা প্রসন্নো ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ৬৭
বরং যথা দদৌ তস্যৈ মর্য্যাদা স্থাপিতা যথা ।
যথা বা বাঞ্ছিতঃ স্বামী বসিষ্ঠঃ স তয়া মুনিঃ ॥ ৬৮
মেধাতিথের্যথা যজ্ঞে বহ্নৌ ত্যক্তং তয়া বপুঃ ।
যথা তত্তনয়া জাতা তস্যৈ তদ্বিস্তরাৎ তদা ॥ ৬৯
সাবিত্রী কথয়ামাস ক্রমাদ্বহুলয়া সহ ॥ ৭০
অথ তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যদভূৎ পূর্ব্বজন্মনি ।
তচ্ছ্রুত্বা বৈ তদা জ্ঞাতং মম সর্ব্বং মনোগতম্ ॥ ৭১
ইত্যতীব ত্রপাং প্রাপ্য সাতীবাভূদধোমুখী ।
সাবিত্রীবচনাদ্ভূতা পূর্ব্বজন্মস্মরা চ সা ॥ ৭২
তথৈবাধোমুখী ভূত্বা যদ্‌বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি ।
তস্য সর্ব্বস্য সস্মার দিব্যজ্ঞানাদরুন্ধতী তদা ॥ ৭৩
পূর্ব্বং বিষ্ণুপ্রসাদেন সা ভূত্বা দিব্যদর্শনী ।
অধুনা বাল্যভাবেন প্রচ্ছন্না দিব্যদর্শনা ॥ ৭৪

শোভনে ! তুমি পূর্ব্বজন্মে কঠোর তপস্যা করিয়া বসিষ্ঠকেই পতিভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই জন্যই তিনি তোমার প্রতি কামভাবাপন্ন হইয়াছেন।৬৪

বৎসে ! পূর্ব্বে তুমি যেরূপ বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে এবং তথায় যে ভাবে নিরন্তর তপস্যা করিয়াছিলে তৎসমস্ত শ্রবণ কর । ৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—সাবিত্রী এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার উৎপত্তি, তিনি যে উদ্দেশে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে তপস্যা কারন তাহা, বিধাতার বচনানুসারে সন্ধ্যাকে বসিষ্ঠের ব্রহ্মচারিরূপে তপস্যা শিক্ষা দান, তদুপদেশে সন্ধ্যার কঠোর তপস্যা, ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া যেরূপে সন্ধ্যার প্রত্যক্ষ গোচর হন তাহা, সন্ধ্যাকে বিষ্ণুর বরদান, মর্য্যাদা স্থাপন, উপদেশক বসিষ্ঠকে পরজন্মে স্বামী করিতে সন্ধ্যার অভিলাষ, মেধাতিথির যজ্ঞানলে তাঁহার দেহত্যাগ এবং মেধাতিথির কন্যারূপে তাঁহার উৎপত্তি—অরুন্ধতীকে এ সমস্ত কথাই সুবিস্তারে যথাক্রমে বহুলার সহিত বলিলেন। ৬৬-৭০

অনন্তর, অরুন্ধতী, সাবিত্রীর নিকট সেই কথা ও পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে "ইনি আমার মনোগত সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া" অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ সাতিশয় অধোমুখী হইলেন। আর সাবিত্রীর কথায় তিনি জাতিস্মর হইলেন। ৭১-৭২

তখন অরুন্ধতী সতী সেই রূপ অধোমুখে থাকিয়াই পূর্ব্বজন্মে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই দিব্য জ্ঞানবলে স্মরণ করিলেন। ৭৩

বিষ্ণুর প্রসাদে পূর্ব্বকালে তিনি দিব্য-দর্শিনী হন, বালকভাব প্রযুক্ত দিব্য-দর্শিত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল। ৭৪

সাবিত্রীবচনাচ্ছ্রুত্বা বৃত্তান্তং পূর্ব্বজন্মনঃ।
প্রত্যক্ষমিব তৎসর্ব্বং পূর্ব্বজ্ঞানমবাপ সা ॥ ৭৫
অবাপ্য পূর্ব্বং জ্ঞানং তদ্‌যদ্দত্তং বিষ্ণুনা পুরা।
বসিষ্ঠোঽয়ং বৃতঃ স্বামী ময়া বৈ পূর্ব্বজন্মনি ॥ ৭৬
ইতি জ্ঞানবতী দেবী সামোদারুন্ধতী স্বয়ম্ ॥ ৭৭
বসিষ্ঠদর্শনোদ্ভূতে পূর্ব্বং তস্যাস্তু হৃচ্ছয়ে।
যথাতঙ্কঃ সমুৎপন্নঃ সতীত্বস্য নিবারণে।
তঞ্চ স্বয়ং সা তত্যাজ তদা মেধাতিথেঃ সুতা ॥ ৭৮
ত্যক্তচিন্তাং ততস্তান্ত বিজ্ঞায়ারুন্ধতীং সতীম্।
সাবিত্রী সূর্য্যভবনং তয়া সার্দ্ধং জগাম হ ॥ ৭৯
অরুন্ধতীং নিবেশ্যাথ সাবিত্রী সূর্য্যমন্দিরে।
জগাম ব্রহ্মভবনং সর্ব্বজ্ঞা সা সতীবরা ॥ ৮০
অথ প্রণম্য ব্রহ্মাণং পৃষ্টা তেনৈব তৎক্ষণাৎ।
ইদং জগাদ সাবিত্রী ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ৮১
ভগবন্ জগতাং নাথ বসিষ্ঠং ভবতঃ সুতম্।
মানসস্য গিরেঃ সানৌ দদর্শারুন্ধতী সতী ॥ ৮২
তয়োর্দর্শনমাত্রেণ ববৃধে হৃচ্ছয়ো মহান্।
পরস্পরং তৌ স্পৃহয়াঞ্চক্রতুশ্চ প্রজাপতে ॥ ৮৩
ততো ধৈর্য্যাত্তু সংস্তভ্য মনোজং তৌ সুদুঃখিতৌ।
বিমনস্কৌ গতৌ স্থানং লজ্জিতৌ তৌ স্বকং স্বকম্ ॥ ৮৪

এখন আবার সাবিত্রীর কথায় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে তৎসমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি সমুদয় পূর্ব্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ৭৫

অরুন্ধতী দেবী পূর্ব্বজন্মের বিষ্ণুদত্ত জ্ঞান পাইয়া "আমি এই বসিষ্ঠকে পূর্ব্বজন্মে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি" আনন্দ সহকারে স্বয়ং ইহা জানিতে পারিলেন। ৭৬

বসিষ্ঠ দর্শনে কামোদ্রেক হওয়াতে সতীত্ব নাশ হইল বলিয়া পূর্ব্বে মনে মনে যে আতঙ্ক হইয়াছিল, মেধাতিথি-নন্দিনী, তখন আপনা হইতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ৭৭-৭৮

অনন্তর, সাবিত্রী, অরুন্ধতী সতীকে চিন্তাশূন্য দেখিয়া তাঁহার সহিত সূর্য্যভবনে গমন করিলেন। ৭৯

সতী-শ্রেষ্ঠা সর্ব্বজ্ঞা সাবিত্রী, অরুন্ধতীকে সূর্য্য-ভবনে রাখিয়া ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন। ৮০

সাবিত্রী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবামাত্র তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সেই অমিত-তেজা সুরশ্রেষ্ঠকে বলিলেন—হে ভগবন্! জগদীশ্বর! অরুন্ধতী সতী, মানস পর্ব্বতের সানুদেশে আপনার পুত্র বসিষ্ঠকে দেখিয়াছেন। ৮১-৮২

প্রজাপতে! তাঁহাদিগের পরস্পরের সন্দর্শনে পরস্পরের সাতিশয় কামোদ্রেক হয় এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরে অভিলাষী হন। ৮৩

অনন্তর, ধৈর্য্যবলে মদনবিকার প্রশমিত করিয়া অসৎ-কার্য্য আচরণ বোধে অত্যন্ত দুঃখিত, অন্যমনস্ক ও লজ্জিত ভাবে স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। ৮৪

এবম্প্রবৃত্তে যদ্‌যোগ্যং তদা ত্বেতদ্বিধীয়তাম্।
আয়ত্যাঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৮৫
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা ব্রহ্মা সর্ব্বজগদ্‌গুরুঃ।
দদর্শ দিব্যজ্ঞানেন প্রবৃত্তিং ভাবিকর্ম্মণঃ ॥ ৮৬
ইদঞ্চ স্বাগতং প্রোচে তদা লোকপিতামহঃ।
তয়োর্দাম্পত্যভাবস্য কালোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ॥ ৮৭
অতো লোকহিতার্থায় যাস্যেঽহং তৎপ্রবৃত্তয়ে।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা সাবিত্রীসহিতো বিধিঃ ॥ ৮৮
জগাম মানসপ্রস্থং যত্রাভূদ্দর্শনং তয়োঃ ॥ ৮৯
পিতামহে তত্র যাতে শর্ব্বঃ সুরগণৈর্য্বৃতঃ।
নন্দিভৃঙ্গি-প্রভৃতিভিঃ সমায়াতো বৃষধ্বজঃ ॥ ৯০
ভগবান্ বাসুদেবোঽপি ব্রহ্মণা পরিচিন্তিতঃ।
ভক্ত্যা সোঽপি জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯১
স্থিতৌ ব্রহ্মহরৌ যত্র তত্রৈব স্বয়মাগতঃ।
অথ তে জগতাং নাথা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নারদং প্রেষয়ামাসুর্দূতং মেধাতিথিং প্রতি ॥ ৯২
যাহি দ্রুতং নারদ ত্বং চন্দ্রভাগাহ্বয়ং গিরিম্।
মুনিস্তস্যোপত্যকায়ামাস্তে মেধাতিথিঃ পরঃ ॥ ৯৩
তমানয় যথাকামমস্মাকং[১] বচনাৎ স্বয়ম্।
মেধাতিথিং সমাদায় ভবানাগচ্ছতু দ্রুতম্ ॥ ৯৪

সুরজ্যেষ্ঠ! এই ত ব্যাপার; এখন পরিণামে যাহা শুভ ফলপ্রদ হয়, লোক-হিতাভিলাষে তাহা সম্পাদন করুন। ৮৫

নিখিল জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা, সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া দিব্যজ্ঞানবলে, ভাবী কার্য্যের ফলাফল দর্শন কবিলেন। ৮৬

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মনে মনে বলিলেন, "বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহ সময় এই ত উপস্থিত। ৮৭

অতএব লোকহিতার্থে তাহা সম্পাদনের জন্য আমি তথায় গমন করি"; মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া যথায় বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর পরস্পরে দর্শন হইয়াছিল, সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে সেই মানসপর্ব্বত-সানুদেশে গমন করিলেন। ৮৮-৮৯

পিতামহ তথায় গমন করিলে, বৃষধ্বজ মহাদেব, নন্দি-ভৃঙ্গি-প্রভৃতি অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯০

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভক্তিভাবে চিন্তিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর জগদীশ্বর বাসুদেবও ব্রহ্মা এবং শিব যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—মেধাতিথির নিকট নারদকে দূত পাঠাইলেন। ৯১-৯২

তাঁহারা বলিলেন, নারদ! তুমি সত্বর চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে যাও; ঐ পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে মহর্ষি মেধাতিথি বাস করেন। ৯৩

আমাদিগের বাক্যে তুমি যথাসময়ে তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর, অর্থাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সত্বর তুমি এখানে ফিরিয়া আইস। ৯৪

১। যথাকালম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা নারদোঽপি দ্রুতং যযৌ।
মেধাতিথিং সমানেতুং মহাকার্য্যস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৯৫
মেধাতিথিং সমাভাষ্য দেবানাং বচনৈস্ততঃ।
মেধাতিথিং সমাদায় যযৌ মানসপর্ব্বতম্ ॥ ৯৬
সেন্দ্রা দেবগণাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
সাধ্যা বিদ্যাধরা যক্ষা গন্ধর্ব্বাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ৯৭
দেবাশ্চ সর্ব্বে দেব্যশ্চ যে দেবানুচরাস্তথা।
তে সর্ব্বে মানসপ্রস্থং যাতাশ্চান্যে চ জন্তবঃ ॥ ৯৮
অথ ভূতে সমাজে তু দেবানাং কমলাসনঃ।
মেধাতিথিং মুনিং বাক্যমিদমাহাতিদেশয়ন্ ॥ ৯৯

ব্রহ্মোবাচ—

মেধাতিথে বসিষ্ঠায় পুত্রীং তে চরিতব্রতাম্।
দেহি ব্রাহ্মেণ বিধিনা সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১০০
বধূবরত্বমনয়োঃ পূর্ব্বং সৃষ্টং ময়ৈব হি।
হরিণা চাপ্যনুজ্ঞাতং কর্ম্ম চৈতৎ সমঞ্জসম্ ॥ ১০১
এবং কৃতে তব কুলে ভবিষ্যতি মহদ্‌যশঃ।
হিতঞ্চ সর্ব্বভূতানাং দেহি তাং মা চিরং কৃথাঃ ॥ ১০২
ততো ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা হ্যতিপ্রমুদিতো মুনিঃ।
এবমস্ত্বিতি চোবাচ নত্বা তান্ সুরপুঙ্গবান্ ॥ ১০৩
এষাং তু বচনাৎ পুত্রীমাদায়ারুন্ধতীং মুনিঃ।
ধ্যানস্থস্য বসিষ্ঠস্য দেবৈঃ সহ জগাম হ ॥ ১০৪

নারদও, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথাক্রমে, মহাকার্য্য সিদ্ধির জন্য মেধাতিথিকে আনিতে সত্বর গমন করিলেন। ৯৫

সেই দেব-ত্রয়ের কথানুসারে নারদ, মেধাতিথির সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মানস পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৯৬

এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষি-তপস্বি-গণ, আর সাধ্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সমস্ত দেবপত্নী, দেবগণের অনুচরবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রাণিগণ সকলে মানস পর্ব্বত প্রস্থে গমন করিলেন। ৯৭-৯৮

এইরূপে তথায় দেবগণের সভা হইলে কমলাসন ব্রহ্মা, মেধাতিথিকে আদেশ করত এই কথা বলিলেন—মেধাতিথি! এই দেবসভামধ্যে ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি-অনুসারে তোমার ব্রতচারিণী কন্যা অরুন্ধতীকে বসিষ্ঠ-হস্তে সম্প্রদান কর। ৯৯-১০০

বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর দাম্পত্য-বন্ধন, আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি; আর এই সুসঙ্গত কার্য্য নারায়ণেরও অনুমোদিত। ১০১

এইরূপ করিলে তোমার বংশের বড়ই যশ হইবে এবং নিখিল জগতের হিতসাধন হইবে; অতএব সম্প্রদান কর, আর বিলম্ব করিও না। ১০২

অনন্তর মেধাতিথি ঋষি, ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণামপূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিলেন। ১০৩

মেধাতিথি তাঁহাদিগের বচনানুসারে কন্যা অরুন্ধতীকে লইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ধ্যানস্থ বসিষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ১০৪

গত্বা বসিষ্ঠনিকটং দেবৈঃ পরিবৃতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মশ্রিয়া দীপ্যমানং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ১০৫
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু ধৃতবুদ্ধিং পৃথক্ পৃথক্।
দদর্শ মুনিমাসীনং মানসাচলকন্দরে ॥ ১০৬
বসিষ্ঠমোজস্বিবরং বালসূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ১০৭
অথ পুত্রীমগ্রগতাং কৃত্বা মেধাতিথির্মুনিঃ।
বসিষ্ঠং নিয়তাত্মানমুবাচারুন্ধতীপিতা ॥

ঋষিরুবাচ—

ভগবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্র পুত্রীং মে চরিতব্রতাম্।
দত্তাং প্রতিগৃহাণৈনাং[1] ময়া ব্রাহ্মেণ ধর্ম্মতঃ ॥ ১০৮
যত্র যত্রাশ্রমে ব্রহ্মন্ স্বেচ্ছয়া নিবসিষ্যসি।
তত্তত্ত্বেষা ভবিত্রী চ চ্ছায়েবানুগতা তব। ১০৯
তত্র তত্রৈব মে পুত্রী সমানব্রতধারিণী।
পতিব্রতা বরারোহা শুশ্রূষাস্তে করিষ্যতি ॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্তু মুনের্মেধাতিথের্বচঃ।
দৃষ্ট্বা সমাগতান্ দেবান্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকান্ ॥ ১১১
অবশ্যমেতদ্ভাবীতি নিশ্চিত্য দিব্যচক্ষুষা।
ব্রহ্মণঃ সম্মতে পুত্রীং তদা মেধাতিথের্মুনেঃ ॥ ১১২
বসিষ্ঠঃ প্রতিজগ্রাহ বাঢ়মিত্যুক্তবাংশ্চ হ ॥ ১১৩
গৃহীতপাণিঃ সা দেবী বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
পত্যুঃ পাদযুগে চক্ষুর্যুগং ন্যস্তবতী সতী ॥ ১১৪

দেবগণপরিবৃত মেধাতিথি মুনি, সমীপে গিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের প্রতি পৃথক পৃথক্ ভাবে অনুরক্ত জ্বলন্ত অনল-সন্নিভ, ব্রাহ্মণ্য-শোভা-সমুজ্জ্বল নবোদিত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় তেজস্বী মহর্ষি বসিষ্ঠকে মানস পর্ব্বতের কন্দরে আসীন দেখিলেন। ১০৫-১০৭

অনন্তর, অরুন্ধতী-পিতা মুনিবর মেধাতিথি, তনয়া অরুন্ধতীকে অগ্রে করিয়া সংযতচিত্ত বসিষ্ঠকে বলিলেন—হে ভগবন্ ব্রহ্মনন্দন। আমি ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি অনুসারে আপনাকে এই ব্রতচারিণী স্বীয় কন্যাকে দান করিলাম, গ্রহণ করুন। ১০৮

ব্রহ্মন্! আপনি আপন ইচ্ছাক্রমে যে যে আশ্রমে বাস করিবেন, এই পতি-ব্রতা সুন্দরী কন্যা তথায় তথায় আপনার প্রতি ভক্তিমতী ছায়ার ন্যায় অনুগত ও সমান ব্রত-চারিণী হইয়া আপনার শুশ্রূষা করিবে। ১০৯-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বসিষ্ঠ, মেধাতিথি মুনির এই কথা শুনিয়া এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া "এই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী" দিব্য-জ্ঞানবলে ইহা নিশ্চয় করিলেন। ১১১-১২

অনন্তর ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে সেই মেধাতিথি-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া 'বাঢ়ং' অর্থাৎ 'আচ্ছা গ্রহণ করিলাম' বলিলেন। ১১৩

১। প্রতিগৃহ্ণেমাং—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চান্যে তথামরাঃ।
বিবাহবিধিনা তৌ তু মোদয়াঞ্চক্রুরুৎসবৈঃ ॥ ১১৫
সাবিত্রীপ্রমুখা দেব্যো দেবাশ্চেন্দ্রাদয়স্তথা।
দক্ষাদ্যাঃ কশ্যপাদ্যাস্তু মুনয়োঽতিতপোধনাঃ ॥ ১১৬
উন্মুচ্য ব্রহ্মবচনাদ্বল্কলঞ্চাজিনং জটাঃ।
মন্দাকিনীজলেনাশু স্নাপয়িত্বা সুতং বিধেঃ ॥ ১১৭
জাম্বূনদৈস্তথা দিব্যৈর্ভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ।
বসিষ্ঠং ভূষয়াঞ্চক্রুস্তথৈবারুন্ধতীং সতীম্ ॥ ১১৮
ভূষয়িত্বাথ তৌ তত্র সমাপ্য মুনিভির্বিধিম্।
বিবাহাবভৃথঞ্চক্রুস্তয়োর্বিধি-হরীশ্বরাঃ ॥ ১১৯
নিধায় সর্ব্বতীর্থানাং তোয়ং জাম্বূনদে ঘটে।
আশীর্ব্বাদকরৈর্মন্ত্রৈর্গায়ত্র্যা দ্রুপদাদিভিঃ ॥ ১২০
স্বয়ং তৌ স্নাপয়াঞ্চক্রুর্ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ততো মহর্ষয়শ্চান্যে তথা দেবর্ষয়শ্চ যে ॥ ১২১
তে সর্ব্বে ঋগ্‌যজুঃসামবেদভাগৈর্মহাস্বরৈঃ।
গঙ্গাদিসরিতাং তোয়ৈশ্চক্রুঃ শান্তিং তয়োর্ম্মুহুঃ ॥ ১২২
ভুবনত্রয়সঞ্চারি বিমানং সূর্য্যবর্চ্চসম্।
অব্যাহতগতিং ব্রহ্মা সতোয়ঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥ ১২৩
তাভ্যাং দায়ং দদৌ বিষ্ণুর্দুষ্প্রাপং স্থানমুত্তমম্।
যদূর্দ্ধং সর্ব্বদেবানাং মরীচ্যাদেঃ সমীপতঃ ॥ ১২৪

মহাত্মা বসিষ্ঠ পাণিগ্রহণ করিলেই সতী অরুন্ধতী, পতি-বসিষ্ঠের চরণযুগলে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। ১১৪

অনন্তর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ, বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে বিবাহবিধি অনুসারে বিবিধ উৎসবে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ১১৫

সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতি অতি তপস্বী মুনিগণ, ব্রহ্মার কথানুসারে তদীয় পুত্র বসিষ্ঠকে জটা-বল্কল পরিধান, চর্ম্ম সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক মন্দাকিনী জলে স্নান করাইয়া সেই বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী-সতীকে সুবর্ণময় নানাবিধ মনোহর দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন। ১১৬-১৮

মুনিগণ, তাঁহাদিগের উভয়কে ভূষিত করিয়া সাজসজ্জাদি সমাধা করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহাবভৃথ (বিবাহান্তে স্নান) করাইলেন। ১১৯

সর্ব্বতীর্থ জল সুবর্ণকলসে স্থাপন করিয়া গায়ত্রী 'দ্রুপদা' প্রভৃতি আশীর্ব্বাদকর মন্ত্র পাঠ করত স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁহাদিগের উভয়কে স্নান করান। ১২০-২১

অনন্তর, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ—সকলে, উত্তম স্বরে উচ্চারিত ঋগ্‌-যজুঃ-সাম-বেদীয় মন্ত্রাবলী পাঠ করত গঙ্গা প্রভৃতি নদীজল দ্বারা বারংবার তাঁহাদিগের শান্তি বিধান করিলেন। ১২২

ব্রহ্মা, অব্যাহত-গতি ত্রিভুবনসঞ্চারী সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী একখানি বিমান ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু তাঁহাদিগের যৌতুক দিলেন। ১২৩

সপ্তকল্পান্তজীবিত্বং রুদ্রঃ প্রাদাত্তয়োর্বরম্ ॥ ১২৫
অদিতিঃ কুণ্ডলযুগং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্বকম্।
দদৌ স্বকর্ণাদাকৃষ্য পুত্র্যৈ মেধাতিথেস্তদা ॥ ১২৬
পতিব্রতাত্বং সাবিত্রী বহুলা বহুপুত্রতাম্।
দেবেন্দ্রো বহুরত্নানি ধনেশেন সমং দদৌ ॥ ১২৭
এবং দেবাশ্চ মুনয়ো দেব্যশ্চান্যে চ যে স্থিতাঃ।
দদুস্তত্র যথাযোগ্যং দায়ং তাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৮
এবং বিবাহ্য বিধিবৎ সৌবর্ণে মানসাচলে।
অরুন্ধত্যা[১] বসিষ্ঠস্তু মোদমাপ তয়া সহ ॥ ১২৯
তত্র যৎ পতিতং তোয়ং মানসাচলকন্দরে।
বিবাহাবভৃথার্থায় শান্ত্যর্থে চ সুরাহৃতম্ ॥ ১৩০
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবপাণিভিঃ সমুদীরিতম্।
তত্তোয়ং সপ্তধা ভূত্বা পতিতং মানসাচলাৎ ॥ ১৩১
হিমাদ্রেঃ কন্দরে সানৌ সরস্যাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
তত্তোয়ং পতিতং শিপ্রে দেবভোগ্যে সরোবরে ॥ ১৩২
তেন শিপ্রা নদী জাতা বিষ্ণুনা প্রেরিতা ক্ষিতৌ।
মহাকৌষীপ্রপাতে তু যদ্বারি পতিতং তু বৈ ॥ ১৩৩
কৌষিকী নাম সা জাতা বিশ্বামিত্রাবতারিতা।
উমাক্ষেত্রে যৎ পতিতং তোয়ং তেন মহানদী ॥ ১৩৪

বিষ্ণু সকল দেবতাগণের ঊর্দ্ধে মরীচি প্রভৃতির নিকটে উত্তম দুর্লভস্থান তাঁহাদিগকে যৌতুক দিলেন। ১২৪

মহেশ্বর, তাঁহাদিগকে সপ্তকল্পপর্য্যন্ত বাঁচিবার বর দিলেন। ১২৫

অদিতি, ব্রহ্মনির্ম্মিত স্বীয় কুণ্ডলযুগল, কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক মেধাতিথি-নন্দিনীকে দিলেন। ১২৬

তাঁহাকে সাবিত্রী পাতিব্রত্য, বহুলা বহু-পুত্রসম্পন্নতা, আর ইন্দ্র ও কুবের বহুতর ধনরত্নাদি দান করিলেন। ১২৭

অন্যান্য দেবদেবী মুনিগণ—যাহারা তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যেকে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে এইরূপে যথাযোগ্য যৌতুক প্রদান করিলেন। ১২৮

বসিষ্ঠ, স্বর্ণময় সেই মানস পর্ব্বতে এইরূপে যথাবিধি অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়া তিনি এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই আনন্দিত হইলেন। ১২৯

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের করতল বিগলিত বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহাবভৃথ-জল ও শান্তিজল প্রথমে সেই মানসপর্ব্বত-কন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানসপর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের গুহা সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইতে থাকে। ১৩০-৩১

তন্মধ্যে যে জল দেবভোগ্য শিপ্রসরোবরে পতিত হয়, তাহা হইতেই শিপ্রা-নদীর উৎপত্তি ; বিষ্ণু শিপ্রানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন। ১৩২

যে জল মহাকৌষিক প্রপাতে পতিত হয়, তাহা হইতে কৌষিকীনদীর উৎপত্তি। ১৩৩

১। অরুন্ধতী—ইতি পাঠান্তরম্।

কাবেরী নাম সা জাতা কাবেরসরসঃ স্মৃতা[১] ।
মহাকালে সরঃশ্রেষ্ঠে পতিতং তজ্জলং গিরেঃ ।। ১৩৫
হিমাদ্রেঃ পার্শ্বভাগে তু দক্ষিণে শম্ভুসন্নিধৌ ।
গোমতী নাম তৈর্জাতা নদী গোমদ্ভুদীরিতা ।। ১৩৬
মৈনাকো নাম যঃ পুত্রঃ শৈলরাজস্য তৎসমঃ ।
তস্মিন্ সানৌ সমুৎপন্নো মেনকোদরতঃ পুরা ।। ১৩৭
যত্তত্র পতিতং তোয়ং তেন জাতা মহানদী ।
দেবিকাখ্যা মহাদেবপ্রেরিতা সাগরং প্রতি ।। ১৩৮
যত্তোয়ং সঙ্গতং দর্যাং হংসাবতারসন্নিধৌ ।
তেনাভূৎ সরযূর্নাম্না নদী পুণ্যতমা স্মৃতা ।। ১৩৯
যান্যম্ভাংসি মহাতোয়[২]খাণ্ডবারণ্যসন্নিধৌ ।
হিমবৎকন্দরে যাম্যে ইরায়া হ্রদমধ্যতঃ ।। ১৪০
ইরাবতী নাম নদী তৈর্জাতা চ সরিদ্বরা ।
এতাঃ সর্ব্বাঃ স্নানপানসেবনৈর্জাহ্নবী যথা ।। ১৪১
ফলং দদতি মর্ত্ত্যানাং দক্ষিণোদধিগাঃ সদা ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বীজভূতাঃ সনাতনাঃ ।। ১৪২
মহানদ্যস্তু সপ্তৈতাঃ সর্ব্বদা দেবভোগদাঃ ।। ১৪৩
এবং নদ্যঃ সপ্ত জাতাঃ সদাপুণ্যতমোদকাঃ ।
অরুন্ধত্যা বসিষ্ঠস্য বিবাহে দেবসন্নিধৌ ।। ১৪৪

বিশ্বামিত্র এই নদীকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন । ১৩৪

যে জল উমাক্ষেত্রে মহাকাল সরোবরে পতিত হয়, তাহাতে কাবেরী নদী মহাকাল সরোবর হইতে নিঃসৃত হয় । ১৩৫

হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শিব-সমীপে যে জল পতিত হয়, তাহাতে এক নদীর উৎপত্তি হয় । ১৩৬

'গোমত' নামক শৈলখণ্ড হইতে নিঃসৃত হওয়াতে তাহার নাম গোমতী । ১৩৭

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের মৈনাক নামে আত্মসদৃশ পুত্র মেনকার গর্ভ হইতে যে সানুতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তথায় যে জল পতিত হয়, তাহাতে দেবিকা নামে মহানদীর উৎপত্তি ; মহাদেব ঐ নদীকে সাগরে প্রেরণ করেন । ১৩৮

"হংসাবতার" সমীপবর্ত্তী গুহাতে যে জল পতিত হয়, তাহাতে 'সরযূ' নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি । ১৩৯

যে জল খাণ্ডব-বন-সন্নিধানে হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী গুহাতে "ইরা" হ্রদের মধ্যে নিপতিত হয়, তাহাতে মহানদী ইরাবতীর উৎপত্তি । ১৪০

দক্ষিণসমুদ্রগামিনী এই সমস্ত নদী মর্ত্ত্যবাসীদিগকে স্নান-পান-সেবনে জাহ্নবীর ন্যায় ফলদান করিয়া থাকেন । ১৪১

এই সমস্ত নদী ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের নিদান এবং চিরকাল-স্থায়িনী । ১৪২

এই সপ্ত মহানদী দেবগণের সতত ভোগ্য । ১৪৩

---

১ । মহাকালসরসঃ সৃতা—ইতি পাঠান্তরম্ ।

২ । মহাপার্শ্বে……ইতি পাঠান্তরম ।

এবং বিবাহ্য স তদা বসিষ্ঠস্তামরুন্ধতীম্ ।
দেবৈর্দত্তং তদা স্থানং বিমানেন জগাম হ ॥ ১৪৫
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনান্মুনিসত্তমঃ ।
হিতায় সর্ব্বজগতাং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বদা ॥ ১৪৬
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে যাদৃকৃস্ত্রীণাং ভবতি তাদৃশম্ ।
বেষং ভাবং শরীরঞ্চ কৃত্বা ধর্ম্মে নিযোজনম্ ।
বিচরত্যেষ লোকাংস্ত্রীনপ্রমত্তঃ প্রসন্নধীঃ ॥ ১৪৭
এবং পুরা বসিষ্ঠেন পরিণীতা ত্বরুন্ধতী ।
সা হিতার্থায় জগতাং দেবানাং বচনাৎ পুরা ॥ ১৪৮
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং ধর্ম্মসাধনম্ ।
সর্ব্বকল্যাণসংযুক্তং চিরায়ুর্বিত্তবান্ ভবেৎ ॥ ১৪৯
যা স্ত্রী শৃণোতি সততমরুন্ধত্যাঃ কথামিমাম্ ।
পতিব্রতা সা ভূত্বেহ পরত্র স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫০
ইদং পরং স্বস্ত্যয়নমিদং ধর্ম্মপ্রদং পরম্ ।
আখ্যানং সর্ব্বদা কীর্ত্তিযশঃপুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫১
বিবাহে পুংসি যাত্রায়াং যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েত্তথা ।
স্থৈর্য্যং পুংসবনং সিদ্ধিঃ পিতৃপ্রীতিশ্চ জায়তে ॥ ১৫২
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
অরুন্ধতী যথাভূতা ভার্য্যা বাপি পতিব্রতা ॥ ১৫৩

সুরগণ সমীপে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহ কালে সদা পবিত্রতম-সলিলা সপ্ত-নদীর এইরূপে উৎপত্তি হইল। ১৪৪

তখন বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীকে এইরূপে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত বিমান-যোগে দেবদত্ত স্থানে গমন করিলেন। ১৪৫

মুনিবর বসিষ্ঠ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনানুসারে নিখিল ত্রিভুবনের লোকের হিতার্থে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৪৬

যুগ-গুণানুরূপ শরীর বেশ ভাবাদি করিয়া সকলকে ধর্ম্মকার্য্যে তৎপর করত অপ্রমত্তভাবে প্রসন্নচিত্তে ত্রিলোক বিচরণ করেন। ১৪৭

বসিষ্ঠ, পূর্ব্বকালে এইরূপে দেবগণের কথায় ভুবনহিতের জন্য অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। ১৪৮

যে ব্যক্তি, এই ধর্ম্মসাধক উপাখ্যান নিত্য শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বমঙ্গলযুক্ত চিরজীবী এবং ধনবান হইবে। ১৪৯

যে রমণী সর্ব্বদা এই অরুন্ধতী-উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, সে ইহলোকে পতিব্রতা হইয়া পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে। ১৫০

সর্ব্বদা যশ, কীর্ত্তি এবং পুণ্যবর্দ্ধন-কারী এই আখ্যানই পরম স্বস্ত্যয়ন ও পরম ধর্ম্ম। ১৫১

ইহা বিবাহে শ্রবণ করাইলে স্ত্রীপুরুষের দীর্ঘজীবন, পুংসবনে শ্রবণ করাইলে পুত্রজন্ম, যাত্রাকালে শ্রবণ করাইলে কার্য্যসিদ্ধি আর শ্রাদ্ধে শ্রবণ করাইলে পিতৃলোকের প্রীতি হইয়া থাকে। ১৫২

যেরূপে অরুন্ধতী অতি পতিব্রতা ও মহাত্মা বসিষ্ঠের ভার্য্যা হইলেন, তোমাদিগকে তৎসমস্তই এই বলিলাম। ১৫৩

যস্য বা তনয়া জাতা যথোৎপন্না চ যত্র চ।
যথা ব্রহ্মহরীশানাং বচনাৎ স বৃতঃ পতিঃ ॥ ১৫৪
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্।
পুণ্যদং পাপহরণমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৫৫
ইতি বিপুলবৃষৌঘক্ষেমকারীতিহাসং
সদসি সকৃদপীহ শ্রাবয়েদ্‌যো দ্বিজানাম্।
স ভবতি কলুষৌঘৈর্হীনদেহঃ সমেতো
মুনিবরসহচর্য্যাং প্রেত্য গীর্বাণ এব ॥ ১৫৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো মঘবতঃ প্রস্থে গিরেঃ শিপ্রসরস্তটে।
উপবিষ্টো মহাদেবস্তৎসরোঽপশ্যদন্তিকে ॥ ১
পুনঃপুনঃ প্রের্য্যমাণো ব্রহ্মণা হরিণা চ সঃ।
ধ্যানং কর্ত্তুং তত্র মনঃ স্থিরং কৃত্বা দৃঢ়াত্মবান্ ॥ ২
আত্মানমাত্মনা দ্রষ্টুমাত্মন্যেব বিশেষতঃ।
পরমং যত্নমকরোদ্ধ্যানেন স্মরশাসনঃ ॥ ৩

অরুন্ধতী যাঁহার কন্যা, যেরূপে যথায় উৎপন্ন হন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনে যেরূপে তিনি বসিষ্ঠকে পতিভাবে বরণ করেন, পুণ্যজনক পাপনাশক আয়ুবর্দ্ধন আরোগ্যকর গুহ্যাতিগুহ্যতম সেই-সমস্ত কথাই আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ১৫৪-৫৫

যে ব্যক্তি বিপ্র-সভামধ্যে অন্ততঃ একবারও এই পুণ্যপুঞ্জসাধন ও মঙ্গলকর ইতিহাস শ্রবণ করাইবে, সে পাপ-জাল বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে পরলোকে মুনি-গণের সাহায্য লাভপূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৫৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

শিবের অন্তর হইতে মায়ার অপসারণ ও শিবের তপস্যা।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর, হিমালয় পর্ব্বতপ্রস্থে শিপ্র-সরোবরতীরে আসীন মহেশ্বর, নিকটবর্ত্তী সেই সরোবর অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, ধ্যান করিতে বারংবার অনুরোধ করায় তিনি ধ্যান করিতে মনস্থ করিলেন। ২

সেই স্মরহর আত্ম-সাহায্যে আত্মাতেই আত্ম-দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়চিত্তে ধ্যান করিতে পরম যত্নশীল হইলেন। ৩

ধ্যানে প্রবিষ্টচিত্তন্ত তং দৃষ্ট্বা দ্রুহিণাদয়ঃ।
হরে প্রবিষ্টাং মায়াখ্যাং তুষ্টুবুর্যতমানসাঃ ॥ ৪
মায়য়া মোহিতো ভর্গঃ সতীশোকাকুলো ভৃশম্ ॥ ৫
বিলপত্যেব তাং তস্মিন্ মোহহেতুং জগৎপ্রসূম্ ॥ ৬
স্তুত্বা শম্ভুশরীরাত্তু নিঃসার্য্যৈনাং নিরাকুলাম্।
শম্ভুচিত্তং করিষ্যামো ধ্যানাসক্তং নিরঞ্জনম্ ॥ ৭
যাবৎ সতী পুনর্দেহং গৃহীত্বা হরভামিনী ॥ ৮
ভবিত্রী তাবদেবৈষ বিশোকো ধ্যাতু নিষ্কলম্ ॥ ৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
যোগনিদ্রাং মহামায়াং স্তোতুমেবং সমারভন্ ॥ ১০

দেবা উচুঃ—

শ্রীশক্তিং পাবনীং তান্তু পুষ্টিং পরমনিষ্কলাম্।
বয়ং স্তুমো মহাভক্ত্যা মহদব্যক্তরূপিণীম্ ॥ ১১
শিবাং শিবকরীং শুদ্ধাং স্থূলাং সূক্ষ্মাং পরাবরাম্।
অন্তর্বিদ্যামবিদ্যাখ্যাং প্রীতিমেকাগ্রযোগিণীম্ ॥ ১২
ত্বং মেধা ত্বং ধৃতিস্ত্বং হ্রীস্ত্বমেকা সর্ব্বগোচরা।
ত্বং দীধিতিঃ সূর্য্যগতা সুপ্রপঞ্চপ্রকাশিনী ॥ ১৩
যা তু ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং জগদ্বীজেষু যা জগৎ।
আপ্যায়য়তি ব্রহ্মাদীংস্তস্বাত্তান্ যা ত্বমাপগা ॥ ১৪
য একঃ সর্ব্বজগতাং প্রাণভূতঃ সদাগতিঃ।
দেবানাঞ্চ য আধারঃ স নভস্বাংস্তবাংশকঃ ॥ ১৫

মহাদেবের চিত্ত ধ্যানপ্রবণ হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিলেন,—শিব, মায়া-মোহিত হওয়াতেই সতীশোকে আকুল হইয়া সাতিশয় বিলাপ করিতেছেন; জগজ্জননী মায়াই ইঁহার মোহকারণ। অতএব এই মায়াকে নিঃসারিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত নিরাকুল ও নিরঞ্জন করিব। অতএব সংযত চিত্তে বিষ্ণুশক্তি মায়াকে স্তব করা যাক। সতী পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া যতদিন না শিবের অঙ্কশায়িনী হন, ততদিন ইনি শোকহীনচিত্তে নিষ্কল পরমব্রহ্ম ধ্যান করুন। ৪-৯

মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহামায়া যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০

পরমনিষ্কলা মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিরূপা স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণ-জ্ঞান-অজ্ঞান-স্বরূপিণী ঐকান্তিক-প্রীতি ও পুষ্টিস্বরূপা পবিত্রা পাবনী ক্ষেমঙ্করী শ্রীশক্তি শিবাকে আমরা মহা ভক্তিসহকারে স্তব করি। ১১-১২

তুমি মেধা, তুমি ধৈর্য্য, তুমি লজ্জা, তুমি একা হইয়াও সর্ব্বব্যাপিনী; তুমি আত্মপ্রপঞ্চ জগতের প্রকাশকারিণী দিবাকরদীধিতি। ১৩

যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধার; যাহা জগতের কারণ এবং জগৎ; যাহা ব্রহ্মাদিকে আপ্যায়িত করে; তুমি সেই জল এবং তুমিই নদী। ১৪

একমাত্র যে সদাগতি, সর্ব্বজগতের প্রাণ ও দেবগণের আধার, সেই বায়ু তোমারই অংশ। ১৫

একং বিসারি যত্তেজঃ সর্ব্বত্রৈব সমিধ্যতে।
তত্তে রূপং জগদ্বীজং বহুধা যচ্চ দৃশ্যতে ॥ ১৬
যা ব্রহ্মলোকপাতালসান্তরালগতা সদা।
সা ত্বং বিয়ন্মধ্যবহির্ব্রহ্মাণ্ডস্য চ সর্ব্বতঃ ॥ ১৭
অচলাচলচক্রেণ যন্ত্রিতা যা প্রপঞ্চসূঃ।
জগদ্ধাত্রী লোকমাতা সা চ ত্বং মাধবী ক্ষিতিঃ ॥ ১৮
ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং তদ্বিষয়া ত্বং মাতা ছন্দসাং গতিঃ।
গায়ত্রী ত্বং বেদমাতা ত্বং সাবিত্রা সরস্বতী ॥ ১৯
ত্বং বার্ত্তা সর্ব্বজগতাং ত্বং ত্রয়ী কামরূপিণী ॥ ২০
ত্বং হি নিদ্রাস্বরূপেণ প্রাণিনো নির্জ্জরাদয়ঃ।
যে স্বর্গাদ্যোকসঃ সর্ব্বান্ সুস্বপন্তী[১] প্রমোহসি ॥ ২১
ত্বং লক্ষ্মীঃ পুণ্যকর্ত্রীণাং পাপিনাং ত্বং হি যাতনা।
তথা নীতিভৃতাং শ্রীশ্চ সুখদানৈশিকী ধৃতিঃ ॥ ২২
ত্বং শান্তিঃ সর্ব্বজগতাং ত্বং কান্তিশ্চন্দ্রগোচরা।
ত্বং ধাত্রী সর্ব্বভূতানাং লক্ষ্মীস্ত্বং বিষ্ণুমোহিনী ॥ ২৩
ত্বং তত্ত্বরূপা ভূতানাং পঞ্চানামপি সারকৃৎ।
ত্বং ত্রিলোকী মহামায়া ত্বং নীতির্মোহকারিণী ॥ ২৪
সংসারচক্রেষারোপ্য সর্ব্বভূতং মহেশ্বরঃ।
ভ্রাময়ন্নস্তি চ যথা সা ত্বং মায়ামহেশ্বরি ॥ ২৫

যে এক জ্যোতি সর্ব্বত্রসমিদ্ধ সর্ব্বব্যাপক ও জগৎকারণ আর বহুধা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, সেই জ্যোতি তোমারই রূপ। ১৬

যে বস্তু—ব্রহ্মলোক পাতাল ও উহার মধ্যবর্ত্তী সমুদায় লোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তুমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য বাহ্য ও সর্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ। ১৭

প্রপঞ্চ-প্রসবিনী তুমিই কুলাচল-কুল-নিয়ন্ত্রিতা লোকমাতা জগদ্ধাত্রী—অচলা মাধবী ধরণী। ১৮

তুমি বুদ্ধি, তুমি বুদ্ধির বিষয় পদার্থসমূহ; তুমি মা! ছন্দোগতি; তুমি বেদমাতা গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী। ১৯

তুমি নিখিল জগতের বার্ত্তা, তুমি কামরূপিণী ত্রয়ী (ঋগ্ যজুঃ সাম)। ২০

তুমি নিদ্রারূপে, স্বর্গাদিনিবাসী অমরাদি প্রাণিগণকে সুখী করত মুগ্ধ কর। ২১

তুমি ধর্ম্মিষ্ঠদিগের সুখ; পাপিষ্ঠদিগের দুঃখ; তুমি নীতিজ্ঞদিগের সুখদায়িনী লক্ষ্মী, তুমি অন্তকালস্থায়িনী ও ধৈর্য্যস্বরূপা। ২২

তুমি সর্ব্বজগতের শান্তি, তুমি শশধরের কান্তি, তুমি সর্ব্বভূতের জননী, তুমিই নারায়ণ-বিমোহিনী লক্ষ্মী। ২৩

তুমি পঞ্চভূতের সারকর্ত্রী তত্ত্বরূপিণী, তুমিই ত্রৈলোক্যরূপা মহামায়া, তুমি জনগণ-বিমোহিনী তন্দ্রা। ২৪

পরমেশ্বর যাঁহার সাহায্যে সর্ব্বভূতকে সংসারচক্রে আরোহণ করাইয়া ভ্রমণ করাইতেছেন, হে মহেশ্বরি! তুমি সেই মায়া। ২৫

১। সুখয়ন্তী—ইতি পাঠান্তরম্।

জয়ন্তী জয়যুক্তানাং হ্রীর্বিদ্যা নীতিরুত্তমা।
গীতিস্ত্বং সামবেদস্য গ্রন্থিস্ত্বং যজুষাং হুতিঃ ॥ ২৬
সমস্তগীর্বাণগণস্য শক্তি-স্তমোময়ী সত্ত্বগুণৈকদৃশ্যা।
রজঃপ্রপঞ্চানুভবৈককারিণী, যা ন স্তুতা ভব্যকরীহ সাস্তু ॥ ২৭
সংসারসাগরকরালতরঙ্গদুঃখ-
নিস্তারকারিতরণিশ্চিতিরীতিহীনা।
যাষ্টাঙ্গরূপপরপাবনকেনিপাত[১]-
বিক্ষেপকারিণি গিরৌ প্রণনাম তাং বৈ ॥ ২৮
নাসাক্ষিবক্ত্রভুজবক্ষসি মানসে চ
ধৃত্বা সুখানি বিদধাতি সদৈব জন্তোঃ।
নিদ্রেতি যাতিসুভগা জগতীভবানাং
সা নঃ প্রসীদতু ধৃতিস্মৃতিবৃত্তিরূপা ॥ ২৯
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তশক্তির্যা সা মায়া নঃ প্রসীদতু ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যোগনিদ্রা মহামায়া সংস্তুতেয়ং তদা সুরৈঃ।
হরস্য হৃদয়াৎ ক্ষিপ্রং নিঃসসার তদাঞ্জসা ॥ ৩১
বিনিঃসৃতায়াং তস্যাং তু বিবেশ মধুসূদনঃ।
শম্ভোরন্তঃ স্বয়ং তস্য শান্ত্যর্থং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ৩২

তুমি জয়যুক্তদিগের জয়শক্তি, তুমি লজ্জা ও উত্তম নীতি, তুমি সামবেদের গীতি, তুমিই যজুর্ব্বেদের নিগদময় মন্ত্র। ২৬

সমস্ত দেবগণের শক্তিরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী যে দেবীকে একমাত্র সত্ত্বগুণের সাহায্যে সাক্ষাৎ করা যায় ও যিনি রজোগুণপ্রপঞ্চ সাহায্যে জগতের উপাদান-কারণ হইতেছেন, আমরা তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি আমাদিগের মঙ্গল-দায়িনী হউন। ২৭

হে শিবে! তুমি চৈতন্যশক্তিহীনা প্রকৃতি, তুমি সংসারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ-স্বরূপ দুঃখজাল হইতে নিস্তারকারিণী, যোগের অষ্টাঙ্গরূপ পারসাধন কেনিপাত (দাঁড়) বিক্ষেপে বেগবতী তরণী, তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ২৮

যিনি নিদ্রারূপে ত্রিলোকবাসীদিগের নাসিকা, মুখ, চক্ষু, বাহু, বক্ষঃস্থল এবং মন অবলম্বন করিয়া নিরন্তর সুখ সম্পাদন করেন, সেই ধৃতি-স্মৃতি-বৃত্তি-রূপিনী দেবী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৯

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শক্তি, সেই মায়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন মহামায়া যোগনিদ্রা, দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে সত্বর সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইলেন। ৩১

মায়া নিঃসৃত হইলে, বিশ্বরূপী স্বয়ং মধুসূদন শান্তিসম্পাদনার্থ শিবের অন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৩২

১। ...কেলিপাত-বিক্ষেপ-বেগিনী ইতি—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রবিশ্য হৃদয়ং তস্য কল্পে কল্পে যথাভবৎ।
সৃষ্টিঃ স্থিতিস্তথৈবান্তস্তথাদর্শয়দচ্যুতঃ ॥ ৩৩
যথা সতী তস্য জায়া ভূত্বা সা যা চ যৎসুতা।
তৎ সর্ব্বং দর্শয়ামাস মুক্তদেহা চ সা যথা ॥ ৩৪
বহির্ব্যক্তং তু নিঃসারং প্রপঞ্চং রাজসং বহু।
দর্শয়িত্বা পরং জ্যোতির্গতচিত্তং তদাকরোৎ ॥ ৩৫
ততো হরোঽপি তান্ সর্ব্বান্ প্রপঞ্চান্ বীক্ষ্য চাসকৃৎ।
নিঃসারাংশ্চ তদা মত্বা সারে চিত্তং ন্যবেশয়েৎ ॥ ৩৬
ব্রহ্মাদীনাং তদা মায়া দেবানাং তৈঃ পরিষ্টুতা।
প্রতিশ্রুত্য চ কর্ত্তব্যং তত্রৈবান্তর্দধে দ্রুতম্ ॥ ৩৭
ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ শম্ভোশ্চিত্তং পদে পদে।
সংযম্য নিঃসৃতঃ কায়াদ্রাজেব রবিমণ্ডলাৎ ॥ ৩৮
কৃতকৃত্যাস্তদা দেবা ব্রহ্মনারায়ণাদয়ঃ।
স্বং স্বং স্থানং যযুঃ প্রীতিযুতাস্তক্ত্বা হরং গিরৌ ॥ ৩৯
ধ্যানাসক্তং মহাদেবং প্রণম্যেন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
বিজ্ঞাপ্য মৌনিনং দেবং জগ্মুঃ স্থানং স্বকং স্বকম্ ॥ ৪০
যাতেষু তেষু দেবেষু কপর্দ্দী বৃষবাহনঃ।
সহস্রং দিব্যমানেন দধ্যৌ জ্যোতিঃ পরং সমাঃ ॥ ৪১

ঋষয় উচুঃ—

কথং মধুরিপুঃ শম্ভোঃ প্রবিশ্য হৃদয়েঽঞ্জসা।
কল্পে কল্পে স্থিতিং সৃষ্টিং সংযমঞ্চাপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৪২

যেরূপে প্রতিকল্পে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, অচ্যুত তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা দেখাইতে লাগিলেন। ৩৩

তিনি যেরূপে সতী শিবের ভার্য্যা হন, সতী যে বস্তু, যাঁহার কন্যা এবং যেরূপে দেহত্যাগ করেন—তৎসমস্ত দেখাইলেন। ৩৪

তিনি, বহির্ব্যক্ত, অন্তঃসার-শূন্য এই রাজসপ্রপঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ দেখাইয়া শিবের মনকে পরম তেজে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ৩৫

তখন মহাদেবও সেই সমস্ত প্রপঞ্চ বারংবার দর্শন করিয়া নিঃসারবোধে সার বস্তুতে মনোনিবেশ করিলেন। ৩৬

তখন দেববৃন্দবন্দিতা মায়া ব্রহ্মাদিসমীপে কর্ত্তব্য-পালনে অঙ্গীকার করিয়া সত্বর অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৭

ভগবান্ নারায়ণ, শিবের মন পরম পদে নিবেশিত করিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রের ন্যায় তদীয় অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৩৮

তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে, কৃতকার্য্য হইয়া মহাদেবকে সেই পর্ব্বতে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতি-যুক্ত-চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৯

ইন্দ্রাদি দেবগণ, ধ্যানাসক্ত ব্রহ্মরূপী চন্দ্রশেখর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৪০

সেই দেবগণ, গমন করিলে বৃষবাহন মহেশ্বর, দিব্যমানে সহস্র বৎসর পরম জ্যোতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৪১

যথা জগৎপ্রপঞ্চায় রাজসা জগতীং গতাঃ।
নিংসারতা কথং তেষাং দর্শিতা কৈটভারিণা ॥ ৪৩
কিন্তু সারতরং গুহ্যং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্।
দর্শিতং তেন তৎ সর্ব্বমাচক্ষ দ্বিজসত্তম ॥ ৪৪
শ্রোতুমিচ্ছাম ইতি তে মুনীন্দ্রাদ্ভুতমুত্তমম্।
বিস্তরাদিদমাখ্যাহি ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আদিসর্গমহং বক্ষ্যে বারাহং দ্বিজসত্তমাঃ।
কল্পে কল্পে যথা সৃষ্টির্বারাহে যাদৃশী ভবেৎ ॥ ৪৬
আদিসৃষ্টিং দর্শয়িত্বা প্রতিসর্গং তথা হরিঃ।
শম্ভবে দর্শয়ামাস প্রলয়াদীন্ ন্যবোধত ॥ ৪৭
প্রলয়ং প্রথমং বক্ষ্যে সর্গমাদিং ততঃ পরম্।
প্রতিসর্গং ততো বিপ্রা বারাহং বিনিবোধত ॥ ৪৮
নিমেষো নাম কালাংশো নেত্রোন্মেষবিলক্ষিতঃ।
তৈরষ্টাদশভিঃ কাষ্ঠা কাষ্ঠানাং ত্রিংশতা কলা ॥ ৪৯
কলাভিস্তাবতীভিস্তু ক্ষণাখ্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষণৈর্দ্বাদশভিঃ প্রোক্তো মুহূর্ত্তস্তৈস্তু ত্রিংশতা ॥ ৫০
মানুষঃ স্যাদহোরাত্রঃ পক্ষস্তে দশ পঞ্চ চ।
পক্ষাভ্যাং মানুষো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্ ॥ ৫১
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষো দেবানাং তদহর্নিশম্।
কৃষ্ণপক্ষঃ পিতৃণান্তু কর্ম্মার্থং দিবসো মতঃ ॥ ৫২

ঋষিগণ বলিলেন,—মধুসূদন, শম্ভু-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে প্রতিকল্পের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যথার্থরূপে প্রদর্শন করিলেন ? ৪২

আর সেই কৈটভসূদন রাজস জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহার সারশূন্যতা প্রদর্শন করিলেন কিরূপে ? ৪৩

কিরূপেই বা তিনি সেই পরমগুহ্য সনাতন পরম জ্যোতি দেখাইলেন ? হে দ্বিজবর। আমরা তোমার নিকট হইতে এই পরম মঙ্গল-প্রদ অদ্ভুত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪৪-৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি বরাহ-কল্পীয় সৃষ্টির কথা বলিতেছি। সৃষ্টি বরাহ-কল্পে যেরূপ, অন্যান্য কল্পেও সেইরূপ জানিবে। ৪৬

হরি, শিবকে আদি সৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া যেরূপ প্রতিসৃষ্টিতে প্রলয়াদি দেখিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৪৭

হে বিপ্রগণ। প্রথমতঃ প্রলয় বর্ণন, তৎপরে বরাহ-কল্পীয় আদি সৃষ্টি ও প্রলয় কীর্ত্তন করিব—শ্রবণ কর। ৪৮

এক এক নয়ন-নিমীলনে এক এক নিমেষ, ইহা কালের অংশ-বিশেষ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা। ৪৯

ত্রিংশৎ কলাতে এক ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত,—ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক অহোরাত্র। ৫০

পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে, মনুষ্যের এক মাস, পিতৃগণের এক অহোরাত্র। ৫১

স্বপ্নার্থং শুক্লপক্ষস্তু রজনী পরিকীর্ত্তিতা।
দেবানান্তু দিনং প্রোক্তং ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ॥ ৫৩
রাত্রিঃ স্বপ্নায় দেবানাং ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যান্তু মাসাভ্যামর্কজাভ্যামৃতুঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪
ঋতুভিশ্চায়নং প্রোক্তং ত্রিভিস্তন্মানুষং মতম্।
ঋতুভির্বৎসরঃ ষড়্ভিস্তাংশ্চ শৃণু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৫
চৈত্রাদিমাসযুগলৈঃ সংজ্ঞাভেদাদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
বসন্তশ্চৈত্রবৈশাখৌ গ্রীষ্মো জ্যেষ্ঠঃ শুচিস্তথা ॥ ৫৬
প্রাবৃট্ নভোনভস্যৌ তু শরৎ স্যাদিষ-কর্ত্তিকে।
সহঃ-পৌষৌ চ হেমন্তঃ শিশিরো মাঘফাল্গুনৌ ॥ ৫৭
ষড়িমে ঋতবঃ প্রোক্তা যজ্ঞাদৌ বিবৃতাঃ পৃথক্ ॥ ৫৮
নৃণাং মানেন দশভির্লক্ষৈঃ সপ্তভিরুত্তরৈঃ।
অষ্টাবিংশতিসাহস্রৈর্মানং কৃতযুগস্য তু ॥ ৫৯
সন্ধ্যা চতুঃশতানীহ বর্ষাণামন্তরালতঃ।
সন্ধ্যাংশস্তাবতা প্রোক্তস্তদন্তর্গত ঈপ্সিতঃ ॥ ৬০
ত্রেতা দ্বাদশভির্লক্ষৈ র্মানুষৈ র্বৎসরৈ র্ভবেৎ।
ষণ্ণবত্যা সহস্রৈশ্চ সন্ধ্যা চাস্য শতত্রয়ম্ ॥ ৬১
শতত্রয়ন্তু সন্ধ্যাংশস্তদন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি লক্ষাণ্যষ্টৌ প্রমাণতঃ ॥ ৬২
ভবেদ্যুগং দ্বাপরাখ্যং তেষু সন্ধ্যা শতদ্বয়ম্।
শতদ্বয়ং তু সন্ধ্যাংশস্তদন্তর্গত ইষ্যতে ॥ ৬৩

দ্বাদশ মাসে মনুষ্যদিগের এক বৎসর—দেবগণের এক অহোরাত্র। কৃষ্ণ-পক্ষ—পিতৃ-দিন, অতএব পিতৃকার্য্য তাহাতেই কর্ত্তব্য। ৫২

আর শুক্লপক্ষ তাঁহাদিগের নিদ্রোপযোগিনী রজনী বলিয়া কীর্ত্তিত। উত্তরায়ণ ছয়মাস—দেবগণের দিন, দক্ষিণায়ন ছয়মাস দেবগণের নিদ্রোপ-যোগিনী রজনী। নিম্নলিখিত সৌর দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, তিন ঋতুতে মনুষ্যদিগের অয়ন, ছয় ঋতুতে বৎসর। ৫৩-৫৫

হে দ্বিজগণ! চৈত্র প্রভৃতি দুই দুই মাসে ঋতু; ঋতুগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর। ৫৬

চৈত্র-বৈশাখ বসন্তঋতু, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষাঋতু, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ-ঋতু, অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত-ঋতু, আর মাঘ-ফাল্গুন শিশিরঋতু; এই ছয় ঋতু কথিত হইল। কোন যজ্ঞাদি কার্য্যের কাল বসন্ত, কোন যজ্ঞাদি কার্য্যের কাল গ্রীষ্ম, এইরূপে সকল ঋতুই যজ্ঞাদি-কার্য্যের বিহিত কাল। ৫৭-৫৮

মনুষ্য-পরিমাণে সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরি-মাণ। ৫৯

তন্মধ্যে চারিশত বৎসর সন্ধ্যা এবং চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ইহা লইয়া সত্যযুগের পরিমাণ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র। ৬০

মনুষ্য পরিমাণে বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর—ত্রেতাযুগের পরি-মাণ। তন্মধ্যে তিন শত বৎসর সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬১-৬২

দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি চতুর্লক্ষাণি বৈ কলেঃ ॥ ৬৪
সংবৎসরৈর্ভবেন্মানং সন্ধ্যোকং প্রোচ্যতে শতম্।
বৎসরাণামেকশতং সন্ধ্যাংশশ্চ তদন্তরে ॥ ৬৫
এবং কৃতশ্চ ত্রেতা চ দ্বাপরশ্চ তথা কলিঃ।
মানুষেণ প্রমাণেন ভবেদ্ যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৬
ত্রিচত্বারিংশতা লক্ষৈর্মানঞ্চাতুর্যুগং ভবেৎ।
সহস্রৈরপি বিংশত্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৭
দৈবং দিনং বৎসরেণ মানুষেণ সরাত্রকম্।
এবং ক্রমং গণিত্বা তু মানুষীয়ৈশ্চতুর্যুগৈঃ।
দৈবং দ্বাদশসাহস্রং বৎসরাণাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৮
দৈবৈর্দ্বাদশসাহস্রৈর্বৎসরৈর্দৈবিকং যুগম্।
তদ্বৈ চতুর্যুগং নৃণাং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশসংযুতম্ ॥ ৬৯
দেবানান্তু কৃতং ত্রেতাদ্বাপরাদিব্যবস্থয়া।
ন যুগব্যবহারোঽস্তি ন চ ধর্ম্মাদিভিন্নতা ॥ ৭০
কিন্তু চাতুর্যুগং নারং ভবেদ্দৈবযুগং সদা।
দৈবিকৈরেকসপ্তত্যা যুগৈর্মন্বন্তরং ভবেৎ ॥ ৭১
দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রহ্মণঃ স্যাদহর্নিশম্।
চতুর্যুগসহস্রে দ্বে নৃণাং মানেন তদ্ভবেৎ ॥ ৭২
একস্মিন্ ব্রাহ্মদিবসে মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
এবং ব্রাহ্মেণ মানেন দিবসৈস্তু ত্রিভিঃ শতৈঃ।
সষষ্টিভির্বৎসরঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মো বর্ষো নৃণাং যথা ॥ ৭৩

মনুষ্য পরিমাণে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে তিনশত বৎসর সন্ধ্যা ও তিনশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬৩

চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে দেড় শত বৎসর সন্ধ্যা আর এক শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬৪-৬৫

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগ, মনুষ্য প্রমাণে এইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সমন্বিত এই চারিযুগের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর। ৬৬-৬৭

মনুষ্যের এক বৎসরে এক দৈব অহোরাত্র; এইরূপ নিয়মানুসারে গণনা করিলে মনুষ্যদিগের চতুর্যুগে দেবতাদিগের বার হাজার বৎসর। ৬৮

তাহা মনুষ্যদিগের সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সংযুক্ত চারিযুগ। পাপপুণ্যাদি ব্যবস্থানুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এইরূপ যুগভেদ ব্যবহার দেবগণের নাই। ৬৯-৭০

মনুষ্যদিগের চারি যুগে এক দৈব যুগ হয়; একসপ্ততি দৈবযুগে এব মন্বন্তর। ৭১

দৈব দুইসহস্র যুগে এবং মনুষ্যদিগের দুইসহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র ৭২

এক ব্রহ্মদিনে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার। মনুষ্যদিগের ন্যায় এইরূপ ব্রাহ্ম-দিব-মানানুসারে তিনশত ষাট্ দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হইয়া থাকে। ৭৩

ব্রাহ্মৈঃ পঞ্চাশতা বর্ষৈঃ পরার্দ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তদীশ্বরস্য দিবসস্তাবতী রাত্রীরীর্য্যতে ॥ ৭৪
শতেন ব্রহ্মণো বর্ষো কালঃ স্যাদ্দ্বিপরার্দ্ধকঃ।
পরার্দ্ধদ্বিতীয়েঽতীতে ব্রহ্মণঃ প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫
প্রলীনে ব্রহ্মণি পরে জগতাং প্রাকৃতো লয়ঃ।
সমস্তজগদাধারমব্যয়ং যৎ পরাৎপরম্ ॥ ৭৬
তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য দিবারাত্রঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎ পরং নাম তস্যার্দ্ধং পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥ ৭৭
জগৎস্বরূপী ভগবান্ পরমাত্মাক্ষয়োঽব্যয়ঃ।
স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সূক্ষ্মাদ্যস্তু সূক্ষ্মতমো মতঃ ॥ ৭৮
ন তস্যাস্তি দিবারাত্রিব্যবহারো ন বৎসরঃ ॥ ৭৯
কিন্তু পৌরাণিকৈঃ পূর্ব্বৈরস্মাভিরপি তাদৃশৈঃ।
সৃষ্টিপ্রলয়বোধার্থং কল্প্যতে তদহর্নিশম্ ॥ ৮০
স এব রাত্রিঃ স দিবা স বর্ষঃ
স বৈ ক্ষিতিঃ সৃষ্টিকরো হরশ্চ।
স বিষ্ণুরূপী পুরুষঃ পুরাণ-
স্তস্মিন্ সমস্তঞ্চ বিভাতি তত্ত্বৎ ॥ ৮১
ততো ব্রহ্মণি লীনে তু পরমাত্মনি শাশ্বতে।
জগৎ সর্ব্বং ক্রমেণৈব তদ্রূপত্বায় গচ্ছতি ॥ ৮২
ব্রহ্মণঃ শতবর্ষান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
জগদন্তং স্বয়ং কৃত্বা পরমে লীনমেতি বৈ ॥ ৮৩

ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসরে এক পরার্দ্ধ—তাহাই ঈশ্বরের দিন, ঈশ্বরের রাত্রিও ঐ পরিমাণ। ৭৪

ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপরার্দ্ধ কাল, এই দ্বিপরার্দ্ধকাল অতীত হইলে ব্রহ্মার লয় হয়। ৭৫

ব্রহ্মা পরমবস্তুতে লীন হইলে, জগন্মণ্ডলের প্রাকৃত লয় হইয়া থাকে। যিনি সমস্ত জগতের আধার পরাৎপর অব্যয় ব্রহ্ম, তাঁহার অহোরাত্র "পর" নামে অভিহিত; তাহার অর্দ্ধের নাম পরার্দ্ধ। ৭৬-৭৭

জগৎস্বরূপী অক্ষয় অব্যয় ভগবান্ পরমাত্মা—স্থূল হইতে স্থূলতম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। ৭৮

তাঁহার আবার দিবারাত্রি ও বৎসরাদির ব্যবহার কি? ৭৯

কিন্তু পূর্ব্বে পৌরাণিকগণ এবং তাঁহাদিগের পথাবলম্বী আমরাও সৃষ্টি-প্রলয়ের বোধ-সৌকার্য্যার্থে তাঁহার অহোরাত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছি। ৮০

তিনিই দিবা রাত্রি, তিনিই বৎসর, তিনিই পৃথিবী, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা আবার তিনিই সংহার-কর্ত্তা; সেই পুরাণ-পুরুষ বিশ্বরূপী এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতেই প্রকাশিত। ৮১

ব্রহ্ম, নিত্য পরমাত্মায় বিলীন হইলে, সমস্ত জগৎই ক্রমে ক্রমে সেই পরমাত্মভাবে পরিণত হইতে থাকে। ৮২

ব্রহ্মার শতবর্ষ-শেষে রুদ্ররূপী জনার্দ্দন, জগৎ সংহার করিয়া স্বয়ং পরম বস্তুতে লীন হন। ৮৩

প্রথমং সবিতা সর্ব্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
তীব্রৈঃ করৈঃ শোষয়িত্বা জলং সর্ব্বং গ্রহীষ্যতি ॥ ৮৪
শুষ্কা বৃক্ষাস্তৃণগণাঃ প্রাণিনঃ পর্ব্বতাস্তথা।
চূর্ণীকৃতা বিশীর্ণাঃ স্যুর্দিব্যবর্ষশতেন তু ॥ ৮৫
ততো দ্বাদশসূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ প্রবলা ভৃশম্।
অভবন্ দ্বাদশাদিত্যা জগত্তোগ্যোপবৃংহিতাঃ ॥ ৮৬
রশ্মিদ্বারেণ সকলং সূর্য্যাস্তে ভুবনানি চ।
অদহন্ পৃথিবী দ্যৌশ্চ মেদিনী চোষ্ণতাং গতা ॥ ৮৭
ততো বিনষ্টে সকলে স্থাবরে জঙ্গমে তথা।
আদিত্যরশ্মিতো দেবো রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৮৮
নিঃসৃত্য প্রথমং যাতঃ পাতালতলমুন্নতঃ ॥ ৮৯
সপ্তপাতালসংস্থাংস্তু নাগগন্ধর্ব্বরাক্ষসান্।
দেবানৃষীংশ্চ শেষঞ্চ জঘান বরশূলধৃক্ ॥ ৯০
এবং স্বর্গে চ পাতালে পৃথিব্যাং সাগরেষু চ।
যে প্রাণিনস্তান্ সমস্তান্ জঘান স জনার্দ্দনঃ ॥ ৯১
ততো মুখান্মহাবায়ুং রুদ্রশ্চ সৃষ্টবান্ স্বয়ম্।
সোঽব্যাহতগতির্গাঢ়ং সসার ভুবনত্রয়ে ॥ ৯২
যাবদ্বর্ষশতং বায়ুর্ভ্রমন্ ভুবনগর্ভগঃ।
সর্ব্বমুৎসারয়ামাস যৎকিঞ্চিত্তূলরাশিবৎ ॥ ৯৩
সমস্তং তৎসমুৎসার্য্য জগদ্বর্ত্তি সমন্ততঃ।
বিবেশ দ্বাদশাদিত্যান্ স বায়ুর্জবনাধিকঃ ॥ ৯৪

সূর্য্য, প্রথমে সমুদয় স্থাবর জঙ্গমকে তীব্র কিরণে বিশোষিত করিয়া সমস্ত জলাংশ গ্রহণ করেন। ৮৪

একশত দৈববৎসরে বৃক্ষ, তৃণ প্রাণী ও পর্ব্বতগণ—শুষ্ক, চূর্ণ এবং বিশীর্ণ হইয়া যায়। ৮৫

তখন দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণ-জাল অত্যন্ত প্রবল হয় এবং দ্বাদশ সূর্য্যও জগৎ শোষণের জন্য উদ্দীপ্ত হন। ৮৬

সেই সমস্ত সূর্য্য, রশ্মি দ্বারা সমস্ত ভুবনমণ্ডল দাহ করেন; তাহাতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য স্বেদহীন এবং অতিশয় উষ্ণভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ৮৭

অনন্তর সকল স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, রুদ্ররূপী জনার্দ্দন, সূর্য্য-রশ্মি হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমে পাতালে, পরে অতলে গমন করেন। ৮৮-৮৯

অনন্তর তিনি, প্রধান শূল ধারণপূর্ব্বক সপ্তপাতালস্থিত সমুদায় দেব, ঋষি, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগকে নিহত করেন। ৯০

এইরূপে সেই লোক-সংহারক রুদ্র, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং সমুদ্রবাসী সকল প্রাণীদিগকে বধ করেন। ৯১

অনন্তর রুদ্র, স্বয়ং মুখ-মণ্ডল হইতে মহাবায়ু সৃষ্টি করেন, সেই অব্যাহত-গতি বায়ু শত বৎসর যাবৎ ভুবনমধ্যে পরিভ্রমণ করত যাহা কিছু ছিল, তৎ-সমস্তই তৃণরাশির ন্যায় উৎসাদিত করিয়া থাকে। ৯২-৯৩

অতি বেগশালী সেই বায়ু জগতের সমস্ত বস্তু চারিদিক্ হইতে উৎসারিত করত দ্বাদশ সূর্য্যে প্রবিষ্ট হয়। ৯৪

প্রবিশ্য মণ্ডলং তেষাং তেজোভিঃ সহমারুতঃ।
মহামেঘান্ সমারেভে রুদ্রেণ প্রতিযোজিতঃ॥ ৯৫
ততস্তে প্রেরিতা মেঘাস্তেন বাতেন বেগিনা।
রুদ্রেণাপ্যতিরৌদ্রেণ পর্য্যাবব্রুর্নভঃ সমম্[১] ॥ ৯৬
সংবর্ত্তাখ্যা মহামেঘা ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাঃ।
কেচিদ্ধূম্রাঃ শোণবর্ণাঃ শুক্লাশ্চিত্রাশ্চ ভীষণাঃ॥ ৯৭
কেচিচ্চ পর্ব্বতাকারাঃ কেচিন্নাগসমপ্রভাঃ।
প্রাসাদসদৃশাঃ কেচিৎ ক্রৌঞ্চবর্ণা বিভীষণাঃ॥ ৯৮
গর্জ্জন্তস্তে মহামেঘা বর্ষাণামধিকং শতম্।
ববৃষুস্ত্রীনথো লোকান্ প্লাবয়ন্তো মহাস্বনাঃ॥ ৯৯
অথ স্তম্ভপ্রমাণেন[২] ধারাপাতেন বৈ দৃঢ়ম্।
ধারাসারেণ মহতা পূরিতং ভুবনত্রয়ম্॥ ১০০
আধ্রুবস্থানমাসাদ্য তোয়রাশৌ স্থিতে ততঃ।
স মুখাদসৃজদ্বায়ুং রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ॥ ১০১
তেনৌঘবায়ুনাক্ষিপ্তা মেঘাঃ সংবৎসরাশ্চতম্।
অব্যাহতগতেনাশু বিধ্বস্তা অভবংস্ততঃ॥ ১০২
নষ্টেষু তেষু মেঘেষু জনলোকাদিকং পুনঃ।
রুদ্রস্ত্বাব্রহ্মভুবনং ধ্বংসয়ামাস নির্দ্দয়ঃ॥ ১০৩
বিধ্বস্তেষু সমস্তেষু ভুবনেষু বিশেষতঃ।
বিনষ্টে ব্রহ্মলোকে চ রুদ্রোঽগাদ্দ্বাদশারুণান্॥ ১০৪
স গত্বা দ্বাদশাদিত্যান্ বেগেন মহতা হরিঃ।
অগ্রসচ্চাতিজজ্বাল তৈর্গর্ভস্থৈর্দিবাকরৈঃ॥ ১০৫

রুদ্রপ্রেরিত বায়ু তেজোরাশি-সহ দ্বাদশ-সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশাল জলদাবলী সঞ্চার করিয়া দিতে আরম্ভ করে। ৯৫

তখন অতি-বেগ-সম্পন্ন বায়ু এবং অতি রৌদ্ররূপী 'রুদ্র' কর্ত্তৃক প্রেরিত জলদাবলী গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে। ৯৬

দলিতাঞ্জন-পুঞ্জসন্নিভ, ধূম্রবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, বকসন্নিভ, পর্ব্বতাকার, কুঞ্জরাকার, প্রাসাদ-সদৃশ ভীষণ ভীষণ সেই সকল মহা-ঘন-ঘটা ত্রিলোক প্লাবিত করত মহাশব্দে শতবর্ষেরও অধিককাল বৃষ্টি করিয়া থাকে। ৯৭-৯৯

তাহাদিগের স্তম্ভসদৃশ স্থূল ধারাপাতে ত্রিভুবন পূর্ণ হইয়া যায়। ১০০

ধ্রুবলোক হইতে সমস্ত স্থান জল-প্লাবিত হইলে রুদ্ররূপী জনার্দ্দন, নিজ মুখ হইতে পুনরায় বায়ু সৃজন করিলেন। ১০১

সেই মেঘমালা অব্যাহতগতি প্রবল-বায়ুবেগে শতবৎসর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। ১০২

মেঘ সকল বিনষ্ট হইলে, রুদ্র—ব্রহ্মলোক জনলোকাদি সমস্তই নির্দ্দয়ভাবে সংহার করেন। ১০৩

সমস্ত জগৎ বিশেষতঃ ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হইলে রুদ্র, দ্বাদশসূর্য্য সন্নিধানে উপস্থিত হন। ১০৪

১। নভস্তলম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। রথচক্রপ্রমাণেন—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ব্রহ্মাণ্ডমাসাদ্য রুদ্রঃ কালান্তকোপমঃ।
চূর্ণীচকার সকলং মুষ্টিপেষং মহাবলঃ॥ ১০৬
চূর্ণীকুর্ব্বংস্তু ব্রহ্মাণ্ডং পৃথিব্যপি বিচূর্ণিতা।
তোয়ানি চ সমস্তানি স দধ্রে যোগতো হরিঃ॥ ১০৭
যদ্‌ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিস্তোয়ং স্থিতং পূর্ব্বং সমন্ততঃ।
যচ্চাভ্যন্তর্গতং তোয়ং তৎসর্ব্বঞ্চৈকতাং গতম্॥ ১০৮
একীভূতেষু তোয়েষু সর্ব্বব্যাপিষু সর্ব্বতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপূর্ণৌঘঃ প্লবন্নাসীৎ স নৌরিব॥ ১০৯
ততঃ পৃথিব্যাঃ সারন্তু গন্ধং তন্মাত্রকং ক্রমাৎ।
অম্ভো জগ্রাহ সকলং বিনষ্টা পৃথিবী ততঃ॥ ১১০
পুনঃ স রুদ্রতেজাংসি গর্ভস্থানি স্বকায়তঃ।
নিঃসারয়ামাস পুনঃ পুঞ্জীভূতানি ভীষণঃ॥ ১১১
তানি তেজাংসি সকলং জগৃহুঃ সর্ব্বতঃ স্থিতম্।
অন্তর্বহিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডাত্তেজো যচ্চান্যতো গতম্॥ ১১২
জগদ্গতং সর্ব্বতেজো গৃহীত্বা চৈকতো জ্বলন্।
রৌদ্রব্রহ্মাণ্ডখণ্ডানি তেজোঽথ ন্যদহজ্জ্বলে॥ ১১৩
দগ্ধ্বা ব্রহ্মাণ্ডচূর্ণানি তেজাংস্যুজ্জ্বলিতানি চ॥ ১১৪
জলেভ্যো রসতন্মাত্রং সারভূতং ততোঽগ্রহীৎ।
গৃহীতসারাস্তা আপঃ প্রনষ্টাস্তেজসা ততঃ॥ ১১৫

সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেব, মহাবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বাদশ সূর্য্যকে গ্রাস করেন; দিবাকরগণ উদরস্থ হইলে তাঁহার প্রোজ্জ্বলতা সাতিশয় বৃদ্ধি পায়। ১০৫

কালান্তক-যমোপম মহাবল রুদ্র, মুষ্টিপেষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণীকৃত ও পৃথিবী চূর্ণীকৃত হয়। ১০৬

তখন, হরি, সমস্ত জলরাশি যোগবলে ধারণ করেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থিত অভ্যন্তরস্থিত সমুদয় জলই তখন মিলিত হইয়া থাকে। ১০৭

ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড চূর্ণ ও চূর্ণিত পৃথিবীর অংশ সেই একীভূত সর্ব্বব্যাপী জলরাশির উপর নৌকার মত ভাসিতে থাকে। ১০৯

অনন্তর জল, পৃথিবীর সারভাগ—সমুদায় গন্ধতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে তাহাতেই পৃথিবী বিনষ্ট হয়। ১১০

অনন্তর সেই ভয়ঙ্কর রুদ্র, নিজগর্ভস্থ পুঞ্জীভূত তেজরাশিকে পুনরায় নিঃসারিত করেন। ১১১

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যেখানে যতটুকু তেজ থাকে, তৎসমস্তই সেই তেজোরাশির সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। ১১২

জগতের সমস্ত তেজ গ্রহণে উজ্জ্বল একীভূত তেজোরাশি ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড চূর্ণ ও দগ্ধ করিয়া আরও উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। ১১৩

অনন্তর সেই তেজ জলের সার রসতন্মাত্র গ্রহণ করিলে, তেজঃপ্রভাবে জলরাশি বিনষ্ট হয়। ১১৪

জল বিনষ্ট হইলে, একীভূত মহাবেগসম্পন্ন সকল বায়ু তেজোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রূপতন্মাত্র গ্রহণ করে। ১১৫

অপ্সু নষ্টাসু তত্তেজঃ প্রবিশ্যাথ সদাগতিঃ।
একীভূতো মহাভাগো রূপং তন্মাত্রমগ্রহীৎ॥ ১১৬
গৃহীতে রূপতন্মাত্রে তেজাংসি সকলান্যথ।
বিনষ্টানি ততো বায়ুঃ প্রবলোঽভূদবারিতঃ॥ ১১৭
মহাস্বনং ততো বায়ুমাসাদ্যাগ্নিরিব জ্বলন্।
রুদ্রঃ সংক্ষোভয়ামাস তদাকাশং স্বয়ং ততঃ॥ ১১৮
তেন সংক্ষুব্ধমাকাশমগ্রহীন্মরুতস্ততঃ।
তদ্গতং স্পর্শতন্মাত্রং ততো নষ্টঃ প্রভঞ্জনঃ॥ ১১৯
নষ্টে বায়ৌ ততো রুদ্র আকাশাৎ সারমগ্রহীৎ।
শব্দতন্মাত্রকং তস্মিন্ গৃহীতে বিগতং বিয়ৎ॥ ১২০
নষ্টে নভসি রুদ্রোঽসৌ কায়ে ব্রাহ্মে তদাবিশৎ।
ব্রাহ্মং তদাকুলং কায়ং নিরাধারং নিরাকুলম্।
বিবেশ বৈষ্ণবে কায়ে শঙ্খচক্রগদাধরে॥ ১২১
ততঃ শৌরির্মহাতেজাঃ কায়ং তৎ পঞ্চভৌতিকম্।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-বরাসিধরমচ্যুতম্।
স্বশক্ত্যা সঞ্জহারাশু সারমাদায় সর্ব্বতঃ॥ ১২২
নিরাধারং নিরাকারং নিঃসত্ত্বং নিরবগ্রহম্।
আনন্দময়মদ্বৈতং দ্বৈতহীনাবিশেষণম্॥ ১২৩
ন স্থূলং ন সূক্ষ্মং যজ্‌জ্ঞানং নিত্যং নিরঞ্জনম্।
একমাসীৎ পরমং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং সমন্ততঃ॥ ১২৪

> নাহো ন রাত্রির্ন[১] বিয়ন্ন পৃথ্বী
> নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
> শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং
> প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥ ১২৫

রূপতন্মাত্র গৃহীত হইলে, সমুদায় তেজ বিনষ্ট হয়; অনন্তর বায়ু, অবারিত ভাবে প্রবল হয়। ১১৬

রুদ্র, ঘোরনিস্বন প্রভঞ্জন বহিতেছে দেখিয়া স্বয়ং আকাশ-মণ্ডলকে বিক্ষোভিত করেন। ১১৭

আকাশ তাহাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া পবনের স্পর্শতন্মাত্র গ্রহণ করে, তাহাতেই পবন বিনষ্ট হয়। ১১৮

বায়ু নষ্ট হইলে রুদ্র, আকাশের সার শব্দতন্মাত্র গ্রহণ করিলে আকাশ বিনষ্ট হয়; তখন রুদ্র, ব্রহ্মার দেহে বিলীন হন। ১১৯

তখন, ব্রহ্ম শরীর নিরাধার এবং অত্যন্ত আকুল হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ ও উত্তম-খড়্গ-সম্পন্ন পাঞ্চভৌতিক চিবন্তর নিজ দেহ হইতে সর্ব্বতোভাবে সার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি দ্বারা অতি শীঘ্র সংহার করেন। ১২০-১২২

তখন তিনি নিরাধার নিরাকার নির্ব্বিকার নিঃসত্ত্ব, বিশেষণ-বর্জ্জিত ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম, নির্লেপ "একমেবাদ্বিতীয়ং" সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পরম ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান থাকেন। ১২৩-১২৪

তখন দিবা-রাত্রি থাকে না আকাশ পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার—

১। নভো ন ভূমিঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং যাবস্থিতা[১] সৃষ্টিস্তাবৎ কালমসৃষ্টিকম্।
আসীদেকং পরং তত্ত্বং ততঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১২৬
প্রকৃতৌ সংস্থিতো যস্মাৎ সর্ব্বতন্মাত্রসঞ্চয়ঃ।
অহঙ্কারং মহত্তত্ত্বং গতো যৎ প্রাকৃতো লয়ঃ ॥ ১২৭
প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়স্তু তৎ।
তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ১২৮
অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ প্রাকৃতাখ্যো মহালয়ঃ।
আদিসৃষ্টিং শৃণুধ্বমাং কথ্যমানাং ময়া পুনঃ ॥

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কালো নাম স্বয়ং দেবঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ।
অবিচ্ছিন্নঃ স প্রলয়স্তেন ভাগেন কেনচিৎ ॥ ১
লয়ভাগে ব্যতীতে তু সিসৃক্ষা সমজায়ত।
জ্ঞানস্বরূপস্য তদা পরমব্রহ্মণো বিভোঃ ॥ ২
ততোঽস্য প্রকৃতিস্তেন সম্যক্‌সংক্ষোভিতা ধিয়া[২]।
সংক্ষুব্ধা সর্ব্বকার্য্যার্থমভূৎ সা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৩

বা আর কিছুই থাকে না। তখন, শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়ে অতীত বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি জড়িত ব্রহ্ম-পুরুষ বর্ত্তমান থাকেন। ১২৫

সৃষ্টি যতকাল থাকে, ততকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ, এক পরমতত্ত্ব ব্রহ্মও সৃষ্টিহীন অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকেন, অনন্তর সৃষ্টি প্রবৃত্তি হয়। ১২৬

তন্মাত্রগণ অহঙ্কার এবং মহতত্ত্ব, সকলই—এমন কি, অন্যান্য প্রলয়ে স্থায়ী এই সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতিরূপে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রকৃত প্রলয়। ১২৭-১২৮

বিপ্রগণ! এই আমি তোমাদিগকে প্রাকৃত মহাপ্রলয় কীর্ত্তন করিলাম, এই আদি-সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১২৯

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৃষ্টি কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—"কাল" নামক দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী; প্রলয় তাঁহারই কিয়দংশে বিভক্ত। ১

কালের প্রলয় ভাগ অতীত হইলে, জ্ঞানস্বরূপ প্রভু পরম ব্রহ্মের সৃজনেচ্ছা হইল। ২

১। যাবৎস্থিতা—ইতি পাঠান্তরম্। ২। ধিয়া—ইতি পাঠান্তরম্।

যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো লোককর্ত্তৃত্বাত্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪
স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পরমেশ্বরঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ ॥ ৫
ইচ্ছামাত্রেণ পুরুষঃ সৃষ্ট্যর্থে পরমেশ্বরঃ।
ততঃ সংক্ষোভয়ামাস পুনরেব জগৎপতিঃ ॥ ৬
গুণসাম্যাত্ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতাৎ ততঃ।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে বভূব হ ॥ ৭
প্রধানতত্ত্বাদুদ্ভূতমীশ্বরেচ্ছাসমীরিতাৎ।
মহত্তত্ত্বং প্রথমতস্তৎ প্রধানং সমাবৃণোৎ ॥ ৮
প্রধানেনাবৃতাত্তস্মাদহঙ্কারো ব্যজায়ত।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ ॥ ৯
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো যো জাতো মহতোঽগ্রতঃ।
ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ স বৈ হেতুঃ সনাতনঃ ॥ ১০
স মহাংস্তমহঙ্কারং জাতমাত্রং সমাবৃণোৎ।
তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ জজ্ঞিরেঽস্মাৎ সমাবৃতাৎ ॥ ১১
প্রথমং শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রমন্তরম্।
তৃতীয়ং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রমেব চ ॥ ১২
পঞ্চমং গন্ধতন্মাত্রমেতানি ক্রমশোঽভবন্।
প্রত্যেকং সর্ব্বতন্মাত্রমহঙ্কারঃ সমাবৃণোৎ ॥ ১৩

অনন্তর, পরমেশ্বর, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্রে বিক্ষোভিত করিলে ঐ প্রকৃতিই সর্ব্ব-কার্য্যের উপযোগিনী হইলেন। ৩

যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা নহে, নিমিত্তমাত্র; প্রকৃতির ক্ষোভ সম্বন্ধে পরমেশ্বরও ঠিক তাহাই। ৪

সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচ-বিকাশ-শালিনী প্রকৃতিরূপে ক্ষোভ্য। ৫

জগৎপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির জন্য পুরুষদিগকে (জীবাত্মাকে) ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করিলেন। ৬

সেই সাম্যাবস্থাপন্ন-ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) গণ অধিষ্ঠিত হইলে গুণ-বৈষম্য হইল। ৭

তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি, তাহাকে আবরণ করিলেন। ৮

প্রধানসংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। ৯

অহঙ্কার—পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চিরন্তন হেতু; তন্মধ্যে তামস অহঙ্কারই পঞ্চভূতের কারণ। ১০

অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিল। মহত্তত্ত্বাবৃত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইল। ১১

প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শতন্মাত্র, অনন্তর রূপতন্মাত্র, তাহার পর

সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ ॥ ১৪
শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রতস্ততঃ ।
বায়ুঃ সমভবৎ স্পর্শগুণঃ শব্দসমন্বিতঃ ॥ ১৫
আকাশবায়ুসংযুক্তাদ্রূপতন্মাত্রতস্ততঃ ।
তেজঃ সমভবদ্দীপ্তং সর্ব্বতস্তদবর্দ্ধত ॥ ১৬
তচ্ছব্দবৎ স্পর্শবচ্চ রূপবচ্চ ব্যজায়ত ॥ ১৭
ততো বিয়দ্বায়ুতেজোযুক্তাত্তোয়ং সসর্জ্জ হ ।
রসতন্মাত্রতঃ সম্যক্ তেন ব্যাপ্তং সমন্ততঃ ॥ ১৮
তোয়ান্যাধারশক্তির্যা বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
সা দধ্রেহথ নিরাধারাণ্যনিলান্দোলিতানি বৈ ॥ ১৯
তেষু বীজং প্রথমতঃ সসর্জ্জ পরমেশ্বরঃ ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ॥ ২০
মহদাদিবিশেষান্তৈরারব্ধং সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ২১
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্তমোভূতাদিনা বহিঃ ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা ॥ ২২
বীজং যথা বাহ্যদলৈর্ব্যাপ্তমণ্ডং তথা পুনঃ ।
তোয়াদিভিস্তথা ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডমতুলং দ্বিজাঃ ॥ ২৩

রসতন্মাত্র, সর্ব্বশেষে গন্ধতন্মাত্র--এইরূপ যথাক্রমে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি। অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ আবরণ করিল। ১২-১৩

শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দের প্রথম উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল। তামস অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রসহ আকাশ আবৃত করিল। ১৪

আকাশসহ স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের প্রথম উপাদান শব্দ-গুণান্বিত বায়ু উৎপন্ন হইল। ১৫

আকাশ-বায়ু-সহকৃত রূপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। ১৬

তাহা রূপের প্রথম উপাদান কারণ আর শব্দস্পর্শেরও অন্যতম উপাদান বটে। ১৭

আকাশ-বায়ু-তেজঃ সমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। ১৮

অমিত-তেজা বিষ্ণুর আধারশক্তি, অনিলান্দোলিত নিরাধার জলরাশি ধারণ করিলেন। ১৯

পরমেশ্বর, প্রথমতঃ তাহাতেই বীজধারণ করেন ; সেই বীজ সূর্য্য-সন্নিভ সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। ২০

ঐ অণ্ড মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত এবং তদ্দ্বারা চতুর্দিকে সংবৃত। ২১

জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব—দশ দশ গুণ অধিক বিস্তৃতভাবে ক্রম-বহির্ভূত এই সকল পদার্থদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। ২২

সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজসকল পদার্থের মধ্যবর্ত্তী ; দ্বিজগণ! এইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডও আবার জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তুদ্বারাই যথাক্রমে আবৃত। ২৩

তদণ্ডমধ্যে স্বয়মেব বিষ্ণু-
র্ব্রহ্মস্বরূপং বিনিধায় কায়ম্।
দিব্যেন মানেন স বর্ষমেকং
স্থিতোঽগ্রহীদ্বীজগণং স্ববুদ্ধ্যা॥ ২৪
ধ্যানেন চাণ্ডং স্বয়মেব কৃত্বা
দ্বিধা স তস্থৌ ক্ষণমাত্রমস্মিন্।
তদৈব তন্মাত্রগণৈঃ সমস্তৈ-
র্গন্ধোত্তরৈর্ভূরমুনৈব সৃষ্টা॥ ২৫
স্পর্শস্য শব্দস্য সমস্তরূপ-
গুণস্য গন্ধস্য রসস্য চৈষা।
আধারভূতা সকলৈঃ কৃতা য-
ত্তন্মাত্রবর্গৈরখিলা ধরিত্রী॥ ২৬
জাতস্তদণ্ডৈঃ কনকাচলোঽসৌ
জরায়ুভিঃ পর্ব্বতসঞ্চয়োঽভূৎ।
গর্ভাদিকৈঃ[১] সপ্তপয়োধয়স্তু
স্কন্ধদ্বয়েন ত্রিদশালয়োঽভূৎ॥ ২৭
স্কন্ধদ্বয়েনাপরদেশজেন
সপ্তাভবন্নাগগৃহাণি তানি।
পাতালসংজ্ঞানি মহাসুখানি
যত্র স্বয়ং স্যাৎ পরতো মহেশঃ॥ ২৮
তেজোগণাত্তস্য বভূব লোকো
যোঽসৌ মহর্লোক ইতি শ্রুতোঽভূৎ।
জনাহ্বয়োঽভূন্মরুতোঽথ গর্ভা-
দ্ব্যানাত্তপোলোকবরো বভূব॥ ২৯
অণ্ডোর্দ্ধগত্যামভবত্তু সত্যং
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডোপরি বিষ্ণুরচ্যুতঃ।
পরং পদং যন্নিগদন্তি ধীরা
যজ্‌জ্ঞানগম্যং পরিনিষ্ঠরূপম্॥ ৩০

স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ডমধ্যে—ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপনপূর্ব্বক দিব্যমানে একবৎসর অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন। ২৪

ইচ্ছামাত্রে সেই অণ্ডভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন। তখনই অন্যান্য চতুর্ভূত-সহকৃত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। ২৫

এই নিখিল পৃথিবী, সকল তন্মাত্র সাহায্যে নির্ম্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, সমুদায় রূপ, রস এবং গন্ধ—সকলই ইহাতে বর্ত্তমান। ২৬

সেই ব্রহ্মাণ্ডের কমলে সুমেরু, জরায়ুদ্বারা পর্ব্বত-সমূহ এবং গর্ভ-সলিলে সপ্ত সমুদ্র আর স্কন্ধদ্বয় স্বর্গ উৎপন্ন হয়। ২৭

অপর দেশ-সম্ভূত স্কন্ধযুগল মহাসুখকর সপ্ত-নাগালয় পাতাল উৎপন্ন হয়, তন্নিম্নে স্বয়ং পরমেশ্বর বিরাজমান। ২৮

১। গর্ভোদকৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং বিধায় প্রথমং বভূব
বিষ্ণুস্বরূপী স্থিতয়ে স এব।
স্বয়ং সমুদ্ভূততনুর্যতোঽয়ং
স্বভূরিতি খ্যাতিমবাপ বিষ্ণুঃ ॥ ৩১
ততোঽভবদ্ যজ্ঞবরাহরূপী
বিষ্ণুর্ভুবঃ প্রোদ্ধরণায় পীনঃ।
নিমজ্জমানাং পৃথিবীং স মধ্যে
ভিত্ত্বা গতো ধর্তুমধোঽতিবেগাৎ ॥ ৩২
দংষ্ট্রাগ্রদেশে বিনিধায় পৃথ্বীং
স উদ্গতঃ সর্ব্বমতীত্য তোয়ম্।
ততোঽভবৎ সপ্তফণান্বিতোঽয়-
মনন্তমূর্ত্তিঃ পৃথিবীং বিধর্ত্তুম্ ॥ ৩৩
প্রসার্য্য শেষোঽপি ফণাং স বৈষ
মধ্যে নিধায়ৈকফণাঃ ধরিত্রীম্।
দধার তোয়োপরি তোয়সংস্থিত-
স্ততোঽত্যজদ্ যজ্ঞবরাহ উর্ব্বীম্ ॥ ৩৪
প্রসারিতাঃ ফণাঃ সর্ব্বাস্তাসামেকা তু পূর্ব্বতঃ।
অপরা পশ্চিমায়াস্তু দক্ষিণোত্তরয়োঃ পরে ॥ ৩৫
একা গতা ফণৈশান্যামাগ্নেয্যামপরা দিশি।
পৃথ্বীমধ্যে স্থিতা চৈকা নৈঋ‍র্ত্যাং তস্য বৈ তনুঃ ॥ ৩৬
শূন্যা দিগ্বায়বী তত্র ততো নম্রা স্থিতা ক্ষিতিঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরাশিতে মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছা-বলে শ্রেষ্ঠলোক তপোলোক এবং ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধগতি দ্বারা সত্যলোক উৎপন্ন হইল; সর্ব্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত; এই বিষ্ণুলোককেই ধীরগণ জ্ঞানগম্য চরম পরম-পদ বলিয়া থাকেন। ২৯-৩০

সেই ঈশ্বর, ব্রহ্মা-রূপে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া জগৎ-স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন; স্বয়ং উৎপন্ন দেহ বলিয়া বিষ্ণু "স্বভূ" নাম প্রাপ্ত হইলেন। ৩১

অনন্তর তিনি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য পীবর যজ্ঞ-বরাহ-দেহ অবলম্বনপূর্ব্বক, নিমগ্ন প্রায় পৃথিবীকে ধারণ করিতে তাহার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া অতিবেগে অধোদেশে গমন করিলেন। ৩২

কিছুকাল পরে তিনি পৃথিবীকে দংষ্ট্রার অগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক সমস্ত জলরাশি অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইলেন। অনন্তর, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য সপ্তফণা সমন্বিত অনন্তরূপী হইলেন। ৩৩

জলস্থিত অনন্ত, ছয় ফণা প্রসারিত করিয়া মধ্যবর্ত্তী একটী ফণার উপরে পৃথিবী ধারণ করিলে যজ্ঞবরাহ পৃথিবী হইতে দন্ত খুলিয়া লইলেন। ৩৪

অনন্ত যে ছয় ফণা প্রসারিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী পূর্ব্বদিকে, একটি পশ্চিমদিকে, একটী দক্ষিণদিকে, একটী উত্তরদিকে, একটী ঈশানকোণে আর অন্যটী অগ্নিকোণে আছে। অবশিষ্ট ফণা পৃথিবীমধ্যে আর তদীয় দেহ নৈঋ‍র্তকোণে অবস্থিত। ৩৫-৩৬

বায়ুকোণে—শূন্য, এই জন্য সেই দিকে, পৃথিবী কিঞ্চিৎ নম্র। ৩৭

স তু দীর্ঘতনুস্তোয়ে যদানন্তো ন চাশকৎ।
কূর্ম্মরূপী তদা ভূত্বানন্তকায়মধাদ্ধরিঃ ॥ ৩৮
অধো ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং স পদ্ভিরাক্রম্য কচ্ছপঃ।
গ্রীবান্বিতস্য বায়ব্যাং পৃষ্ঠেঽনন্তমধারয়ৎ ॥ ৩৯
অনন্তঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠে তু নবভির্বেষ্টনৈস্তনুম্।
নিধায় পৃথিবীং দধ্রে সুখেনৈব মহাতনুঃ ॥ ৪০
ততঃ ফণাস্বনন্তস্য চলন্তী পৃথিবী স্থিতা।
বরাহঃ কর্ত্তুমচলামচলামকরোদ্দৃঢ়াম্ ॥ ৪১
মেরুং খুরপ্রহারেণ প্রকৃত্য পৃথিবীতলম্।
ন্যখনৎ স বিবেশাথ পৃথ্বীং ভিত্ত্বান্তরং ততঃ ॥ ৪২
যোজনানাং সহস্রাণি ষোড়শৈব রসাতলম্।
প্রবিবেশ মহাশৈলো বরাহাঙ্ঘ্রিপ্রহারতঃ ॥ ৪৩
দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি যোজনানাস্তু বিস্তৃতম্।
মেরোঃ শিরোঽভবত্তেন প্রহারেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪
মর্য্যাদাপর্ব্বতানস্য[১] পার্শ্বে পোত্রী তদাকরোৎ।
যথা চলতি নৈবৈষ পর্ব্বতঃ পৃথিবীধরঃ ॥ ৪৫
হিমবৎপ্রভৃতীনাঞ্চ ভাগং ভাগং সপঞ্চকম্।
পদা ক্ষিত্যন্তরং চক্রে তদুচ্ছ্রায়প্রমাণতঃ ॥ ৪৬
ততো ব্রহ্মা বরাহায় নমস্কৃত্য মহৌজসে।
অর্দ্ধনারীশ্বরং কায়াদ্দেবদেবং ব্যজায়ত ॥ ৪৭

সেই দীর্ঘ-দেহ অনন্ত, যখন জলোপরি নিরবলম্বনে থাকিতে অপারগ হইলেন, তখন বিষ্ণু, কূর্ম্মরূপী হইয়া অনন্ত-দেহ ধারণ করিলেন। ৩৮

অনন্তর কচ্ছপ, বহু চরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড আক্রমণপূর্ব্বক বায়ুকোণে গ্রীবা বিস্তার করিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা অনন্তকে ধারণ করিলেন। ৩৯

দীর্ঘকায় অনন্ত কূর্ম্মপৃষ্ঠে নয়টি কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন। তখনও পৃথিবী, অনন্ত-ফণোপরি অবস্থিত হইয়াও স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল। তাই যজ্ঞবরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্য পর্ব্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

তিনি সুমেরু-পর্ব্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিবার জন্য খুরপ্রহার করিলে সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। ৪২

বরাহের পদাঘাতে উক্ত মহাশৈল, ষোড়শ-সহস্র-যোজন রসাতলে প্রবেশ করিল। ৪৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই প্রহার হওয়ায় সুমেরুর ঊর্দ্ধভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত রহিল। ৪৪

সেই পৃথিবীধর সুমেরু পর্ব্বত, যাহাতে বিচলিত না হয়, এই জন্য বরাহ তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমা পর্ব্বত স্থাপন করিলেন। ৪৫

বরাহ, পদাঘাতে হিমালয় প্রভৃতি সেই সকল পর্ব্বতের—উচ্চে পাঁচভাগের এক ভাগ করিয়া ভূতলমধ্যে প্রোথিত করিলেন। ৪৬

১। পর্ব্বতনাথস্য—ইতি পাঠান্তরম্

প্রথমং জাতমাত্রঃ স প্ররুরোদ মহাস্বনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪৮
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
রুদ্রনামা রোদনাত্ত্বং মা রোদীস্ত্বং মহাশয় ॥ ৪৯
এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তবারান্ রুরোদ সঃ।
ততোঽপরাণি নামানি সপ্ত ব্রহ্মাকরোৎ পুনঃ ॥ ৫০
শর্ব্বং ভবঞ্চ ভীমঞ্চ মহাদেবং চতুর্থকম্।
পঞ্চমং চোগ্রমীশানং ষষ্ঠং পশুপতিং পরম্ ॥ ৫১
ময়া যথা বিভক্তস্ত্বং তথাত্মা স্বো বিভজ্যতাম্।
ত্বয়াপি ভূরিসৃষ্ট্যর্থং ভবাংশ্চাপি প্রজাপতিঃ ॥ ৫২
ততো ব্রহ্মা দ্বিধা ভূত্বা পুরুষোঽর্দ্ধেন সোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যান্তু বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৫৩
তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুরু সৃষ্টিং প্রজাপতে।
তপস্তপ্ত্বা বিরাট্ সোঽপি মনুং স্বায়ম্ভুবং ততঃ ॥ ৫৪
সসর্জ্জ সোঽপি তপসা ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ।
তোষিতস্তেন মনসা দক্ষং সৃষ্ট্যৈ সসর্জ্জ সঃ ॥ ৫৫
সৃষ্টে দক্ষেঽথ দশধা প্রণতো মনুনা বিধিঃ।
পুনরেব সুতানন্যান্ সসর্জ্জ দশ মানসান্ ॥ ৫৬
মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥ ৫৭

অনন্তর ব্রহ্মা, মহাতেজা বরাহকে নমস্কার করিয়া অর্দ্ধনারী-অর্দ্ধনর মহাদেবকে নিজ দেহ হইতে উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ৪৭

তিনি উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে মহাশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "রোদন করিতেছ কেন?" ৪৮

তখন মহেশ্বর বলিলেন,—"আমার নামকরণ কর।" "মহাশয়! তুমি রোদন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম 'রুদ্র' থাকিল"। ৪৯

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, রুদ্র আরও সাতবার রোদন করিলেন। তৎপরে, ব্রহ্মা আরও তাঁহার সাতটী নাম রাখিলেন যথা,—শর্ব্ব, ভব, ভীম, মহাদেব, উগ্র, ঈশান এবং পশুপতি। ৫০-৫১

মায়া, যেরূপে তোমা হইতে বিভক্ত হন, তুমি জগতে সৃষ্টি করিবার জন্য এইরূপে আত্মাকে বিভক্ত কর; তুমিও একজন প্রজাপতি। ৫২

অনন্তর, প্রভু ব্রহ্মা, অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া—সেই নারীর গর্ভে বিরাট পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ৫৩

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, 'প্রজাপতি! সৃষ্টি কর।' অনন্তর বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। ৫৪

স্বায়ম্ভুব মনু, তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা, তৎকর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া সৃষ্টির জন্য মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন। ৫৫

দক্ষ উৎপন্ন হইলে, মনু, বিধিকে দশবার প্রণাম করিলেন; তখন ব্রহ্মা, আরও দশজন মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। ৫৬

এতানুৎপাদ্য মনসা মনুং স্বায়ম্ভুবং পুনঃ।
যূয়ং সৃজধ্বমিত্যুক্ত্বা লোকেশোঽন্তর্দ্দধে পুনঃ॥ ৫৮
বরাহোঽপ্যথ পোত্রেণ খনিত্বা সপ্ত সাগরান্।
পৃথিব্যাং বলয়াকারান্ সসর্জ্জ পরমেশ্বরঃ॥ ৫৯
সপ্তধা ভ্রমণেনাসৌ সৃষ্ট্বা সপ্তাথ সাগরান্।
সপ্তদ্বীপানবচ্ছিদ্য পৃথিব্যন্তং ততো গতঃ॥ ৬০
লোকালোকাহ্বয়ং শৈলং কৃত্বা পৃথ্ব্যাস্তু বেষ্টনম্।
লক্ষদ্বয়োচ্ছ্রিতং মানাদ্ যোজনানাং সমন্ততঃ।
সুদৃঢ়ং স্থাপয়ামাস ভিত্তিপ্রান্তে যথা গৃহম্॥ ৬১
আদিসৃষ্টিরিয়ং বিপ্রাঃ কথিতা ভবতাং ময়া।
প্রতিসর্গমহং বক্ষ্যে তচ্ছৃণুধ্বং মহর্ষয়ঃ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বারাহসর্গো নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫

তাঁহাদিগের নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। ৫৭

ব্রহ্মা মনের দ্বারা ইঁহাদিগকে মনু হইতে উৎপাদন করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে ও ইঁহাদিগকে "তোমরা সৃষ্টি কর" এই আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৫৮

এদিকে পরমেশ্বর বরাহ, মুখ দ্বারা খনন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে সপ্তসাগর নির্ম্মাণ করিলেন। ৫৯

বরাহ, সাতবার ভ্রমণে—সপ্তসমুদ্র নির্ম্মাণ ও সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া পৃথিবীর শেষভাগে গমন করিলেন। ৬০

তিনি, পরিমাণে দুই লক্ষ যোজন উন্নত লোকালোক পর্ব্বতকে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর করিলেন। এইরূপে বরাহ, গৃহের ন্যায় পৃথিবীমণ্ডলের পার্শ্বে সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিলেন। ৬১

বিপ্রগণ! আমি এই--তোমাদিগের নিকট আদিসৃষ্টির কথা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে প্রতিসর্গ (দক্ষাদিকৃতসৃষ্টি) কীর্ত্তন করিতেছি, মহর্ষিগণ শ্রবণ করুন। ৬২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

বারাহোঽয়ং শ্রুতঃ সর্গো বরাহাধিষ্ঠিতো যতঃ।
প্রতিসর্গঃ শ্রুতঃ সর্ব্বৈর্দক্ষাদ্যৈর্যঃ কৃতঃ পৃথক্ ॥ ১
রুদ্রো বিরাণ্মনুর্দক্ষো মরীচ্যাদ্যাস্তু মানসাঃ।
যং যং সর্গং পৃথক্ চক্রুঃ প্রতিসর্গশ্চ স স্মৃতঃ ॥ ২
বিরাট্‌সুতোঽসৃজদ্বংশ্যান্মনূন্ যৈর্বিততং জগৎ।
মনুঃ সপ্ত মনূন্ সৃষ্ট্বা চকার বহুশঃ প্রজাঃ ॥ ৩
প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ স মনুর্যোঽসৌ স্বায়ম্ভুবাহ্বয়ঃ।
অসৃজৎ প্রথমং ষড়্ বৈ মনূন্ সোঽথ পরান্ সুতান্ ॥ ৪
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বানপরস্তথা ॥ ৫
যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ নাগগন্ধর্ব্বকিন্নরান্।
বিদ্যাধরানপ্সরসঃ সিদ্ধান্ ভূতগণান্ বহূন্ ॥ ৬
মেঘান্ সবিদ্যুতো বৃক্ষান্ লতাগুল্মতৃণাদিকান্।
মৎস্যান্ পশূংশ্চ কীটাংশ্চ জলজান্ স্থলজাংস্তথা ॥ ৭
এতাদৃশানি সর্ব্বাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ সুতৈঃ।
সহিতঃ সসৃজে সোঽন্যঃ প্রতিসর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮
অন্যে ষণ্মনবো যে বৈ তেঽপি স্বে স্বেঽন্তরেঽন্তরে।
প্রতিসর্গং স্বয়ং কৃত্বা প্রাপ্নুবন্তি চরাচরম্ ॥ ৯

প্রতিসর্গ বর্ণন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বরাহাধিষ্ঠিত বলিয়া বারাহ নামে অভিহিত এই সৃষ্টি শ্রবণ করিলে। ১

অনন্তর, দক্ষপ্রভৃতির কৃত পৃথক্ পৃথক্ প্রতিসর্গ বর্ণিত হইতেছে। রুদ্র, বিরাটপুরুষ, মনু, দক্ষ এবং মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণ, প্রত্যেকে যে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম প্রতিসর্গ। ২

বিরাটপুত্র মনু, অন্য ছয় মনু সৃষ্টি করিয়া বহুতর প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, সেই মনু, প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে যে ছয়টী পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহারা সকলেই মনু। ৩-৪

তাঁহাদিগের নাম যথা :—স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুস এবং মহাতেজা বিবস্বান্। ৫

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধ, বহুতর ভূত, বিদ্যুৎ, মেঘ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মৎস্য, পশু, কীট এবং অন্যান্য জলজ স্থলজ প্রাণী ;—স্বায়ম্ভুব মনু পুত্রগণের সহিত এই সমস্ত সৃজন করেন, ইহাকে তাঁহার প্রতিসর্গ বলা যায়। ৬-৮

স্বায়ম্ভুব পুত্র ছয় জন মনুও স্ব স্ব অধিকার কালে প্রত্যেকে প্রতিসর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন। ৯

যজ্ঞস্য সম্ভৃতং যজ্ঞং যূপং প্রাগ্বংশমেব চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণান্ সর্ব্বান্ বরাহ ইব সৃষ্টবান্ ॥ ১০
সুতান্ বহূন্ সমুৎপাদ্য দক্ষো দেবর্ষিসত্তমান্।
মহর্ষীন্ সোমপাদীংশ্চ বহূন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ১১
সৃষ্টিং প্রবর্ত্তয়ামাস প্রতিসর্গোঽস্য স স্মৃতঃ।
অজায়ন্ত মুখাদ্বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুযুগ্মতঃ ॥ ১২
ঊর্ব্বোর্বৈশ্যাঃ পদোঃ শূদ্রাশ্চতুর্বেদাশ্চতুর্ম্মুখাৎ।
ব্রহ্মণঃ প্রতিসর্গোঽয়ং ব্রাহ্মঃ সর্গঃ স্মৃতস্ততঃ ॥ ১৩
মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্যপাৎ সকলং জগৎ।
দেবা দৈত্যা দানবাশ্চ তস্য সর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪
অত্রের্নেত্রাদভূচ্চন্দ্রশ্চন্দ্রবংশস্ততোঽভবৎ।
তেন ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং সোঽস্য[১] সর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৫
অথর্ব্বাঙ্গিরসী কৃত্যা[২] পুত্রাশ্চ বহুশোঽপরে।
মন্ত্রযন্ত্রাদয়ো যে বৈ তে সর্ব্বেঽঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬
আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্ত্যস্য পুত্রাশ্চান্যে চ রাক্ষসাঃ।
প্রতিসর্গঃ পুলস্ত্যস্য বলবেগসমন্বিতাঃ ॥ ১৭
কাদ্রবেয়া গজা অশ্বাঃ প্রজা বহুতরাস্তথা।
সসৃজে পুলহেনৈষ সর্গস্তস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮
ক্রতোঃ পুত্রা বালখিল্যাঃ সর্ব্বজ্ঞা ভূরিতেজসঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি জ্বলদ্ভাস্করসন্নিভাঃ ॥ ১৯

ইহ জগতে, বরাহ,—যজ্ঞ যজ্ঞীয় দ্রব্য, যূপ, প্রাগ্বংশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং যাবতীয় গুণ—সৃষ্টি করেন। ১০

দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন—ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। ১১

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, উরু হইতে বৈশ্যগণ, পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারি মুখ হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মার প্রতিসর্গ বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মসর্গ। ১২-১৩

মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি; কশ্যপ হইতে সমস্ত জগৎ; দেব দৈত্য দানব প্রভৃতি তাঁহার সৃষ্ট, ইহা মারীচ প্রতিসর্গ। ১৪

অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্দ্র হইতে জগদ্ব্যাপক চন্দ্রবংশ ইহা সোম-সর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ। ১৫

অথর্ব্ববেদ-প্রচারক অঙ্গিরা ঋষির অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়। আর মন্ত্র যন্ত্রাদি সমস্তই অঙ্গিরার সৃষ্ট; ইহা অঙ্গিরার প্রতিসর্গ। ১৬

পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ-নামক পিতৃগণ এবং বলবীর্য্য সমন্বিত রাক্ষসবৃন্দ—ইহা পুলস্তের প্রতিসর্গ। ১৭

সর্পাদি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর প্রজা পুলহ সৃষ্টি করেন—ইহা পুলহের প্রতিসর্গ। ১৮

১। সৌম্যঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। অথর্বাঙ্গিরসাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রচেতসঃ সুতাঃ সর্ব্বে যে বৈ প্রাচেতসাঃ স্মৃতাঃ।
ষড়শীতিসহস্রাণি পাবকোপমতেজসঃ ॥ ২০
সুকালিনো বসিষ্ঠস্য পুত্রাশ্চান্যে চ যোগিনঃ।
আরুন্ধত্যোঃ পঞ্চাশদ্বাসিষ্ঠঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ২১
ভৃগোশ্চ ভার্গবা জাতা যে বৈ দৈত্যপুরোধসঃ।
কবয়স্তে মহাপ্রাজ্ঞাস্তৈর্ব্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥ ২২
নারদাত্তারকা জাতা বিমানানি তথৈব চ।
প্রশ্নোত্তরাস্তথৈবান্যে নৃত্যগীতঞ্চ কৌতুকম্ ॥ ২৩
এতে দক্ষমরীচ্যাদ্যাঃ কৃতদারান্ বহূন্ সুতান্।
উৎপাদ্যোৎপাদ্য পৃথিবীং দিবঞ্চ সমপূরয়ন্ ॥ ২৪
তেষাং সুতেভ্যশ্চ সুতাস্তৎপুত্রেভ্যঃ পরে সুতাঃ।
সমুৎপন্নাঃ প্রবর্ত্তন্তে হ্যদ্যাপি ভুবনেষু বৈ ॥ ২৫
বিষ্ণোস্তু চক্ষুষোঃ সূর্য্যো মনসশ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
শ্রোত্রাদ্বায়ুঃ সমুদ্ভূতো মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ২৬
প্রতিসর্গো হ্যয়ং বিষ্ণুস্তথা চাপি দিশো দশ ॥ ২৭
সৃষ্ট্যর্থং চন্দ্রমাঃ পশ্চাদত্রিনেত্রাদবাতরৎ।
ভাস্করঃ কশ্যপাজ্জাতো ভার্য্যয়া চ সমন্বিতঃ ॥ ২৮
রুদ্রাশ্চ বহবো জাতা ভূতগ্রামাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
শ্ববরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ ॥ ২৯

প্রোজ্জ্বল সূর্য্য-সন্নিভ ভূরিতেজা সর্ব্বজ্ঞ অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য ক্রতুর পুত্র, ইহা ক্রতুর প্রতিসর্গ। ১৯

অনল সন্নিভ ষড়শীতি-সহস্র প্রাচেতসগণ প্রাচেতার পুত্র; ইহা প্রচেতার প্রতিসর্গ। ২০

সুকালী নামে পিতৃগণ ও অরুন্ধতী-গর্ভ সম্ভূত অন্য পঞ্চাশ জন যোগী—বসিষ্ঠের পুত্র, ইহার নাম বসিষ্ঠ প্রতিসর্গ। ২১

ভৃগু হইতে ভার্গবদিগের উৎপত্তি; তাঁহারা দৈত্যগণের পুরোহিত, কবি এবং মহাপ্রাজ্ঞ; নিখিল জগন্মণ্ডল, তাঁহাদিগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা ভার্গব প্রতিসর্গ। ২২

নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রশ্ন-উত্তর, নৃত্য-গীত কৌতুক উৎপন্ন হয়, ইহা নারদপ্রতিসর্গ। ২৩

এই দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিবাহ দিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পরিপূর্ণ করিলেন। ২৪

তদীয় পুত্রপৌত্রাদির সন্তান সন্ততি অদ্যাপি ভুবনমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও উৎপন্ন হইতেছে। ২৫

বিষ্ণুর নয়ন হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, কর্ণ হইতে বসু ও দশদিক্, আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল; ইহা বিষ্ণুর প্রতিসর্গ। ২৬-২৭

পরে চন্দ্র, সৃষ্টির জন্য অত্রি-নেত্র হইতে প্রাদুর্ভূত হন আর সূর্য্য কশ্যপপত্নী অদিতি কর্তৃক পূজিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অদিতিগর্ভে উৎপন্ন হন। ২৮

রুদ্র হইতে চতুর্ব্বিধ ভূতগণ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্র রূপধারী এক প্রকার; শৃগালাস্য বানরাস্য আর এক প্রকার; ভল্লুকানন

ঋক্ষমার্জ্জারবদনাঃ সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ পরে।
নানাশস্ত্রধরাঃ সর্ব্বে নানারূপাঃ মহাবলাঃ ॥ ৩০
এষ বঃ প্রতিসর্গোঽপি কথিতো দ্বিজসত্তমাঃ।
দৈনন্দিনঞ্চ প্রলয়ং শৃণুধ্বং কল্পশেষতঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সৃষ্টিকথনে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ।
একো মনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতম্ ॥ ১
তদেকসপ্ততিযুগৈ র্দেবানামিহ জায়তে।
তৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ কল্পো দিনমেকস্তু বেধসঃ ॥ ২
দিনান্তে ব্রহ্মণো জাতে সুষুপ্সা তস্য জায়তে।
যোগনিদ্রা মহামায়া সমায়াতি পিতামহম্ ॥ ৩
নাভিপদ্মং প্রবিশ্যাথ বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সুখং শেতে স ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪
ততো বিষ্ণুঃ স্বয়ং ভূত্বা রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
পূর্ব্ববন্নাশয়ামাস স সর্ব্বং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫

বিড়ালানন অন্যপ্রকার ; সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ অপর প্রকার। তাহারা সকলেই নানা শস্ত্রাস্ত্রধারী, কামরূপী এবং মহাবল-পরাক্রান্ত। ইহা রুদ্রের প্রতিসর্গ। ২৯-৩০

হে দ্বিজোত্তমগণ ! তোমাদিগকে এই প্রতিসর্গের কথা বলিলাম। এক্ষণে এক এক কল্পশেষে যে দৈনন্দিন প্রলয় হয় তাহা শ্রবণ কর। ৩১

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দৈনন্দিন প্রলয় কথন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মন্বন্তর শব্দে মনুর অধিকার-কাল বোধ হয়, অর্থাৎ এক একজন মনু, যতদিন প্রজাপালন করেন, ততদিন তাঁহারই নামে মন্বন্তর প্রচলিত হয়, ইহা শুনা আছে। ১

একসপ্ততি দৈবযুগে এক এক মন্বন্তর ; চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প : এই কল্পই বিধাতার দিন। ২

ব্রহ্মার দিনাবসানে, জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে ; মহামায়া যোগনিদ্রা, ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন। ৩

সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে নিদ্রা যান। ৪

বায়ুনা বহ্নিনা সার্দ্ধং দাহয়ামাস বৈ যথা।
মহাপ্রলয়কালেষু তথা সর্ব্বং জগত্রয়ম্ ॥ ৬
জনং যান্তি প্রতাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ।
ত্রৈলোক্যদাহসময়ে পীড়িতা দারুণাগ্নিনা ॥ ৭
ততঃ কালান্তকৈর্মেঘৈ র্নানাবর্ণৈর্মহাস্বনৈঃ।
সমুৎপাদ্য মহাবৃষ্টিমাপূর্য্য ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৮
চলত্তরঙ্গৈস্তোয়ৌঘৈরাধ্রুবস্থানসঙ্গতৈঃ।
নিধায় জঠরে লোকানিমাংস্ত্রীন্ স জনার্দ্দনঃ ॥ ৯
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে স পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
শায়ানং নাভিকমলে ব্রহ্মাণং স জগদ্‌গুরুঃ।
সংস্থাপ্য ত্রীনিমাংল্লোঁকান্ দগ্ধ্বা জগ্ধ্বা শ্রিয়া সহ ॥ ১১
শেতে স ভোগিশয্যায়াং ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাবশং জাতস্ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ ॥ ১২
ত্রৈলোক্যমখিলং দগ্ধং যদা কালাগ্নিনা তদা।
অনন্তঃ পৃথিবীং ত্যক্ত্বা বিষ্ণোরন্তিকমাগতঃ ॥ ১৩
তেন ত্যক্তা তু পৃথিবী ক্ষণমাত্রাদধোগতা।
পতিতা কূর্ম্মপৃষ্ঠে চ বিশীর্ণেব তদাভবৎ ॥ ১৪
কূর্ম্মোঽপি মহতো যত্নাচ্চলন্তীং পৃথিবীং জলে।
ব্রহ্মাণ্ডং পস্তিরাক্রম্য পৃষ্ঠে দধ্রে ধরাং তদা ॥ ১৫
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাচ্চূর্ণিতা পৃথিবী ভবেৎ।
ইতি তাং পরিজগ্রাহ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১৬

অনন্তর বিষ্ণু, স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহর্ত্তা রুদ্ররূপী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন। ৫

তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে, বায়ু-বহ্নি-সাহায্যে সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন প্রলয়েও ত্রিলোক দাহ করেন। ৬

ত্রৈলোক্য দাহ-কালে করাল-কৃশানু-তাপ-পীড়িত মহর্লোকনিবাসিগণ, তাপার্ত্ত হইয়া জন-লোকে গমন করেন। ৭

অনন্তর, রুদ্র, নানাবর্ণ ঘোর-গর্জ্জন প্রলয়কালীন জলদ-জাল দ্বারা মহাবৃষ্টি করাইয়া ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ব্যাপী উত্তুঙ্গ-তরঙ্গাকুল জলরাশিদ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন এবং সেই পরমেশ্বর, ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। ৮-১০

সেই জগৎপতি নারায়ণ, ব্রহ্মাকে নাভিকমলে রাখিয়া এবং ত্রৈলোক্য দাহ করিয়া লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। ১১

যখন কালানলে সমস্ত ভুবনমণ্ডল দগ্ধ হয় এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্ত্তী হন, তখন অনন্ত, পৃথিবী ছাড়িয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। ১২-১৩

অনন্ত, ত্যাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়ে। ১৪

তখন, কূর্ম্ম, পদ-নিকর-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-নিম্ন অবলম্বনপূর্ব্বক জলোপরি ভাসমানা দোদুল্যমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন। ১৫

চলজ্জলৌঘসংসর্গাচ্চলন্ত্যা ধরয়া তদা।
কূর্ম্মপৃষ্ঠং বহুতরৈর্বরগুৈর্বিততীকৃতম্ ॥ ১৭
অনন্তস্তত্র গত্বা তু যত্র ক্ষীরোদসাগরঃ।
তত্র স্বয়ং শ্রিয়া যুক্তং সুষুপ্সন্তং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৮
ফণয়া মধ্যয়া দধ্রে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতম্।
পূর্ব্বং ফণা বিতত্যোর্দ্ধং পদ্মং কৃত্বা মহাবলঃ।
বিষ্ণুমাচ্ছাদয়ামাস শেষাখ্যঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৯
তস্যোপধানমকরোদনন্তো দক্ষিণাং ফণাম্।
উত্তরাং পাদয়োশ্চক্রে উপধানং মহাবলঃ ॥ ২০
তালবৃন্তং তদা চক্রে সশেষঃ পশ্চিমাং ফণাম্।
স্বপন্তং বিজয়ামাস শেষরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ২১
শঙ্খং চক্রং নন্দকাসিমিষুধী দ্বে মহাবলঃ।
ঐশান্যয়াথ ফণয়া স দধ্রে গরুড়ং তথা ॥ ২২
গদাং পদ্মঞ্চ শার্ঙ্গঞ্চ তথৈব বিবিধায়ুধম্।
যানি চান্যানি তস্যাসন্নাগ্নেয্যা ফণয়া দধৌ ॥ ২৩
এবং কৃত্বা স্বকং কায়ং শয়নীয়ং তদা হরেঃ।
পৃথ্বীমধরকায়েন মগ্নামাক্রম্য চাম্ভসি ॥ ২৪
ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মসহিতং সলক্ষ্মীকং জনার্দ্দনম্।
সোপাসঙ্গং জগদ্বীজং জগৎকারণকারণম্ ॥ ২৫
নিত্যানন্দং বেদময়ং ব্রহ্মণ্যং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৬
জগৎকারণকর্ত্তারং জগৎকারণকারণম্ ॥ ২৭

"এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে পতিত হইলে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে" ভাবিয়া কূর্ম্মরূপী নারায়ণ তাঁহাকে ধারণ করেন। ১৬

পৃথিবী, চঞ্চল-জলরাশিসংসর্গে দোদুল্যমান হইলে কূর্ম্ম, বহুতর ব্রহ্মাণ্ড-ধারণ-ক্ষম নিজ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেন। ১৭

যথায় ক্ষীরোদ সমুদ্রে নারায়ণ, লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে নিদ্রাভিলাষী শেষ নামক পরমেশ্বর মহাবল অনন্ত, তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্য-গ্রাসতৃপ্ত সেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণা দ্বারা ধারণ করেণ; পূর্ব্ব-ফণা পদ্মাকারে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন। ১৮-১৯

দক্ষিণ-ফণা তাঁহার উপাধান করিয়া দেন; উত্তর-ফণা তাঁহার পাদোপধান করেন। ২০

মহাবল অনন্তরূপী বিষ্ণু, পশ্চিম-ফণাকে তালবৃন্ত করিয়া নিদ্রাভিলাষী দেবদেবকে স্বয়ং ব্যজন করেন। ২১

তিনি নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, নন্দকখড়্গ, তূণীর-দ্বয় এবং গরুড়কে, ঈশান-ফণার দ্বারা ধারণ করেন। ২২

আর গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু এবং অন্য সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র আগ্নেয়-ফণা দ্বারা ধারণ করেন। ২৩

অনন্ত, এইরূপে নিজদেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর উপর অধো-দেহ স্থাপন করিয়া আপনারই শরীরান্তর জগৎ-কারণ-কারণ

ভূতভব্যভবন্নাথং পরাবরগতিং হরিম্ ।
দধার শিরসা তস্ত স্বয়মেব স্বকাং তনুম্ ॥ ২৮
এবং ব্রহ্মদিনস্যৈব প্রমাণেন নিশাং হরিঃ ।
সন্ধ্যাঞ্চ সমভিব্যাপ্য শেতে নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥ ২৯
যস্মাদয়ন্তু প্রলয়ো ব্রহ্মণঃ স্যাদ্দিনে দিনে ।
তস্মাদ্দৈনন্দিনমিতি খ্যাপয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৩০
ব্যতীতায়াং নিশায়ান্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ত্যক্ত্বা নিদ্রাং সমুত্তস্থৌ স পুনঃ সৃষ্টয়ে স্থিতঃ ॥ ৩১
ত্রৈলোক্যং তোয়সম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্ ।
নিরীক্ষ্য বৈষ্ণবীং মায়াং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ।
যোগনিদ্রাং স তুষ্টাব হরেরঙ্গেষু সংস্থিতাম্ ॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ—

চিতিশক্তিং নির্ব্বিকারাং পরব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ।
প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং সনাতনীম্ ॥ ৩৩
ত্বং বিদ্যা যোগিনাং দেবি ত্বং গতিস্ত্বং মতিঃ স্তুতিঃ ।
ত্বং সৃষ্টিস্ত্বং স্থিতিঃ স্বাহা স্বধা ত্বমিহ গীতিকা ॥ ৩৪
ত্বং সামগীতিস্ত্বং নীতিস্ত্বং হ্রীঃ শ্রীস্ত্বং সরস্বতী ।
যোগনিদ্রা মহামায়া মোহনিদ্রা ত্বমীশ্বরী ॥ ৩৫
ত্বং কান্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্ত্বং ত্বং তনুর্বৈষ্ণবী শিবা ।
ত্বং ধাত্রী সর্ব্বলোকানামবিদ্যা ত্বং শরীরিণাম্ ॥ ৩৬

জগদ্বীজ নিত্যানন্দ বেদময় ব্রহ্মণ্য জগৎ-কারণ-কর্ত্তা। তৎকালে নারায়ণের নাভি-কমলে ব্রহ্মা ও জঠরাভ্যন্তরে ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকে। ২৪-২৭

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাধিপতি পরাবরগতি সপরিচ্ছদ লক্ষ্মী-সহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন। ২৮

অব্যয় নারায়ণ, ব্রহ্ম দিবসের সম-পরিমাণ সন্ধ্যাসহ রাত্রি এইরূপে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন। ২৯

এই প্রলয়—ব্রহ্মার প্রতি দিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবেত্তৃগণ ইহাকে "দৈনন্দিন" প্রলয় বলিয়া থাকেন। ৩০

রজনী অতীত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ইহ জগতে পুনরায় সৃষ্টি করিবার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হন। ৩১

ত্রিভুবনকে জলরাশিপূর্ণ ও পুরুষোত্তমকে শয়ান দেখিয়া—ব্রহ্মা, মহামায়া নারায়ণের অঙ্গ-সংস্থিতা বৈষ্ণবী মায়া জগন্ময়ী যোগ নিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩২

নির্ব্বিকারা চিৎশক্তি পরম ব্রহ্মরূপিণী মহামায়া সনাতনী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করি। ৩৩

দেবি! তুমি যোগিগণের তত্ত্ববিদ্যা, তুমি গতি, তুমি স্তুতি, তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি; তুমি স্বাহা-স্বধা, তুমি সঙ্গীতরূপা। ৩৪

তুমি সাম গীতি, তুমি নীতি, তুমি লজ্জা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী; হে ঈশ্বরি! তুমিই যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা। ৩৫

আধারশক্তিস্ত্বং দেবী ত্বং হি ব্রহ্মাণ্ডধারিণী।
ত্বমেব সর্ব্বজগতাং প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৩৭
ত্বং সাবিত্রী চ গায়ত্রী সৌম্যা সৌম্যাতিশোভনা।
ত্বং সিসৃক্ষা হরের্নিত্যা সুষুপ্সা ত্বং সুষুপ্তিকা ॥ ৩৮
পুষ্টির্লজ্জা ক্ষমা শান্তিস্ত্বং ধৃতিঃ পরমেশ্বরী।
ত্বমেব ক্ষিতিরূপেণ ধ্রিয়সে সচরাচরম্ ॥ ৩৯
ত্বমাপস্ত্বমপাং মাতা সর্ব্বান্তর্গতচারিণী।
স্তুতিঃ স্তুত্যা চ স্তোত্রী চ স্তুতিশক্তিস্ত্বমেব চ ॥ ৪০
ত্বামহং কিন্নু স্তোষ্যামি প্রসীদ পরমেশ্বরি।
নমস্তুভ্যং জগন্মাতঃ প্রবোধয় জনার্দ্দনম্ ॥ ৪১
এবং স্তুতা মহামায়া ব্রহ্মণা লোককারিণা।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়ান্নির্গতা হরেঃ ॥ ৪২
রাজসীং মূর্ত্তিমাশ্রিত্য[১] সা তস্থৌ ব্রহ্মদর্শনে ॥ ৪৩
ততো জনার্দ্দনো ভোগিশয়নান্নিদ্রয়া ক্ষণাৎ।
পরিত্যক্তঃ সমুত্তস্থৌ সৃষ্টয়ে চাকরোন্মতিম্ ॥ ৪৪
ততো বরাহরূপেণ নিমগ্নাং পৃথিবীং জলে।
মগ্নাং সমুদ্ধধারাশু ন্যধাচ্চ সলিলোপরি ॥ ৪৫
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥ ৪৬

তুমি কান্তি, তুমি সর্ব্বশক্তি, তুমি বিষ্ণুমূর্ত্তি, তুমিই শিবা ; তুমি সর্ব্বলোক-ধাত্রী, তুমিই প্রাণিগণের অবিদ্যা। ৩৬

হে দেবি ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-ধারিণী আধারশক্তি ; তুমিই সর্ব্বজগতের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ৩৭

তুমি সাবিত্রী, তুমি গায়ত্রী, তুমি সৌম্যা, তুমি ভীষণা, আবার তুমিই অতি-শোভনা, তুমি নারায়ণের নিত্যসিসৃক্ষা, তুমি সুষুপ্সা, তুমিই সুষুপ্তি। ৩৮

হে পরমেশ্বরি। তুমি, লজ্জা-পুষ্টি-ক্ষমা-শান্তি-ধৃতি ; তুমি পৃথিবীরূপে সচরাচর ভুবনমণ্ডল ধারণ করিতেছ। ৩৯

তুমি জল, তুমি জলের কারণ ; তুমি সর্ব্বাভ্যন্তরচারিণী ; তুমি স্তুতি, তুমি স্তবের যোগ্য, তুমি স্তুতিকারিণী, আবার তুমিই স্তুতিশক্তি। ৪০

আমি তোমাকে কি স্তব করিব? হে পরমেশ্বরি। প্রসন্ন হও ; হে জগদম্বে ! তোমার পায়ে পড়ি, নারায়ণকে জাগাইয়া দেও ৪১

ব্রহ্মা, লোকধাত্রী মহামায়ার এইরূপ স্তব করিলে তিনি, নারায়ণকে চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু এবং হৃদয় হইতে নির্গত হইলেন। ৪২

রজোগুণময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নয়নপথে অবস্থিত হইলেন। ৪৩

অনন্তর, নারায়ণ, যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যে ভুজঙ্গশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। ৪৪

অনন্তর, তিনি জলমগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়া অবিলম্বে জল-রাশির উপরিভাগে স্থাপন করেন। ৪৫

১। রাজসীং বৃত্তিমাস্থায়—ইতি পাঠান্তরম্।

ততো হরিঃ ক্ষিতিং গত্বা তোয়রাশিং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য জন্তুস্থিতয়ে প্রবৃত্তঃ স্বয়মেব হি ॥ ৪৭
অনন্তোঽপি যথাপূর্ব্বং তথা গত্বা ক্ষিতেস্তলম্।
পৃথিবীং ধারয়ামাস কূর্ম্মস্যোপরি সংস্থিতঃ ॥ ৪৮
ততো ব্রহ্মা সমুৎপাদ্য সর্ব্বানেব প্রজাপতীন্।
জগদুৎপাদয়ামাস সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ৪৯
ব্রহ্মা বা কুরুতে সৃষ্টিং যদান্যে বাপি কুর্ব্বতে।
দক্ষাদ্যাস্তু প্রজাপালাঃ স্বয়মেব তদিচ্ছয়া ॥ ৫০
পরব্রহ্মস্বরূপী যঃ সোঽনুগৃহ্লাতি সন্ততম্।
প্রকৃতিশ্চানুগৃহ্লাতি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ॥ ৫১
পুরুষশ্চানুগৃহ্লাতি তথৈব মহদাদয়ঃ।
ঈশ্বরেচ্ছাত্বধিষ্ঠানাৎ পুরুষাদষ্টসঞ্চয়াৎ ॥ ৫২
পুরুষাণামধিষ্ঠানান্মহাভূতগণস্য চ।
তথৈব মহদাদীনাং কালস্য চ মহাত্মনঃ।
অধিষ্ঠানাৎ প্রধানস্য যচ্চ কিঞ্চন জায়তে ॥ ৫৩
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি স্থিরং বাপ্যথবাদ্ভুতম্[১]।
সর্ব্বমেষামধিষ্ঠানাজ্জায়তে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৪
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যথৈবাদর্শয়ৎ পুরা।
হরায় সৃষ্টিসংহার-কল্পান্তান্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫৫

পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বৃহৎ নৌকার ন্যায় অবস্থিত হয়, বিস্তৃত দেহ বলিয়া ডুবিয়া যায় না। ৪৬

অনন্তর, নারায়ণ, পৃথিবীতে আসিয়া নিজ মায়াবলে সমস্ত জলরাশি অপসারণপূর্ব্বক প্রাণিগণের স্থিতির জন্য নিজেই সচেষ্ট হন। ৪৭

অনন্তও পূর্ব্ববৎ পৃথিবীতলে গিয়া কূর্ম্মোপরি অবস্থিত হইয়া পৃথিবী ধারণ করেন। ৪৮

অনন্তর, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৪৯

ব্রহ্মা বা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, যখন যে সৃষ্টি করেন, তখন তাহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছাসম্ভূত। ৫০

হে দ্বিজবরগণ! ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টিপ্রবৃত্ত প্রজা স্রষ্টাদিগের প্রতি পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান্ প্রকৃতি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পুরুষ এবং মহদাদি প্রকৃতির অনুগ্রহ জন্মে। ৫১-৫২

পুরুষগণ, মহাভূতসমূহ, প্রধান-পুরুষ, ব্রহ্ম, কাল এবং মহদাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠান হেতু স্থাবর অথবা জঙ্গম, স্থির অথবা নশ্বর যাহাদের উৎপত্তি হয়, সে সকলেতেই পরম-পুরুষ কারণসমূহে অধিষ্ঠান করেন। ৫৩-৫৪

ভগবান্ হরি, মহাদেবকে যে প্রকারে কল্পান্ত সম্বন্ধীয় সৃষ্টি এবং সংহার দর্শন করাইয়াছিলেন, আমি তাহা বিশেষরূপে তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ৫৫

১। অথবা দ্রুতম্। সর্ব্বমেতদধিষ্ঠানাৎ......ইতি পাঠান্তরম্।

যথা জগৎপ্রপঞ্চস্যাসারতা দর্শিতা পরা।
যচ্চ সারং দর্শিতং তন্মত্তঃ শৃণ্বন্তু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জগৎ সর্ব্বমিদং নিঃসারমনিত্যং দুঃখভাজনম্[১]।
উৎপদ্যতে ক্ষণাদেতৎ ক্ষণাদেতদ্বিপদ্যতে ॥ ১
তথৈবোৎপদ্যতে সারান্নিঃসারং জগদঞ্জসা।
পুনস্তস্মিন্ বিলীয়ন্তে মহাপ্রলয়সঙ্গমে ॥ ২
উৎপত্তিপ্রলয়াভ্যান্তু জগন্নিঃসারতাং হরিঃ।
শম্ভবে দর্শয়ামাস ভাবেন জগতাং পতিঃ ॥ ৩
একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং
পরাৎপরং জ্ঞানময়ং বিশেষম্।
অদ্বৈতমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং
সারং ত্বেকং নাস্তি সারং তদন্যৎ ॥ ৪
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং
যস্মাল্লীনং স্যাত্তু পশ্চাৎ স্থিতঞ্চ।
আকাশবন্মেঘজালস্য বৃত্ত্যা
যদ্বিশ্বং বৈ ধ্রিয়তে তত্ত্বসারম্ ॥ ৫

ভগবান্ মহাদেবকে যেরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের অসারতা দর্শন করাইয়াছেন, সম্প্রতি সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, হে দ্বিজগণ! তাহা শ্রবণ কর। ৫৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জগতের অসারত্ব-কীর্ত্তন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অপরিসীম দুঃখের সাগর এই সারাংশরহিত জগৎসমূহ যে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় সেই ক্ষণেই লীন হইতেছে। ১

নিঃসার জগৎ—যে সকল সারবস্তু অক্লেশে উৎপাদন করিতেছে, পুনর্ব্বার মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই জগতেই উক্ত সারবস্তু সকল বিলীন হইতেছে। ২

জগন্নাথ হরি, উৎপত্তি এবং প্রলয় দ্বারা মহাদেবকে ভাবে জগৎ-প্রপঞ্চের নিঃসারতা দেখাইলেন। ৩

একমাত্র মঙ্গলনিধান শান্ত অনন্ত অচ্যুত পরাৎপর জ্ঞানময় বিশিষ্ট অদ্বৈত অব্যগ্র অচিন্ত্যরূপ এক ব্রহ্মই সার তদ্ভিন্ন সকলই অসার। ৪

১। কারণম্—ইতি পাঠান্তরম্।

অষ্টাঙ্গযোগৈর্যদবাপ্তুমিচ্ছন্
যোগী পুনাত্যাত্মরূপং[1] সদৈব।
নিবর্ত্ততে প্রাপ্য যং নেহ লোকে
তদ্বৈ সারং সারমন্যন্ন চাস্তি ॥ ৬
সারো দ্বিতীয়ো ধর্ম্মস্তু যো নিত্যপ্রাপ্তয়ে ভবেৎ।
যো বৈ নিবর্ত্তকো নাম তত্রাসারঃ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৭
ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকো মৃত্তিকাং যথা।
সহায়ার্থং পরে লোকে পূর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে ॥ ৮
একো ধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ সর্ব্বসংসারকর্ম্মসু।
ইতরে তু ত্রয়ো ধর্ম্মাজ্জায়ন্তেঽর্থাদয়োঽপরে ॥ ৯
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাথ কর্ত্তনম্।
ন তু ধর্ম্মপরিত্যাগো লোকে বেদে চ গর্হিতঃ ॥ ১০
ধর্ম্মেণ ধ্রিয়তে লোকো ধর্ম্মেণ ধ্রিয়তে জগৎ।
ধর্ম্মেণৈব সুবাঃ সর্ব্বে সুরত্বমগমন্ পুরা ॥ ১১
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্ভগবান্ জগৎ পালয়তেঽনিশম্।
স এব মূলং পুরুষো ধর্ম্ম ইত্যভিধীয়তে ॥ ১২
সর্ব্বং ক্ষরতি লোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মো নৈব চ্যুতো ভবেৎ।
ধর্ম্মাদ্ যো ন বিচলতি স এবাক্ষর উচ্যতে ॥ ১৩

যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে এবং যিনি মেঘজালমণ্ডিত গগনমণ্ডলকে অসার বিশ্বমণ্ডলের সহিত ধারণ করিতেছেন, যোগিপুরুষগণ আত্মস্বরূপ যে পরমাত্মার প্রাপ্তিবাঞ্ছায় সর্ব্বদা অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করেন এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল-জটিল-সংসারমণ্ডলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হন না ;—সেই যোগিগণের আরাধ্য ব্রহ্মই সার, অন্য সকলই অসার এবং যাহার দ্বারা নিত্যপদ-প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্ত্তক (নিষ্কাম) ধর্ম্ম দ্বিতীয় সার। প্রবর্ত্তক (সকাম) ধর্ম্ম অসার। ৫-৭

বল্মীককুল (উই) যে প্রকার উৎসাহে মৃত্তিকাসঞ্চয় করত স্বীয় স্বার্থসাধন করে, সেইরূপ চতুর ব্যক্তি পাপ-বিমুক্তি এবং পারলৌকিক পথের পাথেয়-স্বরূপ ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। ৮

এক ধর্ম্মই সকল প্রকার সাংসারিক কর্ম্মসমূহের মঙ্গলনিদান। এতদ্ভিন্ন অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রভৃতি, সেই ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। ৯

বরং শিরশ্ছেদাদি দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ শতগুণে শ্রেয়স্কর, তথাপি লোক এবং বেদ উভয়গর্হিত ধর্ম্ম-পরিত্যাগ করা অতি অযোগ্য। ১০

এই লোকত্রয় ধর্ম্মকর্ত্তৃক ধৃত। জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ধর্ম্ম হইতে হইতেছে। এবং পূর্ব্বে ত্রিদিবেশ্বর দেবগণ ধর্ম্মবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ১১

চতুষ্পাদ ধর্ম্মস্বরূপ ভগবান্ নিরন্তর জগৎ পরিপালন করিতেছেন। তিনিই আদি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। ১২

যে ব্যক্তি ধর্ম্মচ্যুত হয়, সেই ব্যক্তিই ক্ষর নামে অভিহিত এবং যে ব্যক্তি প্রযত্ন-পরিপাল্য স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত না হয়, তাহাকেই অক্ষরসংজ্ঞার অভিধেয় বলা হয়। ১৩

১। যুনক্ত্যাত্মরূপং—ইতি পাঠান্তরম্।

এতদ্বঃ কথিতং সারং নিঃসারং সকলং জগৎ।
যথা স্বয়ং দদর্শাসৌ শম্ভুর্ধ্যানেন স্বেঽন্তরে ॥ ১৪
এতদ্বৈ দর্শয়ামাস স বিষ্ণুর্জগতাং পতিঃ।
স্বয়ং জগ্রাহ মনসা ধ্যানেনাত্মনি শঙ্করঃ ॥ ১৫
সারং তত্ত্বং পরমং নিষ্কলং য-
ন্মূর্ত্ত্যা হীনং মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম এযঃ।
সারোঽন্যোঽসৌ সারহীনং তদন্যজ্
জ্ঞাত্বৈবেত্থং যাতি নিত্যং মহাধীঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

একনোত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

যে সৃষ্টাঃ শম্ভুনা পূর্ব্বং ভূতগ্রামাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
কিমর্থং তে সমুৎপন্নাঃ কথং বানেকরূপতা ॥ ১
শরীরমর্দ্ধং বারাহমর্দ্ধং দন্তাবলং তথা।
সিংহব্যাঘ্রশরীরাশ্চ কেচিদ্ কেচিদ্‌গণাধিপাঃ ॥ ২
কথন্তে বা গণাঃ ক্রূরাঃ কিং ভোগাস্তে মহৌজসঃ।
এতৎ সর্ব্বং বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট সার ব্রহ্ম এবং অসার জগতের বিষয় বর্ণনা করিলাম। ১৪

এই বিষয় স্বয়ং মহাদেব স্বীয় অন্তরে ধ্যানে দর্শন করিয়াছেন। জগন্নাথ বিষ্ণু এই বিষয় দর্শন করাইয়াছিলেন। ১৫

মহাদেব স্বয়ং আত্মধ্যান বলে দর্শন করিয়াছিলেন। নিরাকার হইয়াও মূর্ত্তিমান্ নির্ম্মায়িক পরমব্রহ্মই সার এবং ধর্ম্ম দ্বিতীয় সারস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন সকলই অসার। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সার পদার্থ জানিয়াও নিত্য-পদ মোক্ষ-ধাম প্রাপ্ত হন। ১৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের ক্রীড়া বর্ণন

ঋষিগণ বলিলেন;—মহাদেব পূর্ব্বে যে চতুর্ব্বিধ ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা উৎপন্ন হইয়া কি কার্য্য সাধন করিয়াছিল? এবং তাহারা কি নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিল? ১

কাহারও অর্দ্ধ-শরীর বরাহের ন্যায় এবং অর্দ্ধ-শরীর হস্তীর ন্যায়। কোন কোন গণনায়ক কি নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভয়ঙ্কর রূপধারী হইয়াছিল? ২

কি নিমিত্ত তাহারা নিরন্তর ক্রূর কর্ম্ম করিত? এবং মহাবল প্রমথ-

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যথা শম্ভুগণাভবন্[১] ।
যদর্থন্তে সমুৎপন্না যস্মাত্তে নৈকরূপিণঃ ॥ ৪
এতদ্বঃ পরমং গুহ্যমিদং ধর্ম্মার্থকামদম্ ।
এতদ্ধি পরমং তেজঃ সততং পরমং তপঃ ॥ ৫
ইদং শ্রুত্বা মহাখ্যানং পরত্রেহ ন সীদতি ॥ ৬
যশস্যং ধর্ম্ম্যমায়ুষ্যং তুষ্টিপুষ্টিপ্রদং পরম্ ॥ ৭
আদিসর্গেঽথ বারাহে সম্পূর্ণে মুনিসত্তমাঃ ।
শঙ্করঃ প্রাহ সর্ব্বেশং বারাহং জগতাং পতিম্ ॥ ৮

ঈশ্বর উবাচ—

যদর্থং ভবতা রূপং বারাহং কল্পিতং বিভো ।
তত্তে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী যথাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া ॥ ৯
সাগরাণাঞ্চ সংস্থানং নদীনাঞ্চ তথা ক্ষিতেঃ ।
সৃষ্টির্ব্রহ্মকৃতা চাপি সঞ্জাতা ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১০
ত্বং হি সর্ব্বময়ো যজ্ঞময়স্তেজোময়স্তথা ।
গুরূণামথ সর্ব্বেষাং ত্বং গুরুস্ত্বং পরাৎপরঃ ॥ ১১
ত্বাং বোঢ়ুং ন ক্ষমা পৃথ্বী বিশীর্ণেব জগৎপতে ।
যন্ত্রিতা শৈলসঙ্ঘাতৈর্ভবতা স্থাপিতৈঃ পুরা ॥ ১২

গণের আহার্য্য কি ছিল? এই সকল বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত আমরা অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—হে মুনিগণ! যে প্রকারে শিব হইতে গণসকলের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উৎপন্ন হইয়া যে কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তোমরা তাহা শ্রবণ কর। ৪

সুগোপনীয় ধর্ম্ম-অর্থ কামদায়ী তেজস্বী পরম-তপস্যা-স্বরূপ এই বৃত্তান্ত তোমাদের সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছি। ৫

লোক-যশস্কর, ধনপ্রদ, আয়ুজনক, সন্তোষক, পুষ্টিকারক এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকে কোন কষ্ট পায় না। ৬-৭

মুনিবরগণ! আদি বরাহসর্গ শেষ হইলে মহাদেব জগন্নাথ বরাহ দেবকে বলিয়াছিলেন,—প্রভো! আপনি যাহার নিমিত্ত ববাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, পৃথিবী পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে অবস্থাপিত হইয়াছেন। ৮

অতএব আপনার বরাহরূপ ধারণের সার্থক্য সম্পন্ন হইয়াছে। এবং আপনার অনুগ্রহে সাগর সকলের প্রকৃতিস্থিতা, পৃথিবীর উদ্ধার এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ৯-১০

আপনি তেজোময় সর্ব্বময় যজ্ঞস্বরূপ এবং জগতে যে সকল গুরু আছেন, তাঁহাদেরও আপনি পরাৎপর গুরুস্বরূপ। ১১

হে পৃথিবীপতে! আপনার বহনে অসমর্থা পৃথিবী বিশীর্ণা হইতেছেন এবং পূর্ব্বে আপনার স্থাপিতা ধরা পর্ব্বত-সমূহের সংঘাতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। ১২

১। ......গণা জাতাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মাত্ত্বং ত্যজ বারাহং শরীরং জগতাং পতেঃ।
জগন্ময়ং জগদ্রূপং জগৎকারণকারণম্ ॥ ১৩
কস্ত্বাক্রান্তঃ ক্ষমো বোঢ়ুং বারাহস্তে বপুর্বিভো।
বিশেষতস্ত্বয়া পৃথ্বী সকামা ধর্ষিতা জলে।
স্ত্রীধর্ম্মিণী ত্বত্তেজোভিঃ সাধাদ্গর্ভঞ্চ দারুণম্ ॥ ১৪
রজস্বলা ক্ষমা গর্ভং যামাধত্ত জগৎপতে।
তস্মাদ্যস্তনয়ো ভাবী[১] সোঽপ্যাদাস্যতি দুর্ধশঃ ॥ ১৫
এষ প্রাপ্যাসুরং ভাবং দেবগন্ধর্ববহিংসকঃ।
ভবিষ্যতীতি লোকেশঃ প্রাহ মাং দক্ষসন্নিধৌ ॥ ১৬
মলিনীরতিসঞ্জাতং দুষ্টন্তেঽনিষ্টকারকম্।
কামুকং ত্যজ লোকেশ বারাহং কায়মীদৃশম্ ॥ ১৭
ত্বমেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকো লোকভাবনঃ।
কালে প্রাপ্তে স্থিতিং সৃষ্টিং সংহারঞ্চ করিষ্যসি ॥ ১৮
তস্মাল্লোকহিতার্থায় ত্যক্ত্বা কায়ং মহাবল।
কালে প্রাপ্তে পুনস্ত্বন্তং কায়ং পোত্রং করিষ্যসি ॥ ১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বারাহমূর্ত্তির্ভগবান্ মহাদেবমুবাচ হ ॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ—

করিষ্যেঽহং তব বচস্ত্বং যথাত্থ মহেশ্বর।
ইমন্তু যজ্ঞবারাহং কায়ন্ত্যক্ষ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ২১

অতএব হে ধরাপতে! আপনি বরাহ শরীর ত্যাগ করুন। জগদাত্মক জগদ্রূপ এবং জগতের কারণ-সমূহেরও কারণ-স্বরূপ আপনার এই বরাহ-দেহকে অন্য কে বহন করিতে পারিবে; বিশেষতঃ আপনি জলময়-প্রদেশে কামিনী পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীধর্ম্মিণী পৃথিবী আপনার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। ১৩-১৪

হে জগন্নাথ! রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, সেই গর্ভ হইতে যাহার উৎপত্তি হইবে, তাহার দুর্ধশ হইবে এবং দেবগন্ধর্ব্বাদির প্রতিদ্বন্দ্বী আসুরীভাব লাভ করিবে। দক্ষের সমীপে লোকপতি ব্রহ্মার নিকট এই কথা শ্রুত হইয়াছি, হে লোকপতে! রজস্বলাসঙ্গমে দোষান্বিত অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহ দেহত্যাগ করুন। ১৫-১৭

আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী লোকনিয়ন্তা এবং সময় মত সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়াদিকার্য্য করিয়া থাকেন। ১৮

অতএব হে মহাবল! লোকহিতের নিমিত্ত প্রকাণ্ড বরাহদেহ ত্যাগ করুন। পুনর্ব্বার উচিতকালে এই দেহ ধারণ করত উপস্থিত কার্য্য সাধন করিবেন। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বরাহদেব মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত বলিলেন,—হে মহেশ্বর! তুমি যে বাক্য আমাকে বলিলে তোমার সেই বাক্যানুসারে যজ্ঞবরাহদেহ নিশ্চয় ত্যাগ করিব। ২০-২১

১। ......যাস্যতি, দুর্জ্জয়ঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

কালে প্রাপ্তে পুনস্ত্বন্যং কায়ং বারাহমদ্ভুতম্ ।
করিষ্যেঽহং দুরাধর্ষং লোকানাং ভাবনায় বৈ ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা স মহাকায়স্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
জগদ্গুরুর্জগৎস্রষ্টা জগদ্ধাতা জগৎপতিঃ ॥ ২৩
তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
নিজং স্থানং দেবগণৈঃ স্বগণৈশ্চ জগাম হ ॥ ২৪
বরাহোঽপি স্বয়ং গত্বা লোকালোকাহ্বয়ং গিরিম্ ।
বারাহ্যা সহ রেমে স পৃথিব্যা চারুরূপয়া ॥ ২৫
স তয়া রমমাণস্তু সুচিরং পর্ব্বতোত্তমে ।
নাবাপ তোষং লোকেশঃ পোত্রী পরমকামুকঃ ॥ ২৬
পৃথিব্যাঃ পোত্রীরূপায়া রময়ন্ত্যাস্ততঃ সুতাঃ ।
ত্রয়ো জাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ২৭
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর সর্ব্ব এব মহাবলাঃ ॥ ২৮
শিশবস্তে মেরুপৃষ্ঠে কাঞ্চনে বপ্রসংস্তরে ।
রেমিরেঽন্যোন্যসংসক্তা গহ্বরেষু সরঃসু চ ॥ ২৯
স তৈঃ পুত্রৈঃ পরিবৃতো বরাহো ভার্যয়া স্বয়া ।
রমমাণস্তদা কায়ত্যাগং নৈবাগণদ্দ্বিজাঃ ॥ ৩০
কদাচিচ্ছিশুভিস্তৈস্তু সংশ্লিষ্টঃ কর্দ্দমান্তরে ।
চকার কর্দ্দমক্রীড়াং ভার্যয়া চ মহাবলঃ ॥ ৩১
সপঙ্কলেপঃ শুশুভে বরাহো মধুপিঙ্গলঃ ।
সন্ধ্যাঘনো যথা তোয়ং ক্ষরংস্তোয়ং তথাবিধঃ ॥ ৩২

এবং তোমার কথানুসারে সময়মত লোকহিতের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য বরাহ দেহ ধারণ করিব । ২২

জগতের গুরু জগৎ-স্রষ্টা লোকনিয়ন্তা জগন্নাথ মহাকায় বরাহরূপী ভগবান্ এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ২৩

বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে দেবদেব মহাদেব প্রমথগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ২৪

বরাহদেব সেই স্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্ব্বতে বরাহরূপিণী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । ২৫

পরমকামুক বরাহরূপী লোকেশ, পর্ব্বতোত্তমে পৃথিবীর সহিত বহুকাল বিলাস করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না । ২৬

তদনন্তর বরাহদেবের বীর্য্যে পৃথিবীর গর্ভে মহাবল সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরনামক তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল । ২৭-২৮

সুবৃত্তাদি মহাবল বরাহ-পুত্রগণ শৈশবকালে পরস্পর মিলিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের কাঞ্চনময় সানুতে, গহ্বর মধ্যে এবং সরোবরে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল । ২৯

হে দ্বিজগণ ! বরাহদেব সেইকালে বরাহরূপিণী পৃথিবীর সহিত রমণরসে এবং সুবৃত্তাদিগণের স্নেহে কাম ক্রীড়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই । ৩০

মহাবল বরাহদেব কখন পুত্রগণের সহিত কর্দ্দম মধ্যে অবতরণ করিয়া ভার্য্যার সহিত কর্দ্দমক্রীড়া করিতেন । ৩১

স পুত্রৈঃ পরমপ্রীতো ভার্য্যয়া চ পৃথিব্যয়া।
বিরুজং ধরণীং রেমে মধ্যনিম্নাথ সাভবৎ ॥ ৩৩
অনন্তোঽপি সমাক্রম্য কূর্ম্মং স পৃথিবীতলে।
হরিং বহন্ ভুগ্নশিরাঃ[১] সাতঙ্কোঽভূৎ প্রপীড়য়া ॥ ৩৪
সুবৃত্তেন স্বর্ণবপ্রং ঘোরেণ কনকেন চ।
বিদারিতং পোত্রঘাতৈঃ স্বর্ণভগ্নাৎ কৃতং সমম্ ॥ ৩৫
মেরুপৃষ্ঠে যানি যানি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ।
রচিতানি সুরৈর্যত্নাত্তানি ভগ্নানি তৎসুতৈঃ ॥ ৩৬
মানসাদীনি দেবানাং সরাংসি শিশবোঽথ তে।
আবিলানি তদা চক্রুঃ পোত্রঘাতৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
পৃথিবীবনিতারূপা রময়ামাস পোত্রিণম্।
স্থাবরেণ তু রূপেণ দুঃখমাপ্নোতি বৈ দৃঢ়ম্ ৩৮
সাগরাশ্চ সুবৃত্তাদ্যৈরবগাহ্য সমন্ততঃ।
বিকীর্ণরত্নঃ পোত্রৌঘৈঃ সর্ব্ব এবাকুলীকৃতাঃ ॥ ৩৯
ইতস্ততশ্চ শিশুভিঃ ক্রীড়দ্ভিঃ পোত্রিভিস্তদা।
জগন্তি তত্র ভগ্নানি নদ্যঃ কল্পদ্রুমাস্তথা ॥ ৪০
জানন্নপি জগদ্ধর্ত্তা বরাহঃ স্বয়মেব হি।
জগৎপীড়াং সুতস্নেহাদ্বারয়ামাস নৈব তান্ ॥ ৪১

সন্ধ্যাকালীন রক্ত পীত-বর্ণ মেঘ হইতে জল বর্ষণ হইলে যেরূপ শোভা হয়, পিঙ্গলবর্ণ বরাহদেবের সর্ব্বাঙ্গ পঙ্কলিপ্ত হওয়ায় সেইরূপ শোভা সম্পন্ন হইত। ৩২

বরাহ, পুত্র-ত্রয় এবং ধরিত্রীর সহিত বিলাস করত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যদেশ বরাহ-বিক্রমে নম্র হইল। ৩৩

অনন্তদেবও কূর্ম্মকে আক্রমণ করত পৃথিবী মধ্যস্থায়ী বরাহদেবের বহন-ব্যথায় ভগ্নমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন। ৩৪

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর—ইহাদিগের পোত্র (মুখাগ্র) আঘাতে সুমেরুর স্বর্ণবপ্রসকল ভগ্ন হইল। ৩৫

হে দ্বিজগণ! দেবগণ যত্নপূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে সুবর্ণ দ্বারা যে সকল রম্য স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বরাহপুত্রগণ সেই স্থানসকল মুখ প্রহারে চূর্ণ করিয়াছিল। ৩৬

মানস প্রভৃতি দেবগণের নির্ম্মল রম্য সরোবর সকল বরাহ-শিশুগণ পোত্রাঘাতে সকলদিকে আবিল করিতে লাগিল। ৩৭

বনিতারূপিণী পৃথিবী বরাহের সহিত রমণ করিয়া তাঁহার দেহভারে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩৮

সুবৃত্তাদি বরাহ পুত্রগণ সমুদ্র সকলে অবগাহন করত রত্নের সহিত রত্নাকরকে পোত্র দ্বারা ব্যাকুল করিল। ৩৯

সেইকালে ইতস্ততঃ ক্রীড়াপর বরাহপুত্রগণ, পার্ব্বত্য ভূমি, নদী এবং কল্পদ্রুম প্রভৃতিকে ভগ্ন করিল। ৪০

১। ভারং বহন্ ভগ্নশিরাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরো যদাগচ্ছতি বৈ দিবম্।
তদা দেবগণা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ৪২
এবং সুতৈর্ভার্য্যয়া যজ্ঞপোত্রী
ক্রীড়ংস্তুষ্টিং নাপ কাঞ্চিৎ কদাচিৎ।
নিত্যং নিত্যং বর্দ্ধতে তস্য কামঃ
কামং ত্যক্তুং নৈচ্ছদেষ প্রদিষ্টঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে সহিতা দেবযোনিভিঃ।
শক্রেণ সহিতা মন্ত্রং চক্রুঃ সম্যগ্জগদ্ধিতম্ ॥ ১
ততো নিশ্চিত্য তে সর্ব্বে শক্রাদ্যা মুনিভিঃ সহ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নরায়াণমজং বিভুম্ ॥ ২
তং সমাসাদ্য গোবিন্দং বাসুদেবং জগৎপতিম্।
প্রণম্য সর্ব্বে ত্রিদশাস্তুষ্টুবুর্গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩

দেবা উচুঃ—

নমস্তে দেবদেবেশ জগৎকারণকারক।
কালস্বরূপিন্ ভগবন্ প্রধানপুরুষাত্মক ॥ ৪

জগৎকর্ত্তা বরাহদেব পুত্রগণদ্বারা জগতের অমঙ্গল হইতেছে জানিয়াও পুত্র-বাৎসল্যে স্বয়ং তাহাদিগকে বারণ করিতেন না। ৪১

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর ইচ্ছানুরূপ যেকালে স্বর্গে গমন করিত, তাহাদের আগমন দর্শন করত অমরগণ মরণভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতেন। ৪২

যজ্ঞ-বরাহ, এইরূপ ভার্য্যা এবং পুত্রগণের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করত কখনও সন্তোষলাভ করিলেন না; কিন্তু প্রতিদিনই তাঁহার কামবৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কাম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইত না। ৪৩

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯

ত্রিংশ অধ্যায়

বরাহ-শরভসংগ্রাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তদনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র এবং দেবযোনি-সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ যুক্তি করিয়া অনাদি দেবাদিদেব শরণাগতপালক ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় মুনিগণের সহিত জগৎপতি বাসুদেব গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের সমীপে গমন করত প্রণতিপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ২-৩

স্থূল সূক্ষ্ম জগদ্ব্যাপিন্ পরেশ পুরুষোত্তম।
ত্বং কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ ॥ ৫
ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ।
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং যদিদানীং প্রবর্ত্ততে ॥ ৬
তৎ সর্ব্বং পরমেশ ত্বং স্থাবরং জগমং তথা।
অর্থার্থিনাং ত্বমর্থস্তু কামঃ কামার্থিনাং তথা ॥ ৭
ত্বং হি ধর্ম্মার্থিনাং ধর্ম্মো মোক্ষো নির্ব্বাণমিচ্ছতাম্।
ত্বং কামুকস্ত্বমেবার্থো ধার্ম্মিকস্ত্বং সদাগতিঃ ॥ ৮
ত্বদ্বক্ত্রাদ্ব্রাহ্মণা জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব।
উর্ব্বোর্ব্বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ পাদাভ্যাং তব নির্গতাঃ ॥ ৯
সূর্য্যো নেত্রাত্তব বিভো মনোজশ্চন্দ্রমাস্তব।
শ্রবণাৎ পবনো জাতো দশ প্রাণাস্তথাপরে ॥ ১০
ঊর্দ্ধং স্বর্গাদিভুবনং তব শীর্ষাদজায়ত।
তব নাভেস্তথাকাশং ক্ষিতিঃ পাদতলাদভূৎ ॥ ১১
কর্ণাভ্যান্তে দিশো জাতা জঠরাৎ সকলং জগৎ।
ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ ॥ ১২
নির্গুণো গুণবাংস্ত্বং হি শুদ্ধ একঃ পরাৎপরঃ।
উৎপত্তিস্থিতিহীনস্ত্বং ত্বমচ্যুতগুণাধিকঃ ॥ ১৩

হে দেবাদিদেব! আপনি জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণসমূহের কারণ; হে কালরূপিন্! মহাপুরুষ! ভগবন্! আপনি স্থূলরূপে জগদ্ব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্ম-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ৪

হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর! আপনি এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারী। এবং আপনি স্বয়ং মায়া স্বরূপে জগৎ মোহিত করিতেছেন। হে পরমেশ্বর! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাত্মক ত্রিকালের যে কিছু বস্তু আছে, সকলই আপনার স্বরূপ। অর্থাকাঙ্ক্ষী দরিদ্রগণ আপনাকে লাভ করিলে অকিঞ্চিৎকর অর্থাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হয়। কামুকগণ আপনাকে পাইলে সকাম হইয়া অসুখকর কামক্রীড়া হইতে পরাঙ্মুখ হয়। ৫-৭

ধর্ম্মপরায়ণগণ স্বীয়ধর্ম্মবলে আপনার দর্শন পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে এবং মুমুক্ষুগণ আপনার দর্শনে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। হে সর্ব্বাত্মক! কামুক, অর্থী, ধার্ম্মিক এবং মুমুক্ষু প্রভৃতি সকলেই আপনার স্বরূপ। ৮

আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ৯

হে বিভো! আপনার নেত্র হইতে সূর্য, মন হইতে চন্দ্র এবং কর্ণ হইতে প্রাণ-অপান-প্রভৃতির সহিত পবনদেব জন্মিয়াছেন। ১০

আপনার মস্তক হইতে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোক, নাভিমণ্ডল হইতে আকাশ এবং চরণকমল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন। ১১

আপনার কর্ণের অগ্রভাগ হইতে দিক্ এবং জঠর হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ১২

আপনি নির্গুণ এবং নির্ম্মল হইয়াও গুণবান্ অদ্বিতীয় স্বরূপ হইয়াছেন।

আদিত্যৈর্বসুভির্দেবৈঃ সাধ্যৈর্যক্ষৈর্মরুদ্গণৈঃ।
ত্বং চিন্ত্যসে জগন্নাথ মুনিভিশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১৪
ত্বাং বৈ চিরানন্দময়ং বিদন্তি
বিশেষবিজ্ঞা মুনয়ো বিভোগাঃ।
ত্বমেব সংসারমহীরুহস্য
বীজং জলং স্থানমথো ফলঞ্চ ॥ ১৫
ত্বং পদ্ময়া পদ্মকরো বিভাসি
বরাসিচক্রাব্জধনুর্দ্ধরস্ত্বম্।
ত্বমেব তার্ক্ষে প্রতিভাসি নিত্যং
স্বর্ণাচলে তোয়যুতো যথাব্দঃ[১] ॥ ১৬
ত্বমেব পীতাম্বরশঙ্করাব্জজা-
স্ত্বং সর্ব্বমেতন্ন চ কিঞ্চিদন্যৎ।
ন তে গুণা নঃ পরিচিন্তনীয়া
বিধের্হরস্যাপি দিশাং পতীনাম্।
ভীতেন ভক্ত্যা শরণং প্রপন্না
গতা বয়ং নঃ পরিরক্ষ বিষ্ণো ॥ ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো দেবদেবো ভূতভাবনভাবনঃ।
সেন্দ্রৈর্দ্দেবগণৈরূচে তান্ সর্ব্বান্মেঘনিস্বনঃ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ—

যদর্থমাগতা যূয়ং যদ্বা ভয়মুপস্থিতম্।
তত্র যদ্বা ময়া কার্য্যং তদ্দেবাস্তূর্ণমুচ্যতাম্ ॥ ১৯

হে অচ্যুত জগন্নাথ! আপনি উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় প্রভৃতি দেহি ধর্ম্মহীন পরমেশ্বর। ১৩

আর দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দেবগণ, সাধ্য, যক্ষ, মরুদ্‌গণ এবং মুমুক্ষু যোগিগণ আপনার ধ্যানে কাল অতিবাহিত করেন। ১৪

বিশেষজ্ঞ পরাশরাদি নিঃস্পৃহ মুনিগণ আপনাকে চিরানন্দময় বলেন এবং আপনিই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল আলবাল (জলদান স্থান) এবং ফলের স্বরূপ। ১৫

হে কমলকর! আপনি হস্তচতুষ্টয়ে অসি, চক্র, পদ্ম এবং ধনু ধারণ করিয়া পদ্মার সহিত শোভা পাইতেছেন; এবং সুমেরুশিখরোপরি সজল-জলদ যেরূপ শোভা পায়, আপনিও গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া তাহা হইতে অধিক শোভায় শোভিত হন। ১৬

আপনিই দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং আপনিই সকল বস্তুর স্বরূপ। ব্রহ্মা, শিব এবং লোকপাল—আমাদের গুণ, স্মরণ করিবার যোগ্য নহে। অতএব হে ভক্তভয়হারিন্! আমরা ভয় হেতু আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতভাবন ভগবান্ এই প্রকার ইন্দ্রাদি দেবগণের

১। যত্রাভ্রঃ—ইতি পাঠান্তরম।

দেবা উচুঃ—

শৌর্যতে বসুধা নিত্যং ক্রীড়য়া যজ্ঞপোত্রিণঃ।
লোকাশ্চ সর্ব্বে সংক্ষুব্ধা নাপ্নুবন্ত্যপশান্ততাম্ ॥ ২০
শুষ্কং তুম্বীফলং ঘাতৈর্যথা জর্জ্জরতাং গতম্।
বরাহক্ষুরঘাতেন তথা জর্জ্জরিতা ক্ষিতিঃ ॥ ২১
তস্য যে বা ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কালাগ্নিসমতেজসঃ।
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরস্তৈশ্চাপ্যাঘাতিতং জগৎ ॥ ২২
তেষাং কর্দ্দমলীলাভিঃ সরাংসি জগতাম্পতে।
মানসাদীনি ভগ্নানি প্রকৃতিং যান্তি নাধুনা ॥ ২৩
ভগ্নাস্তৈর্দ্দেবতরবো মন্দারাদ্যা মহাবলৈঃ।
দেব নাদ্যাপি রোহন্তি ফলং পুষ্পং দলঞ্চ বা[১] ॥ ২৪
যদা ত্রিকূটমারুহ্য তে সুবৃত্তাদয়স্ত্রয়ঃ।
প্লুতং কৃত্বা মহাবাহো পতন্তি লবণার্ণবে।
তদা তৎক্ষুব্ধতোয়ৌঘৈঃ প্লাব্যতে সকলা মহী ॥ ২৫
উৎপ্লবন্তি জনাঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি চ দিশো দশ।
জীবিতং রক্ষমাণাস্তে প্রয়ান্তি চ দিশো দশ ॥ ২৬
যদা ত্রিবিষ্টপং যান্তি যজ্ঞবারাহপুত্রকাঃ।
ইতস্ততস্তদা ভগ্না দেবাঃ শান্তিং ন লেভিরে ॥ ২৭

স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর রবে বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা যে ভয়-নিমিত্ত আগমন করিয়াছ এবং আমার দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয় শান্তি হইবে, তাহা শীঘ্র বল। ১৮-১৯

দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ-বরাহের ক্রীড়াহেতু পৃথিবী প্রতিদিন শীর্ণ বিশীর্ণ হইতেছেন। লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তি লাভ করিতেছে না। ২০

শুষ্ক অলাবু ফলের উপরে আঘাত করিলে সে যে প্রকার খণ্ড খণ্ড হয়, যজ্ঞ-বরাহের খুরের আঘাতে পৃথিবীও সেইরূপ বিদীর্ণ হইতেছেন। ২১

বরাহদেবের সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরনামক প্রলয়াগ্নির ন্যায় তেজস্বী যে তিনটি পুত্র আছেন, তাঁহারাও আঘাতে পৃথিবীকে জীর্ণ করিতেছেন। ২২

হে জগদীশ্বর! তাঁহাদের কর্দ্দম-ক্রীড়া-হেতু মানসাদি উত্তম উত্তম সরোবর সকল ভগ্ন হইয়াছে, অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ শোভা ধারণ করিতেছে না। ২৩

মহাবল বরাহপুত্রগণ মন্দারাদি দেবতরু সকলকে ভগ্নপ্রায় করিয়াছেন। পারিজাত তরু—পুষ্প, ফল, পত্র প্রভৃতি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছে না। ২৪

হে মহাবাহো! যে কালে সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রগণ, অত্রি গিরির উন্নতশিখর হইতে লবণ সমুদ্রের জলে লম্ফপ্রদান করেন, সেই সময়ে তাঁহাদের লম্ফন-বেগে উত্থিত জল-প্রবাহে ত্রিভুবন মগ্নপ্রায় হয়। ২৫

লোক সকল জলমগ্ন হইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করত প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পুত্রকলত্র ত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে ধাবমান হয়। ২৬

যজ্ঞবরাহপুত্রগণ যেকালে ইচ্ছানুরূপ স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের দর্শনে

১। পত্রং পুষ্পং ফলং চ বা—ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বে তৈঃ পর্ব্বতাঃ পুত্রৈর্বরাহস্য জগৎপতে।
ক্রীড়দ্ভিঃ শিখরে নীতা ভূরিভাগমধোগতিম্ ॥ ২৮
এবং বিক্রীড়তাং তেষাং ক্রীড়াভিঃ সকলং জগৎ।
নাশমায়াতি বৈকুণ্ঠ তস্মাদ্রক্ষ জগৎপ্রভো ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তেষাং নিগদতাং শ্রুত্বা বাক্যং জনার্দ্দনঃ।
উবাচ শঙ্করং দেবং ব্রহ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩০
যৎকৃতে দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাশ্চ সকলা ইমাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি মহদ্দুঃখং শীর্য্যতে সকলং জগৎ।
বারাহং তদহং কায়ং ত্যক্তুমিচ্ছামি শঙ্কর।
নির্ব্বেশশক্তং তং ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া ন হি শক্যতে ॥ ৩১
ত্বং ত্যাজয়স্ব তং কায়ং যত্নান্মাং[১] শঙ্করাধুনা ॥ ৩২
ত্বমাপ্যায়স্ব তেজোভির্ব্রহ্মন্ স্মরহরং মুহুঃ।
আপ্যায়ন্তু তথা দেবাঃ শঙ্করো হন্তু পৌত্রিণম্ ॥ ৩৩
রজস্বলায়াঃ সংসর্গাদ্বিপ্রাণাং মারণাত্তথা।
কায়ঃ পাপকরো ভূতস্তং ত্যক্তুং যুজ্যতেঽধুনা ॥ ৩৪
প্রায়শ্চিত্তৈরপেতোঽনঃ প্রায়শ্চিত্তমহং ততঃ।
চরিষ্যামি তদর্থং মে তনুর্যত্নেন শাম্যতাম্ ॥ ৩৫

অতিশয় ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াও চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ২৭

ক্রীড়াপরায়ণ বরাহপুত্রগণ, পর্ব্বত সকলের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীও পর্ব্বত-পতন-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অধোগামিনী হন। ২৮

হে জগদীশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ! এই প্রকার বরাহপুত্রগণের ক্রীড়ায় ত্রিলোক বিনষ্টপ্রায় হইতেছে। অতএব হে ধরাপতে! আপনি ধরার প্রতি সদয় হউন। ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—জনার্দ্দন দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে বিশেষরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

যে নিমিত্ত দেবগণ এবং প্রজাগণ মহাদুঃখ পাইতেছে এবং পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতেছে, এই সকল দুঃখের কারণস্বরূপ বরাহদেহ ত্যাগ করিব; কিন্তু সুখাসক্ত সেই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ৩১

অতএব হে মহাদেব! তোমার যত্নে আমি বরাহদেহ ত্যাগ করিব। ৩২

ব্রহ্মন্! তুমি মহাদেবকে নিজ তেজে পুষ্ট কর। দেবগণ মহাদেবকেও আপ্যায়িত করুন। ৩৩

মহাদেব সকলের উৎসাহে যজ্ঞবরাহকে বিনাশ করুন। রজস্বলার সঙ্গমে এবং ব্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। ৩৪

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অখণ্ডনীয় পাপের এই প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কেননা, প্রাণত্যাগ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। ৩৫

১। যত্নাত্মা......ইতি পাঠান্তরম্।

প্রজা পাল্যা মম সদা সা হি সীদতি নিত্যশঃ।
মৎকৃতে প্রত্যহং তস্মাৎ ত্যক্ষ্যে কায়ং প্রজাকৃতে ॥ ৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তৌ বাসুদেবেন তদা তৌ ব্রহ্মশঙ্করৌ।
ত্বয়া যথোক্তং তৎকার্য্যমিতি গোবিন্দমূচতুঃ ॥ ৩৭
বাসুদেবোঽপি তান্ সর্ব্বান্ বিসৃজ্য ত্রিদশাংস্তথা।
বারাহং তেজ আহর্ত্তুং স্বয়ং ধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ৩৮
শনৈঃ শনৈর্যদা তেজ আহরত্যেষ মাধবঃ।
তদা দেহস্তু বারাহং সত্ত্বহীনমজায়ত ॥ ৩৯
তেজোহীনং যদা দেহং জ্ঞাতং সর্ব্বৈস্তদামরৈঃ।
আসসাদ তদা দেবো যজ্ঞবারাহমদ্ভুতম্ ॥ ৪০
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মহাদেবমুমাপতিম্।
অনুজগ্মুস্তদা তেজ আধাতুং স্মরশাসনে ॥ ৪১
ততঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ স্বং স্বং তেজো বৃষধ্বজে।
আদধে তেন বলবান্ সোঽতীব সমজায়ত ॥ ৪২
ততঃ শরভরূপী স তৎক্ষণাৎ গিরিশোঽভবৎ।
ঊর্দ্ধাধোভাগতশ্চাষ্টপাদযুক্তঃ সুভৈরবঃ[১] ॥ ৪৩
দ্বিলক্ষযোজনোচ্ছ্রায়ঃ সার্দ্ধলক্ষৈকবিস্তৃতঃ।
ঊর্দ্ধং বারাহকায়স্তু লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ ॥ ৪৪

প্রজাগণের পালনার্থে আমার জন্ম, সেই প্রজাই যখন আমার নিমিত্ত প্রতিদিন মহাদুঃখ অনুভব করিতেছে, তখন প্রজাহিতের নিমিত্ত আমি শীঘ্রই বরাহদেহ পরিত্যাগ করিব। ৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মা এবং মহাদেব এই প্রকার ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! আপনি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্য করুন। ৩৭

ভগবান বাসুদেব দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে গমনের আদেশ করিয়া বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণের নিমিত্ত ধ্যানপর হইলেন। ৩৮

মাধব ক্রমশ বরাহ-দেহ হইতে তেজ আকর্ষণ করিলে সেই দেহ সত্ত্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩৯-৪০

ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজ বিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ৪১

নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইলেন। ৪২

তদনন্তর মহাদেব ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণ সমন্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ করিলেন। ৪৩

দুইলক্ষ যোজন উন্নত, দেড়লক্ষ যোজন বিস্তৃত, ঊর্দ্ধে একলক্ষ যোজন বিস্তৃত। ৪৪

১। স ভৈরবঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

লক্ষার্দ্ধবিস্তৃতঃ পার্শ্বে বর্দ্ধমানস্তদাভবৎ ॥ ৪৫
ততঃ শরভরূপং তং মহাদেবমুমাপতিম্।
দদর্শ যজ্ঞপোত্রী স স্পৃশন্তং শিরসা বিধুম্ ॥ ৪৬
সুদীর্ঘনাসানখরং কৃষ্ণাঙ্গারসমপ্রভম্।
দীর্ঘবক্ত্রং মহাকায়মষ্টদংষ্ট্রাসমন্বিতম্ ॥ ৪৭
বিভ্রতং স-সটং পুচ্ছং দীর্ঘকর্ণং ভয়ানকম্।
চতুরঃ পৃষ্ঠতঃ পাদানধরে চতুরস্তথা।
কুর্ব্বন্তং ঘোরমারাবমুৎপতন্তং পুনঃপুনঃ ॥ ৪৮
তমায়ান্তং ততো দৃষ্ট্বা ক্রোধাদ্ধাবন্তমঞ্জসা।
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর আসেদুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ৪৯
তমাসাদ্য মহাকায়ং শরভং ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
উচ্চিক্ষিপুস্তে যুগপৎ পোত্রঘাতৈর্মহাবলাঃ ॥ ৫০
যাবৎ প্রমাণঃ শরভস্তৎপ্রমাণাস্তদাভবন্।
শরভোৎক্ষেপসময়ে মায়য়া পোত্রিণস্ত্রয়ঃ ॥ ৫১
তেষাং পোত্রপ্রহারেণ প্রোৎক্ষিপ্তঃ শরভস্তদা
পপাত পৃথিবীপ্রান্তে গম্ভীরে তোয়সাগরে ॥ ৫২
তস্মিন্ নিপতিতে তত্র সাগরে মকরালয়ে।
উৎপত্য তে ত্রয়ঃ পেতুঃ ক্রোধাত্তস্মিন্মহোদধৌ ॥ ৫৩
সুবৃত্তে কনকে ঘোরে পতিতে সাগরাম্ভসি।
বরাহোঽপি সুতস্নেহাৎ ক্রোধাচ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
উৎপত্য সহসা তস্মিংস্তোয়রাশৌ পপাত হ ॥ ৫৪

পার্শ্বে অর্দ্ধ লক্ষ যোজন পরিমাণে দীর্ঘ বরাহশরীর বৃদ্ধি পাইল। ৪৫

তদনন্তর যজ্ঞবরাহ, মস্তক দ্বারা চন্দ্র-স্পর্শী সুদীর্ঘ নাসিকা এবং নখরবিশিষ্ট অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃতমুখে অষ্ট-দন্ত-শোভিত। ৪৬-৪৭

শরীরানুরূপ-দীর্ঘ পুচ্ছধারী, পৃষ্ঠদেশে পাদচতুষ্টয় দ্বারা বিরাজমান, মুখে ভয়ানক শব্দকারী এবং ইতস্ততঃ শরীরবিস্তারী শরভরূপী মহাদেবকে দর্শন করিলেন। ৪৮

সুবৃত্ত, কনক, ঘোর এই তিন জন মহাবল ভ্রাতা শরভের বেগে আগমন দর্শন করিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। ৪০

তাহারা একেবারে শরভশরীরে পোত্রের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫০

বরাহ-পুত্রত্রয় মায়াতে শরভের ন্যায় দীর্ঘ হইয়া বিষম প্রহারে শরভকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ৫১

শরভ, বরাহপুত্রগণের বিষম পোত্র-প্রহারে পৃথিবী হইতে গম্ভীর সমুদ্রজলে পতিত হইলেন। ৫২

মকরাদি হিংস্রজলজন্তুপূর্ণ মহোদধিতে শরভ পতিত হইলে বরাহপুত্রগণ ক্রোধবশতঃ লম্ফপ্রদান করিয়া সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। ৫৩

হে দ্বিজগণ! যজ্ঞবরাহ সুবৃত্তাদির সমুদ্রজলে পতন দেখিয়া পুত্রস্নেহে এবং শত্রুর প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিলেন। ৫৪

উৎপতন্তস্তদা তে বৈ বারাহাঃ শরভস্তথা।
বভঞ্জুর্দ্দিবি দেবাংস্তু নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা ॥ ৫৫
কেচিত্তু নিহতা দেবা ভূমৌ পেতুশ্চ কেচন।
কেচিচ্চ জ্ঞানিনো দেবা মহর্লোকমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৫৬
নক্ষত্রাণি বিমানাত্তু পতিতানি মহীতলে।
অদৃশ্যন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠা জ্বালামালাকুলানি বৈ ॥ ৫৭
তেষামুৎপতনে বেগো যোঽভূৎ পরমদারুণঃ।
তেনাতিবেগো জনিতো বায়ুঃ পরমদারুণঃ ॥ ৫৮
বায়ুনা তেন নুন্নাস্তু পর্ব্বতাঃ পৃথিবীতলে।
কেচিচ্ছৈলাঃ পর্ব্বতেষু পতিতঃ পুনরেব তে ॥ ৫৯
বিমৃদ্য বৃক্ষান্ জন্তূংশ্চ নিপেতুশ্চ পুনঃপুনঃ।
কেচিত্তু পর্ব্বতাঘাতৈর্ন্ত্যমানা মহীতলে[১] ॥ ৬০
বভঞ্জুরচলাশ্চাপি ব্রজন্তো বহুশঃ প্রজাঃ।
পর্ব্বতাঃ সমদৃশ্যন্ত বাতবেগেন ভূতলে ॥ ৬১
সঙ্ঘট্টমানাস্তেভ্যোঽন্যে ব্রজন্ত ইব তেঽচলাঃ ॥ ৬২
অম্ভোনিধৌ পতদ্ভিস্তৈর্বারাহৈঃ শরভেন চ।
পর্ব্বতৈশ্চ মহাতুঙ্গৈরুৎক্ষিপ্তাম্ভোয়রাশয়ঃ ॥ ৬৩
তেষাং প্রপাতবেগেন ক্ষিপ্তেষু জলরাশিষু।
নিস্তোয়া ইব সঞ্জাতাঃ ক্ষণং বৈ সর্ব্বসাগরাঃ।
তৈঃ সর্ব্বৈরুদকৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ পৃথিবীতলমাগতৈঃ ॥ ৬৪

তাঁহাদের পতনবেগে স্বর্গবাসী দেবগণ এবং গ্রহ নক্ষত্রগণ ভগ্ন হইল। ৫৫

কোন কোন দেব নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। কোন কোন জ্ঞানিদেব মহর্লোক আশ্রয় করিলেন। ৫৬

নক্ষত্রগ্রহ রাশিচক্র হইতে মহীতলে পতিত হইয়া—হে দ্বিজগণ। পৃথিবীকে দীপ্তিরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। ৫৭

তাঁহাদের পতনবেগে যে প্রচণ্ড বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল পৃথিবীতে ভগ্নশৃঙ্গ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন পর্ব্বত ঐভাবে সমুদ্র-জলে পতিত হইল। ৫৮-৫৯

কোন পর্ব্বত, পর্ব্বতের উপর পতিত হইয়া পার্ব্বত্য জীবজন্তু এবং বৃক্ষ সকলকে নাশ করত পৃথিবীতে স্থির হইল। ৬০

কোন পর্ব্বত বায়ু দ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়া পতনবেগে পৃথিবীস্থ জন্তুসকল নষ্ট করিল। অচল সকল পৃথিবীতে পতিত হইয়া পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে চলৎশক্তি-সম্পন্নের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। ৬২-৬১

সপুত্র যজ্ঞবরাহ, শরভ এবং বিশালশৃঙ্গ পর্ব্বতগণ সমুদ্রে পতিত হইয়া জল উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। ৬৩

তাঁহাদের পতনবেগে সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইলে সাগরসমূহ কিঞ্চিৎকাল পরে নির্জ্জলবৎ হইয়াছিল। ৬৪

১। নিপেতুশ্চ প্রপেতুশ্চ পেতুর্ভেজুস্তথাপরে।
সাগরে পতিতাঃ কেচিৎ গিরয়ো দ্বিজসত্তমাঃ ॥—এই অধিক পাঠ পুস্তকান্তরে দেখা যায়।

উৎপ্লাবিতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষণাজ্জগ্মুঃ ক্ষয়ং ততঃ।
প্লবমানাঃ প্রজাস্তোয়ে ম্রিয়মাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৫
হা পিতস্তথ হা তাত হা মাতর্হা সুতেতি চ।
বিলপন্তি স্ম করুণং ভীতাশ্চার্ত্তা মুমূর্ষবঃ ॥ ৬৬
যস্মিন্ দেশে নিপতিতো বারাহৈঃ শরভঃ সহ।
তত্রৈবাধোগতা ভূমিঃ পাদবেগেন দারিতা ॥ ৬৭
অপরঃ পৃথিবীপ্রান্ত উত্থিতঃ পর্ব্বতৈঃ সহ।
সসর্জ্জ জনলোকেষু চলাং তেষাং প্রভঞ্জনৈঃ[১] ॥ ৬৮
জনলোকেষু[২] সংযুক্তাং পৃথিবীং শরভস্তদা।
নিঃশ্রেণীমিব[৩] সম্বদ্ধামচলামপি পোত্রিভিঃ ॥ ৬৯
দদর্শ বিস্ময়াবিষ্টঃ স ভীতঃ শ্রান্তপীড়িতঃ ॥ ৭০
ততস্তে যুযুধুঃ সর্ব্বে পোত্রাঘাতেন পোত্রিণঃ।
খুরপ্রহারৈর্দংষ্ট্রাভির্গাত্রক্ষেপৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ৭১
শরভোঽপ্যথ দংষ্ট্রাগ্রৈর্নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ খুরৈস্তথা।
লাঙ্গুলস্য প্রহারৈস্তু তুণ্ডঘাতৈর্মহাস্বনৈঃ ॥ ৭২
চতুর্ভিঃ পোত্রিভিস্তৈস্তু স একঃ শরভো মহান্।
একান্তং যোধয়ামাস সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ৭৩
তেষাং প্রহারৈর্বেগৈশ্চ ভ্রমণৈশ্চ গতাগতৈঃ।
আস্ফোটিতৈস্তথারাবৈর্দেহপাতৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
পাতালে পন্নগাঃ সর্ব্বে বিনেশুঃ কদ্রুজৈঃ সহ ॥ ৭৪

তাঁহাদের উৎক্ষিপ্ত জল-প্রবাহে পৃথিবী পূর্ণ হইলে প্রজা সকল নষ্ট হইতে লাগিল। মরণদশাপন্ন প্রজা সকল জলে সন্তরণ করত শরণার্থী হইয়া ম্রিয়মাণ হইল। ৬৫

'হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা সুত!' ইত্যাদি সম্বোধনে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ৬৬

যে দিকে শরভ, বরাহগণের সহিত নিপতিত হইয়াছিলেন, সেইদিকে পৃথিবী তাঁহাদের চরণভরে বিদীর্ণ হইয়া মগ্ন হইলেন। ৬৭

অপর দিকে বরাহাদির পরাক্রমে চঞ্চলা পৃথিবী পর্ব্বতসহ উত্থিত হইয়া জনলোকে উঠিল। ৬৮

শরভ, সেইকালে ভয় এবং শ্রমান্বিত হইয়া বরাহবিক্রম হেতু চঞ্চলা, জনলোকগামিনী পৃথিবীকে সোপানপংক্তির ন্যায় দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ৬৯-৭০

তদনন্তর বরাহগণ পোত্র (মুখাগ্র) প্রহার, খুরাঘাত, দন্তপ্রহার এবং ভয়ানক গাত্রনিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭১

শরভও দন্তাগ্রপ্রহার, তীক্ষ্ণ নখাঘাত, পুচ্ছাঘাত এবং ভয়ানক মুখাঘাত দ্বারা যজ্ঞবরাহ এবং তৎপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭২

একক শরভ বরাহচতুষ্টয়ের সহিত সমানভাবে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। ৭৩

১। পরাক্রমৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্। ২। জলালেকেষু—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। নিস্প্রাণামিব—ইতি পাঠান্তরম্।

ততস্তে সাগরং ত্যক্ত্বা পৃথিবীমধ্যমাগতাঃ।
পরস্পরং যুদ্ধমানা ততোঽভূৎ পৃথিবী সমা ॥ ৭৫
শেষোঽপি মহতা যত্নাদ্ধলেনাষ্টভ্যাকচ্ছপম্।
দধার পৃথিবীং দুঃখৈর্ভগ্নশীর্ষঃ প্রতাপিতঃ ॥ ৭৬
অনন্তে বামনীভূতে সমত্বং পৃথিবীতলে।
গতেঽম্ভোভিশ্চলদ্ভিশ্চ পর্ব্বতঃ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৭৭
নষ্টেষু যুধ্যমানেষু ত্রিপোত্রিশরভেষু চ।
সাগরৈরাপ্লুতে সর্ব্বজগত্যাপোময়ে হরিম্ ॥ ৭৮
চিন্তাবিষ্টঃ সুরজ্যেষ্ঠ উবাচাথ পিতামহঃ।
ভগবন্ ভুবনং সর্ব্বং সসুরাসুরমানুষম্ ॥ ৭৯
বিধ্বস্তং পৃথিবী শীর্ণা নষ্টাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাশ্চাপি সরীসৃপাঃ।
বিধ্বস্তা জগতাং নাথ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৮০
ত্বং পালকোঽসি সর্ব্বেষাং ত্বমেব জগতঃ প্রভুঃ।
তস্মাৎ পালয় নঃ সর্ব্বান্ পৃথিবীঞ্চ জগৎপতে ॥ ৮১
ত্বমেব কায়ং বারাহং স্বয়মেবোপসংহর।
সংস্থাপয় মহাবাহো পৃথিবীঞ্চ চরাচরৈঃ ॥ ৮২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽথ জনার্দ্দনঃ।
যত্নং চক্রে তদা সর্ব্বং সংস্থাপয়িতুমচ্যুতঃ ॥ ৮৩

তাঁহাদের বেগের সহিত প্রহার, ভ্রমণ, গমন, আগমন, আস্ফোটন এবং বিকট শব্দে কদ্রুপুত্রগণের সহিত পন্নগসমূহ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল। ৭৪

তদনন্তর তাঁহারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উপর উত্থান করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করত ভূমিসাৎ হইলেন। ৭৫

অনন্ত কচ্ছপের সহিত অতিকষ্টে বহু পরিশ্রমে পৃথিবী ধারণে যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করায় ভগ্নমস্তক হইয়া বহু সন্তাপ অনুভব করিয়াছিলেন। ৭৬

অনন্ত, স্ববশে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে পরিণত করিলে, জলপ্রবাহে জলজন্তুর সহিত পরস্পর যুধ্যমান বরাহগণ এবং শরভ নিবিষ্ট হইলে উদ্বেল সমুদ্রজলে জগৎ জলমগ্ন হইল। ৭৭-৭৮

তখন সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা হরিকে চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—ভগবন্! ত্রিভুবনবাসী সুরাসুর মানব সকলে নষ্ট হইয়াছে। ৭৯

স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎও বিধ্বস্ত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য এবং সরীসৃপ (সর্পাদি) এবং তপস্বী মুনিগণ সকলে অকালে নষ্ট হইয়াছে। ৮০

হে জগৎপতে! আপনি সকলের পালক এবং প্রভু। অতএব আমাদিগকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করুন। ৮১

বরাহদেবকে উপসংহার করিয়া চরাচরের সহিত পৃথিবীকে সংস্থাপন করুন। ৮২

ততো হরী রোহিতমৎস্যরূপী
ভূত্বা মুনীন্ সপ্ত তদা সবেদান্।
অধাচ্ছ্রুতে রক্ষণতৎপরো জগ-
দ্ধিতায় সর্ব্বশ্রুতিকোবিদাম্বরান্॥ ৮৪
বসিষ্ঠমত্রিং ত্বথ কাশ্যপঞ্চ
বিশ্বাদিমিত্রঞ্চ সগোতমং মুনিম্।
মহাতপস্থং জমদগ্নিমুখ্যং[১]
তথা ভরদ্বাজমুনিং তপোনিধিম্॥ ৮৫
নিধায় পৃষ্ঠে স হি তোয়মধ্যে
স্থিতো মহানৌপ্রবরে মুনীন্দ্রান্।
ততঃ শিবং সান্ত্বয়িতুং জনার্দ্দনো
জগাম যস্মিন্ যুযুধে স পোত্রিভিঃ॥ ৮৬
শ্রান্তং বরাহৈরতিপোত্রঘট্টনৈ-
র্নিপীড়িতং ব্যাত্তমুখং শ্বসন্তম্।
অথাগতং বীক্ষ্য হরিং বরাহঃ
সস্মার পূর্ব্বাং নরসিংহমূর্ত্তিম্॥ ৮৭
স্মৃতস্তদা তেন সমাজগাম
সখা বরাহস্য হিতে নৃসিংহঃ।
তমাগতং বীক্ষ্য তদা নৃসিংহং
তদীয়কায়ান্ নিজতেজ আদাৎ॥ ৮৮
দৃষ্টং বরাহৈঃ শরভেণ তেজো
যৎ সূর্য্যতুল্যং প্রবিবেশ বিষ্ণৌ।
বিজ্ঞায় তেজোরহিতং নৃসিংহং
সসর্জ্জ নিশ্বাসচয়ং বরাহঃ॥ ৮৯

ভগবান্, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবন সংস্থাপনার্থে যত্নবান্ হইলেন। ৮৩

তদনন্তর বেদপ্রতিপাদ্য এবং বেদস্থাপক হরি, রোহিত মৎস্যরূপী হইয়া লোকহিতের নিমিত্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদসকল ধারণ করিলেন। ৮৪

বসিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি তপোধন ভরদ্বাজকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া উত্তম নৌকায় আরোহণ করত জলমধ্যে উপস্থিত হইলেন। ৮৫

তদনন্তর, ভগবান্ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত বরাহদেবের যে স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। ৮৬

ভগবান্, বরাহগণের পোত্রাঘাতে অতিশয় পীড়িত এবং শ্রমযুক্ত মহাদেবকে বিস্তৃত বদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সমীপাগত দেখিয়া দেবগণের সম্মুখে নৃসিংহ মূর্ত্তিকে স্মরণ করিলেন। ৮৭

ভগবান্ স্মরণমাত্রেই যজ্ঞবরাহের হিতের নিমিত্ত লোকস্রষ্ঠা নরসিংহদেবের আগমনদর্শন করিয়া তদীয় শরীর হইতে নিজতেজ আকর্ষণ করিলেন। ৮৮

বরাহগণ এবং শরভ, নৃসিংহশরীর হইতে সূর্য্যসদৃশ তেজ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট

১। জমদগ্নিমুগ্রম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ততস্তু জাতা বহবো বরাহা
বহুপ্রমাণাদ্ভুততীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ।
তে বৈ বরাহাঃ শরভং গিরিশং
মায়াবিনো বীতভয়াস্তুদন্তঃ॥ ৯০
সমং নৃসিংহেন তদাপি যুদ্ধং
চক্রুর্ম্মমর্দ্দশ্চ ভৃশং গিরীশম্।
ক্ষণং মহাপক্ষিসমানরূপাঃ
ক্ষণন্তু গাবস্তুরগা নরাশ্চ॥ ৯১
ক্ষণং নৃসিংহাশ্চ বরাহরূপা
গোমায়বো বৈকৃতিকাঃ ক্ষণং তে।
অনেকরূপাণি ভয়ঙ্করাণি
বিতন্যমানানি রণে বরাহৈঃ॥ ৯২
নিরীক্ষ্য ভর্গঞ্চ নিপীড়িতং তৈ-
রথাসদন্মাধবস্তং গিরীশম্।
পস্পর্শ বিষ্ণুর্গিরিশং করেণ
তেজো গুধাত্তত্র নিজং পুনঃ সঃ॥ ৯৩
অথ সংস্পৃষ্টমাত্রঃ স বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
অতীব মুদিতো হৃষ্টো বলবান্ সমজায়ত॥ ৯৪
অথোচ্চৈঃ শরভো নাদং ননাদ বলবদ্দৃঢ়ম্।
আপূরিতানি যেনৈতদ্ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ৯৫
নদতস্তস্য বদনাচ্ছীকরা যে বিনিঃসৃতাঃ।
ততো গণাঃ সমভবন্ মহাকায়া মহৌজসঃ॥ ৯৬
যথা বরাহনিশ্বাসান্নানারূপধরা গণাঃ।
বরাহাস্তাদৃশা এতে ততোঽপ্যতিবলাঃ পুনঃ॥ ৯৭

হইল দর্শন করিলেন। বরাহ, নৃসিংহদেবকে নিস্তেজ দর্শন করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৮৯

তদনন্তর, বরাহনিশ্বাসে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট বৃহৎপরিমাণ অনেক বরাহ উৎপন্ন হইল। তাহারা নির্ভয় চিত্তে অনেক প্রকার মায়া অবলম্বন করিয়া শরভরূপী মহাদেবকে আঘাত করিতে লাগিল এবং নৃসিংহের সাহায্যে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করত মহাদেবকে বিমথিত করিল। ৯০

মায়াবলে বরাহগণ কখন ভয়ঙ্কর পক্ষী, কখন গো, অশ্ব এবং মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া কখন নৃসিংহ বরাহ এবং শৃগাল প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটন করিয়া মহাদেবকে অতিশয় ব্যথাযুক্ত করিলে ভগবান্ মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শরভরূপী মহাদেবকে নিজ কর দ্বারা স্পর্শ করত নিজ শরীরস্থিত তেজ তাঁহার দেহে সঞ্চার করিলেন। ৯১-৯৩

অনন্তর মহাদেব, সর্ব্বলোকনিয়ন্তা বিষ্ণুর স্পর্শে ব্যথাহীন এবং আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল ধারণ করিলেন। ৯৪

তদনন্তর পরাক্রমশালী শরভের ভয়ঙ্কর-শব্দে চতুর্দ্দশ ভুবন পূর্ণ হইল। ৯৫

মহাদেবেরও প্রচণ্ড শব্দকালে মুখ হইতে যে ফুৎকারনিকর বহির্গত হইয়াছিল, সেই ফুৎকার হইতে মহাবল তেজস্বী প্রমথগণ উৎপন্ন হইল। ৯৬

শ্ববরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ।
ঋক্ষমার্জ্জারমাতঙ্গশিশুমারস্বরূপিণঃ॥ ৯৮
সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সর্পাখুমূর্ত্তয়ঃ।
হয়গ্রীবা হয়মুখা মহিষাকৃতয়ঃ পরে॥ ৯৯
অন্যে তু মনুজাকারা মৃগমেষমুখাঃ পুনঃ।
কবন্ধা হীনপাদাশ্চ বিহস্তা বহুপাণয়ঃ॥ ১০০
কেচিত্তু শরভাকারাঃ কৃকলাসমুখাঃ পরে।
মৎস্যবক্ত্রা গ্রাহবক্ত্রা হ্রস্বা দীর্ঘাবলাঃ কৃশাঃ।
চতুঃপাদাষ্টপাদাশ্চ ত্রিপাদা দ্বিপদাঃ পরে॥ ১০১
একপাদা ভূরিহস্তা যক্ষকিম্পুরুষোপমাঃ।
পশ্বাকারাঃ পক্ষযুক্তা লম্বোদরমহোদরাঃ।
দীর্ঘোদরাঃ স্থূলকেশা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ॥ ১০২
স্থূলাধরা দীর্ঘদন্তা দীর্ঘশ্মশ্রুধরা পরে।
যে সন্তি প্রাণিনো বিপ্রা ভুবনেষু সমন্ততঃ॥
চতুর্দ্দশসু তে তেষাং রূপেণ সমতাং গতাঃ॥ ১০৩
নেহাস্তি ভুবনে জন্তুঃ স্থাবরো বা জগৎ পুনঃ।
যত্তুল্যরূপেণ গণো ন জাতঃ শঙ্করস্য চ॥ ১০৪
তে ভিন্দিপালৈঃ খড়্গৈশ্চ পরিঘৈস্তোমরৈস্তথা।
শঙ্কুলাসিগদাভিশ্চ পাশৈঃ শঙ্কুভিরেব চ॥ ১০৫
খট্বাঙ্গৈশ্চ ত্রিশূলৈশ্চ কপালৈঃ শক্তিভিস্তথা।
দাত্রৈঃ সৃণিভিরীষাগ্রৈর্যষ্টিভিশ্চিত্রকণ্টকৈঃ॥ ১০৬
প্রাসৈঃ পরশুভির্ব্বাণৈঃ কোদণ্ডৈরতিভীষণাঃ[১]।
জটাচন্দ্রকলাযুক্তাঃ সর্ব্বএব মহাবলাঃ॥ ১০৭
কেচিদ্ভর্গস্য রূপেণ বাহনেনাথ ভূষণৈঃ।
তুল্যা জটার্দ্ধশুভ্রাংশুশুভ্রশীর্ষা মহাবলাঃ॥ ১০৮

বরাহের নিশ্বাসে নানারূপী যে প্রকার মায়াবিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহা অপেক্ষা বলবান্ কুক্কর, বরাহ, উষ্ট্র, প্লবগ, গোমায়ু, গো, ভল্লুক, মার্জ্জার, মাতঙ্গ, শিশুমার, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ইন্দুর, হয়গ্রীব, হয়মুখ, মহিষ, মনুষ্য, মৃগ, মেষ; কবন্ধ (মস্তকহীন), পাদহীন, বিহস্ত, বহুহস্ত, শরভ, কৃকলাস, মৎস্যবক্ত্র, গ্রীবাবক্ত্র, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, চতুষ্পাদ, অষ্টপাদ, ত্রিপাদ, দ্বিপাদ, একপাদ, ভুরিহস্ত, যক্ষ-কিন্নর-অশ্বাকৃতি, পক্ষযুক্ত, লম্বোদর, মহোদর, দীর্ঘোদর, স্থূলকেশ, বহুকর্ণ, বিকর্ণ, স্থূলাধর, দীর্ঘদন্ত, দীর্ঘশ্মশ্রু প্রভৃতি ত্রিভুবনে যতপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সমনাবয়ব চতুর্দ্দশটী করিয়া পুত্রের সহিত গণসকল শিবের মুখনির্গত ফেন হইতে উৎপন্ন হইল। ৯৭-১০৩

স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভুবনে সে প্রকার কোন জন্তু ছিল না। যাহাদিগের সমানরূপিগণ—শিব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ১০৪

শিবগণ সকলে ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরিঘ, তোমর, অঙ্কুশ, অসি, পাশ, শঙ্কু, খট্বাঙ্গ, ত্রিশূল, কপাল, শক্তি, দাত্র, শূলী, রীশাগ্র, যষ্টি, ভিত্তি, কণ্টক,

---

১। ……রতিভীষণৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

অর্দ্ধনারীশ্বরাঃ কেচিদ্ যথারুদ্রস্তথৈব তে।
কেচিত্তু চারুরূপেণ মোহনেন[১] মনোভুবঃ।
তুল্যেন বনিতাসঙ্ঘৈঃ সমং জাতা রতোৎসুকাঃ॥ ১০৯
আকাশচারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শুক্লাঃ কেচন লোহিতাঃ॥ ১১০
রক্তাঃ পীতাস্তথা চিত্রা হরিতাঃ কপিলাঃ পরে।
অর্দ্ধপীতা হ্যর্দ্ধরক্তা নীলার্দ্ধা ধবলাঃ পরে॥ ১১১
সকৃষ্ণপীতাঃ শুক্লেন কৃষ্ণেনার্দ্ধেন রঞ্জিতাঃ।
একবর্ণা দ্বিবর্ণাশ্চ ত্রিবর্ণাশ্চ তথাপরে॥ ১১২
চতুঃষট্পঞ্চবর্ণাশ্চ কেচিদ্দশগুণা দ্বিজাঃ॥ ১১৩
ডিণ্ডিমান্ পটহান্ শঙ্খান্ ভের্য্যানকসকাহলান্।
মণ্ডূকান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ঝর্ঝরীশ্চ সমর্দ্দলাঃ॥ ১১৪
বীণাস্তন্ত্রী পঞ্চতন্ত্রীঃ শকটান্ দর্দ্দরাংস্তথা।
গোমুখানানকান্ কুণ্ডান্ সতালকরতালিকান্॥ ১১৫
বাদয়ন্তো গণাঃ সর্ব্বে হসন্তশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বরাহাভিমুখা ভূত্বা তস্থুস্তে হৃষ্টমানসাঃ॥ ১১৬
তান্ সর্ব্বানাহ শরভো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নিঘ্নতৈতান্ বরাহস্য গণান্ বৈ ক্রূরকর্ম্মভিঃ॥ ১১৭
ক্রূরদৃষ্ট্যা ক্রূরযুদ্ধৈঃ ক্রূরা ভূত্বা মহাবলাঃ।
ততস্তে বৈ গণাঃ সর্ব্বে নানাকার-বরায়ুধাঃ।
সার্দ্ধং বরাহস্য গণৈর্যুযুধুঃ ক্রূরদর্শনাঃ॥ ১১৮

পাশ, শরাতিগ, কোদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিল; এবং বলবানগণ জটা, চন্দ্র এবং কপাল প্রভৃতি শৈব লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়াছিল। ১০৫-১০৮

কোন কোন গণ মহাদেবের রূপ ধারণ এবং বাহনে আরোহণ করিয়া তাঁহার ন্যায় জটাকীর্ণ মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করত কিরণমণ্ডলে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। কেহ বা মহাদেবের ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গে পর্ব্বত-নন্দিনীকে ধারণ করিয়া রমণোৎসুক হইয়াছিলেন। ১০৯

হে দ্বিজগণ! সকলেই স্বেচ্ছাক্রমে আকাশাদি বিচরণ করিতে পারেন, কেহ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ লোহিতবর্ণ এবং রক্ত, পীত, চিত্র, হরিত, কপিল, অর্দ্ধপীত, অর্দ্ধনীল, ধবল, পীন, অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধশুক্ল, একবর্ণ, দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, বহুবর্ণ, চতুর্থবর্ণ, পঞ্চমবর্ণ, ষষ্ঠবর্ণ এবং দশবর্ণ বিশিষ্ট প্রমথ ডিণ্ডিম, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, বংশ, ঝর্ঝর, ঝর্ঝরি, মর্দ্দল, বীণা, তন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, নর্দ্দট, দর্দ্দর, গোমুখ, নরক, কুণ্ড এবং করতাল প্রভৃতির বাদ্য এবং উচ্চহাস্যদ্বারা ত্রিভুবন আন্দোলিত করিয়া আনন্দিতচিত্তে বরাহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১১০-১১৬

শরভরূপী মহাদেব নিজগণকে আজ্ঞা দিলেন; হে মহাবলগণ! তোমরা ক্রূর নিষ্ঠুর হইয়া ক্রূরকর্ম্মা বরাহগণকে নিষ্ঠুর আঘাত কর। ১১৭

১। শোভনেন—ইতি পাঠান্তরম্।

আকাশচারিণঃ সর্ব্বে জলপূর্ণং জগত্ত্রয়ম্ ।
তে পরিত্যজ্য যুযুধুর্বিয়ত্যেবোভয়ে গণাঃ ॥ ১১৯
ততঃ ক্ষণাদ্বরাহস্য গণান্ সর্ব্বান্ মহাবলান্ ।
হরস্য প্রমথা জঘ্নুর্মহাবাতা ইবাম্বুদান্ ॥ ১২০
হতেষু তেষু বীরেষু বারাহেষু গণেম্বথ ।
দধ্যৌ বরাহঃ কিমিতি প্রাক্ পশ্চাদ্বৃত্তমাস্থিতম্ ॥ ১২১
অথ চিন্তয়তস্তস্য স্বান্তং গত্বা জনার্দ্দনঃ ।
তৎ সর্ব্বং জ্ঞাপয়ামাস বরাহবপুষো হিতম্ ॥ ১২২
ততো দেহপরিত্যাগং কর্ত্তুং সময়তস্তদা ।
ততো দংষ্ট্রাগ্রঘাতেন নরসিংহং মহাবলঃ ।
শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ ॥ ১২৩
নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেণ তস্য চ ।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ ॥ ১২৪
তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ ॥ ১২৫
অভবৎ সুমহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১২৬
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতূ মহামতী ।
দ্বয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ ॥ ১২৭
তৌ নাবি বিনিধায়াথ মৎস্যমূর্ত্ত্যবিতাত্মনি ।
আসসাদ পুনর্দেবো বারাহঃ শরভং হরিঃ ॥ ১২৮

তদনন্তর নানাপ্রকার অস্ত্রধারী প্রমথগণ মহাদেবের আদেশে বরাহগণের সহিত ক্রুর দৃষ্টিতে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ১১৮

আকাশচারী শরভ এবং বরাহের গণ জলপূর্ণ ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়া আকাশমধ্যেই সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১৯

তদনন্তর প্রলয়পবন যে প্রকার পয়োধির দুরবস্থা করে, সেই প্রকার মহাবল প্রমথগণ বরাহের গণকে নষ্ট করিল। ১২০

বরাহ, স্বকীয়গণের সহিত বরাহসমূহের নাশ দেখিয়া পূর্ব্ব পশ্চাৎবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২১

ভগবান, বরাহকে চিন্তান্বিত দর্শন করিয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহার মনোগোচর করিলেন এবং বরাহও দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। সেই-কালে মহাবল শরভরূপী ভর্গ মহাদেব, দন্তাঘাতে নরসিংহকে দুইখণ্ড করিলেন। ১২২-১২৩

নরসিংহ, শরভদন্তাঘাতে দুইখণ্ড হইলে তাঁহার নররূপ অর্দ্ধ দেহ হইতে মহাতপা দিব্যাকৃতি মুনিরূপী নর এবং সিংহাকৃতি অর্দ্ধদেহ হইতে মহাতপস্বী নারায়ণ নামক জনার্দ্দন উৎপন্ন হইলেন। ১২৪-১২৬

মহাত্মা নর এবং নারায়ণ সৃষ্টির প্রধান কারণস্বরূপ; যাঁহাদের অলৌকিক প্রভাব শাস্ত্র, বেদ, তপস্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ। ১২৭

হরি, নর নারায়ণকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত মৎস্যদেবরক্ষিত নৌকায় সংস্থাপিত করিয়া শরভ এবং বরাহের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১২৮

বপুস্ত্যাগো ময়াবশ্যং কর্ত্তব্যো জগতাং হিতে।
ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং তদর্থোঽয়ং সমুদ্যমঃ।
ক্রিয়তে হরিণা সার্দ্ধং শম্ভুনা ব্রহ্মণাপি চ ॥ ১২৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য স তদা শূকরঃ পরমেশ্বরঃ।
জগাদ শরভং দেবং মহাদেবং মহাবলম্ ॥ ১৩০
জহি মাং ত্বং মহাদেব ত্যক্ষ্যে কায়মসংশয়ম্।
হিতায় সর্ব্বজগতাং দেবানামপি সদ্বিষাম্[1] ॥ ১৩১
মম দেহপ্রতীকৌঘৈর্যজ্ঞং যূপং প্রকল্প্য চ[2]।
পৃথক্ পৃথক্ মহাভাগা সশামিত্রং ধ্রুবাদিকম্[3] ॥ ১৩২
ততস্তে তান্ ত্রিভিঃ পুত্রৈর্বিধধ্বং জগতাং হিতে।
কনকেন সুবৃত্তেন ঘোরেণ চ জগন্ময়ীম্।
যজ্ঞাদ্দেবাঃ প্রজাশ্চৈব যজ্ঞাদন্নান্ নিয়োগিনঃ ॥ ১৩৩
সর্ব্বং যজ্ঞাৎ সদা ভাবি সর্ব্বং যজ্ঞময়ং জগৎ ॥ ১৩৪
যমিমং পৃথিবীগর্ভমাধত্ত মলিনী পুনঃ।
তমুৎপন্নং স্বয়ং দেবী চিরং সঙ্গোপয়িষ্যতি ॥ ১৩৫
প্রাপ্তে কালে যদা দেবী তদায়ুষ্মান্ সুভাষতে।
বধস্তস্যাতিভারার্ত্তা তদৈবৈনং হনিষ্যথ ॥ ১৩৬
ভারার্ত্তা পৃথিবী মগ্না[4] যদাধঃ শতযোজনম্।
শৃঙ্গি-বরাহরূপেণ প্রোদ্ধরিষ্যে তদা ত্বিমাম্ ॥ ১৩৭

পরমেশ্বর বরাহদেব "আমি লোকহিতের নিমিত্ত অবশ্যই শরীরত্যাগ করিব।" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াই হরি ব্রহ্মা এবং শম্ভু সহিত এই উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ১২৯

এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরমেশ্বর বরাহদেব শরভকে বলিলেন—হে মহাদেব! আমি দেব ঋত্বিজ প্রভৃতি সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিব। আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে বিসর্জ্জন কর। ১৩০-১৩১

হে মহাত্মন্! আমার অঙ্গসমষ্টিতে যজ্ঞযূপ নির্ম্মাণ করত পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ-দ্বারা সমিৎ স্রুবাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নির্মাণ করিবে। আমার দেহোৎপন্ন যজ্ঞীয়-দ্রব্যসমূহ বিধিপূর্ব্বক পৃথিবীতে স্থাপন করিবে। ১৩২-১৩৩

এইরূপে যজ্ঞ বিহিত হইলে, সেই যজ্ঞ হইতে দেব এবং অন্যান্য প্রকার প্রজা এবং অন্নাদির সহিত যোগিগণ উৎপন্ন হইবেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল দ্রব্যই জন্মিবে। যেহেতু এই জগৎই যজ্ঞস্বরূপ। ১৩৪

রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, হে ভর্গ! এই গর্ভপ্রসূত বালককে চিরকাল রক্ষা করিবে। ১৩৫

পৃথিবী যে কালে ভারাক্রান্ত হইয়া তোমার নিকট পুত্রবধের প্রার্থনা করিবে, সেই কালে পৃথিবীপুত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবে। ১৩৬

যে কালে পৃথিবী ভারে পীড়িতা হইয়া একশত যোজন পাতাল মধ্যে মগ্ন

১। ঋত্বিজাম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। প্রতিকোষে যজ্ঞং যূপং প্রকল্প্যত—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। স্রুবাদিকম্—ইতি পাঠান্তরম্।
৪। ভারতীং পৃথিবীং মগ্নাং—ইতি পাঠান্তরম্।

কৃতকৃত্যস্তু তং কায়ং ত্যাজয়িষ্যতি তে সুতঃ।
যো ভাবী দেবসেনানী রুদ্রাৎ ষাণ্মাতুরাহ্বয়ঃ ॥ ১৩৮
এবং যজ্ঞবরাহে তু ভাষমাণে মহাবলে।
নিঃসৃত্য সুমহত্তেজো জ্বালামালাতিদীপিতম্ ॥ ১৩৯
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং বরাহবপুষস্তদা।
হরের্ভগবতো দেহে বিবেশ মহদদ্ভুতম্ ॥ ১৪০
তস্মিন্ বিষ্ণৌ প্রবিষ্টে তু বরাহে তেজসি দ্বিজাঃ।
সুবৃত্তাৎ কনকাদ্ ঘোরাত্তেজ আদাৎ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৪১
তেষামপি শরীরেভ্যস্তেজোভাগঃ পৃথক্ পৃথক্।
বিনিঃসৃত্য বিনিঃসৃত্য জ্বালামালাতিদীপিতঃ ॥ ১৪২
প্রবিবেশ হরেঃ কায়ে যথা তেষাং পিতুস্তথা।
ততো হরিশ্চ ব্রহ্মা চ মহাদেবশ্চ তদ্বচঃ ॥ ১৪৩
বরাহস্য প্রতিশ্রুত্য ওমিত্যুক্ত্বা পুনঃপুনঃ।
তেষাং কায়পরিত্যাগে অকার্য্যর্যত্নমুত্তমম্ ॥ ১৪৪
ততস্তুণ্ডপ্রহারেণ শরভঃ কণ্ঠমধ্যতঃ।
ভিত্ত্বা বপুর্বরাহস্য পাতয়ামাস তজ্জলে ॥ ১৪৫
তং পাতয়িত্বা প্রথমং সুবৃত্তং কনকং তথা।
ঘোরঞ্চ কণ্ঠদেশেষু ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা জঘান হ ॥ ১৪৬

হইবেন, আমি সেই কালে শৃঙ্গবিরাজিত বরাহ-রূপ ধারণ করত ইঁহাকে উদ্ধার করিব। ১৩৭

তোমার বীর্য্যে উৎপন্ন ষাণ্মাতুর নামে যে পুত্র দেবগণের সেনাপতি হইয়া অসুর-সংহার করিবেন, তিনিই কার্য্য শেষ হইলে, আমাকে বরাহ-মূর্ত্তি ত্যাগ করাইবেন। ১৩৮

হে দ্বিজবরগণ! মহাবল যজ্ঞ বরাহ এই প্রকার বলিলে, তাঁহার দেহ হইতে কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী এবং জবাপুষ্প সমান লোহিত-বর্ণ তেজ নির্গত হইয়া ভগবান্ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। ১৩৯-১৪০

হে দ্বিজগণ! বরাহ-দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে, ভগবান বরাহ;—নিজপুত্র সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরের দেহ হইতে নিজ তেজ গ্রহণ করিলেন। ১৪১

যজ্ঞবরাহের ন্যায় সুবৃত্তাদি তদীয় পুত্রগণের দেহ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান তেজ পৃথক্ পৃথক্রূপে নির্গত হইয়া হরির দেহে প্রবেশ করিল। ১৪২-১৪৩

তদনন্তর হরি এবং ভর্গ মহাদেব, বরাহের বাক্য শ্রবণ করত অঙ্গীকার করিলেন এবং পুত্রের সহিত বরাহের প্রাণ ত্যাগের নিমিত্ত মহান্ যত্ন করিতে লাগিলেন। ১৪৪

তদনন্তর শরভ, বিষম মুখ-প্রহারদ্বারা বরাহের কণ্ঠদেশ হইতে শরীর ছেদন করত সেই জলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪৫

শরভ,—এই প্রকারে প্রথমে বারাহ-দেহকে জলসাৎ করিয়া সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রত্রয়ের কণ্ঠদেশ ছেদন করত পূর্ব্ববৎ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪৬

ত্যক্তপ্রাণাস্তু তে সর্ব্বে পেতুস্তোয়ে মহার্ণবে।
জলে শব্দং বিতন্বানাং কালানলসমত্বিষঃ ॥ ১৪৭
পতিতেষু বরাহেষু ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরস্তথা।
সৃষ্ট্যর্থং চিন্তয়ামাসুঃ পুনরেব সমাগতাঃ ॥ ১৪৮
হরস্য তু গণাঃ সর্ব্বে তদা ভর্গং সমাগতাঃ।
উপতস্থুর্মহাভাগাশ্চতুর্ভাগেন ভাজিতাঃ।
ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি প্রমথা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৪৯
তত্রৈকত্র সহস্রাণি ভাগে ষোড়শ সংস্থিতাঃ।
নানারূপধরা যে বৈ জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ ॥ ১৫০
তে সর্ব্বে সকলৈশ্বর্য্যযুক্তা ধ্যানপরায়ণাঃ।
যোগিনো মদমাৎসর্য্যদম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৫১
ক্ষীণপাপা মহাভাগাঃ শম্ভোঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ।
ন তে পরিগ্রহং রাগং কাঙ্ক্ষন্তি স্ম কদাচন।
সংসারবিমুখাঃ সর্ব্বে যতয়ো যোগতৎপরাঃ ॥ ১৫২
ধ্যানাবস্থং মহাদেবং পরিবার্য্য ধৃতব্রতাঃ।
কৃত্বা পরিষদং রুচ্যা তিষ্ঠন্তি বিগতক্লমাঃ ॥ ১৫৩
যদৈব পরমং জ্যোতিশ্চিন্তয়ত্যম্বিকাপতিঃ।
তদৈব তে পারিষদাঃ সর্ব্বে সংবেষ্টয়ন্তি তম্ ॥ ১৫৪
তে ষোড়শ সমাখ্যাতাঃ কোটয়ো যে যতব্রতাঃ।
সিংহব্যাঘ্রাদিসারূপ্যা অণিমাদিসমাযুতাঃ ॥ ১৫৫

প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বরাহগণ সমুদ্রজলে পতনকালে জলের প্রচণ্ড শব্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৪৭

এইরূপে বরাহগণ পতিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪৮

হে দ্বিজবরগণ। চারিভাগে বিভক্ত ষষ্টিশত সহস্র সংখ্যক প্রমথগণ আগমন করত মহাদেবের অর্চ্চনা করিলেন। ১৪৯

চারিভাগে বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট যে ষোড়শ সহস্র প্রমথ ছিলেন, ভোগবিমুখ ধ্যানপরায়ণ যোগী, মদ-মাৎসর্য্য-দম্ভ-অহঙ্কার-রহিত নিষ্পাপ সেই মহাত্মাগণ মহাদেবের আনন্দ জন্মাইতেন। ১৫০-১৫১

তাঁহারা কখন কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেন না। এবং স্রক্-চন্দনাদি উপভোগ্য বিষয়ে তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি সংসারসুখে নিরভিলাষ হইয়া নিয়ম অবলম্বন করত যোগশিক্ষার নিমিত্ত ধ্যান-পরায়ণ মহাদেবকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ব্রতাদি পালন করিতেন এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনাহারে থাকিতে ক্লেশ বোধ করিতেন না। ১৫২-১৫৩

যেকালে অম্বিকাপতি মহাদেব জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম চিন্তা করিতেন, সেইকালে প্রমথগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। ১৫৪

অণিমা লঘিমা প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য সমন্বিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি স্বরূপে সেই ষোড়শ কোটী প্রমথগণ ব্রতপর ছিলেন। ১৫৫

অপরে কামিনঃ শম্ভোঃ সুনর্ম্মসচিবাঃ স্মৃতাঃ।
বিচিত্ররূপাভরণা জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ ॥ ১৫৬
হরস্য তুল্যরূপেণ বিশদা বৃষভধ্বজাঃ।
উমাসদৃশরূপাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাগতাঃ ॥ ১৫৭
বিচিত্রমাল্যাভরণা দিব্যস্রগ্‌গন্ধভূষিতাঃ।
উমাসহায়ং ক্রীড়ন্তমনুগচ্ছন্তি ভূষিতাঃ ॥
শৃঙ্গারবেষাভরণা অষ্টৌ তে কোটয়ো গণাঃ ॥ ১৫৮
অর্দ্ধনারীশ্বরাশ্চান্যে হ্যর্দ্ধনারীশ্বরং হরম্।
ধ্যানস্থং প্রবিবেশুস্তে তুল্যরূপা হরস্য যে ॥ ১৫৯
উমাসহায়ো হি যদা রমতে সসুখং হরঃ।
অর্দ্ধনারীশরীরাস্তু দ্বারপালা ভবন্তি তে ॥ ১৬০
আকাশমার্গে গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি নিত্যশঃ।
ধ্যানস্থং পরিচর্য্যন্তি সলিলাদিভিরীশ্বরম্ ॥ ১৬১
নানাশস্ত্রধরাঃ শম্ভোর্গণাস্তে প্রমথাঃ স্মৃতাঃ।
প্রমথ্নন্তি চ যুদ্ধেষু যুদ্ধ্যমানান্ মহাবলান্ ॥ ১৬২
তে বৈ মহাবলাঃ শূরাঃ সংখ্যয়া নবকোটয়ঃ ॥ ১৬৩
অপরে গায়নাস্তালমৃদঙ্গপণবাদিভিঃ।
নৃত্যন্তি বাদ্যং কুর্ব্বন্তি গায়ন্তি মধুরস্বরম্ ॥ ১৬৪
নানারূপধরাস্তে বৈ সংখ্যয়া কোটয়স্ত্রয়ঃ।
সততং চানুগচ্ছন্তি বিচরন্তং মহেশ্বরম্ ॥ ১৬৫

এতদ্ভিন্ন অন্য প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে সহায়; বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত, জটা-অর্দ্ধ-চন্দ্রবিশিষ্ট, শিবের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃষারূঢ়, উমার ন্যায় সুন্দরী কামিনীগণ-সেবিত, বিচিত্র মাল্যশোভিত স্বর্গীয় পুষ্পমাল্যধারী উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগামী আট কোটী প্রমথ, রমণোচিত বেশভূষা ধারণ করিত। ১৫৬-১৫৮

মহামনা প্রমথগণ মহাদেবের ন্যায় অর্দ্ধ-অঙ্গে হর এবং অর্দ্ধ-অঙ্গে গৌরীর রূপ ধারণ করত শরীরের বামার্দ্ধে পার্ব্বতীরূপধারী মহাদেবের অনুগমন করিতেন। ১৫৯

মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত যেকালে সুখে বিলাসাদি করেন, সেইকাল অর্দ্ধাঙ্গে হর অর্দ্ধাঙ্গে গৌরীর রূপধারী প্রমথগণ দ্বারপাল হন। ১৬০

প্রতিদিন যেকালে মহাদেব আকাশ পথে বিচরণ করেন; উক্ত প্রমথগণ সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করেন। ১৬১

এবং তিনি যেকালে ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা সেই সময়ে জলাদি দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। সেই প্রমথগণ নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারেন। ১৬২

যে মহাবল বীর প্রমথগণ যুদ্ধভূমিতে গমন করত শত্রুবল বিদলিত করেন, তাঁহাদের সংখ্যা নয় কোটি। ১৬৩

গায়ক প্রমথগণ, মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতির বাদ্যানুসারে মধুরস্বরে গান করত মহাদেবের সমীপে নৃত্য করেন। ১৬৪

সর্ব্বে মায়াবিনঃ শূরাঃ সর্ব্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্রগাঃ সদা॥ ১৬৬
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বভুবনং গত্বা যান্তি পুনর্ভবম্।
অণিমাদ্যষ্টকৈশ্বর্য্যযুক্তাস্তে বৈ মহাবলাঃ॥ ১৬৭
অপরে রুদ্রনামানো জটাচন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিতাঃ।
দেবেন্দ্রস্য নিয়োগেন বর্ত্তন্তে ত্রিদিবে সদা॥ ১৬৮
তেষাং সংখ্যা চৈককোটিস্তে সর্ব্বে বলবত্তরাঃ।
কুর্ব্বন্তি হি সদা সেবাং হরস্য সততং গণাঃ॥ ১৬৯
বিস্ময়ন্তি চ পাপিষ্ঠান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ পালয়ন্তি চ।
অনুগৃহ্ণন্তি সততং ধৃতপাশুপতব্রতান্॥ ১৭০
বিঘ্নাংশ্চ সততং ঘ্নন্তি যোগিনাং প্রযতাত্মনাম্।
ষট্‌ত্রিংশৎকোটয়শ্চৈতে হরস্য সকলা গণাঃ॥ ১৭১
বরাহগণনাশার্থং হিতায় জগতাং তথা।
শঙ্করস্যাথ সেবায়ৈ সমুৎপন্না ইমে গণাঃ॥ ১৭২
বরাহস্য গণান্ দৃষ্ট্বা নরসিংহং তথা হরিম্।
স্বয়ং শরভরূপঃ সন্ ধ্যায়ন্নাদং যদাকরোৎ।
তচ্ছীকরাদ্‌যতো জাতাস্তত্তেষাং বহুরূপতা॥ ১৭৩
ক্রূরদৃষ্ট্যা ক্রূরযুদ্ধৈঃ ক্রূরকৃত্যৈরিমান্ গণান্।
বরাহস্য ঘ্নতেত্যেবং যতঃ প্রোক্তং কপর্দ্দিনা॥ ১৭৪

তিন কোটিসংখ্যক নানারূপ-ধারী সেই প্রমথগণ বিচরণপর মহাদেবের নিরন্তর পশ্চাতে গমন করেন। ১৬৫

সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ বলবান্ প্রমথগণ সকলেই মায়াবলে সকল কার্য্য সাধন করিতে পারেন এবং সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, সকলেই ইচ্ছানুরূপ সকল স্থানেই সকল সকল সময়ে যাইতে পারেন। ১৬৬

অধিক কি বলিব, অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্যশালী মহাবল মহাদেব-ভক্ত প্রমথগণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে ত্রিভুবন গমন করত পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে পারেন। ১৬৭

রুদ্রনামক অন্য প্রমথগণ জটা এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরেন্দ্রের আদেশে সর্ব্বদা স্বর্গে বাস করিতেন। ১৬৮

এক কোটিসংখ্যক বলবান্ সেই প্রমথগণ নিরন্তর মহাদেবের সেবা কবিতেন। ১৬৯

যে প্রমথগণ পাপাত্মাগণকে নিজ মহিমায় বিস্ময়ান্বিত করত ধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলকে পরিপালন করিতেন এবং মহাদেবের ব্রতাবলম্বী মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহকরত জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের সদাতন বিঘ্ন বিনাশ করিতেন, তাঁহারা ছত্রিশ কোটি সংখ্যক ছিলেন। ১৭০

বরাহগণের নিধন দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত এবং মহাদেবের সেবার জন্য এই প্রমথগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭১

শরভরূপী মহাদেব,—বরাহগণ, নরসিংহ এবং হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তাপূর্ব্বক যে শব্দ করিয়াছিলেন, সেই শব্দ-কালে মুখ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হেতু বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৭২-১৭৩

অতস্তে ক্রূরকর্ম্মাণঃ প্রজাতাশ্চ ভয়ঙ্করাঃ।
ন সদা ক্রূরকর্ম্মাণি তে কুর্ব্বন্তি মহৌজসঃ।
দৃষ্টিমাত্রস্য তে ক্রূরাঃ ক্রূরাস্তে ন তু কার্য্যতঃ।
ফলং জলং তথা পুষ্পং পত্রং মূলং তথৈব চ।
নিবেদিতানি ভুঞ্জন্তি বনপর্ব্বতসানুষু॥ ১৭৫
আহৃত্যাপি চ ভুঞ্জন্তি পত্রং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ।
ভবেদ্ভর্গস্য যদ্ভোগ্যং তদ্ভোগ্যাস্তে মহৌজসঃ॥ ১৭৬
আমিষাণি চ নাশ্নন্তি[১] হিত্বা চৈত্রচতুর্দ্দশীম্।
তত্রামিষং হরো ভুঙ্‌ক্তে চতুর্দ্দশ্যাং মধৌ সদা॥ ১৭৭
ততঃ সর্ব্বে গণাস্তত্র ভুঞ্জন্তি পললান্যপি।
হতে বরাহস্য গণে ভর্গমাসাদ্য তে গণাঃ॥ ১৭৮
চতুর্ভাগাঃ স্বয়ং ভূত্বা ভূতকর্ম্মেতি বৈ জগুঃ।
ভূতত্বমভবত্তেষাং চতুর্ভাগবতাং তদা॥ ১৭৯
বচনাৎ পদ্মযোনেস্তু ভূতগ্রামাস্ততো মতাঃ।
যো লোকবিদিতঃ পূর্ব্বং ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ।
যতস্তেভ্যোঽধিকো যত্তদ্ভূতগ্রামঃ স উচ্যতে॥ ১৮০
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং ভূতাঃ শম্ভুগণা যথা।
যদাহারা যদাকারা যৎকৃত্যাস্তে মহৌজসঃ॥ ১৮১

ক্রূর দর্শনে, ক্রূর যুদ্ধে এবং ক্রূর কার্য্যে বরাহগণকে হননেচ্ছু মহাদেবের ইচ্ছা বশত প্রমথগণ ভয়ঙ্কর এবং ক্রূরকর্ম্মা হইয়াছিল। ১৭৪

মহাবল প্রমথগণ যদিও ক্রূরকার্য্য করিত না, তথাপি তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ করিত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ক্রূরকার্য্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ পাইত। ১৭৫

তাহারা পর্ব্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র, পুষ্প এবং মূল প্রভৃতি বন্য দ্রব্য ভোজন করিত। ১৭৬

এবং তাহারা ফল-পুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন করিত। মহাদেবের যে কিছু দ্রব্য ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল ভোজন করিত। ১৭৬

তাহারা চৈত্রমাসীয় চতুর্দ্দশী ভিন্ন সকলদিনেই আমিষান্ন ভোজন করিত' কিন্তু মহাদেব মধুমাসের চতুর্দ্দশীতেও আমিষান্ন ভোজন করিতেন। ১৭৭

তদনন্তর বরাহগণ বিনষ্ট হইলে প্রমথগণ, সেই মহাদেবের সহিত মাংসভোজন করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৮

তাঁহারা স্বয়ং চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া অতীতকার্য্য সকল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জন্য ব্রহ্মার বাক্যে ভূতগ্রাম সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। ১৭৯

লোকে পূর্ব্বে চারিপ্রকার ভূতগ্রাম জানিত। ইহারাই ভূতগ্রামপদের অধিকারী হইল। ১৮০

মহাদেবের ভূতগণের যে প্রকার আহার, যে প্রকার অবয়ব, যেরূপ কার্য্য; তাহা তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ১৮১

১ আমিষং কাপি নাশ্নন্তি—ইতি পাঠান্তরম্।

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং মহদদ্ভুতম্।
স দীর্ঘায়ুঃ সদোৎসাহী যোগযুক্তশ্চ জায়তে ॥ ১৮২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয়ঃ উচুঃ—

কথং যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞত্বমাপ্তবান্।
ত্রেতাত্বমগমন্ পুত্রা বরাহস্য কথং ত্রয়ঃ ॥ ১
অকালিকোঽয়ং প্রলয়ঃ কস্মাদ্ভগবতা কৃতঃ।
জনক্ষয়ো মহাঘোরো বরাহেন মহাত্মনা ॥ ২
কথং বা মৎস্যরূপেণ বেদাস্ত্রাতাশ্চ শার্ঙ্গিণা।
কথং পুনরভূৎ সৃষ্টিঃ কেন চোর্ব্বী সমুদ্ধৃতা ॥ ৩
ঈশ্বরঃ শারভং কায়ং ত্যক্তবান্ বা কথং গুরো।
কীদৃক্ প্রবৃত্তং তদ্দেহং তন্নো বদ মহামতে ॥ ৪
এতেষাং দ্বিজশার্দ্দূল ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
তন্নোঽদ্য শ্রোষ্যমাণানাং কথয়স্ব মহামতে ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং দ্বিজশার্দ্দূলা যৎপৃষ্টোঽহমিহাদ্ভুতম্।
শৃণুস্তবহিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্ববেদফলপ্রদম্ ॥ ৬

যে ব্যক্তি সাংখ্য-যোগান্তর্গত এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া নিরন্তর উৎসাহপূর্ব্বক যোগবিদ্যায় বিজ্ঞ হইবে। ১৮২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়

বরাহের যজ্ঞরূপত্ব কীর্ত্তন

ঋষিগণ বলিলেন, যজ্ঞবরাহের দেহ কি প্রকারে যজ্ঞস্বরূপ হইল? এবং সুবৃত্তাদি বরাহ-পুত্রত্রয় কি প্রকারে অগ্নিস্বরূপ হইলেন? ১

ভগবান্, মহাত্মা বরাহ দ্বারা কি নিমিত্ত অকালে ভয়ঙ্কর জন-ক্ষয়-কর প্রলয় করাইলেন? ২

শার্ঙ্গধন্বা মৎস্যরূপধারণ করিয়া কি নিমিত্ত বেদ সকল রক্ষা করিলেন? কি প্রকারে পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি হইল? ৩

কোন্ মহাত্মা পাতাল-মগ্না ধরাকে উদ্ধার করিলেন? হে গুরো! মহাদেব শরভদেহ কি প্রকারে ত্যাগ করিলেন? এবং তিনি দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহ কিরূপে পরিণত হইল? ৪

মহাত্মন্! এই সকল বিষয় আমাদিগকে বলুন। হে দ্বিজবর! আপনি

যজ্ঞেষু দেবাস্তুষ্যন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ ॥ ৭
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ ॥ ৮
স যজ্ঞোঽভূদ্বরাহস্য কায়াচ্ছম্ভুবিদারিতাৎ।
যথাহং কথয়ে তদ্বঃ শৃণ্বন্তুবহিতা দ্বিজাঃ ॥ ৯
বিদারিতে বরাহস্য কায়ে ভর্গেণ তৎক্ষণাৎ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দেবাঃ সর্ব্বৈশ্চ প্রমথৈঃ সহ ॥ ১০
নিন্যুর্জলাৎ সমুদ্ধৃত্য তচ্ছরীরং নভঃ প্রতি।
তদ্বিভিন্নঃ শরীরং তে বিষ্ণোশ্চক্রেণ খণ্ডশঃ ॥ ১১
তস্যাঙ্গসন্ধয়ো যজ্ঞা জাতাশ্চ বৈ পৃথক্ পৃথক্।
যস্মাদঙ্গাচ্চ যে জাতাস্তচ্ছৃণ্বন্তু মহর্ষয়ঃ ॥ ১২
ভ্রূনাসাসন্ধিতো জাতো জ্যোতিষ্টোমো মহাধ্বরঃ।
হনুশ্রবণসন্ধ্যোস্তু বহ্নিষ্টোমো ব্যজায়ত ॥ ১৩
চক্ষুর্ভ্রুবোঃ সন্ধিনা তু ব্রাত্যষ্টোমো ব্যজায়ত।
জাতং পৌনর্ভবষ্টোমস্তস্য পোত্রৌষ্ঠসন্ধিতঃ ॥ ১৪
বৃদ্ধষ্টোমবৃহৎষ্টোমৌ জিহ্বামূলাদজায়তাম্।
অতিরাত্রং সবৈরাজমধোজিহ্বান্তরাদভূৎ ॥ ১৫

এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। অতএব হে মহামতে! আমরা শ্রবণোৎসুক হইয়াছি; অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যে সকল বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিলে, সাবধান হইয়া সর্ব্ববেদ-ফলদায়ী তাহার উত্তর শ্রবণ কর। ৬

যজ্ঞ-দ্বারা দেবগণ তুষ্ট হন, যজ্ঞই সকলের প্রতিষ্ঠাপক; যজ্ঞ ধরণীকে ধারণ করিয়াছেন। যজ্ঞই প্রজাগণকে পাপরাশি হইতে উদ্ধার করেন। ৭

অন্ন হেতু জীবগণ জীবনধারণ করিতেছে, পর্জ্জন্য হইতে সেই অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, পর্জ্জন্য পুনরায় যজ্ঞ বলে জন্মিতেছে। ৮

অতএব সকল জগৎ যজ্ঞময়; মহাদেব কর্ত্তৃক বিদারিত বরাহদেবের দেহ হইতে সেই যজ্ঞ যে প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি। হে দ্বিজগণ সাবধানে শ্রবণ কর। ৯

শরভ কর্ত্তৃক বরাহদেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহকে গ্রহণ করত আকাশে গমন করিলেন। ১০

বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই দেহ ছেদন করিলেন। ১১

যেহেতু সেই দেহের সন্ধিভাগ সকল পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞ হইল, তাহার কারণ শ্রবণ কর। ১২

ভ্রূদ্বয় এবং নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোমনামক মহাযজ্ঞ হইল; কপোলদেশের উচ্চ স্থান হইতে কর্ণ-মূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোম যজ্ঞ হইল। ১৩

চক্ষু এবং ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিভাগ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞরূপে পরিণত হইল; মুখাগ্র এবং ওষ্ঠের সন্ধিভাগ পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ হইল। ১৪

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।
হোমো দৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ ১৬
স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং নিত্যযজ্ঞাশ্চ সর্ব্বশঃ ।
কণ্ঠসন্ধেঃ সমুৎপন্না জিহ্বাতো বিধয়স্তথা ॥ ১৭
বাজিমেধমহামেধৌ নরমেধস্তথৈব চ ।
প্রাণিহিংসাকরা যেঽন্যে তে জাতাঃ পাদসন্ধিতঃ ॥ ১৮
রাজসূয়োঽর্থকারী চ বাজপেয়স্তথৈব চ ।
পৃষ্ঠসন্ধৌ সমুৎপন্না গ্রহযজ্ঞাস্তথৈব চ ॥ ১৯
প্রতিষ্ঠোৎসর্গযজ্ঞাশ্চ দানশ্রাদ্ধাদয়স্তথা ।
হৃৎসন্ধিতঃ সমুৎপন্নাঃ সাবিত্রীযজ্ঞ এব চ ॥ ২০
সর্ব্বে সাংস্কারিকা যজ্ঞাঃ প্রায়শ্চিত্তকরাশ্চ যে ।
তে মেঢ্রসন্ধিতো জাতা যজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১
রক্ষঃসত্রং সর্পসত্রং সর্ব্বশ্চৈবাভিচারিকম্ ।
গোমেধো বৃক্ষযাগশ্চ খুরেভ্যো হ্যভবন্নিমে ॥ ২২
মায়েষ্টিঃ পরমেষ্টিশ্চ গীষ্পতির্ভোগসম্ভবঃ ।
লাঙ্গুলসন্ধৌ সঞ্জাতা অগ্নীষোমস্তথৈব চ[১] ॥ ২৩
নৈমিত্তিকাশ্চ যে যজ্ঞাঃ সংক্রান্ত্যাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
লাঙ্গুলসন্ধৌ তে জাতাস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥ ২৪

জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃদ্ধস্তোম এবং বৃহৎস্তোম নামক যজ্ঞদ্বয় হইল। জিহ্বাদেশের অধোদেশ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজযজ্ঞ হইল। ১৫

বেদাধ্যাপনই বৈদিক যজ্ঞ; পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণই পৈতৃক-যজ্ঞ, দেবোদ্দেশে হোমাদি করা দৈব-যজ্ঞ; ছাগাদির বলিদান ভৌতিক-যজ্ঞ; মনুষ্যগণের অতিথির অভ্যর্থনাই নৃযজ্ঞ। ১৬

প্রতিদিন স্নান তর্পণ নিত্য-যজ্ঞ। যজ্ঞবরাহের কণ্ঠসন্ধি এবং জিহ্বা হইতে এই সমস্ত যজ্ঞ ও বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৭

অশ্বমেধ মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্ত্তক সেই যজ্ঞসকল—চরণ-সন্ধি হইতে জন্মিয়াছিল। ১৮

রাজসূয়, অর্থকারী বাজপেয় এবং গ্রহযজ্ঞ-সকল পৃষ্ঠসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯

প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান শ্রাদ্ধ এবং সাবিত্রী প্রভৃতি যজ্ঞ—হৃদয়সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২০

উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্তবিধায়ক যজ্ঞ সকল যজ্ঞরূপী বরাহদেবের মেঢ্র-সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২১

রাক্ষসযজ্ঞ, সর্পযজ্ঞ, সকল প্রকার অভিচারযজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষ-জাপ প্রভৃতি যজ্ঞ খুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২২

মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গীষ্পতি; ভোগজ এবং অগ্নীষোম-যজ্ঞ লাঙ্গুল হইতে এবং সংক্রমণাদি কৃত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ এবং দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ লাঙ্গুলসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৩-২৪

১। লাঙ্গুলসন্ধৌ অগ্নীষোমঃ অগ্নিষ্টোমস্তথৈব চ—ইতি পাঠান্তরম্।

তীর্থপ্রয়োগমাশৌচং যজ্ঞঃ সঙ্কর্ষণস্তথা।
অর্কমাথর্ব্বণশ্চৈব নাড়ীসন্ধেঃ সমুদ্গতাঃ ॥ ২৫
ঋচোৎকর্ষঃ ক্ষেত্রযজ্ঞাঃ[1] পঞ্চমার্গাতিযোজনঃ।
লিঙ্গসংস্থানহেরম্বযজ্ঞা জাতাশ্চ জানুনি ॥ ২৬
এবমষ্টাধিকং জাতং সহস্রং দ্বিজসত্তমাঃ।
যজ্ঞানাং সততং লোকা যৈর্ভাব্যন্তেঽধুনাপি চ ॥ ২৭
স্রুগস্য পোত্রাৎ সঞ্জাতা নাসিকায়াঃ স্রুবোঽভবৎ।
অন্যে স্রুক্‌স্রুবভেদা যে তে জাতাঃ পোত্রনাসয়োঃ ॥ ২৮
গ্রীবাভাগেণ তস্যাভূৎ প্রাগ্‌বংশো মুনিসত্তমাঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তির্যজুর্দ্ধর্ম্মো জাতাঃ শ্রবণরন্ধ্রতঃ ॥ ২৯
দংষ্ট্রাভ্যো হ্যভবন্ যূপাঃ কুশা রোমাণি চাভবন্।
উদ্গাতা চ তথাধ্বর্য্যুর্হোতা শামিত্রমেব চ ॥ ৩০
অগ্রদক্ষিণবামাঙ্গ-পশ্চাৎপাদেষু সঙ্গতাঃ ॥ ৩১
পুরোডাশাঃ সচরবো জাতা মস্তিষ্কসঞ্চয়াৎ।
কর্স্বর্নেত্রদ্বয়াজ্জাতা যজ্ঞকেতুস্তথা খুরাৎ ॥ ৩২
মধ্যভাগোঽভবদ্বেদী মেঢ্রাৎ কুণ্ডমজায়ত।
রেতোভাগাত্তথৈবাজ্যং স্বধামন্ত্রাঃ[2] সমুদ্গতাঃ ॥ ৩৩
যজ্ঞালয়ঃ পৃষ্ঠভাগাদ্ধৃৎপদ্মাদ্‌যজ্ঞ এব চ।
তদাত্মা যজ্ঞপুরুষো মুঞ্জাঃ কক্ষাৎ সমুদ্‌গতাঃ ॥ ৩৪

তীর্থ-প্রয়োগ, মাস- সঙ্কর্ষণ, আর্ক এবং আথর্ব্বণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৫

ঋচোৎকর্ষ ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বনামক যজ্ঞ জানুদেশ হইতে জন্মিয়াছিল। ২৬

হে দ্বিজবরগণ! এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল, অদ্যাপি এই যজ্ঞগণই প্রজা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছেন।২৭

যজ্ঞ-বরাহের পোত্র (মুখের অগ্রভাগ) হইতে স্রুক্ এবং নাসিকা হইতে স্রুব উৎপন্ন হইল। অন্য প্রকার স্রুক্ স্রুব যথাক্রমে পোত্র এবং নাসিকা হইতে হইল। ২৮

হে মুনিসত্তম! তাঁহার গ্রীবাদেশ হইতে প্রাগ্বংশ (হোমগৃহের পূর্ব্বভাগস্থ গৃহ) হইয়াছিল। কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ত্ত, যজুর্ধর্ম্ম প্রভৃতি জন্মিল। ২৯

দন্তসকল হইতে যূপ এবং রোম হইতে কুশ উৎপন্ন হইল। অধ্বর্য্যু, হোতা, কাষ্ঠ—তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ দক্ষিণ বামপাদ হইতে জন্মিল। ৩০-৩১

পুরোডাশ এবং চরু মস্তিষ্ক হইতে এবং নেত্রদ্বয় হইতে করীষ-প্রদীপ্ত-অগ্নির এবং খুর হইতে যজ্ঞকেতুর উৎপত্তি হইল। ৩২

মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী এবং মেঢ্র হইতে যজ্ঞকুণ্ড হইল। শুক্রধারায় আজ্য এবং যজ্ঞবরাহের কাম হইতে মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল। ৩৩

পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্ঞ জন্মিল। এবং তাঁহার আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন। তাঁহার কক্ষ হইতে মুঞ্জার উৎপত্তি হইল। ৩৪

১। পঞ্চসর্গা......ইতি পাঠান্তরম্।
২। স্বরান্ মন্ত্রাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

এবং যাবন্তি যজ্ঞানাং ভাণ্ডানি চ হবীংষি চ।
তানি যজ্ঞবরাহস্য শরীরাদেব চাভবন্ ॥ ৩৫
এবং যজ্ঞবরাহস্য শরীরং যজ্ঞতামগাৎ।
যজ্ঞরূপেণ সকলমাপ্যায়িতুমিদং জগৎ ॥ ৩৬
এবং বিধায় যজ্ঞন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সুবৃত্তং কনকং ঘোরমাসেদুর্যজ্ঞতৎপরাঃ[১] ॥ ৩৭
ততস্তেষাং শরীরাণি পিণ্ডীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্।
ত্রিদেবাস্ত্রিশরীরাণি ব্যধমন্মুখবায়ুভিঃ ॥ ৩৮
সবৃত্তস্য শরীরন্তু ব্যধমন্মুখবায়ুনা।
স্বয়মেব জগৎস্রষ্টা দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ ॥ ৩৯
কনকস্য শরীরন্তু ধ্বাপয়ামাস কেশবঃ।
ততোঽভূদ্গার্হপত্যাগ্নিঃ পঞ্চবৈতানভোজনঃ ॥ ৪০
ঘোরস্য তু বপুঃ শম্ভুর্ধ্মাপয়ামাস বৈ স্বয়ম্।
তত আহবনীয়োঽগ্নিস্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত ॥ ৪১
এতৈস্ত্রিভির্জগদ্ব্যাপ্তং ত্রিমূলং সকলং জগৎ।
এতদ্ যত্র ত্রয়ং নিত্যং তিষ্ঠতি দ্বিজসত্তমাঃ।
সমস্তা দেবতাস্তত্র বসন্ত্যনুচরৈঃ[২] সহ ॥ ৪২
এতত্তত্রপদং নিত্যমেতদেব ত্রয়াত্মকম্।
এতত্ত্রয়ীবিধিস্থানমেতৎ পুণ্যকরং পরম্ ॥ ৪৩

এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবি প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। ৩৫

যজ্ঞরূপে সর্ব্বজগৎ আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ-বরাহের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। ৩৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই প্রকারে যজ্ঞ সৃষ্টি করত সুবৃত্ত কনক এবং ঘোরের নিকট যত্নপূর্ব্বক আগমন করিলেন। ৩৭

তদনন্তর দেবত্রয় সুবৃত্তাদির দেহত্রয়কে একত্র করিয়া মুখবায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ৩৮

ব্রহ্মা সুবৃত্তের দেহে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তি হইল। ৩৯

কেশব কনকের শরীর মুখ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে পঞ্চ-বৈতান-ভোজী গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। ৪০

এই প্রকার মহাদেব, ঘোরের দেহ, মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। ৪১

ত্রিজগদ্ব্যাপী এই অগ্নিত্রয়ই ত্রিভুবনের মূলীভূত কারণ কারণ। হে দ্বিজগণ! এই অগ্নিত্রয় প্রতিদিন যেস্থানে অবস্থান করেন, সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অনুচরের সহিত সেই স্থানে বাস করেন। ৪২

এই অগ্নিত্রয়ই কল্যাণসমূহের আধার এবং ইঁহারাই দেবতা-স্বরূপ। এই অগ্নিত্রয়ই স্নান-বিধিস্বরূপ এবং পরম পুণ্যাত্মক। ৪৩

১। যত্নতৎপরাঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। রমন্ত্যনুচরৈঃ......ইতি পাঠান্তরম্।

যস্মিন্ জনপদে চৈতে হুয়স্তে বহ্নয়স্ত্রয়ঃ।
তস্মিন্ জনপদে নিত্যং চতুর্বর্গো বিবর্দ্ধতে ॥ ৪৪
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽহং দ্বিজোত্তমাঃ।
যথা যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞত্বমাপ্তবান্।
যথা চ তস্য পুত্রাণাং দেহতো বহ্নয়োঽভবন্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

আকালিকোঽয়ং প্রলয়ো যতো ভগবতা কৃতঃ।
তচ্ছৃণ্বন্তু মহাভাগা বারাহং লোকসঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ১
যথা বা মৎস্যরূপেণ বেদাস্ত্রাতাশ্চ শার্ঙ্গিণা।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
পুরা মহামুনিঃ সিদ্ধঃ কপিলো বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
সাক্ষাৎ স্বয়ং হরির্যোঽসৌ সিদ্ধানামুত্তমো মুনিঃ ॥ ৩
ধ্যায়তঃ সিদ্ধমিত্যেবং সর্ব্বং জগদিদং স্বতঃ[১]।
যতো জাতো হরেঃ কায়াৎ কপিলস্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৪

যে দেশে এই অগ্নিত্রয় মন্ত্রাদি দ্বারা আহুত হন, সেই দেশে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষস্বরূপ চতুর্ব্বর্গ বিরাজ করেন। ৪৪

হে দ্বিজগণ! তোমাদের প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিলাম। ৪৫

যেরূপে যজ্ঞ-বরাহদেহ যজ্ঞ-স্বরূপ হইল এবং তাঁহার পুত্রত্রয় অগ্নিস্বরূপ হইলেন, এই সকল তোমাদের প্রশ্ন অনুসারে উত্তর করিলাম। ৪৬

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

মনু-কপিল-সংবাদ—প্রলয় কীর্ত্তন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাত্মগণ! ভগবান্ বরাহদেহ-দ্বারা অকালে সর্ব্বজনক্ষয়কারী প্রলয় করিলেন কেন, তাহা শ্রবণ কর। ১

ভগবান্, মৎস্যরূপ ধারণ করত বেদ সকল রক্ষা করিলেন, মহাপাপনাশী সেই বৃত্তান্ত বলিব। ২

পূর্ব্বে সিদ্ধ ঈশ্বর বিষ্ণু মহামুনি কপিল সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান। ৩

ভগবান্, জগতে এক সিদ্ধ পুত্রের উৎপত্তি ইচ্ছা করিলে তাঁহার দেহ হইতে সিদ্ধ কপিল উৎপন্ন হন। ৪

১। ......জগদিতি শ্রুতম্।
তেতো......তেন সম্মতঃ ॥ ইতি পাঠান্তরম্।

স একদা পুরা ভূত্বা মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
স্বায়ম্ভুবং মনুং বাক্যং মুনিবর্য্যোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৫

কপিল উবাচ—

স্বায়ম্ভুব মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরূপ মহামতে।
মমৈবমীপ্সিতার্থং ত্বং দেহি প্রার্থয়তোঽধুনা ॥ ৬
জগৎ সর্ব্বং তবৈবেদং ত্বয়া চ পরিপালিতম্।
ত্বয়া সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টং[১] ত্বমেব জগতাং পতিঃ ॥ ৭
স্বর্গে পৃথিব্যাং পাতালে দেবমানুষজন্তুষু।
ত্বং প্রভুর্ব্বরদো গোপ্তা ত্বমেবৈকঃ সনাতনঃ ॥ ৮
ত্বং বৈ ধাতা বিধাতা চ ত্বং হি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং সততং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৯
তপস্যতো তত্র সমং প্রতিভাস্যতি সোঽনুগম্[২]।
কার্য্যকারণতত্ত্বৌঘ-সহিতানি জগন্তি বৈ ॥ ১০
তন্মে দেহি রহঃ স্থানং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
পুণ্যং পাপহরং রম্যং জ্ঞানপ্রভবমুত্তমম্ ॥ ১১
অহং হি সর্ব্বভূতানাং ভূত্বা প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
উদ্ধরিষ্যে জগজ্জাতং নির্ম্মায় জ্ঞানদীপিকাম্ ॥ ১২
অজ্ঞানসাগরে মগ্নমধুনা সকলং জগৎ।
জ্ঞানপ্লবং প্রদায়াহং তারয়িষ্যে জগত্রয়ম্ ॥ ১৩

মহামুনি কপিল একদিন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে বলিয়াছিলেন। ৫

কপিল বলিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র মহামতে মনুশ্রেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব ! তোমার নিকট আমি একটি বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থিত বিষয় সম্প্রদান কর। ৬

তুমি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করত পরিপালন করিতেছ, অতএব তুমি জগতের পতি। ৭

স্বর্গ-মর্ত্ত্য এবং পাতালবাসী দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জন্তুর তুমিই প্রভু, বর-দাতা এবং সর্ব্বকালীন রক্ষক। ৮

তুমি ধাতা বিধাতা এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ; তোমাতেই নিরন্তর সকল ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৯

যেস্থানে তপস্যা করিলে কার্য্য এবং কারণের সহিত ত্রিজগৎপ্রপঞ্চ আমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। ১০

নির্জ্জন ত্রিভুবনেও দুর্লভ পাপনাশক পবিত্র এবং শুদ্ধজ্ঞানের স্ফূর্ত্তিকারক এতাদৃশ কোন স্থান আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দাও। ১১

আমি সর্ব্বভূতের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইয়া জ্ঞানরূপ দীপালোকে জগজ্জনকে উদ্ধার করিব। ১২

অজ্ঞানরূপ জলনিধিতে নিমগ্ন ত্রিভুবনবাসি-জনগণকে জ্ঞানরূপ প্লব আশ্রয় করাইয়া উদ্ধার করিব। ১৩

১। জগদ্ ব্যাপ্তং—ইতি পাঠান্তরম্।
২। তপস্যতো তব সমঃ প্রতিযাস্যন্তি সোঽনুগম্—ইতি পাঠান্তরম্।

এতস্মিন্মাং ভবান্ সম্যগুপপন্নমিহেচ্ছতি।
ত্বন্নো নাথশ্চ পূজ্যশ্চ পালকশ্চ জগৎপ্রভো॥ ১৪
ইত্যেবমুক্তঃ স মনুঃ কপিলেন মহাত্মনা।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং কপিলং সংশিতব্রতম্॥ ১৫

মনুরুবাচ—

যদি ত্বয়াখিলজগদ্ধিতার্থং জ্ঞানদীপিকাম্।
চিকীর্ষুণা যতঃ কার্য্যং কিং স্থানার্থনয়া তব[১]॥ ১৬
হিরণ্যগর্ভঃ সুমহৎ তপস্তেপে পুরাদ্ভুতম্।
স মে যযাচে তপসে স্থানং কস্মৈ ন চ দ্বিজ[২]॥ ১৭
শম্ভুঃ সম্ভোগরহিতো দেবমানেন বৎসরান্।
অযুতানি তপস্তেপে সোঽপি স্থানং ন চৈক্ষত॥ ১৮
দেবেন্দ্রো বীতিহোত্রশ্চ শমনো রক্ষসাং পতিঃ।
যাদঃপতির্মাতরিশ্বা ধনাধ্যক্ষস্তথৈব চ॥ ১৯
এতে তেপুস্তপস্তীব্রং দিক্‌পালত্বমভীপ্সবঃ।
স্থানং ন মার্গয়ামাসুঃ কিঞ্চনাপি মহামুনে[৩]॥ ২০
দেবাগারাণি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সরিতস্তথা।
বহূনি পুণ্যভাঞ্জ্যত্র তিষ্ঠন্তি কপিল ক্ষিতৌ॥ ২১
তেষামেকতমং ত্বং চেদাসাদ্য কুরুষে তপঃ[৪]।
স্থানং ব্রহ্মংস্তপঃসিদ্ধির্ন ভবিষ্যতি তত্র কিম্॥ ২২

হে জগদীশ্বর! তুমি আমাদের নাথ পূজ্য এবং পালক, অতএব এই বিষয় উপপাদনের যুক্তি বল। ১৪

স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকার মহাত্মা কপিলের বাক্য শ্রবণ করত নিয়তাত্মা ব্রতাবলম্বী কপিলকে এই বাক্য বলিলেন। ১৫

মনু বলিলেন,—যদ্যপি তুমি জ্ঞানদীপ নির্ম্মাণ করত জগতের হিতকামনায় তপস্যা[১] করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে স্থানের কি প্রয়োজন? ১৬

হে দ্বিজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা অত্যাশ্চর্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার নিকট বা অন্য কাহারও নিকট স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। ১৭

মহাদেব বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈবপরিমাণে দশ সহস্র বৎসরকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্থান অভিলাষ করেন নাই। ১৮

হে মহামুনে! দেবেন্দ্র, অগ্নি, শমন, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের ইঁহারা দিক্‌পাল হইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও স্থানার্থে কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন নাই। ১৯-২০

হে কপিল! এই বিস্তৃত ধরামণ্ডলে দেবগৃহ, তীর্থক্ষেত্র, নদী এবং অনেক অনেক মাহাত্ম্যান্বিত স্থান আছে। ২১

তাহার মধ্যে মনোমত কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিলে তপস্যা কি সিদ্ধ হইবে না? ২২

১। চিকীর্ষুণা তপঃ······মম। ইতি পাঠান্তরম্।
২। সমাযযাচ তপসে স্থানং কস্মৈচনং দ্বিজ। ইতি পাঠান্তরম্।
৩। স্থানে সমাদয়ামাসুঃ গুরূন্ চাপি মহামুনে।
৪। তেষামেকতমং তস্মাৎ আসাদ্য ক্রিয়তাং তপঃ।

মত্তঃ স্থানার্থনা তাবৎ কেবলং তে বিকত্থনম্।
অয়ং বিকত্থনো ধর্ম্মো যুজ্যতে ন তপস্বিনাম্॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
চুকোপ কপিলঃ সিদ্ধঃ প্রোবাচ চ তদা মনুম্॥ ২৪

কপিল উবাচ—

ত্বয়ি বিশ্রম্ভমাধায় তপসঃ সিদ্ধয়েঽচিরাৎ।
স্থানং ময়া প্রার্থিতং তে তন্মাং ক্ষিপসি হেতুভিঃ॥ ২৫
অনেনাত্মপ্রবচসা তবৈবাহং ন চক্ষমে।
স্বয়ং ত্রিভুবনাধ্যক্ষ ইতি তে গর্ব্ব ঈদৃশঃ॥ ২৬
অক্ষম্যং তে বচো মেঽদ্য প্রার্থানায়াং বিকত্থনম্।
যত্ত্বং বদসি তস্য ত্বং ফলমেতদবাপ্নুহি॥২৭
ইদং ত্রিভুবনং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
হতপ্রহতবিধ্বস্তমচিরেণ ভবিষ্যতি॥ ২৮
যেনেয়মুদ্ধৃতা পৃথ্বী যেন বা স্থাপিতা পুনঃ।
যো বাস্যা অন্নকর্ত্তা স্যাদ্যো বাস্যাঃ পরিরক্ষকঃ॥ ২৯
ত এব সর্ব্বে হিংসন্ত সকলং সচরাচরম্।
নচিরাদ্দ্রক্ষ্যসি মনো জলপূর্ণং জগত্ত্রয়ম্।
হতপ্রহতবিধ্বস্তং তব গর্ব্ববিশাতনম্॥ ৩০
এবমুক্ত্বা মুনীন্দ্রোঽসৌ কপিলস্তপসাং নিধিঃ।
অন্তর্দ্দধে জগামাপি তদা ব্রহ্মসদো মুনিঃ॥ ৩১

আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করা কেবল তোমার আত্মশ্লাঘা সূচনা করা মাত্র; তপস্বিগণের আত্মশ্লাঘা করা একান্ত অনুচিত। ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিবেন;—সিদ্ধপ্রধান কপিল স্বায়ম্ভুব মনুর এই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমার জগতে আধিপত্য দেখিয়া তপস্যার নিমিত্ত মনোমত স্থান প্রার্থনা করায় তুমি আমার অবমাননা করিলে এই নিষ্ঠুর বাক্যে বোধ হইতেছে, তুমি ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছ। ২৪—২৬

তোমার নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়া আমি আত্মশ্লাঘী হইয়াছি, অদ্য এই প্রকার অসহ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি না, শীঘ্রই নিজ দুষ্কর্মের ফল অনুভব করিবে। ২৭

দেব, দানব এবং মানব প্রভৃতির সহিত এই ত্রিভুবন শীঘ্রই নষ্ট, বিনষ্ট এবং বিধ্বস্ত হইবে। ২৮

যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি পৃথিবী স্থাপন করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবী নাশ করিবেন এবং যিনি পালন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই স্থাবর-জঙ্গমের সহিত এই জগৎ নাশ করুন। ২৯

হে স্বায়ম্ভুব। শীঘ্রই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাত্মক হতপ্রহত বিধ্বস্ত দেব গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যপূর্ণ ত্রিজগৎকে জলময় দর্শন করিবে। ৩০

মুনিশ্রেষ্ঠ তপোনিধি কপিল, এই বাক্য বলিয়া সেই স্থান হইতে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ৩১

কপিলস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষণ্ণবদনো মনুঃ।
ভাবীতি প্রতিপদ্যাশু মনুর্নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩২
ততঃ স্বায়ম্ভুবো ধীমাংস্তপসে ধৃতমানসঃ।
হিতায় সর্ব্বজগতাং দিদৃক্ষুর্গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৩৩
বিশালাং বদরীং যাতো গঙ্গাদ্বারান্তিকং খলু ॥ ৩৪
তত্র গত্বা জগদ্ধর্ত্তা মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বয়ম্।
দদর্শ বদরীং তত্র পুণ্যাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৩৫
সদা ফলবতীং নিত্যং মৃদুশাদ্বলমঞ্জরীম্।
সুচ্ছায়াং মসৃণাং শীর্ণশুষ্কপত্রবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৩৬
গঙ্গাতোয়ৌঘসংসিক্ত-শিখামূলান্তরাখিলাম্।
উপাস্যমানাং সততং নানামুনিতপোধনৈঃ ॥ ৩৭
তৎ স্থানং সর্ব্বতো ভদ্রং নানাভৃঙ্গগণান্বিতম্।
ফুল্লারবিন্দসলিলং রমণীয়ং বৃষপ্রদম্ ॥ ৩৮
প্রবিশ্য তপসে যত্নমকরোল্লোকভাবনঃ।
স ভূত্বা নিয়তাহারঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৯
আরাধয়ামাস হরিং জগৎকারণকারণম্।
সর্ব্বেষাং জগতাং নাথং নীলমেঘাঞ্জনপ্রভম্ ॥ ৪০
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধরং কমললোচনম্।
পীতাম্বরধরং দেবং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ॥ ৪১
জগন্ময়ং লোকনাথং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্।
জগদ্বীজং সহস্রাক্ষং সহস্রশিরসং প্রভুম্ ॥ ৪২

মনু, কপিল মুনির কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে ভবিতব্যতার বলবত্তা বিবেচনায় মহর্ষি কপিলকে আর কিছু বলিলেন না। ৩২

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ স্বায়ম্ভুব মনু, জগৎহিতের নিমিত্ত গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ৩৩

যে স্থান হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা বহির্গত হইয়াছেন, জগৎকর্ত্তা স্বায়ম্ভুব মনু, বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। মনু সেই স্থানে গমন করত পুণ্যা পাপনাশিনী সর্ব্বকালীন-ফল-শালিনী কোমল এবং সরস-মঞ্জরী-সমন্বিতা শীতলচ্ছায়া দ্বারা সন্তাপ-নিবারিণী শুষ্কপত্র-রহিতা বদরিকা দর্শন করিলেন। ৩৪-৩৬

বদরিকার শাখাগ্র এবং মূল প্রভৃতি অবয়ব গঙ্গার প্রবাহে সিক্ত হইতেছে। নানাপ্রকারে মুনি-ঋষিগণ আগমন করত তথায় তাঁহার তপস্যা করিতেছেন। ৩৭

সেই স্থান সকল প্রকারে মঙ্গলজনক নানাপ্রকার মৃগগণ ইচ্ছামত সুখে ক্রীড়া করিতেছে। সরোবর সকল, প্রফুল্ল-কমল-সমূহের শোভায় উপশোভিত হইয়াছে, রমণীয় সেই সরোবর দীপ্তিপরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৩৮

লোকভাবন মনু, পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া নিয়তাহারে সেই স্থানে তপস্যা করিতে যত্ন করিলেন। ৩৯

মনু জগতের কারণ সকলের কল্যাণস্বরূপ জগৎসমূহের নাথ, নবীন মেঘ এবং কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমলনয়ন, পীতাম্বর-শোভিত গরুড়ারূঢ়, জগন্ময়, লোকনাথ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-স্বরূপী জগৎকারণ,

সর্ব্বব্যাপিনমাধারং নারায়ণমজং বিভুম্ ।
জপন্নেতৎ পরং মন্ত্রং সর্ব্ববেদময়ং মনুঃ ॥ ৪৩
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে ॥ ৪৪
ইতি জপ্যং প্রজপতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু ।
প্রসসাদ জগন্নাথঃ কেশবো নচিরাদথ ॥ ৪৫
ততঃ ক্ষুদ্রঝষো ভূত্বা দূর্ব্বাদলসমপ্রভঃ ।
কর্পূরকলিকাযুগ্ম-তুল্যনেত্রযুগোজ্জ্বলঃ ॥ ৪৬
তপস্যন্তং মহাত্মানং মনুং স্বায়ম্ভুবং মুনিম্ ।
আসসাদ তদা ক্ষুদ্রমৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৭
উবাচ তং মহাত্মানং মনুং স্বায়ম্ভুবং তদা ।
সুসন্ত্রস্তং স কারুণ্য-যুক্তং ভীতিসগদ্গদম্ ॥ ৪৮
তপোনিধে মহাভাগ ভীতং মাং ত্রাতুমর্হসি ।
নিত্যমুদ্বেজিতং মৎস্যৈর্বিশালৈর্ভক্ষিতুং প্রতি ॥ ৪৯
প্রত্যহং মাং মহাভাগ মীনা ধাবন্তি ভক্ষিতুম্ ।
সমন্ততোঽধিকাহস্তু ত্বং নাথো গোপিতুং ক্ষমঃ ॥ ৫০
অদ্য প্রভূতৈর্বিপুলৈর্দারিতঃ পৃথুরোমভিঃ ।
বিশ্রান্তোঽহং ক্ষুদ্রতরো ন চ শক্তঃ পলায়নে ॥ ৫১
প্রাণাকাঙ্ক্ষী মহাত্মানং ভবন্তং শরণং মুনিম্ ।
প্রাপ্তোঽহঞ্চেদনুক্রোশস্তেঽস্তি মাং প্রতিপালয় ॥ ৫২
ভয়োদ্‌ভ্রান্তমনাশ্চাহং বৃক্ষচ্ছায়াঞ্চ চঞ্চলাম্ ।
দৃষ্ট্বা চলতরঙ্গাংশ্চ মৎস্যাদিব বিভেম্যহম্ ॥ ৫৩

সহস্রাক্ষ, সহস্রশীর্ষ, সর্ব্বব্যাপী, আধার, অজ এবং বিভুস্বরূপ পরমপুরুষ নানায়ণকে "শুদ্ধ জ্ঞানস্বভাব হিরণ্যগর্ভ অব্যক্তরূপী প্রধান-পুরুষ বাসুদেবকে প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করি"—সর্ব্বদেবময় এই পরম মন্ত্র জপ করত আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ কেশব স্বায়ম্ভুব মনুর উক্ত মন্ত্র জপপূর্বক আরাধনায় শীঘ্রই প্রসন্ন হইলেন। ৪০-৪৫

তদনন্তর, জনার্দ্দন, দুর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ কর্পূরকণা-সদৃশ, উজ্জ্বল-নেত্রদ্বয়-শোভিত ক্ষুদ্র মৎস্যরূপ ধারণ করত তপস্যাপর স্বায়ম্ভুব মনুর সমীপে উপনীত হইলেন এবং ভয়ে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, কারুণ্য-যুক্ত মহাত্মা সায়ম্ভুব মনুকে বলিলেন,—মহাত্মা তপোনিধে! বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যগণ আমার সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিয়া আমাকে ভোজনের উপক্রম করে; অতএব ভয়ান্বিত-আমাকে রক্ষা কর। ৪৬-৪৮

হে মহাভাগ! প্রতিদিন মৎস্যগণ আমাকে ভোজন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়; আমি ভীত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি না। অদ্য পুনর্ব্বার সেই বৃহৎ মৎস্যগণ আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। আমিও পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া জীবনরক্ষা অভিলাষে—হে মহাত্মন্! আপনার শরণ লইলাম, আপনার যদ্যপি আমার প্রতি দয়া হয়, তাহা হইলে এই এই শঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি ভয়-চকিত-চিত্ত; এখন আমি চঞ্চল বৃক্ষচ্ছায়া এবং তরঙ্গসকল দর্শন করিয়া মৎস্যদের ভয় আশঙ্কা করিতেছি। ৪৯-৫৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তত।
কৃপয়া পরয়া যুক্তঃ প্রোচেঽহং রক্ষিতা তব ॥ ৫৪
ততঃ করোদরে তোয়মাদায়াধায় তত্র তম্।
সমক্ষং ক্ষুদ্রমৎস্যস্য বিহারং সমলোকয়ৎ ॥ ৫৫
ততো দয়ালুঃ স মনুস্তং[১] মৎস্যং চারুরূপিণম্।
অলিঞ্জরে তোয়পূর্ণে ন্যধাদ্বিপুলভোগিনি ॥ ৫৬
স তস্মিন্ মণিকে মৎস্যো বর্দ্ধমানো দিনে দিনে।
সামান্যরোহিতপ্রায়-দেহোঽভূন্ন চিরাদথ ॥ ৫৭
দশঘটজলপূর্ণং প্রত্যহং স মহাত্মা
মণিকমতিকুর্ব্বন্ বর্দ্ধয়ামাস মৎস্যম্।
স চ সুবিশদনেত্রো মৎস্যবালোঽচিরেণ।
মণিকসলিলমধ্যে লোমশঃ পীনদেহঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু ক্ষুদ্র মৎস্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত অনুকম্পাপুরঃসর বলিলেন ;—আমি তোমাকে রক্ষা করিব। ৫৪

তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু হস্তমধ্যে জলগ্রহণ করত সেই জলে ক্ষুদ্র মৎস্যটীকে স্থাপন করিয়া তাহার স্বচ্ছন্দক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫৫

তদনন্তর মনু এইরূপে কিছুকাল তাহার বিস্তৃত ক্রীড়া দর্শন করত দয়াবান্ হইয়া জলপূর্ণ অলিঞ্জরে (জ্বালায়) মনোহর সেই মৎস্যকে স্থাপন করিলেন। ৫৬

অনন্তর সেই মৎস্য সেই অলিঞ্জরে অবস্থান করত প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া অল্পকালের মধ্যে সামান্য রোহিত মৎস্যস্বরূপ হইল। ৫৭

মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু প্রতিদিন দশঘট করিয়া জল সেই অলিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিপালন করিতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যও মনুর আশ্রমে অলিঞ্জর মধ্যে মনুদত্ত জলাদি দ্বারা লোমশ বৃহৎ মৎস্য হইল। ৫৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২

১। মুনিস্তং—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

তং তথা পীবরতনুং[১] দৃষ্ট্বা মৎস্যং মনুঃ স্বয়ম্।
গৃহীত্বা পাণিনা ফুল্লনলিনাং সরসীং যযৌ ॥ ১
তৎসরস্তত্র বিপুলং পুণ্যে নারায়ণাশ্রমে।
একযোজনবিস্তীর্ণং সার্দ্ধযোজনমায়তম্ ॥ ২
নানামীনগণোপেতং শীতামলজলোৎকরম্।
তদাসাদ্য সরো মৎস্যং বিনিধায় মনুস্তদা ॥ ৩
পালয়ামাস সুতবৎ কৃপয়া পরয়া যুতঃ।
সোঽচিরেণৈব কালেন পীনো বৈসারিণোঽভবৎ।
ন মমৌ তত্র সরসি বৃহত্ত্বাৎ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪
স একদা মহামৎস্যঃ পূর্ব্বাপরতটদ্বয়ে।
শিরঃ পুচ্ছে নিধায়াশু তুঙ্গদেহঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৫
স্বায়ম্ভুবং মহাত্মানং চুক্রোশ ত্রাহি মামিতি ॥ ৬
তং তথা স মনুর্জ্ঞাত্বা ক্রোশন্তং স্থূলপুচ্ছকম্।
আসসাদ তদা মৎস্যং জগ্রাহ চ করেণ তম্ ॥ ৭
ন শক্নোম্যহমুদ্ধর্তুং পৃথুরোমাণমদ্ভুতম্।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব প্রোদ্দধার করেণ তম্ ॥ ৮
ভগবানপি বিশ্বাত্মা মৎস্যরূপী জনার্দ্দনঃ।
স্বায়ম্ভুবকরং প্রাপ্য লঘিমানমুপাশ্রয়ৎ ॥ ৯

মনু-মীন সংবাদ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর মনু স্থূলকায় মৎস্যকে দেখিয়া স্বয়ং হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রস্ফুটকমল-সরোবরে গমন করিলেন। ১

সাতিশয় দয়াশীল মনু পবিত্র নারায়ণশ্রমে একযোজন বিস্তৃত সার্দ্ধযোজন সুদীর্ঘ বহুল মৎস্যসঙ্কুল শীতল স্বচ্ছ-সলিল-রাশিপূর্ণ সেই সরোবরে আগমন-পূর্ব্বক মৎস্যকে রাখিয়া পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন, মৎস্যও অচির-কাল মধ্যেই স্থূলকায় হইল। হে দ্বিজগণ! মৎস্য এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, সেই সরোবরের আর স্থান কুলাইল না। ২-৩

একদা উন্নতকায় মহামৎস্য সরোবরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীরে মস্তক ও পুচ্ছ স্থাপনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া মহাত্মা মনুর উদ্দেশ্যে "আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ চীৎকার করিল। ৫-৬

তখন মনু, মীনশ্রেষ্ঠ এইরূপ চীৎকার করিতেছে জানিয়া আগমনপূর্ব্বক তাহাকে হস্তে গ্রহণ করিতে যাইলেন। ৭

"কি আশ্চর্য! আমি মৎস্যকে তুলিতে পারিতেছি না" এইরূপে ক্ষণিক-চিন্তা করত তাহাকে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ৮

মৎস্যরূপী বিশ্বময় ভগবান্ বিষ্ণুও মনুর হস্তে আসিয়া লঘু হইলেন। ৯

১। ততস্তথা পীনতনুং……ইতি পাঠান্তরম্।

ততঃ করাভ্যামুদ্ধৃত্য স্কন্ধে কৃত্বা দ্রুতং মনুঃ[১]।
নিনায় সাগরং তত্র তোয়ে চ নিদধে ততঃ ॥ ১০
যথেচ্ছমত্র বর্দ্ধস্ব ন কোঽপি ত্বাং বধিষ্যতি।
অচিরেণৈব সম্পূর্ণ-দেহং ত্বং সমবাপ্নুহি ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং বরঃ।
লঘুত্বং চিন্তয়ংস্তস্য বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ১২
মৎস্যোঽপি নচিরাদেব পূর্ণকায়স্তদা মহান্।
সর্ব্বতঃ পূরয়ামাস দেহাভোগেন সাগরম্ ॥ ১৩
তং পূর্ণকায়মালোক্য ব্যতীত্যাম্ভঃ সমুচ্ছ্রিতম্।
শিলাভির্নিচিতং স্ফীতং[২] মানসাচলসন্নিভম্ ॥ ১৪
রুদ্ধন্তং সাগরং সর্ব্বং দেহাভোগাচলীকৃতম্।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমান্ মেনে মৎস্যং ন তং তদা ॥ ১৫
ততঃ পপ্রচ্ছ তং সাম্না মৎস্যং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
বিচিন্ত্য লঘিমানঞ্চ পশ্যন্মূর্ত্তিং তদাদ্ভুতাম্ ॥ ১৬

মনুরুবাচ—

ন ত্বাং মৎস্যমহং মন্যে কস্ত্বং মে বদ সত্তম।
মহত্ত্বং লঘিমানং তে চিন্তয়ন্ সুমহত্তর ॥ ১৭
ত্বং ব্রহ্মা হ্যথবা বিষ্ণুঃ শম্ভুর্বা মীনরূপধৃক্।
ন চেদ্গুহ্যং মহাভাগ তন্মে বদ মহামতে ॥ ১৮

অনন্তর মনু, দুই হস্তে তাহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক তদীয় তোয়-রাশিতে রাখিলেন। ১০

"এইস্থানে ইচ্ছানুসারে বাড়িতে থাক, কেহই তোমাকে মারিবে না, শীঘ্রই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হও।" ১১

সৌভাগ্যশালী প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনু, এই বলিয়া তাহার লঘুতা চিন্তা করত অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ১২

সেই মৎস্য অতিশীঘ্র পূর্ণাবয়ব হইল তদীয় দেহে সমুদয় সমুদ্র ব্যাপ্ত হইল। ১৩

তখন প্রতিভাশালী স্বায়ম্ভুব মনু, শঙ্ক-পরিবৃত পূর্ণাবয়ব মৎস্যকে শিলাবৃত মানস শৈলের ন্যায় জল অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে ও দেহবিস্তারে সমস্ত সাগরকে নিশ্চলরূপে রোধ করিতে দেখিয়া, আর তাহাকে মৎস্য বোধ করেন নাই। ১৪-১৫

অনন্তর সেই স্বায়ম্ভুব মনু, তৎকালীন তাহার অদ্ভুত মূর্ত্তি সন্দর্শন করত পূর্ব্ব লঘুতা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে সাধুশ্রেষ্ঠ! ভবদীয় মহত্ব ও লঘুতা সন্দর্শন করিয়া আপনাকে আমার আর মৎস্য বলিয়া বিবেচনা নাই, আপনি কে আমাকে বলুন। আপনি মীনরূপধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর? হে মহাভাগ! যদি ইহা গোপনীয় না হয়, তবে আমাকে বলিতে পারেন। ১৬-১৮

১। কৃত্বাণ্ডজং মনুঃ।
২। শঙ্খৈঃ শিলাভিঃ রচিতং—ইতি পাঠান্তরম্।

মৎস্য উবাচ—

আরাধ্যোঽহং ত্বয়া নিত্যং যো হরিঃ স সনাতনঃ।
তবেষ্টকামসিদ্ধ্যর্থং প্রাদুর্ভূতঃ সমাহিতঃ ॥ ১৯
যৎ ত্বমিচ্ছসি ভূতেশ মত্তস্ত্বং মীনমূর্ত্তিতঃ[১]।
তৎ করিষ্যেঽহদ্য তাং মূর্ত্তিমিমাং বিদ্ধি মনো মম ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
জ্ঞাত্বা প্রত্যক্ষতো বিষ্ণুং মনুস্তুষ্টাব কেশবম্ ॥ ২১

মনুরুবাচ—

নমস্তে জগদব্যক্ত-পরাপরপতে হরে।
পাবকাদিত্যশীতাংশু-নেত্রত্রয়ধরাব্যয় ॥ ২২
জগৎকারণসর্ব্বজ্ঞ জগদ্ধাম হরে পর।
পরাপরাত্মরূপাত্মন্ পারিণাং পারকারণ ॥ ২৩
আত্মানমাত্মনা ধৃত্বা ধরারূপধরো হরে।
বিভর্ষি সকলান্ লোকানাধারাত্মংস্ত্রিবিক্রম ॥ ২৪
সর্ব্ববেদময়শ্রেষ্ঠ ধামধারণকারণ।
সুরৌঘপরমেশান নারায়ণ সুরেশ্বর ॥ ২৫
অযোনিস্ত্বং জগদ্‌যোনিরপাদস্ত্বং সদাগতিম্।
ত্বং তেজঃ স্পর্শহীনশ্চ সর্ব্বেশস্ত্বমনীশ্বরঃ ॥ ২৬

মৎস্য বলিলেন, তুমি যাহাকে প্রতিদিন আরাধনা করিয়া থাক, আমি সেই সনাতন বিষ্ণু; হে প্রজাপতি, তুমি যাহা আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সম্পাদন করিব, পূর্ব্বে এইরূপ অঙ্গীকৃত ছিলাম, তাই তোমার মনোরথ সিদ্ধির জন্য অদ্য অবতীর্ণ হইয়াছি, মনু! আমার এই মূর্ত্তিকে সেই সিদ্ধিদায়িনী জানিও। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মনু অমিততেজা বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ও স্বয়ং বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ জানিয়া স্তব করিলেন,—হে বহ্নি-সূর্য্য-চন্দ্রনেত্রধারী সনাতন! হে স্থূলসূক্ষ্ম কার্যকারণেশ্বর হরি! আপনাকে প্রণাম করি। ২০-২১

হে পরমারাধ্য হরি! আপনি জগতের সমস্ত কারণ অবগত আছেন, আপনি জগতের আশ্রয়। ২৩

আপনি কার্য্যকারণ-স্বরূপ আত্মা এবং পবিত্রতাকারিগণের পবিত্রতার কারণ। ২৪

হে ত্রিবিক্রম! ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হরে! আপনি স্বয়ং স্ব স্ব স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক ধরারূপ ধরিয়া সমস্ত লোককে ধারণ করিতেছেন! হে সর্ব্বদেবময়! হে পরম ধ্যানধারিন্! হে সুরগণের পরমারাধ্য সুরেশ্বর নারায়ণ! আপনার নিজের জন্ম নাই, তথাপি আপনি জগতের উৎপত্তিকারণ, আপনি স্বয়ং চরণশূন্য হইলেও সর্ব্বদা গতিশীল। আপনি তেজঃস্বরূপ, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলের অগোচরতা নিবন্ধন স্পর্শজ্ঞানের অগোচর এবং আপনিই সকলের ঈশ্বর; আপনার কেহ ঈশ্বর নাই। ২৫-২৬

১। ......মত্তঃ শান্তেন মূর্ত্তিনা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বমনাদিঃ সমস্তাদিস্ত্বং নিত্যানন্তরোঽন্তরঃ।
যদ্ধৈমমণ্ডং জগতাং বীজং ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৭
তদ্বীজং[১] ভবতস্তেজস্ত্বয়োক্তং সলিলেষু চ।
সর্ব্বাধারো নিরাধারো নির্হেতুঃ সর্ব্বকারণম্ ॥ ২৮
নমো নমস্তে বিশ্বেশ লোকানাং প্রভব প্রভো।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেতুস্ত্বং বিধিবিষ্ণুহরাত্মধৃক্ ॥ ২৯
যস্য তে দশধা মূর্ত্তিরূর্ম্মিষট্‌কাদিবর্জ্জিতা।
জ্যোতিঃ পতিস্ত্বমম্ভোধিস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০

কস্তে ভাবং বক্তুমীশঃ পরেশ
স্থূলাৎ স্থূলো যোঽণুরূপোর্থবর্গাৎ।
তস্মৈ নিত্যং মে নমোঽস্ত্বদ্য যোঽভূ-
দাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৩১
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রপাৎ
সহস্রচক্ষুঃ পৃথিবীং সমন্ততঃ।
দশাঙ্গুলং যো হি সমত্যতিষ্ঠৎ
স মে প্রসীদত্বিহ বিষ্ণুরুগ্রঃ ॥ ৩২

নমস্তে মীনমূর্ত্তে হে নমস্তে ভগবন্ হরে।
নমস্তে জগদানন্দ নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ৩৩

আপনি স্বয়ং অনাদি হইলেও সকলের আদি, নিত্য আনন্দই আপনার উৎপত্তিস্থান। ত্রিভুবনের বীজস্বরূপ যে স্বর্ণময় অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বিখ্যাত, সে বীজও আপনার তেজ এবং আপনি তাহাকেই তোয়রাশিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আপনি সকলের আশ্রয়, আপনার কোন আশ্রয় নাই, আপনি সকলের কারণ, আপনার কেহই কারণ নহে। ২৭-২৮

হে সর্ব্বলোক প্রভব! প্রভো! জগদীশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের কারণ। ২৯

যে আপনার দশপ্রকার মূর্ত্তি কাম-ক্রোধাদি-ষড়্‌রিপুবর্জ্জিত, হে তেজোরাশি-পতে ভূতভাবন! সেই সকল মূর্ত্তিস্বরূপ আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। ৩০

হে পরেশ! স্থূল হইতে স্থূলতর ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভবদীয় স্বভাব বর্ণনা করিতে কে পারে? যিনি অজ্ঞান-তমসের অতি দূরবর্তী, সূর্য্য-সম-তেজস্বী, সেই আপনাকে আমার সর্ব্বদা নমস্কার। ৩১

যিনি পৃথিবীব্যাপী সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ ও সহস্রনেত্র হইয়াও দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানে স্থিতি করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যবান্ বিষ্ণু এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩২

হে মীন-মূর্ত্তি-ধারিন্! আপনাকে নমস্কার, হে ভগবন্ হরে! আপনাকে নমস্কার। হে জগদানন্দময়! আপনাকে নমস্কার, হে ভক্তবৎসল! আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। ৩৩

১। ......তব তৎ তেজস্থ প্রাণিনাং তরু।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স্বায়ম্ভুবেন মনুনা সংস্তুতো মৎস্যরূপধৃক্।
বাসুদেবস্তদা প্রাহ মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ ॥ ৩৪

ভগবানুবাচ—

তুষ্টোঽস্মি তপসা তেঽদ্য ভক্ত্যা চাপি স্তুতো মুহুঃ।
সপর্য্যয়া চ দানেন বরং বরয় সুব্রত ॥ ৩৫
ইষ্টার্থং সম্প্রদাস্যামি তুভ্যং নাত্র বিচারণা।
বরয়স্বেপ্সিতান্ কামান্ লোকানাং বা হিতঞ্চ যৎ ॥ ৩৬

মনুরুবাচ—

যদি দেয়ো বরো মেঽদ্য লোকানাং যো হিতো ভবেৎ।
তস্মে দেহি বরং বিষ্ণো তং বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব মে ॥ ৩৭
শশাপ কপিলঃ পূর্ব্বং মদর্থে ভুবনত্রয়ম্।
হতপ্রহতবিধ্বস্তং সকলং তে ভবেদিতি ॥ ৩৮
যেনেয়মুদ্ধৃতা পৃথ্বী যেনেয়ং প্রতিপালিতা।
সংহরিষ্যতি যশ্চৈনাং তেঽধুনা প্লাবয়ন্ত্বিমাম্ ॥ ৩৯
ততোঽহং দীনহৃদয়স্ত্বামেব শরণং গতঃ।
ন যথেদং ত্রিভুবনং ভবিষ্যতি জলপ্লুতম্ ॥ ৪০
হতপ্রহতবিধ্বস্তং[১] তথা ত্বং দেহি মে বরম্ ॥ ৪১

তখন মৎস্যরূপী বাসুদেব স্বায়ম্ভুব মনুর স্তোত্রে পূজিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—হে সুব্রত! তপস্যা, ভক্তি ও এইরূপ পূজা বিধি দ্বারা বারংবার পূজিত হইয়া আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। ৩৪-৩৫

মনোরথ সিদ্ধির জন্য তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব, প্রদান বিষয়ে আমার বিচার নাই; যাহা ত্রিভুবনের হিতকারী এরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ৩৬

মনু বলিলেন;—হে বিষ্ণো! সর্ব্বলোক হিতকর বর যদি আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি তাহার বিষয় এক্ষণেই বলিব শ্রবণ করিয়া সেই বর প্রার্থনা করুন। ৩৭

পূর্ব্বে কপিলদেব আমার জন্য ত্রিভুবনের প্রতি "তোমার সকলই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত ও লয় প্রাপ্ত হউক। ৩৮

যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি ইহাকে পালন করিতেছেন এবং পরে যিনি ইহাকে সংহার করিবেন, তাঁহারা সকলেই এক্ষণে ইহাকে জলপ্লাবিত করুন"। ৩৯

এইরূপ শাপ প্রদান করেন, তাই আমি কাতর হৃদয়ে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৪০

যেন এই ত্রিভুবন জলপ্লাবিত ও বিনষ্ট বিধ্বস্ত না হয়, সেইরূপ আমাকে বর প্রদান করুন। ৪১

১। হতপ্রহতবিধ্বস্তে……ইতি পাঠান্তরম্।

ভগবানুবাচ—

ন মত্তঃ কপিলো ভিন্নস্তথা ন কপিলাদহম্।
যদুক্তং তেন মুনিনা ময়োক্তং বিদ্ধি তন্মনো ॥ ৪২
তস্মাদ্ যদুদিতং তেন তৎ সত্যং নান্যথা ভবেৎ।
করিষ্যে তত্র সাহায্যং স্বায়ম্ভুব নিবোধ তৎ ॥ ৪৩
হতপ্রহতবিধ্বস্তে তোয়মগ্নে জগৎত্রয়ে।
ন চিরাদেব তত্তোয়ং শোষয়িষ্যামি বৈ মনো[১] ॥ ৪৪
যাবজ্জলপ্লবস্তাবদ্‌যথা কার্য্যং ত্বয়া মনো।
তন্মে নিগদতঃ পথ্যং শৃণুষ্বাবহিতোঽধুনা ॥ ৪৫
সর্বযজ্ঞিয়কাষ্ঠৌঘৈরেকা নৌকা বিধীয়তাম্।
তামহং দ্রঢ়য়িষ্যামি যথা নো ভিদ্যতে জলৈঃ ॥ ৪৬
দশযোজনবিস্তীর্ণাং ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তাম্।
ধারিণীং সর্ব্ববীজানাং ভুবনত্রয়বর্দ্ধিনীম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বযজ্ঞিয়বৃক্ষাণাং ভূরিবল্কলতন্তুভিঃ।
নবযোজনদীর্ঘাস্তু ব্যামত্রয়সুবিস্তৃতাম্।
কুরুষ্ব ত্বং মনো তূর্ণং বৃহতীমীরিকাং বটীম্ ॥ ৪৮
জগদ্ধাত্রী জগন্মায়া লোকমাতা জগন্ময়ী।
দ্রঢ়য়িষ্যতি তাং রজ্জুং ন ত্রুট্যতি যথা তথা ॥ ৪৯

ভগবান্ বলিলেন ;—কপিল আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমিও কপিল হইতে ভিন্ন নহে। ৪২

হে মনো! সেই মুনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বাক্যানুসারে বিজ্ঞিত হইয়াছে। ৪৩

অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, অন্যথা হইবার নহে। হে মনো! আমি সে বিষয়ে তোমার সাহায্য করিব, তাহা শ্রবণ কর, হে মনু! বিনষ্ট লয়প্রাপ্ত ত্রিজগৎ জলরাশি-মগ্ন হইলে আমি অতি শীঘ্রই সেই জলরাশি শুষ্ক করিব। ৪৪

হে মনু! যে পর্য্যন্ত জলপ্লাবন থাকিবে, সেই সময়ে তোমার যাহা কর্ত্তব্য আমি তদ্বিষয়ে হিতবাক্য বলিতেছি এক্ষণে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৪৫

মনো! যাজ্ঞিক কাষ্ঠসমূহ দ্বারা প্রস্থে দশযোজন এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিংশৎ-যোজন-পরিমিত এবং জগৎ-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ সকলের ধারণে সমর্থ যজ্ঞীয় কাষ্ঠসমূহ দ্বারা এক নৌকা নির্ম্মাণ কর ; ঐ নৌকা আমি স্বশক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়া রাখিব। প্রলয়কালীন জলের প্রচণ্ড বেগেও তাহার বিঘ্ন হইবে না। এবং নয় যোজন পরিমাণে দীর্ঘ এবং প্রস্থে বাহুমূল হইতে অঙ্গুরীর অগ্রভাগের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বিস্তৃত যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বৃক্ষসমূহের বল্কল এবং সূত্রদ্বারা স্বয়ংই বৃহৎ এক রজ্জু নির্ম্মাণ কর। ৪৬-৪৮

যাঁহার মায়ায় লোক মুগ্ধ হইয়া মায়াজালে বদ্ধ হইতেছে, সেই জগজ্জননী উক্ত রজ্জুর বিঘ্ন নিবারণ করত রক্ষা করিবেন। ৪৯

১। শ্যামলোধ শৃঙ্গেণ ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি বৈ তদা।

সর্ব্বাণি বীজান্যাদায় সবেদান্ সপ্ত বৈ ঋষীন্ ।
তস্যাং নাবি নিষন্নস্ত্বং বর্ত্তমানে জলপ্লবে ॥ ৫০
দক্ষেণ সহ সঙ্গম্য স্মরিষ্যসি মনো মম ।
স্মৃতোঽহং তূর্ণমায়াস্যে ভবতো নিকটং প্রতি ॥ ৫১
শ্যামলেনাথ শৃঙ্গেণ ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি বৈ তদা ॥ ৫২
যাবৎ প্রহৃতবিধ্বস্ত-হৃতং স্যাদ্ভুবনত্রয়ম্ ।
তাবৎপৃষ্ঠেন তাং নাবং বোঢ়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩
জলপ্লুতে তু সম্পূর্ণে শৃঙ্গে মম চ তাং তরীম্ ।
ত্বং তদা বটীরিকয়া সন্ধানিষ্যসি বৈ দৃঢ়ম্ ॥ ৫৪
বদ্ধায়াং নাবি মে শৃঙ্গে দেবমানেন বৎসরান্ ।
সহস্রং প্রেরয়িষ্যামি তাং নাবং শোষয়ন্ জলম্ ॥ ৫৫
ততঃ শুষ্কেষু তোয়েষু প্রোত্তুঙ্গে শিখরে গিরেঃ ।
হিমাচলস্য বদ্ধাহং তস্মিন্নাবমহং মনো ॥ ৫৬
[১]তাং বৈ গোপয়িতা নিত্যং যাবদ্ভূঃ শোষয়েজ্জলম্ ।
চিন্তিতোঽহং ত্বয়া প্রাপ্যো যদা হি নিকটং তব ॥ ৫৭
শৃঙ্গেণ শ্যামলেনৈব ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি পুষ্করে ॥ ৫৮
পুনঃ সৃষ্টিং ততঃ কৃত্বা মৎপ্রসাদান্মহামতে ।
ত্রৈলোক্যদুর্লভামৃদ্ধিমবাপ্স্যসি সনাতনীম্ ॥ ৫৯
অহমারাধিতো যেন জপ্যেন ভবতা মনো ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য যস্তোষয়তি তেন মাম্ ॥ ৬০

যে কালে প্রলয়পয়োনিধির সলিল-তরঙ্গে এবং প্রচণ্ড পবনের ঝঞ্ঝাবাতে ভূতল রসাতল গমনোদ্যত হইবে, তুমি সেই কালে ভাবী সৃষ্টির বীজসকল সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ সকলকে গ্রহণ করিয়া দক্ষের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করত একচিত্তে আমাকে স্মরণ করিবে। স্মরণ করিবামাত্রই আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়া দর্শন দিব। ৫০-৫১

তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শন করিয়া আমাকে জানিতে পারিবে। যেকাল পর্য্যন্ত এই প্রকার ভয়ঙ্কর কার্য্যে জগৎ দোদুল্যমান হইবে, আমি তদবধি সেই নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করত রক্ষা করিব। ৫৩

অনন্তর প্রলয়কালীন ক্ষোভ শান্ত হইলে, তুমি পূর্ব্বোক্ত রজ্জুদ্বারা আমার শৃঙ্গের সহিত ঐ নৌকাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিবে। ৫৪

দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসরকাল ঐ জল শুষ্ক হইলে হিমালয়গিরির উন্নত-শিখরে নৌকা বন্ধন করিয়া আমার দর্শন প্রতীক্ষায় সেই স্থানে থাকিবে এবং আমাকে চিন্তা করিবামাত্র আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব। ৫৫-৫৭

পৃথিবীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকিলে তোমায় দর্শন দিব; তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শনে আমাকে জানিতে পারিবে। ৫৮

মহাত্মন্! আমার অনুগ্রহে পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-দুর্লভা পূর্ব্বের লক্ষ্মী লাভ করিবে। ৫৯

মনো! তুমি যে মন্ত্র জপ করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছ, যে ব্যক্তি

১। ৫৭, ৫৮, ৫৯—শ্লোকগুলি অন্য পুস্তকে নাই।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ মৎস্যস্তেন নমস্কৃতঃ।
অন্তর্দধে জগন্নাথো লোকানুগ্রহকারকঃ ॥ ৬১
স্বায়ম্ভুবোঽপি ভগবানন্তর্দ্ধানং গতে হরৌ।
যথোক্তং হরিণা পূর্ব্বং নাবং রজ্জুং তথাকরোৎ ॥ ৬২
সর্ব্বযজ্ঞিয়বৃক্ষৌঘা ছিত্ত্বা স্বায়ম্ভুবস্তদা।
উদ্ধৃত্য কারয়ামাস[১] বাস্যাদিভিরসৌ তরিম্।
তেষাং[২] বল্কসমুদ্ভূত-সূত্রসঙ্ঘৈর্বটীরিকাম্।
পূর্ব্বোক্তেন প্রমাণেন কারয়ামাস বৈ মনুঃ ॥ ৬৩
ততঃ কালেন মহতা বৃত্তং যুদ্ধং মহাদ্ভুতম্।
বিষ্ণোর্যজ্ঞবরাহস্য শরভস্য হরস্য চ ॥ ৬৪
ততো জলপ্লবে জাতে বিধ্বস্তে ভুবনত্রয়ে।
তথা রজ্জ্বা তরিং বদ্ধা বীজান্যাদায় সর্ব্বশঃ ॥ ৬৫
বেদানৃষীংস্তদা সপ্তদশঞ্চাদায় বৈ মনুঃ।
তস্যাং নাবি সমাধায় তোয়মগ্নে চরাচরে ॥ ৬৬
স্বায়ম্ভুবস্তদা মৎস্যং হরিং সস্মার নৌগতঃ।
ততো জলানামুপরি সশৃঙ্গ ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৬৭
[৩]উদিতশ্চৈকশৃঙ্গেণ বিষ্ণুর্মৎস্যস্বরূপধৃক্।
আগতস্তত্র ন চিরাদ্‌যত্রাস্তে তরিণা মনুঃ ॥ ৬৮
তরিমারুহ্য বিপুলে তোয়রাশৌ ভয়ঙ্করে।
যাবচ্চলাচলং তোয়ং তাবৎ পৃষ্ঠে তরিং ন্যধাৎ ॥ ৬৯

এই মন্ত্রের জপাদি করিয়া আমার পূজা করিবে তাহারও মনোরথ সফল হইবে। ৬০

লোকানুগৃহীতা ভগবান্ এইপ্রকারে স্বায়ম্ভুব মনুকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৬১

স্বায়ম্ভুব মনুও—ভগবান্ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার আদেশমত যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ করত পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে এক নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং বৃক্ষের বল্কল এবং সূত্রদ্বারা রজ্জুও নির্ম্মাণ করিলেন। ৬২-৬৩

তদনন্তর বহুকালের পর মহাদেব যজ্ঞ-বরাহ-রূপধারী বিষ্ণুর সহিত মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ৬৪

অনন্তর প্রলয় হেতু ত্রিভুবন ছিন্নভিন্ন হইলে স্বায়ম্ভুব মনু, সেই রজ্জু দ্বারা নৌকাকে বন্ধন করিয়া সৃষ্টির বীজ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ-সকলকে গ্রহণ করত নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং বিষ্ণুর আদেশমতে মৎস্য রূপধারী ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৫-৬৭

তদনন্তর শৃঙ্গবিরাজিত গিরিবরের ন্যায় শোভাশালী মৎস্যরূপী ভগবান্ এক শৃঙ্গ ধারণ করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ৬৮

১। নাবং দৃঢ়তরাং ততঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। শুক্লসমুদ্ভূত……বটীমপিম্—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। উদ্দীপ্ত—…ইতি পাঠান্তরম্।

জলে প্রকৃতিমাপন্নে শৃঙ্গে বদ্ধা বটীরিকাম্ ।
তাং নাবং নোদয়ামাস সহস্রং দৈববৎসরান্ ॥ ৭০
স্বয়ং নাবমবষ্টভ্য দধার পরমেশ্বরঃ ।
যোগনিদ্রা জগদ্ধাত্রী সমাসীদ্বটীরিকাম্ ॥ ৭১
ততঃ শনৈঃ শনৈস্তোয়ে শোষং গচ্ছতি বৈ চিরাৎ ।
পশ্চিমং হিমবচ্ছৃঙ্গং সুমগ্নং তোয়মধ্যতঃ ॥ ৭২
দ্বে সহস্রে যোজনানামুচ্ছ্রিতস্য হিমপ্রভোঃ ।
পঞ্চাশত্তু সহস্রাণি শৃঙ্গং তত্তস্য চোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৭৩
তস্মিন্ শৃঙ্গে ততো নাবং বদ্ধা মৎস্যাত্মধৃগ্ঘরিঃ ।
জগাম শোষণায়াশু জলানাং জগতাং পতিঃ ।
এবং হি মৎস্যরূপেণ বেদাস্ত্রাতাশ্চ শার্ঙ্গিণা ॥ ৭৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

কপিলস্য তু শাপেন কৃত আকালিকো লয়ঃ ।
অকালিকোঽয়ং প্রলয়ো যতো ভগবতা কৃতঃ ।
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যথাবদ্ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

এবং যেকাল পর্য্যন্ত সেই জল মহাবেগে সৃষ্টিনাশে প্রবৃত্ত হইল, ভগবান্ তদবধি নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন । ৬৯

প্রলয় শান্ত হইলে ভগবান্, রজ্জু দ্বারা শৃঙ্গে দৃঢ়তর বদ্ধ নৌকা ধারণ করিয়া দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসরে সুমেরু-শিখরের সমীপে উপস্থিত হইলেন । যোগমায়া জগদ্ধাত্রী, সেই নৌকার বিঘ্ন-বিনাশ করিয়াছিলেন । ৭০-৭১

ক্রমশঃ জল শুষ্ক হইতে লাগিল, দুই সহস্র যোজন পরিমাণে উন্নত, পশ্চিম দিগ্ব্যাপী হিমালয় পর্ব্বতের প্রধান শৃঙ্গ, জল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলে, ভগবান্ তাহাতেই নৌকাবন্ধন করত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ সকল রক্ষা করিলেন । ৭২-৭৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে মুনিসত্তম ! মহাত্মা কপিলমুনির শাপে অকালে যে প্রলয় হইল, সেই বিষয় সবিস্তারে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলাম । ৭৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

যথা পুনরভূৎ সৃষ্টিরকালপ্রলয়ে গতে।
যেন চৈবোদ্ধৃতা পৃথ্বী তচ্ছৃণ্বন্তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১
ব্যতীতে প্রলয়ে বিষ্ণুঃ কূর্ম্মরূপী মহাবলঃ।
পৃষ্ঠে নিধায় পৃথিবীমুদ্ধৃত্যাথ সপর্ব্বতাম্।
সমাঞ্চকার সকলাং পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ ॥ ২
শরভস্য বরাহস্য তৎপুত্রাণাং পদক্রমৈঃ।
যত্র ভূমির্বিশীর্ণাভূত্তাং সমাং কমঠোঽকরোৎ ॥ ৩
কৃত্বা সমং ততো ভূমিং পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরঃ।
অনন্তং ধারয়ামাস পৃথিবীতলসংশ্রিতম্ ॥ ৪
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ হরশ্চ পরমেশ্বরঃ।
নাবোদরস্থান্ সপ্তমুনীন্মনুং স্বায়ম্ভুবং তদা।
নরনারায়ণৌ চোভৌ দক্ষঞ্চোচুঃ সমাগতাঃ ॥ ৫
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে নরনারায়ণৌ তথা।
দক্ষ-স্বায়ম্ভুবমনূ বয়ং ক্রমোঽধুনা চ যৎ ॥ ৬
সৃষ্টির্নষ্টা বরাহস্য শরভস্য চ সঙ্গরাৎ।
অতোঽস্মাকং যথা কার্য্যা সৃষ্টিরাকর্ণয়ন্তু তৎ ॥ ৭
নরনারায়ণাবেতৌ সৃষ্ট্যর্থং সমুপস্থিতৌ।
সংস্থাপনায় দেবানাং পরমং তপ্যতাং তপঃ ॥ ৮
আপ্যায্য তপসা চোভৌ জনলোকগতান্ সুরান্।
আনয়ন্তুপরাস্ত্বশ্বৎ সংসৃজন্তু গণান্ বহূন্ ॥ ৯

সৃষ্টি-বিস্তার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই প্রকারে অকাল-প্রলয়ানন্তর যেরূপে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইল এবং যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিলেন, সেই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ১

পরমেশ্বর বিষ্ণু, প্রলয়-বেগ নিবৃত্ত হইলে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া পর্ব্বতের সহিত পৃথিবীকে পৃষ্ঠে গ্রহণ করত উন্নত অবনত দেশসকল সমান করিলেন। ২

শরভ এবং বরাহের যুদ্ধকালে পৃথিবীর যে সকল দেশ বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল দেশও সমভূমি করিলেন। ৩

এই প্রকারে সকল দেশ সমভাগে পরিণত হইলে ভগবান্, ধরাধর অনন্তকে কূর্ম্মরূপে ধারণ করিলেন। ৪

তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, নর-নারায়ণের সহিত সেই নৌকার সমীপে আগমন করিয়া মনু সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং দক্ষকে সম্বোধন করত নর-নারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন,—হে মহাত্মগণ! বরাহ এবং শরভের যুদ্ধে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে, পুনর্ব্বার যেরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। ৫-৭

সৃষ্টির নিমিত্ত উপস্থিত নর-নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা করুন। ৮

নক্ষত্রাণি গ্রহাংশ্চৈব তেষাং স্থানানি বৈ মুনে।
এতয়োস্তপসা যান্তু স্থিরতাং পূর্ব্ববন্মনো ॥ ১০
সূর্য্যস্য রথসংস্থানং তথা চন্দ্ররথস্থিতিম্।
করোত্বয়ং মহাভাগঃ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ॥ ১১
পৃথিব্যাং সর্ব্ববীজানি স্বায়ম্ভুবমনো ত্বয়া।
উপ্যন্তাং সর্ব্বতঃ শস্যপূর্ণা ভবতু মেদিনী ॥ ১২
প্ররোহয়ৌষধীর্বৃক্ষান্ লতাবল্লীশ্চ সর্ব্বতঃ।
স্বায়ম্ভুব মহান্ত্যেতৎ প্রাপ্তান্যৃতুফলানি চ ॥ ১৩
দক্ষঃ সপ্তমুনীন্দ্রৈস্তু যজ্ঞেন যজতাং হরিম্।
বরাহপুত্রদেহোত্থমগ্নিত্রয়মিদং যজন্ ॥ ১৪
অসৌ যজ্ঞো বরাহস্য দেহাজ্জাতস্তু সৃষ্টয়ে।
অনেনৈব তু যজ্ঞেন দক্ষঃ সৃষ্টিং তনোত্বিমাম্ ॥ ১৫
নরনারায়ণাভ্যাস্তু মুনিভিঃ সপ্তভিস্তথা।
দক্ষেণ ভবতা চাপি যজ্ঞৈনৈভিস্তথাগ্নিভিঃ।
সম্পূর্য্যতামিয়ং সৃষ্টিঃ স্বর্গে ভুবি রসাতলে ॥ ১৬
বয়ঞ্চ সৃষ্টিমাপ্যায্য যথা সম্পদ্যতে ত্বিয়ম্।
যতিষ্যামস্তথা নিত্যং যূয়ং কুরুত সর্জ্জনম্ ॥ ১৭
ততঃ সম্পদ্যতাং সৃষ্টির্যথা পূর্ব্বং তথৈব চ।
প্রথমং ত্বন্তু বীজানি প্ররোহয় মনোঽধুনা ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যাদিশ্য মহাভাগা বিধিবিষ্ণুবৃষধ্বজাঃ।
যথাস্থানং স্থাপয়িতুং পর্ব্বতান্ প্রষযুস্ততঃ ॥ ১৯

মনো। ইঁহারা তপস্যা দ্বারা জনলোকবাসি দেবগণকে তুষ্ট করিয়া পূর্ব্ববৎ গ্রহ এবং নক্ষত্রাদিগণকে নিরূপিত স্থানে অবস্থাপিত করত দিনকর এবং চন্দ্রকে নির্ণীত স্থানে সংস্থাপিত করুন। ৯-১১

স্বায়ম্ভুব মনো! তুমি ধরাতলে বীজ সকল বপন কর; পৃথিবীও সকল-দিকে শস্য-রাশিতে পরিপূর্ণা হউন। ১২

ওষধি লতা বৃক্ষ বল্লী প্রভৃতি নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ বস্তু রোপণ কর। ১৩

দক্ষ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইহাদের অমৃত-সদৃশ ফলদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরিকে তৃপ্ত করুন এবং যজ্ঞ-বরাহের পুত্রদেহ হইতে উৎপন্ন অগ্নিত্রয় দ্বারা যজ্ঞ করুন। এই যজ্ঞদ্বারাই সৃষ্টি আরম্ভ করুন। ১৪-১৫

নর-নারায়ণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, দক্ষ, অগ্নিত্রয় এবং যজ্ঞদ্বারা তুমি স্বয়ং, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতালের সৃষ্টি সম্পন্ন কর। ১৬

যাহাতে সৃষ্টি নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, আমরাও প্রতিদিন সেই বিষয়ে যত্ন করিব। ১৭

তদনন্তর সৃষ্টি শেষ হইলে জল বায়ু গগন প্রভৃতি সকল ভূতই পূর্ব্বেই ন্যায় তেজস্বী হইবে। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই প্রকার আদেশ করিয়া পর্ব্বতসকলকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ১৯

মেরুমন্দরকৈলাসহিমবৎপ্রভৃতিষ্বথ[1] ।
পুরাণি সর্ব্বদেবানাং তে বৈ চক্রুঃ পৃথক্ পৃথক্ । ২০
পরিত্যজ্য ততো নাবমবধৃত্য বসুন্ধরাম্ ।
স্বায়ম্ভুবঃ ক্ষিতৌ বীজান্যবপৎ সর্ব্বসম্পদে[2] ॥ ২১
ততো বৃক্ষলতাবল্লীগুল্মানি চ বনানি চ ।
বালশস্যানি ধান্যানি তথৈবৌষধয়ঃ সমাঃ ॥ ২২
বীজকাণ্ডপ্ররোহাশ্চ প্রতানা জলজানি চ ।
প্রফুল্লানি বিকোশানি ফলকন্দদলানি চ ॥ ২৩
বভূবুঃ শাদ্বলান্যেব সর্ব্বেষাং প্রাণবৃদ্ধয়ে ।
পৃথিবী শস্যসম্পন্না বৃক্ষান্তে শাদ্বলাঃ শুভাঃ ।
দৃষ্টাঃ পূর্ব্বং যথা তস্মান্মনুনা চিত্তহর্ষিণা ॥ ২৪
ততো নরো মহাযোগী তপস্তেপে মহত্তমম্ ।
নারায়ণশ্চ দেবানাং ভাবনায় মহামতিঃ ॥ ২৫
নারায়ণো নরশ্চোভৌ পরমাবৃষিসত্তমৌ ।
তপসারাধ্য পরমং তেজোময়মনাময়ম্ ॥ ২৬
আনিন্যাতে জনগতান্ দেবান্ দেবর্ষিসত্তমান্ ।
যে মৃতা অমরাঃ পূর্ব্বং গণশস্তান্ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
তপোবলেন মহতা সর্জ্জয়ামাসতুর্ম্মুনী[3] ॥ ২৮
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দেবৌ দিক্‌পালাংশ্চ তথা দশ ।
জনার্দ্দনঃ স্বয়ঞ্চক্রে পাতালতলবাসিনঃ ॥ ২৯

মেরু মন্দর কৈলাস এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতোপরি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে দেবগণের অবস্থান নিরূপণ করিলেন। ২০

তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু নৌকা হইতে পৃথিবীতে নামিয়া প্রথমতঃ বীজসকল বপন করিতে আরম্ভ করিলেন ২১

তদনন্তর বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল্ম, তৃণ, বন্য শস্যসকল, ওষধি (ধান্যাদি), বীজ, শাখা এবং অঙ্কুর প্রভৃতি জলজ এবং স্থলজ উদ্ভিজ্জ সকল প্রফুল্ল হইল। ২৩

এবং সজল ভূমির উপরে তাহাদের অধিক শোভা হইতে লাগিল। এই-রূপে পৃথিবী, ফলভরে আশ্চর্য্য শোভাধারণ করিলেন। ২৪

স্বায়ম্ভুব মনু, পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবীর শোভা-সম্পত্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত-চিত্ত হইলেন। ২৪

তদনন্তর মহাযোগী নর এবং মহামতি নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ২৫

ঋষিসত্তম নর এবং নারায়ণ তপস্যাদ্বারা তেজোময় ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া জনলোকবাসি-দেবগণকে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে স্বকীয় তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করিলেন। ২৬-২৮

১। প্রভৃতীনথ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। সর্বসম্পদম্।
৩। সর্জ্জয়ামাস তান্ মুনীন্।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোশ্চক্রে রথসংস্থানমচ্যুতঃ।
পূর্ব্ববদ্‌যোজয়ামাস দিবারাত্রস্থিতৌ চ তৌ ॥ ৩০
ওষধীষু চ জাতাসু যজ্ঞবৃক্ষেষু সত্তমাঃ।
শস্যবীজেষু জাতেষু দেবেষু চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩১
দক্ষঃ কর্ত্তুং সমারেভে জ্যোতিষ্টোমং মহাধ্বরম্।
কশ্যপোঽত্রির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ এতে সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৩২
এতৈঃ সপ্তমুনীন্দ্রৈস্তু দক্ষো ব্রহ্মসুতঃ স্বয়ম্।
মহাযজ্ঞং ততশ্চক্রে যাবদ্দ্বাদশবৎসরান্ ॥ ৩৩
হূয়মানেষু তত্রৈব ত্রিষগ্নিষু পুনঃপুনঃ।
ইজ্যমানে বরাহে তু যজ্ঞরূপে তদা দ্বিজৈঃ।
চতুর্ব্বিধাঃ প্রজা জাতা যজ্ঞা দেবদ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৪
ততো দক্ষস্য সঞ্জাতাঃ পুত্র্যঃ পুণ্যাস্ত্রয়োদশ[১]।
স্বরূপগুণসম্পন্নাঃ সৃষ্ট্যর্থমমিতপ্রজাঃ ॥ ৩৫
তাঃ পুত্রীঃ প্রদদৌ দক্ষঃ কশ্যপায় মহাত্মনে।
তাভ্যো জাতাশ্চ বহবস্তৈর্ব্যাপ্তং সকলং জগৎ ॥ ৩৬
স সর্ব্বাসাং প্রজানাস্তু কশ্যপো জনকো হ্যভূৎ।
নিশ্চিতং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ কশ্যপাৎ সকলং জগৎ ॥ ৩৭
তাসাং নামানি তজ্জাতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পৃথক্ পৃথক্।
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে সম্যক্ কথয়তো মম ॥ ৩৮

তিনি, সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল সৃষ্টি করত পাতাল নির্ম্মাণ করিলেন। এবং চন্দ্র-সূর্য্য-দেবের রথকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রির আধিপত্য প্রদান করিলেন। ২৯-৩০

দক্ষ,—যজ্ঞীয় বৃক্ষ এবং লতা শস্যাদি সকল সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন এবং দিক্‌-পাল দেবগণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইলে কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সদস্যরূপে পরিগণিত করিয়া দ্বাদশ-বৎসর-সাধ্য জ্যোতিষ্টোম নামক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩১-৩৩

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিত্রয়কে বারংবার হোমদ্বারা আরাধনা করিলে এবং বরাহদেব যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইল। ৩৪

তদনন্তর দক্ষ, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রজাবিস্তারেচ্ছায় রূপ-গুণ-প্রভৃতি সুলক্ষণসম্পন্না ত্রয়োদশটি কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং মহাত্মা কশ্যপ মুনিকে ত্রয়োদশ সম্প্রদান করিলেন। ৩৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! কশ্যপের ঔরসে দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভ-সম্ভূত অপত্য সকলে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল। কশ্যপ প্রজাপতিই সকলের জনক। ৩৬

উক্ত পুত্রগণ মাতৃ-নামেই প্রসিদ্ধ হইল। হে মুনিগণ! দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার নাম পৃথক্ পৃথক্ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৭-৩৮

১। পুণ্যাশ্চতুর্দ্দশ—ইতি পাঠান্তরম্।

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ।
ক্রোধা প্রধা বরিষ্ঠা চ বিনতা কপিলা তথা ॥ ৩৯
কদ্রুস্ত্রয়োদশ সুতা এতা দক্ষস্য কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪০
সঞ্জাতো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠান্মনসা ধ্যায়তো বিধেঃ।
তেন দেবমনুষ্যেষু দক্ষ ইত্যেব কথ্যতে ॥ ৪১
ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা দশ পূর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং ষট্‌সৃষ্টিকর্ত্তারো ব্যতীতেঽস্মিন্ জনক্ষয়ে[১] ॥ ৪২
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মরীচেস্তনয়ো জাতঃ কশ্যপো লোকভাবনঃ ॥ ৪৩
অস্যৈব দক্ষকন্যাভ্যঃ প্রজা জজ্ঞেঽথ ভূরিশঃ।
অস্য জায়াপ্রজাতানাং নামতো বিনিবোধত ॥ ৪৪
ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণঃ সোম এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতৃত্বষ্টৃবিষ্ণবঃ ॥ ৪৫
অদিতের্দ্বাদশসুতা আদিত্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এষাং কনীয়ান্ গুণবান্ সদা যস্তপতি প্রজাঃ ॥ ৪৬
স বৈ বংশকরো মুখ্যো গদ্যতে বো দিবাকরঃ।
এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপুর্বলী ॥ ৪৭
চত্বারস্তস্য তনয়া হৃষ্টা মদবলান্বিতাঃ।
প্রহ্লাদো হ্যথ সংহ্লাদো বাষ্কলঃ শিবিরেব চ ॥ ৪৮
প্রহ্লাদস্য ত্রয়ঃ পুত্রাস্তেষামাদ্যো বিরোচনঃ।
কুম্ভো নিকুম্ভো বলবাংস্ত্রয়ঃ প্রাহ্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯

অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, প্রধা, বরিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা এবং কদ্রু, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা জগতে বিখ্যাত। ৩৯

ব্রহ্মার ধ্যানকালে দাক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বর্গ-মর্ত্ত্যে দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ৪০-৪১

ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন দশ পুত্রের মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই ছয়জন প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি হইল। ৪২-৪৩

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে, ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, এই দ্বাদশ জন জন্মগ্রহণ করত আদিত্য নামে বিখ্যাত হন। ৪৪-৪৫

ইহাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ দিবাকর লোকে নিজকিরণ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্য অপেক্ষা ইহাঁর বংশই অধিক হইল। ৪৬

দক্ষের দ্বিতীয় কন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে বলবান্ এক পুত্র জন্মিল। ৪৭

দিতি গর্ভজাত হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, বাষ্কল এবং শিবিনামক মহাপরাক্রমশালী চারিটি পুত্র। প্রহ্লাদের তিনটি পুত্র হয়, তাহার মধ্যে বিরোচন জ্যেষ্ঠ ; কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামক অন্য পুত্রদ্বয় কনিষ্ঠ। ৪৮-৪৯

১। জগত্রয়ে।

বিরোচনসুতো জাতো দানশৌণ্ডো বলির্মহান্ ।
বলেশ্চ পুত্রো বিদিতো বাণো নাম মহাবলী ॥ ৫০
শম্ভোরনুচরঃ শ্রীমান্ মহাকালাহ্বয়শ্চ সঃ ।
বাণস্য চ শতং পুত্রাঃ কুসুম্ভমকরাদয়ঃ ॥ ৫১
চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রা বিপ্রচিত্তিপুরঃসরাঃ ।
শম্বরো নমুচিশ্চৈব পুলোমা চ তথৈব চ ॥ ৫২
অসিলোমা তথা কেশী দুর্জ্জয়োঽয়ঃশিরাস্তথা ।
অশ্বশীর্ষো ক্ষয়ঃ শঙ্কুর্বিয়ন্মূর্দ্ধা মহাবলঃ ॥ ৫৩
বেগবান্ কেতুমাংশ্চৈব স্বঽং স্বর্ভানুরেব চ ।
অশ্বো হ্যশ্বপতিঃ কুণ্ডো বৃষপর্ব্বাজকস্তথা ॥ ৫৪
অশ্বগ্রীবশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তুরুণ্ডুর্মাণ্ডলস্তথা ।
ঊর্দ্ধবাহুশ্চৈকচক্রো বিরূপাক্ষো হরাহরৌ ॥ ৫৫
নিয়ন্ত্রশ্চ নিকুম্ভশ্চ কুপটশ্চ পটস্তথা ।
সবভঃ সুলভশ্চৈব সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা ॥ ৫৬
অন্যাবেতৌ দনোঃ পুত্রৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা ।
দিবাকরনিশানাথৌ তাবন্যৌ দেবপুঙ্গবৌ ॥ ৫৭
এষাং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চৈব ভূরিভিঃ ।
জগদ্ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং বলবীর্য্যসমন্বিতৈঃ ॥ ৫৮
দনায়ুষোঽভবন্ পুত্রাশ্চত্বারো বলবত্তরাঃ ।
বীরভদ্রো বিক্ষরশ্চ বৎসো বৃত্তস্তথৈব চ ॥ ৫৯
এষাঞ্চতুর্ণাং বহবঃ পুত্রা জাতা দ্বিজোত্তমাঃ ।
রূপসত্ত্ববলোপেতা একৈকস্য শতং শতম্ ॥ ৬০
কালায়াস্তনয়া জাতাঃ কালেয়া ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৬১
বিখ্যাতাস্তে মহাবীর্য্যাশ্চত্বারো দানবাধিপাঃ ॥ ৬২

বিরোচনের ঔরসে দাতাদিগের অগ্রগণ্য বলি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বলির বাণনামক মহাবল এক পুত্র হয়। ৫০

এই বাণকে মহাদেব স্বয়ং ভোজনাদি প্রদান দ্বারা পালন করিয়াছেন। বাণের প্রসিদ্ধ নামান্তর মহাকাল। কুসুম্ভ মকর প্রভৃতি বাণের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। ৫১

দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয় কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্র, চিত্তি, শম্বর; নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, ক্ষয়, শঙ্কু, বিয়ন্মূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, সূর্য্য, চন্দ্রমা, স্বয়, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, কুম্ভ, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুরুণ্ড. নহুষ, ঊর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশচক্র, অন্নচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শলভ, দিবাকর এবং নিশানাথ এই চল্লিশটী মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ৫২-৫৬

ইহাদের মধ্যে দিবাকর নিশাকর নামক দনুপুত্র অদিতি-পুত্র সূর্য্য চন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র। বলবীর্য্যশালী ইহাদের পুত্র পৌত্র এবং তৎপুত্রগণকর্ত্তৃক জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ৫৭-৫৮

দক্ষের চতুর্থ কন্যা দনায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষর, রস এবং বৃত্র নামে মহাপরাক্রমশালী চারিটী পুত্রের রূপ-গুণ-বলসমন্বিত এক শতটী করিয়া পুত্র হয়।

বিনাশনশ্চ ক্রোধশ্চ ক্রোধহন্তা তথৈব চ।
ক্রোধশত্রুস্তথা চৈতে কালাপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৬৩
সিংহিকায়াঃ সুতো জাতো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দ্দনঃ।
সুচন্দ্রশ্চন্দ্রহন্তা চ তথা চন্দ্রবিমর্দ্দনঃ॥ ৬৪
[১]ক্রোধায়াস্তনয়া জাতাঃ ক্রূরকর্ম্মকরাস্তথা॥ ৬৫
সিংহিকা চৈব ক্রোধা চ দ্বে সুতে ক্রূরিকে সদা।
তাভ্যাঞ্চ প্রভবো বংশো হ্যতঃ ক্রূরতরঃ স্মৃতঃ॥ ৬৬
এক এব মুনেঃ পুত্রো জাতঃ শুক্রঃ কবির্মহান্।
দৈত্যদানবকালেয়প্রভৃতীনাং সদা গুরুঃ॥ ৬৭
চত্বারস্তস্য তনয়া জাতা অসুরযাজকাঃ।
ত্বষ্টাবরস্তথাত্রিশ্চ সৌকনশ্চেতি বাগ্মিনঃ॥ ৬৮
তেজসা সূর্য্যসদৃশা ব্রহ্মলোকপ্রভাবনাঃ॥ ৬৯
অসুরাণাং সদৈত্যানাং কালেয়ানাং তথৈব চ।
ক্রোধাত্মজানাঞ্চ তথা সিংহিকাতনয়স্য চ॥ ৭০
সৃতিপ্রসৃতিভিঃ সর্ব্বং জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্॥ ৭১
তেষান্তু যান্যপত্যানি বর্দ্ধিতানি ক্রমাদ্দ্বিজাঃ।
তেষাং বহুত্বাৎ সঙ্খ্যাতুং চিরেণাপি ন শক্যতে॥ ৭২
তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ অনূরুর্গরুড়স্তথা।
আরুণির্বারুণিশ্চৈব বিনতাতনয়াঃ স্মৃতাঃ॥ ৭৩

হে দ্বিজগণ! দক্ষের পঞ্চম কন্যা কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধশত্রু নামে মহাবীর্য্যবান্ কালেয় নামে বিখ্যাত চারিটী পুত্র জন্মে।৫৯-৬৩

ষষ্ঠ কন্যা সিংহিকার গর্ভে চন্দ্র, সূর্য, বিমর্দ্দন রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্র-বিমর্দ্দন, এই চারিজনের উৎপত্তি হয়। ৬৪

দক্ষের সপ্তম কন্যা ক্রোধার গর্ভে গণ ক্রোধ-বশ ক্রূরকর্ম্মা এবং বিমর্দ্দন এই কয় জনের উৎপত্তি হয়। ৬৫

দক্ষের কন্যা সকলের মধ্যে ক্রোধা এবং সিংহিকা এই দুই জন অতিশয় ক্রুর—এই নিমিত্ত ইহাদের গর্ভে যাহাদের জন্ম, তাহারাও মাতৃদোষে ক্রূরতর হইয়াছিল। ৬৬

মুনির গর্ভে শুক্র নামে মহাকবি এক পুত্রের উৎপত্তি হয়। তিনি দৈত্য দানব কালেয় প্রভৃতি বৈমাত্রেয়গণের পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ৬৭

কবিবর শুক্রের ত্বষ্টা, ধর, অত্রি, সৌনক নামে চারিটি পুত্র হয়। তাঁহারাও দৈত্যাদির পৌরোহিত্যরূপ পৈতৃক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৬৮

ব্রহ্মার বংশীয় সূর্য্যসমপ্রভ দৈত্য, দানব, কালেয়, ক্রোধাপুত্র, সিংহিকাসুত প্রভৃতি অসুরগণের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রে ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ৬৯-৭১

ক্রমে এতাদৃশভাবে তাহাদের বংশ বিস্তৃত হইল যে, বহুকাল কীর্ত্তন করিলেও প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা যায় না। ৭২

দক্ষের অষ্টম কন্যা বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি অনূরু গরুড় অরুণ এবং অরুণি এই কয় জনের জন্ম হয়। ৭৩

১। "বেগবান্ কেতুমান্ চৈব অয়ঃসূর্ত্তানুরেব চ।
অশ্বোদ্ধপতিঃ কৃষ্টুরষ্টপর্বাজ্রুকস্তথা॥" ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

শেষো বাসুকিরাজশ্চ তক্ষকঃ কুলিকস্তথা।
কূর্ম্মশ্চ সুমনাশ্চেতি কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৪
ভীমসেনোগ্রসেনশ্চ সুপর্ণো গরুড়স্তথা।
গোপতির্ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সূর্য্যবর্চাশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৭৫
অর্কপৃষ্টঃ প্রযুক্তশ্চ বিশ্রুতঃ সুশ্রুতস্তথা
ভীমশ্চিত্ররথশ্চৈব বিখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্বলী ॥ ৭৬
শালিশীর্ষশ্চ পর্জ্জন্যঃ কলির্নারদ এব চ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বা মুনিপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৭
অনবদ্যাং সানুরাগাং সসুরাং মার্গণাং প্রিয়াম্।
অসূয়াং সুভগাং ভাসমিতি[১] কন্যা অসূয়ত ॥ ৭৮
প্রাধা সর্ব্বগুণোত্থানাৎ কশ্যপাত্তু তপোধনাৎ।
বিশ্বাবসুঃ সুচন্দ্রশ্চ সুপর্ণঃ সিদ্ধ এব চ ॥ ৭৯
বর্হিঃপূর্ণশ্চ পূর্ণাঙ্গো ব্রহ্মচারী রতিপ্রিয়ঃ।
ভানুশ্চ দশমশ্চৈতে প্রাধাপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বাঃ সন্ততং পুণ্যলক্ষণাঃ ॥ ৮০
প্রাধাসূত মহাভাগা দেবীঃ দেবর্ষিসত্তমাৎ।
অলম্বুষা মিশ্রকেশী গামিনী চ মনোরমা।
বিদ্যুৎপন্নানঘারম্ভা হ্যরুণা রক্ষিতাতুলা ॥ ৮১
সুবাহুঃ সুরতা চৈব মুরজা সুপ্রিয়া তথা।
বপুস্তিলোত্তমা চেতি মুখ্যা অপ্সরসঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮২
অতিবাহুস্তুম্বুরুশ্চ হাহা হূহুস্তথৈব চ।
গন্ধর্ব্বাণামিমে মুখ্যা দেবতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৩

নবম কন্যা কদ্রুর গর্ভে অনন্ত, বাসুকি ঈশ, তক্ষক, কুলিক, কূর্ম্ম, সুমনা—ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪

দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্র, পুষ্টবান্, অর্কপৃষ্ট, প্রমুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুত, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সর্ব্ববিৎ, বলী, শালিশীর্ষ, পর্জ্জন্য, কলি এবং নারদ নামক পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন। ৭৫-৭৭

দক্ষ প্রজাপতির দ্বিতীয়া কন্যা দিতি—অনবদ্যা, সানুরাগা, সসুরা, মার্গণী, প্রিয়া, অসূয়া, সুভগা, ভীমা এই কন্যা আটটিও প্রসব করিয়াছিলেন। ৭৮

দক্ষের দশম কন্যা প্রধার গর্ভে কশ্যপ-ঔরসে বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, সুপর্ণ, সিদ্ধ, বর্হিঃ, পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, ব্রহ্মচারী, রতিপ্রিয় এবং ভানু এই দশটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭৯-৮০

দক্ষকন্যা প্রধা,—অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, গামিনী, মনোরমা, বিদ্যুৎপন্না, রম্ভা, অরুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহু, সুরতা তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাগণেরও জননী। ৮১-৮২

অতিবাহু, তুম্বুরু হাহা হূহু ইত্যাদি নামে খ্যাত গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ প্রধাপুত্র। ৮৩

১। ...ভীমামিতি কন্যামসূয়ত।

অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো মুনয়োঽপ্সরসস্তথা।
কপিলাতনয়াঃ[1] প্রোক্তা মহাভাগা মহোৎসবাঃ ॥ ৮৪
ইতি দক্ষসুতানাং যে কশ্যপাত্তনয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৫
তৈরিদং সকলং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৮৬
এবং যজ্ঞবরাহস্য যজ্ঞরূপস্য পাতনাৎ।
ত্রিভ্যোঽগ্নিভ্যো মনোস্তস্মাৎ স্বায়ম্ভুব-মহাত্মনঃ ॥ ৮৭
মুনিভ্যশ্চৈব সপ্তভ্যঃ কশ্যপাদিভ্য এব চ।
নরনারায়ণাভ্যাস্তু ব্যতীতেঽকালিকে লয়ে।
পুনঃ প্রজাঃ পুরা সৃষ্টা হরিণানেকরূপিণা ॥ ৮৮
এবং পুনরভূৎ সৃষ্টিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
হরেস্তস্য প্রসাদেন নরনারায়ণাত্মনঃ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে অমৃত ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ৮৪

এই প্রকার দক্ষকন্যাগণের গর্ভে কশ্যপের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র-কন্যাগণের পুত্র-পৌত্রসমূহে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইলেন। ৮৫-৮৬

সর্ব্বভূতাত্মা হরি, এইরূপে যজ্ঞস্বরূপ বরাহদেবের দেহোৎপন্ন অগ্নিত্রয়, লোকপ্রসিদ্ধ স্বায়ম্ভুব মনু, কশ্যপাদি সপ্তর্ষিগণ এবং নরনারায়ণ প্রভৃতি দ্বারা অকাল-প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিভুবন সৃষ্টি করিলেন ৮৭-৮৮

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী নর-নারায়ণ-স্বরূপ জগন্নাথ হরি ইচ্ছানুসারে সময়ে সময়ে এই প্রকার সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। ৮৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪

১। কপিলা চ তথা……।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঈশ্বরঃ শারভং কায়ং যথা তত্যাজ যত্নতঃ।
তন্মে নিগদতো ভূয়ঃ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১
হতে যজ্ঞবরাহে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ শরভং গত্বা সামযুক্তং জগদ্ধিতম্ ॥ ২
দেহাভোগেন ভবতঃ পূরিতং ভূরিযোজনম্।
উপসংহর তস্মাত্ত্বং কায়ং লোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৩
তব যুদ্ধেন সকলং প্রনষ্টং ভুবনত্রয়ম্।
আকাশং গন্তুং ত্বাং দৃষ্ট্বা বিভেত্যদ্য জনার্দ্দনঃ ॥ ৪
তস্মাত্ত্বমূর্দ্ধ্বলোকানাং হিতায় ত্যজ বৈ তনুম্ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরজ্যেষ্ঠস্য শঙ্করঃ।
তত্যাজ শারভং কায়ং তোয়োপর্য্যেব তৎক্ষণাৎ ॥ ৬
ত্যক্তস্য তস্য দেহস্য শঙ্করেণ মহাত্মনা।
অষ্টৌ পাদা অষ্টমূর্ত্তেস্তেষু চাষ্টসু ভেজিরে ॥ ৭
আদ্যস্তু দক্ষিণং পাদমাকাশমগমদ্ দ্রুতম্।
তদ্বামং মিহিরং ভেজে পশ্চাদ্দক্ষিণজং বিধৌ ॥ ৮

শরভের দেহত্যাগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! মহাদেব, বরাহের সহিত যুদ্ধ করিতে যে শরভরূপ ধারণ করেন, তাহার পরিত্যাগবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ১

বরাহপুত্রগণের দেহ, যজ্ঞে অগ্নিত্রয়রূপে পরিণত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা জগতের হিতের নিমিত্ত শরভরূপী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন। ২

দেব! বহুদেশব্যাপক আপনার দেহ দর্শন করিয়া সকল লোকেই ভয় পাইতেছে, অতএব ভয়ঙ্কর রূপ সম্বরণ কর। ৩

স্বর্গমর্ত্ত্যব্যাপী আপনার দেহ দর্শন করিয়া কি খেচর, কি স্বর্গবাসী, সকলেই ভীত হইতেছে। ৪

অতএব হে বিশ্বনাথ! ত্রিভুবনহিতার্থে আপনি এ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর লোকহিতকর শঙ্কর, সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যে শরভ-দেহ ত্যাগ করিলেন। ৬

অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব শরভ-দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহের আটটী চরণ অষ্ট মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিল। ৭

দেহের দক্ষিণভাগের প্রথম চরণ বেগে আকাশে গমন করিল। বামভাগের দ্বিতীয় চরণ সূর্য্যে লীন হইল। দক্ষিণভাগের তৃতীয় চরণ চন্দ্রমণ্ডল আশ্রয় করিল। ৮

বামস্তু জ্বলনং ভেজে পৃষ্ঠাগ্রং পঞ্চগতং ক্ষিতিম্ ।
পৃষ্ঠাগ্রবামং সলিলং তৎপশ্চাদ্দক্ষিণং তথা ॥ ৯
বায়্বো[১] বামপদং ভেজে হোতারং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১০
এবং তস্যাষ্টমূর্ত্তেস্তু অষ্টমূর্ত্তিষু তৎক্ষণাৎ ।
অষ্টৌ পাদাস্তথা ভেজুঃ স্বং স্বং তেজো যযুঃ পদম্ ॥ ১১
মধ্যস্তু শারভং কায়ং শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ।
কপালী ভৈরবো ভূতশ্চণ্ডরূপী দুরাসদঃ ॥ ১২
মস্তিষ্কমেদসা যুক্তং মাংসং জুহ্বতি তে শুচৌ ।
ব্রহ্মকপালপাত্রস্থং সুরাভির্দেবপূজনম্ ॥ ১৩
বলির্মনুষ্যমাংসেন পানন্তু রুধিরং সদা ।
সুরয়া পারণং যজ্ঞে কপালোদ্ভটধারণম্ ॥ ১৪
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং সমলং ত্রিবলীবৃতম্ ।
এবং কুর্ব্বন্তি সততং কপালব্রতধারিণঃ ॥ ১৫
কপালী ভৈরবস্তেষাং দেবঃ পূজ্যস্তু নিত্যশঃ ।
শ্মশানভৈরবো যোঽসৌ যো মহাভৈরবাহ্বয়ঃ ॥ ১৬
বালসূর্য্যসমোদ্দ্যোতঃ সদাষ্টাদশবাহুভিঃ ।
বিভ্রাজমানো রক্তাক্ষঃ সর্ব্বদা নায়িকাব্রজৈঃ ॥ ১৭
কালীপ্রচণ্ডাপ্রমুখৈঃ ক্রীড়মানস্তু নিত্যশঃ ।
সদ্যোদগ্ধনৃমাংসাশী গলল্লোললসদ্ভুজঃ ॥ ১৮

বামভাগের চতুর্থ চরণ অগ্নিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইল। পৃষ্ঠস্থিত দক্ষিণ-ভাগের পঞ্চম চরণ ক্ষিতিরূপে পরিণত হইল। পৃষ্ঠদেশের বামভাগ-স্থিত ষষ্ঠ চরণ জলরূপ আশ্রয় করিল। ৯

দক্ষিণপৃষ্ঠস্থিত সপ্তম চরণ বায়ুমূর্ত্তির আশ্রিত হইল, বামপৃষ্ঠের অষ্টম চরণ হোতৃরূপ মূর্ত্তিতে যুক্ত হইল। ১০

এই প্রকারে অষ্টমূর্ত্তির অষ্টপাদ আকাশাদি অষ্ট মূর্ত্তিতে আশ্রিত হইল। তাহার দেহ হইতে তেজোময় শক্তি নিত্যধামে গমন করিল। ১১

মহাত্মা মহাদেবের অবশিষ্ট শরভ-দেহ হইতে প্রচণ্ডরূপধারী দুর্দ্ধর্ষ কপালী, ভৈরব, ভূতপ্রভৃতির জন্ম হইল। ১২

যাহারা মৃত ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক মেদ মাংস সহিত কপালদ্বারা অগ্নিতে হোম করে এবং মদ্য দ্বারা দেবের পূজা করে। ১৩

মনুষ্য বলিদান, সর্ব্বদা রক্তপান, সুরাদ্বারা যজ্ঞ আচরণ, অদ্ভুত নর-কপাল ধারণ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, সমল-ত্রিবলিময় ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক কর্ম্ম করত কপাল ব্রতধারী হইয়া প্রতিদিন ভৈরবের পূজা করে, ইহাদের আরাধ্য কপালধারী ভৈরব, মহাভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। ১৪-১৬

নবসূর্য্যসমদ্যুতি অষ্টাদশবাহুবিশিষ্ট, আরক্তলোচন ভয়ঙ্কর-শব্দকারিণী কালী প্রচণ্ডা প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াপরায়ণ, অত্যুষ্ণ মনুষ্য-মাংস-ভোজী, মৃতমনুষ্যের হস্তমালাদ্বারা পরিবৃতকণ্ঠ। ১৭-১৮

১। বয়্যো—ইতি পাঠান্তরম্।

লোহিতাহারবিঘসঃ প্রেতাশনগতঃ সদা।
স্থূলবক্ত্রোঽথ লম্বোষ্ঠো হ্রস্বস্থূলপদালয়ঃ।
বিনোদী বাদনো লোকে সাট্টহাসস্তু ভৈরবঃ॥ ১৯
এবং স চ মহাদেবো মহাভৈরবরূপধৃক্।
মধ্যশারভকায়েন কায়ং দধ্রে মহাভুজঃ॥ ২০
স জগাম ততো দেবা হরস্য প্রমথান্ প্রতি।
গণৈঃ সার্দ্ধং তথাকাশে বিক্রীড়তি স ভৈরবঃ॥ ২১
স মহাভৈরবো দেবঃ পূজ্যমানো জগজ্জনৈঃ।
অদ্যাপি কুরুতে নিত্যমিষ্টকামস্য সাধনম্॥ ২২
চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মধ্বাসবপয়ঃফলৈঃ।
মাংসৈর্মৎস্যৈঃ সরুধিরৈঃ সকৃদ্‌যো ভৈরবং যজেৎ॥ ২৩
স সর্ব্বকামান্ সংসাধ্য ভোগান্ ভুক্ত্বা তথেষ্টতঃ।
প্রয়াতি শম্ভুভবনমারুহ্য বৃষভং বরম্॥ ২৪
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽহং দ্বিজোত্তমৈঃ।
ভবদ্ভির্যচ্চ বোঽন্যদ্বা রোচতে পৃচ্ছ মাস্তু তৎ॥ ২৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫

রক্তচন্দনদ্বারা লিপ্তাঙ্গ, শবনির্ম্মিত আসনোপবিষ্ট, বিস্তৃত-বদনে ক্ষুদ্র ওষ্ঠ-ধারী, খর্ব্বাকৃতি, দীর্ঘাচরণ, ক্রীড়াবাদ্যাদিরত এবং উচ্চভাবে হাস্যকারী মহা-ভৈরব, লোকে বিখ্যাত। ১৯

এইপ্রকার শরভ দেহ হইতে কপালি প্রভৃতির সহিত প্রকাশ পাইয়া ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং তিনি প্রমথগণের সহিত আকাশে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। ২০-২১

অদ্যাপি জগজ্জন মহাভৈরবের উপাসনা করিয়া মনোমত ফললাভ করিতেছে। ২২

যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীদিনে মধু, মদ্য, ফল, মাংস, মৎস্য এবং রক্তাদিদ্বারা একবার ভৈরবের পূজা করে, সে ব্যক্তি সফলমনোরথ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয় এবং বৃষোপরি আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করে। ২৩-২৪

হে ঋষিবরগণ! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে পর্য্যায়-ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর করিলাম। আর যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বল, তোমাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি। ২৫

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

কথং বরাহপুত্রোঽসৌ নরকো নাম বীর্য্যবান্।
সঞ্জাতোঽসুরসত্ত্বঃ স দেবদেবীসুতোঽপি সন্॥ ১
চিরজীবী কথং সোঽভূৎ কিমর্থমুদরে চিরম্।
পৃথিব্যাং ন্যবসজ্জাতঃ কুত্র বা স মহাবলঃ॥ ২
সোঽসুরাণাং কথং রাজা পুরং তস্য কিমাহ্বয়ম্।
মলিনীরতিসঞ্জাতঃ স ক্ষিতৌ পোত্রিণস্তথা॥ ৩
শ্রূয়তে মুনিশার্দ্দূল কথং ভূতস্তথাবিধঃ।
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ পৃচ্ছতাং ত্বং বদস্ব নঃ॥ ৪
ত্বং নো গুরুশ্চ শাস্তা চ সর্ব্বপ্রত্যক্ষদর্শিবান্।
কথং লব্ধবরো ভূতো ব্রহ্মণা প্রভবিষ্ণুনা॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যৎ পৃষ্টোঽহং দ্বিজোত্তমাঃ।
যথা স নরকো জাতো ধরাগর্ভো মহাসুরঃ॥ ৬
রজস্বলায়া গোত্রায়া গর্ভে বীর্য্যেণ পোত্রিণঃ।
যতো যাতস্ততো ভূতো দেবপুত্রোঽপি সোঽসুরঃ॥ ৭

নরকাসুরের উপাখ্যান

ঋষিগণ বলিলেন,—নরকাসুর কিপ্রকারে বরাহদেবের পুত্ররূপে জন্মিল এবং দেবতার ঔরসে দেবীর গর্ভে জন্মিয়াও কি নিমিত্ত অসুর বলিয়া বিখ্যাত হইল। ১

সে কিরূপে দীর্ঘজীবী হইল এবং পৃথিবী গর্ভে কিরূপে বহুকাল বাস করিল। মহাবলী নরক কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল? ২

সে কিরূপে অসুরগণের অধিপতি হইয়াছিল? তাহার পর কি নামে প্রসিদ্ধ হইল? ৩

শ্রুত হইয়াছি,—যজ্ঞবরাহ এবং পৃথিবী উভয়ের রতি হওয়ায় নরকের জন্ম হইয়াছে। হে মুনিবর! এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করুন। ৪

ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানবেত্তা আপনিই আমাদের গুরু এবং শাস্তা, অতএব লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা নরকাসুরকে কি নিমিত্ত বর দিলেন, এই সকল বিষয় আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ! তোমাদের প্রশ্নসকলের ক্রমশ উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রথমত নরক কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

রজস্বলা-ধরিত্রীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে জন্ম হেতু নরক অসুর-যোনি প্রাপ্ত হইল। ৭

গর্ভসংস্থং মহাবীরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
বরাহপুত্রং দুর্দ্ধর্ষং মহাবলপরাক্রমম্‌ ॥ ৮
গর্ভ এব তদা দেবাঃ শক্ত্যা দধ্রুশ্চিরং দৃঢ়ম্‌।
যথা কালেঽপি সম্প্রাপ্তে নো গর্ভাজ্জায়তে স চ ॥ ৯
ততস্ত্যক্তশরীরস্তু বরাহস্তনয়ৈঃ সহ।
অতীবশোকসন্তপ্তা জগদ্ধাত্র্যভবৎ ক্ষিতিঃ ॥ ১০
শোকাকুলা সা ব্যলপচ্চিরকালং মুহুর্ম্মুহুঃ।
প্রকৃতিস্থা ক্ষিতির্ভূতা মাধবেন প্রবোধিতা ॥ ১১
ততঃ কালেঽপি সম্প্রাপ্তে দৈবশক্ত্যা যদা ধৃতঃ।
ন গর্ভঃ প্রসবং যাতি তদাভূৎ পীড়িতা ক্ষিতিঃ ॥ ১২
কঠোরগর্ভা সা দেবী গর্ভভারং ন চাশকৎ।
যদা বোঢ়ুং তদা দেবং মাধবং শরণং গতা ॥ ১৩
শরণ্যং শরণং গত্বা মাধবং জগতাং পতিম্‌।
প্রণম্য শিরসা দেবী বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৪

পৃথিব্যুবাচ—

নমস্তে জগদব্যক্তরূপ কারণকারণ।
প্রধানপুরুষাতীত স্থিত্যুৎপত্তিলয়াত্মক ॥ ১৫
জগন্নিযোজনপর স্বাহাভোগধরোত্তম।
জগদানন্দনন্দাত্মন্‌ ভগবন্‌ জগদীশ্বর ॥ ১৬
নিযোজকো নিযোজ্যশ্চ বিভ্রাজন্‌ বিষ্ণুরব্যয়।
নমস্তুভ্যং জগদ্ধাতস্ত্রিলোকালয় বিশ্বকৃৎ ॥ ১৭

পৃথিবীর গর্ভে মহাবীর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বকীয় দৈব-শক্তিবলে বহুদিনের নিমিত্ত পৃথিবীগর্ভ কঠিন করত পুত্রপ্রসবে বাধা উৎপাদন করিলেন। ৮

জগদ্ধাত্রী পৃথিবী প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও অপত্য প্রসব না হওয়ায় এবং বরাহের মৃত্যু-হেতু অতিশয় শোকাকুল হইয়া বারংবার অনেক রোদন করিতে লাগিলেন। ৯-১০

তৎপরে তিনি ভগবান্‌ মধুসূদন কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। ১১

তদনন্তর ভগবন্নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও দৈববিড়ম্বণায় গর্ভ প্রসব না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন এবং সম্পূর্ণ-গর্ভ-ভার-সহনে অক্ষমা হইয়া পুনর্ব্বার মাধবের শরণাগত হইলেন। ১২-১৩

শরণাগত-পালক জগৎপতি মধুসূদনকে নতশিরে প্রণাম করিয়া এই প্রকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪

যাঁহার রূপ জগতে সাধারণের নয়নপথের অতীত মূল-কারণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; এবং যে প্রধান পুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি জীবধর্ম্ম নাই এবং যিনি জগতের নিয়ন্তা, যিনি স্বাহাদি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-স্বরূপ, যাঁহার আত্মা নিত্যানন্দময় এবং যে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে, স্বয়ং যিনি নিযুক্ত হইতেছেন এবং যিনি অব্যয়রূপে সর্ব্বদা শোভা

যঃ পালয়তি নিত্যানি স্থাপয়ত্যেব তৎপরঃ।
ত্বং ত্বাং নিয়মরূপেণ নমামি জগদীশ্বর[1] ॥ ১৮
ত্বং মাধবঃ প্রবেকশ্চ কামঃ কামালয়ো লয়ঃ।
প্রসূতিচ্যুতিহেত্বর্থ-ত্রাণকারণমীশ্বর ॥ ১৯
ন যস্য তে ক্লেদায় স্যুরাপো নোষ্মা তথোষ্মণে।
ন শীতায় ভবেচ্ছীতং তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২০
ন সমুদ্রঃ প্লবকরো ন শোষায় দহাত্মকঃ।
ন মৃত্যবে যস্য যমস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২১
যচ্চিন্ত্যার্য্যং যোগিভিঃ শান্তদেহৈ-
রুন্মার্গাণাং যাত্যরিধ্যেয়কৃত্যম্।
নিত্যং যদ্রূপমার্গাবসক্তং
স ত্বং ত্রাহি ত্রাণমিচ্ছন্ ধরিত্রীম্ ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি স্তুতো হৃষীকেশো জগদ্ধাত্র্যা তদা হরিঃ।
প্রাদুর্ভূতস্তদা প্রাহ ধরিত্রীং দীনমানসাম্[2] ॥ ২৩

শ্রীভগবানুবাচ—

কথং দীনমনা দেবি ধরিত্রি পরিদেবসে।
তব বা কিং কৃত্বা পীড়া বেত্তুমিচ্ছামি তামহম্ ॥ ২৪
মুখং তে পরিশুষ্কং তু শরীরং কান্তিবর্জ্জিতম্।
আকুলং নয়নদ্বন্দ্বং ভ্রূবিভ্রমবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫

পাইতেছেন এবং সংসারকে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়-চক্রে ভ্রমণ করাইতেছেন, সেই জগৎ-পিতা ভগবান্‌কে স্থিরচিত্তে স্মরণপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। ১১-১৮

যিনি উত্তম যদুবংশে উৎপন্ন হইয়া কন্দর্পের জন্মদাতা এবং সংহর্ত্তা; জল যাঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, অগ্নি যাঁহাকে সন্তাপিত করিতে পারে না, শীত যাঁহাকে স্বীয় শৈত্যগুণে কষ্ট দিতে পারে না, সমুদ্র যাঁহাকে জলপ্রবাহে প্লাবিত করিতে পারে না, সূর্য্যাদি যাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মৃত্যু যাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না, এতাদৃশ তোমাকে নমস্কার করি। ১৯-২১

শমগুণাবলম্বী মুনিগণ একাগ্রচিত্তে যে বস্তু ধ্যান করেন, ধর্ম্মবিরোধ পাষণ্ড-গণের কুমতিকলাপ যাঁহার দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যাঁহার রূপ, সাত্ত্বিক উপায়ে দৃষ্ট হয়, হে মহাপুরুষ! সেই তুমি বিপদাপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা কর। ২২

হরি এই প্রকারে পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমীপে আগমন করত বলিলেন,—দেবি বসুন্ধরে! তুমি দুঃখিতমনে কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? ২৩

যদ্যপি কোন ব্যাধিবশত পীড়িতা হইয়া রোদন কর, তাহা হইলে সে কি প্রকার ব্যাধি, তাহা অবিলম্বে বল। ২৪

তোমার মুখপদ্ম পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল নাই, শরীরে তাদৃশ কান্তিপুঞ্জ লক্ষিত

১। পরমেশ্বরম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। দুঃখকাতরাম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ঈদৃশং তব রূপং তু দৃষ্টপূর্ব্বং কদাপি ন।
রূপস্য তু বিপর্য্যাসে দুঃখবীজঞ্চ ভাষয় ॥ ২৬
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মাধবস্য জগৎপতেঃ।
বিনয়াবনতা দেবী পৃথ্বী প্রাহ সগদ্‌গদম্ ॥ ২৭

পৃথিব্যুবাচ—

ন গর্ভভারং সংবোঢ়ুং মাধবাহং ক্ষমাধুনা।
ভৃশং নিত্যং বিষীদামি তস্মাত্ত্বং ত্রাতুমর্হসি ॥ ২৯
ত্বয়া বরাহরূপেণ মালিনী কামিতা পুরা।
তেন কামেন কুক্ষৌ মে যো গর্ভোঽয়ং ত্বয়াহিতঃ ॥ ৩০
কালে প্রাপ্তেঽপি গর্ভোঽয়ং ন প্রচ্যবতি মাধব।
কঠোরগর্ভা তেনাহং পীড়িতাস্মি দিনে দিনে ॥ ৩১
যদি ন ত্রাহি মাং দেব গর্ভদুঃখাজ্জগৎপতে।
নচিরাদেব যাস্যামি মৃত্যোর্ব্বশমসংশয়ম্ ॥ ৩১
কয়াপি নেদৃশো গর্ভঃ পূর্ব্বং মাধব বৈ ধৃতঃ।
যোঽচলাং চালয়তি মাং সরসীমিব কুঞ্জরঃ ॥ ৩২
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীধরঃ।
আহ্লাদয়ন্ প্রত্যুবাচ হরিস্তপ্তাং লতামিব ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ—

ন ধরে তে মহদ্দুঃখং চিরস্থায়ি ভবিষ্যতি।
শৃণু যেন প্রকারেণ চানুভূতমিদং ত্বয়া ॥ ৩৪

হইতেছে না, নয়নযুগল ভয়চকিত; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় কটাক্ষনিক্ষেপ করিতেছে না। ২৫

এরূপ অবস্থায় আর কখনও তোমাকে দেখি নাই। লোকাতীত সৌন্দর্য্যে বিপরীতরূপে পরিণত হইয়াছে, কোন্ দুঃখে এইরূপ হইয়াছে সত্বর বল। ২৬

জগদীশ্বর হরির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী দেবী, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মাধব! দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করিতে অক্ষমা হইয়া নিরন্তর দুঃখ অনুভব করিতেছি। এই দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ২৭-২৮

আপনি যেকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া রজস্বলা আমার সহিত সঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই কালেই আমি গর্ত্তবতী হইয়াছি। ২৯

কিন্তু একাল পর্য্যন্ত প্রসব না হওয়ায় গর্ভভারে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। ৩০

হে জগদীশ্বর! আপনি যদ্যপি গর্ত্তধারণ-দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করিব। ৩১

আমার ন্যায় আর কোন কামিনীই এ প্রকার গর্ভ-যন্ত্রণায় কষ্ট পায় নাই। মদমত্ত হস্তী যেপ্রকার সরোবরকে আলোড়িত করে, সেইরূপ আমাকেও এই গর্ভ, কষ্ট অনুভব করাইতেছে। ৩২

পৃথিবীপতি ভগবান্ এই প্রকার পৃথিবীর দীন-বচন শ্রবণ করিয়া সূর্য্য-কিরণে সন্তপ্তা লতার ন্যায় সন্তপ্তা ধরাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে

মলিন্যা সহ সঙ্গেন যো গর্ভঃ সঙ্কৃতস্ত্বয়া ।
সোঽভূদসুরসত্ত্বস্তু ঘৃষ্টেঃ পুত্রোঽপি দারুণঃ ॥ ৩৫
জ্ঞাত্বা তস্য চ বৃত্তান্তং গর্ভস্য দ্রুহিণাদয়ঃ ।
দৈবীভিঃ শক্তিভির্বদ্ধস্তব কুক্ষৌ তু তৎপুরঃ ॥ ৩৬
সর্গাদৌ যদি জায়েত ভবত্যাস্তাদৃশঃ সুতঃ ।
ভ্রংশয়েৎ সকলান্ লোকাংস্ত্রীনিমান্ সসুরাসুরান্ ॥ ৩৭
অতস্তস্য বলং বীর্য্যং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
প্রাক্সৃষ্টিকালে তে গর্ভং তথা ধূর্জগতাং কৃতে ॥ ৩৮
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে আদিসর্গাচ্চতুর্যুগে ।
ত্রেতাযুগস্য মধ্যে তু সুতং ত্বং জনয়িষ্যসি ॥ ৩৯
যাবৎ সত্যযুগং যাতি ত্রেতার্দ্ধঞ্চ বরাননে ।
তাবদ্বহ মহাগর্ভং দত্তঃ কালো ময়া তব ॥ ৪০
ন যাবজ্জায়তে ধাত্রি গর্ভস্তে হ্যতিদারুণঃ ॥
তাবদ্গর্ভবতী দুঃখং ন ত্বং প্রাপ্স্যসি ভামিনি ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পৃথিবীং গর্ভিণীং তদা ।
নাভৌ পস্পর্শ দয়িতাং শঙ্খাগ্রেণাতিপীড়িতাম্ ॥ ৪২
সা স্পৃষ্টা বিষ্ণুনা পৃথ্বী শরীরং লঘু চাসদৎ ।
গর্ভেঽপি লঘিমানং সা প্রাপাতীব সুখপ্রদম্ ॥ ৪৩

আরম্ভ করিলেন,—বসুন্ধরে! তোমার এ দুঃখ চিরস্থায়ী হইবে না এবং তোমার গর্ভ, নিরূপিত সময় অতীত হইলেও যে প্রসব হয় নাই, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩-৩৪

রজস্বলা তোমার সহিত বরাহের সঙ্গম হওয়ায় যে গর্ভ ধারণ করিয়াছ, এই গর্ভে মহাবল অসুর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ তাদৃশ মহাবল অসুরের উৎপত্তিতে অনিষ্ট হইবে বিবেচনায় দৈবশক্তিতে প্রসব হইতে দিতেছেন না। ৩৫-৩৬ .

স্বর্গে যদ্যপি তাদৃশ বীরবর তোমার পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে দেব দৈত্য প্রভৃতির সহিত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক নষ্ট হইবে। ৩৭

এই হেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ লোক-হিতের নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে অলৌকিক পরাক্রমশালী পুত্রকে তোমার গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। ৩৮

আদি সৃষ্টি হইতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে এই গর্ভস্থিত সন্তান প্রসব করিবে। ৩৯

হে চন্দ্রমুখি! যেকাল পর্য্যন্ত সত্যযুগ শেষ হইয়া ত্রেতাযুগের অর্দ্ধভাগ উপস্থিত না হয়, সেই কাল অবধি এই গর্ভ ধারণ কর। ৪০

বসুন্ধরে! যত দিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভ প্রসব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত গর্ভভারে তোমার কোন কষ্টই হইবে না। ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গর্ভবতী দয়িতা বসুন্ধরার নাভিমণ্ডলে পাঞ্চজন্য শঙ্খের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেন। ৪২

পৃথিবীশ্বরের স্পর্শে পৃথিবীর দেহ লঘু হইল—কষ্টপ্রদ দুর্ব্বহ গর্ভ লঘুতর হইয়া সুখকর বোধ হইতে লাগিল। ৪৩

অগর্ভা যাদৃশী নারী তাদৃশী সাপ্যজায়ত।
ধৃতগর্ভাপি মুদিতা সা বভূব জগৎপ্রসূঃ ॥ ৪৪
ততঃ পুনরিদং বাক্যমুক্ত্বা স ভগবান্ ক্ষিতিম্।
পুনঃ প্রসাদয়ামাস সামভির্বহুভিশ্চ তাম্ ॥ ৪৫
জগদ্ধাত্রি মহাসত্ত্বে ত্বং ধৃতির্ধারণাত্মিকা।
সর্ব্বেষাং ধারণাদ্দেবি ত্বং ধাত্রীতি প্রগীয়সে ॥ ৪৬
ক্ষমা যস্মাজ্জগদ্ধর্ত্তুং শক্তা ক্ষান্তিযুতাত্র যৎ।
সর্ব্বং বসু ত্বয়ি ন্যস্তং যস্মাদ্বসুমতী ততঃ ॥ ৪৭
তদ্দুঃখং ত্যজ পুত্রস্তে যদা সঞ্জায়তে তদা।
মাং স্মরিষ্যসি দেবী ত্বং পুত্রং তে পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৮
ইদং রহস্যং কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং ত্বয়া ধরে।
যন্ময়া কথিতং দেবি রহস্যং পরমং পরম্ ॥ ৪৯
গর্ভস্তব মহাভাগে ত্রেতায়া মধ্যভাগতঃ।
উৎপৎস্যতে হতে বীরে রাবণে রামসংজ্ঞিনা ॥ ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং দেবীং গর্ভভারপ্রপীড়িতাম্ ॥ ৫১
ধরাপি কুশলা ক্ষামা লঘুকায়া বলৈর্যুতা।
অগর্ভেব যযৌ দেবী মুদা পরময়া যুতা ॥ ৫২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

জগন্মাতা পৃথিবী গর্ভবতী হইলেও গর্ভহীনা স্ত্রীলোকের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৪৪

তদনন্তর, জগদীশ্বর বসুন্ধরাকে বহুতর সান্ত্বনা বাক্যে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—হে মনস্বিনি! জগদ্ধাত্রি! বসুন্ধরে! তুমি যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়া ধরিত্রী নাম লাভ করিয়াছ। ৪৫-৪৬

তোমার সদৃশ ধৈর্য্যশালিনী দ্বিতীয়া নাই। তুমি জগতের সকল বস্তু ধারণ করিতে সমর্থা এবং সহিষ্ণুতা গুণের প্রতিকৃতি বলিয়াই ক্ষমা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ। তোমাতে সকল ধন নিক্ষিপ্ত আছে, এ নিমিত্ত তুমি বসুমতী নামে আখ্যাতা। ৪৭

ধরিত্রি! তুমি আর দুঃখিতা হইও না। যে কালে তোমার পুত্র প্রসব হইবে, সেইকালে আমাকে স্মরণ করিবামাত্র আমি আগমন করত তোমার পুত্রকে প্রতিপালন করিব। ৪৮

পৃথিবি! আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম, ইহা অতি সুগোপ্য; কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ৪৯

ভাগ্যবতি! ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলে তোমার গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবান্ এই বাক্য বলিয়া গর্ভভার পীড়িতা পৃথিবীকে আহ্লাদিত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৫১

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে দ্বিজসত্তমাঃ।
বিদেহবিষয়ে রাজা জনকো নাম বীর্য্যবান্ ॥ ১
সর্ব্বরাজগুণৈর্যুক্তো রাজনীতিবিবর্দ্ধিতঃ।
সত্যবাক্ শীলবান্ দক্ষো ব্রহ্মণ্যঃ প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ২
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ পূজাসু নিরতঃ সদা।
বভূব সর্ব্বলোকানাং পিতেব পরিপালকঃ ॥ ৩
তস্য রাজ্ঞঃ সুতো নাভূৎ প্রাপ্তে কালেঽপি বৈ সদা।
তদা স বিমনা ভূত্বা চিন্তাধ্যানপরোঽভবৎ ॥ ৪
একদা সোঽথ শুশ্রাব নারদস্য মুখান্নৃপঃ।
অপুত্রো নৃপতির্বৃদ্ধো নাম্না দশরথো মহান্ ॥ ৫
পুত্রান্ লেভে মহাসত্ত্বানধ্বরেণ মহামতিঃ।
অযোধ্যায়াং নগর্য্যান্তু ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগমৈঃ ॥ ৬
মুনিভির্বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্লব্ধবান্ স নৃপঃ সুতান্।
রামঞ্চ ভরতঞ্চৈব শত্রুঘ্নং লক্ষ্মণং তথা ॥ ৭
মহাসত্ত্বান্ মহাবীরান্ দেবগর্ভোপমাঞ্ছুভান্।
তচ্ছ্রুত্বা জনকো রাজা প্রবিশ্যান্তঃপুরং স্বকম্ ॥ ৮

কৃশাঙ্গী পৃথিবী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া গর্ভ-হীনা নারীর ন্যায় সবলে যথাস্থানে গমন করিলেন। ৫২

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

নরকাসুরের উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর বহুদিনের পর বিদেহ-দেশাধিপতি বলবান্, সকল-রাজগুণ-সম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, সংস্বভাব, চতুর, ব্রহ্মতেজস্বী, স্থিরচেতা, শুদ্ধ, দেব-দ্বিজ-গুরুগণের সেবায় সর্ব্বদা তৎপর, প্রজাগণের পিতার ন্যায় পরিপালক জনক নামে রাজা ছিলেন। ১-৩

জনক, কাল অতীত হইলেও পুত্রসন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় একদা বিমনা হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

রাজা জনক, একদিন নারদ মুনির মুখে শুনিলেন, মহাত্মা দশরথ রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বার্দ্ধক্যে মহাবীর্য্যবান্ পুত্রচতুষ্টয় লাভ করিয়াছেন। ৫

দশরথরাজা অযোধ্যা নামে নিজপুরে মহাতপস্বী-ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনি-গণকে আনয়ন করত মনস্বী এবং মহাবলবান্, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে পুরন্দরসদৃশ চারিটি পুত্র যজ্ঞফলরূপে লাভ করিয়াছেন। ৬-৭

মহারাজা জনক, দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে

ভার্য্যাভির্মন্ত্রয়ামাস যজ্ঞার্থং পুত্রজন্মনে ॥ ৯
মন্ত্রয়িত্বা তদা রাজা মহিষীপ্রমুখৈঃ স্বয়ম্ ।
চতসৃভিস্তু ভার্য্যাভির্যজ্ঞার্থং দীক্ষিতোঽভবৎ ॥ ১০
ততঃ পুরোধসং রাজা গৌতমং মুনিসত্তমম্ ।
তৎপুত্রঞ্চ শতানন্দং পুরোধায়াকরোন্মখম্ ॥ ১১
দ্বৌ পুত্রৌ তস্য সঞ্জাতৌ যজ্ঞভূমৌ মনোহরৌ ।
একা চ দুহিতা সাধ্বী ভূম্যন্তরগতা শুভা ॥ ১২
নারদস্যোপদেশেন যজ্ঞভূমিং ততো নৃপঃ ।
হলেন দারয়ামাস যজ্ঞবাটাবধি স্বয়ম্ ॥ ১৩
তদ্ভূমিজাতসীতায়াং শুভাং কন্যাং সমুত্থিতাম্ ।
লেভে রাজা মুদা যুক্তঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ১৪
তস্যাস্তু জাতমাত্রায়াং পৃথিব্যন্তর্হিতা স্বয়ম্ ।
জগাদ বচনঞ্চেদং গৌতমং নারদং নৃপম্ ॥ ১৫

পৃথিব্যুবাচ—

এষা সুতা ময়া দত্তা তব রাজন্ মনোহরা !
এনাং গৃহাণ সুভগাং কুলদ্বয়শুভাবহাম্ ॥ ১৬
অনয়া মে মহাভারস্তত্ত্বতো হেতুভূতয়া ।
ক্ষয়ং যাস্যতি ভারার্ত্তিং মোচয়িষ্যামি দারুণাম্ ॥ ১৭
রাবণাদ্যা মহাবীরাঃ কুম্ভকর্ণাদয়োঽপরে ।
নাশং যাস্যন্তি দুর্দ্ধর্ষাঃ কৃতেঽস্যা রাক্ষসাঃ পরে ॥ ১৮
ত্বঞ্চ মোদং দুরাধর্ষং দুহিতৃকৃতিজং নৃপ ।
অবাপ্স্যসি সুরাণাঞ্চ পিতৄণামৃণশোধনম্ ॥ ১৯

প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞফলে পুত্রোৎপত্তি বাঞ্ছায় মহিষীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলেন। ৮-১০

তদনন্তর রাজা জনক, পুরোহিত গৌতম এবং তাঁহার পুত্র শতানন্দের আদেশানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ১১

সেই যজ্ঞভূমি হইতে, সুন্দর-শরীর দুইটী পুত্র জন্মিল। কল্যাণ-নিলয় ভুবন-মোহিনী এক কন্যাও পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইলেন। ১২

জনক, নারদের আদেশে স্বয়ং লাঙ্গলদ্বারা যজ্ঞভূমির সীমাবধি প্রদেশ কর্ষণ করিলেন। ১৩

ভূমি হইতে জনকরাজা সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা লাভ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ১৪

কন্যা জন্মিবামাত্র পৃথিবী সেইস্থানে উপস্থিত গৌতম, নারদ এবং জনক রাজাকে বলিলেন,—রাজন্। ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম। জনক-জননী-কুলপাবনী মঙ্গলময়ী এই কন্যাকে গ্রহণ কর। মহারাজ! এই কন্যা হইতে আমার ভার দূরীভূত হইবে। আমিও দুর্ব্বহ ভার বহন হইতে মুক্তি লাভ করিব। ১৫-১৭

ইহার জন্যই যমশাসক রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণ যমভবন দর্শন করিবে। ১৮

কিন্ত্বেকঃ সময়ঃ কার্য্যস্ত্বয়া মম নরোত্তম।
তমহং তে প্রবক্ষ্যামি পুরো নারদগৌতমৌ ॥ ২০
নিহতে রাবণে বীরে ভারার্ত্তিরহিতা সুখম্।
সুপুত্রং জনয়িষ্যামি যজ্ঞভূমাবহং তব ॥ ২১
তং পুত্রবৎ পালয়িতা ভবান্ নৃপতিসত্তম।
যাবদ্ব্যতীতবাল্যঃ সন্ ভবিতা তনয়ো মম ॥ ২২
ব্যতীতবাল্যং তমহং পালয়িষ্যে স্বয়ং নৃপ।
তস্য স্যান্মানুষো ভাবো যথা ত্বং তৎকরিষ্যসি। ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা তদা মুদা।
প্রণম্য পৃথিবীং প্রাহ সাম্না স জনকাহ্বয়ঃ ॥ ২৪

রাজোবাচ—

যৎ ত্বং ব্রূষে জগদ্ধাত্রি করিষ্যে তদ্বচস্তব।
মমাপীষ্টং প্রযচ্ছস্ব প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ২৫
দেবী প্রত্যক্ষতো রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং তব।
শক্তিস্ত্বং লোকজননী ত্বাং নমামি প্রসীদ মে ॥ ২৬
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জনকস্য তদা ক্ষিতিঃ।
মুনীনাং সন্নিধৌ রূপং দর্শয়ামাস ভূভৃতে ॥ ২৭

মহারাজ! তুমিও এই কন্যা হইতে পরম আনন্দ লাভ করিবে; এবং ইহা হইতে তুমি দৈবিক এবং পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। ১৯

হে নরোত্তম! কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে; যে বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—তাহা নারদ ও গৌতমের সমক্ষে তোমাকে বলিতেছি। ২০

রাবণবীর নিহত হইলে, ভারপীড়া-রহিত হইয়া আমি তোমার যজ্ঞভূমিতে সুখে একটি সুপুত্র প্রসব করিব, তুমি রাজশ্রেষ্ঠ; যতদিন তাহার শৈশব অতিক্রম না হয়, ততদিন তুমি তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিবে। ২১-২২

রাজন্! তাহার বাল্যকাল অতীত হইলে, আমি তাহাকে পালন করিব। তাহার যাহাতে মনুষ্যস্বভাব হয়,তদ্বিষয়ে তুমি যত্ন করিবে। ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জনকরাজা পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পৃথিবীকে প্রণামপূর্ব্বক সান্ত্বভাবে বলিতে লাগিলেন;—জগদ্ধাত্রি! তোমার কথামত আমি তাহাকে পালন করিব, কিন্তু তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর; হে পরমেশ্বরি! প্রসন্ন হও। ২৪-২৫

হে দেবি! আমি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তুমি জগজ্জননী শক্তিস্বরূপা, তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৬

পৃথিবী এইরূপ জনকরাজার বাক্য শ্রবণ করত সকল মুনিগণেব সম্মুখে জনককে নিজরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২৭

নীলোৎপলদলশ্যামামক্ষমালাজ্জধারিণীম্ ।
বাহুযুগ্মেন শুভ্রেণ মৃণালায়তশোভিনা ।
সুন্দরীং লোকধাত্রীং তাং দৃষ্ট্বা শশ্বৎ নৃপোঽনমৎ ॥ ২৮
ততঃ সা পৃথিবী দেবী সীতাং জাতাং নৃপাত্মজাম্ ।
করেণ শশ্বৎ সংস্পৃশ্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৯
ইয়ং তে মানুষং ভাবমবাপ্স্যতি জগৎপ্রসূঃ ।
তব পুত্রী নৃপশ্রেষ্ঠ সময়ং প্রতিপালয় ॥ ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা পৃথিবী দেবী রাজানং জনকাহ্বয়ম্ ।
সম্ভাষ্য নারদাদীংস্তাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩১
জনকোঽপি সুতাং লব্ধ্বা সর্ব্বলক্ষণশালিনীম্ ।
সুতদ্বয়ং তথা প্রাপ্য মুদিতঃ স্বগৃহং যযৌ ॥ ৩২
ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে রাবণে রাক্ষসে হতে ।
মানুষেণ স্বরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩৩
গত্বা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমিং তদা ক্ষিতিঃ ।
সুষুবে তনয়ং বীরং যত্র সীতা পুরাভবৎ ॥ ৩৪
জাতে পুত্রে তদা দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রভুম্ ।
সস্মার সময়ে বিষ্ণুং স্মরন্তী সময়ং পুরা ॥ ৩৫
স্মৃতমাত্রস্তদা দেবঃ সময়ং প্রত্যপালয়ৎ ।
ক্ষিতের্যত্র সুতো জাতস্তত্র প্রাদুর্বভূব হ ॥ ৩৬
প্রাদুর্ভূতং তদা দেবী প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ।
সংস্তূয় সুনৃতং শশ্বদিদমাহ জগৎপ্রভুম্ ॥ ৩৭

নীলকমল-শ্যামলা দীর্ঘ-বাহুযুগলে মৃণাল-সদৃশ শুভ্রবর্ণ অক্ষমালা এবং পদ্মধারিণী সুন্দরী জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করত জনকরাজা প্রণাম করিলেন। অনন্তর পৃথিবীদেবী সদ্যোজাতা জনকাত্মজা সীতাকে নিজ হস্তে গ্রহণ করত বলিতে লাগিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! জগজ্জননী তোমার এই কন্যা মনুষ্যভাব লাভ করিবেন। তন্নিমিত্ত কিছুকাল অপেক্ষা কর। ২৮-৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—পৃথিবীদেবী জনকরাজাকে ইহা বলিয়া নারদাদি [illegible]গণকে সম্ভাষণাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত [illegible]ইলেন। ৩১

মনুষ্যরূপী জনক-রাজা সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা এবং পুত্রদ্বয়কে লাভ করিয়া [illegible]নন্দ-চিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৩২

তদনন্তর যথাসময়ে মনুষ্যরূপী জগৎ-প্রভু ভগবান্, রাবণ-বধ করিলে বসুন্ধরা [illegible]হারাজা জনকরাজার যে যজ্ঞ-ভূমিতে সীতাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই [illegible]ানে গমন করত মহাবীর পুত্র প্রসব করিলেন। ৩৩-৩৪

জগজ্জননী পৃথিবীদেবী, পুত্র উৎপন্ন হইলে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে জগৎপ্রভু [illegible]ষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ৩৫

স্মরণ করিবামাত্র দেবাদিদেব ভগবান্, প্রতিজ্ঞাপালনার্থে পৃথিবী যে স্থানে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। বসুন্ধরা পরমেশ্বরকে

পৃথিব্যুবাচ—

এষ তে তনয়ো জাতঃ সুকুমারো মহাপ্রভুঃ।
সংস্মরন্ সময়ং পূর্ব্বং ত্বমেনং প্রতিপালয় ॥ ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ—

অয়ং তে তনয়ো দেবী মহাবলপরাক্রমঃ।
ভবিতা মানুষং ভাবং তন্বানঃ সুচিরং বুধ ॥ ৩৯
যাবন্মানুষভাবং তে তনয়ো ভাবয়িষ্যতি।
তাবৎ কল্যাণভাগ্ ভূত্বা চিরং রাজ্যং করিষ্যতি ॥ ৪০
ত্যক্তমানুষভাবস্তু যদা চায়ং বিচেষ্টতে।
তদা তু নাস্য সুচিরং জীবিতং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৪১
সম্প্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে রাজ্যমাসাদয়িষ্যতি।
ধনরত্নগজৈশ্বর্য্যযুক্তোঽয়ং রথসঞ্চয়ৈঃ।
আসাদ্য মহতীং নিত্যং শ্রিয়ং ভোক্ষ্যতি বীর্যবান্ ॥ ৪২
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ভাবো যো বা ভবতি বৈ নৃণাম্।
তং তং ভাবং তথৈবায়ং করিষ্যতি তথা কুরু ॥ ৪৩
এতস্য নিভৃতং রাজ্যং যৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষ-সংজ্ঞকম্।
পুরং তত্র চিরং শাস্তা রাজ্যমেষ সুতস্তব ॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা পৃথিবীং বিষ্ণুঃ সমাভাষ্য জগৎপতিঃ।
দৃশ্যমানস্তয়া ক্ষিপ্রং তত্রৈবান্তর্দ্দধে প্রভুঃ ॥ ৪৫
প্রসূয় পৃথিবী পুত্রং মধ্যরাত্রে মহাদ্যুতিম্।
জনকং জ্ঞাপয়ামাস রহস্যং পূর্ব্বমীরিতম্ ॥ ৪৬

প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সত্যভূত-প্রিয়বাক্য বলিতে লাগিলেন,—মহাপ্রভো! এই আপনার অতি কোমলাকৃতিবালক জন্মিয়াছে, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ইহাকে পালন করুন। ৩৬-৩৮

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবি! মহাপরাক্রমশালী তোমার এই পুত্র মনুষ্য-ভাব প্রকটনকরত চিরকাল বিজ্ঞজনের ন্যায় সুখী হইবে। ৩৯

তোমার এই পুত্র যতকাল পর্যন্ত মনুষ্যভাব বিভাবিত করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সুখে রাজ্য ভোগ করিবে। ৪০

এই পুত্র যে কালে মনুষ্যভাব ত্যাগপূর্ব্বক কোন কার্য করিবে, সেই কাল হইতে ইহার জীবনের আশা থাকিবে না। ৪১

এবং ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে ধন-রত্ন-গজ-ঐশ্বর্য-রথ সমূহে সমৃদ্ধ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবে। বীর্যবান্ তোমার পুত্র বিপুল অক্ষয় রাজলক্ষ্মী লাভ করত ভোগ করিবে। ৪২

মনুষ্যগণের যে যে যুগে যে যে ভাব হয়, এই বালকও তদনুসারে নিজের যুগানুরূপ ভাব করিবে, সেই বিষয়ে যত্ন কর। ৪৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে অতি স্থির ইহার নগর হইবে; সেই পুরে বাস করত চিরকাল রাজ্য শাসন করিবে। ৪৪

পৃথিবীপতি জগৎপ্রভু বিষ্ণু, পৃথিবীকে এইরূপ বাক্যে সন্তোষিত করিয়া কেবলমাত্র তাঁহারই দৃষ্টিগোচর হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্নিহিত হইলেন। ৪৫

বিদেহরাজো জ্ঞাত্বৈব পৃথিবীজনিতং সুতম্ ।
তত্রৈব যজ্ঞবাটং স রাত্রাবাগাৎ কৃতক্রিয়ঃ ॥ ৪৭
গচ্ছন্তং যজ্ঞবাটং তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বংসহা তদা ।
নোক্ত্বা কিঞ্চন তং শশ্বদন্তর্দ্ধানং গতা নৃপম্[১] ॥ ৪৮
অথ গত্বা তদা তত্র বিদেহাধিপতিঃ সুতম্ ।
ধরায়াং দদৃশে কান্ত্যা চন্দ্রার্কজ্বলনোপমম্ ॥ ৪৯
রুদন্তং বহুশঃ স্নিগ্ধং চলদ্ধস্তপদদ্বয়ম্ ।
বপুষ্মন্তং শ্রিয়া দীপ্তং কার্ত্তিকেয়মিবাপরম্ ॥ ৫০
উদগচ্ছন্ স রুদন্ বালো যজ্ঞভূমিং ব্যতীত্য চ ।
কিয়দ্দূরং জগামাশৃত্তানশায়ী মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫১
মনুষ্যস্য শিরস্তত্র মৃতস্য প্রাপ্য বালকঃ ।
স্বশিরস্তত্র বিন্যস্য রুদংস্তস্থৌ ক্ষণং তদা ॥ ৫২
ততো বিদেহরাজোঽপি মার্গমাণঃ ক্ষিতেঃ সুতম্ ।
ব্যতীত্য যজ্ঞভূমিং তমাসসাদাঞ্জসা বহিঃ ॥ ৫৩
আসাদ্য বালকং দীপ্তং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ।
কান্ত্যা চন্দ্রমসস্তুল্যং[২] তেজোভির্ভাস্করোপমম্ ॥ ৫৪
শরমধ্যগতং পূর্ব্বং পাবকিং পাবকো যথা ।
স্বয়ং জগ্রাহ তং রাজা পৃথিব্যাঃ সময়ং স্মরন্ ॥ ৫৫

পৃথিবী অর্দ্ধরাত্রে প্রসূত মহাতেজস্বী পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত অতিগোপনে জনকরাজাকে জানাইলেন । ৪৬

জনকরাজা পৃথিবীর পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেই রাত্রিকালেই যজ্ঞভূমিতে আগমন করিলেন । ৪৭

পৃথিবী জনকরাজাকে যজ্ঞভূমিতে গমন করিতে দর্শন করিয়া অন্য কোন বাক্য না বলিয়াই নৃপের সম্মুখে অন্তর্হিতা হইলেন । ৪৮

অনন্তর জনকরাজা যজ্ঞভূমিতে গমন করত তেজে সূর্য-চন্দ্র-অগ্নিসন্নিভ পৃথিবী-পুত্রকে দর্শন করিলেন । ৪৯

সেই পুত্র বারংবার রোদন করিতেছে এবং হস্তপাদ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছে ; মূর্ত্তিমান্ দ্বিতীয় কার্ত্তিকসদৃশ সুন্দর তাহার দেহ । ৫০

মহদ্যুতি সেই বালক রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া যজ্ঞভূমি হইতে কিছুদূর পর্যন্ত গমন করিল । ৫১

যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইয়া একটী মৃত মনুষ্যের মস্তকে নিজ মস্তক বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিতে করিতে কিছুকাল সেই ভাবেই অবস্থিত হইল । ৫২

তদনন্তর জনকরাজাও পৃথিবীপুত্রের অন্বেষণার্থ যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইয়া প্রান্তভূমিতে জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী, কান্তিতে কলানিধি-সদৃশ এবং তেজে সূর্য-সন্নিভ সেই বালককে দর্শন করিলেন এবং অগ্নি যে প্রকার শরবণ-স্থিত কার্ত্তিককে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রাজাও পৃথিবীর নিকট প্রতিজ্ঞা করাতে সেই বালককে গ্রহণ করিলেন । ৫৩-৫৫

---

১ । দ্রুতম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২ । কান্ত্যা চন্দ্রং বিনিন্দন্তং—ইতি পাঠান্তরম্ ।

উদ্‌গৃহ্লন্ তচ্ছিরোদেশে দদৃশে মানুষং শিরঃ।
শশংস চাচিরং শীর্ষং মানুষং গোতমায় সঃ ॥ ৫৬
অথ বালং সমাদায় প্রবিশান্তঃপুরং স্বকম্।
মহিষ্যৈ কথয়ামাস প্রাপ্তং পুত্রং গুহোপমম্ ॥ ৫৭
সা তং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষঃ সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্।
বিস্তীর্ণহৃদয়ং কান্তং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্।
মুমোদ পালনীয়োঽয়ং ময়েতি ন্যবদৎ নৃপম্ ॥ ৫৮
তাং রাজাপি ততঃ প্রাহ পুত্রোঽয়ং মম সুন্দরি।
যজ্ঞভূমৌ সমুৎপন্নঃ স্বচ্ছন্দং পাল্যতাময়ম্ ॥ ৫৯
যৎপৃথিব্যা রহঃ প্রোক্তং ন তদ্দেব্যৈ ন্যবেদয়ৎ।
সত্যসন্ধো নৃপশ্রেষ্ঠঃ প্রিয়ায়া অপি ভাষিতম্ ॥ ৬০

মম সুতসুতবংশান্ পালয়িত্রী ধরেয়-
মিতি নরপতিবর্য্যো মোদবাংস্তদ্দিনে চ।
সুরতনয়সমানং পুত্রমাসাদ্য দেবী
জিতরিপুরতির্ধীমান্ স্যাদয়ঞ্চেত্যমোদৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীকলিকাপুরাণে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

সেই কালে সেই বালকের মস্তকসমীপে মনুষ্যমস্তক দর্শন করিয়া জনক রাজা সন্দিগ্ধচিত্তে সেই বৃত্তান্ত পুরোহিত গোতমকে জানাইলেন। ৫৬

এবং সেই বালককে লইয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে গমন করত পট্টমহিষীকে কার্ত্তিকসদৃশ পুত্রপ্রাপ্তি-সংবাদ বলিলেন এবং সেই রাজমহিষীও বিস্তীর্ণনয়ন সিংহস্কন্ধ উন্নতবাহু প্রশস্তবক্ষা কমনীয় নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ পুত্রটীকে দর্শন করিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সন্তান কি আপনার সন্তোষার্থে পালন করিব ? ৫৭-৫৮

(মহিষীর বাক্য শ্রবণ করত জনক বলিলেন,—সুন্দরি। যজ্ঞ-ভূমিতে উৎপন্ন এ বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় পালন কর। ৫৯

স্থিরপ্রতিজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ জনক—পৃথিবী নির্জ্জনে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহিষীর সমীপে সেই কথা উত্থাপন করিলেন না। ৬০)

এই ধরিত্রী আমার পুত্র পৌত্রাদি বংশাবলীকে পালন করিবেন ; ইহা ভাবিয়া রাজা আনন্দ সহকারে দেবীকে পুত্রপালনে আদেশ করিলেন। দেবীও সুরকুমার সদৃশ তনয় প্রাপ্ত হইয়া "এই বালক শত্রুজেতা এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়্‌বিধ-ঈতি-বর্জ্জিত হইবে" ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। ৬১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ তস্য নৃপশ্রেষ্ঠো গৌতমেন মহর্ষিণা।
সংস্কারং কারয়ামাস বিধিনা মানুষেণ তু ॥ ১
নরস্য শীর্ষে স্বশিরো নিধায় স্থিতবান্ যতঃ।
তস্মাত্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠো নরকং নাম বৈ ব্যধাৎ ॥ ২
অপরান্ বালসংস্কারান্ ক্ষাত্রেণ বিধিনা মুনিঃ।
কেশান্তাবধি সঞ্চক্রে ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রকৈঃ ॥ ৩
ববৃধে তস্য সদনে নরকো নাম ভূসুতঃ।
দিনন্দিনং ধৃতান্যশ্রীঃ শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৪
স রাজা তং সদা ভাবৈর্মানুষৈর্যোজয়ন্ স্বয়ম্।
গৌতমস্য সুতেনাথ শতানন্দেন ধীমতা।
গ্রাহয়ামাস তন্নিত্যং ক্ষাত্রং ভাবঞ্চ মানুষম্ ॥ ৫
তথৈব পৃথিবী দেবী ধাত্রীবেষেণ তং সুতম্।
নিয়তং গ্রাহয়ামাস মানুষং চরিতং শুভম্ ॥ ৬
যদৈব পুত্র উৎপন্নস্তদৈব পৃথিবী স্বয়ম্।
মায়ামানুষরূপেণ নৃপান্তঃপুরমাবিশৎ ॥ ৭
প্রবিশ্য তত্র সা দেবী নৃপস্যানুমতেঽভবৎ।
ধাত্রী তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কাত্যায়ন্যা হ্যবস্থয়া ॥ ৮

নরকের পিতৃ-দর্শন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ, গৌতম-মহর্ষি দ্বারা পুত্রের মনুষ্যাচরণীয় সংস্কার করাইলেন। ১

মনুষ্যমস্তকে মস্তক ন্যস্ত করিয়াছিল বলিয়া মুনি সেই পুত্রের নাম নরক রাখিলেন। ২

ঋক্ যজুঃ সাম মন্ত্রের দ্বারা কেশ বপনাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়-বিধিমতে করিলেন। ৩

তাহার পর সেই নরক রাজভবনে দিন দিন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভা সম্পন্ন হইতে লাগিল। ৪

রাজা পুত্রকে মনুষ্যাচরণীয় কার্য্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া ধীসম্পন্ন গৌতমপুত্র শতানন্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত, মনুষ্যাচরণীয় কার্য্যপরম্পরা শিক্ষা দিলেন। ৫

সেইরূপ দেবী বসুন্ধরাও রাজপুত্র নরককে মনুষ্য কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সুবিশদরূপে শিক্ষা দিলেন। ৬

যে সময়ে রাজপুত্র নরক প্রসূত হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবী পৃথিবী মায়াযোগে মনুষ্যরূপ ধারণ করত রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৭

হে মুনিগণ! তাহার পর, অন্তঃপুর-প্রবিষ্টা বসুন্ধরা, রাজাজ্ঞা অনুসারে

যাবৎ ষোড়শবর্ষাণি তস্য বালস্য ভাবিনী।
তাবৎ স্বয়ং পালয়ন্তী গ্রাহয়ামাস সন্নয়ম্[১] ॥ ৯
স বর্দ্ধমানোঽনুদিনং নরকঃ পৃথিবীসুতঃ।
অত্যক্রামৎ সুতান্ সর্ব্বান্ জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০
শরীরেণাথ বীর্য্যেণ রূপেণ বলবত্তয়া।
ধনুষা গদয়া বীরো হ্যত্যক্রামন্ নৃপাত্মজান্ ॥ ১১
স শাস্ত্রবাদকুশলো ধনুর্ব্বেদে চ কোবিদঃ।
বর্ষৈঃ ষোড়শভির্ভূতো বীরৈরন্যৈর্দুরাসদঃ ॥ ১২
বিদেহাধিপতি র্দৃষ্ট্বা মহাবলপরাক্রমম্।
ততো ন্যূন্যান্ স্বপুত্রাংশ্চ নাতিহৃষ্টমনাভবৎ ॥ ১৩
নিরস্যাসৌ চ মৎপুত্রান্ মম রাজ্যং গ্রহীষ্যতি।
কালে প্রাপ্তে মহাবীরো মতিস্তস্যাভবৎ পুরা ॥ ১৪
অন্তঃপুরে যদা পুত্রান্ সর্ব্বান্ রময়তে নৃপঃ।
তদা তু নরকং বীক্ষ্য হর্ষং প্রাপ্নোতি নাধিকম্ ॥ ১৫
তস্য তদ্ বুবুধে দেবী নৃপস্যাথ বসুন্ধরা।
মহিষী বিস্ময়ং চক্রে তস্মিন্ ভাবে তু ভূভৃতঃ ॥ ১৬
অথৈকদা মহাদেবী জনকস্য মহাত্মনঃ।
পপ্রচ্ছ নৃপতিশ্রেষ্ঠং বিদেহাধিপতিং পতিম্ ॥ ১৭
নাথ পৃচ্ছামি তে কিঞ্চিদ্রহস্যং যদি নো তব।
তদা মাং তদ্বদস্ব ত্বং কৃপা চেদ্বিদ্যতে ময়ি ॥ ১৮

ধাত্রী কাত্যায়নী রূপে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত নরককে পালন করত নীতিশিক্ষা দিলেন। ৮-৯

পৃথিবী-পুত্র নরক, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং রীতিনীতিতে সমস্ত রাজপুত্রদিগকে অতিক্রম করিল। ১০

শরীর-লাবণ্যে, রূপে, বলবীর্য্যে, ধনুর্যুদ্ধে, গদাযুদ্ধেও অন্যান্য রাজপুত্র-দিগকে অতিক্রম করিল। ১১

শাস্ত্রজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদপারদর্শী রাজপুত্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বীর-বর্গের অজেয় হইলেন। ১২

বিদেহাধিপতি, নরকের প্রভূত পরাক্রম দেখিয়া এবং অন্য পুত্রদিগকে তাহা হইতে হীনবীর্য্য দর্শনে অধিক আনন্দিত হইলেন না। ১৩

ভাবিলেন, কালক্রমে এই মহাবীর আমার পুত্রদিগকে নিরাস করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে। ১৪

রাজা অন্তঃপুরস্থিত পুত্রদিগকে দেখিয়া যত প্রফুল্ল হইতেন, কিন্তু নরককে দেখিয়া তত হইতেন না। ১৫

বসুন্ধরা রাজার সেই ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং মহিষীও রাজার সেই ভাবে বিস্মিত হইলেন। ১৬

অনন্তর, এক সময়ে মহাত্মা জনকের মহিষী—প্রাণেশ্বর নৃপশ্রেষ্ঠ বিদেহ-পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭

১। বিনয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

যদৈব তনয়াঃ সর্ব্বে বিহরন্তি পুরস্তব।
তদৈব নরকং দৃষ্ট্বা বিশীর্ণ[১] ইব লক্ষ্যসে॥ ১৯
তন্মে রাত্রিন্দিবং বাঢ়ং বিস্ময়ঃ প্রতিবর্দ্ধতে।
সংশয়শ্চ ভয়ঞ্চৈব ন জহাতি চ মাং সদা॥ ২০
রূপবান্ বীর্য্যবানেষ নয়ে চ বিনয়ে তথা।
কুশলঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ পুত্রস্তব মহাবলঃ॥ ২১
ন সভাজয়সে কস্মাৎ পুত্রমন্যৈর্দুরাসদম্।
তদহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি যদি তথ্যং বদস্ব মে॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ায়াঃ পৃথিবীপতিঃ।
তূষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং দেবীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৩

রাজোবাচ—

কথয়িষ্যে প্রিয়ে তত্ত্বং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা।
মাসত্রয়ে ব্যতীতে তু সময়ং প্রতিপালয়॥ ২৪
নিগূঢ়ঃ কশ্চিদত্রাস্তি দেবস্য সময়ো মম।
তেনাধুনা ন কিঞ্চিত্তে কথয়িষ্যামি ভদ্রহঃ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

রাজ্ঞো হ্যয়ং সভার্য্যস্য সংবাদোঽভবদন্তিকে।
মানুষী পৃথিবী ধাত্রী তং শুশ্রাব যদা তদা॥ ২৬

নাথ! আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইব মনে করিতেছি। যদি সেটী আপনার পরিহাস বিবেচনা না হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ১৮

যে সময়ে আপনার পুত্রগণ সম্মুখীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করে, তৎকালে নরককে দেখিলে, আপনাতে মলিনভাব লক্ষিত হয়। ১৯

তাহার পর, দিবারাত্র বিস্মিতভাবে বাক্য-প্রয়োগ করেন কেন? আপনার ভাবদর্শনে সংশয় ও ভয় আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। ২০

আপনার পুত্র নরক অত্যন্ত রূপবান্ ও বীর্য্যবান্, নীতি ও বিনয়ে সুপণ্ডিত এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ও মহাবলবান্। ২১

আপনি এরূপ পরদুর্জ্জেয় পুত্রকে, তাদৃশ স্নেহ করিতে পরাঙ্মুখ কেন? তাহাই আমি জানিবার জন্য ইচ্ছা করি, যদি বক্তব্য হয় তবে বলুন। ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা মহিষীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিলেন, তাহার পর এই কথা বলিলেন। ২৩

রাজা বলিলেন,—প্রিয়ে! যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার প্রকৃত ঘটনা তোমাকে বলিব; তিনমাস কাল প্রতীক্ষা কর। ২৪

এ বিষয়ে নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, এ সময়ে পুত্রগত রহস্য—গোপনেও কিছু বলিব না। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজা এবং মহিষীর প্রস্তাব নিকটে হইয়াছিল বলিয়া, মায়ামানুষী, ধাত্রী বসুধা পরস্পরের সেই বাক্য শুনিলেন। ২৬

১। বিমনা ইব—ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রুত্বা তয়োস্তু সংবাদং মহিষীভূপয়োঃ ক্ষিতিঃ।
মাসত্রয়েণ সময়ং দত্তং দেব্যৈ ধরাভৃতা ॥ ২৭
তৎকালে বিমনস্কঞ্চ ভূপং নরকসংজ্ঞয়া।
ত্রিভির্মাসৈর্ব্যতীতৈঃ স্যাদস্য ষোড়শবৎসরঃ ॥ ২৮
ততো নৃপো মহিষ্যাস্তু কথয়িষ্যতি তদ্রহঃ।
ততো মম রহস্যন্তু বিদিতং সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৯
চিন্তয়িত্বেতি সা দেবী জগদ্ধাত্রী সুতং প্রতি।
নিশ্চিত্যেদং তদা কৃত্যং প্রাপ্তকালমচেষ্টত ॥ ৩০
ততো রহসি ভূপং তং সমাসাদ্য সগৌতমম্।
ইদমাহ জগদ্ধাত্রী স্বপুত্রার্থে যশস্বিনী ॥ ৩১
যো ময়া সময়ো দত্তঃ পালিতঃ স ত্বয়ানঘ।
পুত্রশ্চ পালিতো মেঽয়ং নরকো বিনয়ৈর্যুতঃ ॥ ৩২
সম্প্রাপ্তযৌবনঃ পুত্রো যোজিতশ্চ ত্বয়া নয়ৈঃ।
তব প্রসাদাৎ পুত্রো মে সুখী বৃদ্ধো গৃহে তব ॥ ৩৩
তমহং পূর্ব্বসময়ান্নয়িষ্যামি স্বমাত্মজম্।
অনুজানীহি ভদ্রন্তে নরকস্য গতিং প্রতি ॥ ৩৪
রক্ষিতব্যশ্চ ভবতা সময়ঃ সপুরোধসা।
ছন্নমেব[১] নয়িষ্যামি ভূপতে মা কৃথা ব্যথাম্ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাত্রী বিদেহাধিপতিং নৃপম্।
তত্রৈব পশ্যতাং তেষামন্তর্দ্ধানমুপাগমৎ[২] ॥ ৩৬

বসুন্ধরা, রাজা এবং মহিষীর আলোচিত তিনমাস পরিমিত প্রতীক্ষণীয় সময়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। ২৭

সেই সময়ে নরকের নাম শ্রবণে বিমর্ষচিত্ত রাজাকে দেখিয়া ভাবিলেন; তিনমাস অতীত হইলে নরকের ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবে। ২৮

তাহার পর রাজা মহিষীকে পুত্রগত বৃত্তান্ত সঙ্গোপনে বলিবেন। তৎপরে আমার রহস্যও প্রকাশ হইবে। ২৯

এই ভাবিয়া দেবী বসুন্ধরা পুত্রের জন্য কিছু চিন্তিত হইলেন এবং তৎকাল-কর্ত্তব্য কার্য্য নিশ্চয় করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩০

তাহার পর গৌতমের সহিত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যশস্বিনী বসুন্ধরা পুত্রের জন্য এই কথা বলিলেন। ৩১

আমার প্রস্তাবিত নিয়ম আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আমার বিনয়াবনত পুত্রকেও আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। ৩২

পুত্রও যৌবনে পদার্পণ করিয়াও অত্যন্ত বিনীত হইয়াছে; আপনার অনু-গ্রহে আমার পুত্র সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৩৩

বর্ত্তমান সময়ে পুত্রকে পূর্ব্বের নিয়মানুসরণ করাইতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি নরককে যাইতে অনুমতি করুন। ৩৪

হে রাজন্! পুরোহিতের সহিত আপনি কিঞ্চিৎ সময় প্রতীক্ষা করুন এবং দুঃখিত হইবেন না, আমি নরককে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে গমন করি। ৩৫

১। গুপ্তমেব কথাম্—ইতি পাঠান্তরম্। ২। উপাগতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

নৃপোঽপি তস্যাস্তদ্বাক্যমঙ্গীকৃত্য ক্ষিতিং প্রতি।
তস্যাঃ প্রত্যক্ষতঃ স্থানং জগাম সপুরোহিতঃ ॥ ৩৭
অথৈকদা ধরা দেবী মায়ামানুষরূপিণী।
উপাংশু নরকং প্রাহ ধাত্রী তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮
ত্বয়া সমং মহাবাহো গঙ্গাং যাতুং মনো মম।
যদি ত্বং যাসি যাস্যামি রথেনাদ্যৈব পুত্রক ॥ ৩৯

নরক উবাচ—

ন পিতুর্বচনং যাস্যে বিনা মাতস্ত্বয়া সমম্।
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজং করিষ্যামি তবেপ্সিতম্[১] ॥ ৪০
গুরুঞ্চ তনয়ং তস্য শতানন্দং দ্বিজোত্তমম্[২]।
অনুজ্ঞাপ্য রথেনাহং যাস্যে গঙ্গাং ত্বয়া সমম্ ॥ ৪১

ধাত্র্যুবাচ—

ন তে পিতায়ং জনকো যঃ সর্ব্বজগতাং প্রভুঃ।
স তে পিতা তং গঙ্গায়াং পশ্য গত্বা ময়া সহ ॥ ৪২
অয়ং পিতা পালকস্তে ন রাজ্যং সম্প্রদাস্যতি।
যস্তে বর্দ্ধয়িতা তাত তমাসাদয় পুত্রক ॥ ৪৩
অত্র যদ্ মদ্রহস্যং তদ্ গঙ্গায়ামেব পুত্রক।
কথয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বং রহোভঙ্গস্ততোঽন্যথা ॥ ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জগৎ-মাতা বসুন্ধরা বিদেহাধিপতিকে এই কথা বলিয়া, এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনোন্মুখ রাজা ও শতানন্দের সমক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৬

রাজাও ক্ষিতির সেই বাক্য অঙ্গীকার করত পুরোহিতের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন, ক্ষিতি তাহা অন্তর্হিতভাবেই দেখিলেন। ৩৭

অনন্তর এক সময়ে নরক-ধাত্রী বসুন্ধরা মায়াবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নির্জ্জনে নরককে বলিলেন। ৩৮

মহাবাহু নরক! তোমার সহিত অদ্য গঙ্গাগমনে অভিলাষিণী হইয়াছি; পুত্র! যদি তুমি অনুগমন কর, তাহা হইলে সুখে যাইতে পারি। ৩৯

নরক বলিলেন,—পিতৃআজ্ঞা ব্যতীত আপনার অনুগমনে স্বীকৃত হইতে পারি না; মহারাজের অনুমতি লইয়া আপনার ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিব।৪০

গুরুপুত্র শতানন্দের অনুমতি লইয়া রথে আরোহণ করত আপনার সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিব। ৪১

ধাত্রী বলিলেন,—জনক তোমার পিতা নহেন, কিন্তু যিনি সর্বজগতের প্রভু, তিনি তোমার পিতা, আমার সহিত গমন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পারিবে। ৪২

মহারাজ জনক, তোমার মাত্র প্রতিপালক পিতা; কিন্তু হে সুব্রত! যিনি তোমার জন্মদাতা, তাঁহাকে অচিরাৎ দেখিতে পাইবে। ৪৩

অন্যান্য গোপনীয় বিষয় গঙ্গাতীরে তোমাকে বলিব, না হইলে গোপনীয় বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইবে। ৪৪

১। ও ২। এই দুই পংক্তি পুস্তকান্তরে নাই।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জাতসম্প্রত্যয়ো ধাত্র্যা বচসা নরকস্তথা।
বিহায় যানং ছন্দেন পদ্‌ভ্যাং গঙ্গাং যযৌ তদা ॥ ৪৫
অথ গঙ্গাং সমাসাদ্য সংস্থাপ্য বিধিবৎ সুতম্।
আত্মানং দর্শয়ামাস পৃথিবী স্বসুতায় বৈ ॥ ৪৬
মায়ামানুষমূর্ত্তিং তাং বিহায় জগতাং প্রসূঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং চারু নানালঙ্কারভূষিতম্।
পুত্রায় দর্শয়ামাস নরকায় বসুন্ধরা[১] ॥ ৪৮
কথামেতাঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্নস্ত্ভুতাং পৃথিবী তদা।
কথয়ামাস পুত্রায় প্রতীতির্জায়তে যথা ॥ ৪৯

পৃথিব্যুবাচ—

মম গর্ভে যথা পুত্র বর্দ্ধসে ত্বং দিনে দিনে।
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা আলোক্য স্বয়মেব তে ॥ ৫০
মলিনীক্ষিতিসঞ্জাতঃ পুত্রো বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
আসুরং ভাবমাস্থায় সর্ব্বানস্মান্ হনিষ্যতি ॥ ৫১
ইতি চিন্তাপরা দেবাঃ কুমন্ত্রং চক্রিরে তদা।
অয়ং নোৎপদ্যতাং গর্ভাদ্ গর্ভে তিষ্ঠত্বয়ং সদা ॥ ৫২
ততো মম ভবান্ গর্ভে সুবহূনি যুগান্যথ।
অবসদ্দুঃখবান্ পুত্র দেবানাঞ্চ কুমন্ত্রতঃ ॥ ৫৩
মৃতকল্পাভবমহং ভবতো ধারণাৎ সুত।
ততোঽহং শরণং যাতা ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরক ধাত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রথ পরিত্যাগ করত গুপ্তভাবে পদব্রজে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ৪৫

অনন্তর বসুন্ধরা, গঙ্গাতীরে পুত্রকে রাখিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি পরিত্যাগ করত নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যাম সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং মনোহর বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিত স্বকীয় মূর্ত্তি দেখাইলেন। ৪৬-৪৮

পূর্ব্বে এ ভাব গুপ্ত ছিল কেন, পৃথিবী তাহা—যাহাতে পুত্রের প্রতীতি হয়, এরূপভাবে বলিলেন। ৪৯

হে পুত্র। যে সময়ে তুমি আমার গর্ভে দিন দিন বাড়িতে লাগিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন। ৫০

ক্ষিতি পূর্ব্বে ঋতুমতী ছিল, সে সময়ে তাহার গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে জাত মহাবলসম্পন্ন পুত্র উদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সেই গর্ভজাত পুত্র, অসুররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে। ৫১

এইরূপে চিন্তাকুল দেবগণ, সেই সময়ে একটি কুৎসিত মন্ত্রণা করিলেন,—এই গর্ভস্থ বালক গর্ভেতেই সর্ব্বদা অবস্থান করুক। ৫২

তাহার পর তুমি আমার গর্ভেই বহুকাল অবস্থান করিলে, সেই সময়ে দেবতাদের কু-চক্রে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ৫৩

১। বপুস্তদা—ইতি পাঠান্তরম্।

নারায়ণস্য বাক্যাত্তু ভবানুৎপন্নবাংস্ততঃ।
ইতি সত্যং মম বচঃ পুত্র জানীহি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ যাবন্ন পুত্রস্য বিস্ময়ঃ সমপদ্যত।
তাবদেব স্বয়ং দেবী প্রোচে পুত্রমিদং বচঃ ॥ ৫৬
যথা বিদেহরাজস্য যজ্ঞভূমাবসূয়ত।
বিদেহরাজেন সমং যাদৃশঃ সময়োঽভবৎ ॥ ৫৭
যথা মানুষরূপেণ ধাত্রী সা সমপদ্যত।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস নরকায় মহাত্মনে ॥ ৫৮
অথৈনাং পৃথিবীং প্রাহ নরকঃ পুনরেব হি।
পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা স্বল্পসংশয়সংযুতঃ ॥ ৫৯

নরক উবাচ—

যদ্যেবং মে পিতা বিষ্ণুর্মাতা ত্বং পৃথিবী শুভে।
আগচ্ছতু জগন্নাথো মমৈবাভ্যুপপত্তয়ে ॥ ৬০
স এব সর্ব্বলোকেশো যদি মাং ভাষতেঽচ্যুতঃ।
পিতাহং তে ত্বিয়ং মাতা শ্রদ্দধে তদহং শুভে ॥ ৬১
ত্বয়া মানুষরূপেণ ধাত্র্যাহং প্রতিপালিতঃ।
তদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি তে রূপমীদৃশম্ ॥ ৬২

বহুকাল তোমাকে গর্ভে ধারণ করাতে মৃতপ্রায় হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলাম। ৫৪

তাঁহার বাক্যের প্রভাবেই তুমি প্রসূত হইলে। হে পুত্র! আমি তোমার জন্মের যে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, তাহা নিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া ধারণা কর। ৫৫

অনন্তর বসুধা, পুত্রের যতক্ষণ বিস্ময়ভাবের উদয় না হইল, ততক্ষণ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৫৬

আপনি যেরূপে বিদেহনাথের যজ্ঞভূমিতে প্রসব করিয়াছিলেন এবং বিদেহ-রাজের সহিত যেরূপ আচার-ব্যবহার হইয়াছিল, যেরূপে মায়াবলে, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নরকের ধাত্রীভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত নরককে বলিলেন। ৫৭-৫৮

অনন্তর পৃথিবীবাক্যে কিঞ্চিৎ সংশয়িত হইয়া নরক পুনর্ব্বার পৃথিবীকে বলিলেন। ৫৯

যদি আমার পিতা স্বয়ং বিষ্ণু এবং আপনি স্বয়ং পৃথিবী মাতা, তাহা হইলে পিতা বিষ্ণু আমার উন্নতিসাধনে ধরায় আগমন করুন। ৬০

সেই সর্ব্বলোক-ঈশ্বর বিষ্ণু যদি বলেন যে, আমি তোমার পিতা ও বসুন্ধরা তোমার মাতা, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি। ৬১

আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ধাত্রীরূপে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, কিন্তু যদি তোমার এইপ্রকার রূপ হয়, তাহা হইলে সেই কাত্যায়নী রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৬২

পৃথিব্যুবাচ—

অহং তে জননী তাত ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ন্ত্বিদম্ ॥ ৬৩
পিতা তব মহাবাহো প্রভুর্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
অচ্যুতো জগতাং ধাতা মহাত্মা শূকরাত্মধৃক্ ॥ ৬৪
তেনাহিতস্ত্বং মদ্গর্ভে সুচিরং ত্বং পুরাবসঃ।
সম্প্রাপ্তে সময়ে জাতঃ পালিতশ্চেহ ভূভৃতা ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা হর্ষশোকাকুলস্তদা।
নরকঃ পৃথিবীং দেবীমিদহমাহ ধনুর্ধরঃ ॥ ৬৬

নরক উবাচ—

ন মাতা বিদিতা পূর্ব্বং মাতাহমিতি ভাষসে।
বিষ্ণুঃ পিতেতি চ বচো ন পিতা বিদিতো মম ॥ ৬৭
জানামি পিতরঞ্চাহং বিদেহাধিপতিং নৃপম্।
তস্য ভার্য্যাং সুমত্যাখ্যামহং জানামি মাতরম্ ॥ ৬৮
ভ্রাতরস্তৎসুতাঃ সর্ব্বে সীতা মে ভগিনী শুভা।
সুমতির্মম মাতেতি লোকো জানাতি সন্ততম্ ॥ ৬৯
কাত্যায়নী চ ধাত্রী মে যাধুনৈব কৃতা ত্বয়া।
এতৎ সর্ব্বং ত্বয়া মিথ্যা শংসিতং মম সাম্প্রতম্ ॥ ৭০
যথা তবাহং তনয়ঃ সত্যমাখ্যাহি তন্মম ॥ ৭১

সেই সময়ে দেবী বসুন্ধরা পুত্রকে এই কথা বলিলেন,—পুত্র। আমি তোমার জননী, আমা হইতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমিই জগদ্ধাত্রী পৃথিবী ; আমারই স্বরূপ মৃত্তিকা। ৬৩

হে মহাবাহু! তোমার পিতা জগৎপালক, অচ্যুতরূপ বিষ্ণু। তাঁহার বরাহ অবস্থাতে সেই বরাহরূপে বিষ্ণুর ঔরসে আমার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। ৬৪

কালক্রমে তোমার জন্ম হইল, তাহার পর এই রাজা জনক তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। ৬৫

ধনুর্দ্ধর নরক পৃথিবীকে এই কথা বলিলেন ; আমার মাতা পূর্বেই স্থির হইয়াছেন, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, আমি তোমার মাতা এবং পিতাও পূর্বেই বিহিত হইয়াছেন, আপনি বলিতেছেন বিষ্ণু তোমার পিতা। ৬৬-৬৭

কিন্তু আমি জানি, বিদেহাধিপতি জনক আমার পিতা, তাঁহার মহিষী সুমতী আমার জননী, তাঁহার পুত্রগণ আমার ভ্রাতা ও জনক-নন্দিনী-সীতা আমার ভগিনী। জনক-পত্নী সুমতী আমার মাতা, তাহা সমস্ত লোকেই বিশেষ জানে। ৬৮-৬৯

যে কাত্যায়নীর রূপ আপনি কিছুক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কাত্যায়নী আমার ধাত্রী। কিন্তু আপনি যে পিতা ও মাতার কথা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমার নিকট মিথ্যা জল্পনা করিয়াছেন, যেরূপেতে আমি আপনার পুত্র, সে বিষয় নিশ্চিতভাবে আমাকে বলুন। ৭০-৭১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনঞ্চেতি শ্রুত্বা সর্ব্বংসহা তদা।
সর্ব্বং তৎপূর্ব্ববৃত্তান্তং তনয়ায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭২
যথা মলিন্যা সম্ভোগো বরাহস্যাভবৎ পুরা।
যথা গর্ভে ধৃতো দৈবৈর্যেন বা কারণেন সঃ ॥ ৭৩
যথা চ গর্ভদুঃখার্ত্তা মাধবং শরণং গতা
যথা তেন প্রদত্তশ্চ সময়ো জনকং প্রতি ॥ ৭৪

ঋষয় উচুঃ—

কিমর্থং সময়ো দত্তো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
নিহতে রাবণে বীরে রামেণ সুমহাত্মনা ॥
ভবিষ্যতি সুতস্তে বৈ তত্র নঃ সংশয়ো মহান্।
এতত্ত্বং[১] সংশয়ান্ ছিন্ধি গুরো শাস্তাসি নঃ সদা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভারার্ত্তা রাবণাদীনাং পৃথিবী মাংসভোগিনাম্।
অধোগতা যোজনানি পঞ্চ বৈ দ্বিজসত্তমাঃ ॥
অয়ং বরাহবীর্য্যেণ জাতো গর্ভে ক্ষিতেঃ পুনঃ।
অসাবপি মহারাজো দশগ্রীবো যথাভবৎ ॥
অধো যাস্যতি ভারার্ত্তা সাতীব পৃথিবী স্থিতি।
সময়ং দত্তবান্ বিষ্ণু রাবণে নিহতে সতি।
ধরায়ৈ ভারবিহতিব্যাজেন দ্বিজসত্তমাঃ ॥
তৎপূর্ব্বরূপং দৃষ্ট্বা বৈ বচনাচ্চ জগদ্‌গুরোঃ।
জাতশ্রদ্ধো মহাভাগে স্থাস্যামি সময়ে তব ॥ *

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা পৃথিবী প্রথমং তদা।
মায়ামানুষরূপং তৎ প্রতিজগ্রাহ তৎপুনঃ ॥ ৭৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যের উদ্ভব হইলেও বসুন্ধরা তাহার পর শোকোচ্ছ্বাসে আকুল হইলেন। সর্বংসহা সমস্ত পুত্র-বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব-বৃত্তান্ত সুবিশদরূপে পুত্রকে বলিলেন। ৭২-৭৩

যেরূপে ঋতুমতী হইয়া বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত সম্ভোগ হইয়াছিল যে কারণে দৈবদুর্বিপাকে পুত্রকে গর্ভে বহুকাল ধারণ করিয়াছিলেন, যেরূপে গর্ভ-যাতনায় পীড়িতা হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্না হইয়াছিলেন এবং যেরূপে জনকরাজকে বিষ্ণু তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পুত্রকে বলিলেন। তথাপি সে সব বাক্যে নরকের সন্দেহ দূর হইল না। ৭৪-*

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী বসুধা পূর্ব্ব স্বীকৃত মায়া-মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন। ৭৫

১। এতান্ ত্বং……ইতি পাঠান্তরম্।
* ঋষয় উচুরিত্যাদি গ্রন্থো মুবয়ীমুদ্রিত-পুস্তক এব লভ্যতে।

তথা কাত্যায়নীরূপং যেন রূপেণ পালিতঃ।
নরকঃ সা তু তদ্‌গৃহ্য তত্যাজ পৃথিবীতনুম্ ॥ ৭৬
অথ দৃষ্ট্বৈব নরকো ধাত্রীং কাত্যায়নীং তদা।
পপ্রচ্ছ পূর্ববৃত্তান্তং যদ্‌বৃত্তং নৃপমন্দিরে ॥ ৭৭
সা তথা কথয়ামাস যথা সম্প্রতি পালিতঃ।
যদ্‌বৃত্তং পূর্ব্বতো গেহে নৃপস্য জনকস্য তু ॥ ৭৮
জাতসম্প্রত্যয়স্তত্র নরকঃ সমপদ্যত।
পৃথিবী চ পুনর্দেবীরূপং স্বং জগৃহে তদা ॥ ৭৯
অথ সস্মার পৃথিবী জগন্নাথং হরিং প্রভুম্।
সময়ে পূর্ব্ববিহিতে প্রণম্য শিরসা মুহুঃ ॥ ৮০
স্মৃতমাত্রস্তদা ক্ষিত্যা মাধবো গরুড়ধ্বজঃ।
প্রসন্নো জগতাং নাথঃ প্রত্যক্ষত্বং গতস্তদা ॥ ৮১
তং দৃষ্ট্বা পৃথিবী দেবী দেবং গরুড়বাহনম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮২
পীতাম্বরং জগন্নাথং শ্রীবৎসোরস্কমব্যয়ম্।
প্রণনাম মহাভক্ত্যা পস্পর্শ শিরসা মহীম্[১] ॥ ৮৩
পরমেশ জগন্নাথ জগৎকারণকারণ।
প্রসীদেতি বচশ্চাপি তদা প্রোচে জগৎপ্রসূঃ ॥ ৮৪
নরকস্তু হরিং দৃষ্ট্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
তত্তেজসা চাভিভূতস্তদা ভূমাবুপাবিশৎ ॥ ৮৫

যে কাত্যায়নীরূপে নরককে প্রতিপালন করিতেন; পৃথিবী নিজমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৭৬

অনন্তর, নরক, ধাত্রী কাত্যায়নীকে দেখিয়া রাজমন্দিরগত পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৭

কাত্যায়নীরূপিণী বসুন্ধরাও যেরূপে নরক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং জনকভবনে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই নরককে বলিলেন। ৭৮

নরক, কাত্যায়নীর বাক্যে বিশ্বস্ত হইলেন; পৃথিবীও কাত্যায়নী-মূর্ত্তি পরিত্যাগ করত স্বমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। ৭৯

অনন্তর পৃথিবী পূর্ব্ববিহিত সময়ে বারংবার প্রণাম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ৮০

ক্ষিতি স্মরণ করিবামাত্র গরুড়ধ্বজ মাধব প্রত্যক্ষ ভাবে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৮১

দেবী পৃথিবী সম্মুখস্থ গরুড়বাহন, নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যাম, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী পীতবস্ত্র-পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন জগৎ-প্রভু নারায়ণকে দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ৮২-৮৩

'হে জগন্নাথ জগৎকারণ! হে পরমেশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' পৃথিবী এই প্রকার নানাবিধ স্তুতি করিলেন। ৮৪

নরকও হরিকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং তাঁহার তেজঃপুঞ্জের বিপুল প্রভাবে তৃপ্তি লাভ করত ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। ৮৫

১। মহী—ইতি পাঠান্তরম্।

উপবিষ্টে তদা দেবী তনয়ে নরকাহ্বয়ে।
প্রসাদয়ামাস তদা পুত্রার্থে বরবর্ণিনী ॥ ৮৬
প্রসাদ্যমানো ধরয়া হরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
শঙ্খাগ্রেণ তদা পুত্রং পস্পর্শ নরকাহ্বয়ম্ ॥ ৮৭
স্পৃষ্টমাত্রোঽথ হরিণা নরকোঽভূৎ সুদর্শনঃ।
হৃষ্টশ্চোৎসাহবাংশ্চৈব বলবান্ সমপদ্যত ॥ ৮৮
তত উত্থায় নরকো হরিং নারায়ণং প্রভুম্।
ভক্ত্যা প্রণম্য গোবিন্দং সাষ্টাঙ্গঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৯
ননাম পৃথিবীং বীরো জাতসম্প্রত্যয়স্তদা।
প্রণম্য চ মহাভাগাং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৯০
প্রাঞ্জলিঃ পুরতস্তস্থৌ নোক্তা কিঞ্চন বৈ ভিয়া।
ততস্তদর্থে পৃথিবী মাধবং সমযাচত ॥ ৯১
প্রসীদ দেবদেবেশ সময়ং প্রতিপালয়।
ত্বয়ায়ং তনয়ো দত্তো মম সর্ব্বং জগৎপতে।
এতদর্থে প্রতিজ্ঞাতং যদ্দত্তং প্রতিপালয় ॥ ৯২

ভগবানুবাচ—

ভবতী যৎ সুপুত্রার্থে মামযাচত পুরা ময়া।
তৎ সর্ব্বং তব দত্তং বৈ রাজ্যং দত্তঞ্চ ত্বৎসুতে ॥ ৯৩
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুরাদায় নরকাহ্বয়ম্।
সার্দ্ধং পৃথিব্যা গঙ্গায়াং মমজ্জ জগতাং প্রভুঃ ॥ ৯৪

নরক উপবিষ্ট হইলে দেবী বসুধা পুত্রের নিমিত্ত নানাবিধ স্তুতি বাক্যে নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন। ৮৬

নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খাগ্রদ্বারা পুত্র নরককে স্পর্শ করিলেন, স্পর্শমাত্রেই নরকের দিব্যচক্ষু হইল এবং নরক অত্যন্ত হৃষ্ট, উৎসাহসম্পন্ন ও মহাবলবান হইলেন। ৮৭-৮৮

তাহার পর উঠিয়া মহাভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে জগৎকর্ত্তা হরিকে মুহুর্মুহু প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৮৯

নরক-বীর সেই সময়ে পৃথিবীকে বিশেষ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেও ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ৯০

প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত চিত্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর পৃথিবী পুত্রের জন্য মাধবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ৯১

সর্ব্বদেব-ঈশ্বর নারায়ণ, আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন। আপনি আমাকে এ পুত্র প্রদান করিয়াছেন; ইহার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করুন। ৯২

ভগবান বলিলেন, পৃথিবী! তুমি পুত্রের জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা সমস্তই দিয়াছি এবং উত্তম রাজ্যও দিয়াছি। ৯৩

জগৎকর্ত্তা নারায়ণ এই কথা বলিয়া নরক ও পৃথিবীকে লইয়া গঙ্গাতে প্রবেশ করিলেন। ৯৪

নিমজ্য ক্ষণমাত্রেণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং গতঃ।
মধ্যগং কামরূপস্য কামাখ্যা যত্র নায়িকা ॥ ৯৫
স চ দেশঃ স্বরাজ্যার্থে পূর্ব্বং গুপ্তশ্চ শম্ভুনা।
কিরাতৈর্বলিভিঃ ক্রূরৈরজ্ঞৈরপি চ বাসিতঃ॥ ৯৬
রুক্মস্তম্ভনিভাংস্তত্র কিরাতান্ জ্ঞানবর্জ্জিতান্।
অনর্থমুণ্ডিতান্ মদ্যমাংসাশনৈকতৎপরান্॥ ৯৭
দদর্শ বিষ্ণুঃ কুপিতান্[১] বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ৯৮
তেষামধিপতিস্তত্র ঘটকো নাম বীর্যবান্।
রুক্মস্তম্ভনিভস্তুঙ্গঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ॥ ৯৯
স ক্রোধাচ্চতুরঙ্গেন বলেন মহতা যুতঃ।
আসসাদ জগন্নাথং নরকঞ্চ মহাবলম্॥ ১০০
আসাদ্য শরবর্ষেণ ববর্ষ প্রভুমব্যয়ম্।
কিরাতৈঃ সহিতো রাজা ঘটকাখ্যঃ কিরাতরাট্॥ ১০১
মাধবোঽপি তদা পুত্রং নরকং বীর্য্যবত্তরম্।
প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় কিরাতনৃপতেস্তদা॥ ১০২
নরকো ধনুরাদায় সহ তৈর্বলবত্তরৈঃ।
যুযুধে সুচিরং তত্র শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধেরিতৈঃ॥ ১০৩
ততোঽসৌ ভল্লমাদায় যোজয়িত্বা ধনুর্গুণৈঃ।
শিরঃ কিরাতরাজস্য চিচ্ছেদ নরকো বলী ॥ ১০৪

এবং ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানটি কামরূপের মধ্যে। ৯৫

যেখানে কামাখ্যাদেবী নায়িকা, সেই দেশে নিজের পুত্রের জন্য পূর্ব্বে মহাদেব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৯৬

সে স্থানে অত্যন্ত কর্কশকায় বহু-কিরাতবর্গের বাস ; বিষ্ণু সেই স্থানে সুবর্ণ স্তম্ভনিভ, জ্ঞান-হীন, বিনা কারণে মুণ্ডিতমস্তক, মদ্য ও মাংস ভোজনে তৎপর কিরাতকুল দেখিতে পাইলেন ; তাহারাও ভগবানকে দেখিয়া কুপিত হইলেন। ৯৭-৯৮

তাহাদের অধিপতির নাম ঘটক, সে অত্যন্ত বীর্যবান্, তাহার সুবর্ণ-স্তম্ভ-সদৃশ দীর্ঘ কলেবর, অতএব প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। ৯৯

সেই ঘটক ক্রোধ-পরবশ হইয়া চতুরঙ্গ সেনার সহিত মহাবল নরক ও ভগবান্কে আক্রমণ করিল এবং বহু কিরাত সহ ঘটক, নারায়ণকে শরবর্ষণ করিয়া নিতান্ত জর্জ্জরিত করিল। ১০০-১০১

মাধবও মহাবীর্য্যবান্ পুত্র নরককে কিরাত-সহ যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। ১০২

নরক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ধনুর্গ্রহণ করত বলবান্ কিরাতরাজের সহিত বহু অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০৩

তাহার পর বলবান্ নরক, ধনুর্গুণে ভল্ল নামক অস্ত্র যোজনা করিয়া কিরাতরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ১০৪

১। দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তদা তত্র।
তেষামধিপতির্তূর্ণং...... ॥ ইতি পাঠান্তরম্

মুখ্যান্ মুখ্যান্ কিরাতাংশ্চ বহূন্ সেনাধিপাংস্তথা।
জঘান কুপিতো বীরঃ কেশরীব মতঙ্গজান্ ॥ ১০৫
হতেঽথ নৃপতৌ কেচিৎ পলায়নপরায়ণাঃ।
কিরাতাঃ কেচন পুনর্নরকং শরণং গতাঃ ॥ ১০৬
নিহত্য যুধ্যমানাংস্তু সংরক্ষ্য শরণং গতান্।
নরকঃ পিতরং গত্বা প্রণম্যাথ ন্যবেদয়ৎ ॥ ১০৭

নরক উবাচ—

হতস্তাত কিরাতানামধিপো ঘটকো ময়া।
সেনাধিপাংশ্চ তস্যান্যান্[১] কিমন্যৎ করবাণ্যহম্ ॥ ১০৮

ভগবানুবাচ—

কিরাতান্ জহি যাবত্তং দেবীং দিক্করবাসিনীম্।
পলায়মানান্ বিদ্রাব্য পালয় শরণং গতান্ ॥ ১০৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স নরকো বীরঃ সমারুহ্য সিতং গজম্।
চতুর্দন্তং মহাকায়ং কিরাতাধিপবাহনম্ ॥ ১১০
ঐরাবতসমং বীর্য্যে বেগেন গরুড়োপমম্।
কিরাতান্ দ্রাবয়ামাস যাবদ্দিক্করবাসিনীম্ ॥ ১১১

নরক উবাচ—

পিতরং পুনরাগত্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
বিদ্রাবিতাঃ কিরাতাস্তে সাগরান্তং সমাশ্রিতাঃ।
হতশ্চ ঘটকাখ্যো হি কিরাতাধিপতির্মহান্ ॥ ১১২

সিংহ যেমন বনমধ্যে হরিণদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ নরক বীরও প্রধান প্রধান কিরাতদিগকে ও সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিলেন। ১০৫

অনন্তর, কিরাতরাজ হত হইলে কিরাত-বলের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা নরকের শরণাপন্ন হইল। ১০৬

যাহারা যুদ্ধেতেই রত ছিল তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া নরক, শরণাগতদিগকে রক্ষা করিলেন। ১০৭

তাহার পর নরক পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করত বলিলেন, তাত! কিরাতরাজ ঘটক হত হইয়াছেন এবং তাহার সেনাপতিগণও হত হইয়াছে, এখন কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ১০৮

ভগবান্ বলিলেন ;—পুত্র! দেব দিক্করবাসিনীর স্থান পর্য্যন্ত কিরাতদিগের অপসারিত কর এবং পলায়িতদিগকে খুব শাস্তি প্রদান করিয়া শরণাগতদিগকে রক্ষা কর। ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর নরক বীর চতুর্দ্দন্ত বিপুল শরীব বীর্য্যে ঐরাবত সদৃশ, বেগে গরুড়-তুল্য কিরাতরাজের বাহন শ্বেতহস্তী আরোহণ করিয়া দিক্করবাসিনীর স্থান পর্য্যন্ত কিরাতদিগকে অপসারিত করিলেন। ১১০-১১১

১। সেনাধিপাশ্চ তস্যান্যে—ইতি পাঠান্তরম্।

বেগিনং গজমারুহ্য ঐরাবতসমং গুণৈঃ।
যদন্যৎ করণীয়ং মে তদাজ্ঞাপয় সম্প্রতি ॥ ১১৩

ভগবানুবাচ—

করতোয়া সদা গঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রয়া।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদেব পুরং তব ॥ ১১৪
অত্র দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ।
কামাখ্যারূপমাস্থায় সদা তিষ্ঠতি শোভনা ॥ ১১৫
অত্রাস্তি নদরাজোঽয়ং লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
অত্রৈব দশদিক্‌পালাঃ স্বে স্বে পীঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১১৬
অত্র স্বয়ং মহাদেবো ব্রহ্মা চাহং ব্যবস্থিতঃ।
চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ সততং বসতোঽত্র চ পুত্রক ॥ ১১৭
সর্ব্বে ক্রীড়ার্থমায়াতা রহস্যং দেশমুত্তমম্।
অত্র শ্রীর্বসতে ভদ্রা ভোগ্যমত্র তথা বহু ॥ ১১৮
অস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা ॥ ১১৯
অত্র ত্বং বস ভদ্রং তে হ্যভিষিক্তো ময়া স্বয়ম্।
কৃতদারং সহামাত্যৈ রাজা ভূত্বা মহাবলঃ ॥ ১২০

অনন্তর, নরক কিরাতদিগকে তাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন। কিরাতগণ আমার প্রভাবে তাড়িত হইয়া সাগরের সন্নিকট-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিরাতাধিপতি ঘটক নিহত হইয়াছে। ১১২

এসময়ে অন্য কর্ত্তব্য কি আছে আদেশ করুন, ঐরাবত-সদৃশ এই গজে আরোহণ করিয়া সমস্ত সম্পাদন করি। ১১৩

(ভগবান্ বলিলেন ; পুত্র ! করতোয়া নামে গঙ্গা সর্ব্বদা পূর্ব্বদিগ্ ভাগে বহিতেছেন, যে স্থানে ললিতকান্তাদেবী আছেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত তোমার ভবন হইবে। ১১৪

এই স্থানে দেবী মহামায়া জগৎপ্রসবিনী যোগনিদ্রা, কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য নামক নদও রহিয়াছে ; এই পুণ্যভূমে দশদিক্‌পালগণও স্বকীয় স্বকীয় স্থানে আছেন। ১১৫-১৬

এই স্থানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি—সর্ব্বদা অবস্থান করি এবং চন্দ্র সূর্য্যও নিরন্তর বাস করিতেছেন। ১১৭

এটি অত্যন্ত রহস্যস্থান, এজন্য সমস্ত দেবতারাই ক্রীড়ার নিমিত্ত এ স্থলে আগমন করেন। ১১৮

এস্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন এবং এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং ভোগের স্থান ; এই পুরীতে ব্রহ্মা পূর্ব্বে একটি নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রপুরী সদৃশ এই পুরীর প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম হইল। ১১৯)

ভদ্র নরক। তুমি দারপরিগ্রহ করত রাজা হইয়া অমাত্যের সহিত কুশলে বাস কর, আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিলাম। ১২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা স্বয়ং বিষ্ণুঃ শম্ভোরনুমতেস্তদা।
সর্ব্বান্ কিরাতান্ পূর্ব্বস্যাং সাগরান্তে ন্যবেশয়ৎ ॥ ১২১
পূর্ব্বং ললিতকান্তায়াঃ সমাদায়াবধিং পুনঃ।
যাবৎ সাগরপর্য্যন্তং কিরাতাস্তাবদাবসন্ ॥ ১২২
পশ্চাল্ললিতকান্তায়া দেশং কৃত্বাবধিং পুনঃ।
করতোয়া নদীং যাবৎ কামাখ্যানিলয়স্তু তৎ ॥ ১২৩
তস্মাৎ কিরাতানুৎসার্য্য বেদশাস্ত্রাতিগান্ বহূন্।
দ্বিজাতীন্ বাসয়ামাস তত্র বর্ণান্ সনাতনান্ ॥ ১২৪
বেদাধ্যয়নদানানি সততং বর্ত্ততে যথা।
তথা চকার ভগবান্ মুনিভির্বাসয়ন্ বিভুঃ ॥ ১২৫
বেদবাদরতাঃ সর্ব্বে দানধর্ম্মপরায়ণাঃ।
নচিরাদভবদ্দেশঃ কামরূপাহ্বয়স্তদা ॥ ১২৬
ততো বিদর্ভরাজস্য পুত্রীং মায়াহ্বয়াং হরিঃ।
পুত্রার্থং বরয়ামাস[১] নরকস্য সমাং গুণৈঃ ॥ ১২৭
তামুদ্বাহ্য হৃষীকেশস্তস্মিন্ পুরবরে স্বয়ম্।
তয়া সমং স্বতনয়ং রাজত্বেনাভ্যষেচয়ৎ ॥ ১২৮
সুগুপ্তাঞ্চ পুরীং চক্রে গিরিদুর্গেণ মাধবঃ।
তদ্দুর্গং সর্ব্বতো ভদ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ১২৯
ততঃ কিরাতরাজস্য চতুর্দ্দন্তাঃ সুদন্তিনঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রা মহামাত্রকুথৈর্যুতাঃ ॥ *

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বিষ্ণু পুত্রকে এই কথা বলিয়া মহাদেবের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বসাগরের নিকট ভূমিতে তাহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। ১২১

ললিত-কান্তার পূর্বভাগ অবধি করিয়া সাগর পর্য্যন্ত ভূমি, কিরাতদের বাসস্থান হইল এবং ললিতকান্তার পশ্চাৎভাগকে সীমা করিয়া, করতোয়া নদী-পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর আবাসস্থান। ১২২-১২৩

সেইস্থান হইতে কিরাতদিগকে দূর করিয়া, বেদশাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের বাসস্থান করিলেন। ১২৪

নারায়ণ, মুনিদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া যেরূপে বেদাধ্যয়ন দানধর্ম্ম ইত্যাদি নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলেন। ১২৫

সেই স্থানের সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যে নিরত এবং দানধর্ম্মে পরায়ণ বলিয়া দেবতারাও অনেককাল কামরূপ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। ১২৬

তাহার পর হরি, পুত্রের বিবাহের জন্য মায়ানাম্নী বিদর্ভ রাজকন্যাকে বরণ করিলেন। ১২৭

হৃষীকেশ, পুত্রের সহিত মায়ার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রকে রাজত্বে অভিষেক করিলেন। ১২৮

মাধব, গিরিদুর্গ-মধ্যবর্ত্তী কোন সুগুপ্তস্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন, সেটি অত্যন্ত নিভৃত ও সকল বিষয়ে সুখকর এবং দেবতাদেরও অগম্য। ১২৯

১। রূপগুণান্বিতাং তদা—ইতি পাঠান্তরম্।
* ইদমর্দ্ধং কচিদধিকং লভ্যতে।

যানি রত্নান্যনেকানি সৈন্যানি বিবিধানি চ।
অশ্বাশ্চাভরণাশ্চৈব তৎ সর্ব্বং নরকোঽগ্রহীৎ ॥ ১৩০
যদ্‌যৎ সুভূষণং রাজ্ঞো ধ্বজাশ্চাভরণানি চ।
তানি তানি স্বয়ং বিষ্ণুস্তনয়স্য দদৌ তদা ॥ ১৩১
রথঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
লোহাষ্টচক্রসম্পন্নমর্দ্ধযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১৩২
যুক্তমশ্বসহস্রৈশ্চ তথাষ্টাভির্মনোজবৈঃ।
রত্নকাঞ্চনচিত্রাঢ্যং বেদিকাভাগবিস্তরম্ ॥ ১৩৩
বজ্রধ্বজেন মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্।
হেমদণ্ডপতাকাঢ্যং বৈদূর্য্যমণিকূবরম্ ॥ ১৩৪
সিংহব্যাঘ্রসমুদ্ভূতৈশ্চর্ম্মভিশ্ছাদিতং সদা।
লোহজালৈশ্চ সম্পন্নং কিঙ্কিণীজালমালিনম্।
সর্ব্বপ্রহরণৈর্যুক্তং বহুমায়াসমন্বিতম্ ॥ ১৩৫
শক্তিঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ সর্ব্বশত্রুবিশাতনীম্।
জ্বালামালাভিদীপ্তাঙ্গীং বিপ্রকক্ষাগ্নিরূপিণীম্ ॥ ১৩৬
ইমঞ্চ সময়ং প্রোচে নরকায় মহাত্মনে।
নরকস্য হিতায়েশো বসুধায়াঃ সমক্ষতঃ ॥ ১৩৭

ভগবানুবাচ—

ইমাং শক্তিং ন হি ভবান্ প্রাণস্য[১] সংশয়ং বিনা।
প্রয়োক্ষ্যতি কদাচিত্তু মানুষেষু বিশেষতঃ ॥ ১৩৮
এষা মায়া[২] চ বৈদর্ভী ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ।
ভবতো জীবনং যাবত্তাবৎ স্থাস্যতি শোভনা ॥ ১৩৯

তৎপরে, নরক কিরাতরাজের চতুর্দ্দন্ত বহুবিধ হস্তী, প্রভৃত সৈন্য, অশ্ব ভূষণ ইত্যাদি সমস্ত গ্রহণ করিলেন। ১৩০

বিষ্ণু কিরাতরাজের নিজের ব্যবহার্য্য ভূষণ এবং ধ্বজ ও আভরণাদি সমস্ত পুত্রকে দিলেন। ১৩১

তাঁহার ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ লৌহময় চক্র-শোভিত অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত, মনের ন্যায় বেগশালী সহস্র সহস্র অশ্বযুক্ত, কাঞ্চনখচিত, বেদিকার বিস্তারের ন্যায় বিস্তৃত, কাঞ্চনময়, বজ্রের ন্যায় কঠিন ধ্বজ-শোভিত এবং স্বর্ণ-নির্ম্মিত দণ্ড পতাকা যুক্ত বৈদূর্য্যমণিদ্বারা মনোহর, সিংহ ও ব্যাঘ্রের চর্ম্মে আচ্ছাদিত ও লৌহজালে আচ্ছাদিত, কিঙ্কিণীজালরূপ মালাভূষিত, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত মায়াময় রথও তাহাকে দিলেন এবং সর্ব্ব-শত্রুবিনাশিনী শক্তিও তাহাকে দিলেন, সেই শক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তরূপিণী ও বিপ্রকক্ষস্থিত অগ্নিরূপা। ১৩২-১৩৬

নরকের হিতের জন্য বসুধার সমক্ষে বিষ্ণু এই নিয়ম করিলেন এবং নরককে বলিলেন,—তুমি এই শক্তি প্রাণসংশয় ব্যতীত মনুষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। ১৩৭-৩৮

এই বৈদেহী মায়া রূপ ও গুণে তোমারই অনুরূপা; যতদিন তুমি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার নিকট অবস্থান করিবেন। ১৩৯

১। প্রাণানাং—ইতি পাঠান্তরম্। ২। ভার্য্যা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বং তু প্রজার্থে ত্রেতায়াং যত্নবান্ বৈ ভবিষ্যসি।
দ্বাপরান্তে তু সম্প্রাপ্তে প্রজা তব ভবিষ্যতি ॥ ১৪০
বিরোধো মুনিভিঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণৈরপি পুত্রক।
ন কদাচিত্ত্বয়া কার্য্যশ্চিরঞ্জীবিতুমিচ্ছতা ॥ ১৪১
ন রাজভির্ন দেবৈশ্চ বিরোধো যুজ্যতে তব।
মহাদুর্গস্য বৈ মধ্যে বসতো হ্যপরাজিতে ॥ ১৪২
দিব্যযোষিদ্গণৈঃ সার্দ্ধং বসমানোঽতিভোগবান্।
স্বপর্ব্বতে কামরূপে চিরং ত্বং তিষ্ঠ পুত্রক ॥ ১৪৩
মহাদেবীং মহামায়াং জগন্মাতরমম্বিকাম্।
কামাখ্যাং ত্বং বিনা পুত্র নান্যদেবং যজিষ্যসি ॥ ১৪৪
ইতোঽন্যথা ত্বং বিহরন্ গতপ্রাণো ভবিষ্যসি।
তস্মান্নরক যত্নেন সময়ং প্রতিপালয় ॥ ১৪৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্নরকং তনয়ং স্বকম্।
তমপাস্য রহস্যেনাং পৃথিবীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪৬
যদ্‌যৎপূর্ব্বং ময়া প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তব সুন্দরি।
তৎসর্ব্বং নরকায়াশু ভূত্যৈ সমুপদেশয় ॥ ১৪৭
যদৈনং ত্বং স্বয়ং হন্তুং মাং জগদ্ধাত্রি ভাষসে।
তদা তু মানুষঃ কশ্চিন্নরকং নিহনিষ্যতি ॥ ১৪৮

তুমি পুত্রের জন্য ত্রেতাতে যত্ন করিও তাহার পর দ্বাপরের শেষভাগে পুত্র হইবে। ১৪০

পুত্র! চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ ও মুনিগণের সহিত কদাচ বিরুদ্ধাচরণ করিও না এবং রাজা ও দেবগণের সহিতও বিরুদ্ধাচরণ করিও না। ১৪১-৪২

পরে অজেয়, এই মহাদুর্গের মধ্যে সদাকাল বাস কর এবং দিব্য স্ত্রীগণের সহিত সুখভোগে রত থাকিয়া নিরন্তর সুখে কালযাপন কর। ১৪৩

পুত্র। তুমি কামরূপে এই কমনীয় পর্ব্বতে চিরকাল বাস করিবে এবং জগন্মাতা মহামায়ারূপিণী কামাখ্যাদেবী ব্যতীত অন্য দেবপূজায় বিশেষ রত হইও না। ১৪৪

নরক! আমার প্রস্তাবিত নিয়মের অন্যথা করিলে তোমার প্রাণ-নাশ হইবে, অতএব এই নিয়ম যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন কর। ১৪৫

বিষ্ণু নিজ-তনয়কে এই কথা বলিয়া পৃথিবীকে গোপনে এই কথা বলিলেন। ১৪৬

সুন্দরি! তোমার নিকট যে যে বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই নরকের আশু মঙ্গলের জন্য। অতএব সে বিষয়ে তুমি উহাকে উপদেশ দান কর। ১৪৭

জগদ্ধাত্রি! তুমি যে সময়ে নরকের বিনাশ করিতে আমাকে বলিবে, সেই সময়ে কোন এক মনুষ্য তাহাকে বিনাশ করিবে। ১৪৮

পৃথিব্যুবাচ—

প্রজার্থমেষ যত্নো মে নিন্দ্যঃ স্যাং সন্ততিং বিনা।
তস্মান্নাথ প্রযত্নাম্মে সন্ততিং পালয়িষ্যসি ॥ ১৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমস্ত্বিতি তাং বিষ্ণুঃ পৃথিবীং প্রতি পাবনঃ।
নরকঞ্চ সমাভাষ্য তত্রান্তর্দ্ধিমগাৎ ক্ষণাৎ ॥ ১৫০
গতে হরৌ নিজস্থানং পৃথিবী তনয়ং স্বকম্।
যৎ পূর্ব্বং হরিণা প্রোক্তং তত্র তং ব্যনয়ৎ স্বয়ম্ ॥ ১৫১
নরকোঽপি তদা ধীমান্ বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ।
ব্রহ্মণ্যনীতিকুশলো বদান্যো দানতৎপরঃ ॥ ১৫২
কামাখ্যাপূজনরতো নীলকূটে মহাগিরৌ।
মহাভোগী মহাশ্রীমান্ হীনবাধশ্চ শত্রুভিঃ।
সুচিরং রাজ্যমকরোচ্ছক্রবত্রিদশালয়ে ॥ ১৫৩
ততো বিদেহরাজোঽপি শ্রুত্বৈব নরকশ্রিয়ম্।
সপুত্রভার্যাঃ সগণো নরকং দ্রষ্টুমভ্যগাৎ ॥ ১৫৪
প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং গত্বা কামরূপান্তরস্থিতম্।
দদর্শ নরকং রাজা শরচ্চন্দ্রসমং শ্রিয়া ॥ ১৫৫
প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং মেনে স রাজা ত্বমরাবতীম্।
দেবেন্দ্রং নরকং মেনে সৎপরিচ্ছদভূষণম্[১] ॥ ১৫৬
ততো মহিষ্যৈ তৎ সর্ব্বং জনকো বাক্যমব্রবীৎ।
এষ তে পালিতসুতঃ শ্রীমান্ নরকসংজ্ঞকঃ ॥ ১৫৭

পৃথিবী বলিলেন, পুত্রের জন্যই আমার এই যত্ন, কিন্তু পুত্রের অভাব হইলে আমার নিন্দা হইবে, অতএব নাথ! আপনি পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন। ১৪৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিষ্ণু পৃথিবীকে বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই করিব। এবং নরককেও স্নেহবাক্য বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। ১৫০

হরি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে করিলে পৃথিবী তনয়কে হরির প্রস্তাবিতরূপে সেই স্থলে স্থাপন করিলেন। ১৫১

বেদ-শাস্ত্র-পারদর্শী, ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য-কার্য্যে রত, নীতিজ্ঞ, নম্র, দানতৎপর কামাখ্যা দেবীর পূজাতে রত, নীলকুটনামক পর্ব্বতে নানাবিধ সুখভোগে আসক্ত, শোভাসম্পন্ন এবং শত্রুর অজেয়, নরক-বীরও, সেই পুরীতে ইন্দ্রের ন্যায় চিরকাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৫২-৫৩

তাহার পর বিদেহ-রাজও নরকের সুখ-সম্পত্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্ত্রী-পুত্র বন্ধুগণের সহিত নরককে দেখিতে আসিলেন এবং কামরূপের মধ্যে প্রাগ্-জ্যোতিষ নামক পুরে গমন করিয়া শারদীয়-নিশাকরের ন্যায় শোভা সম্পন্ন নরক রাজাকে দেখিলেন। ১৫৪-৫৫

বিদেহরাজ প্রাগ্জ্যোতিষপুরকে ইন্দ্রভবন বলিয়া বোধ করিতে লাগি-

১। সপরিষদ্ভূষিতম্।

পৃথিব্যা দয়িতঃ পুত্রঃ সঞ্জাতো ঘৃষ্টিরূপিণা।
বিষ্ণুনা জগদীশেন ত্বমেনং পশ্য সঙ্গতম্[1] ॥ ১৫৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জনকো রাজা যথা বৃত্তং তথা পুরা।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস নরকো জাতবান্ যথা ॥ ১৫৯
ততস্তত্র চিরং স্থিত্বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে মুদা।
বিদেহাধিপতী রাজা নরকেণ প্রপূজিতঃ ॥ ১৬০
স্বস্থানং গতবাংস্তস্মাৎ স্বগণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬১
এবং স নরকো জাতঃ পৃথিব্যাস্তনয়স্তদা।
হীনাসুরস্বভাবঃ সংবিজহার চিরং ক্ষিতৌ ॥ ১৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

লেন এবং নানাবিধ ভূষণে ভূষিত নরককে দেবরাজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ১৫৭

তাহার পর জনক, মহিষীকে সমস্ত বলিলেন,—এ মহাত্মা তোমার পালিত পুত্র নরক, বরাহরূপী জগৎপালক বিষ্ণুর ঔরসজাত পৃথিবী দেবীর পুত্র, কিরূপ ভাবে পরিণত হইয়াছে দেখ। ১৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জনকরাজা এই কথা বলিয়া যেরূপে নরকের জন্ম হইয়াছিল, পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। ১৫৯

তাহার পর বিদেহাধিপতি নরকের সংকারে সংকৃত হইয়া আনন্দিত-চিত্তে সেই প্রাগ্‌জোতিষপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বন্ধুগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৬০-১৬১

পৃথিবীপুত্র নরক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া চিরকাল বিহার করিতে লাগিলেন। ১৬২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮

১। সঙ্গতা—ইতি পাঠান্তরম্।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

স রাজা নরকঃ শ্রীমাংশ্চিরজীবী মহাভুজঃ।
মানুষেণৈব ভাবেন চিরং রাজ্যমথাকরোৎ ॥ ১
ত্রেতায়াঞ্চ ব্যতীতায়াং দ্বাপরস্য তু শেষতঃ।
অভবচ্ছোণিতপুরে বাণো নাম মহাসুরঃ ॥ ২
তস্যাগ্নিদুর্গং নগরং স চ শম্ভুসখো বলী।
সহস্রবাহুর্দ্দর্দ্ধর্ষঃ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স বৈ বলেঃ ॥ ৩
নরকেণ সমং তস্য মহামৈত্রী ব্যজায়ত ॥ ৪
গমনাগমনাভিন্যামন্যোন্যানুগ্রহৈস্তথা।
তয়োরভূৎ মহাপ্রীতিঃ পবনানলয়োর্যথা ॥ ৫
স চ বাণঃ সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপ্রভুম্।
আসুরেণাথ ভাবেন ব্যচরচ্চাকুতোভয়ঃ ॥ ৬
তৎসংসর্গাৎ স নরকো দৃষ্ট্বা তস্যাদ্ভুতাং কৃতিম্।
তেনৈব সহ ভাবেন বিহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৭
ন ব্রাহ্মণান্ পূজয়তি যথা পূর্ব্বং তথা দ্বিজাঃ।
ন চ যজ্ঞেষু দানেষু পূর্ব্ববন্মুদিতঃ স চ ॥ ৮
ন তথা বিষ্ণুমভ্যেতি পৃথিবীং বাপি নার্চ্চতি।
কামাখ্যায়াং তথা ভক্তিস্তদা তস্যাথ নাভবৎ ॥ ৯

নরকের চরিত্র

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনোহর শোভাশালী, দীর্ঘজীবী নরক, মনুষ্য-প্রথানুসারে বহুকাল রাজত্ব করিলেন। ১

তাহার পর ত্রেতা অতীত হইলে দ্বাপরের শেষভাগে, শোণিতপুরে বাণ নামক অসুর জন্মগ্রহণ করিল। ২

সে অত্যন্ত বলবান্ এবং শিবের মিত্র, তাহার অগ্নিনামক নগর। বলিপুত্র সেই মহাত্মা, প্রবল প্রতাপশালী হইল এবং নরক রাজার সহিত তাহার অত্যন্ত মিত্রতা হইল ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশেষ অনুগ্রহ হইল এবং গমনাগমন হইতে লাগিল। ৩-৪

উভয়েই পবন ও অগ্নির ন্যায় প্রবল প্রীতিপাশে বদ্ধ হইলেন। ৫

বাণ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া অকুতোভয়ে, অসুরের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ৬

হে দ্বিজগণ! বাণের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া এবং তাহার সংসর্গে নরকও সেই ভাব অবলম্বন করিলেন। ৭

পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে আর পূজা করিতেন না এবং যজ্ঞ দানাদি ধর্ম্ম-কার্য্যেও পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগ করিতেন না। ৮

বিষ্ণু ও পৃথিবীকেও পূর্ব্বরূপ পূজা করিতেন না এবং কামাখ্যা দেবীর প্রতিও পূর্ব্বরূপ ভক্তি করিতেন না। ৯

এতস্মিন্নন্তরে ধাতুস্তনয়ো মুনিসত্তমঃ।
বসিষ্ঠো নাম কামাখ্যাং দ্রষ্টুং প্রাগ্‌জ্যোতিষং গতঃ ॥ ১০
তাং দুর্গাভ্যন্তরে নীলকূটদেবীং ব্যবস্থিতাম্।
দ্রষ্টুং গন্তং বশিষ্ঠস্য ন দ্বারং নরকো দদাৎ ॥ ১১
ততো বসিষ্ঠঃ কুপিতো বচনং পরুষং মুনিঃ।
জগাদ নরকং বীরং গর্হয়ন্মুনিসত্তমঃ ॥ ১২

বসিষ্ঠ উবাচ—

কথং পৃথিব্যাস্তনয়ো বরাহস্য সুতোঽঞ্জসা[১]।
দেবীং দ্রষ্টুং ব্রাহ্মণস্য ন দদাসি তথাগতঃ ॥ ১৩
কিন্তে কুলোচিতং কর্ম্ম ত্বং করোষি ধরাত্মজ।
দেবীং প্রাগ্‌জ্যোতিষং গত্বা পূজয়িষ্যে জগন্ময়ীম্ ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স নরকো রাজা প্রাপ্তকালঃ ক্ষিতেঃ সুতঃ।
পরুষেণাথ বাক্যেন তমাক্ষিপ্য নিরস্তবান্ ॥ ১৫
ততো মুনিঃ স কুপিতঃ শশাপ নরকং নৃপম্।

বসিষ্ঠ উবাচ—

নচিরাদ্‌যেন জাতোঽসি তেন মানুষরূপিণা।
মরণং ভবিতা পাপ বরাহকুলপাংসন ॥ ১৬
মৃতে ত্বয়ি মহাদেবীং কামাখ্যাং জগতাং প্রভুম্।
পূজয়িষ্যাম্যহং পাপ তিষ্ঠ যাস্যে স্বমালয়ম্ ॥ ১৭

ইহার মধ্যে এক সময় ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ মুনি, কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলেন। ১০

নীলকূট পর্ব্বতের দুর্গমধ্যে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য নরক বসিষ্ঠ দেবকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। ১১

তারপর বসিষ্ঠ মুনি কুপিত হইয়া কর্কশবাক্যে নরককে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি মহাতেজস্বী বরাহের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে দেবতা-দর্শন করিতে দিতেছ না। ১১-১৩

হে ধরাত্মজ! এ কি তোমার কুলপ্রথামত কার্য্য করিতেছ, দ্বারপ্রবেশ করিতে দাও, দেবী জগদম্বাকে অর্চ্চনা করি। ১৪

তাহার পর পৃথিবীপুত্র-নরক কর্কশবাক্যে মুনিকে ভর্ৎসনা করত তাহা হইতে নিরস্ত করিলেন। ১৫

তৎপরে মুনি কুপিত হইয়া নরককে শাপ দিলেন, পাপিষ্ঠ! বরাহপুত্র! তুই যাঁহার ঔরসে জন্মিয়াছিস্, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সেই মহাত্মা অচিরাৎ তোকে বিনাশ করিবেন। ১৬

পাপাত্মা! তোর মৃত্যু হইলে তাহার পর জগন্মাতা কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিব, থাক, আমি নিজ স্থানে যাইতেছি।। ১৭

১। বরাহস্য মহৌজসা—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বং যাবজ্জীবিতা পাপ কামাখ্যাপি জগৎপ্রভুঃ[১] ।
সর্ব্বৈঃ পরিকরৈঃ সার্দ্ধমন্তর্দ্ধানায় গচ্ছতু[২] ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মপুত্রঃ স স্বস্থানং গতবান্ মুনিঃ ।
বসিষ্ঠস্তেন ভৌমেন নিরস্তঃ কুপিতো ভৃশম্ ॥ ১৯
গতে বসিষ্ঠে নরকঃ শীঘ্রং বিস্ময়সংযুতঃ ।
জগাম দেবীভবনং নীলকূটং মহাগিরিম্ ॥ ২০
তত্র গত্বা ন চাপশ্যৎ কামাখ্যাং কামরূপিণীম্ ।
ন যোনিমণ্ডলং তস্যাঃ সর্ব্বান্ পরিকরাংস্তথা ॥ ২১
ততঃ স বিমনা ভূত্বা ক্ষিতিং সস্মার মাতরম্ ।
পিতরঞ্চ জগন্নাথং নরকঃ প্রভুমব্যয়ম্ ॥ ২২
ন তাবপি তদা যাতৌ তস্য প্রত্যক্ষতাং দ্বিজাঃ ।
ব্যুৎক্রান্তসময়স্যেতি নীতিহীনস্য শম্ভবে ॥ ২৩
চিরং প্রতীক্ষ্য তৌ তত্র ভৌমো বজ্রধ্বজস্তদা ।
অপ্রাপ্তক্ষিতিবিষ্ণুঃ স সশোকঃ স্বন্নিবেশনম্ ॥ ২৪
স গচ্ছন্ স্বগৃহং ভৌমঃ পুরীং স্বাং দৃষ্টবাংস্তু সঃ ।
পূর্ব্বশ্রিয়া পরিত্যক্তাং মলিনাং বনিতামিব ॥ ২৫
দেব্যামন্তর্হিতায়ান্তু বেদবাদবিবর্জ্জিতম্ ।
পুণ্যস্বল্পদারজনং[৩] তৎপুরং সমপদ্যত ॥ ২৬

পাপিষ্ঠ! তুই যতদিন জীবিত থাকিবি, ততদিন জগজ্জননী কামাখ্যা সমস্ত পরিবারের সহিত অন্তর্দ্ধান হউন। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম-নন্দন বসিষ্ঠ মুনি নরকের কর্কশ বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৯

মুনির গমনের পর নরক বিস্মিত হইয়া নীলকূট গিরির গুহাভ্যন্তরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। ২০

মন্দিরে যাইয়া কামরূপেশ্বরী কামাখ্যাকে দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহার যোনিমণ্ডল ও সমস্ত পরিজন কিছুই দেখিলেন না। ২১

তাহার পর নরক বিমর্ষ হইয়া মাতা বসুন্ধরাকে এবং পিতা জগৎকর্ত্তা নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। ২২

হে দ্বিজগণ! কিন্তু বসুধা ও বিষ্ণু, নীতিমার্গ পরিত্যাগ করাতে এবং নিয়মের অপ্রতিপালনে নরককে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিলেন না। ২৩

বজ্রধ্বজ নরক বসুন্ধরা ও বিষ্ণুর দর্শন অভিলাষে অনেক সময় প্রতীক্ষা করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ২৪

তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং ঋতুমতী স্ত্রীর ন্যায় স্বকীয় পুরী শোভাশূন্য হইয়াছে দেখিলেন। ২৫

দেবী অন্তর্হিত হওয়াতে সেই পুরীস্থিত মনুষ্যগণ পূর্ব্বরূপ বেদবাক্য উচ্চারণ করিত না এবং পুণ্যকার্য্যেও বিশেষ যত্ন করিত না। ২৬

১। জগৎপ্রসূঃ। ২। পরিসরৈঃ সার্দ্ধং অন্তর্ধানং সাগচ্ছতু।
৩। পুণ্যে স্বল্পদেবজনম্।

ন দেবাস্তত্র গচ্ছন্তি ন বিপ্রা ন মহর্ষয়ঃ।
বভূব নগরং তস্য স্বল্পযজ্ঞক্রিয়োৎসবম্ ॥ ২৭
ঈতয়ো বহবো জাতা মৃতাশ্চ বহবো জনাঃ।
লৌহিত্যনদরাজোঽপি হীনতোয়স্তদাভবৎ ॥ ২৮
বহূনি বিপরীতানি দৃষ্ট্বা স নরকস্তদা।
মেনে মরণমাসন্নমাত্মনো ব্রহ্মশাপতঃ ॥ ২৯
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধ্যক্ষঃ শোকবিহ্বলচেতনঃ।
চিন্তয়ন্ মনসা মিত্রং বাণং বলিসুতং যযৌ ॥ ৩০
সখা প্রাণসমঃ সোঽস্য সততান্যোন্যরক্ষণে।
তৎপরৌ বাণনরকৌ স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনাবিব ॥ ৩১
এতস্মিন্নন্তরে বাণো মিত্রং শম্ভুসখো বলী।
অনুকূলয়িতা মন্ত্রপ্রদানেন মহাবুধঃ ॥ ৩২
ইতি চাসীন্মতিস্তস্য বজ্রকেতোস্তদাচলা।
দূতঞ্চ প্রাহিণোদ্দীপ্তং বাণস্য নগরং প্রতি ॥ ৩৩
স শোণিতপুরং গত্বা স্যন্দনেনাশুগামিনা।
ততো ভৌমস্য বৃত্তান্তং বাণায়াশু ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৪
যথা শপ্তো বসিষ্ঠেন যথা চান্তর্হিতাম্বিকা।
যথা বিঘ্নঃ পুরবরে জাতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাহ্বয়ে ॥ ৩৫
সময়স্য ব্যতিক্রান্তির্ভূমিমাধবয়োর্যথা।
তথা স দূতো ভৌমস্য শশংস বলিসূনবে ॥ ৩৬

দেবগণ মনুষ্যগণ ও মহর্ষিগণ কেহই নরকভবনে যাইতেন না। সেই নগর যজ্ঞক্রিয়া এবং উৎসবাদিশূন্য হইল। ২৭

রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া বহুলোক বিনাশপ্রাপ্ত হইল; লৌহিত্যনামক নদের জলও শুষ্কপ্রায় হইল। ২৮

নরক সে সময়ে রাজ্যে এইরূপ বিপরীতভাব দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মশাপে মরণ অতি নিকটে আগমন করিয়াছে। ২৯

এই ভাবিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি নরক, শোকে অধীর হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিপুত্র বাণের নিকট গমন করিলেন। ৩০

বাণ, নরকের প্রাণসম বন্ধু, কোন বিপদে পতিত হইলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় উভয়ে উভয়কেই রক্ষা করিয়া থাকেন। ৩১

বজ্রকেতু নরক স্থির করিলেন, এ সময়ে শম্ভুসখা, মিত্র বাণ অনুকূল মন্ত্রণা প্রদানে প্রাজ্ঞ। ৩২

এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি করিয়া বাণনগরে দূত প্রদান করিলেন। ৩৩

দূত; দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া শোণিতপুরে গমন করিল; তাহার পর বাণকে নরকের সমস্ত বৃত্তান্ত বলি। ৩৪

যেরূপে বসিষ্ঠ শাপ দিয়াছেন, যেরূপে কামাখ্যা অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং যেরূপে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নানারূপ বিঘ্ন হইতেছে, যেরূপে নিয়মের ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষিতি ও বিষ্ণু স্মরণ করিলেও আগমন করেন নাই, নরক-দূত সমস্তই বলিপুত্র বাণকে বলিল। ৩৫-৩৬

স সমাকারমিত্রস্য সম্যগ্ দৈবপরাভবম্ ।
স্বয়ং জগাম নরকং সভাজয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ৩৭
স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গং যুক্তমশ্বশতৈস্ত্রিভিঃ ।
লোহচক্রঞ্চ বৈয়াঘ্রং ময়ূরধ্বজভূষিতম্ ॥ ৩৮
হেমদণ্ডসিতচ্ছত্রচ্ছাদিতং কিঙ্কিণীগণৈঃ ।
নানারত্নৌঘরচিতমারুরোহ মহারথম্ ॥ ৩৯
স সহস্রভুজঃ শ্রীমাংশ্চতুরঙ্গবলৈর্যুতঃ ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষং ভৌমপুরমচিরাদাজগাম হ ॥ ৪০
তমাসাদ্য মহাবাহুর্বাণঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরম্ ।
হীনং পূর্ব্বশ্রিয়া মিত্রমপশ্যন্নগরঞ্চ তৎ ॥ ৪১
স তেন পূজিতো বাণো যথাযোগ্যং স্বতেন কোঃ ।
পপ্রচ্ছ কিং নিমিত্তন্তে হীনশ্রীকমভূৎ পুরম্ ॥ ৪২

বাণ উবাচ—

শরীরঞ্চ যথা পূর্ব্বং তথা ন তব রাজতে ।
মনশ্চ তে নাতি হৃষ্টং তত্র হেতুং বদস্ব মে ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবমাদীনি পৃষ্টঃ স নরকঃ ক্ষিতিনন্দনঃ ।
যথা বসিষ্ঠশাপোঽভূৎ তৎ সর্ব্বং তস্য চাব্রবীৎ ॥ ৪৪
যচ্ছ্রুতং ভৌমবদনাত্তদ্দৃতাবেদিতং পুরা ।
জ্ঞাত্বা তথা তং প্রোবাচ বাণো বজ্রধ্বজং পুনঃ ॥ ৪৫

বাণ উবাচ—

ন হি মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যঃ সুখে দুঃখে শরীরিণাম্ ।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তেতে নৈতাভ্যাং কোঽপি হীয়তে ॥ ৪৬

বাণ মিত্রের দৈব-পরাভব শ্রবণ করিয়া, নরককে প্রতিকারবিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, কাঞ্চনময় বিচিত্রাঙ্গ তিনশত অশ্বযুক্ত, লৌহময় চক্র, ব্যাঘ্র ও ময়ূর-ধ্বজে ভূষিত, সুবর্ণ দণ্ড ধবল ছত্র-যুক্ত, কিঙ্কিণী আচ্ছাদিত এবং নানারত্নখচিত রথে আরোহণ করিলেন। ৩৭-৩৯

সহস্র-বাহুশোভিত বাণ, চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক নরকভবনে উপস্থিত হইলেন। ৪০

বাণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর নরকের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পূর্ব্বের সেরূপ শোভা নাই দেখিতে পাইলেন। ৪১

বাণ তাঁহার যথাযোগ্য সৎকারে সৎকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পুরী শোভাহীন হইয়াছে কেন? ৪২

আপনার শরীরেরও পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই ও মনও নিতান্ত অসন্তুষ্ট দেখিতেছি, ইহার কারণ কি আমাকে বলুন। ৪৩

বাণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষিতি-কুমার নরক, বসিষ্ঠ মুনির শাপ অবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৪৪

বাণ যাহা নরকের নিকট শুনিলেন, দূত সে সমস্তই পূর্ব্বে বলিয়াছে। বাণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বজ্রধ্বজ নরককে বলিলেন। ৪৫

পরং তত্র প্রতীকারঃ কার্য্যো ধীরৈর্বিভূতয়ে।
ভবানপি প্রতীকারং কর্ত্তুমর্হতি সম্প্রতি ॥ ৪৭
য এব মানুষঃ পৃথ্ব্যামসাধারণভূতিভিঃ।
বর্দ্ধতে দানবো বাপি দৈত্যো বাপ্যথবাসুরঃ ॥ ৪৮
রাক্ষসঃ কিন্নরো বাপি শক্রস্তান্ সহতে নহি ॥ ৪৯
স কৌটিল্যং দেবগণৈঃ সার্দ্ধং কুর্ব্বন্নিতস্ততঃ।
যথা তথা প্রকারেণ ভ্রংশয়ত্যেব তং শ্রিয়ঃ ॥ ৫০
তস্য চেষ্টতমো দেবো বিষ্ণুর্নিত্যং সনাতনঃ।
স ন শক্রস্য কুরুতে মনোঽনিষ্টং মনাগপি ॥ ৫১
যঃ সমারাধয়েদ্ বিষ্ণুং শক্রস্যানিষ্টকারকঃ।
তস্মৈ বরন্তু সচ্ছিদ্রং দত্ত্বা তং শাতয়ত্যতঃ ॥ ৫২
চিরমারাধিতো বিষ্ণুরিষ্টান্ কামান্ প্রযচ্ছতি।
মহতা কায়দুঃখেন পূজিতঃ সম্প্রসীদতি ॥ ৫৩
বিনেষ্টদেবতাপূজাং বিভূতিমতুলাং পুমান্।
কঃ প্রাপ্নোতি শ্রুতঃ পূর্ব্বং ন বা পূর্ব্বতরৈঃ কচিৎ ॥ ৫৪
ত্বয়া নারাধিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মা বা বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
তেন তেঽদ্য মহাবিঘ্না উৎপন্না বিষয়ে তব ॥ ৫৫
যো বা বিষ্ণুঃ পালকস্তে ন নিসর্গানুকম্পকঃ।
কিন্তু তে স ক্ষিতেৰ্বাক্যাত্ত্বয়া চারাধিতো মুহুঃ ॥ ৫৬

এবিষয়ে শোক করা আপনার উচিত নহে, শরীরি-মাত্রেরই সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। ৪৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তিদের প্রতিকার করাই কর্ত্তব্য; সেই প্রতিকারই মঙ্গলজনক হয়, আপনিও সম্প্রতি প্রতিকার বিষয়ে যত্নবান্ হউন। ৪৭

এই পৃথিবীতে মনুষ্য দানব অথবা অসুর রাক্ষস কিন্নর—ইহার মধ্যে যে কেহ অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, ইন্দ্রের তাহা কিছুতেই সহ্য হইবে না। ৪৮-৪৯

দেবগণের সহিত কুটিলতা করিয়া যে প্রকারেই হউক, তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিবে। ৫০

তাহার মনোমত দেবতা নিত্য সনাতন বিষ্ণু; তিনি ইন্দ্রের সামান্য অনিষ্টও করিবেন না। ৫১

ইন্দ্রের অনিষ্ট করিব বলিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করে, বিষ্ণু তাহাকে কৌশলে অনিষ্ট বরদান করিয়া বিনাশ করেন। ৫২

অনেককাল আরাধনা করিলে বিষ্ণু অভিলষিত বিষয় দান করেন এবং অত্যন্ত কায়ক্লেশে পূজা করিলে প্রসন্নভাব অবলম্বন করেন। ৫৩

ইষ্টদেবের আরাধনা ব্যতীত, কোন্ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে পাইতেছে? ৫৪

আপনি পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন না, এজন্য আপনার রাজ্যে নানারূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছে। ৫৫

দত্তং ছিদ্রঞ্চ তে বিষ্ণুর্নাপরাধ্যাস্ত্বয়া দ্বিজাঃ ॥ ৫৭
ইতোঽন্যথা ত্বং ভবিতা হতশ্রীরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৫৮
অপরাধ্যস্ত্বয়া ভূপ বসিষ্ঠঃ পরমো মুনিঃ।
তেন স্মরণমাত্রেণ নায়াতৌ ক্ষিতিমাধবৌ ॥ ৫৯
তস্মাত্ত্বং মিত্র বুধ্যস্ব কৌটিল্যং হরিমেধসঃ ॥ ৬০
নাধুনা যুজ্যতে ভৌম তবৌদাসীনতাকৃতিঃ।
যত্তে মনসি তাতোঽয়মিতি সম্প্রত্যয়ঃ স তে ॥ ৬১
বরাহ এব তে তাতঃ স চ লোকান্তরং গতঃ।
বরাহোঽপি হরেরংশ ইতি যচ্ছ্রূয়তে ত্বয়া ॥ ৬২
তস্যাংশ ইত্যনুক্রোশঃ কেন বা ক্রিয়তে বদ।
তস্মাত্ত্বং কুরু শম্ভোর্বা ব্রহ্মণো বাধুনার্চ্চনম্ ॥ ৬৩
স তে প্রসন্নঃ পরমমিষ্টকামঃ প্রদাস্যতি।
বিঘ্নো বা মুনিশাপো বা যহেতির্বাতিপীড়কঃ ॥ ৬৪
বিধৌ প্রসন্নে শম্ভৌ বা নচিরাৎ ক্ষয়মেষ্যতি ॥ ৬৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

জাতসম্প্রত্যয়ো ভৌমো বাণস্য বচনাত্তদা।
সুপ্রীতঃ সমুবাচেদং ধীরঘর্ঘরনিঃস্বনঃ ॥ ৬৬

ভৌম উবাচ—

যত্ত্বয়া গদিতং বাণ হিতং মে মিত্রবৎসল।
তৎ কার্য্যমচিরাদেব তপশ্চরণমুত্তমম্ ॥ ৬৭

যে বিষ্ণু আপনার পালক তাঁহার স্বভাবত কাহারও প্রতি অনুগ্রহ হয় না ; কিন্তু বিষ্ণুকে ক্ষিতির বাক্যানুসারে নিরন্তর আরাধনা করিয়াছেন। ৫৬

সেই বিষ্ণুই আপনাকে সচ্ছিদ্র বর দান করিয়াছেন ; বসিষ্ঠের কোন অপরাধ আছে বলিয়া স্থির করিবেন না। ৫৭

আপনি ইহার অন্যথা আচরণ করিলে হতশ্রী হইবেন। ৫৮

বসিষ্ঠের প্রতি অপরাধ আরোপ করিবেন না, আপনি স্মরণ করিলেও ক্ষিতি ও মাধব আগমন করিলেন না। ৫৯

অতএব মিত্র ! ইহা হরির বুদ্ধির কুটিলতাই স্থির করুন। ৬০

এসময়ে আপনার উদাসীনভাবে থাকা ভাল নহে, 'বিষ্ণু আমার পিতা' এইরূপ আপনার মনের বিশ্বাস। ৬১

কিন্তু বরাহই আপনার পিতা, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। বরাহ হরির অংশ, এইরূপ আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। ৬২

কিন্তু তাঁহার অংশ এই কথা কে কোথায় বলিয়া থাকে বলুন ? তাহা হইলে আপনি – শিব অথবা ব্রহ্মার অর্চ্চনা করুন। ৬৩

তাঁহারা প্রসন্ন হইলে অভিলষিত বিষয় দান করিবেন ; বিঘ্নই হউক অথবা মুনিশাপ হউক, কিংবা পীড়াদায়ক যে কোনরূপই হউক, ব্রহ্মা কিংবা শিব প্রসন্ন হইলে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৬৪-৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূমি-পুত্র নরক বাণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৬৬

বিষ্ণুর্নারাধনীয়ো মে তত্র হেতুস্ত্বয়োদিতঃ।
নৈবারাধ্যস্তথাশম্ভুরন্তর্গুপ্তঃ স মে পুরে॥ ৬৮
তস্মাদ্‌ব্রহ্মা সমারাধ্যো বচনাত্তব মিত্রক।
তৎপুত্রস্য মহাবাহো লৌহিত্যস্যাম্বুসন্নিধৌ॥ ৬৯
ভবতাধ্যাপিতশ্চাহং শিষ্যোঽথ গুরুণা যথা।
মিত্রং মিত্রং যথা ধীর সাম্না পরমবল্গুনা॥ ৭০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুর্বাণং বজ্রধ্বজস্তদা।
যথাবৎ পূজয়ামাস তন্মিত্রং মিত্রবৎসলঃ॥ ৭১
অর্চ্চয়িত্বা যথাযোগ্যং প্রস্থাপ্য চ বলেঃ সুতম্।
ব্রহ্মারাধনমত্যুগ্রং কর্ত্তুমিচ্ছন্ ক্ষিতেঃ সুতঃ॥ ৭২
স তীরে নদরাজস্য লৌহিত্যস্য মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মাচলং সমারুহ্য তপস্তপ্তুমুপস্থিতঃ॥ ৭৩
স মানুষেণ মানেন ক্ষিতিপুত্রঃ শতং সমাঃ।
জলাহারব্রতেনৈব সমানর্চ্চ পিতামহম্॥ ৭৪
সন্তুষ্টঃ শতবর্ষান্তে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রত্যক্ষীভূয় নরকস্যাগ্রতঃ সমুপস্থিতঃ॥ ৭৫
প্রীতোঽস্মি তে বরং দাস্যে বরং বরয় সুব্রত।
ইতি চোবাচ নরকং স তদা কমলাসনঃ॥ ৭৬

মিত্রবৎসল! বাণ! আপনি যাহা বলিলেন, সেই আরাধনা করা আমার শীঘ্রই কর্ত্তব্য। ৬৭

বিষ্ণু আমার আরাধনীয় নহেন। তাহার কারণ পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন, কিন্তু শম্ভুও আমার আরাধনীয় নহেন; কারণ তিনি আমার পুরমধ্যে গুপ্তভাবে আছেন। ৬৮

তাহা হইলে মিত্র! আপনার বাক্যানুসারে ব্রহ্মা আমার আরাধনীয়। অতএব মিত্র সেই ব্রহ্মার পুত্র লৌহিত্যনদের জলসমীপে তাঁহার উপাসনা করিব। ৬৯

হে মিত্র! গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন, সেইরূপ আপনার উত্তমরীতি অনুসারে সান্ত্বনাবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছি। ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বজ্রধ্বজ মিত্রবৎসল নরক এই কথা বলিয়া বাণকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। ৭১

তাহার পর বলিপুত্র সৎকৃত হইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন। ক্ষিতিপুত্র অব্যগ্রচিত্তে ব্রহ্মার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৭২

তাহার পর মহাত্মা নদরাজ লৌহিত্যের তীরে ব্রহ্মার আরাধনাদি তপস্যার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৭৩

একশত বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রথানুসারে জলাহাররূপ ব্রতাচরণ করিয়া ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিলেন। ৭৪

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা একশত বৎসরের পর সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে নরকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৭৫

স দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকেশং প্রত্যক্ষং কমলাসনম্ ।
প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ প্রোচে বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ৭৭
দেবাসুরেভ্যো রক্ষোভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো দেবযোনিতঃ ।
অবধ্যত্বং সুরশ্রেষ্ঠ বরমেকং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭৮
অবিচ্ছিন্না সন্ততির্মে যাবচ্চন্দ্রো রবিস্তপেৎ ।
তাবস্তবতু লোকেশ দ্বিতীয়োঽয়ং বরো মম ॥ ৭৯
তিলোত্তমাদ্যা যা দেব্যঃ সদ্রূপগুণসংযুতাঃ ।
তাস্তা মে দয়িতাঃ সন্তু সহস্রাণি তু ষোড়শঃ ॥ ৮০
অজেয়ত্বং সদা শ্রীর্মাং ন জহাতু কদাচন[১] ।
ইতি পঞ্চ বরা মেঽদ্য বৃতাস্তত্তঃ পিতামহ ॥ ৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মায়য়া মোহিতো ভৌমো মুনিশাপং বিস্মৃত্য চ ।
অন্যদ্বরান্তরং বব্রে মুনিশাপস্তথা স্থিতঃ ॥ ৮২
এবমস্ত্বিতি তান্ সর্ব্বান্ বরান্ দত্ত্বা পিতামহঃ ।
উবাচেদং দ্বাপরান্তে সন্ধ্যায়াং সুরকন্যকাঃ ॥ ৮৩
তিলোত্তমাদ্যাস্তে জায়াঃ সম্ভবিষ্যন্তি ভূতলে ।
ন যাবন্নারদো যাতি বজ্রধ্বজ পুরং তব ।
তাবন্ন মৈথুনে যোজ্যা ভবতা তাঃ ক্ষিতেঃ সুত ॥ ৮৪

"হে সুব্রত! তোমার উপাসনায় প্রীত হইয়াছি, তোমাকে বরদান করিব, তুমি বর প্রার্থনা কর" কমলাসন, নরককে এই কথা বলিলেন। ৭৬

তাহার পর নরক সর্ব্বলোকেশ্বর কমলাসনকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং বিনয়-নম্র মস্তকে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণাম করত বলিলেন। ৭৭

হে সুরজ্যেষ্ঠ! দেব অসুর রাক্ষস এবং সকল দেবযোনি ইহাঁদের সকলের অবধ্য হই, প্রথম এই বর দান করুন। ৭৮

যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আমার সন্তান-পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে জগতে অবস্থান করুক, দ্বিতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন। ৯

এবং তিলোত্তমাদির যে সমস্ত রূপ ও গুণ আছে, সেই সমস্ত রূপ ও গুণ-সম্পন্ন ষোড়শসহস্র স্ত্রী হইবে, তৃতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন। ৮০

সকলের অজেয় এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যের অপরিত্যক্ত হইব, হে পিতামহ! অদ্য এই পাঁচটি বর আমি প্রার্থনা করি। ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ভূমি-পুত্র মায়ায় মোহিত হইয়া এবং মুনি-শাপ বিস্মৃত হইয়া অন্য বর প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মুনিশাপ বর্ত্তমান রহিল। ৮২

"তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, সে সমস্তই তোমার সিদ্ধ হইবে; পিতামহ, নরককে এইরূপ বর দান করিয়া বলিলেন, দ্বাপরের শেষ ভাগে তিলোত্তমাদির ন্যায় রূপবতী সুরকন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করিবে, যতদিন নারদ তোমার বজ্রধ্বজ-পুরে গমন না করেন, ততদিন হে ক্ষিতিপুত্র! তাহাদের সহিত সম্ভোগাদি করিও না। ৮৩-৮৪

১। ......কদা শ্রীর্মাং ন জহাতু বিভূতিভিঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশঃ ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ।
মুদমাসাদ্য পরমাং স্বস্থানং নরকোঽভ্যগাৎ ॥ ৮৫
ততো মুদিতলোকং তং নগরং শ্রীনিষেবিতম্।
সদা সোৎসাহসম্পূর্ণমীতিবিঘ্নবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮৬
অভবৎ পশুসস্যৈশ্চ বাজিবারণকুঞ্জকৈঃ।
সম্পূর্ণং দেবরাজস্য দয়িতেবামরাবতী ॥ ৮৭
উত্তীর্ণতপসং শ্রুত্বা বাণো দত্তবরং তথা।
স্বয়ং পুনরুপাতিষ্ঠদ্ভৌমং বজ্রধ্বজং তদা ॥ ৮৮
স গত্বা ভৌমনগরং বাণঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাহ্বয়ম্।
পপ্রচ্ছ নরকং মিত্রং তপসঃ সন্নিবেশনম্ ॥ ৮৯
কুত্র ত্বয়া তপস্তপ্তং কিং বাং চীর্ণন্ত্বয়া ব্রতম্।
কীদৃশো বা বরো লব্ধস্ত্বং মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৯০
দৃষ্টং তব পুরং সর্ব্বং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্।
বাজিবারণরত্নৌঘৈঃ পূরিতং মঙ্গলস্বনৈঃ ॥ ৯১
দৃশ্যতেঽদ্য ত্বয়া পাল্যং শস্যপূর্ণমনাময়ম্।
কথ্যতাং বা কথং ব্রহ্মা বরং তুভ্যং প্রদত্তবান্ ॥ ৯২

ভৌম উবাচ—

ব্রহ্মা স্বয়ং পর্ব্বতরূপধারী, কামেশ্বরীং ধর্তুমিহাবতীর্ণঃ।
তত্র স্বয়ং সম্প্রতি যত্নমেতি, পুরা ন যাবচ্ছপতে বশিষ্ঠঃ ॥ ৯৩
সোঽয়ং পুরে মে বলিপুত্র রাজতে
দেবৌঘসেব্যোঽপ্যমরোত্তমাংশঃ।
তত্রাহমেকো বরতোয়ভোজনো
বর্ষাণ্যকার্ষঞ্চ তপঃ শতানি বৈ ॥ ৯৪

এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। নরক, পরম আনন্দ লাভ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

তাহার পর স্বকীয় নগর—আনন্দিত লোক সকলে অধিষ্ঠিত, লক্ষ্মীযুক্ত, সদা উৎসাহসম্পন্ন, বিপ্লববর্জ্জিত দেখিলেন এবং পশু, শস্য, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদিতে নগর পরিপূর্ণ হইল, নগর পুনরায় দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় হইল। ৮৬-৮৭

নরকের তপস্যা শেষ হইয়া বর লাভ হইয়াছে শুনিয়া বাণ সেই সময়ে স্বয়ং বজ্রধ্বজ নরকের সমীপে গমন করিলেন এবং ভৌমনগর প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরীতে উপস্থিত হইয়া মিত্র নরককে তপস্যার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন;—'কোথায় আপনি তপস্যা করিয়াছেন? কিরূপে ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন? কিরূপ বর লাভ করিয়াছেন? তৎসমস্ত আমাকে বলুন। ৮৮-৯০

আপনার নগর আনন্দপূর্ণ এবং জনসমাজও অত্যন্ত প্রফুল্ল, অশ্ব-হস্তি-পূর্ণ এবং মঙ্গলধ্বনিযুক্ত, নানাবিধ শস্য পরিপূর্ণ, ব্যাধিশূন্য। ৯১

আপনি উত্তমরূপে পালন করিতেছেন দেখিতে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি বলুন, কিরূপে ব্রহ্মা হইতে বর লাভ করিলেন?" ৯২

ভৌম বলিলেন;—ব্রহ্মা স্বয়ং পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়া কামেশ্বরীকে ধারণ করিবার জন্য এখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যতক্ষণ বসিষ্ঠ আমাকে শাপ দেন নাই ততক্ষণ কামাখ্যাধারণে স্বয়ং যত্ন করিয়াছিলেন। ৯৩

লৌহিত্যতীরে ঘনবায়ুসেবিতে
মনোহরে প্রাণভৃতাং সুখপ্রদে।
তপঃপ্রবৃত্তস্য সুখং সমাগম-
চ্ছরদ্যথৈকা শরদাং শতানি মে ॥ ৯৫
ততঃ স তুষ্টশ্চতুরাননোঽভবৎ
প্রত্যক্ষতো মাং স্বগদচ্চ মদ্ধিতম্।
তব প্রসন্নোঽস্মি বরং যথেপ্সিতং
দাস্যে গৃহাণেতি পুরোঽথ ভূত্বা ॥ ৯৬
অবধ্যতা মে সুরযোনিতঃ সুরা-
দচ্ছিন্নসন্তানমজেয়তা তথা।
সদা বিভূতির্ন জহাতু মামিতি
বরাশ্চ নার্য্যো নবযৌবনান্বিতাঃ ॥ ৯৭
এতে বরাঃ পঞ্চ ময়া ততো বৃতাঃ
সোঽপি প্রতিশ্রুত্য গতো নিজাস্পদম্[1] ॥ ৯৮
ততোঽহমভ্যেত্য পুরং নিজং মুদা
মন্ত্রিপ্রবীরৈঃ সহিতঃ পুনস্তান্[2]।
পৌরান্ সবন্ধূন্ সগণানমোদয়ম্
দানেন মানেন চ ভোজনেন ॥ ৯৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতীরিতং তস্য বলেঃ সুতস্তদা
ভৌমস্য শ্রুত্বা মুমুদে ন তৎক্ষণাৎ।
ইদং তদোচে বচনং ক্ষিতেঃ সুতং
তৎকালযুক্তং ন চ সূনৃতোদ্ভবম্ ॥ ১০০

হে বলিপুত্র! ব্রহ্মা আমার পুরে এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে দেবকুল-সেব্য হইয়াও বিরাজ করিতেছেন। তাহার পর আমি বারিভক্ষণ করিয়া একশত বৎসর তপস্যা করিলাম। ৯৪

তখন বায়ু-সেব্য, মনোহর এবং প্রাণীদিগের সুখকর লৌহিত্যতীরে তপস্যাতে রত হইবার পর, এক শত বৎসর এক বৎসরের ন্যায় অতীত হইল। ৯৫

তৎপরে চতুরানন সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার সমক্ষে আগমন করত হিতবাক্য বলিলেন। তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর। ৯৬

সুরাসুর এবং দেবযোনিমাত্রের অবধ্যতা, অবিচ্ছিন্ন সন্তান, পরের অজেয়তা, অখণ্ড ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য, উত্তমরূপ-সম্পন্ন স্ত্রীগণের পতিত্ব, এই পাঁচটী বর আমি প্রার্থনা করিলাম, তিনিও তাহা দিয়া নিজমন্দিরে গমন করিলেন। ৯৭-৯৮

তাহার পর আমি হৃষ্টান্তঃকরণে নিজপুরে আগমন করিয়া সৎকার্য্য-বহুল মন্ত্রিগণের সহিত সমস্ত পুরাতন বন্ধুবান্ধবদিগকে দান এবং মান্য ব্যক্তির সন্তোষ সাধন করিলাম। ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বলিপুত্র নরকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তত সন্তুষ্ট

১। নিজং পদম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। সমস্তাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

বাণ উবাচ—

ন তে মুনেঃ শাপমতীত্য গন্তুং
ভূতা মতির্মিত্র তদা বিধেঃ পুরঃ।
কথন্তু ভদ্রং ভবিতা তবেহ
ভাবীত্যবশ্যং ক্ষিতিপুত্র নিত্যম্ ॥ ১০১
কৃতস্য করণং নাস্তি দৈবাধিষ্ঠিতকর্ম্মণঃ।
ভাবীত্যবশ্যং যদ্ভাব্যং তত্র ব্রহ্মাপ্যবাধকঃ ॥ ১০২
তস্মাত্ত্বং সুমহাবীরানসুরান্ পাবকোপমান্।
সন্ধ্যায় চ পুরস্কৃত্য সাচিব্যে বিনিযোজয় ॥ ১০৩
দ্বারি সংস্থাপ্য বৈ বীরান্ দেবৈরপি দুরাসদান্।
অতিক্রময় দেবেশং যদি লব্ধবরো ভবান্ ॥ ১০৪
বিধিনা যো বরো দত্তো ভবতে তৎপরীক্ষণম্।
কর্ত্তুমর্হসি জায়ায়ামপুত্রো জনয়াত্মজম্ ॥ ১০৫
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বাণো যথাবত্তেন পূজিতঃ।
নরকো মিত্রবচনং কর্ত্তুং সমুপচক্রমে ॥ ১০৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

হইলেন না ; এবং নরককে সেই সময়ের উপযুক্ত বাক্য বলিলেন, মনোমত বাক্যও বলিলেন না। ১০০

তাহার পর কহিলেন, মিত্র ! তোমার মতি ব্রহ্মার সমক্ষে বশিষ্ঠ-শাপ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই ; হে ক্ষিতিপুত্র ! তোমার মঙ্গল কিরূপে হইবে ? অবশ্যম্ভাবী যে কার্য্য সেটী নিত্য। ১০১

কৃত দৈবকার্য্য পুনর্ব্বার করা যায় না ; অবশ্যম্ভাবী কার্য্য নিশ্চয়ই হইবে, তাহা ব্রহ্মাও প্রতিরোধ করিতে পারেন না। ১০২

অতএব মহাবীর পাবকসদৃশ অসুরদিগকে সচিবের পদে নিযুক্ত করুন, দেবতাদিগেরও দুর্জ্জেয় বীরদিগকে দ্বারীর পদে নিযুক্ত করুন। ১০৩

যদি দেবেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া আপনি বর লাভ করিয়া থাকেন,—যে বর ব্রহ্মা আপনাকে দিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করুন এবং নিজ পুরে অবস্থিতি করিয়া জায়াগর্ভে পুত্রোৎপাদন করুন। ১০৪-১০৫

বাণ, এই কথা বলিয়া যথানিয়মে সৎকৃত হইয়া গমন করিলেন, নরকও মিত্র-বচন প্রতিপালন করিতে উপক্রম করিলেন। ১০৬

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ঋতুমত্যান্তু জায়ায়াং কালে স নরকঃ ক্রমাৎ।
ভগদত্তং মহাশীর্ষং মদবন্তং সুমালিনম্‌ ॥ ১
চতুরো জনয়ামাস পুত্রানেতান্‌ ক্ষিতেঃ সুতঃ।
মহাসত্ত্বান্‌ মহাবীর্য্যান্‌ বীরৈরন্যৈর্দুরাসদান্‌ ॥ ২
ততো বাণস্য বচনাদ্ধয়গ্রীবং তথা মুরুম্‌।
সন্ধায়াথ সমানীয় সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩
মুরুং সন্নিহিতং শ্রুত্বা হয়গ্রীবঞ্চ ভৌমিনা।
যে যে ক্ষিতৌ তদা হ্যাসন্নসুরাস্তেঽপি সঙ্গতাঃ ॥ ৪
হয়গ্রীবং মুরুং শ্রুত্বা নরকেণ সমাগতম্‌।
নিসুন্দসুন্দনামানাবসুরৌ সৈনিকৈঃ সহ।
বিরূপাক্ষস্তদা দৈত্যঃ সর্ব্বে তেন সমাগমন্‌ ॥ ৫
ততঃ স পশ্চিমদ্বারি নরকঃ সেনয়া সহ।
মুরুং দ্বারাধিপং চক্রে হয়গ্রীবং তথোত্তরে ॥ ৬
পূর্ব্বদ্বারি নিসুন্দন্তু বিরূপাক্ষন্তু দক্ষিণে।
মধ্যে পঞ্চজনং সুন্দং সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৭
মুরুং ক্ষুরান্তান্‌ পাশাংশ্চ ষট্‌সহস্রাণ্যযোজয়ৎ।
দ্বারি তৎপুররক্ষার্থং সৎকৃতঃ ক্ষিতিসূনুনা ॥ ৮
এবং পূর্ব্বান্‌ পূর্ব্বতরানবমত্য সুমন্ত্রিণঃ।
অসুরৈরেব সততং সোঽসুরো মুদিতোঽভবৎ ॥ ৯

নরকের পুত্রোৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালক্রমে পত্নী ঋতুমতী হইলে ক্ষিতিপুত্র নরক, ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্‌, সুমালী নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ১

তাহারা মহা বলবান্‌, অত্যন্ত বীর্য্যবান্‌ ও অন্য বীরগণের দুর্দ্দমনীয় হইল। তাহার পর বাণের বাক্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া হয়গ্রীব নামক অসুরকে আনয়ন করত সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। ২-৩

হয়গ্রীবের বিষয় শ্রবণ করিয়া মুরুনামে অসুর তথায় উপস্থিত হইল; এবং পৃথিবীতে উপযুক্ত যত অসুর ছিল, সকলেই নরক-ভবনে উপস্থিত হইল। ৪

নরক-ভবনে হয়গ্রীব আগমন করিয়াছে শুনিয়া সুন্দ-নিসুন্দ নামক অসুর-দ্বয় সকল সৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইল; এবং বিরূপাক্ষ অসুরও সেই স্থানে আগমন করিল। ৫

অসুরগণ একত্র সমবেত হইলে নরক, সমস্ত সৈন্যের সহিত মুরুকে পশ্চিম-দ্বারের অধিপতি করিলেন, হয়গ্রীবকে উত্তরদ্বারাধিপতি করিলেন। ৬

নিসুন্দকে পূর্ব্বদ্বারের অধিপতি করিলেন, বিরূপাক্ষকে দক্ষিণদ্বারে এবং সুন্দকে মধ্যে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। মুরু ষট্‌সহস্র ক্ষুরান্ত পাশ দ্বারে যোজনা করিল। ৭-৮

নরক, পুররক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ সৎকার করিলেন; এবং পূর্ব্ব-

পূর্ব্বং গৃহীতং ভাবং স পরিত্যজ্য ক্ষিতেঃ সুতঃ।
আসুরং ভাবমাসাদ্য বাধতে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১০
ন দেবান্ ন মুনীন্ সর্ব্বান্[১] ন চ জানাতি কাংশ্চন।
সুরেশ্বরং জিগায়াশু হয়গ্রীবসহায়বান্ ॥ ১১
এবং স চাসুরং ভাবং তন্বানো বিচরন্ ক্ষিতৌ।
বাণস্য বচনাচ্ছক্রং বাধয়ত্যেব বৈ মুনীন্ ॥ ১২
দেবেশ্বরং ত্রিধা জিত্বা হয়গ্রীবসহায়বান্।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলযুগং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্[২] ॥ ১৩
সর্ব্বরত্নামৃতস্রাবি দুঃখবিঘ্নহরং পরম্ ॥ ১৪
জহার নরকো ভৌমো নির্ভীতো মুনিশাপতঃ[৩]।
এবং দেবান্ বাধমানো মুনীন্ বিপ্রান্ ক্ষিতেঃ সুতঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজ্যং প্রাগ্‌জ্যোতিষেঽকরোৎ ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহাভারার্দিতা ক্ষিতিঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমুখান্ দেবান্ রক্ষার্থং শরণং গতা।
ইদং চোবাচ ধাতারং প্রণম্যোর্ব্বী সমাধবম্ ॥ ১৬

পৃথিব্যুবাচ—

দানবা রাক্ষসা দৈত্যা হরিণা যে চ সূদিতাঃ।
তে রাজ্ঞাং মন্দিরে জাতা অধুনা বলগর্ব্বিতাঃ ॥ ১৭
তেষাং ভারমহং সোঢুং ন শক্নোমি মহত্তরম্।
অসংখ্যাতাশ্চ তে সর্ব্বে তান্ সংখ্যাতুং ন চোৎসহে ॥ ১৮

তন মন্ত্রিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, সর্ব্বদা অসুরের সহিত অবস্থান করত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। ৯

তাহার পর ক্ষিতিপুত্র পূর্ব্ব-পরিচিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অসুরভাব গ্রহণ করত দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। ১০

দেবতা ও মুনিগণকে নিরন্তর অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন; নরক হয়গ্রীবের সাহায্যে দেবরাজকে জয় করিলেন। ১১

এইরূপ অসুরভাব বিস্তার করত ক্ষিতিপুত্র নরক ক্ষিতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এবং বাণের বাক্যানুসারেই ইন্দ্র ও মুনিদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। ১২

হয়গ্রীবের সহায়তাবশতঃ নরকবীর দেবরাজকে হঠাৎ পরাজিত করিয়া ত্রিলোকদুর্ল্লভ সর্ব্ব-রত্ন-স্রাবী দুঃখ ও বিঘ্ননিবারক অদিতির কুণ্ডলদ্বয়, মুনি-শাপে ভয় না করিয়া হরণ করিলেন। ক্ষিতিপুত্র এইরূপ দেবতা ও মুনিদিগের উৎপীড়নে রত হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিলেন। ১৩—১৫

ইহার মধ্যে ক্ষিতি মহাভারাক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের শরণাপন্না হইলেন। তিনি মাধব ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। ১৬

যে দানব রাক্ষস দৈত্যদিগকে বিষ্ণু বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহারা রাজা নরকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা অত্যন্ত বলবান্, তাহাদের দুর্ব্বহ

১। বিপ্রান্ নাবজানাতি। ২। দুর্ল্লভম্। ৩। দেবশাপতঃ।

অষ্টৌ শতসহস্রাণি তেষাং মুখ্যা মহাবলাঃ।
তেষপ্যতিবলান্ বোঢ়ুং ন তাঙ্কক্লোমি চাধুনা ॥ ১৯
বাণং বলেঃ সুতং বীরং কংসং ধেনুকমেব চ।
অরিষ্টঞ্চ প্রলম্বঞ্চ সুনামানং মুরুং শলম্ ॥ ২০
চাণুরমুষ্টিকৌ মল্লৌ জরাসন্ধং মহাবলম্।
নরকঞ্চ হয়গ্রীবং নিসুন্দং সুন্দমেব চ ॥ ২১
বিরূপাক্ষং পঞ্চজনং হিড়িম্বঞ্চ বকং বলম্।
জটাসুরঞ্চ কির্মীরমনায়ুধমলম্বুষম্ ॥ ২২
সৌভাখ্যঞ্চ জরাসন্ধং দ্বিবিদঞ্চাপি বানরম্।
শ্রুতায়ুধং মহাদৈত্যং শতায়ুধমথাপরম্ ॥ ২৩
ঋষ্যশৃঙ্গসুতঞ্চৈব সুবাহুমতিবাহুকম্।
কালকঞ্জাংস্তথা দৈত্যাং হিরণ্যপুরবাসিনঃ ॥ ২৪
এতেষাং তু পদক্ষোভৈর্বিশীর্ণাহং দিনে দিনে।
লোকান্ বোঢ়ুং ন শক্লোমি তান্নিঘ্নন্ত সুরোত্তমাঃ ॥ ২৫
নচেদ্রক্ষাং প্রকুর্ব্বন্তি ভবন্তঃ সুরসত্তমাঃ!
তদা বিশীর্ণা যাস্যামি পাতালমবশাধুনা ॥ ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ইত্যুচুস্তে করিষ্যামঃ ক্ষিতে ভারবিমোক্ষণম্ ॥ ২৭
বিসৃজ্য পৃথিবীং দেবীং সর্ব্বে দেবাঃ সনাতনম্।
মাধবং তোষয়ামাসু র্ভারাবতরণং প্রতি ॥ ২৮
স তু তুষ্টঃ সুরান্ সর্ব্বান্ স্বাংশৈরবতরন্ত বৈ।
ক্ষিতৌ ভারাবতারায়েত্যুক্ত্বা স্বয়মিহ প্রভুঃ ॥ ২৯

ভার আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাহারা অসংখ্য—তাহাদের সংখ্যা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না। ১৭-১৮

সেই অসুরদের মধ্যে অষ্টশত সহস্র—প্রধান এবং অত্যন্ত বলবান্; তাহার মধ্যে অত্যন্ত বলসম্পন্ন বলিপুত্র বাণ, বীর কংস, ধেনুক, অরিষ্ট, প্রলম্ব, মল্ল চাণুর, মুষ্টিক, মহাবলবান্ জরাসন্ধ, নরক, হয়গ্রীব, নিসুন্দ, সুন্দ, বিরূপাক্ষ, পঞ্চজন, হিড়িম্ব, বক, জটাসুর, কির্ম্মীর, অনায়ুধ, অলম্বুষ, সৌভ, জরাসন্ধ ও দ্বিবিদ বানর, শ্রুতায়ুধ, মহাদৈত্য শতায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র সুবাহু, অতিবাহু, হিরণ্যপুরনিবাসী কালকঞ্জ প্রভৃতি দৈত্যবর্গের ভার আমি কিছুতেই সহ্য করিতে সক্ষম হইতেছি না। ১৯-২৪

ইহাদের চরণে নিরন্তর দলিত হইয়া দিন দিন বিশীর্ণ হইতেছি। এ সমস্ত দৈত্যের ভার বহন করিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি, ইহাদিগকে দেবগণ বিনাশ করুন। না হইলে একেবারে বিশীর্ণ হইব, অথবা পাতালে গমন করিব। ২৫-২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—"আমরা ক্ষিতির ভার মোচন করিব" এই বলিয়া পৃথিবীকে বিদায় করিলেন। ২৭

তাহার পর সকল দেবগণ সনাতন মাধবকে ক্ষিতির ভারাবতরণের জন্য তোষণ করিলেন। ২৮

অবতীর্ণোঽথ[1] দেবক্যা গর্ভে ভারাবতারণে।
বিষ্ণুং চাবতরিষ্যন্তং জ্ঞাত্বা দেবাঃ সনাতনম্ ॥ ৩০
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ দেব্যো রূপগুণান্বিতাঃ।
ক্ষিতাবুৎপাদয়ামাসুঃ সহস্রাণি তু ষোড়শ ॥ ৩১
তাঃ সর্ব্বা হিমবৎপৃষ্ঠে ক্রীড়মানা বরস্ত্রিয়ঃ।
অপশ্যন্নরকো ভৌমস্তা জহার তদা হঠাৎ ॥ ৩২
তেন তা ধর্ষিতা দেব্যো নীতাঃ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি।
নরকং প্রার্থয়ামাসুঃ সময়ং মৈথুনং প্রতি ॥ ৩৩
নারদো যাবদায়াতি নগরং প্রতি ভৌম তে।
অস্মাকং কুরু রক্ষাঞ্চ তাবন্নো মুঞ্চ মৈথুনে ॥ ৩৪
স সমেষ্যতি বীর ত্বাং ন চিরান্নো হ্যনুগ্রহাৎ।
তেন দৃষ্টা বয়ং সার্দ্ধমেষ্যামঃ সঙ্গমং ত্বয়া ॥ ৩৫
ইতি সম্প্রার্থিতস্তাভির্নরকো ভূমিনন্দনঃ।
ব্রহ্মবাক্যং তদা স্মৃত্বা এবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ[2] মুহুঃ ॥ ৩৬
এতস্মিন্নন্তরে দেবো ভগবান্ লোকভাবনঃ[3]।
দেবক্যা জঠরাজ্জাতো বৃদ্ধো নন্দগৃহেঽভবৎ ॥ ৩৭
কংসকেশিপ্রলম্বাদীন্ হত্বা দৈত্যাননেকশঃ।
অকরোদ্দ্বারকাবাসং সাগরে সলিলান্তরে[4] ॥ ৩৮
তত্রাষ্টৌ কন্যকাস্তেন স্বধর্ম্মেণ চ স্বীকৃতাঃ ॥ ৩৯

ভগবান্ তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব রূপে পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ কর ;—এই কথা বলিয়া স্বয়ং ভারাবতারণের নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। দেবগণ সনাতন হরি অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রুত হইয়া পৃথিবীতে রম্ভা ও তিলোত্তমার ন্যায় রূপ ও গুণসম্পন্না ষোড়শ সহস্র স্ত্রী উৎপাদন করিলেন, তৎপরে সেই মনোহারিণী স্ত্রীগণ হিমবৎপ্রস্থে ক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া ভূমিপুত্র নরক হঠাৎ তাহাদিগকে হরণ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পরাভূত করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরে লইয়া গেলেন। ২২-৩২

সেই স্ত্রীগণ নরকসমীপে সম্ভোগ বিষয়ে কিছু সময় প্রতীক্ষা করিতে প্রার্থনা করিল—হে ভূমিপুত্র! নারদ এই নগরে যতদিন আগমন না করেন, ততদিন সম্ভোগস্পৃহা নিবৃত্তি করুন, এবং আমাদের রক্ষা করুন। হে বীর! নারদ শীঘ্রই এই নগরে আগমন করিবেন, তাঁহার আগমন কাল পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা করুন। তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে তৎপরে আপনার সঙ্গে সম্ভোগ-সুখভোগ করিব। এইরূপ তাহারা কিঞ্চিৎ সময়ের প্রার্থনা করিলে পৃথিবী-পুত্র নরক সেই সময় ব্রহ্ম-বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন। ৩৩-৩৬

ইহার মধ্যে বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দগৃহে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। তাহার পর কংস কেশী ও প্রলম্বাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

১। অবতীর্ণাথ। ২। বাঢ়মিত্যুচিবান্।
৩। বিষ্ণুরবতীর্ণো ধরাতলে। ৪। অম্বুপ্রস্থানিনান্তরে।

কালিন্দী মানুষীরূপা রুক্মিণী রমণী ততঃ ॥ ৪০
নগ্নজিত্তনয়া সত্যা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী।
সুশীলা শীলসম্পন্না তথা জাম্ববতী সতী ॥ ৪১
এতাসু স্ত্রীষু চ ততো হ্যনুরক্তস্য তস্য বৈ।
ষট্‌ ত্রিংশদ্বৎসরা জাতা বলদেবসহায়িনঃ ॥ ৪২
প্রদ্যুম্নসাম্বপ্রমুখাঃ পুত্রাস্তস্য মহাবলাঃ।
জাতাস্তত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ কোবিদাঃ[১] ॥ ৪৩
অনেকে নিহতা দৈত্যা ভারভূতাস্তদা ক্ষিতেঃ।
প্রহৃষ্টঃ ক্রীড়মানশ্চ দ্বারকায়ামুবাস সঃ ॥ ৪৪
অথ শক্রস্তদায়াতো নরকেণার্দ্দিতো ভৃশম্।
দ্বারকাং প্রতি কৃষ্ণস্য দর্শনায় গণৈঃ সহ ॥ ৪৫
তত্র গত্বা পরিষ্বজ্য কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্।
পূজিতস্তেন বহুশ আসনে কাঞ্চনে স্থিতঃ ॥ ৪৬
কথয়ামাস হরয়ে নরকস্য বিচেষ্টিতম্।
শক্রো যথা পূর্ব্ববৃত্তং যথা বা বর্ত্ততেঽধুনা ॥ ৪৭

শক্র উবাচ—

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো যদর্থমহমাগতঃ।
কথয়িষ্যামি তৎ সর্ব্বং তত্র শঙ্কাং ন সঙ্কুরু ॥ ৪৮

তাহার পর সেই দ্বারকাতে মনুষ্য-রূপধারী কৃষ্ণ—কালিন্দী, রুক্মিণী, নগ্নজিৎ-কন্যা, সত্যা, লক্ষ্মণা, চারুহাসিনী, শীল-সম্পন্না সুশীলা ও জাম্ববতী এই আটটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ৩৯-৪১

সেই কন্যাদিগের প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিয়া ভগবানের ষট্‌ত্রিংশ বৎসর অতীত হইল। সেই সময় বলদেব তাঁহার সহায় ছিলেন। ৪২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তৎপরে কৃষ্ণের শাস্ত্র ও অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী প্রদ্যুম্ন শাম্ব প্রভৃতি মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪৩

তাঁহাদের পরাক্রমে ক্ষিতির ভারভূত বহুদৈত্য বিনষ্ট হইল। তৎপরে কৃষ্ণ, নানাবিধ ক্রীড়াতে রত হইয়া দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন। ৪৪

অনন্তর ইন্দ্র নরকের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নিজগণের সহিত দ্বারকাতে, কৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন। ৪৫

দ্বারকায় আসিয়া তিনি লোকনাথ কৃষ্ণকে বহু নমস্কার করত কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন এবং কৃষ্ণ, তাঁহার বিশেষ আদর করিলেন। তাহার পর শক্র, নরকের আচরণ সমুদয় বলিতে লাগিলেন; নরক; পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে সময়ে যাহা করিতেছেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলেন। ৩৮-৪৭

ইন্দ্র বলিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ! আমি যে জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, সে সমস্তই বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, তাহাতে শঙ্কা করিবেন না। ৪৮

১। নিশ্চিতার।

ভূমিপুত্রোঽসুরো নাম্না নরকঃ সুরমর্দ্দনঃ।
চিরজীবী পুরা বিষ্ণুক্ষিতিভ্যাং পরিপালিতঃ ॥ ৪৯
অধুনা স ক্ষিতিং বিষ্ণুমবজ্ঞায় দুরাসদঃ।
বাণস্য বচনাত্তোমো ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ৫০
ব্রহ্মণঃ স বরান্ লব্ধ্বা হ্যতীবাভূৎ প্রদর্পিতঃ[১]।
মাধবং পৃথিবীং বাপি সস্মার ন কদাচন ॥ ৫১
পূর্ব্বমাসীৎ স ধর্ম্মাত্মা হ্যারাধিতসুরো ব্রতী।
অধুনা বাধতে সর্ব্বানাসুরং ভাবমাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অদিতেঃ কুণ্ডলে মোহাজ্জহারামৃতসম্ভবে।
দেবানৃষীন্ বাধমানো[২] বিপ্রাণামপ্রিয়ে রতঃ ॥ ৫৩
মাং চাপি বাধতে নিত্যং কামগামী দুরাসদঃ।
জেতা তু সুরদৈত্যানামবধ্যঃ সর্ব্বদেহিনাম্[৩]।
তব চাপ্যন্তরপ্রেক্ষী তং পাপং জহি ভূতয়ে ॥ ৫৪
ত্বদর্থং সর্ব্বদেবৈর্যা দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ।
পুরা পর্ব্বতমুখ্যে তু হিমবত্যবতারিতাঃ ॥ ৫৫
চতুর্দ্দশসহস্রাণি সহস্রে দ্বে শতাধিকে ॥ ৫৬
তাঃ সর্ব্বাঃ কন্যকাঃ পাপঃ প্রসহ্য বরদর্পিতঃ।
জহার স দুরাধর্ষো হয়গ্রীবসহায়বান্ ॥ ৫৭
সাগরে যানি রত্নানি পৃথিব্যাঞ্চ ত্রিবিষ্টপে[৪]।
তানি সর্ব্বাণি সংহৃত্য প্রমথ্য সুরমানুষান্ ॥ ৫৮

সুরপীড়ক দুষ্ট ভূমি-পুত্র নরক, চিরজীবী হইয়া বিষ্ণু ও ক্ষিতিকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে, এ সময়ে দুষ্ট—বিষ্ণু ও ক্ষিতিকে অবজ্ঞা করত বাণের বাক্যানুসারে ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিয়াছে এবং ব্রহ্মদত্ত বরলাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; মাধব ও ক্ষিতিকে কদাচ স্মরণ করে না। ৪৯-৫১

সেই দুরাত্মা পূর্ব্বে ধর্ম্মশীল দেবারাধনায় রত এবং ব্রতশীল ছিল, বর্ত্তমান সময়ে অসুরভাব ধারণ করত সকলকেই পীড়া দিতেছে, মোহবশে অদিতির অমৃত-নিস্যন্দী কুণ্ডল-দ্বয় হরণ করিয়াছে। ৫২

দেব ও ঋষিগণকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে, এবং ব্রাহ্মণদিগের অপ্রিয়কার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকিয়া, দুষ্ট ইচ্ছানুসারে নিরন্তর আমাকেও উৎপীড়ন করিতেছে। ৫৩

অসুর ও দেবতাদিগের জেতা এবং দেবাদির অবধ্য হইয়াছে,—এমন কি আপনার পর্য্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব সেই পাপাত্মাকে মঙ্গলের নিমিত্ত বিনাশ করুন। ৫৪

আপনার জন্য দেবগণ—দেব ও গন্ধর্ব্ব কন্যাগণকে পর্ব্বত প্রধান হিমালয়ে রাখিয়াছিলেন। ৫৫

সেই দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যা শতাধিক ষোড়শ সহস্র। ৫৬

সেই সমস্ত কন্যাগণকে বলগর্ব্বিত পাপিষ্ঠ নরক; হয়গ্রীবের সাহায্যে হরণ করিয়াছে। ৫৭

১। ব্রহ্মাতঃ......লব্ধো বভূবাতীব দর্পিতঃ। ২। মানবানাং।
৩। জৈত্রস্তু সুরদেবানাং মাধবঃ সর্বদেহিনাম্। ৪। ত্রিপিষ্টপে।

তীরে লৌহিত্যতীর্থস্য সোঽকরোন্মণিপর্ব্বতম্ ॥ ৫৯
তস্মিন্ গিরৌ পুরীং রম্যাং কারয়িত্বাঽলকাহ্বয়াম্ ।
তাঃ সর্ব্বা বাসয়ামাস দেবগন্ধর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৬০
একবেণীধরাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভোগপরিবর্জ্জিতাঃ ।
ত্বামেব তাঃ প্রতীক্ষন্তে সনাথাঃ কুরু কৃষ্ণ তাঃ ॥ ৬১
যাবদাগচ্ছতি পুরং ভবতো নারদো মুনিঃ ।
তাবন্ন মৈথুনে যত্নং ভৌম ত্বং সঙ্করিষ্যসি ॥ ৬২
ইতি তাঃ সময়ং চক্রুর্নরকস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৬৩
নারদশ্চ তদাযাতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং প্রতি ।
যদা ত্বং নরকং হন্তুং গন্তা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ৬৪
তস্মাত্ত্বং পাপকর্ম্মাণং নরকং নরকোপমম্ ।
জহি দেবমনুষ্যাণাং কণ্টকং তং দুরাসদম্ ॥ ৬৫
বধাত্তস্য ক্ষিতির্দেবী পুত্রশোকং ন চাপ্স্যতি ।
স্বয়মেব বধং তস্য দেবেভ্যো যদযাচত ॥ ৬৬
তস্মাত্ত্বং জহি পাপিষ্ঠং নরকং পাপপুরুষম্ ।
স্ত্রীরত্নান্যপি রত্নানি ত্বং নিহত্য সমুদ্ধর ॥ ৬৭
ইত্যুক্তো জগতাং নাথঃ শক্রেণ সুমহাত্মনা ।
প্রতিজজ্ঞে ক্ষিতিসুতং হন্তুং প্রতি তদৈব হি ॥ ৬৮
প্রতিজ্ঞায় বধং তস্য শক্রেণ সহ কেশবঃ ।
তদৈব যাত্রামকরোৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং প্রতি ॥ ৬৯

সাগরে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যে সকল রত্ন ছিল, সে সমস্তই দেবতা ও মনুষ্য-দিগকে উৎপীড়ন করিয়া আত্মসাৎ করত লৌহিত্যনদের তীরে, মণি-পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৫৮-৫৯

সেই রত্নপর্ব্বতে অলকা নামে মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে সেই সকল দেব ও গন্ধর্বকন্যাগণ বাস করিতেছে। ৬০

এবং তাহারা সম্ভোগ-বর্জ্জিত হইয়া একবেণী ধারণ করত আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব কৃষ্ণ! আপনি তাহাদিগকে সনাথা করুন। ৬১

"ভূমি-পুত্র! যতদিন নারদমুনি আপনার নগরে না আসিবেন, ততদিন আমাদের সঙ্গে সম্ভোগ বিষয়ে আপনি বিরত থাকিবেন। ৬২

এইরূপে সেই কন্যাগণ দুরাত্মা নরকের নিকট সময় প্রার্থনা করিয়া তাহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত রাখিতেছে। ৬৩

যে সময়ে নারদ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিবেন, সেই সময়ে নরককে বিনাশ করিবার জন্য আপনিও সেই নরকভবনে গমন করিবেন। ৬৪

এবং আপনি পাপকর্ম্মা দেব ও মনুষ্যগণের কণ্টকস্বরূপ, নরকসদৃশ দুর্দ্দমনীয় নরককেও বিনাশ করুন। ৬৫

তাহার বধের জন্য ক্ষিতিদেবীও পুত্রশোক প্রাপ্ত হইবেন না; যেহেতু দেবী স্বয়ং তাহার বধের জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ৬৬

অতএব আপনি পাপিষ্ঠ নরককে বিনাশ করুন; তাহাকে বিনাশ করিয়া স্ত্রী এবং মণিরত্নাদি উদ্ধার করুন। ৬৭

ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, জগৎপতি নারায়ণ, নরক বিনাশ করিবার

আরুহ্য গরুড়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামাদ্বিতীয়কঃ।
প্রাগ্জ্যোতিষমুখোঽগচ্ছদ্বাসবস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৭০
দিবমাক্রম্য গচ্ছন্তৌ কৃষ্ণশক্রৌ মহাদ্যুতী।
যাদবা দদৃশুস্তত্র সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যথা ॥ ৭১
সংস্তূয়মানৌ গন্ধর্ব্বৈর্দেবৈরপ্সরসাং গণৈঃ।
কৃষ্ণঃ শক্রঃ ক্ষণাদেব গতৌ খে তাবদৃশ্যতাম্ ॥ ৭২
ততঃ ক্ষণেন গরুড়েনাসসাদ জগৎপতিঃ।
পুরং প্রাগ্জ্যোতিষং রম্যং নরকেণ বশীকৃতম্ ॥ ৭৩
স দুর্গং মৌরবৈঃ পাশৈঃ ষট্সহস্রৈর্ভয়ঙ্করৈঃ।
ক্ষুরান্তৈর্বেষ্টিতং পার্শ্বে মৃত্যুপাশৈরিবোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৭৪
নির্গচ্ছন্তং পুরাত্তস্মাৎ নারদঞ্চ দদর্শ সঃ।
স তু দেবমুনিঃ শ্রীমান্ যদাগান্নরকং প্রতি ॥ ৭৫
তদা প্রাগ্জ্যোতিষং গত্বা সংকৃতস্তেন নারদঃ।
সঙ্গমে সময়ং প্রোচে নরকায় স যোষিতাম্ ॥ ৭৬
প্রবর্ত্ততেঽদ্য চৈত্রস্য শুক্লপক্ষস্য পঞ্চমী।
নবম্যাস্তু ধরাপুত্র প্রাপ্নোতি[১] মহদাপদম্ ॥ ৭৭
তদা যদি চতুর্দ্দশ্যাং সুস্নাতা যোষিতস্ত্বিমাঃ।
সুরতেষু ত্বয়া তত্র প্রয়োক্তব্যা যথাসুখম্ ॥ ৭৮

জন্য সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তৎকালেই প্রাগ্জ্যোতিষ পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৬৮-৬৯

বিষ্ণু সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া নরক-পুরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র স্ব-ভবনে স্বর্গে গমন করিলেন। ৭০

মহাদ্যুতি বিষ্ণু ও ইন্দ্র আকাশে গমন করিতেছেন—দেখিয়া যাদবগণ, সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উদয় হইয়াছেন মনে করিল। ৭১

তাঁহাকে দেখিয়া অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিল; তাহারা ক্ষণকালমধ্যেই উভয়ে অদৃশ্য হইলেন। ৭২

তৎপরে ক্ষণকালমধ্যেই জগৎপতি নরকের বশীকৃত প্রাগ্জ্যোতিষ নামে রম্য নগরে উপস্থিত হইলেন। ৭৩

সেই নগর ভয়ঙ্কর মৃত্যুপাশের ন্যায় মুরু নামক অসুরের ক্ষুরান্ত ষট্সহস্র পাশের দ্বারা সুগুপ্তভাবে বেষ্টিত। ৭৪

বিষ্ণু সেই পুরী হইতে নারদকে বাহির হইতে দেখিলেন; বিষ্ণু যে সময়ে দ্বারকা হইতে আসিতেছিলেন। ৭৫

সেই সময়ে নারদ প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে যাইয়া নরকের সংকারে সংকৃত হইলেন এবং নরক তাঁহার সমীপে দেবকন্যাগণের সহিত সম্ভোগের সময় প্রার্থনা করিলেন। ৭৬

তাহার পর নারদ বলিলেন, অদ্য চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী প্রবৃত্ত হইয়াছে, হে ধরাপুত্র! নবমীতে আপনার বিশেষ বিপদ্; তাহার পর চতুর্দ্দশীতে এই স্ত্রীগণ যদি সুন্দররূপে ঋতুস্নাতা হয়, তাহা হইলে আপনি ইহাদের সহিত সুখে সম্ভোগ করিবেন। ৭৭-৭৮

১। প্রাপ্নোষি।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা নরকো ভয়মোহিতঃ[১] ।
আসারঞ্চ প্রসারঞ্চ নগরে সন্ন্যবেদয়ৎ[২] ॥ ৭৯
রক্ষিভী রক্ষিতং রাজ্যং রক্ষিতঞ্চ সমন্ততঃ ।
ভয়হর্ষযুতো ভৌমঃ সময়ং সমবৈক্ষত ॥ ৮০
তস্মিন্নবসরে প্রাপ কৃষ্ণঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্ ।
প্রথমং পশ্চিমং দ্বারমাসাদ্য গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৮১
পাশানাং ষট্‌সহস্রাণি ক্ষুরান্ সচ্ছিদ্য নৈকধা ।
জঘান স মুরুং দৈত্যং সানুগঞ্চ সবান্ধবম্ ॥ ৮২
ষট্‌সহস্রা মহাবীরা দানবা দ্বারি সংস্থিতাঃ ।
হতাশ্চক্রেণ হরিণা তদৈব গুরুণা সহ ॥ ৮৩
মুরুং হত্বা সহস্রাণি পুত্রাংস্তস্যাপরাংশ্চ ষট্ ।
জঘান চক্রেণ তদা খণ্ডশোঽন্যাংশ্চ দানবান্ ॥ ৮৪
ততোঽনেকশিলাসজ্ঘানতিক্রম্য জনার্দ্দনঃ ।
সগণং সানুগঞ্চৈব নিসুন্দং সমপোথয়ৎ ॥ ৮৫
একো যো যোধয়েদ্দেবান্ সহস্রং বৎসরান্ পুরা ।
শক্রঞ্চ সমতিক্রম্য মহাবীরপরাক্রমঃ ॥ ৮৬
তং জঘান হয়গ্রীবং সমতিক্রম্য কেশবঃ ।
মধ্যে লৌহিত্যসংজ্ঞস্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ৮৭
ঔদকায়াং বিরূপাক্ষং সুন্দং হত্বা মহাবলঃ ।
ততঃ পঞ্চজনং বীরং জঘান পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৮

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরক ভীত হইলেন ; এবং নগরে বিশেষরূপে সৈন্য নিবেশ করিলেন । ৭৯

রাজ্য—রাক্ষসেরা রক্ষা করিতেছিল, এখন আবার বিশেষরূপে চারিদিকে রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন । ভয় ও হাস্যযুক্ত হইয়া নরক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ৮০

সেই অবসরে গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম-দ্বার আক্রমণ করিলেন । ৮১

ষট্‌সহস্র ক্ষুর নামক পাশসমূহ খণ্ড খণ্ড করিলেন ; এবং মুরু নামে দৈত্যকে তাহার অনুচর ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিলেন । ৮২

মহাবলসম্পন্ন ষট্‌সহস্র দ্বার-রক্ষকদিগকে বিষ্ণু, চক্রের দ্বারা সেই সময়ে বিনাশ করিলে ; সহস্র সৈন্যের সহিত মুরুকে যমালয়ে পাঠাইলেন । ৮৩

তাহার ছয় পুত্রকে চক্রের দ্বারা বিনাশ করিলেন এবং অন্যান্য দানবদিগকেও চক্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন । ৮৪

তাহার পর জনার্দ্দন, বহুশিলা অতিক্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিসুন্দ ও সুন্দকে বধ করিলেন । ৮৫

পূর্ব্বে যে বীর একাকী সহস্র বৎসর দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শক্রকে অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল । ৮৬

কেশব—সেই হয়গ্রীব বীরকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন । মহাবল,

১। মায়ামোহিতঃ। ২। ন্যবেশয়ৎ।

এতান্ হত্বা মহাকায়ান্ মহাবীর্য্যান্ দুরাসদান্।
আসসাদ জগন্নাথঃ পুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষাহ্বয়ম্ ॥ ৮৯
বিয়ৎস্থৈর্দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্নারদেন মহাত্মনা।
জয়শব্দৈঃ স্তূয়মানঃ প্রবিবেশ যথেশ্বরঃ ॥ ৯০
শ্রিয়া যুক্তাং দীপ্যমানাং প্রাকারাট্টালভূষিতাম্।
স মেনে নগরীং বিষ্ণুঃ কিমিন্দ্রস্যামরাবতী ॥ ৯১
তত্র যুদ্ধং মহদ্ভূতং নানাপ্রহরণোদ্যতম্।
ভীরূণাং ত্রাসজননং শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনম্।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং তথৈব সমপদ্যত ॥ ৯২
ততঃ শার্ঙ্গবিনির্মুক্তৈর্বাণৈস্তান্ দানবান্ বহূন্।
নিজঘান মহাবাহুর্গরুড়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ৯৩
অষ্টৌ শতসহস্রাণি অষ্টৌ শতশতানি চ।
হত্বাসুরান্ মহাবাহুর্নরকং তং সমাসদৎ ॥ ৯৪
ততঃ শ্রুত্বা স নরকঃ পতিতানসুরান্ বহূন্।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং মহাবাহুং গরুড়স্থং মহাবলম্ ॥ ৯৫
বশিষ্ঠশাপং সস্মার সময়ং মাধবস্য চ।
নারদস্য বচশ্চাপি বরচ্ছিদ্রং তথা বিধেঃ ॥ ৯৬
স প্রাপ্তকালশ্চ তদা কেশবেন সমাগতঃ।
যুদ্ধমেব পরং মেনে স্মরন্ বাণবচস্তদা ॥ ৯৭

পরমেশ্বর, ভগবান দেবকীপুত্র লৌহিত্য-গঙ্গার মধ্যজলে বিরূপাক্ষ ও সুন্দকে বিনাশ করিয়া, পঞ্চজন বীরকেও বিনাশ করিলেন। ৮৭-৮৮

জগন্নাথ, মহাকায় দুরাসদ মহাবীরদিগকে নিধন করিয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরী প্রাপ্ত হইলেন। ৮৯

তাহার পর আকাশস্থ সমস্ত দেবগণ ও নারদমুনি ঈশ্বরকে জয় শব্দের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই পুরে প্রবেশ করিলেন। ৯০

শ্রীসম্পন্ন অত্যন্ত দীপ্তিশীল প্রাকার ও অট্টালিকা দ্বারা ভূষিত সেই পুরীকে বিষ্ণু, ইন্দ্রের অমরাবতী বিবেচনা করিলেন। ৯১

সেই পুরে সমস্ত প্রহরিগণের সহিত—ভীরুদিগের ভয়জনক দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল, যেরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপই হইল। ৯২

তাহার পর শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্ত বাণের দ্বারা সেই মহাবাহু গরুড়াসীন জনার্দ্দন বহু দানবগণকে বধ করিলেন। ৯৩

তাহার পর অষ্টশত সহস্র ও অষ্ট শত অসুর বিনাশ করিয়া নরকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৯৪

নরক, যুদ্ধে সকল অসুর পতন হইয়াছে শুনিয়া এবং মহাবাহু মহাবলসম্পন্ন গরুড়স্থ কৃষ্ণকে দেখিয়া, বসিষ্ঠের শাপ এবং মাধবের প্রস্তাবিত নিয়ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। নারদের বাক্য ও ব্রহ্মার সচ্ছিদ্র বর—সমস্তই স্মরণ হইল। ৯৫-৯৬

কেশব কালপ্রাপ্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন, অতএব বাণের বাক্য স্মরণ করত যুদ্ধই নিশ্চয় করিলেন। ৯৭

স কাঞ্চনং সমারুহ্য রথং বজ্রধ্বজং বরম্।
লোহচক্রাষ্টসংযুক্তং ত্রিনল্বপ্রমিতং[1] রথম্ ॥ ৯৮
যুক্তমশ্বসহস্রৈস্তু বজ্রধ্বজবিরাজিতম্।
নানাপ্রহরণোপেতং বহুতূণীরসংযুতম্।
অগচ্ছৎ সমরায়াশু নরকঃ পৃথিবীসুতঃ ॥ ৯৯
স গচ্ছন্ সমরায়াশু মানুষং ভাবমর্চ্চিতম্।
নিন্দ্যং তথাসুরং মেনে স্মরন্ পূর্ব্ববচো হরেঃ ॥ ১০০
ক্ষণাৎ কৃষ্ণং স দদর্শ গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-বরাসিধরমচ্যুতম্ ॥ ১০১
কিরীটকুণ্ডলযুতং শ্রীবৎসবক্ষসং হরিম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং পীতাম্বরধরং পরম্ ॥ ১০২
স তেন যুযুধে বীরো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপো ভৌমো[2] নরকঃ পৃথিবীসুতঃ ॥ ১০৩
স যুধ্যৎ কৃষ্ণনিকটে কালিকাং কালিকোপমাম্।
রক্তাস্যনয়নাং দীর্ঘাং খড়্গশক্তিধরাং[3] তদা।
অপশ্যজ্জগতাং ধাত্রীং কামাখ্যামপি মোহিনীম্[4] ॥ ১০৪
স বিস্মিতস্তদা ভীতস্তাং দৃষ্ট্বা জগতাং প্রসূম্।
যোদ্ধব্যমিত্যেব তদা যুযুধে নরকোঽসুরঃ ॥ ১০৫
তেন সার্দ্ধং তদা কৃষ্ণঃ কৃত্বা সুমহদদ্ভুতম্।
যুদ্ধং যাদৃক্ পুরা ভূতং ন দেবে ন চ মানুষে ॥ ১০৬
ততস্তেনাথ ভৌমেন যুদ্ধকেলিং স মাধবঃ।
চিরং কৃত্বা জঘানাথ দেবেন্দ্রং প্রতিহর্ষয়ন্ ॥ ১০৭

তাহার পর পৃথিবীপুত্র নরক কাঞ্চনময় বজ্রধ্বজ, অষ্ট লৌহচক্রযুক্ত, সহস্র অশ্বযুক্ত, বহুতূণীর-বদ্ধ, নানা প্রহরণযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। ৯৮-৯৯

নরক, সমরের নিমিত্ত মনুষ্যভাব গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই গরুড়ের উপরিস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,—অচ্যুত শঙ্খ-চক্র-গদাধারী কিরীট-কুণ্ডল-বিভূষিত শ্রীবৎস-বক্ষ কৌস্তুভমণি-প্রদীপ্ত-বক্ষস্থল পীতাম্বরধারী। ১০০-১০২

(অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি পৃথিবীপুত্র নরক বীর, প্রভু বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১০৩

তৎপরে যুদ্ধ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট কালিকা-সদৃশী কালিকা-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; তাঁহার রক্তবর্ণমুখ ও নয়ন, দীর্ঘ কলেবর, করে খড়্গ ও পাশ, তিনি জগদ্ধাত্রী জগন্মোহিনী কামাখ্যাদেবী। ১০৪

নরক জগৎপ্রসবিনী দেবীকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভীত হইল এবং মনে করিল,—যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর নরকাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১০৫

তৎকালে কৃষ্ণ তাহার সহিত, দেবতাদের মধ্যে ও মনুষ্যগণের মধ্যে অভূত-পূর্ব্ব অদ্ভুত যুদ্ধ করিলেন। ১০৬

১। ত্রিপুরপ্রমিতং। ২। বীরো।
৩। ......পাশকরাং তথা। ৪। কামাখ্যাং কামরূপিণীম্।

সুদর্শনেন চক্রেণ মধ্যদেশে তদা হরিঃ ;
দ্বিধা চিচ্ছেদ নরকং খণ্ডিতোঽভ্যপতদ্ভুবি ॥ ১০৮
বিভক্তং তচ্ছরীরন্তু ভূমৌ নিপতিতং তদা।
বিরাজতে বজ্রভিন্নো যথা গৈরিকপর্ব্বতঃ॥ ১০৯
পতিতে তনয়ে দেবী পৃথ্বী দৃষ্ট্বা শরীরকম্।
শোকবেগং তদা সেহে জ্ঞাত্বা কালং তদাগতম্ ॥ ১১০
আদিতেঃ কুণ্ডলযুগং স্বয়মাদায় কাশ্যপী।
উপাতিষ্ঠত গোবিন্দং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১১১

পৃথিব্যুবাচ—

ত্বয়া বরাহরূপেণ যদাহঞ্চোদ্ধৃতা পুরা।
তদা ত্বদ্গাত্রসংস্পর্শাৎ পুত্রো মে নরকঃ স্থিতঃ।
সোঽয়ং ত্বয়া পালিতশ্চ পাতিতশ্চাধুনা মৃতঃ॥ ১১২
গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে অদিতেঃ সর্ব্বকামদে।
সন্ততিঞ্চাস্য গোবিন্দ প্রতিপালয় নিত্যদা ॥ ১১৩

শ্রীভগবানুবাচ—

ভারাবতরণে দেবি নরকস্য বধঃ পুরা।
ত্বয়ৈব প্রার্থিতো যস্মাত্তেনাসৌ নিহতো ময়া ॥ ১১৪
পালয়িষ্যেঽস্য সন্তানং দেবি ত্বদ্বচনাদহম্।
প্রাগ্জ্যোতিষেঽভিষেক্ষ্যামি নপ্তারং ভগদত্তকম্ ॥ ১১৫

মাধব ভূমিপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবরাজের হর্ষোৎপাদন করত তাহাকে বধ করিলেন। ১০৭

সুদর্শন চক্রের দ্বারা হরি নরকের মধ্যদেশ দ্বিখণ্ড করিলেন, সে হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। ১০৮

চক্র-ছিন্ন ভূমিপতিত নরক-দেহ বজ্র-ভিন্ন গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১০৯

পুত্র, ভূমিতে পতিত হইলে তাহার শরীর দেখিয়া বসুধা সেইটি তাহার মৃত্যুকাল ইহাই বিবেচনা করত শোক-বেগ সহ্য করিলেন। ১১০

পৃথিবী স্বয়ং অদিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া গোবিন্দকে উপঢৌকন দান করিয়া বলিলেন। ১১১

আপনি বরাহাবতারে যখন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আপনার সংসর্গে আমার গর্ভে নরকের উৎপত্তি হয়, তাহাকে এত দিন আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন, অদ্য রণে আপনিই বিনাশ করিলেন। ১১২

সকল অভীষ্টপ্রদ অদিতির এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং হে গোবিন্দ! ইহার সন্ততি আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১১৩

ভগবান্ বলিলেন, দেবি! ভারাবতারণের জন্য নরকের বধ প্রার্থনা করিয়াছিলে বলিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। ১১৪

দেবি! তোমার বাক্যানুসারে ইহার সন্তানদিগকে আমি প্রতিপালন-করিব এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুরে পৌত্র ভগদত্তকে অভিষিক্ত করিব। ১১৫

এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্ভগবান্ মধুসূদনঃ।
অন্তঃপুরং বিবেশাথ নরকস্য ধনালয়ম্ ॥ ১১৬
স তত্র দদৃশে বীরো রত্নানি বিবিধানি চ।
রাশীভূতানি শুদ্ধানি পর্ব্বতানিব রাজতঃ ॥ ১১৭
মুক্তামণিপ্রবালানাং বৈদূর্য্যস্য চ পর্ব্বতম্।
তথা রজতকূটানি বজ্রকূটানি মাধবঃ।
সুবর্ণসঞ্চয়ান্ রুক্মদণ্ডান্ রত্নময়ধ্বজান্ ॥ ১১৮
বাহনানি বিচিত্রাণি যানানি শয়নানি চ।
খচিতানি স্বর্ণরত্নৈর্মহার্হাণি মহান্তি চ ॥ ১১৯
যদ্‌যদ্দৃষ্টঞ্চ যাবচ্চ ধনং রত্নং মণিস্তথা।
ভুবি তাদৃক্ চ নো দৃষ্টমন্যত্র নরকালয়াৎ ॥ ১২০
ন কুবেরস্য নেন্দ্রস্য ন যমস্যাপ্যপাং পতেঃ।
তাবন্তি ধনরত্নানি যাবন্তি নরকালয়ে ॥ ১২১
কেশবোঽপ্যথ তত্রৈব নারদেন চ সঙ্গতঃ।
অবেক্ষ্যান্তঃপুরধনং সারং সারতরং ততঃ।
তেষাং সমাদদে গ্রাহ্যং প্রভূতং পরবীরহা ॥ ১২২
যা দত্তা বৈষ্ণবীশক্তির্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
হত্বা ভৌমন্ত তাং শক্তিং জগৃহে দেবকীসুতঃ ॥ ১২৩
পৃথিব্যা নারদেনৈব সহিতঃ কেশবস্তদা।
ভগদত্তং ভৌমসুতং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরোত্তমে ॥ ১২৪
অভিষিচ্য তদা ভূতং পুরমধ্যে ন্যবেশয়ৎ ॥ ১২৫
অভিষিক্তন্ত তং দৃষ্ট্বা ভগদত্তং তথা ক্ষিতিঃ।
নপ্তুরর্থেঽথ তাং শক্তিং কেশবং সমযাচত ॥ ১২৬

এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অন্তঃপুরে নরকের ধনাগারে প্রবেশ করিলেন। বীর জনার্দ্দন সেই স্থানে রাশিকৃত পর্ব্বতাকার বিবিধ রত্ন দেখিতে পাইলেন। ১১৬-১১৭

মাধব মণি মুক্তা প্রবাল এবং বৈদূর্য্যের পর্ব্বত হীরক-পর্ব্বত ও রজতময় দেখিলেন। সুবর্ণ সমুদয়, রুক্মনির্ম্মিত দণ্ড, রত্নময় ধ্বজ দেখিলেন। ১১৮

বিচিত্র বাহনসমূহ, যান, শয্যা এবং সুবর্ণ-খচিত মহামূল্যবান্ অনেক বস্তু দেখিলেন। ১১৯

যে যে মণিরত্নাদি ধনসমূহ নরকভবনে দেখিলেন, সেরূপ অন্যত্র কোথাও দেখেন নাই। ১২০

যে সমস্ত ধনরত্ন নরকভবনে আছে, সেরূপ—কুবের, ইন্দ্র, যম, বরুণ—ইহাদের কাহারও নাই। ১২১

কেশব—নারদ ও পৃথিবীর সহিত সার হইতে সারতর পুরধন অবেক্ষণ করিলেন; তাহার মধ্যে তাহাদের গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিলেন। পরবীর-প্রহারিণী স্বদত্ত বৈষ্ণবী শক্তিও গ্রহণ করিলেন। ১২২-১২৩

তাহার পর কেশব—পৃথিবী ও নারদসহ নরকপুত্র ভগদত্তকে সেই শ্রেষ্ঠ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বিশেষরূপে অভিনিবেশ করিলেন। ১২৪-১২৫

কেশবোঽপি ক্ষিতের্ব্বাক্যান্নারদানুমতেন চ।
তাং শক্তিং ভগদত্তায় সুপ্রীতমনসা দদৌ ॥ ১২৭
যচ্ছত্রং বরুণং জিত্বা কাঞ্চনস্রাবিসংজ্ঞকম্।
সমানয়ৎ পুরা ভৌমস্তচ্ছত্রং হরিরাদদে ॥ ১২৮
অষ্টভারসুবর্ণানি যৎসংস্রবতি চান্বহম্।
যৎ ক্রোশমাত্রবিস্তীর্ণমর্দ্ধযোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১২৯
রত্নোত্তমানি সর্ব্বাণি চতুর্দন্তাংস্তথা গজান্।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি পূজিতাঃ প্রমদাস্তথা ॥ ১৩০
দ্বারকাং প্রতি দৈত্যৈর্বাহয়ামাস কেশবঃ ॥ ১৩১
যা দেবকন্যকাঃ পূর্ব্বং নরকেণ হৃতা বলাৎ।
তাসাং কৃত্বা হৃষীকেশো বেণীবন্ধবিমোক্ষণম্ ॥ ১৩২
বাসোভির্ভূষণৈর্দিব্যৈস্তাঃ সংকৃত্য মুহুর্ম্মুহুঃ।
আরোপ্য চ বিমানে তু রক্ষিভির্বলিভির্দৃঢ়ৈঃ।
নারদাধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বা দ্বারকাং প্রত্যবাহয়ৎ ॥ ১৩৩
যঃ কৃতঃ সুরকন্যার্থে ভৌমেন মণিপর্ব্বতঃ।
মণিরত্নৌঘসম্পূর্ণো দিবাকরসমপ্রভঃ ॥ ১৩৪
উৎপাট্য তং জগন্নাথস্তার্ক্ষ্যপৃষ্ঠে ন্যধাপয়ৎ।
তথৈব বারুণং ছত্রং গরুড়োপরি মাধবঃ।
আরোপ্য সত্যয়া সার্দ্ধমাসীনঃ সুমনা হরিঃ ॥ ১৩৫
ভগদত্তং সমাভাষ্য পৃথিবীঞ্চ জগৎপতিঃ।
প্রতস্থে দ্বারকাং বীরো বিয়ন্মার্গেণ বৈ দ্রুতম্ ॥ ১৩৬

ক্ষিতি, ভগদত্তকে অভিষিক্ত দেখিয়া তাহার জন্য কেশব সমীপে সেই শক্তি পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। ১২৬

কেশবও নারদের অনুমতিতে ক্ষিতির বাক্যানুসারে প্রীত হইয়া সেই শক্তি ভগদত্তকে দিলেন। ১২৭

নরক বরুণকে জয় করিয়া যে কাঞ্চনস্রাবী ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিলেন। ১২৮

সেই ছত্র প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করে এবং একক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ও অর্দ্ধ যোজন দীর্ঘ। ১২৯

কেশব উৎকৃষ্ট রত্ন সকল এবং চতুর্দ্দন্ত মদস্রাবী শ্রেষ্ঠ, চতুর্দ্দশসহস্র গজ—দৈত্যের দ্বারা দ্বারকাতে পাঠাইলেন। ১৩০-১৩১

যে সমস্ত দেবকন্যাকে নরক বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, কেশব তাহাদের বেণী মোচন করিলেন। ১৩২

বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করত বিমানে আরোহণ করাইয়া দৃঢ় ও বলবান্ সৈন্য দ্বারা নারদ সহ দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন। ১৩৩

নরক সুরকন্যাগণের জন্য যে দিবাকর-তুল্য প্রভাশীল, রত্নসমূহ-খচিত, মণিপর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৩৪

জগন্নাথ তাহা উৎপাটন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন এবং সেইরূপ বরুণের ছত্রও গরুড়ের উপরে তুলিয়া সত্যভামার সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন। ১৩৫

সুপর্ণঃ কাঞ্চনস্রাবিচ্ছত্রং সমণিপর্ব্বতম্।
কেশবং সত্যয়া সার্দ্ধং হেলয়া খে বহন্ যযৌ॥ ১৩৭
ক্ষণেন দ্বারকাং প্রাপ্য কেশবঃ পরবীরহা।
মুদঞ্চ লেভে সকলৈর্বান্ধবৈশ্চ তথা গণৈঃ॥ ১৩৮
এবং কালী মহামায়া কালিকাখ্যা জগন্ময়ী।
বিষ্ণুঞ্চ জগতাং নাথং পরাপরপতিং হরিম্॥ ১৩৯
জগৎকারণকর্ত্তারং জ্ঞানগম্যং জগন্ময়ম্।
সম্মোহয়ত্যেব তথা হ্যনুরাগবিরাগবান্॥ ১৪০
অনুগৃহ্লাতি মিত্রাণি হ্যমিত্রাণি নিহন্তি চ।
নারীষু মূঢ়ো রমতে দ্বন্দ্বেনাপি চ মুহ্যতে॥ ১৪১
ইতি বঃ কথিতং বিপ্রা যথাভূন্নরকোঽসুরঃ।
যথা চ বরলাভোঽভূদ্ যথা চাস্য বিচেষ্টিতম্॥ ১৪২
আরাধিতো যথা ব্রহ্মা বাণবুদ্ধ্যাথ ভৌমিনা।
কিমন্যদ্রুচিতং বাস্তি তদ্ব্রুবন্ত দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে নরকোপাখ্যানে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০

জগৎপতি হরি—ভগদত্ত ও পৃথিবীকে সাদরবাক্য বলিয়া আকাশমার্গে দ্বারকাতে প্রস্থান করিলেন। ১৩৬

অষ্টভার-সুবর্ণস্রাবী ছত্র মণি-পর্ব্বত ও সত্যভামার সহিত কেশবকে বহন করিয়া গরুড় অবলীলাক্রমে গমন করিল। ১৩৭

তাহার পর ক্ষণকালমধ্যেই পরবীরবিনাশক কেশব দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণ ও সুরগণের সহিত আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ১৩৮

অনুরাগ ও বিরাগের কারণ মহামায়া জগন্ময়ী কালিকা জগন্নাথ পরাপর-পতি জগৎকারণ জগৎকর্ত্তা জ্ঞানগম্য জগন্ময় হরিকে এইরূপেই মোহিত করিয়া থাকে। ১৩৯-৪০

মূঢ় ব্যক্তিরা মিত্রকে অনুগ্রহ করেন এবং অমিত্রকেও বিনাশ করেন; এবং যুগলরূপে স্ত্রীতেই সর্ব্বদা রমণ করে। ১৪১

হে বিপ্রগণ! যেরূপে নরকাসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যেরূপে বরলাভ করিয়াছিল, যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে এবং বাণের বুদ্ধিতে যেরূপে ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিল, সে সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম। হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদের আর যে বিষয় জানিতে অভিলাষ হয়, জিজ্ঞাসা করুন। ১৪২-৪৩

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

কথং গিরিসুতা কালী বভূব জগতাং প্রসূঃ।
দাক্ষায়ণী ত্যক্ততনুঃ কথমাপ হরং পতিম্[1] ॥ ১
কথমর্দ্ধশরীরং সা জহার চ পিনাকিনঃ।
এতন্নঃ পৃচ্ছতাং সম্যক্ কথয়স্ব মহামতে ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শৃণুধ্বং মুনিশার্দ্দূলা যথা দাক্ষায়ণী সতী।
ভূতা গিরিসুতা পূর্ব্বং যথার্দ্ধমহরত্তনুম্ ॥ ৩
যদাঽত্যজত্তনুং দেবী পূর্ব্বং দাক্ষায়ণী সতী।
তদৈব মনসাগচ্ছন্ মেনকাং হিমবদ্গিরিম্ ॥ ৪
যদা হরেণ সহিতা দক্ষকন্যা হিমাচলে।
চিক্রীড় চ তদা তস্যা মেনকাভূদ্ধিতৈষিণী ॥ ৫
তস্যাঃ সুতা স্যামিতি চ আধায়[2] মনসি দ্বিজাঃ।
ত্যক্তপ্রাণা তদা দেবী ভূতা হিমবতঃ সুতা ॥ ৬
যদা দাক্ষায়ণী প্রাণান্ দক্ষকোপাজ্জহৌ পুরা।
তদৈব মেনকাদেবী আরিরাধয়িষুঃ[3] শিবাম্ ॥ ৭
মহামায়াং জগদ্ধাত্রীং যোগনিদ্রাং সনাতনীম্।
মোহিনীং সর্ব্বভূতানাং শরণং সর্ব্বনাকিনাম্ ॥ ৮

পার্ব্বতীর জন্ম

ঋষিগণ বলিলেন, কিরূপে জগৎপ্রসবিনী কালী দাক্ষায়ণী গিরিসুতা হইলেন? কিরূপে তিনি হরকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন? ১

কিজন্যই বা তিনি পিনাকীর অর্দ্ধ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন? হে মহামতে! এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল—সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলুন। ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! যেরূপে দাক্ষায়ণী সতী গিরিসুতা হইয়াছেন এবং যেরূপে শিবের অর্দ্ধশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩

দাক্ষায়ণী সতী প্রাণত্যাগ করিয়া মানসিক গতিতে হিমালয় পর্ব্বতে মেনকাসমীপে গমন করিলেন। ৪

হে দ্বিজগণ! যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী শিবসহ হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন, সেই সময়ে মেনকা তাঁহার হিতৈষিণী ছিলেন। ৫

অতএব তাহাতেই আমি জন্মগ্রহণ করিব, সতী এই মনে করিয়া প্রাণত্যাগ করত হিমালয়সুতা হইলেন। ৬

পূর্ব্বে যে সময়ে দাক্ষায়ণী দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়ে মেনকা শিবাকে আরাধনা করিতেন। ৭

১। কথমপি হরং প্রতি।
২। তস্যাহং সুতা স্যামিত্যাধায়। ৩। প্রাবিরাধয়িষুঃ।

অষ্টম্যামুপবাসন্তু কৃত্বা সা নবমীতিথৌ।
মোদকৈর্বলিভিঃ পিষ্টৈঃ পায়সৈর্গন্ধপুষ্পকৈঃ ॥ ৯
চৈত্রে মাসি সমারভ্য সপ্তবিংশতিবাসরান্।
যাবৎ সম্পূজয়ামাস পুত্রার্থিন্যহরহং শুচিঃ[১] ॥ ১০
গঙ্গায়ামোষধিপ্রস্থে কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
কদাচিৎ সা নিরাহারা কদাচিৎ সা ধৃতব্রতা ॥ ১১
শিবাবিন্যস্তমনসা সপ্তবিংশতিবৎসরান্।
নিনায় মেনকা দেবী পরমাং ভূতিমিচ্ছতী ॥ ১২
সপ্তবিংশতিবর্ষান্তৈর্জগন্মাতা জগন্ময়ী।
সুপ্রীতাভবদত্যর্থং প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতা ॥ ১৩

দেব্যুবাচ—

যৎ প্রার্থিতং ত্বয়া দেবি মত্তস্তৎ প্রার্থয়াধুনা।
দাস্যে তবাহং তৎসর্ব্বং বাঞ্ছিতং যদ্ হৃদা ভবেৎ ॥ ১৪
ততঃ সা মেনকা দেবী প্রত্যক্ষং কালিকাং গতাম্[২]।
দৃষ্ট্বৈব প্রণনামাথ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৫
দেবী প্রত্যক্ষতো রূপং তব দৃষ্টং ময়াধুনা।
ত্বামহং স্তোতুমিচ্ছামি প্রসন্না যদি মে শিবে ॥ ১৬
ততঃ সা মাতরিত্যুক্ত্বা কালিকা সর্ব্বমোহিনী।
বাহুভ্যাং চারুবৃত্তাভ্যাং মেনকাং পরিষস্বজে ॥ ১৭
ততঃ সা মেনকা দেবী কালিকাং পরমেশ্বরীম্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভিঃ শিবাং প্রত্যক্ষতঃ স্থিতাম্ ॥ ১৮

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সনাতনী যোগনিদ্রাস্বরূপা সর্ব্বভূতমোহিনী সর্ব্বলোকের শরণ সেই জগদম্বাকে চৈত্রমাসের অষ্টমীতে উপবাস করিয়া নবমীতে মোদক, পিষ্টক, পায়স ও গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রকামনা করত প্রত্যহ পূজা করিতেন। ৮-১০

ওষধিপ্রস্থে গঙ্গাতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি করিয়া কোন সময়ে নিরাহারে, কোন সময়ে সংযতাহারে, মহামায়াতে মন অর্পণ করত সপ্তবিংশতি বৎসর পর্যন্ত মেনকা-দেবী মহাঐশ্বর্য্য লালসাতে পূজা করত কাল যাপন করিলেন। ১১-১২

সপ্তবিংশতি বৎসরের পর জগন্মাতা; জগন্ময়ী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন। ১৩

দেবি! আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহা এইক্ষণ প্রার্থনা করুন; আপনার মনের বাঞ্ছিত বিষয় সমস্ত প্রদান করিব। ১৪

তাহার পর মেনকা দেবী প্রত্যক্ষভাবে কালীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ১৫

দেবি! আপনার মূর্ত্তি আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম; কিন্তু শিবে! যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আপনাকে কিঞ্চিৎ স্তব করিতে ইচ্ছা করি। ১৬

সর্ব্বমোহিনী কালিকা 'মাতঃ' এই বলিয়া মনোহর বাহু দ্বারা মেনকাকে আলিঙ্গন করিলেন। ১৭

১। শুভা। ২। তদা।

মেনকোবাচ—

প্রেরয়ন্তীং জগদ্ধাম চণ্ডিকাং লোকধারিণীম্।
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং সর্ব্বকামার্থসাধিনীম্[১] ॥ ১৯
[২]নিত্যানন্দাং জ্ঞানময়ীং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রসূম্।
প্রণমামি শিবাং শুদ্ধাং বিধিশৌরিশিবাত্মিকাম্[৩] ॥ ২০
মায়াময়ীং মহামায়াং ভক্তশোকবিনাশিনীম্।
কামস্য বনিতাং ভদ্রাং নমামি ত্বাং চিতিং শিবাম্ ॥ ২১
সত্ত্বোদ্রেকাদ্ যা ভবিত্রীহ নিত্যা
নিত্যা চাপি প্রাণিনাং বুদ্ধিরূপা।
সা ত্বং বন্ধচ্ছেদহেতুর্যতীনাং
কস্তে গন্তো মাদৃশীভিঃ প্রভাবঃ ॥ ২২
যা ত্বং সাম্নাং সিদ্ধিরুক্তিস্তথার্চ্চা
যা বৃত্তির্যা যজুষাং দীর্ঘরূপা
হিংসা যা বাঽথর্ব্ববেদস্য সা ত্বং
নিত্যং কামং ত্বং মমেষ্টং বিধেহি ॥ ২৩
নিত্যানিত্যৈর্ভাগহীনৈঃ পুরস্থৈ[৪]-
স্তন্মাত্রৈর্যৈর্যত্যতে ভূতবর্গঃ।
তেষাং শক্তিস্ত্বং সদা নিত্যরূপা
কা তে যোষা যোগ্যং বক্তুং সমর্থা ॥ ২৪

তাহার পর মেনকাদেবী, প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিতা পরমেশ্বরী কালীকে অভি-লষিত বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮

মেনকা বলিলেন, জগদ্ধাত্রী লোকধারিণী চণ্ডিকাকে আমি প্রণাম করি-তেছি; সর্ব্বকামার্থদায়িনী জগদ্ধাত্রীকেও প্রণাম করি। ১৯

নিত্যানন্দা জ্ঞানময়ী জগৎপ্রসবিনী মহামায়াকে আমি করজোড়ে প্রণাম করি। যিনি সর্ব্বদা শুদ্ধা, যিনি হর-বিরিঞ্চিরূপিণী গৌরী মহামায়া, ভক্তের শোক-দুঃখনাশিনী, যিনি শিবজায়া, ভদ্রা, তাঁহাকে আমি প্রণিপাত করি। ২০-২১

যিনি চিৎস্বরূপা শিবা, যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্না নিত্যস্বরূপা, যিনি অনিত্যা, প্রাণিগণের বুদ্ধিরূপা, তাঁহাকে প্রণাম করি। আপনি যতিদিগের সংসার-বন্ধনচ্ছেদিনী, আমাদের সেই গতির অনুসরণ করিবার ক্ষমতা কোথায়। ২২

আপনি সামবেদের উক্তি সিদ্ধিরূপা এবং ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের অনুষ্ঠেয় যাগাদিরূপ দীর্ঘকার্য্যরূপা, আপনিই অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচারাদি কার্য্যস্বরূপা; অতএব আপনি আমার নিত্য অভিলাষ পূর্ণ করুন। ২৩

ভূতবর্গ, নিত্য, অনিত্য, ভাগহীন, পরস্থ ও তন্মাত্র ইহা দ্বারা আপনাকেই যোগ করে, আপনি তাহাদের নিত্যরূপা শক্তি। কোন্ স্ত্রী আপনার যোগ্য রূপ বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইবে। ২৪

১। ......দায়িনীম্। ২। কুলদ্বয়ানন্দকরীং ভুবনত্রয়চুম্বভাম্—ইত্যধিকঃ পাঠঃ।
৩। বিধিগৌরীশ্বরাত্মিকাম্।
৪। পরস্থৈস্তন্মাত্রৈর্যৈর্যাতি ভূভূর্বর্গঃ।

ক্ষিতির্ধরিত্রী জগতাং ত্বমেব
ত্বমেব নিত্যা প্রকৃতিস্বরূপা।
যয়া বশঃ ক্রিয়তে ব্রহ্মরূপঃ
সা ত্বং নিত্যা মে প্রসীদাদ্য মাতঃ ॥ ২৫
ত্বং জাতবেদোগতশক্তিরূপা
ত্বং দাহিকা সূর্য্যকরস্য শক্তিঃ।
আহ্লাদিকা ত্বং বহু চন্দ্রিকায়া-
স্তাং ত্বামহং স্তৌমি নমামি চাম্বিকাম্ ॥ ২৬
যোষা যোষিৎপ্রিয়াণাং ত্বং বিদ্যা ত্বং চোর্দ্ধরেতসাম্।
বাঞ্ছা ত্বং সর্ব্বজগতাং মায়া চ ত্বং তথা হরেঃ ॥ ২৭
যানেকরূপাণি বিধায় নিত্যং, সৃষ্টিং স্থিতিং হানিমপীহ কর্ত্রী।
ব্রহ্মাচ্যুতস্থাণুশরীরহেতুঃ, সা ত্বং প্রসীদাদ্য পুনর্নমস্তে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ সা জগতাং মাতা কালিকা পুনরেব হি।
উবাচ মেনকাং দেবীং বাঞ্ছিতং বরয়েত্যুত ॥ ২৯
ততঃ সা প্রথমং পুত্রশতং বব্রে যশস্বিনী।
বীর্য্যবচ্চায়ুষা যুক্তমৃদ্ধিসিদ্ধিসমন্বিতম্ ॥ ৩০
পশ্চাত্তথৈকাং তনয়াং সুরূপাং গুণশালিনীম্।
কুলদ্বয়ানন্দকরীং ভুবনত্রয়দুর্লভাম্ ॥ ৩১
ততো ভগবতী প্রাহ মেনকাং মুনিসন্নিভাম্।
স্মিতপূর্ব্বং তদা তস্যাঃ পূরয়ন্তী মনোরথম্ ॥ ৩২

আপনি ক্ষিতি এবং ধরিত্রী ও জগতের নিত্য প্রকৃতিস্বরূপা ; যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্মরূপ বশ হয়, আপনি সেই নিত্যরূপ শক্তি ; অতএব মাতঃ আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ২৫

আপনিই অগ্নিগত উগ্রাশক্তিস্বরূপা এবং সূর্য্যকরের দাহিকাশক্তিরূপা চন্দ্রিকার আহ্লাদিকা শক্তিরূপা ; অতএব আপনাকে স্তব করত প্রণিপাত করিতেছি। ২৬

আপনি যোষিৎপ্রিয়দিগের যোষিৎস্বরূপা, ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যারূপা, সর্ব্বজগতের বাঞ্ছারূপা এবং হরির মায়াস্বরূপা। ২৭

আপনি বহুরূপ ধারণ করত নিরন্তর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির শরীরের কারণ ; অতএব দেবি! আপনাকে প্রণিপাত করি, প্রসন্ন হউন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর জগন্মাতা কালিকা পুনর্ব্বার মেনকাকে বলিলেন, দেবি! বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। ২৯

তৎপরে যশস্বিনী মেনকা প্রথমেই বীর্য্যবান্, আয়ুষ্মান্ এবং ধনসম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ৩০

তাহার পরে সুরূপ ও গুণশালিনী কুলদ্বয়ের আনন্দরূপা ও ত্রিভুবন-দুর্ল্লভা একটী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। ৩১

তাহার পর দেবী ঈষৎ হাস্যসহকারে মেনকার অভিলাষ পূর্ণ করত বলিলেন,

দেব্যুবাচ—

শতং পুত্রাঃ সন্তবন্ত ভবত্যা বীর্য্যসংযুতাঃ।
তত্রৈকো বলবান্মুখ্যঃ প্রথমং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
সুতা চ তব দেবানাং মানুষাণাঞ্চ রক্ষসাম্।
হিতায় সর্ব্বজগতাং ভবিষ্যাম্যহমেব তে ॥ ৩৪
ত্বং[১] সুখপ্রসবা নিত্যং তথা নিত্যং পতিব্রতা।
অম্লানা রূপসম্পন্না সুভগা চ ভবিষ্যসি ॥ ৩৫
একমুক্ত্বা জগদ্ধাত্রী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
মেনকা চ মুদং লব্ধা স্বস্থানং প্রবিবেশ হ ॥ ৩৬
ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে মৈনাকমচলোত্তমম্।
পক্ষেণ[২] সহ যোঽদ্যাপি সিন্ধুমধ্যে প্রবর্ত্ততে।
মেনকা সুষুবে দেবী দেবেন্দ্রং স্পর্দ্ধয়াগতম্ ॥ ৩৭
অথ্যানূনশতং পুত্রান্ ক্রমাৎ সা সুষুবে সতী।
মহাবীর্য্যান্ মহাসত্ত্বান্ সম্পন্নান্ সর্ব্বতো গুণৈঃ ॥ ৩৮
ততঃ সা কালিকা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
পূর্ব্বত্যক্তসতীরূপা জন্মার্থং মেনকাং যযৌ ॥ ৩৯
সময়স্যানুরূপেণ মেনকাজঠরে শিবা।
সমুদ্ভূয় সমুৎপন্না সা লক্ষ্মীরিব সাগরাৎ ॥ ৪০
বসন্তসময়ে দেবী নবম্যামৃক্ষযোগতঃ।
অর্দ্ধরাত্রে সমুৎপন্না গঙ্গেব শশিমণ্ডলাৎ ॥ ৪১

—তোমার বীর্য্যবান্ একশত পুত্র হইবে। কিন্তু প্রথম পুত্র অত্যন্ত বলবান্ হইবে। ৩২-৩৩

দেবতা রাক্ষস ও মনুষ্যের—সকল জগতের হিতের জন্য আমিই তোমার কন্যা হইব। ৩৪

তুমি নিত্য সুখপ্রসবা, নিত্য পতিব্রতা এবং অম্লান-রূপ-সম্পন্না ও সুভগা হইবে। ৩৫

জগদ্ধাত্রী এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। মেনকাও—প্রফুল্ল চিত্তে স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৩৬

তাহার পর কালক্রমে মেনকা দেবী মৈনাককে প্রসব করিলেন, এই মৈনাক ইন্দ্রের সমস্পর্দ্ধী হইয়া পক্ষের সহিত অদ্য পর্য্যন্তও সমুদ্রমধ্যে আছে। ৩৭

তাহার পর দেবী একনূ্যন শত পুত্র ক্রমে প্রসব করিলেন; তাহারা মহা-বীর্য্যবান্ মহাসত্ত্বসম্পন্ন ও সকল-লক্ষণ-যুক্ত। ৩৮

তাহার পর—জগন্মায়া যোগনিদ্রা কালিকা পূর্ব্বে সতীদেহ ত্যাগ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার জন্মের নিমিত্ত মেনকাসমীপে গমন করিলেন এবং অনুরূপ সময়ে তাঁহার গর্ভে উৎপন্না হইয়া সাগর হইতে লক্ষ্মীর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। ৩৯-৪০

দেবী বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গার ন্যায় জন্মিলেন। ৪১

১। ত্বমসূয়ে দেবী দেবেন্দ্রস্পর্দ্ধয়াগতং মম—ইত্যধিকঃ পাঠঃ।
২। যক্ষেণ।

ততস্তস্যান্তু জাতায়াং প্রসন্না অভবন্ দিশঃ।
অনুকূলো ববৌ বায়ুর্গম্ভীরো গন্ধবান্ শুভঃ ॥ ৪২
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ তোয়বৃষ্টিস্তথাপরা।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জগর্জ্জুশ্চ ঘনাঘনম্ ॥ ৪৩
তস্যান্তু জাতমাত্রায়াং সর্ব্বং স্বাস্থ্যমপদ্যত।
তান্তু দৃষ্ট্বা তথা জাতাং নীলোৎপলদলানুগাম্ ॥ ৪৪
শ্যামাং সা মেনকা দেবী মুদমাপাতিহর্ষিতা।
দেবাশ্চ হর্ষমতুলং প্রাপুস্তত্র মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৫
তুষ্টুবুশ্চান্তরিক্ষস্থা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৪৬
তান্তু নীলোৎপলদলশ্যামাং হিমবতঃ সুতাম্।
কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে[১] ॥ ৪৭
বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না স পার্ব্বতীতি চ[২]।
কালীতি চ তথা নাম্না কীর্ত্তিতা গিরিনন্দিনী[৩] ॥ ৪৮
ততঃ সা ববৃধে দেবী গিরিরাজগৃহে শুভা।
গঙ্গেব বর্ষাসময়ে শরদীবাথ চন্দ্রিকা ॥ ৪৯
এধমানানুদিবসং চার্ব্বঙ্গী চারুতাং মুহুঃ।
দধ্রে সানুদিনং কালী চন্দ্রবিম্বং কলামিব ॥ ৫০
সা বালভাবমাপন্না ক্রীড়ন্তী কালিকা মুদম্।
সখীভিঃ প্রাপ বিপুলাং কালিন্দীব সরিদ্‌ব্রজৈঃ ॥ ৫১

দেবীর জন্ম হইলে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, বায়ু অনুকূল হইয়া সুন্দর গন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল। ৪২

তৎপরে ভিন্ন রূপ তোয়-বৃষ্টির ন্যায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রশান্তভাব ধারণ করিল। মেঘকুল মৃদু গর্জ্জন করিতে লাগিল। ৪৩

দেবীর জন্ম হইতেই সমস্ত জগৎ স্বাস্থ্যময় হইল। নীলোৎপলদল-সদৃশ নবপ্রসূতা শ্যামাকে দেখিয়া মেনকা হাস্যের সহিত আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন; এবং দেবগণও অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৪-৪৫

অন্তরীক্ষস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যাম সেই হিমালয়-সুতাকে স্তব করিতে লাগিল। ৪৬

হিমালয় তাঁহাকে 'কালী' এই নামে আহ্বান করিলেন; বান্ধবগণ দেবীর 'পার্ব্বতী' এই নাম রাখিলেন, আর তাঁহারা কালী ও গিরিনন্দিনী ইহাও বলিলেন। ৪৭-৪৮

তাহার পর দেবী, গিরিরাজ-গৃহে বর্ষাকালীন গঙ্গার ন্যায় ও শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ৪৯

অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্তা চার্ব্বঙ্গী কালীর চন্দ্র-বিম্বের কলার ন্যায় মনোহর কান্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৫০

কালী বাল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নদীসমূহ যেরূপ কালিন্দীতে মিলিতা হয়, সেইরূপ সখীগণও কালীর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে মিলিতা হইল। ৫১

১। কৃতোদনে। ২। বান্ধবাস্তু সুসন্তানাং সুম্নাতাং পার্ব্বতীতি চ।
৩। কেচিত্তাং গিরিনন্দিনাম্।

ষড়্‌গুণাস্তাং স্বয়ং দেবীং পূর্ব্বজন্মবশীকৃতাঃ[1] ।
স্বয়মীয়ুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাবৃষং কালিকা যথা ॥ ৫২
অতিচক্রাম স্বগুণৈঃ সা দেবী দেবকন্যকাঃ ।
রূপৈরপ্সরসঃ সর্ব্বা গীতৈর্গন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ॥ ৫৩
সা বাল্য এব সততং বন্ধুবর্গপ্রিয়া শুভা ।
গুণৈঃ স্ববন্ধূন্ পিতরং মাতরঞ্চাপ্যতোষয়ৎ ॥ ৫৪
মাতুঃ স্তুতিকরী[2] নিত্যং পিতৃপূজনতৎপরা ।
সর্ব্বদা ভ্রাতৃসহিতা জগন্মাতাভবত্তদা ॥ ৫৫
সর্ব্বদা সা জগন্মাতা কন্যা সা সমুপস্থিতা ।
পিতুঃ সমীপে বসতি কালিন্দীব বিভাবসোঃ ॥ ৫৬
অথৈকদা তাং নিকটে নিধায় হিমবদ্গিরিঃ ।
তনয়ৈঃ সহ সঙ্গম্য স্থিতঃ পরমকৌতুকাৎ ॥ ৫৭
অথাগতস্তত্র মুনির্নারদো দেবলোকতঃ ।
হিমবন্তং সুখাসীনং সুতৈঃ সার্দ্ধং দদর্শ সঃ ॥ ৫৮
অপশ্যন্নিকটে কালীং কালিকামিব সূর্য্যতঃ ।
জ্যোৎস্নামিব সুধাংশোস্তু সম্যগ্‌বৃদ্ধাং শরন্নিশি ॥ ৫৯
পূজিতস্তেন গিরিণা কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
নারদঃ প্রথমং শৈলং বৃত্তান্তং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। দেবী পূর্ব্ব-জন্ম-বশীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বয়ং সমস্ত গুণ-রাশি প্রাপ্ত হইলেন। ৫২

গিরিকন্যা নিজগুণে দেবকন্যা ও অপ্সরাগণকে অতিক্রম করিলেন এবং গানে গন্ধর্ব্ব-কন্যাদিগকে অতিক্রম করিলেন। ৫৩

তাঁহার লাবণ্য সর্ব্বদা বন্ধুবর্গের প্রীতিকর হইল। গুণের দ্বারা পিতা, মাতা ও বন্ধুগণকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ৫৪

তাহার পর জগন্মাতা নিত্য, মাতার তৃপ্তিকারিণী হইয়া পিতার পূজাদি সৎকারে সর্ব্বদা রত হইলেন এবং ভ্রাতাদিগের সহিত সর্ব্বদা রত থাকিলেন। ৫৫

কালিন্দী যেরূপ সূর্য্যসমীপে সর্ব্বদা থাকেন সেইরূপ জগন্মাতা সর্ব্বদা কন্যারূপে পিতার সমীপে উপস্থিত থাকিতেন। ৫৬

অনন্তর একদা গিরি, তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া তনয়গণের সহিত সঙ্গত হইয়া অতি গৌরবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় নারদ স্বর্গ হইতে সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং পুত্রগণের সহিত সুখাসীন হিমালয়কে দেখিতে পাইলেন। ৫৭-৫৮

নিকটস্থিতা কালীকে সূর্য্যসমীপে কালিন্দী সদৃশ দেখিলেন, এবং তাঁহাকে শরতের রাত্রিকালে সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিবেচনা করিলেন। ৫৯

গিরি তাঁহাকে পূজা করত উপবেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন। নারদ প্রথমতঃ গিরিরাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬০

১। ষড়্‌গুণাংস্তান্ স্বয়ং দেবী......বশীকৃতান্।
২। প্রিয়করী দেচকন্যা উপস্থিতাঃ।

ততো বিদিতবৃত্তান্তো নারদো মেনকাং প্রতি[1]।
উবাচ হর্ষয়ন্ বাক্যং মুনির্বাক্যবিশারদঃ ॥ ৬১
এষা তে তনয়া রুচ্যা শুদ্ধাংশোরিব বর্দ্ধিতা।
আদ্যা কলা শৈলরাজ সর্ব্বলক্ষণশালিনী ॥ ৬২
শম্ভোর্ভবিত্রী দয়িতা সানুকূলা সদা হরে।
তস্য চিত্তং বশে চৈষা করিষ্যতি তপস্বিনী ॥ ৬৩
স চাপ্যেনাম্ঋতে জায়াং নান্যামুদ্বাহয়িষ্যতি।
এতয়োর্যাদৃশঃ প্রেমা কয়োশ্চিন্নৈব তাদৃশঃ।
ভূতো বা ভবিতা বাপি নাধুনা চ প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৪
অনয়া সুরকার্য্যাণি কর্ত্তব্যানি বহূনি চ।
অনয়ৈব গিরিশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ ॥ ৬৫
ভবিষ্যতি চ সৌহার্দ্দাজ্জ্যোৎস্নয়েবামৃতাত্মনঃ।
শরীরার্দ্ধং হরস্যৈষা করিষ্যতি নিজাস্পদে ॥ ৬৬
স্বর্ণগৌরী সুবর্ণাভা তপসা তোষিতে হরে।
বিদ্যুদ্গৌরী নাম্না পশ্চাত্তু খ্যাতিমেষা গমিষ্যতি ॥ ৬৭
নান্যস্মৈ ত্বমিমাং দাতুং মনঃ কর্ত্তুমিহার্হসি।
ইয়ঞ্চোপাংশু দেবানাং ন প্রকাশং করিষ্যসি ॥ ৬৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবর্ষের্নারদস্য চ।
উবাচ হিমবান্ বাক্যং মুনিং প্রতি বিশারদঃ ॥ ৬৯

তাহার পর বিদিত-বৃত্তান্ত বাগ্মিশারদ মুনি, হাস্যপূর্ব্বক মেনকাকে বলিলেন, আপনার এই কন্যা অতি রমণীয়া, যেন শুভাংশুর কিরণ দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতেছেন। শৈলরাজ! আপনার সর্ব্বসুলক্ষণশালিনী এই প্রথমপ্রসূতা কন্যা শম্ভুর দয়িতা হইয়া তাঁহার সর্ব্বদা অনুকূল-বর্ত্তিনী হইবেন। ৬১-৬৩

এই তপস্বিনী শম্ভুর চিত্তও সর্ব্বদা প্রসন্ন করিবেন; তিনিও ইঁহাকে ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে পরিণয় করিবেন না। ইঁহাদের যেরূপ প্রণয় হইবে, সেরূপ প্রণয় এ জগতে কাহারও হয় নাই, হইবেন না এবং বর্ত্তমান সময়েও হইতেছে না। ৬৪

হে গিরিশ্রেষ্ঠ। আপনার কন্যা দেবতাদিগের অনেক হিতকর কার্য্য করিবেন এবং ইঁহার দ্বারাই শিব অর্দ্ধনারীর ঈশ্বর হইবেন। ৬৫

শিবের—দেবীর সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্দ হইবে এবং দেবী ভগবানের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিবেন ও তাঁহার আস্পদ প্রাপ্ত হইবেন। ৬৬

আপনার তনয়া কালী, তপস্যাদ্বারা হরকে প্রসন্ন করিলে সুবর্ণাভা ও সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী বিদ্যুৎ-সদৃশী হইবেন; ইঁহার নাম পরে গৌরী বলিয়াই খ্যাত হইবে। ৬৭

এই কন্যা শিব ভিন্ন অন্য বরে প্রদান করিতে মনেও স্থান দিও না। এইটী অতি গোপনীয় বিষয়,—দেবতাদিগের নিকটও প্রকাশ করিবেন না। ৬৮

১। নারদো মুনিসত্তমঃ।

শ্রূয়তে ত্যক্তসঙ্গঃ স মহাদেবো যতাত্মবান্ ।
তপশ্চোপাংশু তপতি দেবানামপ্যগোচরঃ ॥ ৭০
স কথং ধ্যানমার্গস্থঃ পরব্রহ্মার্পিতং মনঃ ।
ভ্রংশয়িষ্যতি দেবর্ষে তত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৭১
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম প্রদীপকলিকোপমম্ ।
সোঽন্তঃ পশ্যতি সর্ব্বত্র ন তু বাহ্যং নিরীক্ষতে ॥ ৭২
ইতি স্ম শ্রূয়তে নিত্যং কিন্নরাণাং মুখাদ্দ্বিজ ।
স কথং তাদৃশং স্বান্তং শক্তো ভ্রংশয়িতুং হরঃ ॥ ৭৩
বিশেষতঃ শ্রূয়তে স্ম দাক্ষায়ণ্যা সমং হরঃ ।
সময়ং জ্ঞাতবান্ পূর্ব্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৭৪
ত্বাম্নতেঽন্যাং ন বনিতাং[১] দাক্ষায়ণি সতি প্রিয়ে ।
ভার্য্যার্থে সগ্রহীষ্যামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥ ৭৫
ইতি সত্যা সমং তেন পুরৈব সময়ঃ কৃতঃ ।
তস্যাং মৃতায়াং স কথং স্ত্রিয়মন্যাং গ্রহীষ্যতি ॥ ৭৬

নারদ উবাচ—

নাত্র কার্য্যা ত্বয়া চিন্তা গিরিরাজ ভবৎসুতা ।
এষা সতী সমুৎপন্না হরায়ৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স তু দেবর্ষির্নারদস্তু যথা সতী ।
মেনকায়াং সমুৎপন্না সর্ব্বং তৎ প্রোক্তবান্ গিরৌ ॥ ৭৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হিমালয় নারদ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ;—আমি শুনিতেছি, মহাদেব মানুষসঙ্গ পরিত্যাগ করত সংযতাত্মা হইয়া নির্জ্জনে দেবতাদিগের অগম্য স্থানে তপস্যা করিতেছেন। ৬৯-৭০

হে দেবর্ষে! ধ্যানমার্গস্থিত মহাদেব, পরমব্রহ্মে অর্পিত মনকে, কিরূপে ভ্রষ্ট করিবেন, সেবিষয়ে আমার সংশয় বোধ হইতেছে। ৭১

অক্ষর মহাদেব, প্রদীপ-কলিকা-সদৃশ পরমব্রহ্মকে অন্তরে সর্ব্বস্থানে নিরন্তর দেখিতেছেন ; তিনি বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন। ৭২

হে দ্বিজ! আমি কিন্নরদিগের মুখে এইরূপ শ্রুত হইয়াছি ; তাহা হইলে হর, কিরূপে তাদৃশ মনকে ভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হইবে ? ৭৩

বিশেষতঃ আমি এই শুনিয়াছি, হর দাক্ষায়ণীর সহিত পূর্ব্বে শপথ করিয়াছিলেন যে, "প্রিয়ে দাক্ষায়ণি সতি! তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিব না" ; মুনে! এ বিষয় আপনাকে সত্য বলিতেছি। ৭৪-৭৫

সতীর সহিত পূর্ব্বে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? ৭৬

নারদ বলিলেন, গিরিরাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না—আপনার এই কন্যা সেই সতী ; শিবের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। ৭৭ *

১। ন ত্বাম্নতেঽন্যাং দয়িতাং।

তৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৃত্তান্তং নারদস্য মুখাদ্ গিরিঃ ।
শ্রুত্বা সপুত্রদারঃ স তদা নিঃসংশয়োঽভবৎ ॥ ৭৯
ততঃ কালী কথাং শ্রুত্বা নারদস্য মুখাত্তদা ।
লজ্জয়াধোমুখী ভূত্বা স্মিতবিস্তারিতাননা ॥ ৮০
করেণ তান্তু সংগৃহ্য প্রোন্নময্য মুখং গিরিঃ ।
মূর্দ্ধ্নি সম্যগুপাঘ্রায় স্বাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৮১
ততস্তাং পুনরেবাহ নারদঃ শৈলপুত্রিকাম্ ।
হর্ষয়ন্ গিরিরাজন্তু মেনকাং তনয়ৈঃ সহ ॥ ৮২
সিংহাসনেন কিং হস্যাঃ শৈলরাজ ভবেত্তব ।
শম্ভোরূরুঃ সদৈবাস্যা আসনন্তু ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
হরোরুমাসনং প্রাপ্য তনয়া তব সন্ততম্ ।
নান্যত্র কুত্রচিত্তুষ্টিমাসনে প্রাপ্যতে গিরে ॥ ৮৪
ইতি বচনমুদারং নারদঃ শৈলরাজং
ত্রিদিবমগমদুক্ত্বা তৎক্ষণাদ্দেবযানৈঃ ।
গিরিপতিরপি চিন্তাহর্ষসম্মোহযুক্তঃ
প্রবিশদচলয়াসৌ স্বান্তরং পদ্মগর্ভম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—নারদ ঋষি, যেরূপে সতী মেনকাতে উৎপন্না হইয়াছেন, তৎসমস্তই গিরিরাজকে বলিলেন। গিরিরাজ পুত্রদারের সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় হইলেন। ৭৮-৭৯

তাহার পর কালী নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে লজ্জাতে অধোমুখী হইলেন। ৮০

গিরি, হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ মাজ্জর্না করত কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিলেন এবং মস্তকে নিরন্তর চুম্বন করিয়া নিজের আসনে বসাইলেন। ৮১

তাহার পর নারদ পুনর্ব্বার মেনকাতনয়গণের সহিত গিরিরাজকে আনন্দিত করত শৈলতনয়ার জন্য বলিলেন, শৈলরাজ! এই সামান্য সিংহাসনে দেবীর প্রয়োজন কি? শিবের উরুই ইহাঁর সর্ব্বদা আসন হইবে। ৮২-৮৩

পর্ব্বতরাজ! আপনার তনয়া হরের উরুরূপ আসন নিরন্তর প্রাপ্ত হইবেন,—অন্য কোন স্থানে এরূপ উৎকৃষ্ট আসন পাইবে না। ৮৪

নারদ, শৈলরাজকে এইরূপ উদার-বাক্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ দেবযানে ত্রিদশ-ভবনে গমন করিলেন। গিরিপতিও চিন্তা, হর্ষ ও আমোদযুক্ত হইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ ক্ষিপ্রং ত্যক্ত্বা তদা সরঃ।
গঙ্গাবতারমগমদ্ হিমবৎ-প্রস্থমুত্তমম্ ॥ ১
যত্র গঙ্গা নিপতিতা পুরা ব্রহ্মপুরাৎ সৃতা।
ঔষধীপ্রস্থনগরস্যাদূরে সানুরুত্তমঃ ॥ ২
তত্র ভর্গঃ স্বমাত্মানমক্ষরং পরমাৎ পরম্।
চেতো জ্ঞানময়ং নিত্যং জ্যোতীরূপং নিরাকুলম্ ॥ ৩
জগন্ময়ং প্রদীপাভং দ্বৈতহীনাবিশেষকম্।
একাগ্রং চিন্তয়ামাস ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ॥ ৪
হরে ধ্যানপরে তস্মিন্ প্রমথা ধ্যানতৎপরাঃ।
অভবন্ কেচিদপরে নন্দিভৃঙ্গ্যাদয়ো গণাঃ ॥ ৫
দ্বাঃস্থা ভূতা মহাভাগা যে পূর্ব্বদ্বারি যোজিতাঃ।
তাবন্তোঽপি গণাস্তত্র নৈব কিঞ্চন কূজিতম্ ॥ ৬
তেষাং সংশ্রয়তে সর্ব্বে নিঃশব্দাঃ সংস্থিতাস্ততঃ।
অন্যে তু তত্র ক্রীড়ন্তি গণা দূরান্তরস্থিতাঃ ॥ ৭
কুসুমৈশ্চ দলৈর্ভক্তৈ গিরিপ্রস্রবণোদকৈঃ।
রত্নানি চ বিচিন্বন্তো ভূষিতা গৈরিকৈস্তথা ॥ ৮
সগণস্তু তথা দৃষ্ট্বা গিরিরাজো[১] গতং হরম্।
স্বস্থানমোষধিপ্রস্থান্নিঃসৃত্য সহিতো গণৈঃ ॥ ৯

মদন-ভস্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইহার মধ্যে শম্ভু, শিপ্রা সরোবর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর্থে হিমালয় পর্ব্বতে যে স্থানে গঙ্গা ব্রহ্মপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিত হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ১

ওষধি-প্রস্থ-নগরের-অনতিদূরে এক সানুতে বৃষধ্বজ শিব,—পরাৎপর অচ্যুত, জ্ঞানময়, নিত্য জ্যোতীরূপ নিরঞ্জন জগৎব্যাপী, প্রদীপের আভার ন্যায় অতি প্রদীপ্ত, দ্বৈতহীন, বিশেষশূন্য পরমাত্মাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২-৩

মহাদেব ধ্যান-রত হইলে প্রমথাদিগণসমূহও ধ্যান-রত হইল; এবং নন্দী-ভৃঙ্গীও ধ্যানে রত হইলেন। ৪

পূর্ব্বে যাহারা দ্বারে ছিল, তাহারাই দ্বারে নিযুক্ত হইল, ও সমস্ত প্রমথবৃন্দ সেই স্থানে অতি নিঃশব্দে রহিল। ৫

এবং সকলেই জানিতে পারিল যে, তাঁহারা নিঃশব্দভাবে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ৬

অন্য লোকও—গণদিগের অবস্থানের দূরে ক্রীড়া করত কুসুম-দল ও গিরি-প্রস্রবণ জল-দ্বারা তাহারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং গৈরিকের দ্বারা ভূষিত হইয়া রত্নভূষণে ভূষিতবৎ বোধ হইল। ৭-৮

১। গিরিরাজাৎ গতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

পূজার্থমুপতস্থে স যথাযোগ্যং তথার্চ্চয়ৎ ॥ ১০
স চাপি শম্ভুস্তস্যার্চ্চাং পরয়া শ্রদ্ধয়া যুতঃ।
প্রতিজগ্রাহ কূটস্থো গঙ্গাশীর্ষে যথা পুরা ॥ ১১
পূজিতস্তেন সহসা গিরিরাজং বৃষধ্বজঃ।
উবাচ ধ্যানযোগস্থঃ স্ময়ন্নিব জগৎপতিঃ ॥ ১২

ঈশ্বর উবাচ—

তব প্রস্থে তপস্তপ্তুং রহস্যমহমাগতঃ।
ন যথা কোঽপি নিকটং সমায়াতি তথা কুরু ॥ ১৩
ত্বং মহাত্মা জগদ্ধাম মুনীনাঞ্চ সদাশ্রয়ঃ।
দেবানাং রাক্ষসানাঞ্চ যক্ষাণাং কিন্নরস্য চ ॥ ১৪
সদাবাসো দ্বিজাতীনাং গঙ্গাপূতশ্চ নিত্যদা।
ত্বৎপুরস্যাস্য নিকটে প্রস্থং গঙ্গাবতারণম্।
আশ্রিতোঽহং গিরিশ্রেষ্ঠ তদ্‌যোগ্যং কুরু সাম্প্রতম্ ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথস্তূষ্ণীমাস বৃষধ্বজঃ।
গিররাজস্তদা শম্ভুং প্রণয়াদিদমব্রবীৎ ॥ ১৬
পূতোঽস্মি জগতান্নাথ ত্বয়াহং পরমেশ্বর।
আগতেনাদ্য বিষয়মিতঃ কৃত্যং কিমস্তি মে ॥ ১৭
তপসা মহতা ত্বং হি দেবৈর্যত্নপরস্থিতৈঃ[১]।
ন প্রাপ্যসে জগন্নাথ স ত্বং স্বয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৮

গিরিরাজ, গণের সহিত মহাদেবকে প্রত্যহ দেখিয়া একদিন বন্ধুগণের সহিত ওষধিপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করত পূজার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ৯-১০

পর্ব্বতস্থ শম্ভুও পূর্ব্বে গঙ্গাকে যেরূপ শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গিরিরাজের পূজা গ্রহণ করিলেন। বৃষধ্বজ পূজিত হইয়া সহসা গিরিরাজকে ধ্যানযোগস্থ হইয়াও সবিস্ময়ে বলিলেন। ১১-১২

তোমার প্রস্থে গোপনীয় স্থানে তপস্যার জন্য আমি আগমন করিয়াছি, কিন্তু যাহাতে কোন ব্যক্তি আমার নিকট আসিতে না পারে তাহাই কর। ১৩

তুমি মহাত্মা, জগতের ধামস্বরূপ, মুনিদিগের সর্ব্বদা আশ্রয়স্বরূপ, তুমি দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর ও দ্বিজগণের সর্ব্বদা আবাস স্থান এবং গঙ্গা-প্রভাবে সর্ব্বদা পবিত্র। ১৪

গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার পুর-সমীপে গঙ্গা-প্রবাহ-যুক্ত প্রস্থ আশ্রয় করিয়াছি, সম্প্রতি তাহার উপযুক্ত কার্য্য কর। জগন্নাথ, বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ১৫

তাহার পর গিরিরাজ শম্ভুকে সপ্রণয়ে এই কথা বলিলেন, হে পরমেশ্বর; হে জগন্নাথ! আপনি আগমন করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন, ইহা হইতে অন্য কর্ত্তব্য বিষয় কি আছে। ১৬-১৭

হে জগন্নাথ! জন্মাবধি দেবগণ মহা তপস্যা করিয়াও আপনাকে প্রাপ্ত হয় না—অদ্য আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। ১৮

১। মহতা তপসা ত্বং হি দেবযানপরস্থিতৈঃ।

মত্তো ধন্যতরো নাস্তি ন মত্তোঽন্যোঽস্তি পুণ্যবান্ ।
যত্তবান্ হিমবৎপ্রস্থে তপসে সমুপস্থিতঃ ॥ ১৯
দেবেন্দ্রাদধিকং মন্যে আত্মানং পরমেশ্বর।
সগণেন ত্বয়া প্রাপ্তো যদাহং কামচারতঃ ॥ ২০
ইত্যুক্ত্বা গিরিরাজোঽথ স্ববেশ্ম পুনরাগমৎ ।
নিয়মায় পরিবারান্ গণানপ্যবদৎ স্বকান্[১] ॥ ২১
অদ্য প্রভৃতি নো গন্তা কোঽপি গঙ্গাবতারণম্ ।
মচ্ছাসনং ন হি বিনা যো গন্তা দণ্ডয়ে হ্যহম্ ॥ ২২
ইতি স্বান্ স নিয়ম্যাশু তিলপুষ্পকুশান্ ফলম্ ।
সমাদায়াশু তনয়াসহিতোঽগাদ্ধবান্তিকম্ ॥ ২৩
অথ গত্বা জগন্নাথং হরং ধ্যানপরং তদা ।
নমস্যামাস তনয়াং কালীং সর্ব্বগুণান্বিতাম্ ॥ ২৪
তিলপুষ্পাদিকং যদ্ যত্তত্তদগ্রে নিধায় সঃ ।
অগ্রে কৃত্বা সুতাং শম্ভুমিদমাহ স শৈলরাট্ ॥ ২৫
ভগবংস্তনয়েয়ং মে ত্বামারাধয়িতুং প্রতি ।
সমাদিষ্টা সমানীতা ত্বদারাধনকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২৬
সখিভ্যাং সহ নিত্যং ত্বাং সেবতামীশ শঙ্কর ।
অনুজানীহি সেবায়ৈ ময়ি তে যদ্যনুগ্রহঃ ॥ ২৭
অথ তাং শঙ্করোঽপশ্যৎ প্রথমারূঢযৌবনাম্ ।
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ২৮

অতএব আমি বিবেচনা করি, আমা হইতে ধন্যতর নাই ও পুণ্যবান্ও নাই ; যেহেতু আপনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। হে পরমেশ্বর! আমি, আমাকে ইন্দ্র হইতেও অধিকতর বলিয়া বিবেচনা করি। যেহেতু আপনি ইচ্ছাবশত গণের সহিত এই হিমালয়ে আগমন করিয়াছেন। ১৯-২০

গিরিরাজ এই কথা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন, তাহার পর নিজ পরিবারবর্গকে আদেশ করিলেন, অদ্য প্রভৃতি কেহ গঙ্গাতে গমন করিও না; যে ব্যক্তি আমার শাসন অতিক্রম করিয়া যাইবে, সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ২২

গিরি এরূপ আদেশ করিয়া তিল পুষ্প ও কুশাসন গ্রহণ করত নিজ তনয়াকে সঙ্গে করিয়া হর-সমীপে গমন করিলেন। ২৩

অনন্তর, গমন করিয়া ধ্যান-রত জগন্নাথকে গিরিরাজ, সর্ব্বগুণান্বিতা নিজ তনয়া কালী দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং পূজার জন্য আনীত তিল-কুসুমাদিও তাঁহার অগ্রে প্রদান করিলেন। শৈলরাজ, তনয়াকে অগ্রে করিয়া শম্ভুকে বলিলেন। ২৪-২৫

ভগবন্! আমার এই তনয়া আপনাকে আরাধনা করিবার জন্য সমাদিষ্টা হইয়া এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। ২৬

অতএব সখীগণের সহিত আপনার আরাধনাকাঙ্ক্ষিণী তনয়াকে—আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক—আরাধনের নিমিত্ত আদেশ করুন। ২৭

১। গণানপি তদা সুরান্।

সমগ্রনীলকেশৌঘ-প্রাপ্তবেশবিজৃম্ভিকাম্।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং চারুকর্ণযুগোজ্জ্বলাম্॥ ২৯
মৃণালায়তপর্য্যন্ত-বাহুযুগ্মমনোরমাম্।
রাজীবকুড্মলপ্রখ্য-ঘনপীনোন্নতস্তনৌ॥ ৩০
বিভ্রতীং ক্ষীণসম্মধ্যাং রক্তপাণিতলদ্বয়াম্।
স্থলপদ্মপ্রতীকাশ-পাদযুগ্মমনোরমাম্॥ ৩১
মধ্যক্ষীণাং মহাসত্ত্বাং বৃত্তস্থূলঘনোজ্জ্বলাম্।
সুজঙ্ঘাং নাগনাসোরুং নিম্ননাভিবিভূষিতাম্॥ ৩২
সুবৃত্তচারুজঙ্ঘায়াং ত্রিগম্ভীরাং ষডুন্নতাম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভাম্॥ ৩৩
ধ্যানপঞ্জরনির্বন্ধ-মুনিমানসমপ্যরম্।
দর্শনাদ্ ভ্রংশিতুং শক্তাং যোষিদ্গণশিরোমণিম্॥ ৩৪
তাং দৃষ্ট্বা তপসে নিত্যং ধ্যানিনাঞ্চ মনোহরাম্।
বিঘ্নহেতুঞ্চানুরাগবর্দ্ধিনীং কামরূপিণীম্॥ ৩৫
গিরিরাজস্য বচনাত্তনয়াং তস্য শঙ্করঃ।
পর্য্যেষণায়ৈ জগৃহে গৌরবাদপি গৌরবঃ॥ ৩৬
উবাচেদং তব সুতা সখিভ্যাং সহ শৈলরাট্।
নিত্যং মে সেবয়া যত্তা[১] নির্ভীতা হ্যত্র তিষ্ঠতু।
এবমুক্ত্বা তাং দেবীং সেবায়ৈ জগৃহে হরঃ॥ ৩৭

অনন্তর শঙ্কর, নবযৌবনা শৈলরাজ-তনয়াকে দেখিলেন; গিরিতনয়ার বিকশিত নীলপদ্মের ন্যায় আভা; পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখকান্তি; তিনি নীলকেশ-কলাপ-শোভিতা; তাঁহার কম্বুগ্রীবা, আয়ত-লোচন, উজ্জ্বল মনোহর কর্ণযুগল, মৃণালসদৃশ আয়ত ভুজদ্বয়। ২৮-২৯

অত্যন্ত মনোহারিণী দেবী কালিকার পদ্মকুট্মল সদৃশ ঘন ও স্থূল স্তনদ্বয়। ৩০

তাঁহার মধ্যে ক্ষীণ, পাণিতলদ্বয় রক্তবর্ণ, পাদপদ্মের যুগল স্থলপদ্মের ন্যায় মনোহর। ৩১

মধ্যদেশ ক্ষীণ ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন, বৃত্ত, স্থূল ঘন উজ্জ্বল জঙ্ঘাদ্বয়, ওষ্ঠ বিম্ব-সদৃশ, জঙ্ঘাগ্রভাগ সুবৃত্ত, তিন স্থল গম্ভীর, ছয়ভাগ উন্নত; তিনি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না যোষিৎগণের শিরোরত্ন-সদৃশী লোকত্রয়ে দুর্লভা। ৩২-৩৪

দেবী ধ্যানরূপ পঞ্জরে আবদ্ধ মুনিদিগের মনকেও দর্শনমাত্রই যোগভ্রষ্ট করিতে সক্ষম। ৩৫

শঙ্কর, গিরিরাজের বাক্যানুসারে মনোহরা, তপস্যা ও ধ্যানাদির নিত্য-বিঘ্ন-হেতু, অনুরাগবর্দ্ধিনী কামরূপিণী গিরিতনয়াকে দেখিয়া উপবেশনের নিমিত্ত বলদকে অবলম্বন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ৩৬

গিরিরাজ! তোমার তনয়া সখীগণের সহিত নির্ভয়ে নিত্য আমার সেবাতে রত হইয়া এস্থানে অবস্থান করুক। এই কথা বলিয়া মহাদেব সেবার নিমিত্ত দেবীকে আদেশ করিলেন। ৩৭

১। সেবতাং যত্নাৎ......।

ইদমেব মহদৈশ্বর্য্যং যদ্বিঘ্নো ন হি বিঘ্নয়েৎ।
নির্ব্বিঘ্নং স্থানমাসাদ্য যত্তপঃ ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ ॥ ৩৮
সবিঘ্নো বিঘ্নহেতুং যঃ পরিভূয় প্রবর্ত্ততে।
তন্মহত্ত্বঞ্চ তপসাং ধীরতা চ তপস্বিনাম্ ॥ ৩৯
ততঃ স্বপুরমায়াতো গিরিরাট্ পরিচারকৈঃ।
হরশ্চ ধ্যানযোগেন পরং চিন্তয়িতুং স্থিতঃ ॥ ৪০
কালী সখিভ্যাং সহিতা প্রত্যহং চন্দ্রশেখরম্।
সেবমানা মহাদেবং গমনাগমনে স্থিতা ॥ ৪১
কদাচিৎ সহিতা কালী সখিভ্যাং শঙ্করাগ্রতঃ।
বিতন্বতী শুভং গীতং পঞ্চমক্বাণতনোত্তদা ॥ ৪২
কদাচিৎ কুশপুষ্পাদিসমিদ্বারি হরায় সা।
সখিভ্যাং স্নানসংস্কারং কুর্ব্বতী ন্যবসত্তদা ॥ ৪৩
কদাচিদগ্রে নিয়ন্তা স্থিতা চন্দ্রভৃতো মুখম্।
বীক্ষন্তী চিন্তয়ামাস সকামা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৪৪
যদা কার্য্যেষু সা ব্যগ্রা তদা তৎকর্ম্ম চেষ্টতে।
কৃত্যহীনা যদা সা তু তদৈবাচিন্তয়দ্ধরম্ ॥ ৪৫
কদা মামেষ ভূতেশঃ কর্ত্তা পাণিগৃহীতিকাম্।
কদা ময়া সমং রন্তা নানসদ্ভাবভাবনৈঃ ॥ ৪৬
ইতি চিন্তাপরা কালী স্বপ্নেঽপি পরমেশ্বরম্।
অর্চ্চয়ত্যেব পরমং সদাচিন্তনতৎপরা ॥ ৪৭

বিঘ্নের কারণ সত্ত্বেও যাঁহার বিঘ্ন হয় না, তাঁহারই মহদৈশ্বর্য্য। নির্ব্বিঘ্ন স্থানে দ্বিজগণ যে তপস্যা করে, তাহা হইতে—বিঘ্নযুক্ত স্থানে বিঘ্নহেতুকে পরাভব করিয়া যে ব্যক্তি তপস্যা করে, তাহারই মহত্ত্ব ও তাপসদিগের মধ্যে তপস্যার ধীরতা। ৩৮-৩৯

তাহার পর গিরিরাজ, পরিচারকবর্গের সহিত স্বমন্দিরে গমন করিলেন। হরও পরম ব্রহ্মের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ৪০

কালী সখীগণের সহিত প্রত্যহ চন্দ্রশেখর মহাদেবের সেবাতে রত হইয়া গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ৪১

কোন সময়ে কালী, সখীগণের সহিত শঙ্করসমক্ষে পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিলেন, কোন সময়ে তিনি সখীকুলসহ সমিধ-বারি-পুষ্পাদি আহরণ করিয়া স্নান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩

কোন সময়ে অভিলাষিণী হইয়া চন্দ্রশেখরের অগ্রে তাঁহাকে চিন্তা করত তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেন। ৪৪

যে সময়ে কোন কার্য্যে ব্যগ্র থাকিতেন, সে সময়ে তাঁহার কার্য্য করিতেই চেষ্টা করিতেন; সে সময়ে কোন কার্য্য না থাকিত, সে সময়ে হরকে চিন্তা করিতেন। ৪৫

কোন সময় ভূতেশ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন এবং কোন সময়ে নানারূপ সদ্ভাবে আমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন; কালী সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তান্বিতা হইয়া স্বপ্নেও পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতেন। ৪৬-৪৭

অগ্রং গতা যদা কালী প্রধ্যায়তি মহেশ্বরম্ ।
তদা তদ্বেদ ভূতেশস্তাং নিসর্গপরিস্থিতাম্ ॥ ৪৮
কিন্তু গর্ভগতৈর্বীজৈর্দ্ধ তদেহেতি তাং তদা ।
নাগ্রহীদ্গিরিশঃ কালীং ভার্য্যার্থে সুধৃতব্রতাম্ ॥ ৪৯
মহাদেবোঽপি তাং দৃষ্ট্বা তদৈবেদমচিন্তয়ং ।
কথমেষা তপশ্চর্য্যাব্রতং কুর্য্যাদ্ গিরেঃ সুতা ॥ ৫০
কৃতব্রতাং গ্রহীষ্যামি গর্ভবীজবিবর্জ্জিতাম্ ।
কালীং ভার্য্যাং স্বদয়িতাং যোনিজামতিদূষিতাম্ ॥ ৫১
ব্রতেন চাথ সংস্কারৈর্গর্ভবীজং বিমুচ্যতে ।
তস্মাদ্ ব্রতং যথা কালী কুর্য্যাত্তদয়মুজ্যতে কথম্ ॥ ৫২

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূতেশস্তদা ধ্যানমনাঃ স্থিতঃ ।
ধ্যানাসক্তস্য তস্যাথ নান্যচিন্তা ব্যজায়ত ॥ ৫৩
কালী ত্বনুদিনং শম্ভুং ভক্ত্যা ভৃশমসেবতে ।
বিচিন্তয়ন্তী সততং তস্য রূপং মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
হরো ধ্যানপরঃ কালীং নিত্যং প্রত্যক্ষতঃ স্থিতাম্ ।
বিস্মৃত্য পূর্ব্ববৃত্তান্তং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৫
এতস্মিন্নন্তরে দেবাংস্তারকো নাম দৈত্যরাট্ ।
ববাধে সর্ব্বলোকাংশ্চ ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥ ৫৬

যে সময়ে কালী সম্মুখে থাকিয়া মহেশ্বরকে ধ্যান করিতেন, সে সময়ে সর্ব্বভূত-ঈশ্বর গিরিশ, এখনও কালী গর্ভ-গত বীর্য্যের দ্বারা শরীর ধারণ করিতেছে, এই বলিয়া নিসর্গ-সুন্দরী ধৃতব্রতা সেই কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিলেন না। ৪৮-৪৯

মহাদেবও তাঁহাকে দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন, গিরি-সুতা তপস্যাচরণ করত ব্রত করিতেছে কেন ? ৫০

কৃতব্রতা গর্ভ-বীজ-বর্জিতা হইলে ইহাকে গ্রহণ করিব ; কালী ভার্য্যা হইলে সুদয়িতা হয়, কিন্তু এ রমণী যোনি-জাতা অতএব দূষিতা। ৫১

যাহাতে ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গর্ভ-বীজ জনিত দোষ দূর হয়, কালী সেই রূপ ব্রত করিতে যত্ন করুক। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভূতেশ, এই চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—ধ্যানাসক্ত হইয়া তাঁহার অন্য চিন্তার উদ্ভব হইত না। ৫৩

কালীও প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক শম্ভুকে সেবা করিতে লাগিলেন এবং সতত তাঁহার রূপ চিন্তা করিতেন। ৫৪

ধ্যানস্থ হর, পূর্ব্বচিন্তা বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর সম্মুখস্থিতা কালীকে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতেন না। ৫৫

ইহার মধ্যে তারক নামক অসুররাজ ব্রহ্ম-বরে দর্পিত হইয়া দেবতাদিগকে ও সমস্ত জগৎস্থিত লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল এবং ত্রিভুবন বশীভূত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইল। ৫৬

বশীকৃত্য স লোকাংস্ত্রীন্ স্বয়মিন্দ্রো বভূব হ ॥ ৫৭
বিদ্রাব্য সকলান্ দেবান্ দৈত্যান্ স্বাংস্তৎপদেষু চ।
স্বয়ং নিযোজয়ামাস দেবযোনিষু চাপ্যসৌ ॥ ৫৮
ন যমঃ স্বেচ্ছয়া লোকাংস্তস্মিন্ রাজ্ঞি নিযচ্ছতি।
ন স্বেচ্ছয়া তথা সূর্য্যো লোকাংস্তপতি তন্ত্রয়াৎ ॥ ৫৯
চন্দ্রস্তু নর্ম্মসাচিব্যং তস্য কুর্ব্বন্ স রশ্মিভিঃ।
বায়ুনা সহ সঙ্গম্য তৎসেবাং বিদধেঽনিশম্ ॥ ৬০
সদা সৌগন্ধ্যগাম্ভীর্যশৈত্যস্নিগ্ধত্বসংযুতঃ।
তং বীজয়ন্ ববৌ বায়ুঃ শাসনাত্তস্য ভূভৃতঃ ॥ ৬১
ধনদোঽপি যথাসারং ধনমাদায় যত্নতঃ।
সাবধানস্তস্য সেবামকরোত্তারকেচ্ছয়া ॥ ৬২
অগ্নিস্তস্যাভবৎ সূদঃ শাসনাত্তারকস্য তু।
ব্যঞ্জনান্যথ ভোজ্যানি চক্রে তস্যেচ্ছয়া তদা ॥ ৬৩
নির্ঋতিস্তস্য সততং সহিতঃ সর্ব্বরাক্ষসৈঃ।
অশ্বান্ গজান্ বাহনানি কারয়ামাস সাধ্বসাৎ ॥ ৬৪
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ স্তুবদ্ভিঃ সূতমাগধৈঃ।
গায়মানৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈঃ সঞ্চিক্রীড় সুরান্ দ্বিষন্ ॥ ৬৫
এবং স সর্ব্বলোকাংস্তু ত্রিষপ্যথ বিলোড়য়ন্।
লোকেষু সারান্ সারাংশ্চ দেবানামপ্যথাগ্রহীৎ ॥ ৬৬
তেনাভিবাধিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরনাথা নাথমুত্তমম্ ॥ ৬৭

তারক তিনলোক জয় করিয়া নিজেই ইন্দ্র হইল এবং সমস্ত দেবতাদিগকে হারাইয়া স্বকীয় দৈত্যগণকে সেই পদে নিযুক্ত করিল। ৫৭-৫৮

তারক রাজা হইলে, যম ইচ্ছামত লোকদিগকে শাসন করিতে পারিতেন না। সূর্য্যও তাহার ভয়ে লোকদিগকে ইচ্ছামত তাপ দিতে পারিতেন না। ৫৯

চন্দ্র রশ্মি বিস্তার করিয়া তাহার নর্ম্ম-সাচিব্য করিতে লাগিলেন। বায়ু নিরন্তর সুগন্ধি গম্ভীর ও স্নিগ্ধ হইয়া তাহারই সেবাতে রত হইলেন। তারকের শাসনে বায়ু সর্ব্বদা তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। ৬০-৬১

কুবেরও সারভূত ধন গ্রহণ করিয়া তারকের ইচ্ছানুসারে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬২

তারকের ইচ্ছানুসারে অগ্নি পাচক হইলেন,—ব্যঞ্জন ও অন্য ভোজনীয় বস্তু-সকল তাহার ইচ্ছামত পাকাদিসম্পন্ন করিতে লাগিলেন; নির্ঋতি সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত ভয়ে অশ্ব গজ ইত্যাদির শিক্ষা দিতেন। ৬৩-৬৪

তারক অপ্সরাগণের নৃত্য দর্শনে, মাগধদিগের স্তুতিপাঠ শ্রবণে, গন্ধর্ব্ব-গণের গান শ্রবণে, পরিতৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে দ্বেষ করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৬৫

ত্রিজগতে সমস্ত লোকদিগকে বিলোড়ন করিয়া লোক-দুর্ল্লভ দেবতাদিগের সার সার বস্তু গ্রহণ করিল। ৬৬

শক্র প্রভৃতি দেবগণ তারকের উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া অনাথনাথ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ৬৭

তে প্রণম্য সুরাঃ সর্ব্বে পুরুহূতপুরোগমাঃ।
ইদমূচুর্মহাত্মানং সর্ব্বলোকপিতামহম্ ॥ ৬৮

দেবা ঊচুঃ—

লোকেশ তারকো দৈত্যো বরেণ তব দর্পিতঃ।
নিরস্যাস্মান্ হঠাদস্মদ্বিষয়ান্ স্বয়মগ্রহীৎ ॥ ৬৯
রাত্রিন্দিবং বাধতেঽস্মান্ যত্র তত্র স্থিতা বয়ম্।
পলায়িতাশ্চ পশ্যামঃ সর্ব্বকাষ্ঠাসু তারকম্ ॥ ৭০
অগ্নির্যমোঽথ বরুণো নিঋতির্বায়ুরেব চ।
তথা মনুষ্যধর্ম্মা চ সর্ব্বৈঃ পরিকরৈর্যুতঃ ॥ ৭১
এতে তেনার্দ্দিতা ব্রহ্মন্ দেবাস্তস্যৈব শাসনাৎ।
অনিচ্ছাকার্য্যনিরতাঃ সর্ব্বে তস্যানুজীবিনঃ ॥ ৭২
যা দেববনিতাঃ স্বর্গে যে চাপ্যপ্সরসাঙ্গনাঃ।
তান্ সর্ব্বানগ্রহীদ্দৈত্যঃ সারং লোকেষু যচ্চ যৎ ॥ ৭৩
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
দানধর্ম্মাদিকং কিঞ্চিৎ ন লোকেষু প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৪
তস্য সেনাপতিঃ পাপঃ ক্রৌঞ্চো নামাস্তি দানবঃ।
স পাতালতলং গত্বা বাধতেঽহর্নিশং প্রজাঃ ॥ ৭৫
তস্মাত্তু তারকেনেদং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
হৃতং সর্ব্বং জগত্রাহি পাপাত্তস্মাৎ পিতামহ ॥ ৭৬
বয়ঞ্চ যত্র স্থাস্যামস্তৎস্থানং বিনিদেশয়।
স্বস্থানাচ্চ্যাবিতাস্তেন লোকনাথ জগদ্‌গুরোঃ[১] ॥ ৭৭

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৬৮

সর্ব্বলোক-ঈশ্বর তারক-দৈত্য আপনার বরে দর্পিত হইয়া, আমাদিগকে হঠাৎ নিরাস করত বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াছে। ৬৯

দিবা রাত্রি আমাদিগকে পীড়া দিতেছে, আমরা যেখানে সেখানে অবস্থান করিতেছি; আমরা পলায়িত হইয়াও সমস্ত দিকেই তারককেই দেখিতে পাই। ৭০

ব্রহ্মন্! অগ্নি, যম, বরুণ, নিঋতি, বায়ু, কুবেরাদি দেবগণ—তাহার শাসনবশতঃ পরিবারবর্গের সহিত নিতান্ত পীড়িত হইতেছেন; ইহাদিগকে অনিচ্ছাতেও কার্য করিতে হয় এবং সকলেই তাহার অনুজীবী। ৭১-৭২

সমস্ত দেব-বনিতা ও অপ্সরাগণ এবং যাহা লোকে সারভূত, দৈত্য সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে। ৬৮-৭৩

বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞ হইতেছে না, তাপসগণ তপস্যা করিতেছে না এবং দান ধর্ম্মাদি কার্য্যও কিছুই দেবলোকে হইতেছে না। ৭৪

তাহার সেনাপতি ক্রৌঞ্চ নামে দানব, পাতালে গমন করিয়া দিবারাত্র প্রজাদিগকে পীড়া দিতেছে। তারকের উৎপীড়নে জগৎ আকুল হইতেছে। অতএব পিতামহ! পাপিষ্ঠ তারক হইতে জগৎ পরিত্রাণ করুন। ৭৫-৭৬

১। গুরো—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বন্নো গতিশ্চ শাস্তা চ ত্বং নস্ত্রাতা পিতা প্রসূঃ।
ত্বমেব ভুবনানাঞ্চ স্থাপকঃ পালকঃ কৃতী ॥ ৭৮
তস্মাদ্‌যাবত্তারকাখ্যে বহ্নৌ দগ্ধাঃ প্রজাপতে।
ন ভবামস্তথা কর্ত্তুং ভবতা যুজ্যতেঽধুনা ॥ ৭৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সুরাণাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ সুরান্ সর্ব্বাংস্তৎ-কালসদৃশং বচঃ ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ—

মমৈব বরদানেন তারকাখ্যঃ সমেধিতঃ।
ন মত্তস্তস্য মরণং যুজ্যতে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৮১
যুষ্মাকঞ্চ প্রতীকারঃ কর্ত্তব্যঃ প্রতিকর্ম্মণি।
কিন্তু সম্যক্ ন শক্নোমি প্রতিকর্ত্তুং প্রচোদিতঃ[1] ॥ ৮২
তস্মাদ্‌যথা তারকাখ্যঃ স্বয়মেষ্যতি সঙ্‌ক্ষয়ম্।
তথা যূয়ং সংবিদধ্বমুপদেশকরস্ত্বহম্ ॥ ৮৩
ন ময়া তারকো বধ্যো ন তথা বনমালিনা।
ন হরেণ তথা বধ্যো নান্যৈরপি সুরৈর্নরৈঃ ॥ ৮৪
এষ এব বরো দত্তো ময়া তস্মৈ তপস্যতে।
উপায়শ্চিন্তিতশ্চাস্তি তৎকুর্ব্বন্তু সুরোত্তমাঃ ॥ ৮৫
সতী দাক্ষায়ণী পূর্ব্বং ত্যক্তদেহা স্বজন্মনে।
অগচ্ছন্মেনকাং দেবী শৈলরাজস্য যোষিতম্ ॥ ৮৬

আমরা যে স্থানে ছিলাম, সেইস্থানে পুনর্ব্বার স্থাপন করুন। হে লোকনাথ! হে জগৎগুরো! আমরা তারক কর্ত্তৃক স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। ৭৭

আপনি আমাদের গতি, শাস্তা, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা এবং ত্রিভুবনের স্থাপক ও পালক; তাহা হইলে হে প্রজাপতে! যাহাতে আমরা তারক-রূপ বহ্নিতে দগ্ধ না হই, তাহাই এখন আপনার করা উচিত। ৭৮-৭৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণকে সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৮০

হে দেবগণ! আমারই বর দানে তারক অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে, আমা হইতে তাহার মরণ যুক্তিযুক্ত নহে; তোমাদের প্রতিকার সমস্ত কার্য্যেই কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে প্রকাশ্যরূপে সক্ষম হইব না; যাহাতে তারক স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই তোমরা যত্ন কর;—আমি তাহার উপদেশ দিতেছি। ৮১-৮৩

তারক—আমার, নারায়ণের, মহাদেবের এবং অন্য দেবগণের—কাহারও বধ্য নহে এই বর আমি তপস্যাকালে সেই তারককে দিয়াছি, কিন্তু এক উপায় আছে, হে সুরোত্তমগণ! তাহাই কর। ৮৪-৮৫

দাক্ষায়ণী সতী, পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়া শৈল-রমণী মেনকা-সমীপে আগমন

১। প্রবেজিতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তাং সমুৎপাদয়ামাস মেনকাজঠরে গিরিঃ।
লক্ষ্মীমিব পুরা খ্যাত্যাং ভৃগুঃ স্বতনয়ো মম ॥ ৮৭
তামবশ্যং মহাদেবঃ কূর্য্যাৎ পাণিগ্রহীতিকাম্।
যথা স নচিরাত্তস্যামনুরক্তো ভবেৎ সুরাঃ।
তথা বিদধ্বং সুতরাং তত্তেজঃ প্রতিকর্ত্তৃ বঃ[১] ॥ ৮৮
তমূর্দ্ধরেতসং শম্ভুং সৈব প্রচ্যুতরেতসম্।
কর্ত্তুং সমর্থা নান্যাস্তি কাচিদপ্যবলা পরা ॥ ৮৯
তস্য তেজশ্চ্যুতং যচ্চ তস্মাদ্যো জায়তে সুতঃ।
স এব তারকাখ্যস্য হন্তা নান্যস্তু বিদ্যতে ॥ ৯০
সা সুতা গিরিরাজস্য সাম্প্রতং রূঢ়যৌবনা।
তপস্যন্তং গিরিপ্রস্থে নিত্যং পর্য্যেষতে হরম্ ॥ ৯১
বাক্যাদ্ধিমবতঃ সা তু কালী নাম্না নিষেবতে।
সখিভ্যাং সহ সর্ব্বজ্ঞং ধ্যানস্থং পরমেশ্বরম্ ॥ ৯২
তামগ্রতো বর্ত্তমানাং ত্রিলোকবরবর্ণিনীম্।
ধ্যানাসক্তো মহাদেবো মনসাপি ন চেচ্ছতি[২] ॥ ৯৩
যথা সমীহতে ভার্য্যাং কালীং স চন্দ্রশেখরঃ।
তথা কুরুধ্বং ত্রিদশা নচিরাদেব যত্নতঃ ॥ ৯৪
স্বস্থানং ভবতাং স্বর্গস্তস্মাত্তারকমপ্যহম্।
নিবর্ত্তয়িষ্যে সঙ্গম্য গচ্ছধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৯৫
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশস্তারকাখ্যমুপস্থিতঃ।
উপসঙ্গম্য বচনং সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৯৬

করিয়াছিলেন; গিরি তাহাকে মেনকাজঠরে উৎপাদন করিয়াছেন;—যেরূপ আমার তনয় ভৃগু পূর্ব্বে স্বকীয় স্ত্রীতে লক্ষ্মীকে উৎপাদন করিয়াছিল। ৮৬-৮৭

মহাদেব সেই গিরি-কন্যার অবশ্য পাণি-গ্রহণ করিবেন; হে সুরগণ। যাহাতে মহাদেব, শীঘ্র অনুরক্ত হইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা কর, তাঁহার তেজ আপনাদের প্রতিকারে সমর্থ হইবে। ৮৮

সেই ঊর্দ্ধরেতা শম্ভুকে গিরি তনয়াই প্রচ্যুতরেতা করিতে সক্ষমা, অন্য কোন স্ত্রী সে বিষয়ে সক্ষমা হইবে না। শম্ভুর পরিত্যক্ত তেজ হইতে যে পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিবে, সেই তারকের হন্তা; অন্য কেহই তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবে না। ৮৯-৯০

সম্প্রতি সেই গিরিরাজ-সুতা পূর্ণ যৌবনা; তিনি গিরিপ্রস্থে ধ্যান-রত হরকে নিত্য সেবা করেন। ৯১

হিমালয়ের বাক্যানুসারে সখীগণ-সহ কালীনাম্নী গিরিসুতা সর্ব্বজ্ঞ ধ্যানস্থ পরমেশ্বরকে নিরন্তর সেবা করেন। ধ্যানাসক্ত মহাদেব সম্মুখ-স্থিতা ত্রৈলোক্য সুন্দরী কালীকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করেন না। ৯২-৯৩

হে ত্রিদশগণ! চন্দ্রশেখর যাহাতে কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ চেষ্টা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ স্বস্থান স্বর্গপুর লাভ করিতে পারিবে; তবে তারককেও আমি গমন করিয়া নিবৃত্ত করিব। হে নির্জ্জরগণ! তোমরা গমন কর। ৯৪-৯৫

১। প্রতিকর্ত্তৃকঃ—ইতি পাঠান্তরম্। ২। চেহতে—ইতি পাঠান্তরম্।

ভো ভো তারক মা স্বর্গরাজ্যং ত্বং পরিশাধি ভোঃ।
তদর্থং ন তপস্তপ্তং সময়ে ভবতা পুরা॥ ৯৭
বরো নাপি ময়া দত্তো ন ময়া স্বর্গরাজতা।
তস্মাৎ স্বর্গং পরিত্যজ্য ক্ষিতৌ রাজ্যং সমাচর॥ ৯৮
দেবভোগ্যানি তত্রৈব সম্ভবিষ্যন্তি তেঽসুর।
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বলোকেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৯৯
স তারকঃ পরিত্যজ্য স্বর্গং ক্ষিতিমথাভ্যয়াৎ। ১০০
তত্রৈব সংস্থিতো দেবান্ বাধতে স্ম স নিত্যশঃ।
ইন্দ্রং করপ্রদং চক্রে নিদেশস্থং মহাবলম্[১]। ১০১
তমিন্দ্রঃ সততং দেবভোগ্যানি বিতরন্ মুহুঃ।
সেবমানঃ ক্ষমো নাভূৎ সন্তোষয়িতুমীশ্বরম্॥ ১০২
এবং তেনার্দ্দিতা দেবা মন্যুনা পরিপীড়িতাঃ।
বিধাতুরুপদেশেন যত্নং চক্রুর্হরান্বয়ে॥ ১০৩
তত ইন্দ্রোঽথ গুরুণা সঙ্গম্য কৃতনিশ্চয়ঃ।
কুসুমেষুং সমাহূয় বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ১০৪

ইন্দ্র উবাচ—

ত্বয়েদং পাল্যতে বিশ্বং ত্বয়া বিশ্বং প্রসূয়তে।
ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং প্রীতিহেতুঃ পুরা ভবঃ॥ ১০৫
ব্রহ্মা প্রীত্যা যথা পূর্ব্বমগৃহ্ণাচ্চরিতব্রতাম্।
সাবিত্রীং মাধবো লক্ষ্মীং সতীং দাক্ষায়ণীং হরঃ॥ ১০৬

এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মা তারকভবনে গমন করিলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন, অহে তারক। তুমি স্বর্গ-রাজ্য শাসন করিও না; তোমার জন্য কেহ তপশ্চরণ করিতে পারিতেছে না। ৯৬-৯৭

সময়ানুসারে পূর্ব্বে বর প্রার্থনা করাতে আমি বরদান করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য আমি বর দিই নাই; অতএব স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতিতলে রাজত্ব কর; সেই মর্ত্ত্যলোকেই তোমার দেবভোগ্য সমস্তই হইবে। এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মা সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ৯৮-৯৯

তারকও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতিতলে গমন করিল; কিন্তু ক্ষিতিতলে থাকিয়াই নিরন্তর দেবতাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল। মহাবল তারক, ইন্দ্রকে আদেশবর্ত্তী করবহ করিল; ইন্দ্র, সতত দেবভোগ্য বস্তুসমূহ তাহাকে দিতে লাগিলেন; এইরূপ সেবা করিয়াও ঈশ্বর তারকের সন্তোষ সাধন করিতে সক্ষম হইতেন না। ১০০-১০২

এইরূপ দেবগণ পীড়িত হইয়া ক্রোধেও অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইলেন, হরের দারগ্রহণের প্রতি বিধাতার উপদেশানুসারে যত্ন করিলেন; তাহার পর ইন্দ্র, বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুসুমেষুকে ডাকিয়া এই কথা বলিতে অভিমত করিলেন। ১০৩-১০৪

ইন্দ্র বলিলেন, তুমি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছে, তুমিই এই বিশ্ব প্রসব করিয়াছ; তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইহাঁদিগের প্রীতির হেতু হও; যেরূপ ব্রহ্মার

১। মহাবলঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

তাঃ প্রীতয়ে পুরা তেষাং দেবেশানাং যথা কৃতা।
তথৈব কুরু মে প্রীতিং কাম প্রাণভৃতাং সদা॥ ১০৭
ন ত্বং ন কস্যচিৎ স্বর্গে পাতালে বাথ ভূতলে।
প্রিয়ঃ প্রাণভৃতাং কাম সততং জগতাং মতঃ॥ ১০৮
দেবদানবযক্ষাণাং রক্ষসাং মানুষস্য চ।
ত্বং পালকশ্চ কর্ত্তা চ হৃদয়ে চ প্রবর্ত্তসে॥ ১০৯
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বজগতাং হিতায় কুরু চেষ্টিতম্[১]।
দেবদানবযক্ষাণাং মানুষাণাং মহাত্মনাম্॥ ১১০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শক্রস্য মকরধ্বজঃ।
দেবরাজমুবাচেদং সুপ্রীতস্তদ্বচোঽমৃতৈঃ॥ ১১১
যত্রাহমীশিতা শক্র তৎ কর্ম্ম বিদিতং ত্বয়া।
তস্মান্মমোচিতং শক্যং করিষ্যে তন্নিদেশয়॥ ১১২
পঞ্চৈব বাণা মৃদবস্তে চ পুষ্পময়া মম।
চাপস্তথা পুষ্পময়ঃ শিঞ্জিনী ভ্রমরাত্মিকা॥ ১১৩
রতির্মে দয়িতা জায়া বসন্তঃ সচিবো মম।
যন্তা মলয়জো বায়ুর্মিত্রং মম সুধানিধিঃ॥ ১১৪
সেনাধিপো মে শৃঙ্গারো হাবা ভাবাশ্চ সৈনিকাঃ।
সর্ব্বে মে মৃদবোঽক্রূরা অহঞ্চাপি তথাবিধঃ॥ ১১৫
যদ্যেন যুজ্যতে কার্য্যং ধীমাংস্তত্তেন যোজয়েৎ।
মম যোগ্যন্তু যৎ কর্ম্ম তস্মাত্তস্মিন্ নিযোজয়॥ ১১৬

প্রীতি সাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বে ব্রতাচরণে রতা সাবিত্রীকে গ্রহণ করাইয়াছিলে, মাধব লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হর দাক্ষায়ণী সতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদিগকে প্রীতিযুক্ত কর। দেবেশদিগের সম্বন্ধে যেরূপ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলে, কাম! তুমি দেবতাদিগের সেইরূপ প্রীতি উৎপাদন কর। ১০৫-১০৭

তুমি পাতালে, স্বর্গে, ভূতলে, কোন ব্যক্তির প্রিয় নও তাহা নহে,—জগতের প্রাণিমাত্রেরই প্রিয়; অতএব দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, মানব—ইহাদিগের সকলের তুমি পালক ও কর্ত্তা এবং হৃদয়েও সর্ব্বদা বাস কর; তুমি সমস্ত জগতের হিতের জন্য চেষ্টা কর; দেব দানব, যক্ষ, মানব, সকলেরই হিতে রত হও। ১০৮-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মকরধ্বজ দেবরাজের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে এই বাক্য বলিলেন,—হে শক্র; আপনি যে কার্য্যের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া আমাকে বলিতেছেন; সেটী আপনি অবগত আছেন; যদি আমি সক্ষম হই এবং উচিত হয়, তাহা হইলে আদেশ করুন। আমার পাঁচটী মাত্র বাণ; তাহা পুষ্পময়, অতএব মৃদু; সেইরূপ চাপ পুষ্পময়, ভ্রমরশ্রেণী গুণ; রতি আমার দয়িতা, বসন্ত সচিব, সারথি মলয়জ বায়ু, চন্দ্র আমার মিত্র, সেনাপতি শৃঙ্গার, হাব-ভাব সৈনিক;—সকলই আমার কঠিনতাশূন্য, অতএব

১। চেষ্টনম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ইন্দ্র উবাচ—

যৎ কারয়িতুমিচ্ছামি ভবতা তন্মনোভব।
তত্তে সমুচিতং কর্ম্ম তস্মিন্ পরিবৃতো ভবান্॥ ১১৭
কৃতকর্ম্মাপি তত্র ত্বং কৃতী চাপি মনোভব।
ত্বদন্যৈঃ কিন্তু দুঃসাধ্যং তত্ত্বাং তত্র নিযোজয়ে॥ ১১৮
শ্রূয়তে হি তপস্যন্তং ধ্যানস্থং বৃষভধ্বজম্।
গিরের্হিমবতঃ প্রস্থে নিরাকাঙ্ক্ষং বধূকৃতৌ॥ ১১৯
তং পিতুর্বচনাৎ কালী তপস্যন্তং নিষেবতে।
সখিভ্যাং সহিতা নিত্যং হরস্যানুমতেঽধুনা॥ ১২০
আরূঢ়যৌবনাং তান্তু স্ত্রীরত্নমপি সুন্দরীম্।
ধ্যানাসক্তো মহাদেবো নেহতে মনসাপি চ॥ ১২২
সানুরাগো যথা তস্যাং জায়তে বৃষভধ্বজঃ।
তথা বিধৎস্ব দেবানাং হিতায় জগতামপি॥ ১২৩
সহ সত্যা যথা রেমে সানুরাগো বৃষধ্বজঃ।
তথৈতয়া গিরিজয়া রমতাং তৎকৃতেন বৈ॥ ১২৪
তস্যাঃ কৃতে তু যত্তেজঃ প্রচ্যুতং স্যাদ্ধরস্য বৈ।
ততো যো জায়তে সোঽস্মাংস্তারকাদুদ্ধরিষ্যতি॥ ১২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ স দেবরাজস্য বচঃ শ্রুত্বা মনোভবঃ।
প্রাপ্তকালঞ্চ সস্মার শাপং ব্রহ্মকৃতং পুরা॥ ১২৬

মৃদু ; আমিও সেইরূপ। যে যে কার্যে উপযুক্ত, ধীমান্ ব্যক্তি, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করেন ; যদি সে কার্য্য আমা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিয়োগ করুন। ১১১-১১৬

ইন্দ্র বলিলেন, হে মনোভব। যে কার্য তোমা দ্বারা সম্পাদন করাইতে ইচ্ছা করি, সেটী তোমার উচিত কার্য ; সে কার্য্যে তুমি বলবান্, কৃতকর্ম্মা ও প্রাজ্ঞ কিন্তু অন্যের সেটী দুঃসাধ্য, সেই জন্য তোমাকে নিয়োগ করিতেছি। ১১৭-১১৮

আমি শুনিতেছি, হিমালয়প্রস্থে বৃষভধ্বজ ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু দারগ্রহণে নিরাকাঙ্ক্ষ ; পিতৃ-বাক্যানুসারে কালী, সখীগণ সহ হরের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে নিত্য সেবা করিতেছে ; কিন্তু ধ্যানরত মহাদেব আরূঢ়-যৌবনা অতি সুন্দরী সেই স্ত্রীরত্নকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করিতেছেন না। ১১৯-১২২

যেরূপে বৃষভধ্বজ কালীতে অনুরক্ত হন, তুমি দেবতাদিগের ও জগতের হিতের জন্য তাহার চেষ্টা কর। ১২৩

পূর্ব্বে যেরূপ বৃষধ্বজ সতীতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার যত্নে গিরিতনয়ার সহিত তাঁহার রমণাভিলাষ হউক। ১২৪

সেই গিরিতনয়ার প্রভাবে হরের রেতঃ স্খলিত হইবে ; তাহা হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমাদিগকে তারকাসুরের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে। ১২৫

সন্ধ্যাং প্রতি বিধাতারং যদা শস্ত্রং পরীক্ষিতুম্।
কামোঽহনৎ পুষ্পবাণৈস্তদা ত্বমশপদ্বিধিঃ।
শম্ভুনেত্রাগ্নিদগ্ধস্ত্বং ভবিষ্যসি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১২৭
যদা কুর্য্যাদ্‌গিরিসুতাং হরঃ পাণিগৃহীতিকাম্।
তদা ভবান্ শরীরেণাগমিষ্যতি সমগ্রতাম্ ॥ ১২৮
ইতি স্মৃত্বা বিধেঃ শাপং ভীতোঽপি মকরধ্বজঃ।
অঙ্গীচক্রে শক্রবাক্যাৎ কাল্যা যোজয়িতুং হরম্ ॥ ১২৯
ইদঞ্চ বচনং প্রোচে তৎকালসদৃশং পুনঃ ॥ ১৩০

মদন উবাচ—

করিষ্যে তদ্বচঃ শক্র হরং সঙ্গময়াম্যহম্।
কাল্যা গিরিজয়া সার্দ্ধং দাক্ষায়ণ্যা যথা পুরা ॥ ১৩১
কিন্ত্বেকং মম সাহায্যং কর্ত্তা ত্বং হরমোহনে ॥ ১৩২
যদা সম্মোহনেনাহং হরং সম্মোহয়ামি চ।
তদা কুরু সহায়ং ত্বং স্বঃস্থমাপায়য়স্ব মাম্ ॥ ১৩৩
প্রবিশ্যাহং সুরভিনা ন চিরাচ্ছঙ্করাশ্রমম্।
বিধায় পূর্ব্বং মনসো বিকারং হর্ষণেন তু।
স মোহনেন সুদৃঢ়ং মোহয়িষ্যে বৃষধ্বজম্ ॥ ১৩৪
স্মরিষ্যসি ত্বং সম্প্রাপ্তে কালে মাং মম পালনে।
অহং গচ্ছামি সহিতং তৎকর্ত্তুং বলসূদন ॥ ১৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার পর ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোভবের—পূর্ব্বে ব্রহ্মদত্ত শাপের কাল উপস্থিত, ইহাই স্মরণ হইল। ১২৬

হে দ্বিজগণ! যে সময়ে কাম অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য সন্ধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া বিধাতার প্রতি পুষ্পময় বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিধি তাঁহাকে শাপ দিয়াছেন,—তুমি শম্ভুর নেত্রানলে দগ্ধ হইবে। ১২৭

যে সময়ে হর গিরিসুতার পাণি গ্রহণ করিবেন; সেই সময়ে তোমার সমস্ত শরীর ভস্মসাৎ হইবে। ১২৮

এইরূপ, ব্রহ্মার শাপ স্মরণ করত কাম ভীত হইয়াও ইন্দ্রবাক্যানুসারে শিবকে কালীর সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন। ১২৯

কাম পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন। ১৩০

মদন বলিলেন,—হে শক্র! আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। পূর্ব্বে দাক্ষায়ণীর সহিত যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ গিরিজা কালীর সহিত হরের মিলন করাইব। ১৩১

কিন্তু হরের মোহ জন্মাইবার সময় আপনাদিগকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। ১৩২

যে সময়ে সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা আমি হরের সম্পূর্ণ মোহ জন্মাইব, সেই সময়ে আমাকে সুস্থ করিতে হইবে, এই সহায়তা করিবেন। ১৩৩

আমি বসন্তের সহিত শীঘ্র শঙ্করাশ্রমে প্রবেশ করিব। প্রথমতঃ হর্ষণ বাণ দ্বারা মনের বিকার উৎপাদন করিয়া তাহার পর সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা সেই গম্ভীর বৃষধ্বজকে মোহিত করিব। ১৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স জগামাথ মদনঃ শঙ্করাশ্রমম্।
শক্রোঽপি ত্রিদশান্ সর্ব্বানিদমাহ বচস্তদা॥ ১৩৬
যূয়ং কুরুধ্বং সাহায্যং যত্র যাতি মনোভবঃ।
তত্র তত্রানুগম্যৈব সময়ে মাঞ্চ বোধত॥ ১৩৭
যদা সম্মোহনেনায়ং সম্মোহয়তি শঙ্করম্।
তদাহমপি যাস্যামি তত্র বোধত মাং সুরাঃ॥ ১৩৮
ইত্যুক্তাস্তেন শক্রেণ দেবা জগ্মুর্মনোভবম্।
সোঽপি গত্বা যত্র হরো গঙ্গাবতরণে গিরেঃ।
হিমভারভৃতঃ সানৌ সুরভিঞ্চ ন্যযোজয়ৎ॥ ১৩৯
ততস্তত্র গতে সম্যক্ সুরভৌ তস্য লক্ষণম্।
অভবন্ন চিরাদেব তরুগুল্মলতাসু চ॥ ১৪০
পুষ্পিতাঃ কিংশুকাস্তত্র মঞ্জুলাঃ কেতকাস্তথা।
সরাংসি চ সপদ্মানি সবিকারাশ্চ জন্তবঃ॥ ১৪১
ববৌ বায়ুশ্চ গম্ভীরো গন্ধিলঃ পুষ্পরেণুভিঃ।
শনৈঃ শনৈঃ সুখকরঃ কর্ষয়ন্ স হি মানসম্॥ ১৪২
পক্ষিণশ্চ মৃগাশ্চৈব যে চান্যে প্রাণধারিণঃ।
সিদ্ধাশ্চ কিন্নরাশ্চৈব দ্বন্দ্বভাবং বিতেনিরে॥ ১৪৩
চূতাঃ কুসুমিতাস্তত্র নবস্তবকভূষিতাঃ।
অশোকাঃ পাটলাশ্চৈব নাগকেশরকারুণাঃ॥ ১৪৪

হে বলসূদন্; যে সময়ে কাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে বল-সূদন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন; আমি কার্য্য করিতে গমন করিলাম। ১৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মদন শঙ্করাশ্রমে গমন করিলেন এবং শক্রও সমস্ত দেবগণকে বলিলেন। ১৩৬

হে দেবগণ। মনোভব যে কার্য্যে গমন করিতেছে, তাহাতে আপনারা তাহার সাহায্য করুন এবং সেই স্থানে সময়ানুসারে আমাকে অবগত করাইবেন। ১৩৭

যে সময়ে সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা মদন মহাদেবকে মোহিত করিবে, সে সময়ে আমিও সেই স্থানে যাইব, আমাকে আপনারা জানাইবেন। ১৩৮

শক্র এই কথা বলিলে দেবগণ—মনোভব-সমীপে গমন করিলেন এবং মদনও হিমালয়ের গঙ্গাপ্রবাহস্থানে হরের তপস্যাভূমিতে যাইয়া সেই সানুতে অনুচর বসন্তকে নিয়োগ করিলেন। ১৩৯

তাহার পর সুরভি সেই স্থানে অবতীর্ণ হইল, ক্ষণকালমধ্যে তরু গুল্মলতাদিতে তাহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ১৪০

কিংশুক, রঞ্জন, কেশর প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল; সরোবর সমস্ত প্রফুল্ল পদ্মফুলে শোভা পাইতে লাগিল; জন্তুগণ বিকারভাব প্রাপ্ত হইল। ১৪১

বায়ু—গম্ভীর ও পুষ্পরেণু দ্বারা সুগন্ধিভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাম, ধীরে ধীরে সুখকর কারণ সমস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৪২

মৃগ, পক্ষী, সিদ্ধ, কিন্নর প্রভৃতি জীবগণ দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ১৪৩

সবিকারা গণাশ্চাসন্ শঙ্করস্য তদা দ্বিজাঃ।
প্রত্যক্ষতো যযুস্তেঽপি বিকারং শম্ভুসাধ্বসাৎ ॥ ১৪৫
ভ্রমন্তি স্ম তদা তত্র ভ্রমরাঃ কুসুমোদ্ভবম্।
পিবন্তো বহুশশ্চূতং গুঞ্জন্তঃ সহ জায়য়া ॥ ১৪৬
এবং প্রবৃত্তে সুরভৌ শৃঙ্গারোঽপি গণৈঃ সহ।
হাবভাবযুতস্তত্র প্রবিবেশ হরান্তিকম্ ॥ ১৪৭
মদনঃ সগণস্তত্র নিবসংশ্চিরমেব হি।
ন দৃষ্টবাংস্তদা শম্ভোশ্ছিদ্রং যেন প্রবেক্ষ্যতি ॥ ১৪৮
যদা চ প্রাপ্তবিবরস্তদা ভয়বিমোহিতঃ।
নাগ্রেসরোঽভবত্তস্য মদনো রতিবারিতঃ ॥ ১৪৯
এবং জাতস্তস্য কালঃ প্রভূতো দ্বিজসত্তমাঃ।
নিরূপয়ন্ন বা চাপ ছিদ্রং তস্য যতেস্তদা ॥ ১৫০
জ্বলৎকালাগ্নিসঙ্কাশং ভানুলক্ষসমপ্রভম্।
ধ্যানস্থং শঙ্করং কো বা সমাসাদয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১৫১
অথৈকদা গিরিসুতা কালী তস্যাভবৎ পুরঃ।
কৃত্বা পরীষ্টিং কর্ত্তব্যা সখিভ্যাং প্রণতা স্থিতা ॥ ১৫২
শঙ্করোঽপি তদা ধ্যানং ত্যক্ত্বা ক্ষণমথাস্থিতঃ।
যোজয়ন্ স্বগণান্ কৃত্যে জ্যোতিশ্চিন্তাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫৩

সেই স্থানে চূতবৃক্ষ কুসুমিত হইয়া অভিনব স্তবক দ্বারা ভূষিত হইল। হে দ্বিজগণ! অশোক, পাটল, নাগকেশর ও করুণাদি বৃক্ষ সকল কুসুমস্তবকে সুশোভিত হইল। ১৪৪

শিবের প্রমথাদিগণসমস্তও বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইল। শম্ভুর ভয়ে তাহারা প্রত্যক্ষভাবে বিকারজনিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিল না। ১৪৫

সেই স্থানে ভ্রমরকুল কুসুম-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং সুমধুর গুঞ্জন করিয়া জায়ার সহিত মধুপানে মত্ত হইল। ১৪৬

এইরূপ বসন্ত প্রবৃত্ত হইলে শৃঙ্গার, পরিজনের সহিত হাব-ভাব সহ যুক্ত হইয়া, হর-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১৪৭

মদন, সমস্ত পরিজনের সহিত এইরূপ অবস্থান করিয়া, শম্ভুর কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না—যে, প্রবিষ্ট হইবেন। ১৪৮

যে সময়ে বা প্রবেশের ছিদ্র প্রত্যক্ষ হয়, সে সময়ে তিনি ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন। রতি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে বারণ করিয়াছেন বলিয়া শিবের প্রতি অগ্রসর হইতেছেন না। ১৪৯

হে দ্বিজগণ! এইরূপভাবে মদনের অনেক কাল অতিবাহিত হইল; বিশেষ সাবধানে প্রতীক্ষা করিয়াও প্রবেশের পথ পাইলেন না। ১৫০

জ্বলন্ত-কালাগ্নি সদৃশ প্রদীপ্ত অত্যন্ত প্রভাশালী ধ্যানস্থ সেই শঙ্করকে কোন্ ব্যক্তি বিকৃত করিতে সক্ষম হইবে? ১৫১

অনন্তর গিরিজা কালী সখীগণের সহিত হরসমীপে তাঁহার কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫২

শঙ্করও ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তচ্ছিদ্রং প্রাপ্য মদনঃ প্রথমং হর্ষণেন তু।
বাণেন হর্ষয়ামাস পার্শ্বস্থং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৫৪
শৃঙ্গারশ্চ তদা ভাবৈর্হাবৈশ্চ সহিতো হরম্।
জগাম কামসাহায্যং কুর্ব্বন্ সুরভিনা সহ ॥ ১৫৫
হর্ষণেনাতিহৃষ্টিতঃ শৃঙ্গারাদ্যৈর্নিষেবিতঃ।
শঙ্করো বদনং কাল্যাঃ সাকূতং সংব্যলোকয়ৎ ॥ ১৫৬
তৎ প্রাপ্য বিবরং কামঃ পুষ্পং চাপে ন্যযোজয়ৎ।
সম্মোহনং পুষ্পবৃতং পুষ্পমালাবিবর্দ্ধিতম্ ॥ ১৫৭
তদাভূদ্দক্ষিণে পার্শ্বে রতিঃ প্রীতিস্তু বামতঃ।
পৃষ্ঠে বসন্তস্তূণীরং পৌষ্পমাদায় সুন্দরঃ ॥ ১৫৮
আকর্ণপূরিতং পুষ্পং চাপমাকৃষ্য সংযতঃ।
যদি মনোভবো বায়ুস্তদা তং সমুপেয়িবান্ ॥ ১৫৯
সহিতে পুষ্পবাণে তু গিরিজাং চন্দ্রশেখরঃ।
জাতেন্দ্রিয়বিকারঃ সন্ জিঘৃক্ষুঃ সঙ্গমেঽভবৎ ॥ ১৬০
অমরাঃ শক্রসহিতাস্তদা সর্ব্বে বিয়দ্গতাঃ।
সম্যঙ্মনোভবং মেনে সুরকৃত্যে নিবেশিতম্ ১৬১
অথ সংস্মৃত্য সংযম্য নিগৃহ্য বিকৃতিং তদা।
ইন্দ্রিয়স্য মহাদেবঃ সহসেদং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ১৬২
যোনিজাং গিরিজাং কালীং তপোব্রত-বিবর্জ্জিতাম্।
কথং সঙ্গমকামোঽহং ধর্ত্তুমিচ্ছামি বৈ হঠাৎ ॥ ১৬৩

কাম, ভাবী চিন্তা না করিয়া পরিবারবর্গকে কার্য্যে নিয়োগ করিলেন এবং ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ পার্শ্বে অবস্থান করত হর্ষণ বাণ দ্বারা চন্দ্রশেখরকে হাস্য-পরতন্ত্র করিলে সে সময়ে শৃঙ্গার, হাবভাবও বসন্তের সহিত কামের সাহায্যার্থে গমন করিল। ১৫৩-১৫৫

হর্ষণবাণ-প্রভাবে হৃষ্ট শঙ্কর শৃঙ্গারাদির বশীভূত হইয়া কালীর বদন সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১৫৬

কাম সেই ছিদ্র পাইয়া পুষ্পবাণ যোজনা করিলেন; বাণটী সম্মোহন ও পুষ্পযুক্ত পুষ্পমালা দ্বারা বর্দ্ধিত,। ১৫৭

তাহার দক্ষিণপাশে রতি, বামে প্রীতি, পৃষ্ঠে বসন্ত তিনি পুষ্পময় তূণীর গ্রহণ করিয়া সাবধানে কর্ণ পর্য্যন্ত সেই পুষ্পচাপ যে সময়ে আকর্ষণ করিলেন, সেই সময়ে বায়ু, গন্ধ বহন করিয়া হরসমীপে যাইয়া আমোদিত করিল; পুষ্পবাণ সংযত হইলে, চন্দ্রশেখর ইন্দ্রিয়-বিকার প্রাপ্ত হইয়া, গিরিতনয়াকে সম্ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৫৮-১৬০

সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবেচনা করিলেন, দেবকার্য্যে মনোভবকে উপযুক্ত নিয়োগ করা হইয়াছে। ১৬১

অনন্তর, মহাদেব ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে সংযম করিলেন এবং সহসা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬২

যোনিজা অননুষ্ঠিত-তপোব্রতা কালীকে অভিলাষ-যুক্ত হইয়া হঠাৎ সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল কেন? ১৬৩

তপোব্রতপবিত্রাঙ্গীং তপশ্চরণসংস্কৃতাম্।
স্বয়মেব গ্রহীষ্যামি সতীং দাক্ষায়ণীমিব ॥ ১৬৪
কথং বিকৃতকামোঽহমনিচ্ছন্নিব সাম্প্রতম্।
কেনাপি চাকৃষ্ট ইব চিকীর্ষুঃ সঙ্গমোত্তমম্ ॥ ১৬৫
এবং বিকারহেতুং স নিশ্চিন্বন্নিন্দ্রিয়স্য তু।
পুরোঽবলোকয়ামাস সংহিতেষুং মনোভবম্ ॥ ১৬৬
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা বিজ্ঞাতসময়ঃ সুরান্।
দৃষ্ট্বা স্থানাদাজগাম তৎসমাজমনুগ্রহাৎ ॥ ১৬৭
ততঃ স কুপিতো দৃষ্ট্বা সন্ধিতেষুং মনোভবম্।
জজ্বাল জ্বলনপ্রখ্যস্তং দিধক্ষুঃ প্রসহ্য তু ॥ ১৬৮
কামোঽয়ং সময়ং জ্ঞাত্বা মাং মোহয়িতুমিচ্ছতি।
মনো মে স্ববশং কর্ত্তুং তন্নয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৬৯
এবং বিচিন্তমানস্য নেত্রোদ্ভাবিততেজসা।
বর্দ্ধিতো জ্বলনো ভূত্বা ক্রোধং নেত্রাৎ সসর্জ্জ হ ॥ ১৭০
তং ক্রোধাগ্নিঃসরিষ্যন্তং জাতবেদঃস্বরূপিণম্।
জ্ঞাত্বা কামস্য তান্ বাণান্ পৌষ্পচাপনিষঙ্গকান্।
শক্তিং প্রাণাংস্তথাত্মানমাকৃষ্যাপালয়দ্বিধিঃ ॥ ১৭১
উৎসারয়ামাস তদা বসন্তং স পিতামহঃ।
নিজশক্ত্যা তদা শম্ভুক্রোধাদ্রক্ষন্মনোভবম্ ॥ ১৭২
অথাকাশগতা দেবাঃ ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরম্।
প্রসীদ জগতাং নাথ কামে ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ১৭৩

দাক্ষায়ণী সতীর ন্যায় তপোব্রতানুষ্ঠান-পবিত্র-কলেবরা এবং তপশ্চরণে সংস্কৃত-শরীরা দয়িতাকে আমি নিজেই গ্রহণ করিব, কিন্তু সম্প্রতি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এরূপ বিকৃতাভিলাষী হইতেছি কেন? ১৬৪

আমার বোধ হইতেছে যেন কেহ আকর্ষণ করিয়া সঙ্গমে ইচ্ছা জন্মাইতেছে। ১৬৫

মহাদেব এইরূপ ইন্দ্রিয়-বিকারের কারণ নিশ্চয় করিরা সম্মুখে বাণ-সংযত পুষ্প-ধনু-হস্তে কামকে দেখিলেন। ১৬৬

এই অবসরে ব্রহ্মা সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই দেব-সমাজে উপস্থিত হইলেন। ১৬৭

তাহার পর মহাদেব কুপিত হইয়া সংযত-বাণ মনোভবকে হঠাৎ দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় ক্রোধে অগ্নিসদৃশ জ্বলিতে লাগিলেন। ১৬৮

এই কাম, সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের কার্য উদ্ধারের জন্য আমার মনের মোহ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে, অতএব ইহাকে যম-ভবনে প্রেরণ করিব। ১৬৯

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নেত্র হইতে ক্রোধবশতঃ বর্দ্ধিত অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত হইল; পিতামহ, নেত্র-নিঃসৃত জ্বলন-সদৃশ সেই ক্রোধাগ্নি দেখিয়া কামের পুষ্পবাণ, ধনু, শক্তি, প্রাণ, আত্মা এবং বসন্ত এই সমস্তই আকর্ষণ করিয়া কাম হইতে পৃথক করিলেন এবং নিজ শক্তি দ্বারা এই রূপে কামকে রক্ষা করিলেন। ১৭০-১৭২

ত্বয়া যথা পুরা সৃষ্টঃ শম্ভুরূপেণ কর্ম্মণা।
যেন চায়োজিতং কর্ম্ম তৎ করোতি মনোভবঃ ॥ ১৭৪
তস্মাত্ত্বং মদনে শম্ভো ক্রোধাগ্নিমুপসংহর।
প্রসীদ সর্ব্বভূতেশ ভক্ত্যা ত্বাং প্রণতা বয়ম্ ॥ ১৭৫
ইতি স্ম বদতাং তেষামমরাণাং তদানলঃ।
ললাটচক্ষুঃসম্ভূতো ভস্মাকার্ষীন্মনোভবম্ ॥ ১৭৬
দগ্ধ্বা কামং তদাবহ্নির্জ্জালামালাতিদীপিতঃ।
সংস্তম্ভিতোঽথ বিধিনা হরং গন্তুং শশাক ন ॥ ১৭৭
মহাদেবোঽপি তদ্ভস্ম মনোভবশরীরজম্।
আদায় সর্ব্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ ॥ ১৭৮
লেপশেষাণি ভস্মানি সমাদায় তদা হরঃ।
সগণোঽন্তর্দ্দধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে ॥ ১৭৯
ব্রহ্মা ক্রোধানলং শম্ভোর্দহন্তং সকলান্ সুরান্।
বড়বারূপিণং চক্রে দেবানাং পুরতস্তদা ॥ ১৮০
বড়বাং তাং তদা দেবাঃ সৌম্যাং জ্বালামুখীং শুভাম্।
দৃষ্ট্বা নির্ব্বিঘ্নমনসো বভূবুঃ পূর্ব্বপীড়িতাঃ ॥ ১৮১
বড়বাং তাং সমাদায় তদা জ্বালামুখীং বিধিঃ।
সাগরং প্রযযৌ লোক-হিতায় জগতাং পতিঃ ॥ ১৮২
গত্বাথ সাগরং ব্রহ্মা প্রোবাচ পরিপূজিতঃ।
যথাবত্তেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সময়ঞ্চ নিবেদয়ন্ ॥ ১৮৩

অনন্তর আকাশস্থ দেবগণ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন, হে জগন্নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন, কামের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন; আপনিই পূর্ব্বে শম্ভু-রূপে সৃজন করিয়া যে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন, মনোভব, তাহাই করিতেছে, হে শম্ভো! আপনি কামের প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্রোধানল সম্বরণ করুন; হে সর্ব্ব-ভূতেশ! আমরা সকলে প্রণত হইয়া বলিতেছি, ক্ষান্ত হউন। ১৭৩-১৭৫

দেবগণ এইকথা বলিতে বলিতে হরের ললাটস্থিত নেত্র হইতে উদ্ভূত অনল মনোভবকে ভস্মসাৎ করিল এবং অনল, কামকে দগ্ধ করত শিখামালাতে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কৌশলে স্তম্ভিত হইয়া হর সমীপে যাইতে সক্ষম হইল না। ১৭৬-১৭৭

অনন্তর মহাদেব মনোভবশরীর-জাত ভস্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত শরীর লেপন করিলেন; তাহার শেষভাগ গ্রহণ করত বিধির মত্যনুসারে গণসহ কালীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ১৭৮-১৭৯

ক্রোধানল, দর্শকবৃন্দকে ভস্ম করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে দেবতা-দিগের সমক্ষেই, বড়বা-রূপ করিলেন। ১৮০

সে সময়ে দেবগণ সেই অগ্নিপ্রভাবে পূর্ব্বে পীড়িত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে জ্বালামুখী সেই বড়বাকে দেখিয়া নির্ব্বিঘ্নমনা হইলেন। .৮১

তৎপরে জগৎপ্রভু বিধি, জ্বালামুখী বড়বাকে লইয়া, লোকের হিতের জন্য সাগরসমীপে গমন করিলেন। ১৮২

অনন্তর হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ব্রহ্মা সাগরতটে গমনের পর সাগরের পূজা গ্রহণ করিয়া, একটী সময় প্রতিপালনের আদেশ করিলেন। ১৮৩

অয়ং ক্রোধো মহেশস্য বড়বারূপধৃক্ ত্বয়া।
জ্বালামুখঃ সদা ধার্য্যো যাবন্ন বিনয়াম্যহম্ ॥ ১৮৪
যদা ত্বামহমাগম্য বদামি সরিতাং পতে।
তদা ত্বয়া পরিত্যাজ্যঃ ক্রোধোহয়ং বড়বামুখঃ ॥ ১৮৫
ভোজনং ভবতস্তোয়মেতস্য তু ভবিষ্যতি।
যত্নাদেবং বিধার্য্যোহয়ং যথা নো যাতি চান্তরম্ ॥ ১৮৬
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সিন্ধুরঙ্গীচক্রে তদা ক্রুধম্।
গ্রহীতুং বড়বাবক্ত্রং শম্ভোশ্চাশক্যমপ্যরম্ ॥ ১৮৭
ততঃ প্রবিষ্টো জলধৌ পাবকো বড়বামুখঃ।
বার্য্যোঘান্নিদহন্ সম্যগ্ জ্বালামালাতিদীপিতঃ ॥ ১৮৮
যদাভবচ্ছম্ভুনেত্রাগ্নির্দদাহ মদনং তদা।
অভবৎ সুমহাশব্দো যেনাকাশঃ প্রপূরিতঃ ॥ ১৮৯
তেন শব্দেন মহতা কামদাহে ক্ষণেন চ।
সখীভ্যাং সহ ভীতাভূৎ কালী শোকযুতা তদা ॥ ১৯০
তেন শব্দেন হিমবাংশ্চকিতো বিস্মিতস্তদা।
সুতামেব জগামাশু গতাং কালীং হরাশ্রমম্ ॥ ১৯১
তাং তত্র কালীং তনয়াং ভয়শোকাকুলাং শুভাম্।
রুদন্তীং শম্ভুবিরহাদাসসাদাচলেশ্বরঃ ॥ ১৯২
আসাদ্য পাণিনা তস্যা মার্জ্জয়ন্নয়নদ্বয়ম্।
মা ভৈষীঃ কালি মা রোদীরিত্যুক্ত্বা তাং তদাগ্রহীৎ ॥ ১৯৩

এই বড়বারূপ-ধারী মহাদেবের ক্রোধ, যতদিন আমি ইহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ না করি, ততদিন তোমার—এই জ্বালামুখ বড়বারূপ মহাদেবের ক্রোধকে ধারণ করিতে হইবে। ১৮৪

হে সরিৎপতে! যে সময় আমি আগমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময়ে এই বড়বামুখ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিও। ১৮৫

তোমার জলপান করিয়া বড়বা অবস্থান করিবে, তুমি ইহাকে যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে, যেন অন্তরে না যাইতে পারে। ১৮৬

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সাগর, বড়বামুখ শম্ভুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশক্ত হইলেও অঙ্গীকার করিলেন। ১৮৭

তাহার পর বড়বামুখ পাবক, সাগরে প্রবেশ করত জ্বালা-সমূহে প্রদীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। ১৮৮

শিবনেত্রাগ্নি যে সময়ে মদনকে দগ্ধ করে, সে সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দে গগণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯

মদন-দাহ সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই ঘোর শব্দে কালী সখীগণের সহিত ভীতা হইয়া শোকাকুলাও হইয়াছিলেন। ১৯০

সেই শব্দে হিমালয় বিস্মিত ও চকিত-প্রায় হইয়া শিবের আশ্রমস্থিতা কালীর সমীপে গমন করিলেন। ১৯১

অচলেশ্বর এইস্থানে কালীকে ভীতা ও শম্ভুবিরহে শোকাকুলা দেখিয়া, হস্তদ্বারা নয়নজল মার্জ্জনা করিলেন এবং বলিলেন, কালি! ভয় নাই, রোদন করিও না। ১৯২-১৯৩

ক্রোড়ীকৃত্য সুতাং তান্তু হিমবানচলেশ্বরঃ।
স্বমালয়মথানিন্যে সান্ত্বয়ামাস চাৰ্দ্দিতাম্ ॥ ১৯৪
অন্তর্হিতে হরে কালী বিরহাত্তস্য সন্ততম্।
নিবসন্তী পিতুর্গেহে শুশোচ মুমোহ চ ॥ ১৯৫
শৈলাধিরাজোঽপ্যথ মেনকাপি
মৈনাকমুখ্যোঽপি সখীদ্বয়ঞ্চ।
তাং সান্ত্বয়াঞ্চক্রুরদীনসত্ত্বাং
হরং বিসস্মার তথাপি নোমা ॥ ১৯৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ দেবমুনির্যাতো হিমবন্মন্দিরং তদা।
নিযোজিতো বলভিদা নারদঃ কামগঃ পরম্ ॥ ১
স গতঃ পূজিতস্তেন ধরেশেন মহাত্মনা।
তং সমুৎসৃজ্য রহসি কালীং তামাসসাদ হ ॥ ২
আসাদ্য কালীং স মুনিঃ সম্বোধ্য জ্ঞানশালিনীম্।
উবাচেদং বচস্তথ্যং সর্ব্বেষাং জগতাং হিতম্ ॥ ৩

এই বলিয়া গিরি, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তাহার পর পীড়িতা কালীকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ১৯৪

শিব অন্তর্হিত হইলে কালী তাঁহার বিরহে নিরন্তর শোক ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পিতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯৫

অনন্তর শৈলরাজ, মেনকা, মৈনাক প্রভৃতি ভ্রাতাগণ ও সখীদ্বয়, কালীকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহা হইলেও প্রবল পরাক্রান্তা কালী হরকেই নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। ১৯৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়
শিবের প্রসন্নতা

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ;—অনন্তর দেবমুনি কামচারী নারদ, শক্রের নিয়োগ-বশত হিমালয় মন্দিরে গমন করিলেন। ১

গিরিভবনে উপস্থিত হইবামাত্র অচল-রাজ তাঁহাকে পূজাদি সৎকার করিলেন, তারপর মুনি অচল-রাজকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে কালীর সমীপে গমন করিলেন। ২

জ্ঞানশালিনী কালীকে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সমস্ত জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩

নারদ উবাচ—

শৃণু কালি বচো মহ্যং সত্যং তদবধারয়।
সেবিতঃ স মহাদেবস্ত্বয়েহ তপসা বিনা ॥ ৪
অনুরক্তোঽপি তেন ত্বাং মহাদেবো বিসৃষ্টবান্।
ত্বাম্বতে শঙ্করো নান্যাং দ্বিতীয়াং সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৫
ত্বং চাপি নান্যং দয়িতং গ্রহীষ্যসি বিনেশ্বরম্।
তস্মাত্ত্বং তপসা যুক্তা চিরমারাধয়েশ্বরম্ ॥ ৬
তপসা সংস্কৃতাং ত্বান্তু স দ্বিতীয়াং করিষ্যতি।
মন্ত্রোঽয়ং তস্য সুভগে শৃণু ত্বং যেন সোঽচিরাৎ ॥ ৭
আরাধিতস্তে প্রত্যক্ষো ভবিষ্যতি মহেশ্বরঃ।
ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ সর্ব্বদা শঙ্করপ্রিয়ঃ ॥ ৮
চিন্তয়ন্তী তু তদ্রূপং নিয়মস্থা ষড়ক্ষরম্।
মন্ত্রং জপ ত্বং গিরিজে তেন তুষ্টো ভবেদ্ধরঃ ॥ ৯
এবমুক্তা তদা কালী নারদেন মহাত্মনা।
কর্ত্তব্যমনুমেনে সা হিতং তথ্যঞ্চ তদ্বচঃ ॥ ১০
অনুমান্য তপস্তপ্তুং তদা কালীঞ্চ নারদঃ।
স্বর্গং জগাম তস্যাশ্চ নিশ্চিতাভূন্মতিব্র্বতে ॥ ১১
অথ যাতে দেবমুনৌ কালী সাসাদ্য মেনকাম্।
তপঃশ্রদ্ধাং সমাচখ্যৌ চাত্মনো হরসঙ্গমে ॥ ১২

কাল্যুবাচ—

তপস্তপ্তুং গমিষ্যামি মাতঃ প্রাপ্তুং মহেশ্বরম্।
অনুজানীহি মাং গন্তুং তপসেঽদ্য তপোবনম্ ॥ ১৩

নারদ বলিলেন, দেবি কালি! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্য বলিয়া ধারণা করুন; আপনি মহাদেবকে তপস্যা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন। ৪

অতএব সেই জন্য তিনি আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৫

মহাদেব, আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না এবং আপনিও মহেশ্বর ভিন্ন কাহাকেও পতিপদে বরণ করিবেন না। ৬

অতএব আপনি তপস্যাতে রত হইয়া মহাদেবকে আরাধনা করুন। আপনি তপশ্চরণের দ্বারা সংস্কৃত হইলে শিব আপনাকে গ্রহণ করিবেন। ৭

হে সুভগে! সেই তপস্যার অঙ্গভূত মন্ত্র শ্রবণ করুন, এই মন্ত্রবলে আরাধিত মহেশ্বর প্রত্যক্ষভাবে শীঘ্র দর্শন দেন। হে গিরিজে! "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষরমন্ত্র, শঙ্করপ্রিয়; নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ইহা শঙ্কররূপ চিন্তা করত জপ করুন, তাহা হইলেই হর সন্তোষ হইবেন। ৮-৯

নারদ এই কথা বলিলে কালী তপশ্চরণ কর্ত্তব্য মনে করিলেন এবং নারদবাক্য অত্যন্ত হিতকর বিবেচনা করিলেন। ১০

নারদ কালীকে তপস্যার জন্য উপদেশ করিয়া ত্রিদশভবনে গমন করিলেন কালীও ব্রত কার্য্যে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইলেন। ১১

নারদমুনি গমন করিলে কালী, মাতা মেনকাকে নিজের—হর-সহ মিলনেচ্ছায় তপঃপ্রবৃত্তি বিশেষরূপে বলিলেন। ১২

তপঃকরণযত্নং মে পিতুরাবেদয় দ্রুতম্‌ ।
যাবন্ন দহ্যে জননি ত্বতেশবিরহাগ্নিনা ॥ ১৪
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মেনকা শোককর্শিতা।
আলিঙ্গ্য স্বসুতামূচে মা তপঃ কুরু বল্লভে ॥ ১৫
মৃদুদেহাসি পুত্রি ত্বং মা তপো যাহি কর্কশম্‌ ।
তপঃ সোঢ়ুং মুনের্গাত্রং শক্তং তে ন কলেবরম্‌ ॥ ১৬
বনবাসশ্চ তে পুত্রি নেষ্টঃ শত্রুগণৈরপি ॥ ১৭
তস্মাৎ ত্বং সম্পরিত্যজ্য বনবাসোদ্ভবং তপঃ।
আত্মনো হ্যনুরূপেণ তপস্তৎ কুরু যদ্ধিতম্‌ ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

মাতুঃ সা বচনং শ্রুত্বা গিরিজা দীনমানসা।
ইত্যূচে চ তদা বাক্যং তপোযত্নপরা প্রসূম্‌ ॥ ১৯
মা নিষেধয় মাং যাস্যে তপসেঽন্য তপোবনম্‌ ।
প্রচ্ছন্নমপি যাস্যামি নানুজ্ঞাতাপ্যহং ত্বয়া ॥ ২০

মেনকোবাচ—

গৃহস্থু দেবাঃ সততং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
তস্মাদ্‌ গৃহে পুত্রি দেবানর্চ্চয় ত্বং যথেপ্সিতান্‌ ॥ ২১

কালী বলিলেন, মাতঃ! মহাদেবকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করিব; অতএব আপনি অদ্য তপস্যার জন্য তপোবনে গমন করিতে অনুমতি করুন এবং আমার এই তপশ্চরণের ইচ্ছা পিতার নিকট শীঘ্র বলুন। আমাকে শিব বিরহানল—যত বিলম্ব হইতেছে, ততই দগ্ধ করিতেছে। ১৩-১৪

মেনকা, কালীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুল-চিত্তে নিজ তনয়াকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, বল্লভে! তোমার তপস্যাতে প্রয়োজন নাই। ১৫

তুমি অত্যন্ত কোমলাঙ্গী; অতএব পুত্রি! তুমি সম্পূর্ণরূপ তপস্যা করিলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া পড়িবে। মুনিদিগের শরীর তপস্যাসহ, কিন্তু তোমার শরীরে সে কষ্ট কিছুতেই সহ্য হইবে না; পুত্রি! তোমার বনবাস অবলম্বন করা শত্রুদিগেরও অভিলষিত নহে। ১৬-১৭

তাহা হইলে তুমি বনবাস-সাধ্য তপস্যা পরিত্যাগ করত নিজের সাধ্যানুরূপ উপযুক্ত তপশ্চরণ কর। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, গিরিজা, মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তপোযত্নের অনুকূল বাক্য বলিলেন। ১৯

আমাকে নিষেধ করিবেন না, আমি তপস্যার জন্য অন্য তপোবনে নিশ্চয় যাইব; আপনি যদি অনুমোদন নাই করেন, তাহা হইলে প্রচ্ছন্নভাবে যাইব। ২০

মেনকা বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ গৃহেই সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে গৃহেতে সেই ঈপ্সিত দেবতাকে অর্চ্চনা কর। ২১

স্ত্রীণাং তপোবনগতির্ন শ্রুতা স্বামিনা বিনা।
তস্মান্ন যুজ্যতে পুত্রি তপোযাত্রা বনং প্রতি ॥ ২২
যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া।
উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী ॥ ২৩
অবজ্ঞায় তদা মাতুর্বচনং হিমবৎসুতা।
সখীভ্যাং জ্ঞাপয়ামাস পিতরং তপসোদ্যমম্ ॥ ২৪
স তু জ্ঞাত্বা গিরিপতিস্তপসে চরিতোদ্যমম্।
দুহিতুশ্চানুমেনে চ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২৫
সানুজ্ঞাপ্য তদা তাতং যত্র দগ্ধো মনোভবঃ।
শম্ভুনা প্রযযৌ তত্র গঙ্গাবতরণং প্রতি ॥ ২৬
গঙ্গাবতরণং নাম প্রস্থো হিমবতঃ স চ।
হরশূন্যোঽথ দদৃশে কাল্যা তচ্চিন্তয়া তদা ॥ ২৭
যত্র স্থিত্বা পুরা শম্ভুর্ধ্যানবানভবদ্ ভৃশম্।
তত্র ক্ষণন্তু সা স্থিত্বা বভূব বিরহার্দ্দিতা ॥ ২৮
হা হরেতি ক্ষণং তত্র রোদমানা গিরেঃ সুতা।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা চিন্তাশোকসমন্বিতা ॥ ২৯
ক্ষণং বিলপ্য সা কালী স্মৃত্বা পূর্ব্বোক্তবং তদা।
হার্দ্দং হরস্য সা মোহমবাপ কমলেক্ষণা ॥ ৩০
ততশ্চিরেণ সা মোহং ধৈর্য্যাৎ সংস্তভ্য ভামিনী।
নিয়মায়াভবত্তত্র দীক্ষিতা হিমবৎসুতা ॥ ৩১

স্ত্রীগণের স্বামী ভিন্ন বনগমন আমি কখনও শুনি নাই; অতএব পুত্রি! তুমি তপস্যার জন্য তপোবনে যাত্রা করিও না। ২২

যেহেতু তপোধন-গমনোদ্যত তনয়াকে "উ মা" এই সম্বোধন করিয়া মেনকা নিষেধ করিলেন, সেই জন্য তাঁহার উমা নাম হইল। ২৩

তাহার পর গিরিজা মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া সখীগণদ্বারা পিতাকে তপস্যার উদ্যোগ জানাইলেন। ২৪

গিরিপতি দুহিতার তপস্যার উদ্যম জানিয়া বিশেষ হৃষ্ট না হইয়াও অনুমোদন করিলেন। ২৫

পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া যে স্থানে মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গঙ্গাবতরণে গমন করিলেন। ২৬

কালী হিমবৎপ্রস্থ গঙ্গাবতরণ-প্রদেশ হর-শূন্য দেখিলেন এবং যে স্থানে শম্ভু, ধ্যানস্থ ছিলেন, সেই স্থানে গিরিসুতা বিরহার্দ্দিত-চিত্তে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া 'হা হর!' এই শব্দে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন; চিন্তা, শোক ও দুঃখে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৭-২৯

তাহার পর ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া, কমলেক্ষণা কালী, সেই সময়ে পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করত হৃদয়স্থিত হর-সম্বন্ধীয় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ৩০

তাহার পর কিছু সময় গত হইলে কালী সেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মোহ সম্বরণ করিলেন। হিমালয়-সুতা নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। ৩১

প্রথমং নিয়মস্তস্যা বভূব ফলভোজনম্ ।
চর্য্যা পঞ্চাতপা চিন্তা শাম্ভবী শাম্ভবো জপঃ ॥ ৩২
যজ্ঞিয়ৈর্দারুভিঃ শুষ্কৈশ্চতুর্দিক্ষু চতুষ্কৃতম্ ।
বহ্নিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীব্রাংশুস্তত্র পঞ্চমঃ ॥ ৩৩
হস্তান্তরে চতুর্বহ্নীন্ কৃত্বা বৈশ্বানরেষ্টিনা ।
তন্মধ্যস্থা সূর্য্যবিম্বং বীক্ষন্তী বল্কলাংশুকা ॥ ৩৪
গ্রীষ্মং নিন্যে বহ্নিমধ্যে শিশিরে তোয়বাসিনী ।
প্রথমং ফলভোগেন দ্বিতীয়ং তোয়ভোজনম্ ॥ ৩৫
তৃতীয়ন্তু স্বয়ম্পাতি-বৃক্ষপল্লবভোজনম্ ।
ক্রমেণ তু তদা পর্ণং নিরস্য হিমবৎসুতা ॥ ৩৬
নিরাহারব্রতা ভূত্বা তপশ্চরণখিন্নিকা ॥ ৩৭
আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ্ যস্মাদ্ধিমবতঃ সুতা ।
তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥ ৩৮
পঞ্চাতপব্রতেনৈব তোয়ানাঞ্চ প্রবেশনৈঃ ।
একপাদস্থিতা সা তু বসন্তে হিমবৎসুতা ॥ ৩৯
ষড়ক্ষরং জপন্তী সা চিরং তেপে তপো মহৎ ।
চীরবল্কলসংবীতা জটাসঙ্ঘাতধারিণী ॥ ৪০
কৃশাঙ্গী চিন্তনে শক্তা জিগায় তপসা মুনীন্ ।
তাং তপশ্চরণে শক্তাং ররক্ষ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
আপ্যায়তি স্ম স তদা ভয়াদ্রক্ষতি হর্ষিতঃ ॥ ৪১

তাঁহার প্রথম নিয়ম—ফলভোজন দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। তৎপরে গিরিজা, শম্ভু-সম্বন্ধে চিন্তা ও শম্ভুর নাম জপই পঞ্চতপে কর্ত্তব্য মনে করিয়া যজ্ঞায় শুষ্ক কাষ্ঠদ্বারা চারিদিকে চারিভাগ করত তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সূর্য্যদ্বারা পঞ্চাগ্নি পূর্ণ হইল। ৩২-৩৩

নিজ আসনের একহস্ত পরিমাণ দূরে চারিদিকে চারি ভাগে বৈশ্বানর-যজ্ঞ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে বহুবস্ত্র-বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর উর্দ্ধমুখে সূর্য্যকিরণ অবলোকন করত অবস্থান করিতেন এবং শীতকালে তোয়মধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৫

প্রথম ফলাহারে, দ্বিতীয়তঃ তোয়াহারে, তৃতীয়তঃ স্বয়ংপতিত বৃক্ষ-পত্র ভোজন করিয়া, ক্রমে পতিত পত্র পরিত্যাগ করিয়া নিরাহারেই তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

দেবী, আহারে পত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবগণ তাঁহার নাম 'অপর্ণা' রাখিলেন। ৩৮

হিমালয়সুতা কোন সময়ে পঞ্চতপ অবলম্বন করিয়া, কোন সময়ে জলে প্রবেশ করিয়া, কোন সময়ে এক পদাবলম্বনে স্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯

ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করত বহুকাল তপস্যা করিলেন। তিনি চীর বল্কলদ্বারা আবদ্ধা এবং জটাধারিণী ছিলেন। ৪০

কৃশাঙ্গী কালী চিন্তাবিষয়ে অত্যন্ত সক্ষমা হইয়া মুনিদিগকে পরাজয়

এবং তস্যাস্তপস্যন্ত্যাশ্চিন্তয়ন্ত্যা মহেশ্বরম্ ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি জগ্মুঃ কাল্যাস্তপোবনে ॥ ৪২
ষট্‌ত্রিবর্ষসহস্রাণি সংস্কৃতা বীক্ষণাৎ স্বয়ম্ ।
দৈবেন বিধিনা দেবী হরযোগ্যা তদাভবৎ ॥ ৪৩
ষট্‌ত্রিবর্ষসহস্রান্তে যত্র তেপে তপো হরঃ ।
তত্র ক্ষণমথোষিত্বা চিন্তয়ামাস ভামিনী ॥ ৪৪
নিয়মস্থাং মহাদেবঃ কিং মাং জানাতি নাধুনা ।
যেনাহং সুচিরং তেন নানুজ্ঞাতা তপোরতা ॥ ৪৫
লোকে নাস্ত্যত্র গিরিশঃ কিং তত্র মুনিভিঃ স্তুতঃ ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগো দেবো হরো দেবৈর্নিগদ্যতে ॥ ৪৬
স সর্ব্বগস্তু সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বহৃদ্‌গতঃ ।
সর্ব্বভূতিপ্রদো দেবঃ সর্ব্বভাবনভাবনঃ ॥ ৪৭
সতী চ মেনকা মাতা যদি চাহং বৃষধ্বজে ।
সানুরক্তা ন চান্যস্মিন্ স প্রসীদতু শঙ্করঃ ॥ ৪৮
যদি নারদবক্ত্রোত্থো মন্ত্রোঽয়ং স্যাৎ ষড়ক্ষরঃ ।
যদি ভক্ত্যা ময়া জপ্তং হরস্তেন প্রসীদতু ॥ ৪৯
সত্যং যদি তপস্তপ্তং সত্যঞ্চারাধিতো হরঃ ।
সত্যং ভবেদ্ যদি তপো হরস্তেন প্রসীদতু ॥ ৫০

করিলেন। তপস্যাতে আসক্ত ব্যক্তিকে শঙ্কর স্বয়ং রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সহিত আনন্দিতচিত্তে আপ্যায়িত করেন ও ভয়ে রক্ষা করেন। ৪১

তপোবনে তপস্যারতা কালীব শঙ্করকে চিন্তা করিতে করিতে তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল। ৪২

তাহার পর অষ্টাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা আগমন করত দৈব-বিধি-অনুসারে তাঁহার সংস্কার করিলেন, তৎপরেই দেবী হরের গ্রহণযোগ্যা হইলেন। ৪৩

তাহার পর যেস্থানে মহাদেব অষ্টাদশ বৎসর তপস্যা করিয়াছেন, সেইস্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করত ভামিনী কালী চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৪

আমি নিয়ম-রতা হইয়া তপস্যা করিতেছি, তাহা বোধ হয় মহাদেব জানিতে পারেন নাই, যেহেতু বহুকাল তপোরতা হইয়াও তাঁহার বিদিত হইতে পারিলাম না। ৪৫

গিরীশ ইহলোকে নাই, এই যে মুনিগণ বলিয়া থাকেন, তাহা কি সত্য? কিন্তু দেবগণ বলিয়া থাকেন, শিব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগ দেব। ৪৬

যদি তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্বলোকের আত্মাস্বরূপ সর্ব্বহৃদয়গত সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যপ্রদ, সর্ব্বভাবন দেব হন এবং আমার মাতা মেনকা যদি সতী হন ও আমি যদি অন্যে অনুরক্তা না হইয়া বৃষধ্বজেই অনুরক্তা হইয়া থাকি, তাহা হইলে শঙ্কর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৭-৪৮

যদি নারদমুখনিঃসৃত এই ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় এবং আমি যদি ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে হর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৯

যদি আমি তপস্যা করিয়া থাকি এবং হর যদি সত্য আরাধিত হইয়া থাকেন, যদি তপস্যা সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে হর প্রসন্ন হউন। ৫০

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এবং বিচিন্তয়ন্তী সা যদাতিষ্ঠদ্ধরাশ্রমে।
অধোমুখী দীনবেশা জটাবল্কলমণ্ডিতা ॥ ৫১
তদৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারী ধৃতব্রতঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ ধৃতদণ্ডকমণ্ডলুঃ ॥ ৫২
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানঃ স্বর্ণগৌরঃ সুশোভনঃ।
জটাভিঃ পরিবীতাভি-রুদ্রিক্তস্তনুদেহভৃৎ ॥ ৫৩
উপস্থিতস্তদা কালীং শম্ভুর্ব্রাহ্মণরূপধৃক্।
আসাদ্য প্রথমং কালীং সমাভাষ্য তদা দ্বিজঃ ॥ ৫৪
জ্ঞাতুং প্রত্যক্ষতো রাগং শ্রোতুমিচ্ছংশ্চ তদ্বচঃ।
বাগ্মী বিচিত্রবাক্যেন পপ্রচ্ছ গিরিজাং তদা ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণ উবাচ—

কা ত্বং কস্যাসি কল্যাণি কিমর্থং বিজনে বনে।
তপশ্চরসি দুর্দ্ধর্ষং মুনিভিঃ প্রযতাত্মভিঃ ॥ ৫৬
ন বালা ত্বং নাপি বৃদ্ধা তরুণী চাতিশোভনা।
কথং পতিং বিনাভীক্ষ্ণং তপশ্চরসি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৭
কিংবা তপস্বিনী ভদ্রে কস্যচিৎ সহচারিণী।
তপস্বিনঃ স পুষ্পাদি সমাহর্ত্তুং গতোঽন্যতঃ ॥ ৫৮
এতন্মম সমাচক্ষ যদি গুহ্যং ভবেন্ন তে ॥ ৫৯
যদি তে হৃদয়ে মন্যুঃ কশ্চিদ্বসতি সম্প্রতি।
তদাচক্ষ্ব সমর্থোঽস্মি তমহং চাপি বারিতুম্ ॥ ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালী এইরূপ চিন্তা করত জটাবল্কল-বদ্ধা দীনবেশে অধোমুখী হইয়া হরের পূর্ব্বের আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

সেই সময়ে কোন এক ব্রাহ্মণ, কালীসমীপে উপস্থিত হইলেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী; তাঁহার কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু। ৫২

শরীর স্বর্ণের ন্যায় গৌর, ব্রহ্মার শোভার ন্যায় প্রদীপ্ত দেহ-ভাগ, বিস্তৃত-জটা-কলাপে শোভিত; শম্ভু এই ব্রাহ্মণরূপধারী। ৫৩

ব্রাহ্মণ-রূপী শম্ভু—প্রথমত কালীসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুরাগ জানিবার জন্য এবং তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বাগ্মী গিরিজাকে বিচিত্র বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৪-৫৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি কে? এবং কাহার কন্যা? কি জন্যই বা প্রযতাত্মা মুনিদিগের দুর্দ্ধর্ষ তপশ্চরণ করিতেছ? ৫৬

তুমি বালাও নহ এবং বৃদ্ধাও নহ—অতি শোভাশালিনী তরুণী; সম্প্রতি পতি ভিন্ন কি জন্য এই তপস্যা করিতেছ? ৫৭

ভদ্রে! তুমি কাহারও কি সহচারিণী তপস্বিনী? তোমার তপস্বী কি অন্য স্থানে পুষ্পাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন? ৫৮

যদি তোমার গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট বল। ৫৯

ইত্যুক্তা তেন বিপ্রেণ গিরিজাথ নিজাং সখীম্ ।
তস্যোত্তরপ্রদানায় কটাক্ষেণ ন্যযোজয়ৎ ॥ ৬১
সা সখী বিজয়া তস্যা বচনাদ্ ব্রাহ্মণং তদা ।
প্রোবাচেদং যথাতথ্যং বীক্ষন্তী গিরিজামুখম্ ॥ ৬২
এতস্য গিরিরাজস্য তনয়েয়ং দ্বিজোত্তম ।
খ্যাতা চ পার্ব্বতী নাম্না কালীতি চ সুশোভনা ॥ ৬৩
উহে যন্ন চ কেনাপি শঙ্করং বৃষভধ্বজম্ ।
বাঞ্ছন্তী দয়িতং তীব্রং তপশ্চরতি বৈ পতিম্ ॥ ৬৪
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি তপস্তপতি ভামিনী ।
ন শঙ্করো গিরিসুতামদ্যাপ্যভ্যুপপদ্যতে ॥ ৬৫
শঙ্করো গিরিশো দেবঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ ।
ইতি স্ম গদ্যতে দেবৈর্মুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৬৬
কিমেনাং স ন জানাতি কিং সানৌ নাস্তি বা গিরেঃ ।
ইতি চিন্তাবিষণ্ণেয়মদ্য নো লভতে সুখম্ ॥ ৬৭
অপ্রার্থিতস্ত্বমনয়া দয়সে যদি বা সুখম্ ।
তদৈনাং শঙ্করেণাদ্য ত্বং সঙ্গময় সুব্রত ॥ ৬৮
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মচারী তদা দ্বিজঃ ।
স্ময়মান ইদং বাক্যং হেলয়োবাচ পার্ব্বতীম্ ॥ ৬৯

যদি তোমার হৃদয়ে দুঃখের কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে বল, তাহার নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত আমি সমর্থ হইব । ৬০

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে গিরিজা তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত নিজ সখী বিজয়াকে নয়ন-সঙ্কেতে নিয়োগ করিলেন । ৬১

বিজয়া, কালীর বাক্যানুসারে গিরিজার মুখপানে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণকে সত্য বাক্যে উত্তর প্রদান করিতে লাগিল । ৬২

হে দ্বিজোত্তম ! ইনি গিরিরাজের তনয়া, ইঁহার নাম কালী ; এবং পার্ব্বতী নামও ইঁহার খ্যাত আছে । ৬৩

ইঁহাকে কেহ পরিণয় করে নাই, বৃষধ্বজ শঙ্করকে পতিপদে বরণ করিতে বাঞ্ছা করিয়া তীব্র তপশ্চরণ করিতেছেন । ৬৪

ভবানী কালী তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু শঙ্কর অদ্য পর্য্যন্তও গিরি-সুতাকে গ্রহণ করিলেন না । ৬৫

তাপসগণ ও দেবগণ বলিয়া থাকেন ; শঙ্করদেব গিরিশ সর্ব্বগত এবং সর্ব্বজ্ঞ । ৬৬

তাহা হইলে ইঁহাকে কি তিনি জানিতে পারিলেন না ? অদ্য এই চিন্তা-পরবশা হইয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইতেছেন । ৬৭

অতএব হে সুব্রত ! আমাদের সখী প্রার্থনা না করিলেও অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি ইঁহার প্রতি দয়া করুন ; এবং সখীকে শঙ্করের সহিত সঙ্গতা করুন । ৬৮

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী দ্বিজ, কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৬৯

ব্রাহ্মণ উবাচ—

অমোঘদর্শনশ্চাস্মি হরং চানয়িতুং ক্ষমঃ।
কিন্ত্বেকং নিগদাম্যদ্য নিশ্চিতং মন্মতং শৃণু ॥ ৭০
জানাম্যহং মহাদেবং তং বদামি শৃণুষ্ব মে।
বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপী জটাধরঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাংশুকশ্চৈকঃ সংবীতো গজকৃত্তিনা ॥ ৭১
কপালধারী সর্পৌঘৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু বেষ্টিতঃ।
বিষদগ্ধগলস্ত্র্যক্ষো বিরূপাক্ষো বিভীষণঃ ॥ ৭২
অব্যক্তজন্মা সততং গৃহভোগ্যবিবর্জ্জিতঃ।
জ্ঞাতিভির্বান্ধবৈর্হীনো ভক্ষ্যভোজ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৩
শ্মশানবাসী সততং সৎসঙ্গপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৪
গর্জ্জদ্‌ভির্বিকটৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভূতৌঘৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৭৫
শৃঙ্গাররসহীনশ্চ ভার্য্যাপুত্রবিবর্জ্জিতঃ।
কেন বা কারণেন ত্বং ভর্ত্তারং তং সমীহসে ॥ ৭৬
পূর্ব্বং শ্রুতং ময়া চৈব তস্যাপবমিদং কৃতম্।
শৃণু তে নিগদাম্যদ্য যদি তে গৃহ্ণু রোচতে ॥ ৭৭
দক্ষস্য দুহিতা সাধ্বী সতী বৃষভবাহনম্।
বব্রে পতিং পুরা দৈবাৎ সম্ভোগপরিবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৮
কপালিজায়েতি সতী দক্ষেণ পরিবর্জ্জিতা।
যজ্ঞভাগপ্রদানায় শম্ভুশ্চাপি বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না, আমি শিবকে আনিতে পারি, কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়রূপে শ্রবণ কর। ৭০

আমি মহাদেবকে জানি, তাহার বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর; মহাদেবের বাহন বৃষ, অঙ্গে নিরন্তর ভূতি লেপন করে এবং জটাধারী, তাহার ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান এবং গজচর্ম্ম উত্তরীয়। ৭১

নর-কপালধারী-সর্পসমূহের দ্বারা সর্ব্বগাত্রে বেষ্টিত এবং বিষবেগে দগ্ধ গলদেশে অক্ষমালা; সে বিরূপাক্ষ এবং ভয়ঙ্কর। ৭২

তাঁহার জন্মের কোন নিশ্চয় নাই; সে সর্ব্বদা গৃহভোগত্যাগী, জ্ঞাতি ও বান্ধবাদি-শূন্য, তাহার ভোজনব্যাপার ও ভোজনীয় দ্রব্যের কোন সংস্রব নাই। তিনি নিরন্তর শ্মশানবাসী, সৎসঙ্গবর্জ্জিত। ৭৩-৭৪

নিরন্তর গর্জ্জনকারী বিকট ভূতগণের মধ্যে তাহার সর্ব্বদা বাস। ৭৫

সে শৃঙ্গারাদি-রসশূন্য ও ভার্য্যাপুত্ররহিত, অতএব কি জন্য তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৭৬

আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি; সে একটি কার্য্য করিয়াছে, তাহা বলিতেছি; যদি তোমাদের অভিরুচি হয় তাহা হইলে গ্রহণ করিবে। ৭৭

পূর্ব্বে দক্ষকন্যা সাধ্বী সতী, দৈববশতঃ সম্ভোগবর্জ্জিত বৃষধ্বজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ৭৮

'কপালীর জায়া' এই বলিয়া দক্ষ, কন্যাকে পরিত্যাগ করেন এবং যজ্ঞভাগ শিবকে প্রদান করিলেন না। ৭৯

সাথ তেনাপমানেন ভৃশং শোকাকুলা সতী।
তত্যাজ স্বাং প্রিয়াং প্রাণাংস্তয়া ত্যক্তশ্চ শঙ্করঃ ॥ ৮০
ত্বং স্ত্রীরত্নং তব পিতা রাজা নিখিলভূভৃতাম্।
তথাবিধং পতিং কস্মাদুগ্রেণ তপসেহসে ॥ ৮১
দেবেন্দ্রো বা ধনেশো বা পবনো বাপ্যপাং পতিঃ।
অগ্নির্বান্যঃ সুরো বাপি স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনাবপি ॥ ৮২
বিদ্যাধরো বা গন্ধর্ব্বো নাগো বা মানুষোঽথ বা।
রূপযৌবনসম্পন্নঃ সমস্তগুণসংযুতঃ ॥ ৮৩
স তে যোগ্যঃ পতিঃ শ্রীমানুদারকুলসম্ভবঃ ॥ ৮৪
যেন ত্বং বহুরত্নৌঘপূরিতেঽনর্ঘবিস্তৃতে।
মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপচূর্ণৈঃ সুবাসিতে ॥ ৮৫
মৃদ্বাস্তরণসংযুক্তে বিস্তৃতে সুমনোহরে।
চারুপ্রাসাদগর্ভস্থে জাম্বুনদবিচিত্রিতে।
শয্যাতলে সমাসাদ্য স যোগ্যস্তে ভবেৎ পতিঃ ॥ ৮৬
এবং জ্ঞাত্বাদ্য সুভগে যদি বাঞ্ছসি শঙ্করম্।
কিন্তে তপোভিঃ সুতরামহং ত্বং যোজয়ে ত্বয়া ॥ ৮৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তদা কালী ব্রাহ্মণস্যোত্তরং তদা।
মিতস্তথ্যং জগাদৈনং ব্রাহ্মণং কোপসংযুতা ॥ ৮৮

কাল্যুবাচ—

ন জানাসি হরং দেবং ত্বং জানামীতি ভাষসে।
বহির্যদ্দৃশ্যতে তত্তে কথিতং দ্বিজনন্দন ॥ ৮৯

সতী সেই অপমানে অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হরকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮০

তুমি স্ত্রীদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা এবং তোমার পিতা সমস্ত পর্ব্বতের রাজা, তাঁহার সমক্ষে এইরূপ পতিকে কিজন্য উগ্র তপস্যার দ্বারা বরণ করিতেছ? ৮১

দেবেন্দ্র, কুবের, পবন, অগ্নি, কি অন্য সুরগণ অথবা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য—ইহার মধ্যে রূপ ও নবযৌবনসম্পন্ন যে কেহ হয়, প্রশস্ত-কুলোদ্ভব সেই শ্রীমান ব্যক্তিই তোমার পতির যোগ্য। ৮২-৮৪

যাহার সহিত তুমি বহুরত্নপূর্ণ সুবিস্তৃত মাল্যসমূহ-সংযুক্ত ধূপচূর্ণের দ্বারা সুবাসিত স্বর্ণখচিত আভরণ-সংযুক্ত বিস্তৃত মনোহর সুবর্ণবিভূষিত সুন্দর প্রাসাদ-মধ্যে শয্যাতলে সুখভোগে রত হইতে পার, সেই পতিই তোমার উপযুক্ত। ৮৫-৮৬

হে সুভগে! যদি ইহা জানিয়াও শঙ্করকে বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার তপস্যার প্রয়োজন নাই; আমি তোমাকে হর সহ সঙ্গতা করিব। ৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কালী ব্রাহ্মণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পরিমিত ও সত্যবাক্য বলিলেন। ৮৮

কালী বলিলেন,—হে দ্বিজনন্দন! আপনি হরকে বিশেষ না জানিয়া

যস্য ভাবং ন জানন্তি সেন্দ্রা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
তস্য ত্বং বিপ্রতনয় শিশুর্জ্ঞাস্যসি কিং ভবম্ ॥ ৯০
যচ্ছ্রুতং ভবতা নীচবদনাদ্ ভাষিতং লঘু।
ইতস্ততস্তু শ্রুত্বৈব ভাষসে ত্বন্ন দৃষ্টবান্ ॥ ৯১
তস্মাত্ত্বত্তো বরং নাহং বাঞ্ছয়ে নাপি বা পতিম্।
অন্যদ্বদ ন চ ত্বত্তো বাঞ্ছয়ে হরসঙ্গমম্ ॥ ৯২
ইত্যুক্ত্বা গিরিজা বিপ্রমবলোক্য সখীমুখম্।
ইদমাহ তদা কালী সংশয়ারূঢ়চেতনা ॥ ৯৩
মহতা চিন্তনেনেহ তপসারাধিতো হরঃ।
তন্মমাগ্রে বিপ্রসুতো নিন্দিতুং বাক্যমুক্তবান্।
তদহং চাপনেষ্যামি স্তুতিবাক্যেন সাম্প্রতম্ ॥ ৯৪
মহাত্মনাঞ্চ যো নিন্দাং শৃণোতি কুরুতেঽথ বা।
তয়োরাগঃ সমং পূর্ব্বং ময়া তাতমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৯৫
তস্মাত্তদপনেষ্যেঽহং তন্নিষেধয় বিপ্রকম্ ॥ ৯৬
ইত্যুক্ত্বা সা সখীং কালী শম্ভুসঙ্গতমানসা।
আগঃসম্মার্জ্জনায়াশু হরং স্তোতুমুপাক্রমৎ ॥ ৯৭

কাল্যুবাচ—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ ৯৮

এরূপ বলিতেছেন, তাঁহার বাহ্যভাব দর্শন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। ৮৯

ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যাঁহার ভাব জানিতে অক্ষম, আপনি শিশু বিপ্রতনয় হইয়া কি তাঁহার ভাব জানিতে পারিবেন? ৯০

আপনি হরকে না দেখিয়া কোন নীচ ব্যক্তির মুখে এই কুৎসিত বাক্য শ্রবণ করিয়া এরূপ বলিতেছেন। ৯১

সেই মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ পতিকে আমি বাঞ্ছা করি না; অন্যের বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছাও করি না; হরসঙ্গমই নিরন্তর বাঞ্ছা করি। ৯২

গিরিজা বিপ্রকে এই কথা বলিয়া সখীর মুখ অবলোকন করত সংশয়িত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন। ৯৩

আমি এই স্থানে মহৎ চিন্তাপূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা হরকে আরাধনা করিতেছি, কিন্তু সেই আরাধ্য মহাদেবকে আমার সমক্ষে এই বিপ্রপুত্র নিন্দাবাক্য বলিতেছেন, অতএব ইহাঁকে স্তুতিবাক্য দ্বারা এখান হইতে দূর করি। ৯৪

আমি পিতার মুখে পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, মহাত্মাদিগের নিন্দা যে করে, এবং যে তাহা শ্রবণ করে, উভয়ের অপরাধই সমান হয়। ৯৫

তাহা হইলে উহাঁকে এখান হইতে অপনয়ন করাই ভাল, অতএব তুমি বিপ্রকে নিষেধ কর। ৯৬

কালী, সখীকে এই কথা বলিয়া শিব-নিন্দা-শ্রবণজনিত অপরাধ মার্জ্জনের জন্য শম্ভু-সঙ্গত-চিত্তে হরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৯৭

কালী বলিলেন, কারণত্রয়ের হেতু জিতেন্দ্রিয় শিবকে আমি প্রণাম করি।

বিজ্ঞানসৌভাগ্যসুহৃদ্গতায় তে
পপ্রঞ্চহীনায় হিরণ্যবাহবে।
নমোঽস্তু নারায়ণপদ্মসম্ভব
প্রধানবীজায় জগদ্ধিতায় তে ॥ ৯৯
ইতি স্তুবন্তীং পুনরেব স দ্বিজ-
স্তদা বচঃ কিঞ্চিদুদীরিতুং পুনঃ।
সমীক্ষ্য কালীমকরোৎ সযত্নকং
বুদ্ধ্বা সমাচষ্ট সখীং গিরেঃ সুতা ॥ ১০০
অয়ং দ্বিজঃ কিঞ্চন বক্তুমিচ্ছ-
ত্যুগ্রং হরং চাপি ন সংবিদানঃ।
নিন্দন্নহি প্রাণহরীং হরস্য
নিন্দামহং শ্রোতুমিহ ক্ষমামি ॥ ১০১
যাবত্ত্বরিবচোঽস্যাহং ন শৃণোম্যধুনা সখি।
গচ্ছামি তাবদ্দূরায় সমুত্তিষ্ঠামি মৎপ্রিয়ে ॥ ১০২
ইত্যুক্ত্বা সা তয়া সখ্যা সহিতা হিমবৎসুতা।
প্রতস্থেঽথ সমুত্থায় তমুৎসৃজ্য দ্বিজং হঠাৎ ॥ ১০৩
অথ শম্ভুর্নিজং রূপমাস্থায় হিমবৎসুতাম্।
তং সমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তীং হরঃ স্মেরমুখোঽন্বয়াৎ ॥ ১০৪
অহং হরো মহাদেবো মাং সংস্তোষি ন চাধুনা।
সম্মুখীভব হে কালি সমাশ্বাসয় শাঙ্করি ॥ ১০৫

হে পরমেশ্বর! আপনিই একমাত্রগতি, অতএব আপনাকেই আত্মা উৎসর্গ করিতেছি। ৯৮

হৃদ্গত উৎকৃষ্ট জ্ঞানশালী প্রপঞ্চহীন হিরণ্যবাহুকে আমি সাদরে প্রণিপাত করিতেছি এবং নারায়ণ-পদ্ম-সম্ভূত প্রধান বীজস্বরূপ জগতের হিতসাধক গিরিশকে আমি নমস্কার করিতেছি। ৯৯

দ্বিজ, পুনর্ব্বার অপ্রিয় শিবনিন্দাবাক্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন; কালিকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্বিজ, কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া গিরিসুতা সখীকে বলিলেন। ১০০

এই দ্বিজ উগ্র হরকে না জানিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে উপক্রম করিতেছে, প্রাণ-বিনাশক হর-নিন্দা কিছুতেই আমি শুনিতে পারিব না। ১০১

সখি! যত দূরে গমন করিলে এই দ্বিজ-বাক্য শুনিতে না পাই, আমি তত দূরে গমন করিয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। ১০২

এই কথা বলিয়া হিমালয়সুতা হঠাৎ গাত্রোত্থান করত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া সখীর সহিত প্রস্থান করিলেন। ১০৩

অনন্তর শম্ভু নিজরূপ ধারণ করত, কালী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া সহাস্যান্তঃকরণে তাঁহার পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন এবং বলিলেন। ১০৪

অয়ি শঙ্করি! কালি! আমিই মহাদেব, আমি সেই হর, এখন আমার

ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো গচ্ছন্ত্যাঃ পুরতো গতঃ।
প্রসার্য্য হস্তৌ কাল্যাস্তু গতিং তস্যা বিরোধয়ন্ ॥ ১০৬
সা বীক্ষ্য শম্ভুবদনং তৎক্ষণাদভবৰ্দ্ধঠাৎ।
অধোমুখী তড়িদ্বাতচকিতেব গিরেঃ সুতা ॥ ১০৭
মন্দাক্ষং প্রীতিলজ্জাভিঃ সা জড়েব তদাভবৎ।
বক্তুঞ্চ নাশকৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষুরপি ভামিনী ॥ ১০৮
মনোরথানাং সিদ্ধ্যা তু সুধাভিরিব পূরিতম্।
শরীরমভবত্তস্যা মুদা পূর্ণং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০৯
ষট্‌ত্রিবর্ষসহস্রৈস্তু তপঃক্লেশমবিন্দত।
যত্তৎ ক্ষণাৎ সমুৎসৃজ্য সম্মোদমুদিতাভবৎ ॥ ১১০
তাঞ্চ বীক্ষ্য তথাভূতাং প্রণয়াদ্ বৃষভধ্বজঃ।
কামেন ভস্মরূপেণ গাত্রস্থেন চ মোহিতঃ ॥ ১১১
অথ তাং বিরহোদ্রিক্তঃ সমেত্য বৃষভধ্বজঃ।
সম্বোধয়ন্নিদং চাটুবচনং প্রোক্তবান্ মুদা ॥ ১১২
ন তু সুন্দরি মাং বক্তুং কিঞ্চনাপি ত্বমীহসে।
তপঃক্লেশং স্মরন্তী কিং মহ্যং কুপ্যসি সাম্প্রতম্ ॥ ১১৩
অহঞ্চ পরিতপ্যামি ত্বামৃতে সুভগে মম।
সময়াদ্ যৎ সমারব্ধং তপস্তপ্তং ত্বয়া সমম্ ॥ ১১৪

সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? তুমি সম্মুখিনী হও, আমাকে আশ্বাস প্রদান কর। ১০৫

এই কথা বলিয়া মহাদেব কালীর অগ্রভাগে যাইয়া হস্ত প্রসারণ করত তাঁহার গতিরোধ করিলেন। ১০৬

গিরি-সুতা শম্ভুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ভয়ে চকিতের ন্যায় হঠাৎ অধোমুখী হইলেন। ১০৭

অত্যন্ত লজ্জা ও প্রীতিতে সে সময়ে তিনি জড়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভামিনী, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইলেন না। ১০৮

হে দ্বিজোত্তমগণ! মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার শরীর যেরূপ সুধা-পূর্ণ হয়, সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইল। ১০৯

অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত তপঃক্লেশ পাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করত আনন্দিতা হইলেন। ১১০

বৃষধ্বজ, কালীকে সেইরূপ দেখিয়া প্রণয়বশতঃ গাত্রস্থ ভস্মরূপ কাম দ্বারা মোহিত হইলেন। ১১১

অনন্তর, বিরহোদ্রিক্ত বৃষধ্বজ কালীকে প্রাপ্ত হইয়া সম্বোধন করত হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কিঞ্চিৎ চতুরতাযুক্ত বাক্য বলিলেন। ১১২

হে সুন্দরি! তুমি আমাকে কিছুই বলিতেছ না, তবে কি তপঃক্লেশ স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া রহিয়াছ। ১১৩

হে সুভগে! আমিও তোমা বিহনে পরিতাপ ভোগ করিতেছি; আমার নিয়মের নিমিত্ত তুমি তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমার সহিত অনুরক্ত হই না। ১১৪

সানুরক্তোঽথ সংস্কৃত্য ভবিষ্যামি ত্বয়া প্রিয়ে।
অধুনা সমতীতো মে যঃ কৃতঃ সময়ো ময়া ॥ ১১৫
তপসে ভবতী চাপি তপসৈব সুসংস্কৃতা ॥ ১১৬
সচ্চিন্তনেন জপ্যেন তীব্রেণ তপসা তদা।
মূল্যেন মহতা ক্রীতো দাসোঽহং মাং নিযোজয় ॥ ১১৭
ত্বদঙ্গানাং সংস্করণে জটানাঞ্চ প্রসাধনে।
প্রমুচ্য বল্কলং গাত্রাচ্চার্ব্বংশুকনিবেশনে ॥ ১১৮
হারনূপুরকেয়ূর-কাঞ্চ্যাদিপরিধাপনে ॥
দ্রুতং নিযোজয় শুভে যদি স্নেহোঽস্তি মাদৃশি ॥ ১১৯
নির্দগ্ধো যো ময়া কামো ভস্মরূপেণ মত্তনৌ।
স্থিতো মাং প্রতিকৃত্যেব ত্বদগ্রে দগ্ধুমিচ্ছতি ॥ ১২০
তস্মাদুদ্ধর মাং কামাদগ্নেরিব মনোহরে।
ত্বদঙ্গামৃতদানেন প্রসীদ দয়িতে মম ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

তাহার পর প্রিয়ে! তপোবলে তুমি সংস্কার-সম্পন্না হইলে তোমাতে অনুরক্ত হইয়াছি। আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তপস্যার জন্য তাহা অতীত হইয়াছে, তুমিও তপস্যা দ্বারা সংস্কৃতা হইয়াছ। ১১৫-১১৬

সচ্চিন্তা, জপ এবং তীব্র তপস্যা-রূপ মহৎ মূল্য দ্বারা আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি। ১১৭

অতএব তোমার অঙ্গ-সংস্কার, জটাসমূহের সংস্কার ও গাত্র হইতে বল্কল মুক্ত করিয়া মনোহর বস্ত্র নিবেশ করিতে, হার, নূপুর, কেয়ূর, কাঞ্চ্যাদি পরিধান করাইতে—শীঘ্র নিয়োগ করিয়া আমাতে স্নেহ প্রকাশ কর। ১১৮-১৯

আমার নেত্রানলে দগ্ধ মদন ভস্মরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছেন ; সে যেন প্রতিকার করিবার নিমিত্তই তোমার সমক্ষে আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ১২০

অগ্নি মনোহারিণি! তোমার অঙ্গরূপ অমৃত দান করিয়া সেই অগ্নি-সদৃশ কাম হইতে আমাকে উদ্ধার কর। দয়িতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১২১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩

চতুঃশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ শ্রুত্বা বচঃ শম্ভোর্গিরিজাতীব হর্ষিতা।
মেনে প্রাপ্তং তদা শম্ভুং সুন্দরং দয়িতং পতিম্ ॥ ১
অথ প্রাহ তদা কালী সখীবক্ত্রেণ শঙ্করম্।
যথা স শৃণুতে বাক্যং শ্রোতুমিচ্ছংশ্চ শঙ্করঃ ॥ ২
ন সদ্ভাবতিভেদেন প্রবর্ত্তন্তেঽত্র সজ্জনাঃ।
মর্য্যাদয়া হরস্তং মে পাণিং গৃহ্ণাতু শঙ্করঃ ॥ ৩
পিতৃদত্তা ভবেৎ কন্যা তপোদত্তা ভবেন্ন হি।
তপসা চেৎ প্রদত্তাহং মাং তাতশ্চ প্রদাস্যতি ॥ ৪
তস্মাৎ সম্প্রার্থ্য পিতরং হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
বৈবাহিকেন বিধিনা পাণিং গৃহ্ণাতু মে হরঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ কালী লজ্জাসমন্বিতা।
হরোঽপি তদ্বচঃ সত্যং তথ্যং যোগ্যং তদাগ্রহীৎ ॥ ৬
ততঃ স সগণঃ শম্ভুস্তত্র বাসং তদাকরোৎ।
গঙ্গাবতরণে সানৌ যথা পূর্ব্বং তথাধুনা ॥ ৭
কালী পিতুর্গৃহং যাতা সখীভিঃ পরিবারিতা।
নালোকয়ন্তী সা দীনা গুরূণাং বদনং সতী ॥ ৮

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—গিরিজা, শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে বিবেচনা করিলেন, মনোহর পতি পাইয়াছি। ১

অনন্তর কালী, যেরূপে শঙ্কর শুনিতে পান এবং শুনিয়া উৎসুক হন, সেই ভাবে সখী দ্বারা বলাইলেন। ২

সজ্জনেরা মর্য্যাদানুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হর, মর্য্যাদা-অনুসারে আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৩

কন্যা পিতৃদত্তাই হইয়া থাকে, তপোদত্তা কখনও হয় না; যদি আমি তপোদত্তাই হইয়া থাকি, তাহা হইলেও পিতা আমাকে প্রদান করিবেন। ৪

তবে পিতা হিমালয়ের নিকট, প্রার্থনা করিয়া বৈবাহিক বিধিমতে হর আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কালী লজ্জাপরবশ-চিত্তে শীঘ্র মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, হরও সেই বাক্য সত্য ও হিতকর এবং যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ৬

তাহার পর শম্ভু, গণের সহিত সেই গঙ্গাবতরণ সানুতে পূর্ব্বের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। ৭

কালী সখীগণের সহিত পিতার গৃহে গমন করিলেন; লজ্জাবশত সতী গুরুজনের মুখপানেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ৮

এতস্মিন্নন্তরে সপ্ত মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্।
চিন্তয়ামাস শশিভৃৎ কালীং প্রার্থয়িতুং তদা॥ ৯
চিন্তিতাঃ সপ্ত মুনয়স্তৎক্ষণান্মদনারিণা।
আকৃষ্টা ইব কেনাপি তৎসকাশমুপাগতাঃ॥ ১০
তান্ মুনীন্ দদৃশে শম্ভুঃ সপ্তাগ্নীনিব দীপিতান্।
অরুন্ধতীং বশিষ্ঠস্য সকাশে দদৃশে সতীম্॥ ১১
অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠস্য সমীপতঃ।
মেনে যোষিদ্গ্রহং ধর্ম্মং মুনিভিশ্চাপ্যবর্জ্জিতম্॥ ১২
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে সম্পূজ্য বৃষভধ্বজম্।
ইদমূচুঃ প্রহর্ষেণ স্মরণাকর্ষিতাঃ প্রিয়ম্॥ ১৩

ঋষয় উচুঃ—

যৎ প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে শুদ্ধরূপং
চন্দ্রপ্রখ্যং চন্দ্রখণ্ডোপশোভি।
অন্তঃপ্রজ্ঞং ভাবিতং তন্মুনীনাং
ভাগ্যং দৃষ্টং ভাগধেয়েন মুক্তেঃ॥ ১৪
প্রজ্ঞাতন্ত্রং ধ্যানতন্ত্রং পুরস্তা-
ন্নিত্যং ধ্যেয়ং ধ্যায়িনাং স্বপ্রকাশম্।
পুঞ্জীভূতং বাহুতত্ত্বেন শশ্বদ্-
যোগপ্রাপ্যং ধাম শম্ভোরুদারম্॥ ১৫
দৃষ্ট্বা যস্যৈবাগ্রভাগং স নেত্রং
ত্রাণায় স্যাদ্দর্শনং সূর্য্যতুল্যম্।
তদ্ধামেদং স্থানসর্ব্বস্য নিত্যং
ভক্ত্যা স্তুত্যং তং নমঃ শম্ভুদেহম্॥ ১৬

ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, কালীর প্রার্থনার জন্য মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মুনিকে চিন্তা করিলেন। ৯

মদনারি হর চিন্তা করিবামাত্রই মুনিগণ আকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় হর-সমীপে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ১০

শম্ভু, মুনিগণকে প্রদীপ্ত সপ্তাগ্নির ন্যায় দেখিলেন, তাহার পর বসিষ্ঠ-সমীপে তৎপত্নী অরুন্ধতীকে দেখিলেন। ১১

মুনি-সমীপে অরুন্ধতীকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, মুনিরাও দারপরিগ্রহ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। ১২

তাহার পর স্মরণাকৃষ্ট মুনিগণ বৃষধ্বজকে বিধিমতে পূজা করত হর্ষ-গদ্গদ-চিত্তে এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন। ১৩

ঋষিগণ বলিলেন,—চন্দ্র-সদৃশ চন্দ্রখণ্ডের দ্বারা শোভিত এবং অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা দ্বারা বিশেষরূপে চিন্তিত সেই শুদ্ধরূপ অদ্য প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইতেছেন। এটি মুনিগণের বহু অদৃষ্টফল। ১৪

প্রজ্ঞাতন্ত্র এবং ধ্যানতন্ত্র সম্মুখে উপস্থিত ধ্যানীদিগের নিরন্তর ধ্যেয় স্বয়ং প্রকাশমান, যাহার অগ্রভাগ দর্শন করিয়া নেত্রের সহিত দর্শক পরিত্রাণ পায়। সেই সূর্য্যতুল্যদর্শন, তেজের স্থান, সকলের পক্ষে নিত্য শম্ভুদেহ—ভক্তি এবং স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করি। ১৫-১৬

প্রকাশতে যঃ প্রথমাদিভাগস্তঃ
স্থিতঃ স বামে য ইহৈব নেতা।
সোঽস্মাকমস্তু প্রথমং স্বসিদ্ধ্যৈ
হরস্য শক্ত্যা বিধৃতো ললাটে ॥ ১৭
যঃ প্রধানাত্মকঃ সত্ত্বরজোভ্যাং তমসান্বিতঃ।
পুরুষঃ সর্ব্বজগতাং স হরো নঃ প্রসীদতু ॥ ১৮
ইতি সংস্তুত্য দেবেশং মুনয়ো বিনয়ানতাঃ।
ঊচুঃ কিমর্থং ভবতা স্মৃতাস্তন্নো নিগদ্যতাম্ ॥ ১৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রহসন্নিব।
জগাদ তান্মুনীন্ সর্ব্বানাভাষ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০

ঈশ্বর উবাচ—

হিতায় সর্ব্বজগতাং সম্ভোগায়াত্মনস্তথা।
দারান্ গ্রহীতুমিচ্ছামি তথা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ২১
সহায়ং তত্র কুর্ব্বন্তু ভবন্তো মম সাম্প্রতম্।
মদর্থে চ ততঃ কালীং যাচন্তাং তুহিনাচলম্ ॥ ২২
মহতা তপসা কালী মাং পতিং লঘু বিন্দতাম্।
কিন্তু গ্রহীষ্যে বিধিনা তস্মাদ্ যাচন্তু তং গিরিম্ ॥ ২৩
যথা যথা স্বয়ং কালীং শৈলো দাতুং সমুৎসহেৎ।
তথা তথা বিদধ্বং হি যূয়ং বাগ্মিভবান্বিতাঃ ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

হরং সম্বোধ্য মুনয়ো হ্যগচ্ছন্ গিরিরাড়্‌গৃহম্।
তেন প্রপূজিতাস্তে তু প্রোচুস্তং মুনয়ো গিরিম্ ॥ ২৫

যে কলারূপে আদিভাগ স্থিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন; যাহাকে হর, শক্তি দ্বারা ললাটে ধারণ করিতেছেন; তিনি আমাদের প্রথমতঃ সুসিদ্ধির নিমিত্ত হউন। ১৭

যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রিতয়ের দ্বারা জগতের প্রধান পুরুষ, সেই হর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৮

এইরূপ স্তব করিয়া বিনয়াধার মুনিগণ বলিলেন, আপনি আমাদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বলুন। ১৯

তাহার পর শঙ্কর মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্মিতভাবে সেই সমস্ত মুনিগণের প্রত্যেককে বলিলেন। ২০

জগতের হিতের জন্য, নিজের সুখ ভোগের নিমিত্ত এবং সন্তানবৃদ্ধির জন্য দার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ২১

সেই বিষয়ে সম্প্রতি আপনাদের সাহায্য করিতে হইবে। আমার নিমিত্ত হিমালয়-সমীপে তৎসুতা কালীকে প্রার্থনা করিবেন। ২২

কালী, মহাতপস্যা করিয়া আমাকে পতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিধিক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব গিরিসমীপে প্রার্থনা করুন। ২৩

আপনারা অত্যন্ত বাগ্মী, অতএব যেরূপে হিমালয় স্বয়ং কালীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হন, সেইরূপ যত্ন করুন। ২৪

যশ্চন্দ্রশেখরো দেবো দেবদেবশ্চ যো মতঃ।
শাপানুগ্রহণে শক্তো য একো জগতাং পতিঃ ॥ ২৬
যঃ সংহরতি সর্ব্বাণি জগন্তি প্রলয়োদ্ভবে।
যো বিভূতিপ্রদো ভক্তে নানারূপো মনোহরঃ ॥ ২৭
স তে দুহিতরং কালীং ভার্য্যার্থমাদাতুমিচ্ছতি।
যদি পশ্যসি ত্বং যোগ্যং বরং তং দুহিতুঃ সমম্।
তদা প্রযচ্ছ তনয়াং কালীং শশিভৃতে গিরে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তস্তৈর্গিরিপতিশ্চিরং স্বহৃদয়স্থিতম্ ॥ ২৯
দুহিতুশ্চ প্রিয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য সদ্বচনান্মুদম্।
আহ চেদং প্রকাশেন যুষ্মাভিস্ত্বহমাগতৈঃ ॥ ৩০
পাবিতো মুনিশার্দ্দূলৈঃ পূরিতশ্চ মনোরথঃ।
দাস্যামি শম্ভবে পুত্রীং যুষ্মাভিঃ প্রার্থিতস্ত্বহম্ ॥ ৩১
পূর্ব্বমেব তপস্তপ্ত্বা তয়েশঃ পতিরীহিতঃ।
ধাতুর্নিয়োজনমিদং কোঽন্যথা কর্ত্তুমুৎসহেৎ ॥ ৩২
কোঽন্যঃ প্রার্থয়িতুং শক্তঃ সুতাং মম বিনা হরাৎ।
হরেণাবগৃহীতা যা তামন্যঃ কঃ সমুৎসহেৎ ॥ ৩৩
হরং গৃহীত্বা মনসা নান্যং সাপীহ বাঞ্ছতি।
ইত্যুক্ত্বা মেনয়া সার্দ্ধং সুতাং দাতুঞ্চ শম্ভবে ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মুনিগণ হরকে সম্ভাষণ করিয়া গিরিভবনে গমন করি-লেন এবং গিরিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন। ২৫

যিনি চন্দ্রশেখর দেব, যিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যিনি জগতের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহাকে অভিশপ্ত ব্যক্তি জানিতে অক্ষম, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে সংহার করেন যিনি ভক্তসমূহে ঐশ্বর্য্য দান এবং যিনি নানারূপে মনোহর। ২৬-২৭

তিনিই আপনার কন্যাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি তাঁহাকে আপনার কন্যার যোগ্য বর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে গিরিরাজ! সেই চন্দ্রশেখরের হস্তে কন্যা কালীকে সম্প্রদান করুন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মুনিগণ এই কথা বলিলে, গিরিপতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক সেই বর, দুহিতার প্রিয় জানিতে পারিয়া হৃদয় সেই পথেই ধাবমান হইল। ২৯-৩০

প্রকাশ্যভাবে মুনিগণকে বলিলেন, ভবাদৃশ মুনিশ্রেষ্ঠদিগের আগমনে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, আপনাদের প্রার্থনা বশতই আমি হরকে সমর্পণ করিব। ৩১

পূর্ব্বে শিবকে পতি হইবার জন্য কালী কঠোর তপস্যা করিয়াছে। এটি বিধাতার নিয়োগ, অতএব কোন ব্যক্তি অন্যথা করিতে সক্ষম হইবে? ৩২

আমার কন্যাকে হর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে পারে? হর যাহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না, কালীও হরকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কাহাকেও বাঞ্ছা করে না। ৩৩

অঙ্গীকৃত্য বিসৃষ্টাস্তে হ্যনুপ্রাপুর্মহেশ্বরম্।
তে গত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ॥ ৩৫
শৈলরাজো যদাচষ্ট তদূচুর্মদনারয়ে।
হিমবাংস্তনয়াং দাতুং তুভ্যমুৎসহতে হরঃ॥ ৩৬
যদিদানীং ত্বয়া কর্ত্তুং যুজ্যতে ক্রিয়তাং তু তৎ।
অস্মাংশ্চাপ্যনুজানীহি হর গন্তুং নিজাস্পদম্॥ ৩৭
সিদ্ধং জ্ঞাত্বা হরঃ সাধ্যং মুদিতস্তান্ বিসৃষ্টবান্।
যথাযোগ্যং সমাভাষ্য ক্রমাদেকৈকশো মুনীন্॥ ৩৮
কালীবিবাহাবসরে যূয়মায়াত মাং প্রতি।
ইতি তে বৈ হরেণোক্তং প্রতিশ্রুত্যর্যয়ো যযুঃ॥ ৩৯
অথান্যোন্যপ্রিয়তয়া কৃত্বা কৃত্বা গতাগতম্।
সময়ং কারয়ামাস বিবাহায় হরো গিরিম্॥ ৪০
মাধবে মাসি পঞ্চম্যাং সিতে পক্ষে গুরোর্দিনে।
চন্দ্রে চোত্তরফল্গুন্যাং ভরণ্যাদৌ স্থিতে রবৌ॥ ৪১
আগতা মুনয়স্তত্র মরীচিপ্রমুখা মুহুঃ।
হরেণ চিন্তিতাঃ সর্ব্বে তথা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ॥ ৪২
তথা চ সর্ব্বে দিক্পালা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
শচ্যা সহ তথা শক্রো ব্রহ্মাণ্যাদ্যাস্ত মাতরঃ॥ ৪৩

এই কথা বলিয়া গিরি মেনকার সহিত শিবকে পার্ব্বতীদানে অঙ্গীকার করিলেন, মুনিগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, শিব-সমীপে গমন করিলেন। ৩৪

হে দ্বিজগণ! মরীচ্যাদি ঋষিগণ গমন করিয়া, হিমালয় যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্ত শিবকে বলিলেন। ৩৫

হে হর! হিমালয় আপনাকেই কন্যা দান করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছেন। ৩৬

অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন। ভগবন্! আমাদিগকে স্বস্থানে যাইতে অনুমতি করুন। ৩৭

হর, কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। ৩৮

তাঁহাদের উপযুক্ত মত কথা বলিয়া প্রত্যেককে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আপনারা কালীর বিবাহ সময়ে পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করিবেন। হর এই কথা বলিলে, মুনিগণ প্রতিশ্রুত হইয়া গমন করিলেন। ৩৯

তাহার পর গমনাগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইলেন এবং হরের আজ্ঞানুসারে গিরি, বিবাহের সময় নিরূপণ করিলেন। ৪০

বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র-যুক্ত চন্দ্র এবং ভরণী নক্ষত্রস্থিত সূর্য্য হইলে সেই দিন মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিলেন। ৪১-৪২

হর, চিন্তা করিবামাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমস্ত দিক্পাল, মুনিগণ, শচীসহ ইন্দ্র, ব্রহ্মাণী আদি মাতৃগণ, ব্রহ্মাপুত্র নারদমুনি—ইঁহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ৪৩

নারদশ্চ গতস্তত্র দেবর্ষির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
এতৈঃ পরিচরৈঃ সার্দ্ধং গণৈরাপ্যায়িতঃ স্বকৈঃ ॥ ৪৪
বৈবাহিকেন বিধিনা গিরিপুত্রীং হরোঽগ্রহীৎ।
বিবাহে গিরিজা শম্ভোঃ সর্পা যেঽষ্টৌ তনৌ স্থিতাঃ ॥ ৪৫
তে জাম্বূনদসন্নদ্ধা অলঙ্কারাস্তদাভবন্।
দ্বিভুজোঽভূন্মহাদেবো জটাঃ কেশত্বমাগতাঃ ॥ ৪৬
শিরস্থিতশ্চন্দ্রখণ্ডঃ সোঽর্চ্চিষা জ্বলিতোঽভবৎ।
ললাটনেত্রমভবত্তদা রত্নমহার্ঘকম্ ॥ ৪৭
বিচিত্রবসনং ব্যাঘ্রকৃত্তিরাসীত্তদা দ্বিজাঃ।
বিভূতিলেপো হ্যস্যাভূৎ সুগন্ধিমলয়োদ্ভবঃ ॥ ৪৮
গৌররূপো হরস্তত্র বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ৪৯
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
হিমবান্ মুদিতশ্চাসীৎ সহপুত্রৈশ্চ মেনয়া ॥ ৫০
জ্ঞাতয়শ্চাস্য মুমুহুর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
ইদং ব্রহ্মা তত্র জগৌ হরং দৃষ্ট্বা মনোহরম্ ॥ ৫১
সর্ব্বং শিবকরং যস্মাৎ সুবেশমভবৎ সুরাঃ।
তস্মাচ্ছিবোঽয়ং লোকেষু নাম্নাখ্যাতোঽধিকঃ শিবঃ ॥ ৫২
মহেশ্বরমুমাযুক্তমীদৃশং যঃ স্মরেদ্ধৃদা।
সততং তস্য কল্যাণং বাঞ্ছিতঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৩
এবং কালী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ।
পূর্ব্বং দাক্ষায়ণী ভূত্বা পশ্চাদ্গিরিসুতাভবৎ ॥ ৫৪

এই সমস্ত পরিজনের সহিত সুর ও প্রমথাদিগণের সহিত আপ্যায়িত হইয়া, হর বিবাহ-বিধি অনুসারে গিরি-রাজপুত্রী কালীকে গ্রহণ করিলেন। ৪৪

গিরিজা ও শম্ভুর বিবাহ সময়ে শিব-অঙ্গস্থিত অষ্টটি সর্প স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্ট-অলঙ্কারস্বরূপ এবং মহাদেব দ্বিভুজ হইলেন। ৪৫

তাঁহার জটা সুচিক্কণ কেশরূপ হইল, শিরস্থিত চন্দ্র তেজঃপ্রভাবে অত্যন্ত জ্বলিতে লাগিল এবং ললাটস্থিত নেত্র, মহামূল্য রত্নস্বরূপ হইল। ৪৬-৪৭

হে দ্বিজগণ! সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিচিত্র-বসনরূপ ধারণ করিল। বিভূতিলেপ মলয়োদ্ভব সুগন্ধির স্বরূপ হইল, হর সেই সময়ে মনোহর রূপ ধারণ করত আশ্চর্য্যদর্শন হইলেন। ৪৮

তাহার পর দেবগণ গন্ধর্ব্বকুলের সহিত ও সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবর্গ হরকে সেইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং হিমালয়, পুত্রগণ ও মেনকার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গও হরের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। ৪৯-৫১

ব্রহ্মা হরকে মনোহর দেখিয়া এই গান করিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ! যেহেতু ইঁহার ভস্মাদি সমস্তই মঙ্গল জনক হইয়াছে। তাহা হইলে এই জগতে মঙ্গলস্বরূপ ইহা হইতে অধিক মঙ্গলজনক আর কি আছে? ৫২

মহেশ্বরকে যে ব্যক্তি এইরূপ উমাযুক্তভাবে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহার সতত কল্যাণ-বৃদ্ধি হয় এবং বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি হয়। ৫৩

স্বয়ং সমর্থাপি সতী কালী সম্মোহিতুং হরম্ ।
তথাপ্যুগ্রং তপস্তেপে হিতায় জগতাং শিবা ॥ ৫৫
এবং সম্মোহয়ামাস কালিকা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৫৬
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং ত্যক্তদেহা সতী যথা ।
হিমবত্তনয়া ভূত্বা পুনঃ প্রাপ মহেশ্বরম্ ॥ ৫৭
ইদং যঃ কীর্ত্তয়েৎ পুণ্যং কালিকাচরিতং দ্বিজাঃ ।
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য দীর্ঘায়ুঃ স চ জায়তে ।। ৫৯
ইদং পবিত্রং পরমমিদং কল্যাণবর্দ্ধনম্ ।
শ্রুত্বাপি সকৃদেবেদং শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ৫৯
যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েদ্বিপ্রান্ কালিকাচরিতং মহৎ ।
পিতরস্তস্য কৈবল্যমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
যঃ শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণানাং সন্নিধৌ বা সভাগতঃ ।
তত্র স্বয়ং হরো গত্বা শৃণোতি সহ মায়য়া ॥ ৬১
ইতি বঃ কথিতং পুণ্যং সর্ব্বং পাপপ্রণাশনম্ ।
যুষ্মভ্যং রোচতে চান্যদ্ যত্তৎ পৃচ্ছন্তু সত্তমাঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কালীহরসমাগমো
নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

আর মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎ-প্রসবিনী কালী পূর্ব্বে দাক্ষায়ণী হইয়া পরে গিরিসুতা হইয়াছেন । ৫৪

কালী স্বয়ং মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সক্ষমা ; তথাপি শিবা জগতের হিতের জন্য উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছেন । ৫৫

এইরূপে কালী চন্দ্রশেখরকে মোহিত করিবে এবং হিমালয় তনয়া হইয়া শিবকে পুনর্ব্বার পাইবে । এই সমস্ত কথা বলিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন । ৫৬-৫৭

হে দ্বিজগণ ! যে ব্যক্তি এইরূপ পুণ্য কালিকাচরিত কীর্ত্তন করে, তাহাকে ব্যাধি ও মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না এবং দীর্ঘায়ু হয় । ৫৮

কল্যাণবর্দ্ধক পবিত্র কালিকা-চরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াও শিবলোকে গতি হয় । ৫৯

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার পিতা নিশ্চয় কৈবল্য প্রাপ্ত হন । ৬০

ব্রাহ্মণদিগের নিকট অথবা সভাগত হইয়া যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রবণ করায়, সে স্থলে উমার সহিত হর স্বয়ং গমন করিয়া শ্রবণ করেন । ৬১

হে দ্বিজসত্তমগণ ! সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশন পুণ্যচরিত আপনাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে আপনাদের যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করুন । ৬২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ব্রহ্মন্ কালীহরাগমম্।
পুণ্যং পাপহরং নিত্যং শ্রুতিসৌখ্যপ্রদং বরম্॥ ১
ভূয়ঃ কথয় শর্ব্বস্য কালীতন্বর্দ্ধমুত্তমম্।
কথং জহার গৌরী বা কথম্ভূতাথ কালিকা॥ ২
কেন বা কারণেনাশু কৃষ্ণা গৌরীত্বমাগতা।
তন্নঃ কথয় তত্ত্বেন মুনিশ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইদন্তু মহদাখ্যানং কথয়িষ্যামি বোঽধুনা॥ ৪
মহর্ষয়স্তচ্ছৃণ্বন্তু তত্ত্বেন শুভদং পরম্।
এতদৌর্ব্বং পুরা রাজা সগরঃ পৃষ্টবান্মুনিম্।
স তং যথা সমাচষ্ট তদ্বোঽথ নিগদাম্যহম্॥ ৫
পুরাভূৎ সোমবংশে চ সগরো নাম পার্থিবঃ।
স শ্রীমান্ বলবান্ দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ॥ ৬
সোঽভূদেকরথেনৈব জিত্বা সর্ব্বান্ মহীভুজঃ।
সার্ব্বভৌমো নরপতিঃ সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতঃ॥ ৭
তং প্রাপ্তরাজ্যং রাজানং সগরং পার্থিবোত্তমম্।
সভাজয়িতুমত্যর্থং মুনয়ঃ সমুপাগতাঃ॥ ৮
প্রাচ্যোদীচ্যা মহাত্মনো দাক্ষিণাত্যাস্তথোত্তরাঃ।
মুনয়ো ব্রাহ্মণাশ্চৈব নৃপং দ্রষ্টুং সমাগমন্। ৯

কালীর গৌরীমূর্ত্তি ও শিবের অর্দ্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি

ঋষিগণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি কালী হর-সম্বন্ধীয় পাপহর শ্রুতিসুখ-প্রদ পুণ্য বিচিত্র শ্রেষ্ঠ আখ্যান শ্রবণ করাইলেন। ১

পুনর্ব্বার বলুন, কালী কি জন্যে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ গ্রহণ করিলেন? কি কারণেই বা কালী গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে দ্বিজোত্তম! সেই বিষয় যথার্থরূপে বলুন। ২-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই মহদাখ্যান, আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা যথার্থরূপে শুভপ্রদ আখ্যান শ্রবণ করুন। ৪

ইহার পূর্ব্বে সগর রাজা ঔর্ব্বমুনিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। ৫

পূর্ব্বে সগর নামে রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সগর, অত্যন্ত শোভাশালী বলবান, ক্ষমতাপন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইলেন। ৬

তিনি এক রথারূঢ় হইয়াই সমস্ত রাজকুলকে জয় করত সকল রাজগুণসম্পন্ন সার্ব্বভৌম নরপতি হইলেন। ৭

রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, পার্থিবোত্তম সগররাজাকে মুনিগণ সম্মান করিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৮

আগতেষথ সর্ব্বেষু মহাত্মা জ্বলনোপমঃ।
ঔর্ব্বো নাম মুনিঃ শ্রীমানাগতো নন্দিতুং নৃপম্ ॥ ১০
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্।
সপর্য্যয়া মহত্যা তু সগরস্তমপূজয়ৎ ॥ ১১
পাদ্যমাচনীয়ঞ্চ দত্ত্বৈবার্ঘ্যপুরোগমম্।
নিবেশয়ামাস চ তং মুনিশ্রেষ্ঠং বরাসনে ॥ ১২
উবাচ চ মহাত্মানমৌর্ব্বং স সগরো নৃপঃ।
প্রণম্য চ যথাযোগ্যং কুশলং ত ইতি দ্বিজম্ ॥ ১৩
স চ প্রাহ মুনিশ্রেষ্ঠো নররাজ সদা মম।
সর্ব্বত্র কুশলং ত্বাং তু দ্রষ্টুং কুশলমুৎসহে ॥ ১৪
ত্বত্তঃ কোঽন্যোঽস্তি কুশলী পৃথিব্যাং সর্ব্বরাজসু।
য একঃ সঞ্জিগায়াশু ভবান্ সকলপার্থিবান্ ॥ ১৫
কুশলং বর্দ্ধতাং নিত্যং তব রাজবরোত্তম।
যথা নীত্যা সদাচারৈঃ পৃথিবীং শাধি ভূপতে ॥ ১৬
তব বৃদ্ধৌ জগদ্বৃদ্ধির্বৃদ্ধৌ চেষ্টাং ততঃ কুরু।
শুভ্রাংশুবৃদ্ধৌ সততং সাগরস্যেব বর্দ্ধনম্ ॥ ১৭
প্রথমং সদ্গুণৈরাত্মা ক্রিয়তাং নৃপ যোজনম্।
ততঃ স্বভার্য্যা মহিষী ক্রিয়তাং তদ্গুণৈর্যুতা ॥ ১৮

পশ্চিম-দেশীয়, উত্তর-দেশীয়, পূর্ব্ব-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় মহাত্মা মুনি ও ব্রাহ্মণগণ, রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ৯

সকলে আগমন করিলে জ্বলনসদৃশ মহাত্মা ঔর্ব্ব-নামা শ্রীসম্পন্নমুনি, নৃপকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ১০

তাহার পর অভ্যাগত মুনিকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখিয়া সগর বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। ১১

পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দান করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে উত্তম আসনে বসাইলেন। ১২

হে দ্বিজগণ! তৎপরে সগররাজা প্রণাম করত মহাত্মা ঔর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! আপনার যথাযোগ্য কুশল ত? ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নররাজ! আমার সকল বিষয়ে কুশল, বিশেষ আপনাকে দর্শন করিয়া আরও কুশল চেষ্টা করিতেছি। ১৪

এই পৃথিবীতে সকল রাজবর্গের মধ্যে আপনা হইতে অন্য কুশলী কে আছে? এই ধরাতলে অন্য কোন শুভাদৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত পার্থিববর্গকে জয় করিয়াছে? ১৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার নিরন্তর কুশল বৃদ্ধি হউক। হে ভূপতে! প্রকৃষ্ট নীতি অনুসারে সদা সদ্ব্যবহারে পৃথিবী শাসন করুন। ১৬

যেরূপ নিশাকরের বৃদ্ধিতেই সাগরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বৃদ্ধি হইলেই জগতের বৃদ্ধি; অতএব বৃদ্ধি বিষয়ে চেষ্টা করুন। ১৭

হে নৃপতে! প্রথমতঃ বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হউন। তাহার পর আপনার গুণের অনুরূপা ভার্য্যাকে মহিষী করুন। ১৮

নিত্যা সংযোজিতা চেৎ স্যাদ্বনিতা স্বয়মেব হি।
স্বগুণেষু প্রবেক্ষ্যন্তী মহত্যপি ধৃতব্রতা ॥ ১৯
শ্রূয়তে হিমবৎপুত্রী শম্ভুসঙ্গতমানসা।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভিঃ শম্ভুনা সা প্রযোজিতা ॥ ২০
ততোঽতিম হৃতা প্রেম্না শঙ্করস্যাথ পার্ব্বতী।
শরীরমর্দ্ধমহরত্তস্যৈবানুমতে সতী ॥ ২১
অর্দ্ধনারীশ্বরস্তেন তদা প্রভৃতি শঙ্করঃ।
অভবন্নৃপশার্দ্দূল নান্যাং ভার্য্যাং গৃহীতবান্ ॥ ২২
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র স্বজায়ামাত্মনোত্তরে।
গুণৈঃ সংযোজয় লঘুং সংযোজয় ততঃ সুতম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যৌর্ব্বভাষিতং শ্রুত্বা সগরোঽপি মুদান্বিতঃ।
ইদং মুনিমপৃচ্ছৎ স নৃপতিঃ স্মিতসম্ভতঃ ॥ ২৪

সগর উবাচ—

কথং সা গিরিজা দেবী কায়ার্দ্ধমহরৎ সতী।
শঙ্করস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদহং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৫
নীত্যা যয়া বা যোক্তব্যা স্বাত্মা ভার্য্যা সুতোঽথবা।
তাং নীতিঞ্চ সদাচারসংহিতাং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৬
রাজনীতিং সতাং নীতিমন্যেষাঞ্চ কৃতাত্মনাম্।
পৃথক্ পৃথক্ শ্রোতুমিচ্ছুরহং ত্বাং নাথয়ে দ্বিজ ॥ ২৭

যদি নীতিক্রমে সঙ্গতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বকীয় প্রভৃত গুণদ্বারা ব্রত ধারণ করত প্রবেশ করিয়া স্বয়ং বনিতা হইবে। ১৯

আমি শুনিয়াছি, হিমালয়-সুতা শম্ভুর সঙ্গম মানস করিয়াছিলেন, তৎপরে বহুযত্নবশতঃ শম্ভু সে ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ২০

তাহার পর শম্ভুর অত্যন্ত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পার্ব্বতী তাঁহার অনুমতি ক্রমে শরীরার্দ্ধস্বরূপা হইলেন, তজ্জন্য সেই অবধি শঙ্কর অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন। ২১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তিনি অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করেন নাই; অতএব রাজেন্দ্র; আপনিও নিজের পত্নীকে গুণযুক্তা করুন, তাহার পর তনয়কেও গুণযুক্ত করুন। ২২-২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর ঔর্ব্ব্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন এবং নৃপতি, ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিকে এই কথা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কিজন্য সতী গিরিজা, শঙ্করের কায়ার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন, তাহাই শুনিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়াছি। ২৪-২৫

কোন্ নীতিতে আত্মা, ভার্য্যা, অথবা পুত্র ইহাদিগকে যোগ করা কর্ত্তব্য? সদাচারময় সেই নীতিই শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি। ২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজনীতি, সজ্জনদিগের নীতি এবং অন্য কৃতাত্মাদিগের নীতি আমি শুনিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ২৭

যদি গুহ্যমিদং ব্রহ্মন্ন তদা শ্রোতুমুৎসহে।
তথা নাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রোতুমিচ্ছুশ্চ তৎসমম্ ॥ ২৮
কৃপয়া কথনীয়শ্চেত্তদা কথয় তন্মুনে ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবং সগরেণোক্ত ঔর্ব্বোঽপি দ্বিজসত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং কৃপালুস্তত্র ভূপতৌ ॥ ৩০

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যদ্যৎ পৃষ্টমিহ ত্বয়া।
যথা হরস্য তন্বৰ্দ্ধং ভূভৃৎপুত্রী পুরাহরৎ ॥ ৩১
যথা নীতিস্ত্বয়া কার্য্যা যত্র যত্র নৃপোত্তম।
সর্ব্বেষাঞ্চ সদাচারং ক্রমাদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩২
যদোঢ়া হিমবৎপুত্রী শঙ্করেণ মহাত্মনা।
কিয়ন্তং স তদা কালং তত্র নিন্যে সহোময়া ॥ ৩৩
রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং সানৌ কুঞ্জে দরীষু চ।
বিজহার চিরং তত্র পার্ব্বতীং মোদয়ন্ হরঃ ॥ ৩৪
অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে শম্ভুঃ কৈলাসপর্ব্বতম্।
সগণো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমগচ্ছত্ত্রিদিবোপমম্ ॥ ৩৫
স ত্বয়া ক্রীড়মানশ্চ ত্যক্তধ্যানাত্মচিন্তনঃ।
তদ্বক্ত্রচন্দ্রে নেত্রাণি চকোরানিব চাকরোৎ ॥ ৩৬
পুষ্পাণি কচিদাহৃত্য গিরিজাং প্রতি শঙ্করঃ।
সর্ব্বাঙ্গসঙ্গিনীং মালাং বিদধেঽতিমনোহরাম্ ॥ ৩৭

হে ব্রহ্মন্! যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, কিন্তু শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াই আপনাকে যে আজ্ঞা করিতেছি তাহা নহে। ২৮

যদি আপনার বক্তব্য হয়, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর এই সমস্ত কথা বলিলে, দ্বিজসত্তম সগররাজের প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ৩০

রাজন্! যে যে বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে যেরূপ পার্ব্বতী শঙ্করের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১

যেরূপ নীতি যে যে স্থলে আপনার অবলম্বন-যোগ্য; হে নৃপোত্তম! তৎ-সমস্ত, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৩২

যে সময়ে মহাত্মা শঙ্কর হিমাচল-সুতাকে বিবাহ করিলেন, সেই সময়ে কিয়ৎকাল উমার সহিত যাপন করিলেন। ৩৩

সানু-কন্দর কুঞ্জমধ্যে উমার সহিত রমমাণ হইয়া বিহার করিলেন এবং হর সেই স্থানে পার্ব্বতীকে শোভা দ্বারা বিশেষ আনন্দযুক্তা করিলেন। ৩৪

অনন্তর কালক্রমে শম্ভু, গণ ও ভার্য্যার সহিত ত্রিদিবোপম কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৩৫

পার্ব্বতীকে নিরন্তর চিন্তা করত ধ্যানাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখরূপচন্দ্রে নিজ নেত্রসমূহকে চকোরের ন্যায় করিলেন। ৩৬

কদাচিদাদর্শতলে যুগপচ্ছাত্মনো মুখম্।
মুখং তথৈবাপর্ণায়া বীক্ষাঞ্চক্রে বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৮
কদাচিন্মৃগনাভীনাং বিলেপৈর্গন্ধপত্রকম্ ॥
তস্যা ঘনস্তনযুগে বিলিলেখ স্মরান্তকঃ ॥ ৩৯
গন্ধসারবিলেপেন তিলকাত্মম্বিকাতনৌ।
ললাটে চাকরোচ্চারু চন্দ্রবদ্‌ঘনসন্ধিষু ॥ ৪০
উমানির্যাসসংসক্তকেশপাশেষু চিত্রকম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমস্য বিলেপনৈঃ ॥ ৪১
চকার যেন তস্যাস্তু কেশপাশো ব্যরাজত।
নর্ত্তনায়াবতীর্ণস্য শিখিপুচ্ছস্য সাম্যধৃক্ ॥ ৪২
জাম্বুনদময়াঞ্ছুদ্ধান্ কুণ্ডলাদ্যান্ মনোহরান্।
অলঙ্কারানুমাদেহে সমাকার্যীদ্বৃষধ্বজঃ ॥ ৪৩
তৈর্জাম্বুনদসম্ভূতৈর্যোজিতৈর্গিরিজাতনুঃ।
বিভাতি জলদাপূর্ণে কালিকেব তড়িদ্‌গণৈঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বৈর্দিব্যৈরলঙ্কারৈর্নানারত্নৈঃ সদংশুকৈঃ।
সম্পূর্ণমণ্ডিতা কালী সাদৃশ্যং প্রকৃতের্দধৌ ॥ ৪৫
এবং সদা সানুরাগস্তস্যাং শম্ভুর্জগৎপতিঃ।
জগদ্ধিতায় চিক্রীড় কাল্যা দয়িতয়া সহ ॥ ৪৬
কালী চ জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী।
যোগনিদ্রা জগদ্বুদ্ধির্বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাখিলা ॥ ৪৭

গিরিজার প্রতি শঙ্কর অনুরাগবশতঃ কোন সময়ে পুষ্প আহরণ করত অত্যন্ত মনোহর সর্ব্বাঙ্গে দান করিবার উপযুক্ত মালা রচনা করেন। ৩৭

কোন সময়ে বৃষধ্বজ আদর্শতলে এক সময়ে নিজ মুখ ও অপর্ণার মুখ একত্র দর্শন করেন। ৩৮

কোন সময়ে স্মরান্তকারী শিব মৃগনাভির লেপনের দ্বারা গন্ধযুক্ত পত্রাবলী পার্ব্বতীর নিবিড় স্তনযুগে অঙ্কিত করেন। ৩৯

তাঁহার ললাটে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করত মনোহর চন্দ্রের ন্যায় তিলক অঙ্কিত করিলেন। ৪০

নিবিড় সন্ধিস্থলে নির্যাস-সংসক্ত কেশপাশে চন্দন, অগুরু এবং কস্তুরী দ্বারা নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিলেন। ৪১

তাহাতে উমার কেশপাশ অত্যন্ত মনোহর শোভাযুক্ত হইল। কখন তিনি নর্ত্তনের নিমিত্ত বিকীর্ণ অথচ সমান শিখিপুচ্ছ ধারণ করিলেন। ৪২

বৃষধ্বজ উমার অঙ্গে সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট এবং মনোহর অলঙ্কার সমস্ত অর্পণ করিলেন। ৪৩

সেই সুবর্ণময় অঙ্গস্থিত অলঙ্কার সমূহে, গিরিজার অঙ্গ—নিবিড় মেঘরাশিতে তড়িন্মালার অবস্থানে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইল। ৪৪

নানারত্নময় দিব্য অলঙ্কারে এবং মনোহর বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ ভূষিতা কালী প্রকৃতির সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ৪৫

এইরূপ সর্ব্বদা কালীতে অনুরক্ত জগৎপতি শম্ভু, জগতের হিতের নিমিত্ত, দয়িতা কালিকার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪৬

প্রকৃতিঃ পরমা মূর্ত্তিঃ সর্গান্তস্থিতিকারিণী ॥ ৪৮
সম্মোহ্য শঙ্করং যত্নাজ্ জগতাঞ্চ হিতৈষিণী।
রেমে তেন সমং দেবী চন্দ্রিকেব সুধাংশুনা ॥ ৪৯
অথৈকদা স্মরহরঃ কৈলাসাগ্রে সহোময়া।
রমমাণো মুদা যুক্তো দদৃশেঽপ্সরসঃ শুভাঃ ॥ ৫০
রূপযৌবনসম্পন্নাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
তাসাং মধ্যগতা বেশ্যা উর্ব্বশী চ মনোহরা ॥ ৫১
তাঃ সর্ব্বা রক্তগৌরাঙ্গ্যঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
মুনীনাঞ্চ মনোহত্যর্থং শক্তা মোহয়িতুং হঠাৎ ॥ ৫২
তাঃ প্রণম্য হরং দৃষ্ট্বা গিরিজাঞ্চ মনোরমাম্।
অগ্রে প্রাঞ্জলয়স্তস্থু-স্তদ্ভীতিনতমস্তকাঃ ॥ ৫৩
অথ প্রাহ তদা ভর্গঃ পার্ব্বতীমিদমদ্ভুতম্।
তাসাং সমক্ষং তস্যাস্তু ভাষিতুং স্যাদ্যদপ্রিয়ম্ ॥ ৫৪
কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্ব্বশ্যাদ্যপ্সরোগণৈঃ।
ত্বয়েহ স্ত্রীস্বভাবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৫৫
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যথাযোগ্যঞ্চ সোর্ব্বশী।
অপ্সরসঃ সমাভাষ্য বিসৃষ্টা গিরিজা তয়া ॥ ৫৬
অথ সা ক্রোধবশগা পার্ব্বতী ভর্গভাষিতাৎ।
কালী ভিন্নাঞ্জনশ্যামেত্যুদিতা হ্যভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৫৭

জগন্মাতা জগৎ-স্বরূপা মহামায়া যোগনিদ্রা জগতের ভূতি-স্বরূপা বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপা পরমা মূর্ত্তি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী প্রকৃতি কালী জগতের হিতাভিলাষে যত্নবশতঃ হরকে মোহিত করিয়া সুধাংশুর সহিত চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪৭-৪৯

অনন্তর, এক সময়ে স্মরহর, উমার সহিত কৈলাস পর্ব্বতের অগ্রভাগে আনন্দিত-চিত্তে ক্রীড়া করিতেছেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। ৫০

তাহারা রূপযৌবনশালিনী সমস্ত সুলক্ষণযুক্তা; তাহাদের মধ্যে উর্ব্বশী নামে বেশ্যা অত্যন্ত মনোহরা। ৫১

অপ্সরাগণের মধ্যে সকলেই গৌরাঙ্গী সমস্ত অলঙ্কার-ভূষিতা; তাহারা মুনিদিগের অবিচলিত মনও হঠাৎ মোহিত করিতে পারে। ৫২

বেশ্যাগণ হর ও মনোরমা গিরিজাকে দেখিয়া প্রণাম করত কিছু ভয়াকুল-চিত্তে নত-মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল। ৫৩

অনন্তর ভর্গ পার্ব্বতীকে তাহাদের সমক্ষে অপ্রিয়বৎ অদ্ভুত কথা বলিলেন। ৫৪

ভিন্নাঞ্জনশ্যামলে! কালি! এই প্রদেশে তুমি স্ত্রীস্বভাব অবলম্বন করিয়া উর্ব্বশী প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ কর, এই কথা বলিলেন। ৫৫

উর্ব্বশী উপযুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরাদিগকে আহ্বান করত কালীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। ৫৬

অনন্তর পার্ব্বতী কালী ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলা, এইরূপ শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইলেন। ৫৭

সা চাপ্সরসাং পুরতো বর্ণোদ্দেশবিকত্থনম্ ।
ন সেহে মন্যুনা যুক্তা গিরিজেন্দুকলাভৃতঃ ॥ ৫৮
অথ সা রোষসংযুক্তা ত্যক্ত্বা বৃষভবাহনম্ ।
অপহ্নুতে শৈলসানৌ রোষাপহ্নুতিমাগতা ॥ ৫৯
মার্গমাণোঽথ বিরহব্যাকুলো বৃষবাহনঃ ।
নাসসাদ কিয়ৎকালং পার্ব্বতীং পর্ব্বতোত্তমে ॥ ৬০
বিরহব্যাকুলং জ্ঞাত্বা স্বয়ং সা পার্ব্বতী হরম্ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস গিরিসানাপবহ্নুতে ॥ ৬১
তামাসাদ্য ততঃ শম্ভুঃ কিমর্থমভজঃ প্রিয়ে ।
মানং মনোনুদং দেবি বিশীর্ণ ইব চাব্রবীৎ ॥ ৬২
ভর্ত্তৃরাগঃ পুরস্ত্রীণাং মানগ্রহণকারণম্ ।
তদ্বিনা গ্রহণাত্তস্য ভীরু প্রাপ্নোতি বাচ্যতাম্ ॥ ৬৩
তস্মাৎ কিমর্থমকরো রোষং ত্বং জলজাননে ।
তদাচক্ষ্ব দ্রুতং কান্তে মনো মে ন প্রসীদতি ॥ ৬৪
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করো দেবীং তামালিঙ্গিতুমুদ্যতঃ ।
কালী তং বারয়ামাস বচনং চাব্রবীদিদম্ ॥ ৬৫
ন দৃষ্টপূর্ব্বা কিমহং যেন ভিন্নাঞ্জনোপমা ।
ক্রিয়তে ময়ি ভূতেশ ভবতাপ্সরসাং পুরঃ ॥ ৬৬
জাতিহীনং বৃত্তিহীনং রূপহীনমদক্ষিণম্ ।
হীনাঙ্গমতিরিক্তাঙ্গং তেন দোষেণ নাক্ষিপেৎ ॥ ৬৭

গিরিজা অপ্সরাদিগের সমক্ষে শশিশেখরের ব্যাজ নিন্দায় ক্রোধান্বিতা হইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। ৫৮

তাহার পর পার্ব্বতী রোষপরবশা হইয়া বৃষভবাহনকে পরিত্যাগ করত শৈলশিখরে গুপ্তা হইয়া প্রকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯

অনন্তর বৃষধ্বজ, বিরহব্যাকুল হইয়া পার্ব্বতীকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল অন্বেষণ করত সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তাঁহাকে পাইলেন না। ৬০

তাহার পর পার্ব্বতী হরকে ব্যাকুল জানিতে পারিয়া সেই সুগুপ্ত গিরি-সানুতে স্বয়ং দর্শন দিলেন। ৬১

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শম্ভু, বিশীর্ণের ন্যায় বলিলেন, প্রিয়ে! মনের মলিনতারূপ মান করিয়াছ কেন? ৬২

স্বামীর অপরাধই স্ত্রীদিগের মানের কারণ; কিন্তু সেই অপরাধ না করি-লেও অপরাধ মনে করিয়া ভীরু ব্যক্তিকে কটূ উক্তি শ্রবণ করিতে হয়। ৬৩

এক্ষণে অয়ি কমলাননে! তুমি কিজন্য রাগ করিয়াছ? কান্তে! তুমি শীঘ্র বল, না হইলে আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না। ৬৪

এই বলিয়া শঙ্কর দেবীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কালী তাঁহাকে বারণ করিয়া এই কথা বলিলেন। ৬৫

হে ভূতেশ! আপনি কি পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই যে, অপ্সরাদের সমক্ষে আমাকে অঞ্জন-সদৃশ বলিয়া উপহাস করিলেন। ৬৬

জাতিহীন, বিত্তহীন, রূপহীন, অনুদার, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ এই সমস্ত দোষ কীর্ত্তন করা উচিত নহে। ৬৭

ইতি ব্রহ্মা পুরা প্রাহ বেদোঘার্থাবনিশ্চয়ম্।
তঞ্চাবমত্য ভবতা পরিহাসোঽভ্যভায্যত ॥ ৬৮
যাবন্ন মে শরীরস্য ভবিত্রী স্বর্ণগৌরতা।
ন সমেষ্যে ত্বয়া তাবদিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৯
শরীরগৌরতাং শম্ভো ন সমেষ্যে ত্বয়া বিনা।
তত্র মে শৃণু সন্ধায় আত্মনঃ শিরসা শপে ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা স তদা দেবী তস্যৈব পুরতো যযৌ।
মহাকোষীপ্রপাতাখ্যং হিমবৎসানুমুত্তমম্ ॥ ৭১
মহাদেবোঽপি তং ভাব্যং জ্ঞানেন কৃতনিশ্চয়ম্।
অর্থং জ্ঞাত্বা তদাপর্ণাং সর্ব্বজ্ঞো নাপ্যবারয়ৎ ॥ ৭২
সা গত্বা পূর্ব্ববত্তত্র শম্ভুসঙ্গতমানসা।
শতমারাধয়ামাস বর্ষাণি বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭৩
একং পাদং সমুৎক্ষিপ্য বামেনাক্রম্য সা ক্ষিতিম্।
উত্তরাভিমুখী ভূত্বা নিরাহারা নিরন্তরম্ ॥ ৭৪
বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসনা সোর্দ্ধমূর্দ্ধাননা সতী।
জ্যোতির্ম্ময়ং পরং শান্তং শিবং শিবকরং বরম্।
আত্মস্বরূপতত্ত্বজ্ঞা তত্ত্বেনারাধয়দ্ধরম্ ॥ ৭৫
তাং চিন্তয়ন্তীং পরমন্নিশ্চলাং তত্ত্বমানসাম্।
মেনে মুনিগণঃ স্থাণুর্যো ন জানাতি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৬
এবং তস্যাস্তপস্যন্ত্যা জগ্মুর্বর্ষাণি বৈ শতম্।
অন্যেষাঞ্চ যথা শশ্বদেকং নৃপতিসত্তম ॥ ৭৭

এইটি ব্রহ্মা পূর্ব্বে বেদসমূহে নিশ্চয় করিয়াছেন; তাহা অবজ্ঞা করিয়া আপনি পূর্ব্বোক্তরূপে পরিহাস করিয়াছেন। ৬৮

অতএব আমি সত্য বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমার শরীর স্বর্ণের ন্যায় গৌর না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনার সহিত সম্ভোগাদি করিব না। ৬৯

হে শম্ভো! তোমা ভিন্ন শরীরের গৌরতাকে প্রাপ্ত হইব না, তাহার সন্ধান শ্রবণ করুন, আমি শিরে হস্ত দিয়া শপথ করিতেছি। ৭০

এই কথা বলিয়া কালী শিবের সমক্ষেই মহাকোষী-প্রপাত নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন। ৭১

সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবও ভাবী বিষয় জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পত্নীর গমনে প্রতিরোধ করিলেন না। ৭২

কালী গমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শম্ভুতে মনোভিনিবেশ করত শত বর্ষ পর্য্যন্ত বৃষধ্বজের আরাধনা করিলেন। ৭৩

এক পদ উত্তোলন করিয়া বামপদের দ্বারা ক্ষিতিতে অবস্থান করিলেন এবং উত্তরাভিমুখে অনশনে নিরন্তর ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া উর্দ্ধমুখে জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ শান্ত, মঙ্গল-জনক শিবকে আত্ম-স্বরূপ তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্বের দ্বারা আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৪-৭৫

নিশ্চলশরীরে, নিশ্চলমনে, পরমপদার্থের চিন্তায় আসক্তা কালীকে মুনি-গণমধ্যে যাহারা না জানিত, তাহারা শাখা-পল্লবাদিশূন্য বৃক্ষ বলিয়া মনে করিল। ৭৬

ততস্তাং শতবর্ষান্তে শঙ্করো যোগতৎপরঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস ক্রমাদেকং স সত্রপম্ ॥ ৭৮
প্রথমং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণঞ্চ হরিং ততঃ।
ততস্তু শাম্ভবং দেহং ততস্তেষামথৈকতাম্ ॥ ৭৯
জ্যোতির্ম্ময়ত্বং শুদ্ধত্বং সর্ব্বেষাং হেতুতাং তথা ॥ ৮০
ততস্তু শম্ভুরূপং স দর্শয়ামাস শঙ্করঃ।
যোগনিদ্রাং মহামায়াং যোগিনীং কালিকাম্বিকাম্ ॥ ৮১
প্রথমং দর্শয়িত্বা তু তস্যাঃ প্রকৃতিরূপতাম্।
পশ্চাৎ সা পার্ব্বতীত্যেব ক্রমাত্তস্যা অদর্শয়ৎ ॥ ৮২
তপসা সম্ভৃতেনাশু জ্ঞানমাসাদ্য পার্ব্বতী।
অন্তর্দৃষ্ট্যা বহির্দৃষ্ট্যা তত্ত্বং জ্ঞাত্বা যথাতথম্ ॥ ৮৩
শম্ভুং জগন্ময়ং মেনে তথাত্মানং জগন্ময়ীম্।
ব্রহ্মা-বিষ্ণুর্হরশ্চাপি ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৮৪
অহং সমস্তপ্রকৃতির্যোগনিদ্রা তথা সতী।
ইতি ধ্যানেন সা দেবী প্রাপ্য ধ্যানং তদাত্যজৎ।
উন্মীল্য নয়নদ্বন্দ্বং বহিঃ শম্ভুং দদর্শ চ ॥ ৮৫
সা দৃষ্ট্বা শঙ্করং দেবং দেবদেবমুমাপতিম্।
তুষ্টাব বাগ্ভিরিষ্টাভির্যমিনং যোগতৎপরম্ ॥ ৮৬

পার্ব্বত্যুবাচ—

নমস্তে জগতাং নাথ নমস্তে কেশবাব্যয়।
প্রধানপুরুষাতীত কারণত্রয়কারণ ॥ ৮৭

নৃপসত্তম! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে এক শত বৎসর অন্তের এক বৎসরের ন্যায় অতীত হইল। ৭৭

শত বৎসর পরে যোগতৎপর শঙ্কর কালীকে সলজ্জ হইয়া ক্রমে দর্শন দিলেন। প্রথম ব্রহ্মারূপে, তাহার পর হরিরূপে, তৎপরে শম্ভুরূপে, অনন্তর এই সমস্তের একতারূপে দর্শন দিলেন। ৭৮-৭৯

সেই রূপ—জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ এবং সকলের হেতুভূত। তাহার পর শঙ্কর, পুনর্ব্বার শম্ভুরূপ দর্শন করাইলেন। ৮০

যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী কালিকাত্মিকা এইরূপ তাঁহাকে প্রথম দর্শন করাইয়া পরে কালীর প্রকৃতিরূপে দর্শন করাইলেন; তাহার পর পার্ব্বতীকে ক্রমে এইরূপ কালীকে দর্শন করাইলেন। ৮১-৮২

পার্ব্বতী, তপঃসম্ভূত জ্ঞানের দ্বারা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দ্বারা সমস্তের যাথার্থ্য জানিতে পারিলেন। ৮৩

শম্ভুকে জগন্ময় বিবেচনা করিলেন, আপনাকে জগন্ময়ী বলিয়া জানিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ও শম্ভু এই সমস্তই এক শম্ভুর স্বরূপ। ৮৪

আমিই যোগনিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি-স্বরূপা। দেবী ধ্যানে এই বিষয় জানিয়া সেই সময়ে ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরেও শম্ভুকে দেখিতে পাইলেন। ৮৫

দেবী, উমাপতি জিতেন্দ্রিয় যোগতৎপর শঙ্করকে দেখিয়া অভিলষিত বাক্য দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৬

যোগমোহমনোরাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মময়স্তথা।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপস্য শাম্ভবঃ কায় এষ তে ॥ ৮৮
ত্বং নিঃশ্রেয়ঃ শ্রেয়সা যুজ্যমানো
দৃশ্যোঽদৃশ্যো যোগমূর্ত্তির্মনাস্বী।
সম্যক্ শ্রদ্ধা পৌরুষে তত্ত্বরূপং
ত্বং বৈ জ্যোতিঃ শান্তিরূপং পুরস্তাৎ ॥ ৮৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্ত্বং হরস্ত্বং মহেন্দ্রঃ
সূর্য্যঃ সোমো বায়ুরগ্নির্ধনেশঃ।
ত্বং তোয়েশঃ শমনো রাক্ষসশ্চ
শেষস্ত্বত্তো ভিদ্যতে কোঽপি নাস্মিন্ ॥ ৯০
ত্বং ভূমির্দ্যৌর্হ্যসদাং চাপি পন্থা-
স্ত্বং স্থাবরো জঙ্গমো ভূর্বলস্থঃ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ধ্যানগম্যঞ্চ তত্ত্বং
পরাৎপরং ব্যক্তরূপং পরেষাম্ ॥ ৯১
ত্বং পুরুষঃ পরমাত্মা প্রধানং
ত্বং হি জ্যায়ানাগমো জ্ঞানগম্যঃ।
ভাবঃ কৃত্যং পঞ্চরূপী সমস্তৈ-
রাসাদ্যস্তে গোচরাস্তদ্ভবায় ॥ ৯২
কীর্ত্তিঃ কার্য্যঃ স্তুতরূপী স্তুতিশ্চ
দ্রষ্টা দৃশ্যঃ স্থৈর্য্যধৃক্ স্থাবরশ্চ।
নিত্যোঽনিত্যো মুক্তযোগো বিয়োগে
দানাদানে ভেদসামপ্রয়োগঃ ॥ ৯৩

পার্ব্বতী বলিলেন, হে জগন্নাথ! তুমি কেশব, অচ্যুত ও প্রধান পুরুষ অতীতকারণ কারণত্রয়স্বরূপ শম্ভু, তোমাকে প্রণাম করি। ৮৭

শম্ভু! যোগ, মোহ, মনোরাগ, ধর্ম্মাধর্ম্মময় বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি তোমার শরীরের স্বরূপ। ৮৮

তুমি নিঃশ্রেয়স-শ্রেয়োযুক্ত দৃশ্য-অদৃশ্য এবং মানসিক যোগমূর্ত্তি; তুমি শ্রদ্ধারূপ পৌরুষ বিষয়ে তত্ত্বস্বরূপ; তুমি জ্যোতিঃ এবং শান্তি-স্বরূপ। ৮৯

তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-বাসব-স্বরূপ এবং তুমি আদিত্য, বায়ু, অগ্নি, কুবের; তুমি বরুণ, তুমি শমন ও রাক্ষসেশ্বর তুমি শেষ-স্বরূপ; এই জগতে তোমা ভিন্ন কেহই নাই। ৯০

তুমি ভূমি, আকাশ, জল এবং পথ; তুমি স্থাবর, জঙ্গম ও ভূতল; তুমি জ্ঞান, জ্ঞেয়, ধ্যানগম্য এবং পরাপর তত্ত্বস্বরূপ ও শত্রুদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তরূপ। ৯১

তুমি পুরুষ, পরমাত্মা এবং প্রধান রূপ; তুমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানগম্য আগম স্বরূপ; তুমি ভাব ও করণীয় বিষয় এবং পঞ্চরূপী, সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষরূপে তোমার রূপ দেখিতে পায়। ৯২

তুমি কীর্ত্তি, কার্য্য, স্তব-বিষয়, স্তুতি, দ্রষ্টা, দৃশ্য, স্থৈর্য্যশীল এবং ভাবনা-যোগ্য; তুমি নিত্য, অনিত্য, নিত্য-যোগ, বিয়োগ, হীন হইতেও হীন, ভেদ ও সামের প্রয়োগ স্বরূপ। ৯৩

নীতির্নেয়ো দীক্ষিতো দক্ষিণাশ্চ
সারাৎ সারং সংবিধাতা বিধেয়ঃ।
আর্য্যোঽনার্য্যো রূপধৃগ্রূপহীনো
দিব্যো দেবো মানুষোঽমানুষশ্চ ॥ ৯৪
সৃজ্যঃ স্রষ্টা পালকঃ পাল্যরূপ-
শ্চেতা চেয়ো নোর্ম্মিযুক্তস্তথোর্ম্মিঃ।
বিদ্যাবিদ্যাবেদবাদৈকরূপো
রূপারূপস্তীক্ষ্ণসৌম্যৈকরূপঃ ॥ ৯৫
ভাবাভাবঃ শোভনঃ শুদ্ধরূপী
শশ্বদ্দান্তঃ শান্তিরুগ্রা মুনীনাম্।
দ্বন্দ্বোঽদ্বন্দ্বঃ সর্ব্বগোঽসর্ব্বগশ্চ
ভ্রান্তোঽভ্রান্তঃ সিদ্ধসিদ্ধিপ্রদশ্চ ॥ ৯৬
একস্থস্ত্বং সর্ব্বগোপ্তা সুদেহো
নির্দ্দেহস্ত্বং দেহ একঃ সুরাণাম্।
স্থূলঃ সূক্ষ্মো নির্ব্বিকারঃ শরীরী
বিশ্বাত্মা ত্বং নাস্তি ভিন্নো ভবত্তঃ ॥ ৯৭
কার্য্যাকার্য্যে যস্য রূপে সমস্তে
ব্যাপ্যাব্যাপ্যে ভাগহীনোঽতিপূর্ণঃ।
যোগজ্ঞানস্থাত্মকং যস্য নিত্যং
রূপং যস্য শ্রীদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ৯৮
প্রধানপুংসোরপি যো বিধাতা
যঃ কালরূপী পুরুষঃ পরেশঃ।
তমীশমুগ্রং বরদং বরেণ্যং
নমামি চিন্নীতিবিতানকং ত্বাম্ ॥ ৯৯

তুমি নীতি, নয়, উদার, সার ও অসার; তুমি বিধানকর্ত্তা ও বিধেয়; আর্য্য-অনার্য্য, রূপহীন স্বরূপ, মনুষ্য ও অমনুষ্য। ৯৪

তুমি মৃত্যু, স্রষ্টা, পালক, পাল্যরূপ, চিত্ত-স্বরূপ, চেতনোর্ম্মিযুক্ত, উর্ম্মি, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং বেদবাক্যস্বরূপ; তুমি রূপ, অরূপ, তীক্ষ্ণরূপ এবং সৌম্য-রূপ। ৯৫

তুমি ভাব, অভাব, শোভাশালী, শুদ্ধরূপী, নিরন্তর শান্ত এবং মুনিদিগের উগ্রা শান্তি। তুমি দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্ব, সর্ব্বগ ও অসর্ব্বগত; তুমি ভ্রান্ত, অভ্রান্ত, সিদ্ধ ও সিদ্ধপ্রদ। ৯৬

তুমি একস্থ, সর্ব্বলোক-প্রাপ্ত-দেহ, দেহশূন্য এবং একদেহ। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিকার এবং শরীরী ও বিশ্বাত্মা; তুমি নাস্তিবাদ শূন্য। ৯৭

যাঁহার রূপ কার্য্য ও অকার্য্য সমস্ত ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত ভাগহীন অতি পূর্ণ, যিনি নিত্য স্থানাভিলাষীর যোগ জ্ঞান, যাঁহার শ্রীপদ নিত্য-রূপ, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৯৮

যিনি প্রধান পুরুষেরও বিধাতা, যিনি কালরূপী এবং প্রধান পুরুষ; সেই উগ্র প্রভাশালী, বরপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ, চিত্ত-নীতির বিতান স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ৯৯

অক্ষয়ো যোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রধৃগ্বরঃ।
তস্মৈ নমস্তে বিশ্বাত্মন্ বৃষধ্বজ মহেশ্বর ॥ ১০০
জ্ঞানামৃতবিনিস্যন্দি যস্য চিচ্চন্দ্রমাঃ সদা।
তদ্রূপমেকং যং জ্ঞেয়ং ভক্তিমাত্রং নমোঽস্তু তে ॥ ১০১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।
প্রসন্নবদনঃ প্রাহ পার্ব্বতীং প্রতিহর্ষয়ন্ ॥ ১০২

ঈশ্বর উবাচ—

প্রীতোঽস্মি দেবি ভদ্রং তে বরং বরয় বাঞ্ছিতম্।
তপসাপ্যায়িতশ্চাহং ত্বয়া ব্রহ্মা তথা হরিঃ ॥ ১০৩
তপসা ত্বৎসমো নাস্তি শীলেন চ গুণেন চ।
ত্বাং বিনা ন হি তৃপ্যামি প্রিয়ে কুরু যথেপ্সিতম্ ॥ ১০৪
ততঃ সা মোহিতা প্রাহ মায়য়া হিমবৎসুতা।
জাম্বুনদাভগৌরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্ ॥ ১০৫
অনন্যকান্তস্ত্বঞ্চাপি ভূয়া মত্তো বিনা হর ॥ ১০৬
এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা পার্ব্বতীং ততঃ।
আকাশগঙ্গাতোয়ৌঘে মজ্জয়ামাস ভামিনীম্ ॥ ১০৭
সা নিমজ্জ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যুদ্‌গৌরী ব্যজায়ত।
সিতাম্ভোমধ্যগা দেবী শারদাভ্রে তড়িদ্‌যথা ॥ ১০৮

হে বিশ্বাত্মন্! বৃষধ্বজ! মহেশ্বর! যিনি অক্ষয়, অব্যয়, সকল কার্য্যের সাক্ষি-স্বরূপ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রধারী, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। ১০০

যাঁহার চিত্তরূপ চন্দ্রমা, জ্ঞানরূপ-অমৃত-নিস্যন্দী, সেইরূপ আমি কেবল ভক্তিতে কিরূপে জানিতে পারিব? তথাপি তাঁহাকে কর-জোড়ে প্রণিপাত করি। ১০১

ঔর্ব্ব বলিলেন, সর্ব্বভূতানুকম্পন মহাদেব এইরূপ স্তুত হইয়া প্রফুল্ল বদনে পার্ব্বতীর সন্তোষসাধন করিয়া বলিলেন, দেবি! তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর প্রার্থনা কর; তোমার তপঃপ্রভাবে আমি, ব্রহ্মা ও হরি সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছি। ১০২-১০৩

তপস্যাশীল এবং সচ্চরিত্র তোমার সমান কেহই নাই। প্রিয়ে! তোমা ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, তোমার যাহা ইচ্ছা, কর। ১০৪

তাহার পর হিমালয়-সুতা মায়াতে মোহিত হইয়া বলিলেন, সম্প্রতি আমার শরীর সুবর্ণ সদৃশ গৌর হউক এবং হে শম্ভো! আপনিও আমা ভিন্ন অন্য কান্তাতে অভিলাষী হইতে পারিবেন না। ১০৫-১০৬

পার্ব্বতী এই কথা বলিলে মহাদেব, পার্ব্বতীকে আকাশগঙ্গার তোয়সমূহে স্নান করাইলেন। ১০৭

তাহার পর সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণা গিরিজা বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা হইলেন, শুভ্র সলিলে অবস্থিতি সময়ে দেবী শরৎকালীন মেঘে তড়িন্মালার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ১০৮

শম্ভুশ্চাঙ্গীচকারাণ্ড নাহং ত্বত্তো বিনা প্রিয়ে।
মনসাপি গ্রহীষ্যামি নান্যাং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ১০৯

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ তোয়াৎ সমুত্তীর্ণা পার্ব্বতী মোদসংযুতা।
তপঃক্লেশপরিত্যক্তা চন্দ্রিকেব বিধোর্যথা ॥ ১১০
অথ তাং পার্ব্বতীং দেবীমাদায় বৃষভধ্বজঃ।
জগাম শৈলং কৈলাসং স্বমাশ্রমপদং লঘু ॥ ১১১
তদা গত্বা হরো দেবীমধিবাস্য বিভূষ্য চ।
পূর্ব্ববন্মোদয়ামাস নর্ম্মহাসকথাদিভিঃ ॥ ১১২
সাপি সৌবর্ণগৌরাঙ্গী বীক্ষ্য রূপং মনোহরম্।
গৃহীতসময়ং শম্ভুং প্রাপ্যাতীব মুমোদ হ ॥ ১১৩
এবং তয়োস্তু শিবয়োরন্যোন্যরমমাণয়োঃ।
জগাম সুচিরং কালং কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥ ১১৪
অথৈকদা মহাদেবসমীপে হিমবৎসুতা।
আসীনা দদৃশে তস্য স্বাং ছায়ামুরসি স্থিতাম্ ॥ ১১৫
স্ফটিকাভ্রসমে স্বচ্ছে হৃদি শম্ভোর্মনোহরে।
যোগিজ্ঞানাদর্শতলে চার্ব্বঙ্গীং প্রতিবিম্বিতাম্ ॥ ১১৬
আত্মচ্ছায়াং গিরিসুতা বামভাগে মনোহরে।
দদর্শ বনিতারূপাং স্মিতবক্ত্রাং মনোহরাম্ ॥ ১১৭

তৎপরে শম্ভু অঙ্গীকার করিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে মনের দ্বারাও গ্রহণ করিব না। ১০৯

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর পার্ব্বতী তোয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার তপঃক্লেশ পরিত্যক্ত হইল। ১১০

অনন্তর বৃষধ্বজ দেবী পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় আশ্রম কৈলাস পর্ব্বতে শীঘ্র গমন করিলেন। ১১১

কৈলাসে গমন করিয়া হর, দেবীকে বিবিধ বসন ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যজনক বিবিধ বাক্যদ্বারা আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ১১২

সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী গিরিজাও স্বকীয় মনোহর রূপ দর্শন করত এবং সময়ানুসারে শম্ভুকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। ১১৩

এইরূপ শিব ও গৌরী, পরস্পরে ক্রীড়াতে আসক্ত হইলে, কিয়ৎকাল কৈলাস পর্ব্বতেই অতীত হইল। ১১৪

অনন্তর একদিন হিমালয়সুতা মহাদেবসমীপে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ছায়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে। ১১৫

গিরিজা—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মনোহর, যোগিগণের জ্ঞানের আদর্শস্থল শম্ভুর বক্ষঃস্থলে পতিত বামভাগে প্রতিবিম্বিতা মনোহরাঙ্গী ছায়াকে হাস্যযুক্ত মনোহরবদনা বনিতার স্বরূপ দর্শন করিলেন। ১১৬

তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রমবশতঃ ছায়াতে বনিতাজ্ঞান এই বুদ্ধি হইল,—গিরিশ

ভ্রান্ত্যা দৃষ্ট্যাথ পার্ব্বত্যাস্তদা জ্ঞানমজায়ত।
কৃতসত্যোঽপি গিরিশঃ কিমন্যাং বনিতাং দধৌ ॥ ১১৮
মায়য়া স্থাপিতাং গাত্রে বীক্ষন্তীং কুটিলঞ্চ মাম্।
ইতি তস্যাস্তদা বক্ত্রং মলিনং ভ্রুকুটীযুতম্।
বভূব বৃষকেতুশ্চ শ্যাম উৎপাতকো যথা ॥ ১১৯
সা দৃষ্ট্বাথ তদা ছায়াং বিষ্ণুমায়া-বিমোহিতা।
অপহ্নুতং গিরেঃ শৃঙ্গং মানাদ্রোষাদ্বিবেশ হ ॥ ১২০
অথ তাং মার্গমাণস্তু শঙ্করো বিরহাকুলঃ।
চিরাদপহ্নুতাং দেবীমাসসাদ ততো হরঃ ॥ ১২১
তামাসাদ্য মহাদেবো বিবর্ণবদনাং প্রিয়াম্।
উবাচ রোষণে হেতুং জ্ঞাতুমিচ্ছুর্যথাতথম্ ॥ ১২২

ঈশ্বর উবাচ—

কিমর্থন্ত্বং বরারোহে মহ্যং কুপ্যসি কোপনে।
রোষহেতুমহং বক্তুং তবেচ্ছামীহ বল্লভে ॥ ১২৩
ন তুভ্যমপরাধ্যামি বাচা বা মনসাথবা।
কায়েন বা কথং কোপং কর্ত্তুমর্হসি ভামিনি ॥ ১২৪

দেব্যুবাচ—

সময়েন ময়া পূর্ব্বং তথা সম্প্রার্থিতো ভবান্।
কথং তং পরিহায় ত্বমন্যাং ভার্য্যাং সমীহসে ॥ ১২৫
প্রত্যক্ষেণ ময়া দৃষ্টা তব হৃদন্তরে হর।
চার্ব্বঙ্গী বনিতা কাচিত্তোয়নির্ঘাতভস্মনি ॥ ১২৬

সত্য করিয়াও পুনর্ব্বার মায়াদ্বারা শরীরে স্থাপিতা কুটিলা এবং চঞ্চলা অন্যস্ত্রী গ্রহণ করিলেন ? ১১৭-১১৮

এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হইল ; মহাদেবও সেই সত্যভঙ্গপাতকেই যেন শ্যামরূপ হইলেন। ১১৯

পার্ব্বতী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিতা হইয়া ছায়াকে দর্শন করত প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। ১২০

তৎপরে শঙ্কর বিরহাকুলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শিব, গিরিকুঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব মলিন-বদনা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের কারণ যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন। ১২১-১২২

অয়ি কোপনে! বরারোহে! তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়াছ কেন ? সেই কোপের কারণ জানিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি তোমার সমীপে বাক্য মন শরীরের দ্বারা কোন অপরাধ করি নাই ; তবে ভামিনি! কোপ করিয়াছ কেন ? ১২৩-১২৪

দেবী বলিলেন, পূর্ব্বে তপস্যাদ্বারা প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি প্রার্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যভার্য্যা গ্রহণ করিলেন ? ১২৫

ভবান্ সর্ব্বজ্ঞানময়ঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ।
তোষিতো মে তপোব্রাতৈর্ন তুষ্টস্ত্বং মহেশ্বর ॥ ১২৭
তস্মাদহং তপস্তপ্তুং শম্ভুদ্গন্তুং সমুৎসহে।
অনুজানীহি মাং শম্ভো মা বিলম্বং বৃথা কৃথাঃ ॥ ১২৮
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ স্মিতবিস্তারিতাননঃ।
শঙ্করঃ পার্ব্বতীং প্রাহ সন্দিগ্ধামিব ভামিনীম্ ॥ ১২৯

ঈশ্বর উবাচ—

নাহমন্যাং স্ত্রিয়ং বোঢ়া নাহং সময়ভেদকঃ।
তব মিথ্যামতির্জাতা মুগ্ধে মূঢ়তয়াধুনা ॥ ১৩০
ত্বমিচ্ছসি যদি শ্রোতুং তত্র হেতুঞ্চ পার্ব্বতি।
তদহং কথয়ে তত্ত্বং মানং মানিনি মা কৃথাঃ ॥ ১৩১
মম বক্ষসি বিস্তীর্ণে দর্পণস্বচ্ছভাসিনি।
তবৈব বপুষশ্ছায়া-বিম্বিতা লোকিতা ত্বয়া ॥ ১৩২
ইদানীমেব বুধ্যস্ব ত্বামৃতে নাস্তি সা ময়ি।
নাত্র মানস্ত্বয়া কার্য্যো হৃদয়ান্তরসংস্থিতে ॥ ১৩৩

দেব্যুবাচ—

ময়ি স্থিতায়াং ছায়াস্তি মামৃতে নাস্তি সা পুনঃ।
কথমেতন্ময়া জ্ঞেয়ং তন্মে বদ বৃষধ্বজ ॥ ১৩৪

হে হর! আমি প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছি, জলসেকে ভস্ম দূরীভূত হইলে বক্ষঃস্থলে মনোহরশরীরা কোন এক বনিতা অবস্থান করিতেছেন। ১২৬

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ এবং পরমেশ্বর; হে পরমেশ! তপঃসমূহে তোষিত হইয়াও কি আমার প্রতি তুষ্ট হন নাই? ১২৭

তাহা হইলে পুনর্ব্বার আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি। হে শম্ভো! আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি করুন, বৃথা বিলম্ব করিবেন না। ১২৮

এইরূপ পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যযুক্ত-বদনে শঙ্কর ভামিনী পার্ব্বতীকে স্নেহের সহিত বলিলেন। ১২৯

আমি অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করি নাই এবং আমি সত্যভ্রষ্টও হই নাই। তোমার মিথ্যা তত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে এবং তুমি মুগ্ধা হইয়াছ। ১৩০

পার্ব্বতি! তাহার কারণ, যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মানিনি! আমি বলিতেছি, তুমি মান করিও না। ১৩১

বিস্তীর্ণ এবং দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ আমার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত তোমার শরীরের ছায়াকে দেখিয়াছ। ১৩২

তাহা এখন নিশ্চয় অবধারণ কর। তোমা হইতে সে ভিন্ন নহে। অয়ি হৃদয়সংস্থিতে, গিরিজে! এই বিষয়ে মান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ১৩৩

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি থাকিলেই ছায়া আছে, অতএব ছায়া আমা হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু আপনার বক্ষঃস্থলে যে ছায়া পড়িয়াছিল ইহা কিরূপে আমি জানিতে পারিব, তাহা আপনি বলুন। ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ—

গবাক্ষাভ্যন্তরে স্থিত্বা তজ্জালেন মনোহরে।
পশ্য তোয়ৌঘনির্যাতভূতিলেপমুরো মম ॥ ১৩৫
তথা ত্বং মণ্ডিতং দেহং বীক্ষ্যাদর্শতলে পুনঃ।
মদ্বক্ষাসন্নমাসাদ্য তাদৃক্‌ছায়াং বিলোকয় ॥ ১৩৬
যথা দ্রক্ষ্যসি দেহে স্বং তং কুরু ত্বং তথা মম।
আলোকয় নিজাং ছায়াং ত্বাং বিনা নাস্তি তৎ পুনঃ ॥ ১৩৭
ত্বমেব জ্ঞাস্যসি চ্ছায়াং মদ্বক্ষসি মনোহরে।
জ্ঞাত্বা বিসৃজ্য মানন্তু মাং ত্বঞ্চাপ্যাপপৎস্যসি ॥ ১৩৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবমুক্তা হরেণাথ পার্ব্বতীন্দুকলাভৃতঃ।
তোয়ৈর্নির্দ্ধাব্য হৃদয়ং স্বাং ছায়াং পুনরৈক্ষত ॥ ১৩৯
দৃষ্ট্বাদর্শতলে বক্ত্রং নিজং দেহঞ্চ পার্ব্বতী।
আলোকয়ামাস তদা শশ্বচ্ছঙ্করবক্ষসি ॥ ১৪০
যথা সা কুরুতে দেবী কাপট্যং নেত্রবিভ্রমম্।
তথা সা কুরুতে চ্ছায়া করকম্পাদিকং তথা ॥ ১৪১
ততঃ পুনর্গবাক্ষস্য জালে স্থিত্বা হিমাদ্রিজা।
তথা ব্যালোকয়চ্ছম্ভোর্হৃদয়ং বীতভূতিকম্ ॥ ১৪২
তয়া তত্র তু পার্ব্বত্যা বৃষভধ্বজবক্ষসি।
ন কাপি দৃষ্টা বনিতা দৃষ্টং জালস্য মণ্ডলম্ ॥ ১৪৩
এবং বহুবিধৈর্দেবী তদোপায়ৈস্তথেতরৈঃ।
নির্যাতসংশয়া ভূত্বা লজ্জাং প্রাপ বরাঙ্গনা ॥ ১৪৪

ঈশ্বর বলিলেন, অয়ি মনোহরে! তুমি গবাক্ষের ভিতরে থাকিয়া বিশেষ জ্ঞানপূর্ব্বক আমার শরীরের ভূতিলেপ সলিলদ্বারা দর্শন কর এবং পুনর্ব্বার আদর্শস্থলে স্বীয় ভূষিত দেহ দর্শন কর; তাহার পর আমার হৃদয়সমীপে আসিয়া সেইরূপ ছায়া দেখ। ১৩৫-১৩৬

অয়ি মনোহরে! যেরূপ স্বীয় দেহ দেখিবে, সেই রূপ-বিশিষ্ট নিজ ছায়া আমার বক্ষে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সেই ছায়া তোমা হইতে ভিন্ন নহে। ১৩৭

সেইটি বিশেষরূপে জানিয়া মান পরিত্যাগ করত আমার প্রতি কৃপা কর! ১৩৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর চন্দ্রশেখর শিব, এই কথা বলিলে, পার্ব্বতী জল-দ্বারা হৃদয় ধৌত করিয়া স্বকীয় ছায়া দেখিলেন, পার্ব্বতী আদর্শতলে নিজ বক্ত্র ও দেহ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্করবক্ষে দেখিলেন,—যেরূপ দেবী কপট নেত্রবিভ্রম করিলেন, ছায়াও সেইরূপ করিল এবং তদীয় কর-কম্পাদির অনুকরণ করিল। ১৩৯-১৪১

তাহার পর হিমাদ্রিসুতা পুনর্ব্বার গবাক্ষ-জালসমীপে থাকিয়া ভূতিশূন্য শম্ভুর হৃদয়ে দেখিলেন, কিন্তু সেই বৃষধ্বজের বক্ষে কোন বনিতা দেখিতে পাইলেন না, কেবলমাত্র জালের মণ্ডল দেখিলেন। ১৪২-১৪৩

ভবাঙ্গনা দেবী বহুবিধ উপায় দ্বারাও দেখিতে না পাইয়া সংশয় দূরীভূত

তাং লজ্জিতাং গিরিসুতামীষদ্ভীতামধোমুখীম্ ।
শম্ভুরালিঙ্গ্য পাণিভ্যাং মুখঞ্চাস্যাশ্চুচুম্ব চ ॥ ১৪৫
স তামাহ মহাদেবো দেবীমাশ্বাসয়ন্ মুহুঃ ।
মা ব্রীড়স্ব মহাভাগে ভ্রান্তিঃ কস্য ন জায়তে ॥ ১৪৬
মানস্তুয়ি বরস্ত্রীভিঃ কার্য্যঃ প্রেমকরো যতঃ ।
ত্বয়াপি বিরলঃ কার্য্যো মানো দেবি ন সর্ব্বদা ॥ ১৪৭
ইত্যুক্তা দেবদেবেন মৈনাকসহজাম্বিকা ।
শঙ্করং প্রণয়াৎ প্রাহ সূনৃতং মধুরং বচঃ ॥ ১৪৮

দেব্যুবাচ—

যথা তবাহং সততং ছায়েবানুগতা হর ।
ভবেয়ং সাহচর্য্যেণ তথা মাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৪৯
সর্ব্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গনবিভ্রমম্ ।
অহমিচ্ছামি ভবতস্তত্ত্বঞ্চেৎ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৫০

ভগবানুবাচ—

রোচতে তন্মহ্যমপি যত্ত্বমিচ্ছসি ভামিনি ।
তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যদি শক্নোষি তৎ কুরু ॥ ১৫১
অর্দ্ধং মম গৃহীণ ত্বং শরীরস্য মনোহরে ।
অর্দ্ধং ভবতু মে নারী তথৈবার্দ্ধং পুমানিতি ॥ ১৫২
যদি ত্বং হি শক্নোষি কর্ত্তুং তদর্দ্ধমীদৃশম্ ।
তদাহং তে হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বরাননে ॥ ১৫৩

হইলে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া অধোমুখী গিরিজাকে শম্ভু বাহুদ্বারা আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিলেন। ১৪৪-১৪৫

মহাদেব, দেবীকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, অয়ি মহাভাগে। তুমি লজ্জিতা হইও না, কাহার ভ্রান্তি না আছে ? ১৪৬

এবং স্ত্রীদিগের মানও শ্রেষ্ঠকার্য্য, যেহেতু মানই সুন্দর ও প্রেমোৎপাদক। দেবি। তুমি হঠাৎ মান করিও না। ১৪৭

হে দ্বিজগণ! মহাদেব, মৈনাক-সহোদরাকে এই কথা বলিলে তিনি শঙ্করকে প্রণয়ের সহিত মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিলেন। ১৪৮

হর! যেরূপে আমি ছায়ার ন্যায় আপন অনুগতা হইয়া সহচারিণী হইতে পারি, তাহাই করুন। ১৪৯

আমি সর্ব্বদা আপনার শরীর সংস্পর্শ এবং অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে সেই সুখভাগিনী করাই আপনার উচিৎ। ১৫০

ভগবান বলিলেন, ভামিনি! যাহা তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, যদি আমাতে সেইরূপ সুখভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় আমি বলিতেছি, যদি সক্ষমা হও তবে সেই উপায় অবলম্বন কর। ১৫১

হে মনোহরে। তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার অর্দ্ধভাগ নারীরূপ হইবে এবং অর্দ্ধভাগ পুরুষ থাকিবে। ১৫২

যদি তুমিও শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৩

তবৈবার্দ্ধং তথা নারী হ্যর্দ্ধং ভবতু পুরুষঃ।
বিদ্যতে তত্র শক্তির্মে ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৫৪

দেব্যুবাচ—

তবৈবাহং হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বৃষধ্বজ।
কিং ত্বহং ত্বেকমিচ্ছামি তচ্চেত্ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ১৫৫
যদাহমর্দ্ধং ভবতো ভূত্বা তিষ্ঠামি তাবতা।
ত্যজাম্যহং যদা তেঽর্দ্ধং সম্পূর্ণং স্যাত্তদা দ্বয়ম্ ॥ ১৫৬
ইত্যর্দ্ধভাগহরণং ভবেদ্‌যদি যথেপ্সিতম্।
তবৈবাহং তদা শম্ভো শরীরার্দ্ধং হরাম্যহম্ ॥ ১৫৭

ঈশ্বর উবাচ—

এবমস্তু ভবেন্নিত্যং যথার্দ্ধং হর্ত্তুমর্হসি।
শরীরস্যার্দ্ধহরণং ভূয়স্তব যথেপ্সিতম্ ॥ ১৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ গৌরী তদা পূর্ব্বমনুভূতং তপঃস্থিতৌ।
যোগনিদ্রাস্বরূপং তদাত্মনোঽচিন্তয়দ্ধিয়া ॥ ১৫৯
হরং প্রণম্য প্রথমং ব্রহ্মাণঞ্চ ততঃ পরম্।
ততস্ত্রিজগতামীশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৬০
চিন্তয়িত্বা তদা তেষামেকতাং সা জগন্ময়ী।
আত্মানং যোগনিদ্রাঞ্চ চিন্তয়িত্বা তপস্বিনী ॥ ১৬১
দক্ষিণে স্বশরীরস্য ভাগার্দ্ধং শশভৃদ্‌ভৃতঃ।
শরীরস্য তদা বামমতিপ্রেম্না নিজং হরে ॥ ১৬২

তাহা হইলে তোমারই দেহের অর্দ্ধভাগ পুরুষ হউক, অর্দ্ধভাগ নারীরূপই থাকিবে—তোমার সেই শরীরার্দ্ধ পুরুষরূপে আমার শক্তিই থাকিবে। তবে সে বিষয়ে আমাকে অনুমতি কর। ১৫৪

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ আমিই আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। হে হর! আমি এক অভিলাষ করি, কিন্তু তাহা আপনার অভিলষিত হইলে হয়। ১৫৫

আমি আপনার অর্দ্ধদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে সময়ে সেই দেহার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। ১৫৬

এইরূপে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করা যদি অভিমত হয় তবে আমি আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৭

ঈশ্বর বলিলেন, এইরূপই তোমার ইপ্সিত বিষয়, ইহা নিশ্চয় সম্পূর্ণ হইবে, অতএব শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করাই তোমার কর্ত্তব্য। ১৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর গৌরী পূর্ব্বানুভূত তপস্যা সময়ে স্বীয় যোগনিদ্রা-স্বরূপ চিন্তা করিলেন। ১৫৯

প্রথমতঃ হরকে প্রণাম করিয়া তৎপরে ব্রহ্মা ও জগৎপ্রভু নারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং জগন্ময়ী তাঁহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাস্বরূপ চিন্তা

হরোঽপি স্বশরীরার্দ্ধং গৌরীকায়ে তদা স্বয়ম্।
প্রেম্ণা ন্যবেশয়ত্তস্যাশ্চিকীর্ষুঃ প্রিয়মদ্ভুতম্॥ ১৬৩
অথ স্থিত্বা তদা ভর্গঃ কাল্যা সহ চিরং তদা।
পরিত্যজ্য শরীরার্দ্ধং পৃথগেব বভৌ রুচা॥ ১৬৪
কালী ভূত্বা স্বর্ণগৌরী শরীরার্দ্ধঞ্চ শাঙ্করম্।
প্রাপ্তমোদা তদাত্মানং সন্তুষ্টা চ জগন্ময়ী॥ ১৬৫
এবং যদা শরীরার্দ্ধমাদায় পরমেশ্বরী।
রহস্যে তিষ্ঠতি তদা রাজতেঽতীব শোভনা॥ ১৬৬
অর্দ্ধং ধম্মিল্লসংযুক্তং জটাজূটার্দ্ধযোজিতম্।
একস্মিন্ শ্রবণে ভোগী ভাগে জাম্বূনদার্চ্চিতম্॥ ১৬৭
কুণ্ডলং শ্রবণেঽন্যস্মিন্ শীর্ষে তস্যা ব্যরাজত।
অর্দ্ধং মৃগাক্ষি চান্যার্দ্ধং বৃষভাক্ষি ব্যজায়ত॥ ১৬৮
অর্দ্ধং স্থূলনসং চারু তিলপুষ্পনসং পরম্।
দীর্ঘশ্মশ্রু তথৈবার্দ্ধমর্দ্ধং শ্মশ্রুবিবর্জ্জিতম্॥ ১৬৯
আরক্তচারুদশনং রক্তৌষ্ঠমেকতস্তথা।
অপরং শুক্লবিপুলং দীর্ঘাকৃতিরদং পরম্॥ ১৭০
অর্দ্ধনীলগলং চার্দ্ধমপরং হারসংযুতম্।
অর্দ্ধং কঙ্কণকেয়ূর-যুক্তবাহু তথাপরম্॥ ১৭১
নাগকেয়ূরসংযুক্তং স্থূলবাহুনিরূম্মিকম্।
অর্দ্ধং বিলোলসুভুজং করিহস্তভুজং পরম্॥ ১৭২

করত স্বশরীরের দক্ষিণভাগে শিব-শরীরার্দ্ধভাগ ধারণ করিলেন ও তাহাতে বাসাদি প্রীতি-সহকারে নিবেশ করিলেন। ১৬০-১৬২

শিবও গৌরীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত প্রেমবশতঃ নিজ দেহার্দ্ধ গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন। ১৬৩

তারপর শিব কালীর সহিত চিরকাল এক থাকিয়া শরীরার্দ্ধ পরিত্যাগ করত যেন পৃথকরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ১৬৪

কালী স্বয়ং স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা হইয়া শঙ্কর-দেহার্দ্ধ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৬৫

পরমেশ্বরী এইরূপে হরদেহার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া হরগৌরীরূপে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬৬

তাঁহার অর্দ্ধভাগ সংযত-কেশ-পাশযুক্ত, অর্দ্ধভাগ জটাজুট-বিভূষিত; এক ভাগ স্বর্ণখচিত শ্রবণালঙ্কারে শোভিত, অপরভাগে শ্রবণকুণ্ডলযুক্ত। অর্দ্ধ মৃগলোচন, অর্দ্ধ বৃষভাক্ষ। ১৬৭-১৬৮

নাসিকা একদিকে স্থূল, অপরদিকে তিল-কুসুম-সদৃশ। একভাগ দীর্ঘ-শ্মশ্রুযুক্ত অপরভাগ শ্মশ্রু-রহিত। ১৬৯

একদিকে আরক্ত দশন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠ অপর দিকে শুক্লবর্ণ বিপুলনেত্র ও দীর্ঘদন্ত। ১৭০

অর্দ্ধ গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে শোভিত। তাঁহার এক বাহু কনকময় কেয়ূর-ভূষিত, অপর বাহু নাগরূপ কেয়ূর-যুক্ত, স্থূল ও দীপ্তিহীন এবং একবাহু মৃণাল-সদৃশ আয়ত অপরটি করিকর-সদৃশ স্থূল। ১৭১-১৭২

একত্র সোর্ম্মিকাশাখা করস্যান্যত্র তাং বিনা।
একস্তনন্ত হৃদয়ং রোমাবল্যর্দ্ধসংযুতম্ ॥ ১৭৩
রম্ভাস্তম্ভসমানোরু সুপার্ষ্ণি মৃদুপাদকম্।
একং তথাপরং স্থূলং সংহতোরুপদাম্বুজম্ ॥ ১৭৪
একং চারুমৃদুস্থূলজঘনং সুমনোহরম্।
তথাপরং দৃঢ়কটি সংহতোর্দ্ধপদান্বয়ম্ ॥ ১৭৫
একং বৈয়াঘ্রচর্ম্মৌঘযুক্তং ভূতিবিলেপনম্।
অপরং মৃদু কৌশেয়বসনং চন্দনোক্ষিতম্ ॥ ১৭৬
এবমর্দ্ধং তথা জাতং যোষিল্লক্ষণসংযুতম্।
অপরং বলবদ্ভূরি সুগূঢ়ং পুরুষাকৃতি ॥ ১৭৭
এবমর্দ্ধং স্মররিপোর্জহার গিরিজা সতী।
হিতায় সর্ব্বজগতাং কালিকা কালিকোপমা ॥ ১৭৮
তস্যাঃ শরীরং রাজেন্দ্র হরতনর্দ্ধসংযুতম্।
যেনোপমেয়ং তত্রাস্তি মার্গিতং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৭৯
সন্তানঃ পারিজাতো বা একান্তবিশদস্তরুঃ।
অমোঘয়া যথা বল্যা তৌ চাপি যযতুর্নহি ॥ ১৮০
বহুধা চ পৃথক্ তেন তৌ রেমাতে নরেশ্বর।
অর্দ্ধনারীশ্বরো ভূত্বা স তু রেমে কদাচন ॥ ১৮১
ইতি যদ্যপি ভূতেশঃ স্বয়ং শক্নোতি কালিকাম্।
গৌরীং কর্ত্তুং তদা সর্ব্বভূত-কারণকারণঃ ॥ ১৮২

একটি হস্ত দীপ্তিশালী শাখাস্বরূপ, অপরটি তাহা নহে, বক্ষের অর্দ্ধভাগ এক স্তনযুক্ত, অপরার্দ্ধ লোমাবলীবিরাজিত। ১৭৩

এক পার্শ্বস্থিত উরু রম্ভাতরু-সদৃশ, পার্ষ্ণি মনোহর এবং চরণতল অতি কোমল, অপরপার্শ্বের উরু স্থূল, কটি পর্য্যন্ত বদ্ধ। ১৭৪

একটি জঙ্ঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটি দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ। ১৭৫

দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দন-সিক্ত মৃদু-বস্ত্র শোভিত। এইরূপ অর্দ্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন হইল, অপরার্দ্ধ সুদৃঢ় পুরুষাকৃতি হইল। ১৭৬-১৭৭

কালিকা-সদৃশী গিরিজা সতী কালিকা জগতের হিতের জন্য শম্ভুর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন। ১৭৮

হে রাজেন্দ্র! কালীর শরীরার্দ্ধ হরদেহার্দ্ধযুক্ত হইলে ত্রিভুবনে তাহার উপমার উপযুক্ত বস্তু—বিশেষ অন্বেষণেও অপ্রাপ্য হইল। ১৭৯

হে নরেশ্বর! সন্তান, কল্পবৃক্ষে, পারিজাত এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ একান্ত বিশদ তরুগণ পৃথক্‌রূপে কিংবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে সেবা করিবার উপযুক্ত হইল না। শিব অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া বিশেষ সুখাসক্ত হইলেন। ১৮০-১৮১

যদিও ভূতপতি স্বয়ং কালীকে তপস্যা ব্যতীতই গৌরবর্ণা করিতে পারিতেন, তথাপি সর্ব্বভূতের আদি-কারণ মহাদেব গিরিসুতাকে প্রথমতঃ নানাবিধ ক্রিয়া

তথাপি তাং গিরিসুতাং সংযোজ্য বিবিধৈঃ পুরা।
তপস্তযোজদ্দেবঃ ক্রিয়োপায়ৈরনেকশঃ ॥ ১৮৩
তপোনির্দ্ধূতসর্ব্বাঙ্গীং পশ্চাদ্গৌরীমথাকরোৎ।
অর্দ্ধঞ্চ প্রদদৌ তস্যৈ শরীরস্য মহেশ্বরঃ ॥ ১৮৪
নৈবাস্য তত্ত্বং জানন্তি শক্রাদ্যাঃ সকলাঃ সুরাঃ।
শরীরার্দ্ধপ্রদানস্য তপসে যোজনস্য চ ॥ ১৮৫
এতস্য তত্ত্বং জানন্তি মহাত্মানো মহাবলাঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী মহাকালো বেতালো ভৈরবস্তথা ॥ ১৮৬
অঙ্গভূতা মহেশস্য বীতভীতাস্তপোধনাঃ।
যে মানুষশরীরেণ প্রাপিরে তপসো বলাৎ।
গণানামাধিপত্যন্ত তে জানন্তি হরং পরম্ ॥ ১৮৭
এবং সদা ত্বয়া যোজ্যাঃ সানুগা নৃপসত্তম।
বনিতাঃ সৎক্রিয়োপায়ৈস্ততো ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ১৮৮
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমদ্ভুতং পুণ্যদায়কম্।
শিবয়োঃ প্রীতিকরণং শরীরার্দ্ধগ্রহং তথা ॥ ১৮৯
গৌরীত্বসাধনঞ্চৈব কালিকায়াঃ শুভাবহম্।
ন তস্য বিঘ্না জায়ন্তে স চ পুণ্যতমো মতঃ ॥ ১৯০
দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভূয়াৎ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ॥ ১৯১
সততং পরিশৃণ্বানঃ শিবয়োশ্চরিতং মহৎ।
শিবলোকমবাপ্নোতি সুচিরং শিববল্লভঃ ॥ ১৯২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽর্দ্ধনারীশ্বরচরিতে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

এবং তপস্যা আচরণ করাইয়া তাঁহার তপোবিশুদ্ধ অঙ্গকে গৌরবর্ণ করিয়াছেন এবং শরীরার্দ্ধও প্রদান করিয়াছেন। ১৮২-১৮৪

এইরূপ তপস্যা আচরণ এবং শরীরার্দ্ধ প্রদান,—ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার তত্ত্ব কিছুই জানেন না। ১৮৫

কিন্তু মহাত্মা মহাবল নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ও কালভৈরব প্রভৃতি বীতভয় মহাকালের অঙ্গভূত অনুচরবর্গ অর্থাৎ যাঁহারা তপোবলে মনুষ্যশরীরেই গণের আধিপত্য এবং পূর্ণব্রহ্ম ভূতেশকে জানিয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাঁহারাই জানেন। ১৮৬-১৮৭

হে নৃপসত্তম! এইরূপ স্বানুগতা বনিতাকে সৎক্রিয়া ও সদুপায়ে যোগ করিয়া ভার্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলাস্পদ হইবেন। ১৮৮

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর প্রীতিকর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ এবং কালিকার গৌরীত্ব-প্রাপ্তিরূপ পুণ্যকথা নিত্য শ্রবণ করে, সে কোনরূপ বিঘ্নাক্রান্ত না হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্তও শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ হয়। ১৮৯-১৯১

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর অদ্ভুত চরিত লোকদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার শিব-লোক-প্রাপ্তি হয় এবং সে শিব-বল্লভ হয়। ১৯২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সগর উবাচ—

কোঽসৌ ভৈরবনামাভূৎ কো বা বেতালসংজ্ঞকঃ।
কথং বা তৌ শরীরেণ মানুষেণ গণাধিপৌ।
অভূতাং দ্বিজশার্দ্দূল তন্মে বদ মহামুনে॥ ১
জানামি নন্দিনং বিপ্র সহায়ং শশভৃদ্‌ভৃতঃ।
যথাভবদ্গণাধ্যক্ষ-স্তন্নারদমুখাচ্ছ্রুতম্‌॥ ২
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ বিশ্রুতৌ হি হরাত্মজৌ।
কথং বা তৌ সমুৎপন্নৌ তত্ত্বতঃ শ্রোতুং সমুৎসহে॥ ৩
যোঽসৌ শরভরূপস্য মহাদেবস্য বৈ পুরা।
কায়ভাগঃ শ্রুতঃ পূর্ব্বং স মহাভৈরবাহ্বয়ঃ॥ ৪
স এব কিং ভৈরবাখ্যঃ কিং বান্যো দ্বিজসত্তম।
বেত্তুং তত্ত্বেন তৎ সর্ব্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম॥ ৫
কস্য বা তনয়ৌ ভূত্বা গণাধ্যক্ষত্বমাগতৌ॥ ৬
তচ্চাপি কথয়স্বাদ্য যথা তৌ বানরাননৌ॥ ৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্‌ প্রবক্ষ্যামি মহাকালস্য ভৃঙ্গিণঃ।
ভৈরবস্যাপি চরিতং বেতালস্য মহাত্মনঃ॥ ৮
যোঽসৌ ভৃঙ্গী হরসুতো মহাকালোঽপি ভর্গজঃ।
তাবেব গৌরীশাপেন সম্ভূয় নরযোনিজৌ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেতাল কাহার নাম? ভৈরবই বা কাহার নাম? এবং কিরূপেই বা তাঁহারা মনুষ্য-শরীরে গণাধিপতি হইলেন? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। ১

নন্দীকে শিবের সহচর বলিয়া জানি এবং যেরূপে তিনি গণাধিপতি হইয়াছেন, তাহা নারদমুখে শ্রুত হইয়াছি। ২

হে দ্বিজসত্তম! এ বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহাঁরা কাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গণাধ্যক্ষ হইলেন? ৩

মহাভৈরবাখ্য গণাধিপ—শুনিয়াছি—মৃগরূপ মহাদেবের শরীরের অংশ-স্বরূপ। ৪

কিন্তু হে দ্বিজোত্তম! সেই ভৈরব এ ভৈরব কি না, তাহাই যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৫

কাহার তনয় হইয়া গণাধিপ হইলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহাদের উভয়ের মুখ বানরাকৃতি হইল, তাহাই বলুন। ৬-৭

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে রাজন্‌! মহাত্মা মহাকাল, ভৃঙ্গী, ভৈরব ও বেতালের অদ্ভুতচরিত বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮

বেতালভৈরবৌ জাতৌ পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি ।
যথা ভৃঙ্গিমহাকালাবুৎপন্নৌ প্রাক্ তথা শৃণু ॥ ১০
যোঽসৌ মহাভৈরবাখ্যঃ সকায়ঃ শরভো হরঃ ।
ভৈরবঃ পৃথগেবায়ং গণাধ্যক্ষো হরাত্মজঃ ॥ ১১
উঢ়ায়াং হিমবৎপুত্র্যাং ভর্গেণ সুমহাত্মনা ।
তারকস্য বধার্থায় দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ।
স্তুতিভির্নতিভিঃ শম্ভুং সন্ততির্যাচিতা পুরা ॥ ১২
স যাচিতো দেবগণৈর্ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।
মহামৈথুনমারেভে সন্তানায়োময়া সহ ॥ ১৩
আরব্ধে মৈথুনে তেন নরবর্ষেণ বৈ যযুঃ ।
দ্বাত্রিংশদ্বৎসরা রাজন্ ক্ষণবচ্চন্দ্রধারিণঃ ॥ ১৪
স মহামৈথুনং কুর্ব্বংস্তৃপ্তিং নাপ মহেশ্বরঃ ।
নাপ্যস্য প্রচ্যুতং তেজো ন তৃপ্তিং প্রাপ পার্ব্বতী ॥ ১৫
তন্মহাসঙ্গসময়ে চকম্পে বসুধা স্ফুটম্ ।
আকুলাঃ সকলা দেবাঃ সুঃ স্বর্গস্থাশ্চ যেঽপরে ॥ ১৬
সর্ব্বং জগত্তদা ভূতমাকুলং শিবয়োস্তয়োঃ ॥ ১৭
ততো নিবৃত্তিজাতেন মহামৈথুনকর্ম্মণা ।*
অথ সেন্দ্রাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্ ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্ভীতাঃ শঙ্করকেলিভিঃ ॥ ১৮

ভৃঙ্গী হরাত্মজ এবং মহাকালও হরসুত ; ইঁহারা উভয়েই গৌরীর শাপে নরযোনিজ হইয়াছেন। ৯

বেতাল ও ভৈরব পৃথিবীতে কোন নৃপভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করুন। ১০

মহাভৈরব শরভরূপী মহাদেবের কায়ভাগ, কিন্তু ভৈরব পৃথক একজন ;— ইনি গণাধ্যক্ষ এবং হরাত্মজ। ১১

ইন্দ্রাদি দেবগণ তারকের বধের নিমিত্ত স্তুতিবাক্যে উমার গর্ভে হরের ঔরসে হরসমীপে সন্তান প্রার্থনা করিলেন। ১২

ভগবান্ বৃষধ্বজও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত উমাসহ মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ১৩

হে রাজন্! চন্দ্রশেখরের সেই মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ হইলে মনুষ্য-পরিমিত বর্ষ-সংখ্যায় বত্রিশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইল। ১৪

মহেশ্বর এইরূপ নিধুবনক্রীড়ায় তৃপ্তিলাভ করিলেন না এবং তেজও প্রচ্যুত হইল না, পার্ব্বতীও কিছুই তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ১৫

সেইরূপ ঘোর নিধুবন সময়ে বসুধা নিরন্তর কম্পিতা হইতে লাগিল এবং স্বর্গস্থ সমস্ত দেবগণ আকুল হইলেন। ১৬

হরগৌরীর সেইরূপ সুরত ব্যাপারে সমস্ত জগৎ আকুলীভূত হইল। ১৭

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ হরের কেলিতে ভীত হইয়া জগৎপতি শরণ্য ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ১৮

* ইদমর্দ্ধং কচিন্নাস্তি।

তে সম্ভূয়াথ ধাতারং প্রণম্য চ সুরোত্তমাঃ।
আকুলং সর্ব্বমাচক্ষুর্হরমৈথুনকর্ম্মণা ॥ ১৯
ততঃ সর্ব্বান্ দেবগণান্ পশ্চাৎ কৃত্বৈব বৃত্রহা।
স্বয়মাহ বিধাতারং তৎকালভয়ভাষিতম্ ॥ ২০

ইন্দ্র উবাচ—

আকুলাঃ সকলা লোকা হরমৈথুনকর্ম্মণা।
অহং মহদ্ভয়ং প্রাপ্য শরণং ত্বামিহাগতঃ ॥ ২১
এবম্ভূতে সঙ্গমে চ শঙ্করস্যোময়া সহ।
যঃ পুত্রো জায়তে ব্রহ্মন্ স মামভিভবিষ্যতি ॥ ২২
তৎক্রিয়াদর্শনাদেব সূৎপন্নাদপি তৎসুতাৎ।
ভয়ং মে জায়তে[১] ব্রহ্মংস্তারকাদপি চাধিকম্ ॥ ২৩
তস্মাদেবং ত্বং বিধেহি তৎসুতো মাং সুরান্যথা।
ন বাধেত তথা যত্নাত্তারয়াস্মান্মহাভয়াৎ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ—

উমায়াং জায়তে পুত্রো যদি শঙ্করতেজসা।
অশক্যঃ সর্ব্বলোকেশৈঃ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ২৫
তস্মাদ্ধরো যথোমায়াং ন প্রসূতো ভবিষ্যতি।
তথাহং সংবিধাস্যামি গত্বা দেবৈর্হরান্তিকম্ ॥ ২৬
তারকস্য বিঘাতশ্চ যথা স্যাদ্ধরতেজসা।
তচ্চাপ্যহং করিষ্যামি ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥ ২৭

সুরোত্তমগণ মিলিত হইয়া বিধাতাকে প্রণামকরত হরক্রীড়ায় আকুলচিত্তে সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। ১৯

তাহার পর ইন্দ্র সকল দেবগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া তৎকালোপস্থিত ভয়-গদ্গদবাক্যে বিধাতাকে বলিলেন। ২০

ইন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হরের সুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ আকুলিত হইয়াছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ২১

হে ব্রহ্মন্! এইরূপ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সে নিশ্চয় আমাকে অতিক্রম করিবে। ২২

ক্রীড়াসক্ত মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র হইতে আমার তারক অপেক্ষাও অধিক ভয় হইতেছে। ২৩

তাহা হইলে সেই হরপুত্র আমাকে ও দেবগণকে পীড়া না দিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করত আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। ২৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যদি উমার গর্ভে শঙ্করের তেজে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের পরাক্রম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের ও সমস্ত লোকের দুঃসহ হইবে। ২৫

যাহাতে হর-তেজঃসম্ভূত পুত্র উমাগর্ভে উৎপন্ন না হয়, আমি দেবগণসহ হর-সমীপে গমন করত সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি। ২৬

১। ব্রহ্মন্ জাতং ভয়ং মেঽদ্য......ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যুক্ত্বা সহ দেবৌঘৈঃ কৈলাসাদ্রিং প্রজাপতিঃ।
জগাম রেমে গিরিশো গিরিপুত্র্যা সমং ভৃশম্ ॥ ২৮
তত্র গত্বা মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৯

দেবা উচুঃ—

প্রীতয়ে যস্য ন রতির্ন কামো যন্মনোভবঃ।
ন যস্য জন্মনো হেতুস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০
যস্য লোকহিতায়ৈব জাতো জায়াপরিগ্রহঃ।
ত্র্যম্বকায় নমস্তস্মৈ স শিবো নঃ প্রসীদতু ॥ ৩১
যন্মন্মথং বিনা দেবং শৃঙ্গারাদ্যা বিশন্তি চ।
স্ববলেনৈব তং দেবং ত্বাং বয়ং প্রণতা হরম্ ॥ ৩২
হিরণ্যরেতাঃ স্বর্ণাভো যো হিরণ্যভুজাহ্বয়ঃ।
স ত্বং সর্গহরো দেবো নিত্যং নোঽভিপ্রসীদতু ॥ ৩৩
জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়া বলীয়সী।
যস্যাভবৎ স্বয়ং জায়া তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩৪
পঞ্চভূতময়ং যস্য পঞ্চশীর্ষং বিরাজতে।
তং পঞ্চবদনং দেবং ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামহে ॥ ৩৫
সদ্যোজাতমঘোরঞ্চ বামদেবমুমাপতিম্।
ঈশানং প্রণমামোঽদ্য যং তৎপুরুষমাহ বৈ ॥ ৩৬

যাহাতে তারকাসুর হর-তেজঃ-প্রভাবে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তাহারও প্রতিবিধান করিতেছি। ২৭

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণসহ কৈলাসপর্ব্বতে হরগৌরীর সুরতস্থানে গমন করিলেন। ২৮

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণসহ সেইস্থানে গমন করিয়া বৃষধ্বজকে দেবগণ সহ স্তব করিতে লাগিলেন। ২৯

দেবগণ বলিলেন, যাঁহার রতি—প্রীতির নিমিত্ত নহে এবং কাম যাঁহার মনোজ নহে, যাঁহার জন্মের কোনরূপ কারণাদি নাই, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। ৩০

যাঁহার লোকহিতের নিমিত্ত জায়াপরিগ্রহ, সেই ত্র্যম্বককে আমরা ভক্তিপ্রবণ চিত্তে প্রণাম করি—তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩১

মন্মথ ব্যতীত, শৃঙ্গারাদি যাঁহার স্মরণমাত্রেই আশ্রয় করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি। ৩২

যিনি হিরণ্যরেতা হিরণ্যাভ ও হিরণ্য-বাহুরূপে খ্যাত—সেই সৃষ্টি-সংহারকারী শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৩

জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বলীয়সী বিষ্ণুমায়া স্বয়ং যাঁহার পত্নী হইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। ৩৪

যাঁহার পঞ্চভূতস্বরূপ পঞ্চ-বদন শোভা পাইতেছে, সেই পঞ্চবক্ত্র দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। ৩৫

যোঽসতামশিবো নিত্যং যো বা ভক্তিমতাং শিবঃ।
শিবাশিবস্বরূপায় নমস্তস্মৈ শিবায় তে ॥ ৩৭
রূপৈস্ত্রিভির্যঃ স্থিতিসৃষ্টিনাশং
বিষ্ণ্বাত্মভিঃ শম্ভুরিতি প্রসিদ্ধৈঃ।
করোতি শশ্বজ্জগতাং নুমস্তং
শিবং বিরূপাক্ষমমুং শিবেশম্ ॥ ৩৮
যঃ শূলখট্বাঙ্গমৃগাঙ্কধারী
যো গোধ্বজঃ শক্তিমান্ পঞ্চরূপী।
তস্মৈ তুভ্যং জাতবেদঃপ্রভায়
ভূয়ো ভূয়ো নো নমঃ শঙ্করায় ॥ ৩৯
ব্রহ্মার্চিষ্মান্ ভোগভৃদ্দৈত্যহন্তা
যন্তা যোদ্ধা বীতগর্ব্বো জগত্যাঃ।
স ত্বং স্তুতো নঃ প্রসীদত্বনন্তো
নিত্যোদ্রেকী মুক্তরূপঃ প্রধানঃ ॥ ৪০
পরব্রহ্মরূপী নিয়তৈকমুক্তঃ
পরজ্যোতিরূপী নিয়তস্ত্বনন্তঃ।
পরঃ পাররূপী নিয়তাত্মভাগী
স নো ভর্গরূপী গিরিশোঽস্তু ভূত্যৈ ॥ ৪১
উমাপতিং মহামায়ং মহাদেবং জগৎপতিম্।
শিবং শিবকরং শান্তং নমামঃ স প্রসীদতু ॥ ৪২

লোকে যাঁহাকে প্রধানপুরুষ বলে, সেই সদ্যোজাত অঘোর বামদেব উমাপতি ঈশানকে প্রণাম করিতেছি। ৩৬

যিনি অসৎ ব্যক্তির অমঙ্গল স্বরূপ এবং ভক্তিশালীর মঙ্গল স্বরূপ—যিনি মঙ্গল ও অমঙ্গল স্বরূপ, সেই উভয় গুণসম্পন্ন মহাদেবকে আমরা প্রণিপাত করি। ৩৭

যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিবিধ-রূপসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাদি বিধান করিতেছেন; হে বিভো! সেই মঙ্গলাস্পদ বিরূপাক্ষকে আমরা বন্দনা করিতেছি। ৩৮

যিনি শূল, খট্বাঙ্গ ও মৃগাঙ্কাদি ধারণ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব শক্তিমান্, যাঁহার গোধ্বজ, সেই জাতবেদঃপ্রভাশালী ভগবান্ মহাদেবকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। ৩৯

যিনি ব্রহ্মা ও অগ্নিস্বরূপ, সর্পধারী, দৈত্যহন্তা, নিয়োগের কর্ত্তা এবং যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের দর্পহারী; সেই আপনি স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪০

অনন্ত নিত্যোদ্রেকী, বিবিধ রূপসম্পন্ন প্রধান এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ, নিয়ত একবিষয়ে লীন, নিত্যজ্যোতীরূপ, নিয়ত অসীম, নিরন্তর আত্মভোগরত, ভর্গরূপ গিরিশ আমাদের মঙ্গলবর্দ্ধক হউন। ৪১

মহামায়াধার উমাপতি মহাদেব জগৎপতি শান্ত মঙ্গলকর শিবকে আমরা প্রণিপাত করিতেছি—প্রসন্ন হউন। ৪২

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শক্রাদ্যৈস্ত্রিদশৈঃ স্বয়ম্।
উমাসঙ্গং পরিত্যজ্য ভর্গোঽগাত্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৪৩
যেন ভাবেন স তদা মহামৈথুনতৎপরঃ।
আসীত্তেনৈব ভাবেন ব্রহ্মাদীনাং সসাদ হ ॥ ৪৪
অথ তান্ স সুরান্ প্রাহ মহাদেবস্ত্বরন্নিব।
কিমর্থমাগতা যূয়ং তন্মে বদত নির্জ্জরাঃ ॥ ৪৫
তমূচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ।
ত্বন্মহামৈথুনাত্তর্গ ব্যাকুলং সকলং জগৎ ॥ ৪৬
পৃথিবী কম্পতেঽতীব সশৈলবনকাননা।
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে নদা নদ্যশ্চ শঙ্কর ॥ ৪৭
দেবাশ্চ সর্ব্বে দিক্‌পালা ন শান্তিং প্রাপ্নুবন্তি বৈ।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বলোকেশ সকলাননুকম্পয়।
ত্যক্ত্বা মহামৈথুনস্তু রতিমাত্রং নিয়োজয় ॥ ৪৮
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
উবাচ শঙ্করো দেবো নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৪৯

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ং প্রবৃত্তির্ভবতাং শিবায়ামরসত্তমাঃ ॥ ৫০
ত্যক্তে মহামৈথুনে তু রতিমাত্রং প্রযোজিতে।
নোমায়াং ভবিতা পুত্রস্তদর্থময়মুদ্যমঃ ॥ ৫১
উমাশরীরজঃ পুত্রো যো ভবেন্মম তেজসা।
স এব তু রিপূন্ হত্বা ত্রিদশান্ বর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ৫২

মহাদেব, এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের স্তবে প্রসন্ন হইয়া উমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। ৪৩

যেরূপে মহাসুরত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৪৪

অনন্তর মহাদেব, সুরগণকে সত্বর বলিলেন, হে নির্জ্জরগণ। আপনারা কিজন্য আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন। ৪৫

শক্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, মহাদেবকে বলিলেন ; হে ভর্গ! আপনার মহাসুরত ক্রীড়াতে সকল জগৎ কম্পিত হইতেছে। ৪৬

পৃথিবী—শৈল কাননাদি সহ নিরন্তর কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদ নদী ও সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায়। ৪৭

দেবগণ ও দিক্‌পালগণ নিরন্তর অশান্তি অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন ; অতএব হে সর্ব্বলোকেশ! সকলের প্রতি কৃপা করুন। মহামৈথুন ত্যাগ করত কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন। ৪৮

শঙ্কর, পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত হৃষ্ট না হইয়া দেবগণকে বলিলেন। ৪৯

হে দেবগণ! আমার এই প্রবৃত্তি আপনাদের হিতের জন্য ; মহামৈথুন ত্যাগ করত রতিমাত্র অবলম্বন করিলে উমাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে না। তাই আমার এই উদ্যম। ৫০-৫১

তস্মান্মহামৈথুনে মেঽতীব ভীতাঃ সুরোত্তমাঃ।
স্বং স্বং স্থানং প্রগচ্ছন্তু অহং তদনুচিন্তয়ে ॥ ৫৩

দেবা উচুঃ—

উমাশরীরজঃ পুত্রো যথা ন ভবিতা হর।
তথা কুরু জগন্নাথ তন্মহামৈথুনং ত্যজ ॥ ৫৪

ঈশ্বর উবাচ—

রতিমাত্রেণ নোমায়াং মৎপুত্রঃ সম্ভবিষ্যতি।
মহামৈথুনসন্ত্যাগাৎ স্যাদপুত্রী তু পার্ব্বতী ॥ ৫৫
তস্মাদহন্তু দেবানাং বচনাদ্ ব্রহ্মণস্তথা।
ত্যক্ষ্যে মহামৈথুনন্তু কিং ত্বেকং কুরুতামরাঃ ॥ ৫৬
যেন মে প্রসৃতং তেজো মহামৈথুনকারণাৎ।
ধার্য্যং তেজস্বিনং দেবমানয়ন্ত্বমরাস্তু তম্ ॥ ৫৭
যো নিষ্কম্পো নির্ব্বিকারো ভূত্বা তেজো গ্রহীষ্যতি।
তন্মে বদন্তু ত্রিদশাস্ত্যক্ষ্যে তেজঃ শরীরজম্ ॥ ৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

বৃষধ্বজবচঃ শ্রুত্বা দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
হরতেজো গ্রহায়াথ বীতিহোত্রং যযুর্দ্ধিয়া ॥ ৫৯
অথ ব্রহ্মাণমামন্ত্র্য তথানুজ্ঞাপ্য পাবকম্।
সেন্দ্রা দেবগণাঃ সর্ব্বে হরমূচুরিদং বচঃ ॥ ৬০

উমার গর্ভে সেই জন্যই আমার তেজে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র, রিপুকুল বিনাশ করত দেবতাদিগকে উদ্ধার করিবে। ৫২

অতএব আমার এই ক্রীড়াতে বীতভয় হইয়া সুরোত্তমগণ স্বস্থানে প্রস্থান করুন,—আমি কর্ত্তব্য কার্য্য চিন্তা করি। ৫৩

দেবগণ বলিলেন,—হে জগন্নাথ! উমাশরীরজ পুত্র যাহাতে না হয়, সেই অনুষ্ঠান করত মৈথুন পরিত্যাগ করুন। ৫৪

ঈশ্বর বলিলেন, কেবল রতি-মাত্রে উমাতে আমার পুত্র হইবে না, অতএব মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলে পার্ব্বতী অপুত্রা হইবেন। ৫৫

তাহা হইলেও দেবতাদের ও ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আমি মহামৈথুন পরিত্যাগ করিতেছি। ৫৬

হে নির্জ্জরগণ! আপনারা এক কার্য্য করুন, মহামৈথুন জন্য আমার প্রসৃত তেজ, যিনি নিষ্কম্প ও নির্ব্বিকার হইয়া ধারণ করিতে পারিবেন, সেই তেজস্বী দেবতাকে আপনারা আনয়ন করুন; হে ত্রিদশগণ! এরূপ ব্যক্তি দেখাইয়া দিন—আমি শরীরজ তেজ পরিত্যাগ করি। ৫৭-৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর বৃষধ্বজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক বীতিহোত্রসমীপে গমন করিলেন। ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মা সহ মন্ত্রণা করত পাবককে তেজোধারণে স্বীকৃত করাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ হরকে এই বাক্য বলিলেন। ৬০

দেবা ঊচুঃ—

এষ বৈশ্বানরঃ শ্রীমান্ ভূরিতেজোময়ো বলী।
মহামৈথুনবীজন্তু ত্বত্তেজঃ সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৬১
ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে বীতিহোত্রং পুরঃস্থিতম্।
তস্মৈ নিদেশয়ামাসুঃ শম্ভবে সর্ব্বহেতবে ॥ ৬২
ততঃ ষড়ঙ্গং স্বং রেতো ব্যাদিতে দহনাননে।
উৎসসর্জ্জ মহাবাহুর্মহামৈথুনকারণম্ ॥ ৬৩
অগ্নাবুৎসৃজ্যমানস্য তেজসঃ শশভৃদ্ভৃতঃ।
অণুদ্বয়মতিস্বল্পং গিরিপ্রস্থে পপাত হ ॥ ৬৪
তয়োস্তু কণয়োঃ সদ্যঃ সম্ভূতৌ শঙ্করাত্মজৌ।
একো ভৃঙ্গসমঃ কৃষ্ণো ভিন্নাঞ্জননিভোঽপরঃ।
ভৃঙ্গাভস্য তদা ব্রহ্মা নাম ভৃঙ্গীতি চাকরোৎ।
মহাকৃষ্ণৈকরূপস্য মহাকালেতি লোকভৃৎ ॥ ৬৫
ততস্তৌ পালয়ামাস শঙ্করঃ প্রমথোৎকরৈঃ।
অপর্ণয়া চাপি তথা ক্রমাত্তাববতিবর্দ্ধিতৌ।
প্রবৃদ্ধৌ তৌ মহাত্মানৌ হরোমাপ্রতিপালিতৌ।
ক্রমাদ্গণেশৌ কৃত্বা তৌ হরো দ্বারি ন্যযোজয়ৎ ॥ ৬৬

সগর উবাচ—

উৎসৃষ্টমগ্নৌ যত্তেজস্তৎ কিং বৃত্তং দ্বিজোত্তম।
তদপ্যহং শ্রোতুমিচ্ছুঃ সঙ্ক্ষেপাত্তদ্বদস্ব মে ॥ ৬৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

অগ্নাবুৎসৃজ্য তেজাংসি তাবৎ কালং বৃষধ্বজঃ।
আকাশগঙ্গামুদ্দিশ্য দেবানিদমুবাচ হ ॥ ৬৮

এই তেজোময় বলী বৈশ্বানর আপনার মহামৈথুনসম্ভূত তেজ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া ত্রিদশগণ অগ্রস্থিত বীতিহোত্রকে সর্ব্বকারণ শম্ভুসমীপে নির্দ্দেশ করিলেন। ৬১-৬২

তাহার পর মহাবাহু ভর্গ, মৈথুন-সম্ভূত স্বকীয় তেজ দহনশীল বহ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। ৬৩

শশি-শেখরের— অগ্নিতে পরিত্যক্ত তেজের পরমাণুদ্বয় পরিমিত অল্পতেজ, গিরি-সানুতে পতিত হইল। ৬৪

সেই পতিত অণুদ্বয়-মাত্র তেজ হইতে শঙ্করের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটী ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী রাখিলেন, অপরটী মর্দ্দিত অঞ্জন-সদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, এইজন্য পিতামহ তাহার নাম মহাকাল রাখিলেন। ৬৫

শঙ্কর, তাহাদের উভয়কে প্রমথাদি গণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করত বর্দ্ধিত করিলেন। তাহারা হর ও উমার প্রতিপালনে প্রবৃদ্ধ হইল এবং হর তাহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। ৬৬

এতত্তেজো দুরাধর্ষং স্ত্রীভিরন্যৈঃ সুরোত্তমাঃ।
যোগনিদ্রামৃতে দেবীং শৈলপুত্রীমৃতেঽথ বা ॥ ৬৯
তস্মাদহং প্রবক্ষ্যামি যথেদং তেজসা সুতঃ
যত্র বা ভবিতা দেবো যা চ বা তদ্‌গ্রহীষ্যতি ॥ ৭০
ইয়ং ত্বাকাশগা গঙ্গা শৈলরাজসুতাপরা।
উমায়া ভগিনী জ্যেষ্ঠা ততোঽপত্যং হুতাশনাৎ ॥ ৭১
জনিষ্যত্যাত্মবীর্য্যেণ তেজসানুপমদ্যুতিঃ।
ভবিষ্যতি স বঃ শ্রীমান্ সেনাপতিররিন্দমঃ ॥ ৭২
স তারকং বঃ পুরতো বিজেষ্যতি শিখিধ্বজঃ।
অমোঘয়া মহাশক্ত্যা ময়ৈব প্রতিবর্দ্ধিতঃ ॥ ৭৩
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো বিসৃজ্য সকলান্ সুরান্।
পার্ব্বতীমভিসম্মন্ত্র্য শৌচার্থং গতবাংস্তদা ॥ ৭৪
পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা দেবানামপ্রিয়ং সতী।
চুকোপ ত্রিদশৌঘায় পুত্রাশা-পরিবর্জ্জিতা ॥ ৭৫
মন্যুনা দহ্যমানেব স্ফুরদোষ্ঠাধরা তদা।
ইদমাহ সুরান্ দৃষ্ট্বা হরঞ্চ ত্যক্তমৈথুনম্ ॥ ৭৬

দেব্যুবাচ—

যস্মাদ্বিযোজিতঃ শম্ভুর্য্যুষ্মাভির্মম মৈথুনে।
অজাতপুত্রা চ কৃতা বারস্ত্রীবাহমর্দ্দিতা ॥ ৭৭

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! যে তেজ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ হইল; সেই বিষয় জানিতে আমার অভিলাষ, অতএব সংক্ষেপ-রূপে তাহা বলুন। ৬৭

ঔর্ব্ব বলিলেন,—বৃষধ্বজ অগ্নিতে তেজঃসমূহ তৎকালে পরিত্যাগ করত আকাশগঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন। ৬৮

হে সুরোত্তমগণ! দেবী যোগনিদ্রা ভিন্ন এবং শৈলতনয়া ভিন্ন অন্য স্ত্রী এই তেজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৬৯

হে দেবগণ! আমি এইকথা বলিতেছি যে, এই তেজ যে গ্রহণ করিবে, তাহার পুত্র উৎপাদন হইবে। ৭০

এই আকাশ গঙ্গা শৈলরাজের অপর সুতা, উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ইহাঁর গর্ভে হুতাশন নিজ প্রভাবে এই তেজ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিবে। ৭১

সেই পুত্র অনুপমদ্যুতিশালী দেবতা এবং অরিন্দম হইয়া সেনাপতি হইবে। সেই শিখিধ্বজ, তারককে আপনাদের সমক্ষে পরাজয় করিবে; তাহাকে অপ্রতিহত মহাবীর্য্যের দ্বারা আমিই বর্দ্ধিত করিব। ৭২-৭৩

এই কথা বলিয়া মহাদেব সকল দেবগণকে পরিত্যাগ করত পার্ব্বতীসমীপে নিজের শুদ্ধতার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৭৪

সতী পার্ব্বতী, দেবগণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের আশা পরিত্যাগ করত দেবসমূহের প্রতি কোপ করিলেন। ৭৫

কোপে দগ্ধপ্রায় হইয়াই যেন তাঁহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পরিত্যক্তমৈথুন হরকে দেখিয়া সুরগণকে এই কথা বলিলেন। ৭৬

তস্মাৎ সর্ব্বে সুরগণা অদ্যাবধি নিরন্তরম্।
মহামৈথুনবিভ্রষ্টা ভবন্তু নিজযোষিতি ॥ ৭৮
তেষামপি তথা পুত্রা ন জনিষ্যন্তি মে যথা।
ভার্য্যাশ্চ সন্তপত্যেন হীনা দেব্যো বরাঙ্গনাঃ ॥ ৭৯
যথাহং পরিতপ্যামি পুত্রাশা-পরিবর্জ্জিতা।
তথা সন্তু সমস্তাস্তা দেব্যঃ পুত্রাশয়া চ্যুতাঃ ॥ ৮০

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবং সুরান্ গিরিসুতা শশাপ কুপিতা ভৃশম্।
তৎকালাবধি ন স্বর্গে জায়ন্তে দেবপুত্রকাঃ ॥ ৮১
নাদ্যাপি সম্প্রজায়ন্তে পুত্রাস্তাসু সুধাশিনাম্ ॥ ৮২
দহনোঽপি তথা কালে প্রাপ্তে গঙ্গোদরে স্বয়ম্।
রেতঃ সংক্রাময়ামাস শাম্ভবং স্বর্ণসন্নিভম্ ॥ ৮৩
সা তেন রেতসা দেবী সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
পূর্ণকালেঽথ সুষুবে পুত্রযুগ্মং মনোহরম্ ॥ ৮৪
একঃ স্কন্দো বিশাখাখ্যো দ্বিতীয়শ্চারুরূপধৃক্।
শক্তিদ্বয়ধরৌ দ্বৌ তৌ তেজঃকান্তিবিবর্দ্ধিতৌ ॥ ৮৫
তাবেকত্বং জগামাশু বিশাখঃ স্কন্দ এব চ।
শিশুশ্চাপ্যভবদ্ যাতো যথান্যস্য সুতস্তথা ॥ ৮৬
ততস্তং তনয়ং জাতং তথা দৃষ্ট্বাতিবিস্মিতা।
মধ্যে শরবণস্যাশু গঙ্গা তং ব্যসৃজদ্ধঠাৎ ॥ ৮৭

যেহেতু আপনারা আমার সুরত কার্য্য হইতে শম্ভুকে বিযুক্ত করিলেন এবং আমি অজাতপুত্রা হইয়া বারস্ত্রীর ন্যায় নিতান্ত পীড়িতা হইলাম। ৭৭

অতএব সুরগণ—অদ্য পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রী সহ মহামৈথুনভ্রষ্ট হউন। ৭৮

ইঁহাদেরও আর আনন্দদায়ক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে না। বরাঙ্গনা দেবস্ত্রীসকল পুত্রহীন হউক। ৭৯

যেরূপে আমি পুত্রের আশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিতেছি, সেইরূপ দেবযোষিদ্গণও পুত্রাশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিবে। ৮০

গিরিসুতা এইরূপ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় হইয়া দেবগণকে শাপ দিলেন; সেই পর্য্যন্ত ত্রিদশভবনে অদ্যাবধিও দেবগণের পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না। ৮১-৮২

অগ্নি, কালক্রমে গঙ্গার উদরে হর-সম্বন্ধীয় সুবর্ণসন্নিভ রেতঃ সংক্রান্ত করিলেন। ৮৩

দেবী গঙ্গা সেই রেত দ্বারা সম্পূর্ণ কালে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মনোহর পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। ৮৪

সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটীর নাম স্কন্দ, অপরটীর নাম বিশাখ। তাঁহারা রেতঃ-সম্ভূত কান্তিবর্দ্ধিত হইয়া মনোহর রূপশালী হইলেন এবং উভয়েই শক্তি-ধর হইলেন। ৮৫

তৎপরে বিশাখ ও স্কন্দের উভয় দেহ, একভাগে পরিণত হইল, যেমন জগতে অন্য শিশু হয়। সেই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া গঙ্গা, বিস্মিতচিত্তে হঠাৎ শরবণমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ৮৬-৮৭

বিসৃজ্য গর্ভং তং গঙ্গা বহুলায়ৈ স্বয়ং তদা।
গর্ভবৃত্তান্তমাচখ্যৌ জাতঞ্চ ব্যসৃজদ্‌যথা ॥ ৮৮
তচ্ছ্রুত্বা বহুলা জ্ঞাত্বা মহাদেবতনূদ্ভবম্।
পরিগৃহ্য সুতং তস্ত পালয়ামাস কৃত্তিকা ॥ ৮৯
উমায়াঃ শঙ্করস্যাপি বিজ্ঞাপ্যানুমতে তয়োঃ।
ততো নীত্বা দদৌ দেব্যৈ তং পুত্রমরিমর্দ্দনম্ ॥ ৯০
সোঽতিবৃদ্ধঃ শক্তিধরো মহাবলপরাক্রমঃ।
বর্দ্ধিতঃ শঙ্করেণাশু দেবসেনাধিপোঽভবৎ ॥ ৯১
ততঃ সুরারিং সগণং তারকং লোকতারকম্।
শক্তিহস্তো হরসুতঃ প্রমমাথ মহাবলম্ ॥ ৯২
এবমগ্নৌ সমুৎসৃষ্টং তেজো ভর্গেণ সঙ্গতম্।
যথা বৃত্তং তথা তেঽদ্য কথিতং নৃপসত্তম ॥ ৯৩
সাম্প্রতং প্রস্তুতং শ্রাব্যং মহাকালস্য ভৃঙ্গিণঃ।
বৃত্তান্তং শৃণু রাজেন্দ্র তৌ ভূতৌ মনুজৌ যথা ॥ ৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্‌চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী গর্ভের বৃত্তান্ত ও জাত পুত্র পরিত্যাগ—সমস্তই বহুলার নিকট বলিলেন। ৮৮

বহুলা শ্রবণ করত মহাদেবের পুত্র জানিতে পারিয়া অবিলম্বে সেই পুত্র গ্রহণ করত প্রতিপালন করিলেন। ৮৯

তৎপরে উমা ও শঙ্করকে জ্ঞাত করাইয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে সেই অরিমর্দ্দন পুত্রকে দেবীর করে সমর্পণ করিলেন। ৯০

অতিপ্রবৃদ্ধ মহাবলপরাক্রম শক্তিধর শঙ্কর-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। ৯১

তাহার পর মহাবল শক্তি-হস্ত হরতনয় সুরারি তারকাসুরকে স্বগণের সহিত অবসাদিত করিলেন। ৯২

হে নৃপোত্তম! এইরূপে ভর্গের তেজ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিলাম। ৯৩

সম্প্রতি মহাকাল ও ভৃঙ্গীর প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাদের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অতএব হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা উভয়ে যেরূপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইলেন, সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ৯৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

হরো যাবজ্জগত্যর্থে দেববর্গৈঃ প্রসাদিতঃ।
তাবন্মহামৈথুনেন হীনোঽভূদুময়া সহ ॥ ১
বর্ত্ততে রতিমাত্রেণ স্বেচ্ছাং সম্পূরয়ন্ সদা।
যথা মনোরথং দেব্যাঃ সততং পূরয়ন্মৃড়ঃ ॥ ২
অথৈকদোময়া সার্দ্ধং নিগূঢ়ে রতিমন্দিরে।
নর্ম্মাকরোন্মহাদেবো মোদযুক্তো রতিপ্রিয়ঃ ॥ ৩
যদা সা নর্ম্মণে যাতা গৌরী স্মরহরান্তিকম্।
তদা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দ্বাঃস্থৌ দ্বারি প্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ৪
নর্ম্মাবসানে সা দেবী মুক্তধম্মিল্লবন্ধনা।
বন্ধহীনং গলদ্গাত্রাদ্বস্ত্রমালম্ব্য পাণিনা ॥ ৫
ব্যস্তহারা গন্ধপুষ্পৈরাকুলৈর্নাতিশোভনা।
বিলুপ্তকুঙ্কুমা দষ্টদশনচ্ছদবিভ্রমা ॥ ৬
নিঃসৃতা রতিসঙ্কেলি-নিলয়াজ্জলজাননা।
ঈষদাঘূর্ণনয়না নিচিতা স্বেদবিন্দুভিঃ ॥ ৭
তাং নিঃসরন্তীং সদনাত্তথাভূতামনিন্দিতাম্।
অযোগ্যাং বীক্ষিতুঞ্চান্যৈ র্বৃষধ্বজমৃতে পতিম্ ॥ ৮
দদর্শতুর্মহাত্মানৌ নাতিহৃষ্টাত্মমানসৌ।
ভৃঙ্গী চাপি মহাকালঃ প্রাপ্তকালং চুকোপতুঃ ॥ ৯

ভৃঙ্গী ও মহাকালের শাপবিবরণ

ঔর্ব্ব বলিলেন,—জগতের জন্য হরকে দেবকুল, স্তুতিবাক্যে প্রসাদিত করিলে, মহাদেব উমাসহ মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। ১

কিন্তু কেবল রতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং সেইরূপেই দেবীরও মনোরথ পূরণ করিতে লাগিলেন। ২

অনন্তর এক সময়ে মহাদেব উমার সহিত রতিমন্দিরে আমোদযুক্ত হইয়া চাটুবাক্যে সংলাপ করিতেছেন। ৩

যে সময়ে পার্ব্বতী হরসমীপে গমন করেন, সেই সময়ে ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষক হইয়া দ্বারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪

কৌতুকাবসান হইলে দেবী বন্ধনমুক্ত কেশপাশে গাত্র হইতে স্খলিত বস্ত্র, হস্ত দ্বারা অবলম্বন করত, বিপর্য্যস্ত হার হইয়া, সুগন্ধ পুষ্পে অল্প শোভাসম্পন্না, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন করিয়াছেন বলিয়া মনোহারিণী, অধরপল্লব দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশেষ বিভ্রমযুক্তা—এইরূপ মনোহর ভাবযুক্তা পদ্মাননা উমা, রতিতে আসক্ত মনেই নিজভবন হইতে নিঃসৃত হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ঈষদ্‌ঘূর্ণিত এবং স্বেদবিন্দু-নিচিত। ৫-৭

প্রিয় বৃষধ্বজ ভিন্ন অন্যের দর্শনের অযোগ্যা সেই রতি-সময়ের মনোহর অবস্থাপন্না উমা পুর হইতে নির্গত হইতেছেন। ৮

দৃষ্ট্বা তাং মাতরং দীনৌ তথাভূতাবধোমুখৌ।
চিন্তাঞ্চ জগ্মতুস্তীব্রাং নিশশ্বসতুরুত্তমৌ ॥ ১০
তৌ পশ্যন্তৌ তদা দেবী দদর্শ হিমবৎসুতা।
চুকোপ চ তদাপর্ণা বাক্যঞ্চেতদুবাচ হ ॥ ১১
এবম্ভূতাঞ্চ মাং কস্মাদসম্বদ্ধাবপশ্যতাম্।
ভবন্তৌ তনয়ৌ শুদ্ধৌ হ্রীমর্য্যাদাবিবর্জ্জিতৌ ॥ ১২
যস্মাদিমামমর্য্যাদাং ভবন্তৌ নিরপত্রপৌ।
অকুর্ব্বতাং ততো ভূয়াত্তবতোর্জন্ম মানুষে ॥ ১৩
মানুষীং যোনিমাসাদ্য মদবেক্ষণদোষতঃ।
ভবিষ্যন্তৌ ভবন্তৌ তু শাখামৃগমুখৌ ভুবি ॥ ১৪
ইতি তাবুময়া শপ্তৌ হরপুত্রৌ মহামতী।
ভৃঙ্গী চৈব মহাকালঃ স্বমাতুরন্তিকং তদা ॥ ১৫
তৌ প্রাপ্তদুঃখৌ তু তদা দুর্ম্মনস্কৌ হরাত্মজৌ।
শাপং তস্যা ন সেহাতে প্রোচতুশ্চেদমদ্রিজাম্ ॥ ১৬
অনাগসৌ সদৈবাবাং ভবত্যা হিমবৎসুতে।
কথং শপ্তৌ ত্বয়া মাতর্হঠাদেবং প্রকোপয়া ॥ ১৭
নিয়োজিতৌ যথা দ্বারি মহেশেন ত্বয়া সহ।
তথা নিয়োগং কুর্ব্বন্তৌ তিষ্ঠাবো দ্বারি সংযতৌ ॥ ১৮

মহাত্মা ভৃঙ্গী ও মহাকাল দর্শন করিল; সেই সময়ে তাহারা অত্যন্ত কুপিত হইল। ৯

তৎপরে মাতাকে তদ্রূপাবস্থাপন্না দেখিয়া অতি দীনভাবে অধোবদন হইল এবং তাহাদিগের তীব্র চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। ১০

তাহারা সেইরূপ অবস্থাতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে বলিয়া হিমালয়সুতা অপর্ণা ক্রোধপরবশা হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন। ১১

অহো! আমার এইরূপ অসম্বন্ধ অবস্থা কিজন্য ইহারা দেখিল!—তোমরা তনয় হইয়াও এইরূপ লজ্জা-মর্য্যাদা-বর্জ্জিত হইয়াছ! ১২

যেহেতু তোমরা এইরূপ নির্লজ্জ হইয়া আমাকে অমর্য্যাদা করিয়াছ, অতএব তোমাদের জন্ম মনুষ্যযোনিতে হইবে। ১৩

মাতৃ-অবেক্ষণদোষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়া বানরমুখসদৃশ তোমাদের মুখকান্তি হইবে। ১৪

এইরূপে মহামতি ভৃঙ্গী ও মহাকাল উমাদত্ত অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মাতৃ-সমীপে গমন করিল। ১৫

হর-তনয়-দ্বয় শাপজনিতদুঃখার্ত্ত হইয়া বিমর্ষচিত্তে তাঁহার শাপবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া গিরিজাকে বলিল। ১৬

হে গিরিজে! আমরা সর্ব্বদা নিরপরাধ, অতএব মাতঃ! হঠাৎ এরূপ কুপিত হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন কেন? ১৭

আপনার সহিত একত্র হইয়া মহাদেব আমাদিগকে দ্বারে নিয়োগ করিয়াছেন। সেই নিয়োগক্রমে আমরা দ্বারেই সংযতরূপে অবস্থান করিতেছি। ১৮

হঠান্নিঃসরণং গেহাত্তবৈব ন হি যুজ্যতে।
আগচ্ছন্ত্যা ভবত্যা তু দৃষ্টাবাবাং সুসংযতৌ ॥ ১৯
তস্মান্নিরর্থকঃ কোপঃ কো দোষস্তত্র চাবয়োঃ।
তস্মাত্তত্র প্রতীকারং শৃণু মাতরনিন্দিতে ॥ ২০
ত্বং মানুষী ক্ষিতৌ ভূয়া হরো ভবতু মানুষঃ।
মানুষস্য হরস্যাথ জায়ায়াং হরতেজসা ॥ ২১
ভবত্যাশ্চাপি মানুষ্যা ভবিষ্যাবস্তথোদরে ॥ ২২
যদি সত্যং হরসুতাবাবাং যদি নিরাগসৌ।
তদাবয়োরিদং বাক্যং সত্যমস্তু গিরেঃ সুতে ॥ ২৩
ইত্যন্যোন্যমথো শাপং দত্ত্বা দত্ত্বা সুদারুণম্।
বিবিশুর্নৃপশার্দ্দূল গৌরী হরসুতৌ চ তৌ ॥ ২৪
অথ কালে ব্যতীতে তু সর্ব্বজ্ঞো বৃষভধ্বজঃ।
তদ্ভাবি কর্ম্ম জ্ঞাত্বৈব মানুষে হ্যভবৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫
ব্রহ্মণো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষো ব্রহ্মসুতোঽভবৎ।
অদিতিস্তৎসুতা জাতা ততঃ পূষাহ্বয়োঽভবৎ ॥ ২৬
পূষ্ণঃ পুত্রোঽভবৎ পৌষ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
যস্য তুল্যো নৃপো ভূমৌ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৭
স পুত্রহীনো রাজাভূৎ পৌষ্যো নৃপতিসত্তমঃ।
শেষে বয়সি সম্প্রাপ্তে ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ।
পৌষ্যঃ পরময়া ভক্ত্যা ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ২৮

গৃহ হইতে হঠাৎ নিঃসৃত হওয়া আপনারই অনুচিত হইয়াছে; আপনি আগমন করিয়াই সুন্দর সংযতাবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছেন। ১৯

আমাদের তাহাতে দোষ কি? অতএব আপনি নিরর্থক কোপ করিয়াছেন, যাহা হউক মাতঃ! তাহার এক প্রতীকার আছে, তাহা শ্রবণ করুন। ২০

আপনি মানুষীরূপে ক্ষিতিতে অবতরণ করুন এবং হর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন; তাহার পর মনুষ্যরূপী হরের তেজে তাঁহার জায়া মনুষ্যরূপিণী আপনার গর্ভে আমরা উভয়ে জন্মগ্রহণ করিব। ২১-২২

হে গিরিসুতে! আমরা যদি নিশ্চয় হরাত্মজ এবং নিরপরাধ হই, তাহা হইলে আমাদের এই বাক্য সত্য হউক। ২৩

হে নৃপশার্দ্দূল! এইরূপ পরস্পরকে পরস্পরে ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করত ভৃঙ্গী ও মহাকাল প্রস্থান করিলেন। ২৪

অনন্তর কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে সর্ব্বজ্ঞ বৃষধ্বজ ভবিষ্যৎ-কার্য্য জানিতে পারিয়া স্বয়ং মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৫

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মসুত দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপরে তাঁহার কন্যা অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৬

তাহার পর পূষা নামক দক্ষসুত উৎপন্ন হইল। পূষার পুত্র পৌষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্র-পারদর্শী হইলেন। ২৭

যাঁহার সমসংখ্য নৃপতি হয় নাই ও হইবেও না; নৃপতিসত্তম পৌষ্যরাজ পুত্রহীন হইলেন, তাহার পর বয়ঃ-পরিণামাবস্থায় পৌষ্য ভার্য্যাত্রয়ের সহিত পরম ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ২৮

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তমুবাচ রাজানং কিমিচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ২৯
প্রসন্নোঽস্মি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রদাস্যামি যথেপ্সিতম্।
যদিষ্টং তব জায়ানাং তদ্বদিষ্যসি সাম্প্রতম্ ॥ ৩০

পৌষ্য উবাচ—

হিরণ্যগর্ভাপুত্রোঽহং পুত্রার্থী ত্বামুপাস্মহে।
ত্বয়ি প্রসন্নে পুত্রো মে ভূয়াল্লক্ষণসংযুতঃ ॥ ৩১
এতদর্থে সভার্য্যোঽহং ভক্ত্যা ত্বাং সমুপস্থিতঃ।
যথা মে জায়তে পুত্রস্তথা কুরু জগৎপতে ॥ ৩২
পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রস্ত্রায়তে পিতরং প্রসূম্।
অতস্তস্মাদ্ভয়ং ব্রহ্মংস্ত্বং নাশয়িতুমর্হসি ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু পৌষ্য যথা ভাবী পুত্রস্তব কুলোদ্বহঃ।
তদহং তে বদাম্যদ্য ভার্য্যাভিস্তং সমাচর ॥ ৩৪
ইদং ফলং গৃহাণ ত্বং ময়া দত্তং নৃপোত্তম।
অজীর্ণং বহুলে কালে প্রাপ্তেঽপি সুরসং সদা ॥ ৩৫
ফলমেতৎ সমাদায় যাবৎ সংবৎসরদ্বয়ম্।
আরাধয় মহাদেবং স প্রসন্নো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
যথা সম্ভাষতে ভর্গঃ ফলমেতৎ তথা ভবান্।
করিষ্যতি ফলং রাজন্ ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ ॥ ৩৭

লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন আমাকে বলুন, আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই অভিলষিত বস্তু আপনাকে প্রদান করিব। সম্প্রতি আপনার জায়াগণের যাহা অভিলষিত, তাহা আমাকে বলুন। ২৯-৩০

পৌষ্য বলিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! আমি অপুত্র, পুত্রার্থী হইয়া আপনাকে উপাসনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইলে, সর্ব্ব-সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইবে। ৩১

ইহার নিমিত্ত ভার্য্যার সহিত, ভক্তিপূর্ব্বক আপনার আরাধনায় রত আছি। হে জগৎপতে! যাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই করুন। ৩২

পুত্র—পিতা ও মাতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মন্! সেই ঘোর নরকভয় নিবারণ করুন। ৩৩

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পৌষ্য! আপনার কুলোদ্ভব-পুত্র ভবিষ্যতে হইবে, তজ্জন্য আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনার ভার্য্যাগণসহ তাহা আচরণ করুন। ৩৪

হে নৃপোত্তম! আমি এই ফল আপনাকে প্রদান করিতেছি—গ্রহণ করুন। সুরবর্গের বহুকালেও জীর্ণের অযোগ্য এই রসযুক্ত ফল গ্রহণ করত বৎসরদ্বয় পর্য্যন্ত মহাদেবকে আরাধনা করুন। তিনি প্রসন্ন হইবেন। ৩৫-৩৬

তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া যাহা বলিবেন, আপনিও তাহা করিবেন এবং হে

ততস্তে লক্ষণোপেতস্তনয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
ভবিষ্যতি স্বয়ং শাস্তা চক্রবর্ত্তী বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ব্রহ্মা রাজাপি সহ ভীরুভিঃ।
হরং যষ্টুং সমারেভে ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৩৯
নিরাশীঃ সংযতাহারঃ কদাচিৎ ফলভোজনঃ।
দৃষদ্বতীনদীতীরে ফলং সংস্থাপ্য চাগ্রতঃ ॥ ৪০
পুষ্পার্ঘদীপধূপৈশ্চ বৃষধ্বজমতর্পয়ৎ ॥ ৪১
স তু বর্ষদ্বয়েঽতীতে মহাদেবো জগৎপতিঃ।
পৌষ্যস্য নৃপতেঃ সম্যক্ প্রসসাদার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪২
প্রসন্নঃ প্রাহ নৃপতিং মহাদেবো হসন্নিব।
উপাসসে কিমর্থং মাং তন্মে বদ দদানি তে ॥ ৪৩

পৌষ্য উবাচ—

অপুত্রোঽহং পুত্রকামস্তচ্ছৃণুষ্ব বৃষধ্বজ।
যথাহং পুত্রবান্ বৈ স্যাং বৃষধ্বজ তথা কুরু ॥ ৪৪
ইতি স ন্যগদদ্রাজা ভার্য্যাভিঃ সহ হর্ষিতঃ।
প্রণম্য স্তুতিপূর্ব্বেণ ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ ॥ ৪৫
ততঃ পুত্রার্থিনং ভূপং প্রসন্নো বৃষভধ্বজঃ।
ব্রহ্মদত্তফলং হস্তে কৃত্বেদং তমুবাচ হ ॥ ৪৬

ঈশ্বর উবাচ—

ইদং ফলং ব্রহ্মদত্তং বিভজ্য নৃপতে ত্রিধা।
ভোজয়েথাঃ স্বজায়াস্ত্বং প্রহৃষ্টঃ সুস্থমানসঃ ॥ ৪৭

রাজন্! ভার্য্যাত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া ভর্গের উপদেশমতে অনুষ্ঠান করিবেন। ৩৭

তাহা হইলেই লক্ষণসম্পন্ন কুলবর্দ্ধন আপনার যে তনয় উৎপন্ন হইবে, সে চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত হইবে। ৩৮

ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন; রাজাও সস্ত্রীক পরম ভক্তির সহিত হরের আরাধনায় রত হইলেন। ৩৯

নিরাহারে সংযতাহারে এবং কোন সময়ে ফলভোজন করত দৃষদ্বতী-নদীতীরে সেই ব্রহ্ম-প্রদত্ত ফল অগ্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ দীপাদি দ্বারা বৃষধ্বজের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

এইরূপে বর্ষদ্বয় অতীত হইলে, জগৎপতি মহাদেব, পৌষ্যরাজের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া সহর্ষ-চিত্তে নৃপতিকে বলিলেন, আমাকে কি জন্য উপাসনা করিতেছ বল, আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব। ৪২-৪৩

পৌষ্য বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি পুত্র-হীন, অতএব সেই পুত্র কামনায় আরাধনা করিতেছি, যেরূপে আমি পুত্রবান্ হই, তাহাই করুন। ৪৪

রাজা ভার্য্যাগণের সহিত ভক্তি-প্রবণচিত্তে স্তুতিবাক্যে এই কথা বলিলেন। তাহার পর বৃষভধ্বজ, প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মদত্ত ফল হস্তে করিয়া পুত্রার্থী রাজাকে এই কথা বলিলেন। ৪৫-৪৬

ততঃ প্রবৃত্তে ভবত এতাসু ঋতুসঙ্গমে।
আধাস্যন্তি তু গর্ভাংস্তু ভার্য্যাস্তে যুগপন্নৃপ ॥ ৪৮
কালপ্রাপ্তে চ যুগপৎ প্রসবো যোষিতাং তব।
ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ তত্রৈকং ত্বং করিষ্যসি ॥ ৪৯
একাস্যা জঠরে শীর্ষভাগস্তে সম্ভবিষ্যতি।
অপরস্যাস্তদা কুক্ষের্মধ্যভাগো ভবিষ্যতি ॥ ৫০
অধো নাভ্যাস্তু যো ভাগঃ সোঽপরস্যাং ভবিষ্যতি।
তচ্চ খণ্ডত্রয়ং ভূপ যথাস্থানং পৃথক্ পৃথক্।
যোজয়িষ্যসি পশ্চাত্তে পুত্র একো ভবিষ্যতি ॥ ৫১
তস্য শীর্ষে চন্দ্ররেখা সহজা সম্ভবিষ্যতি।
তেনৈব নাম্না স খ্যাতিং গমিষ্যতি চ ভূতলে ॥ ৫২
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তাসাং গর্ভান্ স্বয়ং তদা।
সংস্কর্ত্তুং জাহ্নবীতোয়মাত্মবাসায় বৈ ন্যধাৎ ॥ ৫৩
ততঃ ফলে স্বয়ং দেবঃ প্রবিবেশ বৃষধ্বজঃ।
তৎক্ষণাত্তৎ ফলং ভূতং ত্রিভাগং স্বয়মেব হি ॥ ৫৪
পৌষ্যস্তৎফলমাদায় মুদিতঃ সহ ভার্য্যয়া।
প্রযযৌ মন্দিরং হৃষ্টো অনুজ্ঞাপ্য বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৫
ততঃ সমুচিতে কালে প্রাপ্তে তাভিস্তু ভক্ষিতম্।
তৎফলং নৃপশার্দ্দূল গর্ভাশ্চাপ্যায়িতা শুভাঃ ॥ ৫৬

হে নৃপতে। এই ব্রহ্মদত্ত ফল ত্রিভাগ করত অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পত্নী-ত্রয়কে ভোজন করাও। ৪৭

তাহার পর তোমার সহিত ইহাদের রতি সঙ্গম প্রবৃত্ত হইলে হে নৃপ! তোমার পত্নীত্রয় এক সময়ে গর্ভবতী হইবে। ৪৮

তাহার পর কালক্রমে তোমার ভার্য্যাগণ এক সময়ে প্রসব করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তাহাতে তুমি এক কার্য্য করিও। ৪৯

তোমার এক স্ত্রীর গর্ভে শিরোভাগ হইবে, অপর এক ভার্য্যার গর্ভে কুক্ষি ও মধ্যভাগ হইবে এবং অবশিষ্ট এক ভার্য্যার জঠরে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবে, সেই প্রসূত খণ্ডত্রয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে যথাস্থানে সংযোগ করিতে হইবে। ৫০-৫১

পরে সেই ভাগ্যত্রয় যোগে তোমার এক পুত্র হইবে, তাহার শিরোদেশে স্বভাবতঃ চন্দ্রলেখা হইবে, সেই বালক, সেই নামেই ভূতলে খ্যাত হইবে। ৫২

এই কথা বলিয়া, মহাদেব স্বয়ং নিজের নিবাসযোগ্য তাহাদের গর্ভসংস্কার করিবার নিমিত্ত তাহা স্বশিরস্থ জাহ্নবীজলে নিহিত করিলেন। ৫৩

তাহার পর সেই ফলে মহাদেব প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবামাত্রই ফল স্বয়ং ত্রিভাগ হইল। ৫৪

পৌষ্য সেই ফল গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাগণ-সহ হৃষ্টান্তঃকরণে এবং হরের অনুমতিক্রমে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৫৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তাহার পর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে পৌষ্য-ভার্য্যাগণ সেই ত্রিভাগ ফল তিনজনে ভক্ষণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার হইল। ৫৬

সম্পূর্ণে গর্ভকালে তু গর্ভেভ্যঃ সমজায়ত।
খণ্ডত্রয়ং পৃথগ্রাজংস্তথা ভর্গেণ ভাষিতম্ ॥ ৫৭
তচ্চ খণ্ডত্রয়ং পৌষ্যো যথাস্থানং নিযোজ্য চ।
একপিণ্ডং চকারাশু তত্র পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৫৮
তস্য শীর্ষে তদা রাজন্ সহজেন্দুকলা শুভা।
বিররাজ যথা খস্থা শরৎকালে কলা বিধোঃ ॥ ৫৯
তং সর্ব্বলক্ষণোপেতং পীনোরস্কং সুনাসিকম্।
সিংহগ্রীবং বিশালাক্ষং দীর্ঘায়তভুজং তদা ॥ ৬০
দৃষ্ট্বা পৌষ্যোঽথ ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ সম্মুদম্।
লেভে দরিদ্রঃ সংকোষং প্রাপ্যেব বিপুলং ততঃ ॥ ৬১
তস্য নামাকরোদ্রাজা ব্রাহ্মণৈঃ স্বৈঃ পুরোহিতৈঃ।
চন্দ্রশেখর ইত্যেব কান্ত্যা চন্দ্রমসঃ সমঃ ॥ ৬২
ববৃধে স মহাভাগঃ প্রত্যহং চন্দ্রবৎ সুতঃ।
কলাভিরিব তেজস্বী শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৬৩
এবং তিসৃণামম্বানাং গর্ভে জাতো যতো হরঃ।
অতস্ত্র্যম্বকনামাভূৎ প্রথিতো লোকবেদয়োঃ ॥ ৬৪
স রাজপুত্রঃ কৌমারীমবস্থাং প্রাপয়ত্তদা।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বিষ্ণোস্তুল্যো বভূব হ ॥ ৬৫
বলে বীর্য্যে প্রহরণে শাস্ত্রে শীলে চ তৎসমঃ।
নান্যোঽভূৎ নৃপশার্দ্দূল নো বা ভূমৌ ভবিষ্যতি ॥ ৬৬

গর্ভকাল সম্পূর্ণ হইলে খণ্ডত্রয় প্রসব হইল; শিবের সেই বাক্যানুসারে পৌষ্য রাজা খণ্ডত্রয় পৃথক্‌রূপে যথাস্থানে যোগ করিয়া এক পিণ্ড করিলেন, তাহাতেই একপুত্র উৎপন্ন হইল। ৫৭-৫৮

হে রাজন্! তাহার শিরোভাগে আকাশস্থ শারদীয় চন্দ্রের কলার ন্যায় ইন্দুকলা বিরাজ করিতে লাগিল। ৫৯

অনন্তর পৌষ্য, ভার্য্যাত্রয়ের সহিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বিস্তারিত-বক্ষঃস্থল, সুন্দর-নাসিকাযুক্ত, সিংহের ন্যায় গ্রীবা, বিশাল-নেত্র, দীর্ঘভুজ সেই পুত্রকে দেখিয়া, বিপুল ধনাগারপ্রাপ্ত দরিদ্রের ন্যায়, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৬০-৬১

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণবর্গ ও স্বীয় পুরোহিতের দ্বারা সংস্কারপূর্ব্বক তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' এই নাম রাখিলেন; পুত্রও স্বয়ং চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর লাবণ্যময় হইলেন। ৬২

সেই মহাভাগ বাল্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তেজস্বিভাবে যেরূপ শারদীয় নিশাকর, কলাসমূহ দ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ৬৩

এইরূপে মাতৃত্রয়ের গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জগতে এবং বেদে হরের ত্র্যম্বক নাম খ্যাত হইল। ৬৪

রাজপুত্র কৌমারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থপারদর্শী বিষ্ণুতুল্য তত্ত্বজ্ঞ হইলেন। ৬৫

তিনি বল, বীর্য্য, শাস্ত্রপারদর্শিতা ও সুশীলতাতেও বিষ্ণুসম হইলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সমান সত্ত্বভাবাপন্ন ব্যক্তি জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। ৬৬

অভিষিচ্যাথ তং রাজ্যে কুমারং বলবত্তরম্।
দশপঞ্চৈকবর্ষীয়ং সর্ব্বরাজগুণৈর্য্যুতম্॥ ৬৭
তিসৃভিঃ সহভর্য্যাভি র্বনং পৌষ্যো বিবেশ হ।
বৃদ্ধোচিতক্রিয়াং কর্ত্তুং রাজা পরমধার্ম্মিকঃ॥ ৬৮
গতে পিতরি রাজা স বনবাসং মহাবলঃ।
সর্ব্বাং ক্ষিতিং বশে চক্রে সামাত্যশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ৬৯
সার্ব্বভৌমো নৃপো ভূত্বা রাজভিঃ পরিসেবিতঃ।
অমরৈরিব দেবেন্দ্রো বিজহার শ্রিয়া যুতঃ॥ ৭০
এবং পৌষ্যসুতো ভূত্বা ত্র্যম্বকঃ পুণ্যনির্বৃতঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তাহ্বয়ে রম্যে করবীরাহ্বয়ে পুরে।
দৃষদ্বতীনদীতীরে রাজা ভূত্বা মুমোদ হ॥ ৭১
অথৈকদা স পিতরং বনবাসগতং স্বয়ম্।
মাতৃশ্চাপি নৃপশ্রেষ্ঠ দ্রষ্টুকামোঽভবন্নৃপঃ॥ ৭২
স একস্যন্দনেনৈব একাকী চন্দ্রশেখরঃ।
বিপুলং ধনুরাদায় সমার্গণগণং তদা॥ ৭৩
তপোবনং পুণ্যময়ং বিষয়ান্তে ব্যবস্থিতম্।
আসসাদ দিদৃক্ষুঃ স তাতং বৃদ্ধং সমাতৃকম্॥ ৭৪
স গচ্ছন্ পিতুরভ্যাসং নৃপতিং চন্দ্রশেখরঃ।
দদর্শ নমুচং নাম তপস্যন্তং মহামুনিম্॥ ৭৫
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ সংবীতং সূর্য্যসন্নিভম্।
উর্দ্ধগাভির্জটাভিশ্চ সংযুতং ধ্যানিনং কৃশম্॥ ৭৬

তৎপরে পৌষ্য রাজা, বলশালী সমস্ত রাজগুণসম্পন্ন ষোড়শবর্ষীয় পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৬৭

পরম ধার্ম্মিক সেই রাজা, বৃদ্ধ-কালোচিত কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত ভার্য্যাগণ সহ বনে গমন করিলেন। ৬৮

পিতার বন গমনের পর চন্দ্রশেখর, অমাত্যগণের সহিত সমস্ত রাজ্য স্বীয় আয়ত্তাধীন করিলেন। ৬৯

সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে রাজবর্গের পূজিত হইলেন এবং অমরগণসেবিত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ৭০

পুণ্যশীল ত্র্যম্বক এইরূপে পৌষ্য-সুত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে দৃষদ্বতীনদী-তীরে করবীরনামক পুরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর একদা রাজার, বনবাসগত মাতা-পিতার দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষ হইল। চন্দ্রশেখর একাকী এক-রথারূঢ় হইয়া, বাণ-সংযোজিত শরাসন গ্রহণ করিলেন। ৭২-৭৩

বৃদ্ধ পিতা-মাতার দর্শনাভিলাষে বিষয় বাসনার অবসানে ব্যবস্থিত পুণ্যময় তপোবনে গমন করিলেন। ৭৪

নৃপতি চন্দ্রশেখর, পিতার সমীপে গমন করিয়া তপস্যারত নমুচ নামক মহামুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৫

তাঁহার কলেবর, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় দ্বারা সংবীত, সূর্য্যসদৃশ-প্রভাশীল ঊর্দ্ধগামী-জটাভারযুক্ত; তিনি কৃশ ও ধ্যান-নিরত। ৭৬

তপসা দ্যোতিততনুং নিশ্চলং কুশজাসনম্ ।
তং দৃষ্ট্বা দূরতো বীরো রথোপস্থাদবাতরৎ ॥ ৭৭
উপতস্থে চ বিপ্রেন্দ্রং বিনয়ানতকন্ধরঃ ।
প্রণনাম মুনিং তঞ্চ বাক্যমেতদুদীরয়ন্ ॥ ৭৮
পৌষ্যস্য তনয়ো ব্রহ্মন্ নামাহং চন্দ্রশেখরঃ ।
প্রণমামি মহাভক্ত্যা ভবন্তং মুনিসত্তমম্ ॥ ৭৯
ইত্যুক্ত্বা প্রাঞ্জলিস্তস্থৌ মুনেস্তস্যাগ্রতো নৃপঃ ।
নমুচস্য মুখং বীক্ষ্য ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ ॥ ৮০
পূর্ব্বমেব যদা রাজা প্রাবিশত্তপসে বনম্ ।
তদৈব সহভার্য্যাভিস্তং মুনিং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৮১
চিরমারাধ্য নমুচং পৌষ্যঃ পরমপণ্ডিতঃ ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং পুত্রার্থে সুনৃতাক্ষরৈঃ ॥ ৮২
বিষয়ান্তে তপঃ কুর্ব্বন্ মুনিশ্রেষ্ঠেহ তিষ্ঠসি ।
একন্তু প্রার্থয়ে ত্বত্তো যদি মাং দয়সে মুনে ॥ ৮৩
শিশুর্মে তনয়ো রাজা চন্দ্রশেখরসংজ্ঞকঃ ।
সহজেন্দুকলাযুক্তো বালভাবাচ্চ চঞ্চলঃ ॥ ৮৪
স চেত্ত্বন্তমাসাদ্য কদাচিদপরাধ্যতি ।
তদা ক্ষমিষ্যসি মুনে ময়ৈতৎ প্রার্থিতং ত্বয়ি ॥ ৮৫
পৌষ্যস্য বচনং শ্রুত্বা মুনিশ্চাঙ্গীচকার হ ।
দৃষ্ট্বা তত্তনয়ং বিপ্রঃ পৌষ্যবাক্যমথাস্মরৎ ॥ ৮৬

তাঁহার শরীর তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত প্রদীপ্ত এবং নিশ্চল। তিনি কুশময় আসনে উপবিষ্ট ; রাজা রথ হইতে সেই মুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৭

আদরের সহিত বিনয়াবনত মস্তকে মুনিকে কিঞ্চিৎ স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৭৮

হে ব্রহ্মন্! আমি পৌষ্যের পুত্র, আমার নাম—চন্দ্রশেখর ; আমি ভক্তি-পূর্ব্বক আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৯

এই কথা বলিয়া নৃপতি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনির মুখ দর্শন করত ভক্তি-নম্র-মস্তকে তাঁহার অগ্রস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮০

পরম পণ্ডিত পৌষ্যরাজ, তপস্যার জন্য যে সময়ে তপোবনে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে ভার্য্যাগণসহ মুনিকে পূজা করেন। তাঁহাকে অনেক সময় আরাধনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ৮১-৮২

তিনি বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি বিষয়-ভোগান্তে তপস্যা করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন ; আমি একটী প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে দান করুন। ৮৩

হে মুনে! আমার পুত্র চন্দ্রশেখর রাজা হইয়াছে। সে শিশু—স্বাভাবিক ইন্দুকলাযুক্ত এবং বালভাববশতঃ চঞ্চল। ৮৪

অতএব যদি সে আপনার সমক্ষে কোন দিন অপরাধ করে, তবে আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। ৮৫

পৌষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি তাহাই স্বীকার করিলেন। রাজ-তনয়কে দেখিয়া মুনি পৌষ্যবাক্য স্মরণ করিলেন। ৮৬

স্মৃত্বাগ্রতঃ স্থিতং নম্রং সুচিরং চন্দ্রশেখরম্।
ইদং প্রোবাচ স মুনি র্দয়াবান্নমুচাহ্বয়ঃ ॥ ৮৭
বিনয়েনাদ্য তুষ্টোঽস্মি ভবতঃ চন্দ্রশেখর।
বরং বরয় দাস্যামি বাঞ্ছিতং মে মহত্তরম্ ॥ ৮৮
তস্য শ্রুত্বা ততো বাক্যং নৃপতিশ্চন্দ্রশেখরঃ।
পুনঃ প্রণম্য নমুচ-মিদমাহাতিসূনৃতম্ ॥ ৮৯
কায়েন মনসা বাচা যদত্যর্থং দ্বিজোত্তম।
তৎ সর্ব্বং বিষয়ে মেঽস্তি ত্বাদৃশা যস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৯০
মনোগতং মে দুষ্প্রাপং বাঞ্ছনীয়ং ন বিদ্যতে।
তদেব বরণীয়ং মে যদ্দদাতি স্বয়ং ভবান্ ॥ ৯১

নমুচ উবাচ—

ত্বং সপ্তদশবর্ষাণাং প্রাপ্তে সংবৎসরে পরে।
ভবিষ্যসি নৃপশ্রেষ্ঠ বররামাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৯২
যথা গিরিসুতা শম্ভোর্যথা লক্ষ্মীর্গদাভৃতঃ।
যথা সুরেশস্য শচী তথা তেঽপি ভবিষ্যতি ॥ ৯৩
ইত্যুক্ত্বা স মুনির্ভূপং নমুচস্তপসাং নিধিঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা স চাপি মুদিতো যযৌ ॥ ৯৪
স গত্বা পিতরং প্রাপ্য মাতৃশ্চ চন্দ্রশেখরঃ।
অপূজয়দ্ যথার্হন্তু তৈরপ্যাশ্বাসিতঃ সুতঃ ॥ ৯৫
অথাগতো নৃপঃ স্বীয়াং করবীরপুরীং প্রতি।
মুদিতঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং রেমে দেবেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ৯৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

স্মরণ করত দয়াশীল মুনি নম্রভাবে অগ্রস্থিত চন্দ্রশেখরকে এই কথা বলিলেন ;—হে চন্দ্রশেখর। তোমার বিনয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি দান করিব। ৮৭-৮৮

রাজা চন্দ্রশেখর, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া নমুচ মুনিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৮৯

হে দ্বিজসত্তম। শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা যাহা প্রার্থনা করিব, সে সমস্তই আমার বিষয়ে আছে এবং সমস্তই আমার অনুকূল। ৯০

আমার দুষ্প্রাপ্য মনোগত বিষয় বিদ্যমান দেখিতে পাই না ; অতএব আপনি যাহা স্বয়ং দান করিবেন, সেইটীই আমার পক্ষে বরণীয়। ৯১

নমুচ বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বর্ত্তমান সময়ে তুমি সপ্তদশবর্ষীয় ; আর এক বৎসর অতীত হইলে উৎকৃষ্টা স্ত্রীর পতি হইয়া অত্যন্ত সুখী হইবে। ৯২

যেরূপ শম্ভুর গিরিসুতা, গদাধরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী ; তোমার পত্নী সেই-রূপ হইবে। এই কথা বলিয়া তপোনিধি নমুচ রাজাকে বিদায় করিলেন, রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিলেন। ৯৩-৯৪

চন্দ্রশেখর, পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৯৫

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অবতীর্ণে মহাদেবে পৌষ্যজায়াসুখেচ্ছায়া।
মানুষেণ প্রমাণেন গতে সংবৎসরত্রয়ে ॥ ১
গিরিজাপি ককুৎস্থস্য রাজ্ঞো ভার্য্যায়জায়ত।
মেনকায়াং যথা পূর্ব্বং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ২
অথার্য্যাবর্ত্তবিষয়ে ব্রহ্মণ্যঃ শূরসত্তমঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশজো রাজা ককুৎস্থো নাম ধাম্মিকঃ ॥ ৩
ভোগবত্যাহ্বয়ায়াং তু পুর্য্যাং রিপুনিষূদনঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নো ভূপালগুণসংযুতঃ ॥ ৪
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা ভর্গদেবস্য পুত্রিকা।
সা মনোন্মথিনী নাম্না পূজিতা পতিবল্লভা ॥ ৫
তস্যাঃ পুত্রশতং যজ্ঞে দেবগর্ভাভমচ্যুতম্।
বলবীর্য্যসমাযুক্তং ককুৎস্থনৃপসত্তমাৎ ॥ ৬
পুত্রী ন বিদ্যতে তস্যাস্তদর্থং সা গৃহান্তরে।
নিভৃতং স্থণ্ডিলং কৃত্বা চণ্ডিকাং সমপূজয়ৎ ॥ ৭

অনন্তর রাজা চন্দ্রশেখর স্বীয় করবীরপুরে গমন করিয়া সচিবগণের সহিত আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৯৬

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

চন্দ্রশেখরের বিবাহ

ঔর্ব্ব বলিলেন, মহাদেব পৌষ্যজায়াতে ইচ্ছাবশতঃ অবতীর্ণ হইলে এবং মনুষ্য-পরিমাণে দুই বৎসর অতীত হইলে, গিরিজা যেরূপ পূর্ব্বে মেনকার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ককুৎস্থ রাজার ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১-২

আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নামে নগরীতে ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান-রত মহা-বীর্য্যশালী ককুৎস্থ নামে অতি ধার্ম্মিক অত্যন্ত রিপুনিষূদনকারী, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন; সমস্ত রাজগুণ-যুক্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। ৩-৪

মহাভাগ্যশালিনী ভর্গদেবের তনয়া মনোন্মথিনী নামে তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যা ছিলেন। ৫

ককুৎস্থ নৃপতি হইতে তাঁহার দেবগণের ন্যায় অচ্যুত বলবীর্য্যযুক্ত এক শত পুত্র জন্মিল; একটীও কন্যা প্রসূতা হইল না। ৬

সেইজন্য ককুৎস্থ-পত্নী গৃহান্তরে নিভৃত স্থানে চণ্ডিকাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭

পূজ্যমানা মহাদেবী চণ্ডিকা রাজভার্য্যয়া।
প্রসন্না সা ত্রিভির্বর্ষৈস্তাং স্বপ্নে চাব্রবীদিদম্ ॥ ৮
যোষিল্লক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌমস্য ভামিনী।
নক্ষত্রমালয়া যুক্তা পুত্রী তব ভবিষ্যতি ॥ ৯
সাপি স্বপ্নে বরং প্রাপ্য মুদিতাভূন্নৃপাঙ্গনা।
পার্ব্বত্যপি স্বয়ং তস্যা গর্ভে কালে বিবেশ হ ॥ ১০
সা মনোন্মথিনী দেবী প্রবৃত্তে ভানুসঙ্গমে[১]।
গর্ভং দধৌ মহাসত্ত্বং চন্দ্রিকেবামৃতোৎকরম্ ॥ ১১
সম্পূর্ণে তু ততঃ কালে প্রাপ্তে নক্ষত্রমালিনীম্।
সা মনোন্মথিনী দেবী সুষুবে তনয়াং শুভাম্ ॥ ১২
তাং দৃষ্ট্বা হারসংযুক্তাং শরজ্জ্যোৎস্নোপমাং শুভাম্।
ককুৎস্থো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমত্যর্থমুদিতোঽভবৎ ॥ ১৩
সহজেনাথ হারেণ ভূষিতা তু ককুৎস্থজা।
ববৃধে মন্দিরে তস্য বর্ষাস্বিব সুরাপগা ॥ ১৪
তেনৈব হারচিহ্নেন তস্যাস্তারাবতীতি বৈ।
নামাকরোৎ পিতা কালে যথোক্তে নৃপসত্তম ॥ ১৫
কালক্রমেণ সা বাল্যং ব্যতীতা বরবর্ণিনী।
মঞ্জুলং যৌবনোদ্ভেদং প্রাপ শ্রীরিব মাধবে ॥ ১৬
সা শ্রিয়া শ্রিয়মন্বেতি শোচেনাথ সতী শুভা।
সুশীলাং শীলচরিতৈঃ স্বরূপেণ চ পার্ব্বতীম্ ॥ ১৭

মহাদেবী চণ্ডিকা পূজিত হইয়া তিন বৎসরের পর প্রসন্না হইলেন এবং স্বপ্নে ককুৎস্থপত্নীকে বলিলেন। ৮

স্ত্রীলক্ষণ-সম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটী কন্যা হইবে। ৯

ককুৎস্থ-পত্নী স্বপ্নে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন; পার্ব্বতীও স্বয়ং কালক্রমে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ১০

দেবী মনোন্মথিনী ঋতুসঙ্গম বশতঃ অমৃতসমূহ চন্দ্রিকার ন্যায় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। ১১

তাহার পর, কালপূর্ণ হইলে দেবী মনোন্মথিনী নক্ষত্রমালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। ১২

শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী এবং হার-সংযুক্তা, সেই নবপ্রসূতা তনয়াকে দেখিয়া ককুৎস্থ, ভার্য্যার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ১৩

সহজ হারে ভূষিতা ককুৎস্থতনয়া বর্ষাকালীন সুরনদীর ন্যায় ককুৎস্থের ভবনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১৪

হে নৃপসত্তম! স্বাভাবিক হারচিহ্ন আছে বলিয়া পিতা উপযুক্ত কালে তাঁহার নাম তারাবতী রাখিলেন। ১৫

সেই বরবর্ণিনী কালক্রমে বাল্যভাব অতিক্রম করিয়া, মাধবের লক্ষ্মীর ন্যায় যৌবনের উদ্গমজনিত শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ১৬

১। ঋতুসঙ্গমে—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্যাস্তু যৌবনোদ্ভেদং দৃষ্ট্বা রাজা সুতৈঃ সহ।
ককুৎস্থঃ কারয়ামাস সময়েঽথ স্বয়ংবরম্ ॥ ১৮
মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে চন্দ্রবৃদ্ধৌ শুভে দিনে।
স্বয়ংবরসভাঞ্চক্রে তারাবত্যাঃ পিতা সুতৈঃ ॥ ১৯
বার্ত্তিকাংস্তু বহূন্ রাজা বড়বাভিক্রমেণ বৈ[১]।
তূর্ণং প্রস্থাপয়ামাস নানাদেশনৃপান্ প্রতি ॥ ২০
তে রাজানস্তদা শ্রুত্বা বার্ত্তাং বৈ বার্ত্তিকাননাৎ।
তূর্ণমেব সমাজগ্মুস্তারাবত্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ২১
তং শ্রুত্বা পৌষ্যতনয়শ্চতুরঙ্গবলৈর্যুতঃ।
স্বয়ংবরং জগামাশু দিব্যালঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২২
তত্র গত্বা নৃপশ্রেষ্ঠাঃ ককুৎস্থেন বিনির্ম্মিতে।
স্বয়ংবরসভামধ্যে যথযোগ্যমুপস্থিতাঃ ॥ ২৩
আসীনেষ্বথ ভূপেষু ককুৎস্থস্তনয়াং স্বকাম্।
শুভে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে সভাং নেতুং মনোঽকরোৎ ॥ ২৪
এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞঃ কুমারী বরবর্ণিনী।
বৃদ্ধাং ধাত্রীং নিজাং সম্যক্সম্পূর্ণজ্ঞানশালিনীম্ ॥ ২৫
স্বয়ংবরসভাং দ্রষ্টুং প্রাহিণোৎ সদসং প্রতি।
উবাচ চ তদা ধাত্রীং রাজপুত্রী সুমঙ্গলাম্ ॥ ২৬

তারাবতী, স্বীয় শোভার দ্বারা লক্ষ্মীর অনুকরণ করিলেন এবং শুদ্ধতায় সতীর অনুকরণ করিলেন, শীতলতায় সুশীলার ও চরিত্রদ্বারা পার্ব্বতীর অনুকরণ করিলেন। ১৭

রাজা ককুৎস্থ, তনয়ার যৌবনোদ্গম দর্শন করিয়া সুতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার স্বয়ংবর করাইলেন। ১৮

বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে শুভদিনে পিতা সুতগণের সহিত, তারাবতীর স্বয়ংবর সভা করিলেন। ১৯

নানাদেশীয় রাজবর্গের সমীপে স্বয়ংবর-বার্ত্তাবহ বহু দূত অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। ২০

রাজবর্গ দূতমুখে স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া শীঘ্র তারাবতীর স্বয়ংবর স্থলে সমবেত হইলেন। ২১

পৌষ্য-তনয় চন্দ্রশেখর-রাজা তাহা শ্রবণ করত চতুরঙ্গবলের সহিত দেবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বর-স্থলে গমন করিলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠগণ ককুৎস্থ-নির্ম্মিত স্বয়ম্বর-সভা-বেদিকায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যাসনে উপবেশন করিল। ২৩

ককুৎস্থ নিজ তনয়াকে শুভলগ্নে শুভমুহূর্ত্তে সভায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ২৪

ইহার মধ্যে বরবর্ণিনী রাজকুমারী, সম্পূর্ণ জ্ঞানশালিনী স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে স্বয়ম্বর-সভা দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ২৫

সেই সময়ে মঙ্গলযুক্তা রাজনন্দিনী ধাত্রীকে বলিলেন, ধাত্রি! তুমি স্বয়ংম্বর-

---

১। বড়বাভিঃ ক্রমেলকৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

স্বয়ংবরসভাং গত্বা চারুরূপং সুলক্ষণম্ ।
নৃপং নিরূপ্য ভো ধাত্রি সমক্ষং মে নিবেদয় ॥ ২৭
ত্বং মাতর্মম কল্যাণং সৌভাগ্যমপি বাঞ্ছসি ।
যথা সৌভাগ্যদঃ স্বামী মম স্যাত্ত্বং তথা কুরু ॥ ২৮
এবং তাং প্রেষয়িত্বাথ ধাত্রীং নৃপতিপুত্রিকা ।
সা মনোন্মথিনী যত্র প্রারাধয়ত চণ্ডিকাম্ ।
তত্র প্রায়ান্ মহাভাগা শুভা তারাবতী তদা ॥ ২৯
তত্র গত্বা মহাদেবীং প্রণম্য কালিকাহ্বয়াম্ ॥ ৩০
মানুষেণাথ ভাবেন তাং জ্ঞাত্বাত্মানমাত্মনা ।
প্রণনাম মহাভক্ত্যা বাক্যঞ্চৈতদুবাচ হ ॥ ৩১
প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং জগন্ময়ীম্ ।
সা মে প্রসীদতাং গৌরী চণ্ডিকা ভক্তবৎসলা ॥ ৩২
যদি সত্যং জনন্যা মে মদর্থে ত্বং প্রপূজিতা ।
তেন সত্যেন সুভগঃ পতির্মম নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৩
স্বয়ংবরেঽদ্য ভবতু প্রসীদ হরবল্লভে ॥ ৩৪
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা চণ্ডিকা হরমোহিনী ।
মোহয়ন্তী নৃপসুতাং যথাত্মানং ন বেত্তি চ ।
তথা প্রাহাদৃশ্যমূর্ত্তিরিদং সা সূনৃতং বচঃ ॥ ৩৫

দেব্যুবাচ—

পৌষ্যস্য তনয়ো যোঽসৌ নাম্নাভূচ্চন্দ্রশেখরঃ ।
স মনোহররূপস্তে প্রিয়ঃ স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

সভাস্থলে গমন করিয়া, মনোহর-রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বসুলক্ষণশালী রাজাকে বিশেষ-রূপে নিরূপণ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বল । ২৬-২৭

হে মাতঃ। তুমিই আমার কল্যাণ ও সৌভাগ্য বিশেষ বাঞ্ছা কর। অতএব যাহাতে আমি সৌভাগ্যশালী স্বামী পাইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন কর । ২৮

ধাত্রীকে প্রেরণ করিয়া নৃপতনয়া মনোন্মথিনী যেস্থানে চণ্ডীর আরাধনা করিয়াছেন, সেইস্থানে গমন করিলেন । ২৯

মহাভাগ্যশালিনী তারাবতী চণ্ডিকার মন্দিরে গমন করিয়া, দেবী কালি-কাকে প্রণাম করিলেন । ৩০

মনুষ্যভাবে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকাতে মহাভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত তিনি এই কথা বলিলেন ;—মহামায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করিতেছি, সেই ভক্তবৎসলা চণ্ডিকা আমার প্রতি প্রসন্না হউন । ৩১-৩২

যদি মাতা আমার জন্য সত্য আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যে অদ্য স্বয়ম্বরে আমার নৃপোত্তম সুভগ পতি হউক । ৩৩

হে হরবল্লভে ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩৪

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরমোহিনী চণ্ডিকা, যেরূপে আপনাকে না জানিতে পারে, তদ্রূপ নৃপসুতাকে মোহিত করিয়া অদৃশ্যভাবে এই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩৫

তমিন্দুকলয়া শীর্ষে চিহ্নিতং নৃপসত্তমম্।
বরয়স্ব বরারোহে পার্ব্বতীব বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু পার্ব্বতী নৃপপুত্রিকাম্।
সাপি নত্বা তথাদৃশ্যাঃ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনা।
জগাম মঙ্গলগৃহং জনন্যা যত্র বাসিতা ॥ ৩৮
অথাজগাম সা ধাত্রী নিরূপ্য সদৃশং পতিম্।
তারাবত্যাস্তদাচষ্ট রহস্যং নৃপসত্তম ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা তামগ্রতো ধাত্রীং প্রহৃষ্টাং নৃপতেঃ সুতা।
পপ্রচ্ছ নিভৃতং কীদৃক্ কো বা দৃষ্টস্ত্বয়া নৃপঃ ॥ ৪০
সা প্রাহ ধাত্রী বচনাত্তব ভূপা বিলোকিতাঃ।
চারুরূপাঃ কুলীনাশ্চ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ পারগাঃ ॥ ৪১
তেষামহং ন শক্নোমি প্রবক্তুং সুবহূন্ গুণান্।
যেষু মে রোচতে তাংস্তু কথয়ামি শুভপ্রদে ॥ ৪২
চারুরূপা ময়া তেষু চত্বারঃ পুরুষাঃ শুভে।
দৃষ্টাস্তত্রাপি নাসত্যৌ দেবৌ দ্বাবপরৌ নরৌ॥ ৪৩
দেবয়োঃ কথনে কৃত্যং কিঞ্চিন্নাপি ন বিদ্যতে॥ ৪৪
যৌ পুনঃ পৃথিবীপালৌ তয়োরেকঃ সদারকঃ।
নাম্না সর্ব্বাঙ্গকল্যাণোঽথাপরশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ৪৫

চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যতনয় মনোহররূপ সম্পন্ন; সেই তোমার প্রিয় স্বামী হইবে। ৩৬

হে বরারোহে! শিরঃস্থিত ইন্দুকলাচিহ্নিত সেই নৃপসত্তমকে, যেরূপে পার্ব্বতী বৃষধ্বজকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বরণ কর। ৩৭

পার্ব্বতী নৃপতনয়াকে এইকথা বলিয়া নীরব হইলেন; নৃপতনয়াও অদৃশ্য-রূপা চণ্ডিকাকে প্রণাম করত হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলগৃহে গমন করিলেন। ৩৮

হে নৃপসত্তম! অনন্তর ধাত্রী তারাবতীর সদৃশ পতি নিরূপণ করত গোপনীয় বিষয় বলিতে আগমন করিল। ৩৯

নৃপসুতা ধাত্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিভৃতস্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ধাত্রি! তুমি কোন্ নৃপতিকে কিরূপ দেখিলে? ৪০

সেই ধাত্রী বলিতে লাগিল,—তোমার সদৃশ বরের উপযুক্ত বহু রাজা আমি দেখিয়াছি; তাঁহারা মনোহররূপসম্পন্ন, কুলীন ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী। ৪১

তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না; সেই রাজবর্গের মধ্যে তাঁহাদিগের সকলকেই আমি ভাল বলি। ৪২

হে শুভপ্রদে! তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি;—সেই বহু-রাজার মধ্যে চারিটী পুরুষ আমি দেখিলাম, কিন্তু তাঁহার মধ্যে দুইটী অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অপর দুইটী মনুষ্য। ৪৩

সেই দেবদ্বয়ের কার্য্য বলিবার কোন দরকার নাই। সেই দুইটী ক্ষিতি-পালের মধ্যে সুলক্ষণ-সম্পন্ন একটি সপত্নীক, নাম সর্ব্বাঙ্গকল্যাণ, অপরটীর নাম চন্দ্রশেখর। ৪৪-৪৫

নাসত্যয়োরেতয়োস্তু বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
রূপে শরীরসৌভাগ্যে সর্ব্বে চাতিমনোহরাঃ ॥ ৪৬
নৃপৌ পুনর্মহাসত্ত্বৌ সিংহস্কন্ধৌ মহাভুজৌ।
আরক্তপাণিনয়নমুখপাদকরোদ্ভবৌ ॥ ৪৭
পীনোরস্কৌ বিশালাক্ষৌ লগ্নভ্রূযুগলাবুভৌ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণৌ দেবালঙ্কারমণ্ডিতৌ ॥ ৪৮
তয়োরপি বয়ঃস্থত্বাৎ প্রশস্তশ্চন্দ্রশেখরঃ।
সুশীলঃ সূনৃতবচাঃ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ সম্মতঃ ॥ ৪৯
ঈষদুদ্ভিন্নরোমা তু নীলেন চারু নির্ম্মলম্।
রাজতে বদনং তস্য লক্ষ্মণেব নিশাকরঃ ॥ ৫০
দীপ্তিমত্যাপি কলয়া রাজতে স নিশাপতেঃ।
সহজেন শিরস্থেন সাক্ষাৎ স চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫১
স এব তে পতির্যোগ্যশ্চিহ্নেনানেন সুন্দরি।
তং ত্বং বরয় রাজানং তব যোগ্যং শুভোদয়ম্ ॥ ৫২
ধ্যাত্রাশ্চৈবং বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রী জগাদ তাম্।
মৎপার্শ্বচারিণী ভূত্বা নিদেশয় নৃপোত্তমম্ ॥ ৫৩
ধাত্রি স্বয়ংবরসভা-প্রবেশসময়ে মম।
তয়োরায়াত্তদা রাজা ত্বন্যোন্যং ভাষমাণয়োঃ ॥ ৫৪
সুতাং স্বয়ংবরসভাং নেতুং কালে শুভোদয়ে।
স্বয়ং তদা কর্তুংস্থস্তু সুতায়া মঙ্গলালয়ে ॥ ৫৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত তাঁহাদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। রূপে শরীরলাবণ্যে সকলেই অত্যন্ত মনোহর। ৪৬

তাহার মধ্যে সেই নৃপদ্বয় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজ-বিশিষ্ট, তাঁহাদের নয়ন, মুখ, হস্ত ও পদ আরক্ত। ৪৭

বক্ষঃস্থল স্থূল, নয়নদ্বয় বিশাল, ভ্রূযুগল পরস্পর-সংযুক্ত; তাঁহারা সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন এবং দেবালঙ্কারে ভূষিত। ৪৮

তাঁহাদের মধ্যে বয়ঃস্থহেতু চন্দ্রশেখরই উপযুক্ত; তিনি সুশীল, সত্যবাদী, শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ৪৯

তাঁহার ঈষদুদ্গত-রোমাবলী-বিরাজিত সুনির্ম্মল মনোহর বদন মৃগলাঞ্ছিত চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। ৫০

তিনি শিরঃস্থিত প্রদীপ্ত চন্দ্রকলা দ্বারা সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ৫১

হে সুন্দরি! তিনিই তোমার পতিপদে প্রতিষ্ঠার যোগ্য, অতএব শিরঃস্থিত চন্দ্রকলারূপ চিহ্ন দ্বারা লক্ষ্য করত তোমার যোগ্য সেই শুভোদয় রাজাকে তুমি বরণ কর। ৫২

রাজকুমারী, ধাত্রীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, ধাত্রি! সেই স্বয়ম্বর স্থলে গমন করত আমার পার্শ্বচারিণী হইয়া সেই রাজকুমারকে তোমায় দেখাইতে হইবে। ৫৩

এইরূপ ধাত্রী ও রাজকুমারী পরস্পর আলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজা স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের সমীপে গমন করিলেন। ৫৪

আসাদ্য পুত্রীং দয়িতাং যোষিদ্ভিঃ কৃতমঙ্গলাম্ ॥
মাল্যং সুগন্ধিপুষ্পাণাং করেণাদায় তৎকরে।
দত্ত্বা চেদমুবাচাশু প্রাপয়ন্ মঙ্গলালয়াৎ ॥ ৫৬
প্রবিশ্য সমিতৌ মাতুর্মাল্যেনানেন সত্তমম্।
যং ত্বমিচ্ছসি রাজানং দ্বিজং বা তং বরিষ্যসি ॥ ৫৭
এবমুক্ত্বা শিবিকয়া স্বাপ্তৈর্বৃদ্ধৈশ্চ পুরুষৈঃ।
প্রবেশয়ামাস সুতাং ককুৎস্থঃ সমিতিং মুদা ॥ ৫৮
তামাগতাং সভাং দৃষ্ট্বা শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাস্তদা।
অন্যে দিক্‌পতয়শ্চাপি সভাং তৎক্ষণমাগতাঃ ॥ ৫৯
সাবতীর্য্য তদাবাপ্য যানাত্তারাবতী মুদা।
ধাত্র্যা চানুগয়া যুক্তা ব্যচরৎ সদসোঽন্তরে ॥ ৬০
সভামধ্যে চিরং সা তু বিহৃত্য বরবর্ণিনী।
ভাবিত্বান্নিয়তের্যোগাচ্চণ্ডিকায়াঃ প্রসাদতঃ ॥ ৬১
তয়োঃ সমত্বাদেকত্বাত্তয়া ধাত্র্যা বিবোধিতা।
গতিখেদজঘর্ম্মাম্ভঃ-কণিকানিচিতাননা ॥ ৬২
পতিং পূর্ব্বতরং পুত্রী রাজ্ঞস্তারাবতী সতী।
স্বয়ং সা পার্ব্বতী দেবী বব্রে চ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৬৩
বৃতং দৃষ্ট্বা তদা তস্য ব্রাহ্মণাঃ সামগীতিভিঃ।
তয়োর্বৈবাহিকঞ্চক্রুর্মঙ্গলং যতমানসাঃ ॥ ৬৪
বৈতালিকা গায়কাশ্চ তথা তৌর্য্যত্রিকা নৃপ।
প্রশংসন্তি স্ম গায়ন্তি বাদয়ন্তি চ কৌতুকাৎ ॥ ৬৫

সমস্ত পুরস্ত্রীগণ, মঙ্গলগৃহে তনয়ার বিবাহোচিত মঙ্গলাচরণ করিলে ককুৎস্থ স্বয়ং তাহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৫

গন্ধযুক্ত পুষ্প-মাল্য গ্রহণ করিয়া কন্যার করে অর্পণ করিলেন এবং ক্ষণকাল অবস্থান করত বলিলেন। ৫৬

মাতঃ! তুমি স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠ রাজা, কি ব্রাহ্মণ,—যিনি তোমার অভিলষিত হইবেন, তাঁহাকেই বরণ করিও। ৫৭

এই কথা বলিয়া ককুৎস্থ, রাজতনয়াকে সপ্ত-বৃদ্ধ-পুরুষ-বাহ্য শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া সভায় উপস্থিত করিলেন। ৫৮

রাজকুমারী সভায় আগমন করিয়াছেন দেখিয়া শক্রাদি দেবগণ ও দিক্‌পালগণ সকলেই সেই সময় আগমন করিলেন। ৫৯

তারাবতী, শিবিকা হইতে অবতরণ করত ধাত্রীসহ সভামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৬০

সভামধ্যে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়া, ভাবি-নিয়তিবশতঃ চণ্ডিকার প্রসাদে এবং তাঁহাদের সমতা ও একতাহেতু ধাত্রীর নির্দ্দেশক্রমে—গমন-জন্য পরিশ্রমবশতঃ উদ্গত ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা বিরাজিতবদনে ককুৎস্থরাজকুমারী তারাবতী স্বয়ং পার্ব্বতীর ন্যায় ভূতপূর্ব্ব পতি চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলেন। ৬১-৬৩

বরণ শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণ সংযতচিত্তে সাম-গীতি দ্বারা তাঁহাদের বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৬৪

সর্ব্বে চ ত্রিদশা মোদমবাপুশ্চন্দ্রশেখরে।
তারাবত্যা বৃতে চাথ ককুৎস্থোঽপ্যতিহর্ষিতঃ ॥ ৬৬
বৃত্তান্তং বীক্ষ্য যে ভূপাঃ সুবাহুপ্রমুখাঃ পরে।
রুষ্টাস্তান্ বারয়ামাস সমিতৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৭
ততো যাতেষু দেবেষু ত্রিদিবং প্রতি স্বেচ্ছয়া।
ভূপেষু চ প্রযাতেষু ককুৎস্থেনার্চ্চিতেষু চ ॥ ৬৮
বৈবাহিকেন বিধিনা স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
তারাবতীং তদা ভার্য্যাং ককুৎস্থানুমতে পুনঃ।
সংস্কৃত্য জ্ঞাপয়ামাস দেবেভ্যো বৈদিকৈর্ম্মখৈঃ ॥ ৭০
পাণিগ্রহণসংস্কারান্ কৃত্বা তাং সহচারিণীম্।
করবীরপুরায়াশু প্রযযৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৭১
দ্বাবিংশত্তু সহস্রাণি দাসীনাং প্রদদৌ পুনঃ।
ককুৎস্থাখ্যো বিট্‌পতয়ে তস্মিন্নুদ্বাহকর্ম্মণি ॥ ৭২
গবাং ষষ্টিসহস্রাণি সৌরভীণাং তথৈব চ।
দুহিত্রে প্রদদৌ দায়ং দাসান্ দাসীঃ প্রমাণতঃ ॥ ৭৩
অপরা যা নিজা পুত্রী ককুৎস্থাখ্যস্য ভূপতেঃ।
নাম্না চিত্রাঙ্গদা খ্যাতা রূপেস্তারাবতীসমা ॥ ৭৪
দাসীনামধিপা ভূত্বা স্বয়ং চানুযযৌ তদা।
তারাবতীং ভূপসুতাং জ্যেষ্ঠাং স্বাং ভগিনীং শুভাম্ ॥ ৭৫
তান্ দাসান্ সুসমাদায় ককুৎস্থতনয়ো মহান্।
জ্যেষ্ঠা বিশ্বাবসুর্নাম গচ্ছন্তং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৭৬

হে নৃপ! তাহার পর বৈতালিকগণ প্রশংসা করিতে লাগিল, গায়কেরা সুমধুরতানে গান করিতে লাগিল, বাদকগণ একতান বাদ্য করিতে লাগিল। ৬৫

তারাবতী চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ককুৎস্থও অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ৬৬

সুবাহু প্রভৃতি ভূপতিগণ এইরূপ বরণ দর্শনে অত্যন্ত রোষ-পরবশ হইয়া উঠিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাদিগকে সভাতেই নিবারণ করিলেন। ৬৭

তাহার পর দেবগণ ইচ্ছাবশতঃ ত্রিদশভবনে গমন করিলেন এবং ভূপতিগণ ককুৎস্থের অর্চ্চনা গ্রহণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন। ৬৮

চন্দ্রশেখর ককুৎস্থের অনুমতিক্রমে বৈবাহিক বিধি অনুসারে ভার্য্যা তারাবতীকে পুনর্ব্বার সংস্কার করত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিবাহ-সংস্কার দেবতাদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন। ৬৯-৭০

চন্দ্রশেখর তারাবতীকে সহচারিণী করিয়া শীঘ্র করবীরপুরে গমন করিবার উদ্‌যোগ কবিলেন। ৭১

ককুৎস্থরাজা চন্দ্রশেখরকে বিবাহে অষ্টাবিংশতি সহস্র দাসী এবং ষষ্টি সহস্র সৌরভী গো দান কবিলেন। রাজা দুহিতাকে পরিমাণমত দাস দাসী ধন প্রভৃতি দান করিলেন। ৭২-৭৩

ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া, রূপে তারাবতী-তুল্য। ৭৪

সে স্বয়ং দাসীগণের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিল। ৭৫

তারাবত্যা চ সহিতং স্যন্দনেনাশুগামিনা।
ধীমাননুযযৌ পশ্চাৎ করবীরপুরং প্রতি ॥ ৭৭
তারাবত্যা সমং রাজা পৌষ্যজশ্চন্দ্রশেখরঃ।
করবীরপুরে রম্যে রেমে নৃপতিশেখরঃ ॥ ৭৮
ইতি স্বয়ং মহাদেবো মানুষীং যোনিমাশ্রিতঃ।
পার্ব্বতী চ স্বয়ং জাতা নরযোনিমনিন্দিতা ॥ ৭৯
যথা ভৃঙ্গী মহাকাল এতয়োরভবৎ সুতঃ।
তথা ত্বং শৃণু রাজেন্দ্র কথয়ামি সমুদ্ভবম্ ॥ ৮০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্থরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিবাহে প্রদত্ত ধনসমস্ত গ্রহণ করত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিলেন। ৭৬

তিনি তারাবতীসহ স্বীয় নগরাভিমুখে গমনোদ্যত চন্দ্রশেখরের করবীরপুর পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। ৭৭

নৃপশ্রেষ্ঠ পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখর, রমণীয় করবীরপুরে তারাবতী সহ সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৭৮

এইরূপে মহাদেব স্বয়ং মানবযোনি আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীও স্বয়ং এইরূপে মনুষ্য-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭৯

হে রাজেন্দ্র! যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী ইহাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু ককুৎস্থতনয়া সতী।
বিধাতুমার্ত্তবং স্নানং যোষিদ্ভিঃ পরিবারিতা। ১
শীতামলজলাং হৃদ্যাং নদীং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্।
প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশাং কল্মষধ্বংসকোবিদাম্॥ ২
কৃতস্নানামনুত্তীর্ণামর্দ্ধমগ্নাং মহাসতীম্।
দদৃশে স্বর্ণগৌরাঙ্গীং কাপোতো মুনিসত্তমঃ॥ ৩
কাপোতং বপুরাস্থায় প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
বিচচার যতঃ পূর্ব্বং কাপোতস্তেন স স্মৃতঃ॥ ৪
তাং দৃষ্ট্বা হেমগর্ভাভাং চন্দ্রিকাং শারদীমিব।
কাপোতঃ কাময়ামাস কামবাণার্দ্দিতো ভৃশম্॥ ৫
কামাগ্নিপরিতপ্তঃ স ককুৎস্থতনয়াং মুনিঃ।
অভিগম্যাথ কল্যাণীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬
কা ত্বং কস্যাসি বনিতা পুত্রী বা কস্য সুন্দরি।
কস্মাৎ সমাগতা বা ত্বমুপাংশু তটিনীজলম্॥ ৭
রূপং তে সৌম্যমাহ্লাদি পূর্ণচন্দ্রনিভং মুখম্।
তিলপুষ্পপ্রতীকাশং নাসিকাযুগলং তব॥ ৮

ঋষি-দর্শন

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ককুৎস্থ-তনয়া, একদা ঋতু-স্নানের নিমিত্ত স্ত্রীগণসহ, শীতল মনোহর জলরাশি-পূরিত, প্রমৃষ্ট-অঞ্জন-সদৃশ শোভাসম্পন্না বিবিধ পাপরাশি-বিনাশিনী দৃষদ্বতী নামে নদীতে গমন করিলেন। ১-২

তৎপরে স্নানাদি সম্পাদন করিলে কাপোত নাম কোন এক ঋষি, অর্দ্ধো-ত্তীর্ণ অর্দ্ধজল-মগ্নাবস্থায় সেই স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী সতী ককুৎস্থাত্মজাকে দর্শন করিলেন। ৩

তিনি প্রাণি-বধের আশঙ্কায় পূর্ব্বে কপোত শরীর ধারণ করত বিচরণ করিতেন, এইজন্য মুনির কাপোত নাম হইয়াছিল। ৪

কাপোত ঋষি, দেবীরূপা এবং শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী তারাবতীকে দর্শন করিবামাত্র, কামার্দ্দিত হইয়া তাঁহার সম্ভোগাভিলাষ করিলেন। ৫

কামপীড়িত ঋষি, কল্যাণী ককুৎস্থ-তনয়ার নিকটে গমন করত এই কথা বলিলেন। ৬

হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার স্ত্রী? এবং কাহারই বা কন্যা? কি জন্যই বা এই নির্জ্জন তটিনীজলে আগমন করিয়াছ? ৭

তোমার রূপ মনোহর এবং আহ্লাদজনক, মুখ পূর্ণ-নিশাকরসদৃশ মনোহর, তোমার তিলপুষ্প-সদৃশ নাসিকা। ৮

বাতকম্পিতনীলাব্জসদৃশে লোচনে তব।
বাহূ মনোহরৌ বৃত্তৌ মৃণালমৃদুলায়তৌ।
উরূ গজকরপ্রখ্যৌ মধ্যং বেদিবিলগ্নকম্ ॥ ৯
ঈদৃশেন তু রূপেণ ন ত্বং মানুষভামিনী।
দেবী বা দানবী বা ত্বমপ্সরোগুণশালিনী ॥ ১০
অথবা ভাগ্যভোগায় শ্রীস্ত্বং নারীত্বমাগতা।
অপর্ণা বা শচী বা ত্বং তন্মে বদ মনোহরে ॥ ১১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি বাক্যং মুনেঃ শ্রুত্বা জলাদুত্তীর্য্য ভামিনী।
প্রণম্য তং মুনিং নম্রা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১২
অহং তারাবতী নাম্না ককুৎস্থস্য সুতা সতী।
চন্দ্রশেখরভূপস্য ভার্য্যাং জানীহি মাং মুনে ॥ ১৩
নাহং দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী।
মানুষ্যহং নৃপসুতা চারিত্রব্রতধারিণী ॥ ১৪

কাপোত উবাচ—

ত্বাং দৃষ্ট্বা মাং স্বয়ং কামঃ সঙ্গতঃ সঙ্গমায় তে।
পীড়িতশ্চাতি তেনাহং ত্বয়া শক্ত্যা সমক্ষয়া ॥ ১৫
স্মরসাগরকল্লোলপতিতং মাং নিরাকুলম্।
ত্বদূরুতরিণা ত্রাহি তূর্ণং ত্বং মৃদুভাষিণী ॥ ১৬
মত্তঃ পুত্রদ্বয়ং চারু রূপলক্ষণসংযুতম্।
ভবিষ্যতি মহাভাগে বলবীর্য্যযুতং মহৎ ॥ ১৭

বাতকম্পিত নীল পদ্মযুগলসদৃশ নয়নদ্বয়; বাহুযুগল মনোহর এবং সুগোল ও মৃণালতুল্য মৃদুল অথচ আয়ত, উরু করি-কর-সদৃশ, মধ্যদেশ বেদিবৎ কৃশ। ৯

এইরূপ মনোহর রূপ দর্শনে তোমাকে দেবী কি দানবী কিংবা অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতেছে। ১০

অথবা তুমি ভোগ্য বস্তুর ভোগে স্বয়ং লক্ষ্মীই স্ত্রীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছ; অয়ি মনোহারিণী! তুমি অপর্ণা কি শচী? তাহাই প্রকাশ্যরূপে বর্ণন কর। ১১

ঔর্ব্ব বলিলেন,—তারাবতী মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং মুনিকে প্রণাম করত বলিলেন। ১২

মুনে! আমার নাম তারাবতী, আমি ককুৎস্থ-রাজার তনয়া, চন্দ্রশেখর-রাজার পত্নী। ১৩

আমাকে দেবী দানবী যক্ষী কি রাক্ষসী বলিয়া সন্দেহ করিবেন না, আমি মানুষী নৃপাত্মজা, চারিত্রব্রত পরিপালন আমার কার্য্য। ১৪

কাপোত বলিলেন,—সুন্দরি! তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার সম্ভোগের নিমিত্ত কাম আমাতে সংযত হইয়া আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে তাহার উপশমে তুমিই সক্ষমা। ১৫

হে মৃদুভাষিণি! নিরাকুল কাম-সাগর-কল্লোলে পতিত হইয়াছি, অতএব তোমার উরুরূপ তরণী দ্বারা শীঘ্র আমাকে পরিত্রাণ কর। ১৬

কাপোতস্য বচঃ শ্রুত্বা ভয়দুঃখসমাকুলা।
জগাদ গদ্গদং বাক্যং বাগ্মিন্যথ ককুৎস্থজা ॥ ১৮

তারাবত্যুবাচ—

বাক্যমন্যন্ময়া কার্য্যং ন কার্য্যমতিনিন্দিতম্।
তস্মান্মা বদ্ মামিত্থং প্রণম্য ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ১৯
ভবাপি নৈতদ্ যোগ্যং স্যাম্মুনেরিহ তপোধন।
তপঃক্ষয়করং গর্হ্যং সতীত্বভ্রংশকং মম ॥ ২০

কাপোত উবাচ—

তপোব্যয়ো বা চান্যদ্বা দূষণং তন্মমাস্ত্বিহ।
তথাপি ত্বামহং ত্যক্তুং নেচ্ছামি সুরতৌ শুভে।
অবশ্যং মম কামেভ্যস্ত্রাণং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২১
অন্যথা কামদগ্ধোঽহং ত্বয়া ত্যক্তো মনোহরে।
ভবতীঞ্চ করিষ্যামি শাপদগ্ধাং সবান্ধবাম্ ॥ ২২
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবী তারাবতী তদা।
ঋষিশাপভয়াৎ সাধ্বী ন কিঞ্চিচ্চোত্তরং দদৌ।
সম্ভাষয়েঽহং স্বসখীরিহ তিষ্ঠ মহামুনে ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা তদা দেবী দাসীনাং মধ্যমাগতা।
চিত্রাঙ্গদাং সমাহূয় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪

হে মহাভাগে। আমা হইতে তোমার সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইবে। ১৭

মধুরভাষিণী ককুৎস্থাত্মজা কাপোতবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় ও দুঃখে আকুলিতচিত্তে গদ্গদস্বরে বলিলেন। ১৮

তাদৃশ সাধু ব্যক্তির পত্নী হইয়া আমার এরূপ নিন্দিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না; প্রসন্নতার নিমিত্ত আপনি আমার প্রণামার্হ। ১৯

হে তপোধন। আপনি-মুনি; অতএব মুনিজন-বিগর্হিত তপঃক্ষয়কর এবং আমার পাতিব্রত্য-নাশক এই অসদাচরণ আপনার অযোগ্য। ২০

কাপোত বলিলেন,—হে শুভে। আমার তপঃক্ষয় হউক অথবা দোষকর কার্য্যই হউক, তথাপি তোমাকে সুরতক্রীড়াতে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব অবশ্য আমাকে কামপীড়া হইতে পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্য। ২১

হে মনোহরে। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় আমি কামানলে দগ্ধপ্রায় হইব এবং তোমাকে স-বান্ধবে শাপ দ্বারা দগ্ধ করিব। ২২

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধ্বী তারাবতী ঋষির শাপে ভীতা হইয়া কোন উত্তর প্রদান করিলেন না এবং বলিলেন, হে মহামুনে। আপনি কিঞ্চিৎ অবস্থান করুন, আমি সখীদিগকে বলি। ২৩

দেবী তারাবতী এই কথা বলিয়া দাসীদের মধ্যে গমন করত চিত্রাঙ্গদাকে এই কথা বলিলেন। ২৪

চিত্রাঙ্গদে মুনিরসৌ মাং বৈ কাময়তে ভৃশম্।
কিং করিষ্যে সতীভাবান্ন ভ্রষ্টা স্যামহং কথম্ ॥ ২৫
পতিং বন্ধূংশ্চ কাপোতঃ সদ্যঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ।
নাহং মুনিং কাময়ে চেৎ সংশয়ে পতিতা ত্বহম্ ॥ ২৬
ততশ্চিত্রাঙ্গদা প্রাহ মা ভৈস্ত্বং সত্যভাষিণি।
তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যৎ কৃত্বা ত্বং প্রমোক্ষ্যসে ॥ ২৭
ন জহাতি মুনিশ্চেত্ত্বাং দাসীমেকাং মনোহরাম্।
সুভূষণৈর্ভূষয়িত্বা মুনয়ে ত্বং নিযোজয় ॥ ২৮
কামাতুরো মুনির্মোহাৎ কৃপণো জ্ঞাস্যতে ন হি।
দাসীং ত্বদ্‌ভূষয়াচ্ছন্নাং জ্যোৎস্নাচ্ছন্নাং মৃগীমিব ॥ ২৯
এবং কুরু মহাভাগে মা ত্বং চিন্তাং গমঃ শুভে।
ত্বং চেৎ সতীতি নিয়তং ন জ্ঞাস্যতি তদা মুনেঃ ॥ ৩০
ততস্তারাবতী প্রাহ তাং রূপগুণশালিনীম্।
চিত্রাঙ্গদাং ভূপপুত্রীং শশ্বদ্বিনয়সূনৃতাম্ ॥ ৩১
ত্বমেব গচ্ছ ভগিনি কাপোতাখ্যমনিন্দিতে।
মদ্ভূষণৈর্ভূষয়িত্বা স্বশরীরং মনস্বিনি ॥ ৩২
অন্যাং প্রস্থাপিতাং বিপ্রঃ সম্বুধ্য ক্রোধবহ্নিনা।
ধক্ষ্যত্যবশ্যং সকুলাং মাং তস্মাদ্ গচ্ছ সুন্দরি ॥ ৩৩
ত্বং মৎসমা সর্ব্বগুণৈঃ সর্ব্বভূষণভূষিতা।
মুনিং সঙ্গময়স্বাদ্য রক্ষ মাং সকুলাং শুভে ॥ ৩৪

চিত্রাঙ্গদে! এই মুনি আমার সহিত অত্যন্ত সম্ভোগাভিলাষ করিতেছে, তাহাতে কি করি এবং কি উপায়ে বা সতীত্ব হইতে ভ্রষ্টা না হই। ২৫

কপোত, পতি ও বন্ধুবর্গকে নিশ্চয় শাপানলে দগ্ধ করিবে; আমি মুনিসহ সম্ভোগে ইচ্ছা করি না। ইহাতে খুব সংশয়ে পতিত হইয়াছি। ২৬

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা বলিল, হে সত্যবাদিনি। তোমার কোন ভয় নাই, সে বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, তাই অবলম্বন করিলে সেই পতিব্রত্য-নাশ অথবা মুনিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ২৭

মুনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তুমি এক মনোহারিণী দাসীকে বিবিধভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনিসমীপে প্রেরণ কর। ২৮

মুনি, কামবশে মোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্য-চিত্তে বিবিধ-ভূষণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন-ভাববিশিষ্টা দাসীকে চন্দ্রস্থিত জ্যোৎস্নার দ্বারা আচ্ছাদিতা মৃগীর ন্যায়, কিছুতেই জানিতে সক্ষম হইবেন না। ২৯

হে সুভগে! তুমি এইরূপ কর, চিন্তা করিও না; মুনি,—তুমিই যে সেই সতী, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিবে না। ৩০

তাহার পর, তারাবতী, রূপগুণ-শালিনী নম্রা মিষ্টভাষিনী ভূপাত্মজা চিত্রাঙ্গদাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগিনি! আমার বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিতা হইয়া তুমি কপোত- মুনির নিকট গমন কর। ৩১-৩২

হে সুন্দরি! অন্য কাহাকে প্রেরণ করিলে মুনি জানিতে পারিলে ক্রোধানলে আমাকে বন্ধুবর্গসহ ভস্মীভূত করিবে, তবে তুমিই গমন কর। ৩৩

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা বিনয়ঞ্চ সকাতরম্।
তূষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং তস্থৌ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৩৫
জগাদ চ মহাভাগাং চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থজাম্।
করিষ্যে বচনং তেঽদ্য সময়ে মাং স্মরিষ্যসি ॥ ৩৬
মদর্থে পিতরঞ্চেমং ভূপঞ্চ চন্দ্রশেখরম্।
আশ্বাসয়িষ্যতি তথা সমস্তাংশ্চ সখীগণান্ ॥ ৩৭
এবমুক্ত্বা ভূষণানি তারাবত্যাঃ পিধায় সা।
চিত্রাঙ্গদা জগামাশু মুনেঃ কামোৎসবায় চ ॥ ৩৮
তারাবতী তদা দীনা বস্ত্রালঙ্কারবর্জ্জিতা।
দাসীমধ্যগতা ভূত্বা তামেবানুযযৌ প্রিয়াম্ ॥ ৩৯
তামায়ান্তীং ততো দৃষ্ট্বা কপোতঃ কামমোহিতঃ।
মুনীনাং পরজায়াসু সস্মার সঙ্গমং তদা ॥ ৪০
প্রম্লোচা কামিতা পূর্ব্বং বৃতথ্যস্য সুতেন বৈ।
যথা বা কামিতা পদ্মা ভরদ্বাজেন ধীমতা ॥ ৪১
তথাহং কাময়িষ্যামি সাম্প্রতং বরবর্ণিনীম্।
পশ্চাত্তপোবলাৎ তদ্বজ্জায়াপাপাদ্ বিমোক্ষয়ে ॥ ৪২
ইতি চিন্তয়তস্তস্য তদা চিত্রাঙ্গদা শুভা।
সমেত্য তং মুনিং লজ্জাযুক্তা চৈষাহ কিঞ্চন ॥ ৪৩
তামাসাদ্য মহাভাগঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
শৃঙ্গারবেষভাবায় মদনং মনসাস্মরৎ ॥ ৪৪

তুমি রূপ ও গুণে আমার সমান; অতএব আমার ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া, মুনিসহ সম্ভোগ করত বন্ধুবর্গসহ আমাকে মুনিশাপ হইতে পরিত্রাণ কর। ৩৪

তৎপরে তারাবতীর বাক্য শ্রবণ করত চিত্রাঙ্গদা বিনয় ও কাতরতার সহিত কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কিছু বিমর্ষভাবে নৃপাত্মজা তারাবতীকে বলিলেন, আমার জন্য পিতাকে এবং ভূপতি চন্দ্রশেখরকে আশ্বাস প্রদান করিবে; আমার আত্মীয়া সখীগণকেও আশ্বাসবাক্য বলিও। ৩৫-৩৭

চিত্রাঙ্গদা এই কথা বলিয়া তারাবতীর ভূষণাদি অঙ্গে পরিধান করত কামোৎসবের নিমিত্ত শীঘ্র মুনিসমীপে গমন করিলেন। ৩৮

তারাবতী বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিযোজিতা হইয়া, দাসীগণের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার অনুগমন করিলেন। ৩৯

চিত্রাঙ্গদা আসিতেছে দেখিয়া কপোত, কাম মুগ্ধচিত্তে মুনিদিগের পরস্ত্রী-সম্ভোগ স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৪০

পূর্ব্বে উতথ্যপুত্র গোতম প্রম্লোচার সম্ভোগাভিলাষ করিয়াছিলেন এবং ধীসম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি পদ্মাকে সম্ভোগের নিমিত্ত কামনা করিয়াছিলেন। ৪১

সেইরূপ আমিও আগতা এই বরবর্ণিনী-সহ সম্ভোগক্রীড়া সম্পাদন করিব, তাহার পর তপোবলে সঞ্জাত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব। ৪২

চিত্রাঙ্গদা এইরূপ চিন্তামগ্ন ঋষিসমীপে গমন করিয়া কিছু লজ্জিতা হইলেন। ৪৩

স্মৃতমাত্রোঽথ মদনঃ স্বয়মেত্য মহামুনিম্ ।
গন্ধমাল্যৈঃ সুবাসোভিরধ্যবাসাভিহর্ষিতঃ ॥ ৪৫
তেনাধিবাসিতো বিপ্রঃ কপোতশ্চারুরূপধৃক্ ।
জজ্বাল তেজসা চাপি দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৬
মনোহরং তথা দৃষ্ট্বা কাপোতং মদনোপমম্ ।
তারাবতীমৃতে সর্ব্বাঃ সকামাশ্চাভবন্ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭
তারাবতী মুনিং দৃষ্ট্বা সুন্দরং মদনোপমম্ ।
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা মুনিং কামমমন্যত ॥ ৪৮
অথ চিত্রাঙ্গদাং বিপ্রঃ কামুকঃ কামসঙ্গমে ।
তদা নিয়োজয়ামাস সুপ্রীতশ্চাভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৯
ততস্তস্যাং সমুৎপন্নং সদ্যোজাতং সুতদ্বয়ম্ ।
দেবগর্ভোপমং দীপ্তজ্জ্বলনার্কসমপ্রভম্ ॥ ৫০
জাতে সুতদ্বয়ে তাং তু মুনিঃ সংস্পৃশ্য পাণিনা ।
নিনায় পূর্ব্ববদ্ভাবং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫১
মৎসঙ্গমে কিয়ৎকালং প্রিয়ে তিষ্ঠ শুভাননে ।
মমেচ্ছয়া যাস্যসি ত্বং ভয়ং তে নাস্তি রাজতঃ ॥ ৫২
এবমস্ত্বিতি সা প্রাহ ঋষিং শাপভয়াৎ সতী ।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস মুনিরন্যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫৩

মহাভাগ মুনিসত্তম কপোত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্গারোচিত বেশ-ভাবাদির জন্য মদনকে স্মরণ করিলেন। ৪৪

স্মরণমাত্র মদন স্বয়ং মুনিসমীপে উপস্থিত হইলে বিপ্র কপোত, গন্ধ মাল্য ও উৎকৃষ্ট বসনাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত স্মিতযুক্ত হইলেন। ৪৫

বিপুল তেজঃপুঞ্জের প্রখরতাবশতঃ মুনি দ্বিতীয় প্রভাকরের সদৃশ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৪৬

ঋষিবরের সেই মদনসদৃশ রূপরাশি দর্শন করিয়া তারাবতী ভিন্ন সমস্ত স্ত্রীগণের সুরতাভিলাষ হইল। ৪৭

তারাবতী, মুনিকে মদনতুল্য মনোহর দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত মুনিকে কাম বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। ৪৮

অনন্তর মুনি চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া কামব্যাকুলচিত্তে তাহার সঙ্গমসুখে রত হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। ৪৯

সঙ্গমাবসানে সদ্যঃপ্রসূত পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইল; তাহারা দেবতুল্য এবং প্রদীপ্তপাবক ও ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী। ৫০

পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইলে মুনি, চিত্রাঙ্গদাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন, প্রিয়ে! আমার আশ্রয়ে ক্ষণকাল অবস্থান কর, তাহার পর আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিবে; তুমি রাজাকে কোন ভয় করিও না। ৫১-৫২

সতী চিত্রাঙ্গদা, মুনিশাপে ভীতা হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। তাহার পর মুনি অন্য স্ত্রীগণকে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। ৫৩

ততস্তারাবতী দেবী দাসীভিঃ পরিবারিতা।
ভগিনীমনুশোচন্তী জগাম ভবনং নিজম্ ॥ ৫৪
গত্বা তং সর্ব্ববৃত্তান্তং কপোতকৃতমদ্ভুতম্।
ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপায়াশু শশংসাথ ককুৎস্থজা ॥ ৫৫
স শ্রুত্বা নৃপশার্দ্দূলঃ ক্ষণমাত্রং বিচিন্ত্য চ।
চিত্রাঙ্গদায়াঃ সাহায্যং কাপোতানুমতেঽকরোৎ ॥ ৫৬
কপোতোঽপি তদা তস্যাং জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ।
যথোক্তেনাথ বিধিনা সংস্কারমকরোত্তদা ॥ ৫৭

সাগর উবাচ—

চিত্রাঙ্গদা কথং পুত্রী ককুৎস্থস্যাভবত্তদা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

একদা তু ককুৎস্থোঽসৌ হিমবন্তং মহাগিরিম্।
মৃগয়ায়ৈ জগামাথ মৃগাশ্চাপি নিপাতিতাঃ ॥ ৫৯
লম্বন্তীং সুরলোকাত্তু ভূমিং প্রতি তদোর্ব্বশীম্।
বিশ্রামায়োপবিষ্টস্তু সানৌ বেশ্যাং দদর্শ হ ॥ ৬০
তামাসাদ্য মহারাজঃ কামবাণ-প্রপীড়িতঃ।
অবতীর্ণাং গিরৌ শশ্বদঙ্গসঙ্গমযাচত ॥ ৬১
সা জ্ঞাত্বা নৃপশার্দ্দূলং ককুৎস্থং শক্রসন্নিভম্।
উর্ব্বশী রময়ামাস গিরিকুঞ্জে যথেপ্সিতম্ ॥ ৬২

মুনির আদেশক্রমে তারাবতী দাসীগণসহ ভগিনীর বিষয় শোকচিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৫৪

স্বভবনে উপস্থিত হইয়া ককুৎস্থ-তনয়া কপোত-চরিত সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপতি চন্দ্রশেখরকে বলিলেন। ৫৫

নৃপশ্রেষ্ঠ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কাপোতের অনুমতি-ক্রমে চিত্রাঙ্গদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৬

কপোতও সেই নবজাত সুতদ্বয়ের যথোক্ত বিধি অনুসারে সংস্কার করিলেন। ৫৭

সগর বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থ-রাজের তনয়া হইলেন কিরূপে? তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিশদরূপে বর্ণন করুন। ৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, একদা ককুৎস্থ, হিমালয়ে ভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিয়া বহুতর মৃগ নিপাত করত বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন। ৫৯

এমন সময়ে স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীকে সুরলোক হইতে ভূমিতে অবতরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। ৬০

উর্ব্বশী অবতরণ করিলে ককুৎস্থ-রাজা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কামবাণ-পীড়িতান্তঃকরণে সেই গিরিসানুতে পুনঃপুনঃ সঙ্গমপ্রার্থনা করিলেন। ৬১

উর্ব্বশী, নৃপশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থকে শক্রসদৃশ জানিয়া তাঁহার সহিত গিরিকুঞ্জে ঈপ্সিতরূপ সুরত ক্রীড়া সম্পাদন করিলেন। ৬২

তেতো রাজ্ঞঃ ককুৎস্থস্য স্বর্বেশ্যায়াং তদা সুতা।
অভবন্ নৃপশার্দ্দূলাৎ সদ্যোজাতা মনোহরা ॥ ৬৩
অথ কামেন সন্তুষ্টং ককুৎস্থং সা তদোর্ব্বশী।
যথেষ্টদেশং বিজ্ঞাপ্য গন্তুমৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ৬৪
তামাহ রাজা তনয়াং পরিত্যজ্য কথং শুভে।
গন্তুমিচ্ছসি চার্ব্বঙ্গি সুতামেনান্তু পালয় ॥ ৬৫
সা প্রাহাহং স্বর্গণিকা ময়ি কস্য ন চাভবৎ।
তনয়স্তনয়া বাপি সদ্যোজাতা নৃপাত্মজা ॥ ৬৬
স্বতেজসা শরীরস্য বিকারো মে ন বিদ্যতে।
সুতাশ্চাপি ন পাল্যান্তে বেশ্যাভাবাৎ স্বভাবতঃ ॥ ৬৭
দয়াস্তি যদি তে পুত্র্যাং নীত্বৈনাং বর্দ্ধয় স্বয়ম্।
গন্তুং মামনুজানীহি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৮
ইত্যুক্ত্বা সা জগামাশু যথেষ্টং সোর্ব্বশী নৃপঃ।
পুত্রীং তাং সমুপাদায় নগরং স্বং বিবেশ হ ॥ ৬৯
তস্যাশ্চিত্রাঙ্গদা নাম স চকার নৃপঃ স্বয়ম্।
মনোন্মথিন্যৈ চাদাত্তাং ভার্য্যায়ৈ পুত্রিকাং শুভাম্।
ইদঞ্চ বচনং দেবীং তদা প্রাহ নৃপোত্তমঃ ॥ ৭০
দেবি পুত্রী মমেয়ং ত্বমেনাং পালয় সদ্গুণাম্।
ময়ানীতাং শৈলজাতাং মা হেলাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ককুৎস্থ রাজা উর্ব্বশীর গর্ভে মনোহররূপ সম্পন্না এক তনয়া জন্মগ্রহণ করিল। ৬৩

অনন্তর উর্ব্বশী রাজাকে কাম-ব্যাপারে সন্তোষ করত রাজাকে গমনের অভিমতস্থান বলিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৬৪

রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে শুভে! তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? আমার এই তনয়া তুমিই প্রতিপালন কর। ৬৫

স্বর্বেশ্যা রাজাকে বলিল,—হে নৃপোত্তম! আমার গর্ভে কাহার তনয় ও তনয়া জন্মগ্রহণ না করে। ৬৬

পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলে আমার শরীরে কোন বিকৃতভাব হয় না এবং বেশ্যা ভাববশতঃ প্রসূত পুত্র-কন্যাকেও প্রতিপালন করি না, এই আমাদের স্বভাব। ৬৭

যদি আপনার কন্যার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া আপনি প্রতিপালন করুন, আমি আপনাকে সত্য বলিলাম—আমাকে গমন করিতে অনুমতি করুন। ৬৮

হে নৃপ! এই কথা বলিয়া উর্ব্বশী অভিলষিত স্থানে গমন করিল; রাজা তনয়াকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৬৯

তাহার পর রাজা স্বয়ং তনয়ার নাম রাখিলেন চিত্রাঙ্গদা এবং স্বীয় ভার্য্যা মনোন্মথিনীকে সেই তনয়া প্রদান করিয়া নৃপসত্তম এই কথা বলিলেন। ৭০

দেবি! এই সদ্গুণসম্পন্না আমার কন্যা, ইহাকে তুমি প্রতিপালন কর, ইহার পর্ব্বতে জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিও না। ৭১

ইত্যুক্ত্বা রাজপুত্রী সা পালনে চাকরোন্মতিম্।
ভর্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নান্যৎ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ৭২
সা চৈকদা বাল্যভাবাদষ্টাবক্রং মহামুনিম্।
ব্রজন্তং জিহ্মমেবাশু জহাসোপজহাস চ ॥ ৭৩ ॥ ৭৩
স চকোপ মুনিস্তস্যৈ শাপং পরমদারুণম্।
দদৌ দাসী স্ববংশস্য ভবিতেতি ককুৎস্থজে ॥ ৭৪
দাসী ভূত্বা স্ববংশস্য হ্যনূঢ়ৈব সুতদ্বয়ম্।
জনয়িষ্যসি পাপিষ্ঠে ততো ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ৭৫
এবং ককুৎস্থতনয়া জাতা চিত্রাঙ্গদা নৃপ।
দাসী চ ভূতা সা তেন তারাবত্যা নিবাসিতা ॥ ৭৬
অনূঢ়াপ্যলভৎ পুত্রযুগ্মং মুনিবরাচ্ছুভাৎ ॥ ৭৭
তৌ চ পুত্রৌ মহাভাগৌ মহাকার্য্যং করিষ্যতঃ ॥ ৭৮
ইতি তে কথিতং রাজন্ যথাচিত্রাঙ্গদাঽভবৎ।
ককুৎস্থস্য সুতা সাধ্বী প্রস্তুতং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

এই কথা বলিলে রাজ-মহিষী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অন্য প্রত্যুত্তর করিলেন না। ৭২

চিত্রাঙ্গদা একদিন বাল্যভাববশতঃ মহামুনি অষ্টাবক্রকে কুটিল গতিতে গমন করিতে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক উপহাস করিলেন। ৭৩

সেই মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ শাপ দিলেন। ৭৪

চপলে! ককুৎস্থনন্দিনি। তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অনূঢ়াবস্থায় পুত্রদ্বয় প্রসব করিবে। তাহার পর দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারিবে। ৭৫

হে নৃপ! এইরূপে ককুৎস্থাত্মজা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয় এবং পিতা তাহাকে তারাবতীর দাসীর ঈশ্বরী করিয়া দিলেন। ৭৬

অনূঢ়াবস্থায় মুনিবর হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিল। ৭৭

সেই পুত্রদ্বয় মহাভাগ্যশালী হইয়া মহৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবে। ৭৮

হে রাজন্! যেরূপে ককুৎস্থাত্মজা সাধ্বী চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইয়াছে, আপনাকে সমস্তই বলিলাম, সম্প্রতি প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন। ৭৯

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু পুনস্তারাবতী শুভা।
আর্ত্তবং বিহিতং স্নানং নদীং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্ ॥ ১
দাসীসহস্রৈঃ সংযুক্তা নানালঙ্কারমণ্ডিতা।
রম্ভাদিভির্যথেন্দ্রাণী তথা সা প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২
সাবতীর্ণা জলে দেবী গৌরাঙ্গী তড়িদুজ্জ্বলা।
নদীমুজ্জ্বলয়ামাস ভিন্নাঞ্জনসমাম্ভসম্ ॥ ৩
স্থলীং কাচময়ীং স্বচ্ছাং কাঞ্চনী প্রতিমা যথা।
স্বভাসা জ্বলয়ামাস প্রতিবিম্বেন সা তথা ॥ ৪
অথ তাং পুনরেবাথ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
আনাভিমগ্নাং তোয়ৌঘৈর্দদৃশ সুমনোহরাম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা তামথ পপ্রচ্ছ তদা চিত্রাঙ্গদাং মুনিঃ।
কেয়ং জলে দৃষদ্বত্যামবতীর্ণা সখীশতৈঃ ॥ ৬
শ্রিয়া জ্বলন্তী শ্রীতুল্যা কিমপর্ণা গিরেঃ সুতা।
অতীব ভ্রাজতে রূপৈর্ন সংস্তৌষি চ তাং কিমু ॥ ৭
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনেশ্চিত্রাঙ্গদা তদা।
ঋষিশাপভয়াৎ সাধ্বী সংস্তৌমীতি তদাব্রবীৎ ॥ ৮
ইয়ং তারাবতী নাম ককুৎস্থস্য সুতা সতী।
চন্দ্রশেখরভূপাল-ভার্য্যাক্লিদর্শিতা শুভা ॥ ৯

নারদের উপদেশে চন্দ্রশেখরের আত্ম-সাক্ষাৎকার

ঔর্ব্ব কহিলেন,—কিছুকালের পর আবার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা তারাবতী, রম্ভাদি দিব্য বারাঙ্গনাপরিবৃত ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন শতাধিক পরিচারিকার সহিত ঋতুস্নান করিবার নিমিত্ত দৃষদ্বতী নদীতে গমন করিলেন। ১-২

এই নদীর জলরাশি—অতিশয় শীতল, নির্ম্মল এবং সম্যক্ নীলবর্ণ; বিদ্যু-তাকৃতি গৌরাঙ্গী দেবী তারাবতী যে সময় সেই নদীর জলে নামিলেন। ৩

হিরণ্ময়ী প্রতিমা, প্রতিবিম্বের দ্বারা কাচময় স্থানকে যেরূপ উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় অঙ্গপ্রভায় দিক্ সকল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৪

এই সময় কাপোত মুনি, জলনিমগ্না চারুরূপা তারাবতীকে দেখিলেন। ৫

তৎকালে চিত্রাঙ্গদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, (চিত্রাঙ্গদে!) যিনি এই দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছেন, ইনি কে? ৬

ইহাঁর সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হয়; ইনি কি পর্ব্বতরাজপুত্রী অপর্ণা? যেহেতু ইনি স্বর্গীয় জ্যোতিতে সর্ব্বদা পরি-পূর্ণ, তুমি কেন ইহাঁর প্রশংসা করিতেছ না। ৭

তখন পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া, পাছে ঋষি শাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ৮

এষা ত্বয়া কামিতা তু কামার্থং পূর্ব্বতো মুনে।
স্বালঙ্কারৈরলঙ্কৃত্য মাং দত্ত্বা তে গৃহং গতা ॥ ১০
সেয়ং পুনর্নদীং স্নাতুং ভগিনী মে সমাগতা।
জ্যেষ্ঠাং তাস্তু মুনে বক্তুং ন তে কিঞ্চিচ্চ যুজ্যতে ॥ ১১
ত্বমত্র তিষ্ঠ বিপ্রেন্দ্র জ্যেষ্ঠাং তাং ভগিনীং প্রিয়াম্।
সমাভাষ্য সমেষ্যে ত্বামনুজানাসি চেদ্ গতৌ ॥ ১২
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা মুনিঃ স্নেহেন বঞ্চনাম্।
তারাবত্যা কৃতাং পূর্ব্বং মুনিস্তস্মৈ চুকোপ হ[১] ॥ ১৩
ইয়ং পাপীয়সী রামা বঞ্চনামকরোন্ময়ি।
তস্যাঃ সঙ্কালনঞ্চাহং করিষ্যামদ্য নিশ্চিতম্ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বা স তয়া সার্দ্ধং মুনিশ্চিত্রাঙ্গদাখ্যয়া।
জগাম যত্র সা দেবী স্থিতা তারাবতী শুভা ॥ ১৫
গত্বা তাং তু সমাসাদ্য কাপোতো মুনিসত্তমঃ।
ইদং তারাবতীং প্রাহ কুপিতঃ প্রহসন্নিব ॥ ১৬
কামার্থং প্রার্থিতা পূর্ব্বং ত্বং ময়া চ্ছদ্মনা ত্বয়া।
বঞ্চিতোঽস্মি দুরাধর্ষে ফলং তস্য সমাপ্নুহি ॥ ১৭
মমাপি পুরতঃ পাপে ত্বং সতীতি বিকত্থসে।
সতীত্বভ্রংশকং মাং ত্বং নৈব কামিতবত্যসি ॥ ১৮

হে মুনিসত্তম! ইনি ককুৎস্থের কন্যা, ইহাঁর নাম তারাবতী, এই দেবী চন্দ্রশেখর নামক ভূপতির প্রিয়ভার্য্যা। ৯

পূর্ব্বে আপনি এই সুন্দরী রমণীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি আমাকেই নিজের নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আপনার শ্রীচরণে অর্পণপূর্ব্বক গৃহে গমন করেন। ১০

ইনি আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! আপনার ইহাঁকে কিছু বলা উচিত নয়। ১১

আপনি এইখানেই থাকুন, যদি যাইতে অনুমতি করেন ত, প্রিয়জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত আলাপ করিয়া পরে আপনার নিকট আগমন করি। ১২

তখন সেই কাপোত মুনি চিত্রাঙ্গদার নিকট সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তারাবতীর পূর্ব্বকৃত প্রতারণা জানিতে পারিলেন, পরে তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া তারাবতীর প্রতি যৎপরনাস্তি কুপিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন। ১৩

এই পাপীয়সীই আমাকে সেই সময় বঞ্চনা করিয়াছিল, আচ্ছা অদ্যই আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। ১৪

মুনি এই কথা বলিয়া যেখানে তারাবতী ছিলেন, চিত্রাঙ্গদার সহিত সেইখানে গমন করিলেন। ১৫

তখন কাপোত মুনি, তথায় গমন করিয়া ক্রোধবিজৃম্ভিত হাস্য করিয়া তারাবতীকে কহিতে লাগিলেন। ১৬

পূর্ব্বে তোমাকে আমি উপভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ছলনা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ; অতএব হে দুঃসাহসিকে! তুমি শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিবে। ১৭

১। চুকোপাস্মৈ মুনিস্তু সঃ।

তস্মাদ্বীভৎসবেষস্ত্বাং কপালী পলিতো রহঃ।
বিরূপো ধনহীনশ্চ কাময়িষ্যতি বৈ হঠাৎ ॥ ১৯
সদ্যোজাতং পুত্রযুগং সশ্রীকং বানরাননম্।
ভবিষ্যতি চ তে পাপে ত্বেকাব্দাভ্যন্তরেঽধুনা ॥ ২০
এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যং প্রাহ তারাবতী মুনিম্।
কোপাদ্ভয়াচ্চ সা দেবী স্ফুরদোষ্ঠপুটা তদা ॥ ২১
যদি সা পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাং প্রাপ মাং প্রসূঃ।
যদ্যহং ব্রতিনী নিত্যং ভূপতৌ চন্দ্রশেখরে ॥ ২২
ককুৎস্থস্য সুতা সত্যং যদ্যহং দ্বিজসত্তম।
তেন সত্যেন মে দেবান্নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ২৩
যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যতে ময়া।
তেন সত্যেন মে দেবাদারাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরাৎ।
স্বপ্নেঽপি মুনিশার্দ্দূল নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা সা মুনিং নত্বা স্বামিবিন্যস্তমানসা।
যযৌ তারাবতী দেবী স্বস্থানমিতি ভামিনী ॥ ২৫
তস্যাং গতায়াং দেব্যান্তু চিন্তয়ামাস তাং মুনিঃ।
মমৈব পুরতশ্চৈষা নির্ভীতাতি প্রবল্গতে[১] ॥ ২৬
অত্রাশুবিনিগূঢ়স্তু বীজং শুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ২৭

রে পাপিনি! আমারই সম্মুখে তুই সতী বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস এবং আমাকে সতীত্ব-ধর্ম্মনাশক বলিয়া আমার প্রতি অনুরক্তা হও নাই। ১৮

অতএব আমি বলিতেছি, বীভৎসবেশধারী, বিরূপ, ধনহীন, নরকপালশোভী পলিতকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে। ১৯

হে পাংশুলে! অদ্য হইতে এক বৎসরের ভিতর তোর গর্ভে সদ্যঃ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদিগের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র লক্ষিত হইবে না; প্রত্যুত মুখগুলি বানরের ন্যায় হইবে। ২০

দেবী তারাবতী, কাপোত মুনির এই সকল বাক্য শ্রবণে কোপ ও ভয়-নিবন্ধন স্ফুরিতাধরোষ্ঠে তখন মুনিকে কহিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজসত্তম! যদি চণ্ডী-আরাধনা করিয়া মাতা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর মহারাজ চন্দ্রশেখরের উপর যদি আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে, আর যদি আমি বাস্তবিক ককুৎস্থের কন্যা হই, তবে নিশ্চয়ই দেবতা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমাকে ইচ্ছা কবিবেন না। ২২-২৩

আমি সত্য সত্যই যদি মহাদেবকে অহরহঃ পূজা করিয়া থাকি, হে নর-শার্দ্দূল! সেই সত্য-প্রভাবেই আমার সেব্য শিব ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতাই আমাকে স্বপ্নেও অভিলাষ করিবেন না। ২৪

এই কথা বলিয়া পতিব্রতা দেবী তারাবতী ঋষিকে নমস্কারপূর্ব্বক কুপিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ২৫

তখন কাপোত মুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই তেজস্বিনী নারী আমার সম্মুখেই নির্ভয়ে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করিল। ২৬

১। প্রগল্ভতে।

এবং বিচিন্ত্য স মুনির্ধ্যানসংযুক্তমানসঃ।
দিব্যজ্ঞানপরো ভূত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তমাদদে ॥ ২৮
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দেব্যা শপ্তৌ সুতাবুভৌ।
প্রতিশাপং যথা তৌ তু দদতুঃ পার্ব্বতীং হরম্ ॥ ২৯
যথাবতীর্ণৌ মানুষ্যযোনৌ তৌ তু যদর্থতঃ।
চিত্রাঙ্গদা যথা জাতা যদর্থং দেবকন্যকা।
দিব্যজ্ঞানেন তজ্‌জ্ঞাত্বা মুনিঃ কিঞ্চন নাকরোৎ ॥ ৩০
চিত্রাঙ্গদামাদরেণ সমাদায় মুনিস্ততঃ।
স্বস্থানং গতবান্ বিপ্রঃ পূজয়ামাস তাং মুনিঃ ॥ ৩১
তারাবতী চ তৎসর্ব্বং চন্দ্রশেখরভূপতেঃ।
বৃত্তান্তং মুনিশাপস্য কথয়ামাস ভামিনী ॥ ৩২
তৎসর্ব্বং পৌষ্যজো রাজা স্বগতং চিন্তয়া যুতঃ।
আশ্বাস্য দয়িতাং ভার্য্যাং মাভৈর্দেবীতি সোঽচিরাৎ ॥ ৩৩
সততং সেবয়া পত্যুর্ধর্ম্মার্থপরিসেবনৈঃ।
বর্জ্জনাদপ্রশস্তানাং মুনিশাপোঽপনীয়তে ॥ ৩৪
তস্মাত্ত্বং দেবি সুভগে চারিত্রব্রতধারিণী।
কল্যাণভাগিনী নিত্যং নাপদং সমবাপ্স্যসি ॥ ৩৫
এবমুক্ত্বা স রাজা তু করবীরপুরাধিপঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস উচ্চৈরভ্রাংলিহং বহু ॥ ৩৬

অতএব বোধ হয় ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় ও বিশুদ্ধ কারণ থাকিবে। ২৭

এই ভাবিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইলেন। পরে দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল জানিতে পারিলেন। ২৮

পূর্ব্বকালে ভৃঙ্গী মহাকালনামক দুইটি পুত্র দেবী কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হন, পরে আবার দুইজন হর-পার্ব্বতীকে প্রতিশাপ প্রদান করেন। ২৯

যে জন্য এই দুইজন যেরূপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দেবকন্যা চিত্রাঙ্গদাও যেজন্য যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, কাপোত ঋষি দিব্যজ্ঞানদ্বারা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আর কিছুই করিলেন না। ৩০

পরে চিত্রাঙ্গদাকে সাদর সম্ভাষণে ডাকিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদাকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। ৩১

এদিকে তারাবতী স্বস্থানে আসিয়াই ভূপতি চন্দ্রশেখরের নিকট কুপিত হইয়া মুনিশাপের আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ৩২

সেই পৌষ্যজ রাজা, তারাবতীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কিছু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু চিন্তিত হইলেও তৎক্ষণাৎ প্রিয় পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৩৩

পতিসেবা, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান, অসৎসঙ্গপরিবর্জ্জন—এই সকল শুভকর্ম্মদ্বারা মুনিশাপ অপনীত হয়। ৩৪

দেবী ভাগ্যবতী তুমি প্রশস্ত প্রশস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাক, সুতরাং তুমি দেবতাদিগের কল্যাণভাগিনী; অতএব তোমার বিপদ কখনই হইবে না। ৩৫

উচ্চৈশ্চতুঃশতং ব্যামং ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৩৭
রত্নস্ফটিকভূম্যন্তঃখচিতং রত্নকর্ব্বুরৈঃ।
বৈদূর্য্যপটলৈঃ শুভ্রৈশ্ছাদিতং সুমনোহরম্ ॥ ৩৮
স্বর্ণরত্নতুলাস্তম্ভং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
রক্ষার্থং কারয়ামাস তারাবত্যাঃ প্রিয়ঙ্করম্ ॥ ৩৯
রত্নসোপানসংযুক্তং বৈদূর্য্যবলভীযুতম্।
সৌবর্ণনীপসম্বদ্ধ সুধর্ম্মাসদৃশং গুণৈঃ ॥ ৪০
তস্যাং সমস্তভোগ্যানি স্বাদূনি চ মৃদূনি চ
আপ্তৈরাসাদয়ামাস পুরুষৈশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৪১
ততস্তারাবতীং দেবীমাদায় চন্দ্রশেখরঃ।
নিত্যং প্রাসাদপৃষ্ঠং তমারুহ্য রমতে নৃপঃ ॥ ৪২
এবং সংবৎসরং যাবদন্যৈরপ্রাপ্য:বেশ্মনি।
আপ্তৈরধিষ্ঠিতদ্বারি তাং দেবীং সমরক্ষত ॥ ৪৩
একদা তু বিনা তেন করবীরাধিপেন তু।
উচ্চৈঃ প্রাসাদমারুহ্য স্থিতা তারাবতী সদা।
চিন্তয়ন্তী নৃপং তন্তু দয়িতং চন্দ্রচেখরম্ ॥ ৪৪
তৎপদে ন্যস্তমনসা সাবিত্রীব পতিব্রতা।
আরাধ্য চ মহাদেবং পার্ব্বত্যা সহিতং তদা ॥ ৪৫

করবীরপুরাধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর, তারাবতীকে এই সকল কথা কহিয়া তখন তাঁহার বাসার্থ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা তাঁহার মনোমত একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৬

ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত ব্যাম (বাঁও), বিস্তার ত্রিশ ব্যাম। ৩৭

তলদেশটি রাশি রাশি স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত ; তাহার আবার নানাস্থান শ্বেত রক্ত পীত নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের বহুতর রত্ন দ্বারা খচিত ; সেই মনোহর প্রাসাদ—শুক্লবর্ণপ্রবাল-নিচয়ে আচ্ছাদিত। ৩৮

স্তম্ভগুলি রত্নাদিদ্বারা সংগঠিত, বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত। রাজা তারাবতীর রক্ষার জন্য এরূপ প্রিয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৯

সোপানশ্রেণী রত্নপ্রবালাদি দ্বারা প্রস্তুত এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বড়ভী প্রবালময়, সুতরাং সৌন্দর্য্যদ্বারা সেই অট্টালিকা—স্বর্গীয় পরম রমণীয় দেবসভার নিকট কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। ৪০

রাজা চন্দ্রশেখর, বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সেই অট্টালিকা মধ্যে স্বাদু সুকোমল সমস্ত ভোজ্যবস্তু পাঠাইয়া দিতেন। ৪১

রাজা, প্রত্যহ সেই প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেবী তারাবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেন। ৪২

এক বৎসর কাল এই অট্টালিকায় তারাবতীকে রাখিলেন ; যে পর্য্যন্ত তারাবতী তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল অট্টালিকার দ্বারগুলি প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিল। ৪৩

কোন সময়ে সুন্দরহাসিনী তারাবতী, করবীরাধিপতি-বিযুক্ত হইয়া একাকী এই বৃহৎ অট্টালিকায় উপবেশনপূর্ব্বক তদ্‌গতচিত্তে ভর্ত্তা চন্দ্রশেখরকে চিন্তা করিতেছেন। ৪৪

ইষ্টাং দেবীঞ্চ সা দেবী চিন্তয়ন্তী স্ম চ স্থিতা।
তত্র সা চিন্তয়ন্তী তু ত্র্যম্বকং চন্দ্রশেখরম্।
বিবেদ ভেদং ন তয়োশ্চন্দ্রশেখরয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৬
এবং প্রাসাদপৃষ্ঠে তু স্থিতা তারাবতী সতী।
সুধর্ম্মামধ্যগা দেবী শক্রশ্রীরিব ভূষিতা ॥ ৪৭
অথোময়া স্বয়ং দেবো বিয়তা চন্দ্রশেখরঃ।
আজগাম তদা গচ্ছন্ প্রাসাদং প্রতি তং নৃপ ॥ ৪৮
দদৃশে সুস্তরন্তী সা উমায়াঃ সদৃশী গুণৈঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা মাধবস্যেব মাধবী ॥ ৪৯
তাং দৃষ্ট্বা জগদদ্দেবীং গৌরীং বৃষভকেতনঃ।
স্মিতপ্রসন্নবদনঃ প্রহসন্নিব ভামিনীম্ ॥ ৫০

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ন্তে মানুষী মূর্ত্তিঃ প্রিয়ে তারাবতীতি যা।
ভৃঙ্গিমহাকালয়োস্তে জন্মনো বিহিতা স্বয়ম্ ॥ ৫১
ত্বত্তো হ্যনন্যকান্তোঽহং নান্যং গন্তুমিহোৎসহে।
ত্বমিদানীং স্বয়ঞ্চাস্যাং মূর্ত্ত্যাং প্রবিশ ভামিনি ॥ ৫২
তত উৎপাদয়িষ্যামি মহাকালঞ্চ ভৃঙ্গিণম্ ॥ ৫৩

দেব্যুবাচ—

মমৈব মানুষী মূর্ত্তিরস্যাং বৃষভকেতন।
বিশামি তেঽত্র বচনাদুৎপাদয় সুতদ্বয়ম্ ॥ ৫৪

সেই সময় পতিব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় পতিপদে মন রাখিয়া পার্ব্বতীপার্শ্বস্থ মহনীয় মহাদেবকে চিন্তা করিলেন। ৪৫

তাহার পর আবার ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিলেন। পুনর্ব্বার বৃষভবাহন ত্র্যম্বক চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে স্বামী চন্দ্রশেখর এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখরের পার্থক্য উপলব্ধি হইল না। ৪৬

যখন এইরূপে দেবী তারাবতী দেবসভার মধ্যস্থিত নানালঙ্কার-ভূষিত ইন্দ্রাণীর ন্যায় প্রাসাদোপরি চিন্তিতান্তঃকরণে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে মহাদেব ভগবতীর সহিত আকাশমার্গের দ্বারা সেই প্রাসাদে আগমন করিলেন। ৪৭-৪৮

তিনি আসিয়া গুণ-বাহুল্যে ভগবতী-সদৃশ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত নারায়ণের লক্ষ্মীস্বরূপ রাজপত্নীকে দেখিলেন। ৪৯

শিব তারাবতীকে দেখিয়া দেবী গৌরীকে প্রফুল্লচিত্তে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। ৫০

প্রিয়ে! এই যে তারাবতীকে দেখিতেছ, এইটি তোমার মানুষীমূর্ত্তি, যাহা ভৃঙ্গী ও মহাকালের জন্মের জন্য তুমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছ। ৫১

আমার আর অন্য স্ত্রী নাই। তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীসংসর্গে আমার উৎসাহ হয় না। হে ভামিনি! এইক্ষণে তুমি স্বয়ং এই মূর্ত্তিতে প্রবেশ কর। ৫২

প্রবেশ করিলে তোমার মানুষী মূর্ত্তির গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিব। ৫৩

মম ভৃঙ্গিমহাকাল-কপোতানাঞ্চ শাপতঃ।
এবং মোক্ষো ভবেন্তর্গ তস্মাত্ত্বং কুরু মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৫

ঔর্ব্ব উবাচ—

প্রবিবেশ ততো দেবী স্বয়ং তারাবতীতনৌ।
মহাদেবোঽপি তস্যাস্তু কামার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৬
ততঃ সাপর্ণয়াবিষ্টা দেবী তারাবতী সতী।
কাময়ানং মহাদেবং স্বয়মেবাভজন্মুদা ॥ ৫৭
তস্মিন্ কালেঽভবন্তর্গঃ কপালী চাস্থিমাল্যধৃক্।
বীভৎসবেশো দুর্গন্ধঃ পলিতোঽতিবিরূপধৃক্ ॥ ৫৮
কামাবসানে তস্যাস্তু সদ্যোজাতং সুতদ্বয়ম্।
অভবন্নৃপশার্দ্দূল তথা শাখামৃগাননম্।
তদ্দেহান্নিঃসৃতাপর্ণা জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ।
মোহয়িত্বা যথাত্মানং ন জানাতি ককুৎস্থজা ॥ ৫৯
অহং গৌরী তথা ভর্গভাবেন[১] মানুষেণ তু ॥ ৬০
অথ তারাবতী দেবী সুতৌ দৃষ্ট্বা ক্ষিতিস্থিতৌ।
পাতিব্রত্যাৎ পরিভ্রষ্টা আত্মানং বীক্ষ্য ভামিনী ॥ ৬১
তথা বীভৎসবেশন্তু হরং দৃষ্ট্বাগ্রতঃ স্থিতম্।
মুনিশাপং তদা মেনে প্রাপ্তং কালান্তকোপমম্ ॥ ৬২

দেবী কহিতে লাগিলেন;—হে বৃষভকেতন! আমারই এই মানুষীমূর্ত্তি, আপনার অনুমতিক্রমে এই মূর্ত্তিতে প্রবেশ করি—আপনি পুত্রদ্বয় উৎপাদিত করুন। ৫৪

তাহা হইলে আমার ভৃঙ্গী ও মহাকাল কাপোতের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে পার্ব্বতীনাথ! আপনি আমার এই প্রিয়কার্য্যটি করুন। ৫৫

ঔর্ব্ব করিতে লাগিলেন,—তাহার পর স্বয়ং ভগবতী তারাবতীর দেহে প্রবেশ করিলেন, মহাদেবও উপভোগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫৬

অনন্তর দেবীভাবাপন্ন পতিব্রতা দেবী তারাবতী, মহাদেবকে রমণেচ্ছু জানিয়া স্বয়ংই তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৭

সেই সময় ভগবান্ ভবানীপতি কপালী অস্থিমাল্যধারী বীভৎস-বেশ, দুর্গন্ধ-দেহ, জরাজীর্ণ অতিবিরূপ হইয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন। ৫৮

হে নরশার্দ্দূল! তাঁহাদিগের পরস্পরের রতি-ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে সদ্যই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র দুইটি জন্মিলে ভগবতী, তারাবতীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৫৯

তখন মনুষ্যভাবাপন্ন তারাবতীর আত্মা মোহপূর্ণ হওয়ায় তিনি জানিতে পারিলেন না যে, আমি গৌরী আর ইনি মহেশ্বর। ৬০

অনন্তর তেজস্বিনী দেবী তারাবতী, পুত্রদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া এবং সম্মুখীন বীভৎসবেশধারী মহেশকে অবলোকন করিয়া আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনাপূর্ব্বক তখন পূর্ব্বদত্ত মুনিশাপকে কালপ্রাপ্ত অন্তকের ন্যায় বিবেচনা করিলেন। ৬১-৬২

১। গৌরীতি চ তথা ভাবেন—ইতি পাঠান্তরম্।

ইতি শোকবিমূঢ়া চ নিনিন্দ চ সতীব্রতম্ ।
ইদঞ্চোবাচ তং বীক্ষ্য মহাদেবং ত্রিশূলিনম্ ॥ ৬৩
মুনিব্রতাদপি বরং নারীণাঞ্চ সতীব্রতম্ ।
ইতি স্ম সততং ধীরা ব্যাহরন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৬৪
ন তৎ সত্যমহং মন্যে যৎ প্রবৃত্তং মমেদৃশম্ ।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ৬৫
তামাহাথ মহাদেবো মা কার্ষীস্ত্বং বরাননে ।
শোকং সতীব্রতঞ্চাপি মা নিন্দ ত্বং সুচেতনে ॥ ৬৬
কপোতেন যদা শপ্তা ত্বং তদৈব তদগ্রতঃ ।
উক্তবত্যসি দীর্ঘাক্ষি যত্তদ্ভূতং তবাধুনা ॥ ৬৭
যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যতে ময়া ।
তেন সত্যেন মে দেবাদারাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরাৎ ।
স্বপ্নেঽপি মুনিশার্দ্দূল নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ৬৮
সোঽহমেব মহাদেব আরাধ্যশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
ত্বং ময়া কামিতা চাপি মা কার্ষীঃ শোকমঙ্গনে ।
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৯
মায়য়া মোহিতা দেবী তত্র তারাবতী সতী ।
ভূমৌ মলিনবেশেন মন্যুনা সমুপাবিশৎ ॥ ৭০
সুতৌ চ পতিতৌ ভূমৌ সা দেবী নাসভাজয়ৎ ।
ভর্তুরাগমনং শশ্বৎ কাঙ্ক্ষন্তী ভর্গভাষিতম্ ।
ন রবাজ গৃহে চাপি মুক্তকেশী তথাস্থিতা ॥ ৭১

তখন শোকগ্রস্তা তারাবতী সতীব্রতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশূলধারী মহাদেবকে দেখিয়া কহিলেন,—পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন যে, নারীদিগের সতীব্রত—মুনিব্রতাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৬৩-৬৪

কিন্তু আমার আজ এরূপ হওয়ায় আমি মুনিদিগের সেই কথাটি সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। এই সকল কথা কহিয়া তিনি শোক করিতে লাগিলেন এবং মোহ প্রাপ্তও হইলেন। ৬৫

তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন,—হে বরাননে! তুমি শোক করিও না, সতীব্রতকে নিন্দা করিও না। ৬৬

হে চৈতন্যশালিনি! যে সময় তুমি কাপোত ঋষি-কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইলে, হে বিশালাক্ষি! সেই সময়েই তাঁহারই সম্মুখে—এক্ষণে যেটি তোমার ঘটিল, সেইটিই কহিয়াছিলে। ৬৭

যথা—"হে মুনিশার্দ্দূল! যদি আমি নিত্য মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, সেই সত্যবলেই আমার আরাধ্য চন্দ্রশেখর দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নেও আমাকে অভিলাষ করিবেন না।" ৬৮

অতএব অবলে! আমি সেই আরাধ্য মহাদেব চন্দ্রশেখর, আমা কর্তৃকই তুমি উপভুক্ত হইয়াছ, অতএব শোক করিও না। এই কথা বলিয়াই মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। ৬৯

তখন পতিব্রতা দেবী তারাবতী মায়ামোহিত হইয়া শোকনিবন্ধন মলিন-বেশে মৃত্তিকায় বসিয়া রহিলেন। ৭০

অথ ক্ষণান্মহাভাগঃ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
প্রাসাদপৃষ্ঠমাগচ্ছদ্ দ্রষ্টুং তারাবতীং তদা ॥ ৭২
স তং প্রাসাদমারুহ্য জায়াং তারাবতীং তদা।
দদর্শ পতিতাং ভূমৌ মুক্তকেশীং নিরুৎসবাম্।
শ্যামাননাং শ্বসন্তীঞ্চ সত্যগর্হণতৎপরাম্ ॥ ৭৩
সুতৌ চ পতিতৌ ভূমৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তদা।
বানরাস্যৌ স দদৃশে পদক্ষোভং বৃষস্য চ ॥ ৭৪
ইতি সর্ব্বমবেক্ষ্যাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
ভীতশ্চ বিস্মিতশ্চৈব ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ সম্ভ্রমাৎ ॥ ৭৫
কিং কিং তারাবতি তব প্রবৃত্তং নির্জ্জনে গৃহে।
কো বা ধর্ষিতবাংস্ত্বাং হি শিবঃ সিংহবধূমিব ॥ ৭৬
কস্য বা পৃথুকাবেতৌ প্রোদ্দীপ্তৌ বানরাননৌ।
তন্মে দ্রুতং সমাচক্ষ কো বা ত্বাং কামিতোঽপরঃ ॥ ৭৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবমুক্তা তু ভূপেন তদা তারাবতী সতী।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস সকলং চন্দ্রশেখরে ॥ ৭৮
যথা সমাগতো ভর্গ উত্তরঞ্চ যথোক্তবান্।
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস বাষ্পকণ্ঠা সগদ্গদা ॥ ৭৯

পুত্রদ্বয় ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তথাপি তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেবল আলুলায়িতকেশে প্রতিক্ষণ ভর্ত্তার আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; মহাদেবের বাক্যে কিছুমাত্র আদর প্রকাশ করিলেন না। ৭১

অনন্তর কিছুকাল বিলম্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর তারাবতীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাসাদপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। ৭২

তখন তথায় যাইয়া দেখেন, তারাবতী নিরানন্দে মলিনবদনে আলুলায়িত-কেশে ভূমে পড়িয়া আছেন আর আর্ত্তনাদ ও সত্যের নিন্দা করিতেছেন এবং চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ বানর-মুখ পুত্র দুইটিও পড়িয়া আছে এবং বৃষের পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন। ৭৩-৭৪

তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর, এই সকল দেখিয়া ও বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারাবতি! নির্জ্জনগৃহে তোমার কি কি ঘটনা হইয়াছে। শৃগাল সিংহীকে আক্রমণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোমাকে কে আক্রমণ করিয়াছিল ? ৭৫-৭৬

আর বানরমুখ প্রদীপ্ত পুত্র দুইটি বা কাহার ?—তুমি শীঘ্র আমাকে বল, অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার কামনায় এইখানে আসিয়াছিল। ৭৭

ঔর্ব্ব কহিলেন, তখন পতিব্রতা তারাবতী ভূপকর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইলে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ৭৮

এবং মহাদেব যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরেও যে সকল কথা বলেন, সেই সকল কথাও সজল নয়নে ও গদ্গদস্বরে ভর্ত্তার নিকট নিবেদন করিলেন। ৭৯

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা চিন্তয়ংশ্চন্দ্রশেখরঃ।
কিং বৃত্তমিতি বিজ্ঞাতুং ভূতলে সমুপাবিশৎ ॥ ৮০
স্বগতং চিন্তয়ন্ রাজা চকারেমাং বিচারণাম্।
অনন্যকান্তো গিরিশঃ স নান্যাং পার্ব্বতীমৃতে।
কামযিষ্যতি তস্মাৎ স ন ভর্গঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮১
ঋষিশাপো হি বলবাংস্তচ্ছাপাদেব রাক্ষসঃ।
কোঽপি মায়াবলোপেতঃ শঙ্করচ্ছদ্মনাগতঃ ॥ ৮২
এষা সতী প্রিয়া ভার্য্যা রাক্ষসেনাপি দূষিতা।
কথঞ্চেয়ং ময়া গ্রাহ্যা পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৩
এতৌ চ তনয়ৌ তস্য সদ্যোজাতৌ চ রাক্ষসৌ।
অন্যথা বা কথম্ভূতৌ শাখামৃগমুখৌ সুতৌ ॥ ৮৪
এবং চিন্তয়তস্তস্য দেবৌঘবিনিযোজিতা।
সরস্বতী বিয়ৎস্থা তু রাজানমিতি চাব্রবীৎ ॥ ৮৫
ন ত্বয়া সংশয়ঃ কার্য্যস্তারাবত্যাং নৃপোত্তম।
সত্যমেব মহাদেবো ভার্য্যাং তব সমেয়িবান্ ॥ ৮৬
এতৌ চ তনয়ৌ তস্য রাজংস্ত্বং পরিপালয়।
যোঽন্যস্তে সংশয়োঽত্রাস্তি নারদস্তং বিনেষ্যতি ॥ ৮৭
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু বাগ্দেবী প্রিয়বাদিনী।
জাতসম্প্রত্যয়ো রাজা ভার্য্যামাশ্বাসয়ত্তদা ॥ ৮৮

মহারাজ চন্দ্রশেখর তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য চিন্তিত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। ৮০

তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া এই ধারণা করিলেন, মহাদেবের ভার্য্যান্তর নাই, তিনি পার্ব্বতী ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে আকাঙ্ক্ষাও করেন না; এরূপ না হইলেও তিনি পরমেশ্বর হইতেন না। ৮১

অতএব এ ঘটনায় ঋষিশাপই বলবান, সেই শাপবলেই মায়াবী কোন রাক্ষস শঙ্করের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এইখানে আসিয়াছিল। ৮২

এক্ষণে আমার প্রিয়পতিব্রতা ভার্য্যা রাক্ষসসংস্পর্শে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, আমি পূর্ব্ববৎ সকল কর্ম্মে কিরূপে ইঁহাকে গ্রহণ করি? ৮৩

আর তাঁহার সদ্যোজাত এই দুইটি শিশু নিশ্চয়ই রাক্ষস, তাহা না হইলে ইহাদিগের মুখ বানরের ন্যায় হইবে কেন? ৮৪

যখন রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় সরস্বতী, দেবতাগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আকাশ হইতে রাজা চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিলেন। ৮৫

"হে মহারাজ! তারাবতীর প্রতি আপনার সন্দেহ করা উচিত কার্য্য নয়, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন। ৮৬

এই দুইটি পুত্র মহাদেবেরই; মহারাজ! এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন, এ বিষয়ে যে সংশয় থাকে, পরে নারদ তাহা ভঞ্জন করিবেন।" ৮৭

বাগ্দেবী মধুর-বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎক্ষণেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন রাজা ভার্য্যার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। ৮৮

সুতৌ তু দেবদেবস্য সংস্কৃত্য বিধিনা তদা।
পালয়ামাস নৃপতিরাকাঙ্ক্ষন্নারদাগমম্ ॥ ৮৯
অথাজগাম দেবর্ষির্নারদস্তস্য মন্দিরম্।
পূজাভির্বহুভিস্তস্ত প্রত্যগৃহ্লাৎ স ভূপতিঃ ॥ ৯০
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং তারাবত্যা সমং নৃপঃ।
উচ্চৈঃ প্রাসাদমতুলং সুরেশভবনোপমম্।
আরোহয়ামাস তদা তং মুনিং চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৯১
তত্রোপাংশু তদা রাজা সভার্য্যশ্চন্দ্রশেখরঃ।
পূর্ব্বপ্রবৃত্তবৃত্তান্ত-মপৃচ্ছচ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৯২
পূতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা ব্রহ্মসূনুনা।
অন্তর্বহিশ্চ বিপ্রেন্দ্র তুঙ্গপ্রাসাদগামিনা ॥ ৯৩
একং মে সংশয়ং ব্রহ্মংশ্ছেত্তুমর্হসি হৃদ্গতম্।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নৈবাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৯৪
ঋষিশাপেন ভার্য্যেয়ং মম তারাবতী সতী।
বীভৎসবেশাকৃতিনা ধর্ষিতা কৃত্তিবাসসা।
তস্যাত্মজৌ সমুৎপন্নৌ সদ্যোজাতাবিমৌ পুনঃ।
তত্র মে সংশয়ঃ শশ্বন্নিত্যং চিত্তে প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৫
অনন্যকান্তো গিরিশো গিরিজাং পার্ব্বতীমৃতে।
কথং সঙ্গময়ামাস মানুষীং হীনজন্মজাম্ ॥ ৯৬
কথমুৎপাদয়ামাস মনুষ্যৌ তনয়ৌ স্বকৌ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ ॥ ৯৭

তিনি মহাদেবের পুত্র দুইটি যথাবিধি সংস্কার করিয়া নারদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮৯

অনন্তর দেবর্ষি নারদ, রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর রাজা চন্দ্রশেখর অত্যন্ত অভ্যর্থনাপুর্ব্বক তাঁহাকে আনিলেন এবং সস্ত্রীক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া ইন্দ্রভবনসদৃশ নিরুপম আপনার উচ্চ অট্টালিকায় তাঁহাকে বসাইলেন। ৯০-৯১

তিনি সস্ত্রীক নির্জ্জনে তাঁহাকে সেই সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯২

হে দ্বিজোত্তম! আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনি আমার বাটী আসিয়াছেন, সুতরাং আমি অনুগৃহীত হইলাম এবং সম্যক্ প্রীতিলাভ করিলাম। ৯৩

হে ব্রহ্মন্! হৃদয়ে আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আপনার তাহা খণ্ডন করিতে হইবে। যেহেতু আপনি ভিন্ন আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি কোথাও নাই। ৯৪

আমার এই পতিব্রতা পত্নী তারাবতী, কাপোত ঋষির অভিসম্পাতে, বীভৎসবেশ বিরূপ মৃগচর্ম্মধারী কোন পুরুষকর্ত্তৃক উপভুক্তা হন এবং তাঁহারই ঔরসে সদ্যোজাত পুত্র দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব এবিষয়ে আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই দুরপনেয় সংশয় উপস্থিত হইয়া আছে। ৯৫

তাহার কারণ, গিরিজা ভিন্ন মহাদেবের আর দ্বিতীয় পত্নী নাই, আর তিনি কেনই বা নীচ কুলোদ্ভব মানুষীর সংসর্গ করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা তিনি

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি পৃষ্টঃ স তু মুনিশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতা।
কথয়ামাস তৎসর্ব্বং নারদো মুনিসত্তমঃ॥ ৯৮
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ সমুৎপন্নৌ পুরাতনৌ।
যথা শপ্তৌ চ পার্ব্বত্যা তৌ চোদাহরতাং যথা[১]॥ ৯৯
যথা পৌষ্যসুতো জাতো ভর্গঃ স চন্দ্রশেখরঃ।
তারাবতী ককুৎস্থস্য গৃহে গৌরী যথাভবৎ॥ ১০০
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস নারদশ্চন্দ্রশেখরে।
ইদঞ্চ পরমাখ্যানং কথয়ামাস নারদঃ॥ ১০১

নারদ উবাচ—

ব্যাজহার যদাপর্ণাং কালীতি বৃষভধ্বজঃ।
তদোমা তপসে যাতা বপুর্গৌরত্বকাঙ্ক্ষয়া॥ ১০২
অমর্ষযুক্তা বচনাচ্ছঙ্করস্য গিরেঃ সুতা।
বিনীয়মানা ভর্গেণ সানুং হিমবতো গিরেঃ॥ ১০৩
তস্যাং গতায়াং পার্ব্বত্যাং শঙ্করো বিরহার্দ্দিতঃ।
কৈলাসাদ্রিং পরিত্যজ্য মেরুপৃষ্ঠং তদা যযৌ॥ ১০৪
তত্রাপি শর্ম্ম নো লেভে পার্ব্বত্যা চ বিনাকৃতঃ।
মোহিতঃ কামদেবেন তথা বৈ যোগনিদ্রয়া॥ ১০৫
অথৈকদা মেরুপৃষ্ঠে চরন্তীং সুমনোহরাম্।
সাবিত্রীং দদৃশে শম্ভুঃ পার্ব্বত্যাঃ সদৃশীং গুণৈঃ॥ ১০৬

মানুষীর গর্ভে আপনার আত্মজদ্বয় উৎপাদন করিবেন? এ সকল বিষয় যদি আপনার বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বলুন। ৯৬-৯৭

ঔর্ব্ব কহিলেন,—তখন মুনিবর নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সকল কথা তাঁহাকে কহিলেন। ৯৮

পূর্ব্বকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল নামক দুইটি মহাদেবের অনুচর, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন এবং তাঁহারাও আবার পার্ব্বতীকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতেই মহাদেব এই চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরীও ককুৎস্থের গৃহে তারাবতী নামে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ৯৯-১০১

নারদ চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিয়া আর একটি সুন্দর উপাখ্যান কহিতে লাগিলেন। মহাদেব, ভগবতীকে যখন কালী (কৃষ্ণাঙ্গী) বলিয়া আহ্বান করেন, তখন পর্ব্বতরাজপুত্রী উমা শঙ্করের অনাদর-বাক্যে নিজে গৌরাঙ্গী হইবার জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলে মহাদেব, তাঁহাকে হিমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০২-১০৩

পার্ব্বতী তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে গমন করিলে, বিরহবিধুর মহাদেব তখন কৈলাস পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া সুমেরুশৈল-শিখরে গমন করিলেন। ১০৪

তথায় যোগনিদ্রাভূত বৃষধ্বজ, মীনধ্বজের শরবিদ্ধ হইয়া ভগবতী ব্যতিরেকে কিছুমাত্র সুখী হন নাই। ১০৫

১। তৌ পশ্চাদাহতুর্যথা—ইতি পাঠান্তরম্।

তাং দৃষ্ট্বা মদনাবিষ্টঃ পার্ব্বত্যা বিরহার্দ্দিতঃ।
অবিদ্যয়া সমাবিষ্টো বভূব প্রাকৃতো যথা ॥ ১০৭
অথ তাং পার্ব্বতীভ্রান্ত্যা চরন্তীমন্বধাবত।
এহি মাং পার্ব্বতি শুভে ভবদ্বিরহপীড়িতম্ ॥ ১০৮
প্রহরেত্যেষ মাং কামঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
মম তত্র প্রতীকারং কুরু সম্প্রতি বল্লভে ॥ ১০৯
ইত্যুক্ত্বা বিমুখীং যান্তীং সাবিত্রীং বৃষভধ্বজঃ।
স্কন্ধে হস্তেন পস্পর্শ সা চুকোপ ততো ভৃশম্ ॥ ১১০
অথ সা সম্মুখী ভূত্বা সাবিত্র্যতিপতিব্রতা।
ইদমাহ মহাদেবং গর্হয়ন্তী বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১১
কিং ত্বং পশুপতে মূর্খ মানুষঃ প্রাকৃতো যথা।
নিরস্য কলহৈর্ভার্য্যামনুনেতুমিহার্হসি ॥ ১১২
বিমূঢ়চেতনঃ কামৈর্ন সংস্তৌষি পরস্ত্রিয়ম্।
অসংস্তুত্বাপি সম্প্রষ্টুং মাদৃশীং যুজ্যতে তব ॥ ১১৩
কিমহং পার্ব্বতী মূঢ় যেন মৎস্কন্ধদেশতঃ।
হস্তং দদাস্যবিজ্ঞায় সাবিত্রীং বিদ্ধি মাং সতীম্ ॥ ১১৪
যস্মান্মানুষবন্মাং ত্বমনুজানাসি বর্ব্বর[১]।
তস্মাত্ত্বং মানুষীযোন্যাং সুরতং সংবিধাস্যসি ॥ ১১৫

কোন সময়ে উমাকান্ত, সর্ব্বগুণ-সম্পন্না রূপলাবণ্যে ভগবতীর তুল্য সাবিত্রীকে হিমালয় শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মায়া-মুগ্ধ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্মর-শরে জর্জ্জরিত হইলেন। ১০৬

তখন পার্ব্বতী-ভ্রমে সাবিত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে বলিলেন; হে শুভে পার্ব্বতি! আমার নিকট এস, আমি তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আর কন্দর্প, পূর্ব্ববৈর-নির্য্যাতনাভিপ্রায়ে আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে; হে প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমার বিপদের প্রতীকার বিধান কর। ১০৮-১০৯

এত অনুনয় বিনয়ের পরও যখন দেখিলেন, সাবিত্রী—তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়াই চলিয়া যান, তখন তিনি তাঁহার স্কন্ধে এক হস্ত প্রদান করিলেন। ১১০

তদনন্তর সাবিত্রী ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। ১১১

হে পশুপতে! তুমি মূর্খ প্রাকৃত মনুষ্যের মত কেন আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেছ? অগ্রে ভার্য্যাকে তিরস্কারপূর্ব্বক তাড়াইয়া এখন অনুনয় করিতেছ? ১১২

আর কেনই বা কামের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্ত্রী প্রার্থনা করিতেছ? শুরূপ তোষামোদ না করিয়াই আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সহিত তোমার কথাবার্ত্তা বলা উচিত। ১১৩

মূঢ়! আমি কি পার্ব্বতী, যে বিশেষ না জানিয়াই আমার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিলে! তুমি আমাকে জান—আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। হে অদূর-দর্শিন্!

১। যস্মাৎ মানুষধর্ম্মান্ মামনুজানীতবান্ হর।

গৌরীমৃতে নান্যকান্তত্বমস্যাস্তু সমীহসে।
তস্যৈতৎ ফলিতং ভর্গ গচ্ছ মাং ত্বং পরিত্যজ।
ইত্যুক্ত্বা সা গতা দেবী স্বমাশ্রমপদং সতী ॥ ১১৬
লজ্জাবিস্ময়সংযুক্তো হরোঽপ্যায়াৎ নিজাস্পদম্।
অতোঽয়ং মানুষীযোনৌ সুরতং শঙ্করোঽকরোৎ ॥ ১১৭
তস্মান্নিঃসংশয়ং রাজন্নিমাং তারাবতীং সতীম্।
দয়স্ব তনয়াবেতৌ ভর্গস্য প্রতিপালয় ॥ ১১৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা শ্রুত্বৈব নারদস্য মুখাত্তদা।
আত্মনঃ শম্ভুরূপত্বং গৌরী তারাবতীতি চ।
মনুষ্যযোনাবুৎপন্নাবুমাবৃষভকেতনৌ ॥ ১১৯
শ্রুত্বাতিহর্ষিতো রাজা বিস্মিতো নারদং পুনঃ।
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দ্দূলং বিজ্ঞাতুমিতি চাত্মনঃ ॥ ১২০
শঙ্করত্বঞ্চ গৌরীত্বং তারাবত্যাং সমক্ষতঃ।
যথাহং তং ন পশ্যামি তং মাং জ্ঞাপয় নিশ্চিতম্ ॥ ১২১

নারদ উবাচ—

অঙ্কে তারাবতীং কৃত্বা অক্ষিণী ত্বং নিমীলয়।
ক্ষণং তারাবতী চাপি নিমীলয়তু চক্ষুষী ॥ ১২২

তুমি যেহেতু আমাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিলে, অতএব তুমি মানুষ যোনিতে সুরতক্রীড়াসক্ত হইবে। ১১৪-১১৫

হে শম্ভো! যেহেতু তুমি পরস্ত্রী-সংসর্গ-বিমুখ হইয়াও অদ্য গৌরী বিরহে অন্য স্ত্রীকে অভিলাষ করিতেছ, সেই অভিলাষেরই এই ফল জানিবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন ও আমাকে পরিত্যাগ কর। তখন পতিব্রতা দেবী সাবিত্রী, শঙ্করকে এই সকল কথা বলিয়া নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। ১১৬

মহাদেবও লজ্জাবিস্ময়যুক্ত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! এই সকল কারণেই মহাদেব মানুষীতে উপগত হইয়াছেন। ১১৭

অতএব আপনি, পতিব্রতা তারাবতীর প্রতি সন্দেহ করিবেন না। আর মহাদেবের এই দুইটী পুত্রকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করুন। ১১৮

ঔর্ব্ব কহিলেন,—অনন্তর রাজা, নারদমুনি হইতে আপনার শিবত্ব ও তারাবতীর ভগবতীত্ব শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন, মনুষ্য-যোনিতেই মহাদেব ও ভগবতী উৎপন্ন হইয়াছেন। ১১৯

এই সকল কথা শ্রবণের পর রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২০

হে মুনিবর! আমি নিজের শিবত্ব ও দেবী তারাবতীর ভগবতীত্ব কিরূপে জানিতে ও সমক্ষে দেখিতে পাই, তাহা আমাকে সম্যক্‌রূপে বলিয়া দিন। ১২১

নারদ কহিলেন; তুমি তারাবতীকে সঙ্গে করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া থাক এবং তারাবতীও ক্ষণকালের নিমিত্ত চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করুন। ১২২

নিমিল্য পশ্চাদ্রাজেন্দ্র উন্মীলয় ততো দ্রুতম্।
ততস্তে শাম্ভবং জ্ঞানং রূপঞ্চাপি ভবিষ্যতি ॥ ১২৩
ইত্যুক্তো নারদেনাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
বামেন পাণিনা ধৃত্বা দেবীং তারাবতীং সতীম্ ॥
চক্ষুষী চ তয়া সার্দ্ধং নিমীল্যোন্মীল্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১২৪
তন্নিমীলনকালে তু তস্যাভূচ্ছম্ভুরূপতা।
গৌরীরূপাভবদ্দেবী ততস্তারাবতী সতী।
অহং শম্ভুরহং গৌরীতি বিজ্ঞানং তয়োরভূৎ ॥ ১২৫
ততঃ প্রোবাচ তং শম্ভুং নারদঃ প্রহসন্নিব।
শম্ভুঃ সাক্ষাদ্ভবান্ গৌরী দেবী তারাবতী স্বয়ম্।
প্রত্যক্ষং তে মহাভাগ সম্পশ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১২৬
ততো রাজা ভবত্বেবমিত্যুক্ত্বাথ স্বকাং তনুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানাং দশভির্বাহুভির্যুতাম্ ॥ ১২৭
ত্রিশূলখট্বাঙ্গধরাং শক্ত্যাদিধৃতহস্তকাম্।
বৃষভোপরি সংস্থাঞ্চ জটাজুটবিভূষিতাম্ ॥ ১২৮
তারাঞ্চ বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গীং পদ্মহস্তাং শুভাননাম্।
বীক্ষ্য সম্প্রত্যয়ং প্রাপ জ্ঞানেনাপি তদাত্মনি ॥ ১২৯
ততস্তু নারদঃ প্রাহ শৃণু রাজন্ বচো মম।
নৃযোনৌ বৈষ্ণবী মায়া যুবাং পূর্ব্বমমোহয়ৎ ॥ ১৩০
তেন তেন শরীরেণ শম্ভুত্বং নেক্ষিতং ত্বয়া।
অধুনা দর্শিতা তেঽদ্য শম্ভুনা শম্ভুরূপতা ॥ ১৩১

মুদ্রিত করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার উন্মীলিত করিবে, হে মহারাজ! এইরূপ করিলেই তোমার শৈব জ্ঞান ও রূপ হইবে। ১২৩

মহারাজ চন্দ্রশেখর নারদকর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলে, তখন তিনি, বাম হস্তের দ্বারা তারাবতীকে ধরিয়া স্বয়ং চক্ষু দুইটী তারাবতীর সহিত মুদ্রিত করিয়াই উন্মীলিত করিলেন। ১২৪

নেত্র নিমীলনকালে তাঁহাদিগের শিবত্ব ও ভগবতীত্ব এতাদৃশ জ্ঞান হওয়ায় 'আমি শম্ভু', 'আমি ভগবতী' এইরূপ উভয়ের জ্ঞান হইয়াছিল। ১২৫

অনন্তর নারদ, হাসিতে হাসিতে তখন সেই শম্ভুকে বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ মহাদেব ও দেবী তারাবতী সাক্ষাৎ ভগবতী; হে মহাভাগ! এখন সমক্ষে আপনাতে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। ১২৬

তখন রাজা 'তথাস্তু' এইরূপ বলিয়া স্বীয় শরীর ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত, দশহস্ত,- হস্তগুলিতে আবার ত্রিশূল খট্বাঙ্গ শক্তি প্রভৃতি রহিয়াছে—বৃষাসীন,— জটাজূটশোভী দেখিয়া তারাবতীকেও সুন্দরমুখী পদ্মহস্তা বিদ্যুৎ-সদৃশ গৌরাঙ্গী দেখিলেন। পরে জ্ঞানবলে সমস্ত বিষয় আপনাতে বিশ্বাস করিলেন। ১২৭-১২৯

পুনর্ব্বার নারদ কহিলেন, হে রাজন্! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্যযোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৩০

সেই হেতু মনুষ্য শরীরের দ্বারা আপনি আপনার শিবত্ব জানিতে পারেন নাই; সম্প্রতি শম্ভুই তোমাকে তোমার শম্ভুরূপত্ব দেখাইলেন। ১৩১

নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং পুনস্ত্বং যাহি মর্ত্ত্যতাম্।
আসাদ্য মানুষং ভাবমাদেহান্তং স্থিরো ভব।
তথা তারাবতী দেবী তূর্ণং ভবতু মানুষী॥ ১৩২

ঔর্ব্ব উবাচ—

আত্মনো দেবরূপত্বং জ্ঞাত্বা দৃষ্ট্বাথ চক্ষুষা।
জাতসম্প্রত্যয়ো রাজা ন্যমীলয়ত লোচনে॥ ১৩৩
ততস্তারাবতী দেবী ন্যমীলয়ত চক্ষুষী।
পুনস্তৌ মানবৌ জাতৌ মহিষী নৃপতিস্তথা॥ ১৩৪
উন্মীল্য তৌ তু নেত্রাণি মানুষত্বং তদাত্মনোঃ।
দৃষ্ট্বা আবাং তথা মর্ত্ত্যাবিতি জ্ঞানমভূত্তয়োঃ॥ ১৩৫
ততো বিমোহিতৌ তু দম্পতী বিষ্ণুমায়য়া।
অহং রাজা চ মহিষী অহমিত্যভবন্মতিঃ॥ ১৩৬
তস্যাং সুতৌ তু জায়ায়াং দেবাংশাবিতি তন্মতী।
আবাং স্থিতা কলা মূর্দ্ধ্নি অভূতাং জাতচিহ্নতৌ॥ ১৩৭
ততঃ স রাজা ন্যগদত্তং মুনিং নারদং মুদা।
সত্যমেতত্ত্বয়া প্রোক্তং করিষ্যে বচনং তব॥ ১৩৮
পালয়িষ্যে শম্ভুপুত্রৌ সত্যলভো সদৈব হি।
কিন্ত্বেতৌ মুনিশার্দ্দূল ত্বং সংস্কুরু যথাবিধি॥ ১৩৯

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততস্তয়োর্ন্নাম চক্রে নারদো বচনান্নৃপ।
জ্যেষ্ঠো ভৈরবনামাভূদ্গৌরীপুত্রো ভয়ঙ্করঃ॥ ১৪০

এখন তুমি আবার নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ কর; যাবৎকাল তোমার দেহ থাকিবে, তাবৎকাল মনুষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ কর; এবং দেবী তারাবতীও অবিলম্বে মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করুন। ১৩২

ঔর্ব্ব কহিলেন,—রাজা চন্দ্রশেখর আপনার দেবরূপত্ব জানিয়া ও স্বচক্ষে দেখিয়া যখন নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন, তখন দেবী তারাবতীর সহিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন। ১৩৩

উন্মীলন করিবামাত্র, বিষ্ণুমায়াবলে মোহিত হইয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব বোধ করিলেন এবং তখন উভয়ে নেত্র উন্মীলন করিয়া আপনাদিগের মনুষ্যভাব দেখিয়া 'আমরা মনুষ্য' এইরূপ জানিতে পারিলেন। ১৩৪-১৩৫

তৎপরেই তাঁহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আমি রাজা, ইনি মহিষী—এরূপও বোধ করিলেন। ১৩৬

তাহার পত্নীতে দেবাংশে পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছে—এ মতি হইল। যেহেতু জাতকদ্বয়ের মস্তকে চিহ্ন রহিয়াছে। ১৩৭

তখন রাজা আনন্দিত হইয়া নারদ মুনিকে কহিলেন,—আপনার বাক্য আমি সফল করিব, নিধিসদৃশ মহাদেবের সুতদ্বয়কে সর্ব্বদা পালন করিব; কিন্তু হে মুনিপুঙ্গব! আপনি এই দুইটী পুত্রের যথাবিধি সংস্কার করুন। ১৩৮-১৩৯

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নৃপ! তাহার পর নারদ ঋষি, রাজার আজ্ঞানুসারে

বেতালসদৃশঃ কৃষ্ণো বেতালোঽভূত্তথাপরঃ।
ইতি চক্রে তয়োর্নাম দেবর্ষির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ১৪১
অন্যাংশ্চ সর্ব্বান্ সংস্কারান্নারদো মুনিসত্তমঃ।
চকার ক্রমশো বাক্যাচ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ॥ ১৪২
এবং সর্ব্বান্ সংশয়াংস্তু সঞ্ছিদ্য মুনিসত্তমঃ।
সংস্কৃত্য ভর্গতনয়ৌ বিসৃষ্টস্তেন ভূভৃতা।
যযাবাকাশমার্গেণ নাকপৃষ্ঠং স নারদঃ॥ ১৪৩
নারদে তু গতে রাজা মুদিতশ্চন্দ্রশেখরঃ।
তারাবত্যা সমং রেমে করবীরাহ্বয়ে পুরে॥ ১৪৪
শম্ভোরংশেঽহমিত্যেবং গৌর্য্যাস্তারাবতীতি চ।
জাতশ্রদ্ধস্তদা রাজা শশাস সুচিরং ক্ষিতিম্॥ ১৪৫
তনয়ৌ চ হরস্যাথ তদা বেতালভৈরবৌ।
ববৃধাতে মহাত্মানৌ শরচ্চন্দ্রাবিবোদ্যতৌ॥ ১৪৬
চন্দ্রশেখরভূপস্য তারাবত্যাং নৃপোত্তমঃ।
ত্রয়ঃ পুত্রা মহাবীর্য্যা রূপসম্পৎ-সমন্বিতাঃ।
জ্যেষ্ঠস্তত্রোপরিচরো দমনোঽলর্ক এব চ॥ ১৪৭
বেতালভৈরবাভ্যান্তু জ্যায়াংসস্তেঽভবংস্ত্রয়ঃ।
এবমেতে ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ॥ ১৪৮

সেই দুইটি পুত্রের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বল-প্রদীপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটির নাম 'ভৈরব' হইল এবং বেতাল-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিলেন 'বেতাল'। ১৪০-১৪১

ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, দুইজনের নামকরণ যেরূপ করিলেন, সেইরূপ রাজা চন্দ্রশেখরের বচনানুসারে ক্রমশঃ অন্যান্য সংস্কার সকলও করিলেন। ১৪২

দেবর্ষি নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরের সকল সংশয় ছেদন করিয়া এবং পুত্র-দ্বয়ের কতকগুলি সংস্কারও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া রাজা কর্ত্তৃক অভিলষিত স্থলে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। তৎপরেই নারদ, আকাশমার্গের দ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন। ১৪৩

নারদ স্বর্গে গমন করিলে পর, রাজা চন্দ্রশেখর করবীরপুরে তারাবতীর সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। ১৪৪

আমি শঙ্করের অংশ, তারাবতী গৌরীর অংশ যখন রাজার এইরূপ জ্ঞান হইল, তখন তিনি শ্রদ্ধা সহকারে দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৫

এই সময়, হরের সেই মহাত্মা পুত্রদ্বয়ও উদিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৪৬

হে নরোত্তম! ইহা ভিন্ন তারাবতীর গর্ভসম্ভূত রাজা চন্দ্রশেখরের মহাবল পরাক্রান্ত পরম রূপবান্ তিনটী ঔরস পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন, কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। ১৪৭

ইঁহারা বেতাল ও ভৈরব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। চন্দ্রশেখরের এই তিনটি ঔরস পুত্র, আর এদিকে বেতাল ও ভৈরব, মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটি

বেতালভৈরবৌ চাপি সদ্যোজাতৌ হরাত্মজৌ।
সমানভোগা ববৃধুশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ।
পালিতাস্তু সভার্য্যেণ সমানাসনবাহনাঃ ॥ ১৪৯
ইতি পঞ্চসুতা মহাবলাঃ
পঞ্চভূতসদৃশাঃ কৃতা বিধেঃ।
ববৃধিরে প্রথমং সকলং জগৎ
সমতীত্য মুদা বলদর্পিতাঃ ॥ ১৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালক্রমেণৈব প্রবৃদ্ধাস্তে মহাবলাঃ।
শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞানকুশলাঃ শাস্ত্রার্থপরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ১
সম্প্রাপ্তযৌবনা দীপ্তা দুর্দ্ধর্ষাঃ পরিপন্থিভিঃ।
ধর্ম্মার্থজ্ঞানকুশলা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২
সদা সহচরৌ তত্র প্রীত্যা বেতালভৈরবৌ।
অলর্কো দমনশ্চৈব তথোপরিচরস্ত্রয়ঃ।
সদা সহচরা নিত্যং ভ্রাতরশ্চান্দ্রশেখরাঃ ॥ ৩
ত্রিষাত্মজেষু নৃপতেঃ সদোপরিচরাদিষু।
মমত্বমধিকং নিত্যং প্রীতিস্নেহৌ তথাধিকৌ ॥ ৪

সন্তান। সর্ব্বসমেত এই পাঁচটি পুত্র সমানভাবে বাড়িতে লাগিল এবং রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই ইঁহাদিগকে তুল্য ভোজনাদি দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৮-১৪৯

বিধাতার পঞ্চভূত-সদৃশ অশেষ শক্তি-সম্পন্ন এই পাঁচটী পুত্র, কালক্রমে সমুন্নত হইয়া স্বীয় ঔদার্য্য ও দর্পে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ১৫০

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০

একপঞ্চাশ অধ্যায়

বেতাল ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা

ঔর্ব্ব কহিলেন,—অতঃপর কালক্রমে ইঁহারা বলশালী, দীর্ঘকায়, সমুন্নত, সর্ব্ব-শাস্ত্রকুশল, অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ, প্রাপ্তযৌবন, সুন্দরকান্তি, শত্রুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, বেদপারগ হইয়া উঠিলেন। ১-২

প্রীতিনিবন্ধন বেতাল ও ভৈরব নিত্যসহচর হইলেন, উপরিচর, অলর্ক ও দমন এই তিনটি ভ্রাতাও। ইঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিতেন,—কেহ কাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। ৩

বেতালে ভৈরবে চাপি চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ।
নাস্ত্যেব তাদৃশী প্রীতির্যাদৃশী তেষু জায়তে ॥ ৫
ন তৌ দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ কদাচিচ্চন্দ্রশেখরঃ।
অত্যাহ্লাদয়তেঽজস্রং পুত্রবুদ্ধ্যেষ্যতেঽথবা ॥ ৬
তৌ বীরৌ ধর্ম্মকুশলৌ মহাবলপরাক্রমৌ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে দক্ষৌ শস্ত্রাস্ত্রগ্রামপারগৌ ॥ ৭
তাভ্যাং বিভেতি চ নৃপঃ কদা কিংবা করিষ্যতঃ।
বেতালভৈরবাবেতৌ মাং সুতান্ রাজ্যমেব বা ॥ ৮
ইতি চিন্তাপরো রাজা নিত্যমেব নিরীক্ষতে।
প্রণতাবপি তৎপুত্রৌ সম্যগ্ বেতালভৈরবৌ ॥ ১০
অথোপরিচরং রাজা যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
জ্যায়াংসমৌরসং পুত্রং সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতম্ ॥ ১১
যঃ পশ্চাৎ সর্ব্বভূপালান্ যোজয়িষ্যতি নীতিভিঃ।
রাজোপরিচরো নাম সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১২
দমনায় দদৌ দায়ং তথালর্কায় ভূমিভৃৎ।
প্রভূতধনরত্নানি তথাসনরথান্ বহূন্ ॥ ১৩
তাব স্তু ন দদৌ তাভ্যাং দায়বিত্তানি ভাগশঃ।
বেতালভৈরবাভ্যাং তু ততস্তৌ মন্যুরাবিশৎ ॥ ১৪
মন্যুনাভিপরীতৌ তৌ বিচরন্তাবিতস্ততঃ।
ন ভোগমীপ্সতাং বীরৌ তপসে চ কৃতোদ্যমৌ।
অনূঢ়ভার্য্যৌ সততং নির্জ্জনে বসতঃ সদা ॥ ১৫

রাজা, উপরিচর প্রভৃতি তিনটি পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহ, মমত্ব ও প্রীতি অধিক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪

রাজার স্নেহ, ইহাদিগের প্রতি যেরূপ, বেতাল ও ভৈরবের প্রতি তাদৃশ কিছুই হইল না এবং রাজা, এই দুই জনকে দেখিয়া কখন পুত্রজ্ঞানে আনন্দিতও হইতেন না। ৫-৬

কিন্তু এই দুই জনও কালক্রমে ত্রিলোক-জয়ী, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, মহাবলবান্ হইয়া উঠিলেন। ৭

সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা কখন কি ঘটিবে, এই ভাবিয়াই রাজা বেতাল ও ভৈরবের নিকট ভীত হইলেন। আরও ইহাদিগের দ্বারা আমার বা আমার পুত্রদিগের অথবা রাজ্যের কখন কি অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ চিন্তাযুক্ত হইলেন। রাজা, বেতাল ও ভৈরবকে নম্র-স্বভাব ও ধর্ম্মিষ্ঠ দেখিয়াও অতি সাবধানে রহিলেন। ৮-১০

তারপর পরম রূপবান্ ও রাজলক্ষণাক্রান্ত জ্যেষ্ঠপুত্র উপরিচরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১১

যুবরাজ উপরিচর সম্পূর্ণ নীতিতে, সকল রাজাকে অনুগত করিলেন। ১২

রাজা, দমন ও অলর্ককেও ধনাদি প্রদান করিলেন, অথচ রাজকোষে অপরিমিত রত্ন ছিল। ১৩

যত রত্নাদি সিংহাসন প্রভৃতি এবং রথ সকল ছিল, সেগুলির ভাগ-ক্রমে তিনি বেতাল ভৈরবকে কিছুমাত্র দিলেন না। ১৪

তথাভূতৌ তদা পুত্রৌ দেবৌ বেতালভৈরবৌ।
বুবুধে চিন্তয়াক্রান্তা দেবী তারাবতী তদা।
রাজোপরিচরাদ্ভীতা পত্যুশ্চ চন্দ্রশেখরাৎ।
নোবাচ কিঞ্চিৎ সুদতী ছন্নং তৌ বোধয়ত্যপি ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বান্ কাপোতো মুনিসত্তমঃ।
চিত্রাঙ্গদাসঙ্গভোগী সন্তুষ্টঃ সুরতোৎসবৈঃ।
চিত্রাঙ্গদাং পরিত্যজ্য সপুত্রাং সহচারিণীম্।
ইয়েষ গন্তুং স প্রোচে তদা চিত্রাঙ্গদাং বচঃ ॥ ১৭

মুনিরুবাচ—

চিত্রাঙ্গদে তপস্তপ্তুং গমিষ্যামি তপোবনম্।
কিং তে প্রিয়ং করোমীহ তং মে বদ মনোহরে ॥ ১৮

চিত্রাঙ্গদোবাচ—

তুম্বুরুশ্চ সুবর্চ্চাশ্চ তনয়ৌ তব সুব্রত।
এতয়োস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রিয়ং কুরু যথোচিতম্ ॥ ১৯
মাঞ্চাপি ভগিনীগেহে সংস্থাপ্য দ্বিজসত্তম।
তদা তপোবনং গচ্ছ যদি তে রোচতেঽনঘ ॥ ২০
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
হিরণ্যার্থং সমালোচ্য কুবেরসদনং যযৌ ॥ ২১
প্রার্থয়িত্বা কুবেরন্তু সুবর্ণানাং শতানি ষট্।
নিষ্কাণান্তু সহস্রাণি স লেভে মুনিসত্তমঃ ॥ ২২

তখন ইহারা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। আবার কখনও ভোগ-বঞ্চিত অকৃত-পরিণয় এই বীরদ্বয় নির্জ্জনে বসিয়া তপশ্চরণে মনোভিনিবেশ করিল। ১৫

যখন দেবী তারাবতী, বেতাল ভৈরবকে এইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত দেখিলেন, তখন তিনি চিন্তান্বিতা হইলেন। যুবরাজ উপরিচর ও পতি চন্দ্রশেখরের নিকট ভীতা হইয়া পুত্রদ্বয়ের নির্জ্জনবাস বিদিত হইয়াও তাঁহাদিগের দুইজনকে কিছুই বলেন নাই। ১৬

ইত্যবসরে সুরতক্রীড়ানুরাগী স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় যোগবলপ্রদীপ্ত কাপোত মুনি, সহচারিণী পুত্রবতী চিত্রাঙ্গদাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন। ১৭

প্রিয়ে চিত্রাঙ্গদে। আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিব। হে সুন্দরি! তোমার কি প্রিয়কার্য্য এই সময় করিব, তাহা আমাকে বল। ১৮

তখন চিত্রাঙ্গদা কহিতে লাগিলেন, হে তপস্বিন্! আপনার তুম্বুরু ও সুবর্চ্চ নামে যে দুইটি পুত্র হইয়াছে, হে মুনিসত্তম! আপনি এই দুই জনের যথোচিত প্রিয়কার্য্য করুন। ১৯

হে পূতহৃদয় দ্বিজোত্তম! আমাকেও আমার ভগিনীগৃহে রাখিয়া, যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে আপনি তপোবনে গমন করুন। ২০

কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত অনুসন্ধানপূর্ব্বক কুবেরভবনে গমন করিলেন। ২১

শতং ভারাংশ্চ রত্নানামানীয় চ সবীবধৈঃ।
পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ বিপ্রো ভার্য্যায়ৈ চ বিশেষতঃ।৮
ততস্তাং সহপুত্রাভ্যাং তৈর্দ্ধনৈরপি ভূরিভিঃ।
চিত্রাঙ্গদামতেনাথ পুত্রয়োরপি সম্মতে ॥ ২৩
সুবর্চ্চসং তুম্বুরুঞ্চ তথা চিত্রাঙ্গদামপি।
আমন্ত্র্য মুনিশার্দ্দুলঃ করবীরপুরং যযৌ ॥ ২৪
তত্র গত্বা স কপোতো রাজানং চন্দ্রশেখরম্।
রাজোপরিচরং চৈব বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৫
ইয়ং ককুৎস্থজা ভূপ তবৈব বিদিতা পুরা।
সদ্যজাতৌ তথৈবাস্যামেতৌ মে তনয়ৌ শুচী।
এভির্বিত্তৈঃ সমং পুত্রৌ মম ত্বং প্রতিপালয়।
রাজোপরিচরশ্চাপি পালয়ত্বিহ মে সুতৌ ॥ ২৬
অপুত্রস্য নৃপঃ পুত্রো নির্ধনস্য ধনং নৃপঃ।
অমাতুর্জননী রাজা হৃতাতস্য পিতা নৃপঃ ॥ ২৭
অনাথস্য নৃপো নাথো হৃভর্ত্তুঃ পার্থিবঃ পতিঃ।
অভৃতস্য নৃপো ভৃত্যো নৃপ এব নৃণাং সখা।
সর্ব্বদেবময়ো রাজা তস্মাত্ত্বামর্থয়ে নৃপ ॥ ২৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা তং প্রাহ মুনিমেবং দ্বিজোত্তমম্।
করিষ্যে ত্বদ্বচশ্চাহং রাজোপরিচরশ্চ সঃ ॥ ২৯

কুবেরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছয় শত সুবর্ণমুদ্রা ও হাজার নিষ্ক সংগ্রহ করিলেন। ২২

ব্রাহ্মণ তখন চমরী-পৃষ্ঠে করিয়া সুবর্ণের একশত ভার আনিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন এবং বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে দিলেন। ২৩

মুনিবর,—সুবর্চ্চ, তুম্বুরু ও চিত্রাঙ্গদাকে আহ্বান করিয়া করবীরপুরে গমন করিলেন। ২৪

কাপোতমুনি তথায় গমন করিয়া, রাজা চন্দ্রশেখর ও যুবরাজ উপরিচরকে এই কথা বলিলেন। ২৫

হে রাজন্। চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থের কন্যা ইহা আপনি জানেন, ইঁহার গর্ভেই আমার এই সদ্যোজাত দুইটি পুত্র হইয়াছে; হে নৃপ। আপনি এই ধনরাশি-দ্বারা আমার এই পুত্র দুইটিকে সমান-দৃষ্টিতে পালন করুন এবং যুবরাজ উপরিচরও ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ২৬

অপুত্রকের রাজাই পুত্র, নির্ধনের রাজাই ধন, মাতৃহীনের রাজাই মাতা, পিতৃহীনের রাজাই পিতা। ২৭

অসহায়ের রাজাই সহায়, পতিহীনার রাজাই প্রভু, দরিদ্রের রাজাই সাহায্যকারী, মনুষ্যের রাজাই বন্ধু, রাজা সর্ব্বদেবময়; হে রাজন্! এই নিমিত্তই আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। ২৮

ঔর্ব্ব কহিলেন,—তখন রাজা চন্দ্রশেখর, সেই দ্বিজবর মুনি-প্রধানকে কহিলেন, আমি ও আমার পুত্র যুবরাজ উপরিচর—আমরা উভয়েই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। ২৯

অথ চিত্রাঙ্গদাং রাজা জগ্রাহ মুনিসম্মতে।
সুতৌ চ তস্য সধনৌ জ্যায়সে সূনবে দদৌ।
স চোপরিচরঃ প্রাদাদ্রাজ্যমর্দ্ধং সুবর্চ্চসে।
তথৈব সচিবাধ্যক্ষ-মকরোত্তুম্বুরুং তদা॥ ৩০
কাপোতশ্চাপি সুপ্রীতঃ পুত্রার্দ্ধিং সমবেক্ষ্য চ।
জগামামন্ত্র্য নৃপতিং তপসে চ তপোবনম্॥ ৩১
পথি গচ্ছন্ স কাপোতঃ শম্ভুপুত্রৌ মনোহরৌ।
একাকিনৌ চরন্তৌ তু সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব॥ ৩২
তয়োর্দদর্শ চ তদা বদনে বানরাকৃতী।
স্মৃত্বা পূর্ব্বকথাং দৃষ্ট্বা তাবপৃচ্ছত্তপোধনঃ॥ ৩৩
কৌ যুবাং দেবগর্ভাভৌ চরন্তৌ বিজনে পথি।
একাকিনৌ নরশ্রেষ্ঠৌ তন্মে বদতমীরিতম্॥ ৩৪
অথ তৌ প্রণিপত্যৈনং সম্ভাষ্য চ সমঞ্জসম্।
কাপোতাখ্যং মুনিশ্রেষ্ঠমূচতুঃ শঙ্করাত্মজৌ।
চন্দ্রশেখরপুত্রৌ নৌ তারাবত্যাং সমুদ্গতৌ।
বিদ্ধি ত্বং মুনিশার্দ্দূল প্রণমাবঃ পদং তব।
অবজ্ঞাং বীক্ষ্য নৃপতেরাবয়োঃ সততং মুনে।
একাকিনৌ নির্জ্জনেষু ভ্রমাবো মন্যুনা সদা।
কিমর্থমাত্মজৌ পুত্রৌ প্রণতৌ সততং নৃপঃ।
অবজ্ঞায় মহাভাগ দায়মাত্রং ন দিৎসতি॥ ৩৫

এই কথা বলিয়া রাজা, মুনিমতানুসারে চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিলেন এবং কাপোতের দুইটী পুত্র ও তাঁহার প্রদত্ত ধনাদি, নিজপুত্র উপরিচরের নিকট অর্পণ করিলেন। তখন যুবরাজ উপরিচর, রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সুবর্চ্চকে প্রদান করিয়া তুম্বুরুকে সচিবাধ্যক্ষ করিলেন। ৩০

অতঃপর কাপোত ঋষি প্রসন্ন হইয়া পুত্রদ্বয়ের মুখাবলোকন ও মহারাজকে সম্ভাষণ করিয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত তপোবন যাত্রা করিলেন। ৩১

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন পরম রূপবান্ মহাদেবের দুইটি পুত্র সহায়শূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ৩২

আরও দেখিলেন, তাহাদের মুখগুলি বানর-মুখের অনুরূপ। তখন তাপস-প্রধান কাপোতমুনি এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বকথা সকল স্মরণপূর্ব্বক তাহাদিগের দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৩

দেবসদৃশ মনুষ্য-প্রধান হইয়া একাকী নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতেছ, তোমরা দুইজন কে? তাহা আমাকে বল। ৩৪

অনন্তর শঙ্করের সেই দুইটি পুত্র যথাবিধি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া কাপোত মুনিকে কহিলেন; হে মুনিসত্তম। আমরা তারাবতীর গর্ভ-সম্ভূত রাজা চন্দ্র-শেখরের পুত্র, আমরা আপনাকে প্রণাম করি। হে মুনে! আমাদিগের প্রতি রাজার সর্ব্বদা অবজ্ঞা দেখিয়া আমরা একাকী এই নির্জ্জনদেশে মনের কষ্টে ভ্রমণ করিতেছি; হে মহাভাগ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের বিশেষ বশীভূত ঔরসপুত্র, তিনি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কিছু মাত্র ধন দিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৩৫

তস্মাদাবাং তপস্তপ্তুমিচ্ছাবো দ্বিজসত্তম।
উপদেশপ্রদানেন চানুগৃহ্লাতি চেদ্ ভবা ॥ ৩৬
ততস্তয়োর্বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিসত্তমঃ।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান-স্তাবিদং মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩৭

মুনিরুবাচ—

ন যুবাং তনয়ৌ তস্য চন্দ্রশেখরভূপতেঃ।
তাবাবত্যাং সমুৎপন্নৌ ভবন্তৌ শঙ্করাত্মজৌ ॥ ৩৮
সদ্যো জাতৌ মহাবীর্য্যৌ বেতালত্বে চ সম্মতৌ ॥ ৩৯
ভৃঙ্গিমহাকালসংজ্ঞৌ শাপাদ্ধরণিমাগতৌ।
যুবয়োরত্র তেনৈব ন দায়ং দিৎসতি প্রিয়ম্ ॥ ৪০
গচ্ছতং শরণং তাতং শঙ্করং বৃষভধ্বজম্।
স এব যুবয়োঃ সর্ব্বং করিষ্যতি মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
কিং বাত্যুগ্রেণ তপসা চিরকালফলেন বৈ ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলঃ কপোতঃ পরমাত্মধৃক্।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান-স্তাভ্যাং সর্ব্বমথোচিবান্ ॥ ৪৩
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ শপ্তাববনিমাগতৌ।
যথা হরশ্চ গৌরী চ পৃথিবীমাগতৌ নৃপ ॥ ৪৪
তারাবতী যথা শপ্তা তেনৈব মুনিনা পুরা।
যথা তৌ চ সমুৎপন্নৌ তারাবত্যুদরে পুরা ॥ ৪৫

সেই কারণেই হে দ্বিজোত্তম! আমরা তপস্যা করিবার ইচ্ছা করিতেছি; অতএব আপনি যদি উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগের দুই জনকে গ্রহণ করেন। ৩৬

তখন কাপোত মুনি বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের ঘটনাগুলি কহিলেন। ৩৭

মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমরা রাজা চন্দ্রশেখরের ঔরসপুত্র নও। শঙ্করের ঔরসে তারাবতীর গর্ভে তোমাদিগের জন্ম। ৩৮

ভৃঙ্গী ও মহাকালনামক শিবের দুইটী অনুচর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বতত্ত্বে বীর্য্যবান্ সদ্যোজাত তোমাদিগের দুইটির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ৩৯

এই কারণেই রাজা তোমাদিগকে প্রিয় ধনাদি বস্তু দিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৪০

এক্ষণে জন্মদাতা মহাদেবের নিকট গমন কর ও তাঁহারই শরণাপন্ন হও। সেই মহেশ্বরই তোমাদিগের বাসনা সফল করিবেন। ৪১

বহুদিনের পর যাহার ফল হয় সে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন কি। ৪২

ত্রিকালজ্ঞ পরমার্থপরিজ্ঞাত কাপোত মুনি এইরূপ আদেশ করিয়া তৎপরেই আবার যেরূপে ভৃঙ্গী মহাকাল শাপাবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন্ এবং যেরূপে হর-পার্ব্বতী মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন। ৪৩-৪৪

ইতিপূর্ব্বে যেরূপেই বা তারাবতী আপনা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন; আর তারাবতীর গর্ভেই বা যেরূপে এই দুইটি বালক জন্মগ্রহণ করিল। ৪৫

যথা বা নারদেনৈব সংশয়চ্ছেদনং নৃপে।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস পুত্রাভ্যাং গিরিশস্য তু ॥ ৪৬
তচ্ছ্রুত্বা তৌ মহাত্মানৌ তদা বেতালভৈরবৌ।
মুদা পরময়া যুক্তৌ বভূবতুরনিন্দিতৌ ॥ ৪৭
মোদপূর্ণৌ তদা ভূত্বা সিক্তাবিব সুধারসৈঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ কাপোতং বেতালো ভৈরবোঽপি চ ॥ ৪৮
পিতাবয়োর্মহাদেব-স্ত্বয়া সত্যমিতীরিতম্।
সোঽর্চ্চনীয়ো যথাবাভ্যাং সিদ্ধয়ে মুনিসত্তম ॥ ৪৯
আবাভ্যাঞ্চ যথারাধ্যো যত্র বারাধিতো হরঃ।
প্রসাদমেষ্যত্যচিরাত্তন্নো বদ মহামতে ॥ ৫০
ধন্যাবনুগৃহীতৌ নৌ যত্ত্বয়া মুনিসত্তম।
বিজ্ঞাপিতমিদং সর্ব্বং হৃচ্ছল্যং চোদ্ধৃতঞ্চ নৌ ॥ ৫১
পুনরাবাং দয়স্ব ত্বং কৃপাময় মুনীশ্বর।
প্রাপ্স্যাবো নচিরাদ্ ভর্গং যথা বদ তথৈব নৌ ॥ ৫২

মুনিরুবাচ—

শৃণু তং কথয়াম্যদ্য যত্র চারাধিতো হরঃ।
নচিরাদেব ভবতোরায়াস্যতি সমক্ষতাম্ ॥ ৫৩
নিত্যং যত্র মহাদেবো বসন্ ভবতি তুষ্টয়ে।
যুবাং তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি স্থানং গুহ্যং প্রকাশিতম্ ॥ ৫৪

তাহার পর নারদ আসিয়াই বা যেরূপে রাজা চন্দ্রশেখরের সংশয় সকল অপনীত করিলেন, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে কহিলেন। ৪৬

তখন সদাশয় বেতাল ও ভৈরব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যেন সুধাভিষিক্ত হইয়াছেন এইরূপভাবে পরম আনন্দিত হইলেন। বেতাল ও ভৈরব এইরূপ প্রমুদিত হইয়া আবার কাপোত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৭-৪৮

হে মুনিসত্তম! মহাদেব আমাদিগের পিতা, কেন না আপনি সত্য কথা কহিলেন; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপভাবে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ৪৯

তিনিই বা আমাদিগের কিরূপ আরাধ্য বস্তু; আর তিনি যেরূপ স্থলে পূজিত হইলে শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন,—হে মুনিবর! সেই সকল উপদেশ আমাদিগকে দিউন। ৫০

হে যোগিরাজ! অদ্য আপনা কর্ত্তৃক এরূপ অনুগৃহীত হওয়ায় আমরা ধন্য হইলাম। আপনি এই সকল নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়-শল্য উদ্ঘাটিত করিলেন। ৫১

হে মুনিসত্তম! আপনি আবার আমাদিগকে বলুন, যে উপায়ে আমরা যোগীশ্বর ত্রিপুরারিকে অচিরে পাইতে পারিব। ৫২

মুনি কহিলেন, যেরূপ স্থলে শঙ্কর পূজিত হইলে অচিরে তোমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তাহা তোমাদিগকে বলি শ্রবণ কর। ৫৩

মহাদেব যে স্থলে থাকিয়া নিত্য নিত্য আনন্দ ভোগ করেন, সেই গুপ্ত অথচ সর্ব্বজন-বিদিত স্থলটী তোমাদিগকে বলি। ৫৪

বারাণসী নাম পুরী গঙ্গাতীরে মনোহরে।
বরণায়ামস্তথা চাসে[১]র্মধ্যে চাপাকৃতিঃ সদা ॥ ৫৫
স্বয়ং বৃষধ্বজস্তত্র নিত্যং বসতি যোগিনাম্।
সদা প্রীতিকরো যোগী স্বয়ং চাপ্যাত্মচিন্তকঃ ॥ ৫৬
বিয়ৎস্থা সা পুরী নিত্যং ভর্গযোগবলাদ্ধৃতা।
দিব্যজ্ঞানং দদাত্যেষা তত্র যো ম্রিয়তে নরঃ।
তস্মৈ স্বয়ং মহাদেবঃ সংসারগ্রন্থিমুক্তয়ে ॥ ৫৭
স ভূত্বা পরমো যোগী মৃতস্তত্র ভবান্তরে।
সুখভক্তৈনৈব নির্বাণমাপ্নোতি হরসম্মতঃ ॥ ৫৮
যোগযুক্তো মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহিতঃ সদা।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং মানুষাণাঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৫৯
জ্ঞেয়ো হরঃ প্রকাশশ্চ ক্ষেত্রং তচ্চ প্রকাশিতম্।
ন তত্র কামদো দেবো নচিরাচ্চ প্রসীদতি।
আরাধিতশ্চিরং প্রীত্যা নির্ব্বাণায় প্রসীদতি ॥ ৬০
গৌর্য্যা বিবর্জ্জিতা সা তু পুরী তত্র ন গচ্ছতি।
যোগস্থানং মহাক্ষেত্রং কদাচিদপি শাঙ্করী।
আসন্নং যুবয়োঃ ক্ষেত্রমিদং বারাণসী তু যৎ।
কথিতং নাতিদূরে চ বর্ত্ততে নরসত্তমৌ ॥ ৬১
অপরস্তু প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং পীঠং সদার্চ্চিতম্।
হরগৌরীসমাযুক্তং পরং ধর্ম্মার্থকামদম্।
তপসা চাতি তীব্রেণ চিরাদ্ভবতি মোক্ষদম্ ॥ ৬২

গঙ্গাতীরে বরুণ ও অগ্নির রক্ষিত চাপাকৃতি পরম মনোহর বারাণসী নামে একটি পুরী আছে! যোগিগণের নিত্য প্রমোদ-প্রদ যোগী মহেশ্বর স্বয়ং যেস্থলে আপনি আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ৫৫-৫৬

সেই বাসভূমি মহাদেবের যোগবলে সর্ব্বদা আকাশমার্গে স্থিত। যে মনুষ্য এই স্থলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; তাহার মুক্তির নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব তাহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। ৫৭

পরে সেই স্থলে মৃত হইয়া জন্মান্তরে পরম যোগী হইলে তখন অনায়াসেই শিব-সম্মত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫৮

ভগবতীর সহিত নিত্য সংপৃক্ত যোগরত মহাদেব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, সকলেরই নিত্য আরাধ্য বস্তু। ৫৯

এখন হরের বিষয় জানিতে পারিলে এবং তাঁহার ক্ষেত্রও প্রকাশ করিয়াছি। এইক্ষেত্রে শঙ্কর কাহারও অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ করেন না এবং কাহারও প্রতি অচিরে প্রসন্নও হন না। বহুকাল ধরিয়া ভক্তির সহিত আরাধিত হইলে তবে নির্ব্বাণ প্রদান করেন। ৬০

এই বারাণসী ক্ষেত্র গৌরীর গমনাগমনশূন্য জানিবে এবং মহাক্ষেত্রে যোগ-স্থানে গৌরী কখনও গমন করেন না। হে নরসত্তম! অনতিদূরবর্ত্তী সেই বারাণসী ক্ষেত্র যাহা তোমাদিগের নিকট কহিলাম, এখান হইতে তাহা অতি নিকট। ৬১

১। বরুণায়ামস্তথৈবাগ্নে······ইতি পাঠান্তরম্।

নচিরাৎ কামদং পুণ্যং ক্ষেত্রং পীঠং নিগদ্যতে।
চিরাত্তু কামদো দেবো ন চিরাদ্যত্র জ্ঞানদঃ।
তৎক্ষেত্রমিতি লোকেষু গদ্যতে পূর্ব্ববন্দিভিঃ ॥ ৬৩
কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যাদ্গুহ্যতমং পরম্।
সদা সন্নিহিতস্তত্র পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
নচিরাৎ পূজিতো দেবস্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি ॥ ৬৪
পার্ব্বতী চানুগৃহ্লাতি ভর্গভক্তস্তু তত্র বৈ।
দদাতি নচিরাৎ কামং ভক্তায় পরমেশ্বরঃ।
তত্তু পীঠং প্রবক্ষ্যামি শৃণুতং সাম্প্রতং যুবাম্।
করতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্ ॥ ৬৫
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৬
শম্ভুনেত্রাগ্নিনির্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবৎ ॥ ৬৭
তস্য পীঠস্য বায়ব্যাং নৈঋ‌র্ত্যাং মধ্যভাগতঃ।
ঐশান্যাঞ্চ তথাগ্নেয্যাং মধ্যে পার্শ্বে চ শঙ্করঃ ॥ ৬৮
স্বমাশ্রমপদং কৃত্বা ষট্সু স্থানেসু শোভনম্।
নিত্যং বসতি তত্রাপি পার্ব্বত্যা সহ নর্ম্মভিঃ।
মধ্যে দেবীগৃহং তত্র তদধীনস্তু শঙ্করঃ।
নীলাখ্যে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে পার্ব্বতী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৯

পরন্তু অপর একটী গুহ্য পীঠের কথা বলি ;—যাহার নাম কামরূপ। চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, সর্ব্বদা লোক-পূজিত এই পীঠস্থলে হরগৌরী নিত্য বাস করেন ; এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করা যায়। ৬২

এই জন্য এই পুণ্যজনক পীঠটী অচিরে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর মহাদেব চির-ফলপ্রদ হইলেও তিনি যদি এই স্থলে পূজিত হন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই ফল প্রদান কনেন। ঋষিরা এই পীঠস্থান অপেক্ষা অন্য আর উত্তম পীঠস্থান বলেন নাই। ৬৩

মহাদেব, পার্ব্বতীর সহিত এই গুহ্যাদপি গুহ্যতর কামরূপ মহাপীঠে নিত্য বাস করেন, তিনি এই পীঠে পূজিত হইলে শীঘ্রই প্রসন্ন হন। ৬৪

পার্ব্বতীও এই স্থলে শিবভক্তকে অনুগ্রহ করেন ও পরমেশ্বরও ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এক্ষণে পীঠের বিষয় আরও কিছু বলি, তোমরা দুই-জনে শ্রবণ কর। করতোয়া নদী ইহার পশ্চাৎ ভাগে বিরাজিত। দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন। ৬৫

ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত-পর্ব্বত-বেষ্টিত ; ইহার চতুর্দ্দিকে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে। ৬৬

কাম হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার মহাদেবের অনুগ্রহেই এই পীঠে আসিয়া রূপ ধারণ করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ "কামরূপ" নামে অভিহিত হইলেন। ৬৭

এই পীঠের বায়ুকোণে ও নৈঋ‌র্ত কোণে এবং কোণের মধ্যদেশে আর

ঐশান্যাং নাটকে শৈলে শঙ্করস্য মহাশ্রমঃ।
নিত্যং বসতি তত্রেশস্তদধীনা চ পার্ব্বতী ॥ ৭০
অপরে চাশ্রমাঃ সন্তি হরগৌর্য্যোঃ সনাতনাঃ।
নৈতয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি বিদ্যতে শঙ্করাশ্রমঃ।
যত্রারাধ্যো মহাদেবো ভবদ্ভ্যাং নরসত্তমৌ।
তৎস্থানং মনসাদায় প্রসাদয় বৃষধ্বজম্ ॥ ৭১

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

কামরূপং গমিষ্যাবো রহস্যং নাটকাচলম্।
গৌরীহরৌ স্থিতৌ যত্র নিত্যং সন্নিহিতৌ মুনে ॥ ৭২
আরাধনীয়ো ভূতেশো হ্যবশ্যমিহ চাবয়োঃ।
যথৈবারাধয়িষ্যাবস্তথাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৭৩
যেন মন্ত্রেণ বা দেবো নচিরাত্তু প্রসীদতি।
তত্ত্বং বদ মহাভাগানুগ্রহোঽস্ত্যাবয়োর্যদি ॥ ৭৪

ঋষিরুবাচ—

নাটকং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং গচ্ছতং নরসত্তমৌ।
তত্র নিত্যং মহাদেবো রমতেঽপর্ণয়া সহ ॥ ৭৫
সন্ধ্যাচলে তত্র মুনিরারাধয়তি শঙ্করম্।
বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তং যুবামনুগচ্ছতম্ ॥ ৭৬

ঈশান কোণে, অগ্নি কোণে এই উভয়ের মধ্যস্থলে, মহাদেব এই জল ও স্থলে স্বীয় সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পার্ব্বতীর সহিত পরম সুখে নিত্য বাস করেন,—পীঠের মধ্যস্থলে দেবীর গৃহ, এখানেও শঙ্কর অবস্থান করেন। অত্রত্য নীলাখ্য পর্ব্বতে পার্ব্বতী বাস করেন। ১৮ ৬৯

ঈশান-কোণ-স্থিত নাটকশৈলে মহাদেবের সুন্দর আশ্রম আছে, তথায় শিব ও শিবা উভয়েই বাস করেন। ৭০

এই পীঠের অনেক স্থানে হরগৌরীর আরও অনেক প্রাচীন আশ্রম আছে। হরপার্ব্বতীর এরূপ পীঠস্থান আর কোথাও নাই ; হে সদাশয়! মহাদেব-আরাধনা করিবার তোমাদিগের সেইটী উপযুক্ত স্থল, অতএব সেই স্থলে গিয়া মনের সহিত মহাদেবের উপাসনা কর। ৭১

তখন বেতাল ও ভৈরব কহিলেন ;—হে মুনে! আমরা কামরূপে গমন করিব এবং যে নাটকশৈলে শঙ্কর, শঙ্করীর সহিত সর্ব্বদা বাস করেন, সেই পর্ব্বতেই অমরা ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিব। ৭২-৭৩

দ্বিজোত্তম! কি প্রণালীতে শিবের আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন ; এবং কোন্ মন্ত্রদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! আমাদিগের প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে বলুন। ৭৪

ঋষি কহিলেন ;—হে নরসত্তম! তোমরা নাটকাচলে গমন কর ; তথায় মহাদেব দুর্গার সহিত বাস করিতেছেন। ৭৫

ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি, সন্ধ্যা-পর্ব্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন, নিকট গমন কর। ৭৬

স চ মন্ত্রং সতত্ত্বঞ্চ হরারাধনকর্ম্মণি।
জ্ঞাপয়িষ্যতি বাং পৃষ্টঃ কিল বেতালভৈরবৌ।
তপসে গন্তুমিচ্ছামি নেদানীং কালযাপনা।
যুজ্যতে মম তস্মান্মাং ত্যজতং বীরসত্তমৌ।
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ কপোতঃ প্রযযৌ বনম্।
তৌ তাং মুনিং নমস্কৃত্য জগ্মতুর্ভবনং নিজম্ ॥ ৭৭
অথ তৌ সময়ং কৃত্বা দীক্ষিতৌ তপসে তদা।
পিতারাবপ্যনুজ্ঞাপ্য ভ্রাতৄনন্যাংশ্চ বান্ধবান্।
প্রস্থানং কামরূপায় চক্রতুস্তৌ মহামতী ॥ ৭৮
তৌ গচ্ছন্তৌ পরিজ্ঞায় শঙ্করোঽপি সহোময়া।
দেবান্ সর্ব্বানুবাচেদং সান্ত্বয়ন্নিব সেন্দ্রকান্ ॥

ঈশ্বর উবাচ—

পুত্রৌ মে তপসে যাতঃ সাম্প্রতং সুরসত্তমাঃ।
মমারাধনচিত্তৌ তু তৌ দয়ধ্বং সুরেশ্বরাঃ ॥ ৭৯
সংস্কৃত্য তপসা চৈতৌ পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ।
গাণপত্যে নিযোক্ষ্যামি তৌ সংস্কুর্ব্বন্তু নির্জরাঃ ॥ ৮০
অনেনৈব শরীরেণ তৌ গণেশত্বমাপ্স্যতঃ।
তপসা তু তয়োঃ কায়ৌ ভাবং ত্যক্ত্বা তু মানুষম্।
যথাপ্নুতঃ সৌরভাবং বিধাস্যামি হ্যহং তথা ॥ ৮১
ইত্যুক্ত্বা বামদেবোঽপি পার্ব্বত্যা সহ পুত্রকৌ।
গচ্ছন্তৌ বিয়তা স্নেহাৎ পশ্চাদনুযযৌ শিবঃ ॥ ৮২

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে তদুপযোগী সরহস্য মন্ত্র বলিয়া দিবেন। হে বীরাগ্রগণ্য! এখন আমি তপোবন যাত্রা করি; তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর; আর আমার সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। তখন মহাত্মা কপোত মুনি, এই সকল কথা বলিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। বেতাল ও ভৈরব কপোত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৭৭

অনন্তর মহামতি বেতাল ও ভৈরব, একটী শুভদিন দেখিয়া দীক্ষিত হইলেন। পরে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব—ইহাঁদের নিকট অনুমতি লইয়া তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে কামরূপে গমন করিলেন। ৭৮

এই সময় হর-পার্ব্বতী বেতাল-ভৈরবকে তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত দেখিয়া, তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে অনুনয়পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন; —হে দেবগণ! সম্প্রতি আমার পুত্রদ্বয় আমার উপাসনার নিমিত্ত তদ্গত চিত্ত হইয়া কামরূপে গমন করিতেছেন। ৭৯

অতএব হে ত্রিদশবৃন্দ! বেতাল ও ভৈরব আমার এই পুত্রদুইটীকে তপশ্চরণাধিকারী করিয়া পরে গাণপত্য প্রয়োগের নিমিত্ত সংস্কার বিধান কর। ৮০

ইহারা এই শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইবে; তপোবলে ইহাদের দেহ মানুষভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপে দেবভাবাপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উপায় আমিই করিব। ৮১

শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে দিক্‌পালাশ্চ তথাপরে।
সর্ব্বে হরঞ্চানুজগ্মুরনুগচ্ছন্তমাত্মজৌ ॥ ৮৩
অথ তৌ তু নদীং প্রাপ্য কৃষ্ণাজিনধরৌ তদা।
আদায় তাপসং ভাবং গঙ্গাতুল্যাং দৃষদ্বতীম্ ॥ ৮৪
তপস্বিনৌ তৌ দেবেন ত্র্যম্বকেণাথ পালিতৌ।
দেবৈঃ সহ তদায়াতৌ কামরূপাহ্বয়াশ্রমম্ ॥ ৮৫
আসাদ্য কামরূপন্তু করতোয়ানদীজলে।
উপস্পৃশ্য ততস্তৌ তু নন্দিকুণ্ডং নৃপোত্তম ॥ ৮৬
তত্র স্নাত্বাপ্যুপস্পৃশ্য নদীং গত্বা জটোদ্ভবাম্।
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য চ তৌ নন্দিনং তপসা ধৃতম্ ॥ ৮
প্রণম্য জল্পিশং দেবং জগ্মতুর্নাটকাচলম্ ॥ ৮৮
নাটকাচলমাসাদ্য প্রণম্য বৃষভধ্বজম্।
আরাধনোপদেশায় কাপোতকবচঃ স্মরৌ[১]।
জগ্মতুর্দক্ষিণাং কাষ্ঠাং যত্র সন্ধ্যাচলঃ স্থিতঃ ॥ ৮৯
কান্তা নাম নদী তত্র বশিষ্ঠেনাবতারিতা।
তস্যাস্তীরে মহাশৈলঃ স্নিগ্ধচ্ছায়লতাতরুঃ।
সন্ধ্যাং বশিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তত্র যস্মাদ্বিধেঃ সুতঃ।
অতঃ সন্ধ্যাচলং নাম তস্য গায়ন্তি দেবতাঃ ॥ ৯০

তখন ভগবতীর সহিত ভগবান্ এই কথা বলিয়া স্নেহনিবন্ধন আকাশ-মার্গের দ্বারা কামরূপ গমনকারী পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ৮২

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দিক্‌পালসকল ও আরও অপর অপর লোক, মহা-দেবকে পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎগামী দেখিয়া তাঁহারা সকলে মহাদেবের অনুগামী হইলেন। ৮৩

অনন্তর যখন বেতাল ও ভৈরব, গঙ্গা সদৃশ দৃষদ্বতী নদী প্রাপ্ত হইলেন, তখন কৃষ্ণসার-চর্ম্ম পরিধান করিয়া যোগিবেশ ধারণ করিলেন। ৮৪

অনন্তর, তখন পশুপতি-পালিত যোগিরূপ-ধারী বেতাল-ভৈরব, দেবতা-দিগের সহিত কামরূপে গমন করিলেন। ৮৫

কামরূপে উপস্থিত হইয়া করতোয়ানদীজলে আচমন করিয়া পরে নন্দি-কুণ্ডে স্নান ও আচমনপূর্ব্বক জটোদ্ভবা নদীতে যাইলেন, তথায়ও আচমনাদি করিয়া নন্দীকুণ্ড-সমীপস্থ জল্পিনাশক দেবতার বন্দনা করিয়া নাটক-শৈলে গমন করিলেন। ৮৬-৮৮

তথায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কাপোত মুনির বাক্য স্মরণ হইলে, শিবোপাসনায় নিয়ম জানিবার নিমিত্ত যে ভাগে সন্ধ্যাচল আছে, সেই দক্ষিণ দিকেই গমন করিলেন। ৮৯

সেইখানে, বশিষ্ঠকর্ত্তৃক আনীত কান্তা-নদী রহিয়াছে, সেই নদীর তীরে ছায়া-প্রধান বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ পর্ব্বত, ব্রহ্মার মানসপুত্র বসিষ্ঠ —এই পর্ব্বতে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা তাহার নাম সন্ধ্যাচল রাখিয়াছেন। ৯০

১। কপোতস্য বচঃ স্মরন্—ইতি পাঠান্তরম্।

তত্রাসাদ্য বশিষ্ঠন্তু সাক্ষাদিব হুতাশনম্।
আরাধয়ন্তং গিরিশং ধ্যানসংযুক্তমানসম্।
তপঃশ্রিয়া দীপ্যমানং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্।
প্রণম্য পুরতস্তস্য তদা বেতালভৈরবৌ।
প্রাঞ্জলী তস্থতুর্ভূপ বিনয়ানতকন্ধরৌ।
ইদঞ্চাপ্যূচতুস্তৌ তু প্রণমন্তৌ বিধেঃ সুতম্।
তারাবত্যাং সমুৎপন্নৌ চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ।
ক্ষেত্রে ভর্গস্য তনয়াবাবাং জানীহি মানুষৌ॥ ৯১
আরাধয়িতুমিচ্ছাবো হরং কার্য্যস্য সিদ্ধয়ে।
বাঞ্ছিতস্য যদি ত্বং নাবনুগৃহ্লাসি সুব্রত॥ ৯২
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
উবাচেতি যুবাং জ্ঞাতৌ ময়া সত্যং হরাত্মজৌ।
হরস্যারাধনং কার্য্যং যুবয়োর্নরসত্তমৌ।
তত্রাস্তি মম কৃত্যং কিং তদ্ব্রূতমনিন্দিতৌ।
বৃষধ্বজারাধনায় যুবয়োস্তু প্রয়োজনম্।
বিদ্যতে তন্নিমিত্তং যত্তৎ সিদ্ধমিতি চিন্ত্যতাম্॥ ৯৩

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

যেন মন্ত্রেণ নচিরাৎ সম্যগারাধিতো হরঃ।
প্রসাদমেষ্যত্যাবনৌ তন্নো বদ মহামুনে॥ ৯৪
যথা চারাধয়িষ্যাবস্তন্ত্রং যদ্‌যাদৃশঃ ক্রমঃ।
তৎসর্ব্বং মুনিশার্দ্দূল বক্তুমর্হসি চোত্তরম্॥ ৯৫
যথা ত্বদুপদেশেন প্রাপ্স্যাবো নচিরাদ্ধরম্।
তথা বাচাং মুনিশ্রেষ্ঠ হ্যনুশাধি নতৌ ত্বয়ি॥ ৯৬

এইখানে যাইয়া তাঁহারা, শিবপূজাপরায়ণ ধ্যানসক্ত-চিত্ত মূর্ত্তিমান্ অগ্নি-স্বরূপ বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনত-মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা প্রণত হইয়া একথাও বলিলেন যে, হে সুব্রত! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের তারাবতী নামক স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি। আমাদিগকে মহাদেবের মানুষ পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ৯১

মহাদেবের আরাধনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যদি আপনি আমাদের বাঞ্ছিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনুগ্রহ করেন। ৯২

তখন যোগেশ্বর বসিষ্ঠ ঋষি, বেতাল ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন;—তোমরা যে মহাদেবের পুত্র, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম এবং হে নরসত্তম! এইক্ষণে তোমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম মহাদেবের উপাসনা।

হে অরিন্দম! এবিষয়ে আমার কি করিতে হইবে, তাহা তোমরা বল এবং মহাদেবের উপাসনার নিমিত্ত যেটী তোমাদিগের প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বিদিত হও। ৯৩

বেতাল-ভৈরব বলিলেন;—যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হইলে মহাদেব আমাদের দুইজনের প্রতি অবিলম্বে পরিতুষ্ট হইবেন, হে মুনে! তাহাই বলুন। ৯৪

আর কোন্ তন্ত্র অবলম্বন করিব? সে তন্ত্রের অনুষ্ঠানক্রমই বা কিরূপ? এই সকল বিষয়ের উপদেশ দিউন। ৯৫

বশিষ্ঠ উবাচ—

প্রসন্ন এব ভবতোর্বৃষকেতুঃ সহোমযা ॥ ৯৭
নচিরাৎ স্বয়মেবাত্র প্রসাদঞ্চ সমেষ্যতি।
সর্ব্বৈর্দ্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সভার্য্যো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৯৮
আকাশমার্গেণায়াতঃ পালয়ন্ স্বসুতৌ গৃহাৎ।
কিন্তু মানুষদেহৌ বামধিবাস্য তপোব্রতৈঃ ॥ ৯৯
স্বয়ন্নেষ্যতি কৈলাসং গানপত্যে নিযোজ্য বাম্।
অহঞ্চাপ্যুপদেক্ষ্যামি যথা ভর্গং যুবাং দ্রুতম্।
প্রাপ্স্যথঃ পার্ব্বতীপুত্রাবেকাগ্রং শৃণুতং তু তৎ ॥ ১০০
চিরাৎ প্রসীদতি ধ্যানান্নচিরাদ্ধ্যানপূজনাৎ।
তস্মাদ্ধ্যানং পূজনঞ্চ কথয়াম্যদ্য তত্ত্বতঃ ॥ ১০১
তেজোময়ঃ সদা শুদ্ধো জ্ঞানামৃতবিবর্দ্ধিতঃ।
জগন্ময়শ্চিদানন্দঃ শৌরিব্রহ্মস্বরূপধৃক্ ॥ ১০২
মহাদেবো মহামূর্ত্তি র্মহাযোগযুতঃ সদা।
জগন্তি তস্য রূপাণি তানি কো গদিতুং ক্ষমঃ ॥ ১০৩
কিন্তু যৈরিহ রূপৈস্তু বিচরত্যেষ শঙ্করঃ।
তেষাং যন্মে জ্ঞানগম্যং তত্রেষ্টং নিগদামি বাম্ ॥ ১০৪
প্রথমং শৃণুতং মন্ত্রং ততোঽনুধ্যানগোচরম্।
ততঃ ক্রমস্তু পূজায়াঃ ক্রমাদ্বৃত্তং নরর্ষভৌ ॥ ১০৫

আর হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে সদুপদেশে ভবদাশ্রিত আমরা দুইজন, মহাদেবকে পাইতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ করুন। ৯৬

বসিষ্ঠ বলিলেন;—আশুতোষ ও ভগবতী উভয়েই তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন। ৯৭

আর এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংই অনুরাগ প্রকাশ করিলেন; যেহেতু তিনি সস্ত্রীক হইয়া সকল দেবগণের সহিত তোমাদিগের রক্ষাপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে আকাশমার্গের দ্বারা এইখানে আসিয়াছেন। ৯৮

কিন্তু তোমরা মনুষ্য, ব্রতানুষ্ঠানে তোমাদের সংস্কার বিধান হইলে, তখন স্বয়ং মহাদেব তোমাদিগকে গণেশত্ব লাভ করাইয়া কৈলাসে লইয়া যাইবেন। হে পার্ব্বতীনন্দন! তোমরা যে উপায়ে অনতিবিলম্বে মহাদেবকে পাইবে, তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করি, তোমরা একাগ্র হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ৯৯-১০০

মহাদেব ধ্যানে বিলম্বে প্রসন্ন হন, ধ্যান ও পূজা দ্বিবিধ অনুষ্ঠানেই আশু প্রসন্ন হন, অতএব সম্প্রতি যথার্থরূপে ধ্যান ও পূজা-প্রকরণ বলি। ১০১

যিনি তেজোময় নিত্যনিরঞ্জন জ্ঞানসুধাস্বাদক জগন্ময় চিদানন্দ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-স্বরূপ বিশ্বরূপ সর্ব্বদা মহাযোগরত, তাঁহার যতগুলি মূর্ত্তি আছে, কোন ব্যক্তি সে সকল বলিতে পারে? ১০২-১০৩

কিন্তু যে যে মূর্ত্তিতে এস্থলে বাস করেন, তাহার মধ্যে আমার যে মূর্ত্তিটি বোধগম্য আছে, তোমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সেই মূর্ত্তিটি ইষ্ট বলিয়া জানি। ১০৪

সমস্তানাং স্বরাণাস্তু দীর্ঘাঃ শেষাঃ সবিন্দুকাঃ।
ঋল্‌ঽশূন্যাঃ সার্দ্ধচন্দ্রা উপান্তেনাভসংহিতাঃ॥ ১০৬
এভিঃ পঞ্চাক্ষরৈর্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
ক্রমাৎ সম্মদসন্দোহ-নাদগৌরব-সংজ্ঞকাঃ॥ ১০৭
প্রাসাদস্তু ভবেচ্ছেষঃ পঞ্চমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একৈকেন তথৈকৈকং বক্ত্রং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥ ১০৮
একং সমুদিতং কৃত্বা পঞ্চাভির্বা প্রপূজয়েৎ।
প্রসাদেনাথবা পঞ্চবক্ত্রং দেবং প্রপূজয়েৎ॥ ১০৯
শম্ভোঃ প্রসাদনেনৈষ যস্মাদ্ বৃত্তস্তু মন্ত্রকঃ।
তেন প্রাসাদসংজ্ঞাঽয়ং কথ্যতে মুনিসত্তমৈঃ॥ ১১০
তস্মাৎ সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু প্রাসাদঃ প্রীতিদঃ পরঃ।
আমোদকারকঃ শম্ভোর্মন্ত্রঃ সম্মদ উচ্যতে।
মনঃপ্রপূরণাচ্চাপি সন্দোহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
আকর্ষকো ভবেন্নাদো গুরুত্বাদ্‌গৌরবাহ্বয়ঃ।
এতদ্ব্যস্তং সমস্তঞ্চ মন্ত্রং শম্ভোঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১১১
পঞ্চাক্ষরস্তু যন্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
যুবাং তেনৈব মন্ত্রেণ আরাধয়তমীশ্বরম্॥ ১১২
ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণুতং সম্যগ্‌বেতালভৈরবৌ।
পঞ্চবক্ত্রং মহাকায়ং জটাজুটাবিভূষিতম্।
চারুচন্দ্রকলাযুক্তং মূর্দ্ধ্নি বালৌঘভূষিতম্॥ ১১৩
বাহুভির্দশভির্যুক্তং ব্যাঘ্রচর্ম্মবরাম্বরম্।
কালকূটধরং কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতম্॥ ১১৪
কিরীটবন্ধনং বাহুভূষণঞ্চ ভুজঙ্গমান্।
বিভ্রতং সর্ব্বগাত্রেষু জ্যোৎস্নার্পিতসুরোচিষম্।

প্রথম মন্ত্রের বিষয় শ্রবণ কর, পরে ধ্যানের বিষয় বলিব; তাহার পর পূজার পরিপাটি বলিব। ১০৫

হে নরর্ষভ! ঋ ও ৯ ছাড়া স্বরবর্ণের সমস্ত দীর্ঘস্বরের সহিত বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বলা হইয়াছে। এইরূপ ক্রমে অন্যান্য বিষয়ও বলিব। সম্মদ, সন্দোহ, নাদ, গৌরব, প্রাসাদ, নির্দিষ্ট এই পাঁচ মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র দ্বারা এক একটী বক্ত্র পূজা করিবে অথবা মাত্র প্রসাদমন্ত্রের দ্বারাই মহাদেবকে পূজা করিবে। ১০৬-১০৯

সম্মদাদি পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ নামক মন্ত্রটিই প্রশস্ত; এই মন্ত্রটি, মহাদেবের প্রসন্নতা হেতু বীর্য্যবান্ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্ব-ঋষিরা ইহার নাম প্রাসাদ রাখিয়াছেন। ১১০

সেই হেতু সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ মন্ত্রটিই প্রভুর প্রীতিপ্রদ। আর সম্মদ মন্ত্রটি, মহাদেবের আনন্দকর জানিবে। আর সম্মোহ;—মনের অভিলাষ পূরণ করেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। শব্দোচ্চারণে ইষ্টদেব আকৃষ্ট হন, তাঁহার নাম নাদ, আর গুরুত্ব হেতুই মন্ত্রের নাম হইয়াছে গৌরব। তোমরা এই মন্ত্র দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা কর। ১১১-১১২

এখন ধ্যান বলি, শ্রবণ কর। পঞ্চমুখ, মহাকায়, জটাজুট-বিভূষিত, চারু-

ভূতিসংলিপ্তসর্ব্বাঙ্গমেকৈকত্র ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
নেত্রৈস্তু পঞ্চদশভির্জ্যোতিস্মদ্ভির্বিরাজিতম্।
বৃষভোপরি সংস্থন্তু গজকৃত্তিপরিচ্ছদম্॥ ১১৫
সদ্যোজাতং বামদেবমঘোরঞ্চ ততঃ পরম্।
তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবক্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১১৬
সদ্যোজাতং ভবেচ্ছুক্লং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্।
পীতবর্ণং তথা সৌম্যং বামদেবং মনোহরম্॥ ১১৭
নীলবর্ণমঘোরস্তু দংষ্ট্রা ভীতিবিবর্দ্ধনম্।
রক্তং তৎপুরুষং দেবং দিব্যমূর্ত্তিং মনোহরম্॥ ১১৮
শ্যামলঞ্চ তথেশানং সর্ব্বদৈব শিবাত্মকম্।
চিন্তয়েৎ পশ্চিমে ত্বাদ্যং দ্বিতীয়ন্তু তথোত্তরে॥ ১১৯
অঘোরং দক্ষিণে দেবং পূর্ব্বে তৎপুরুষং তথা।
ঈশানং মধ্যতো জ্ঞেয়ং চিন্তয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ॥ ১২০
শক্তিত্রিশূলখট্বাঙ্গবরদাভয়দং শিবম্।
দক্ষিণেষ্বথ হস্তেষু বামেষ্বপি ততঃ শুভম্॥ ১২১
অক্ষসূত্রং বীজপূরং ভুজগং ডমরূৎপলম্।
অষ্টৈশ্বর্য্যসমাযুক্তং ধ্যায়েত্তু হৃদ্গতং শিবম্॥ ১২২
এবং বিচিন্তয়েদ্ ধ্যানে মহাদেবং জগৎপতিম্।
চিন্তয়িত্বা দ্বারপালান্ গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ॥ ১২৩
বিশুদ্ধিং পঞ্চভূতানাং চিন্তয়িত্বা ততো মুহুঃ।
অষ্টমূর্ত্তীস্ততঃ পশ্চাৎ পূজয়েদষ্টনামভিঃ॥ ১২৪
আসনানি চ তস্যাথ পূজয়েৎ সকলানি তু।
ভাবাদীন্যপুষ্পাণি হৃদৈব বিনিযোজয়েৎ।
নারাচমুদ্রয়া তস্য তাড়নং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১২৫

চন্দ্রকলা-শোভী, অহিগণপরিবেষ্টিত-মস্তক, দশ-হস্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, বিষপূর্ণ-কণ্ঠ, ফণিভূষণ, এক একটি বক্ত্রে তিনটি তিনটি নেত্র, অতএব পঞ্চদশ নেত্র-শোভী, ষড়্জ্যোতিঃপূর্ণ বৃষবাহন, হস্তিচর্ম্মাচ্ছাদিত। ১১৩-১৫

তাঁহার পাঁচটি মুখের নাম;—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান (এই পঞ্চমুখের স্বরূপকথন।)। ১১৬

নির্ম্মলস্ফটিক সদৃশ সদ্যোজাত। বামদেব পীতবর্ণ অথচ সৌম্য ও মনোহর। অঘোর, নীলবর্ণ ভয়জনক দন্তবিশিষ্ট। তৎপুরুষ, রক্তবর্ণ দেবমূর্ত্তি ও মনোরম। ঈশান, শ্যামবর্ণ নিত্যশিবরূপী। পশ্চিমদিকে সদ্যোজাত, উত্তরে বামদেব, দক্ষিণে তৎপুরুষ, সর্ব্বমধ্যে ঈশান,—এইরূপ ক্রমে ভক্তির সহিত তাঁহাকে ধ্যান করিবে। ১১৭-১২০

দাক্ষিণদিকের পাঁচ হস্তে শক্তি, ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, বরদ, অভয় এই পাঁচটি রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচ হস্তে অক্ষসূত্র, বীজপুর, ভুজঙ্গ, ডমরু, উৎপল (পদ্ম) এই পাঁচটি রহিয়াছে। অণিমাদি-অষ্ট ঐশ্বর্য্য-যুক্ত মহাদেবের এইরূপ মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিবে। ধ্যানকালে জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ চিন্তা করিয়া গণেশাদি দ্বারপালদিগকে পূজা করিবে। ১২১-১২৩

তাহার পর ভূতশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি অষ্টনামের

বিসর্জ্জনং ধেনুমুদ্রাং দর্শয়িত্বা বিধানতঃ।
নির্ম্মাল্যধারণং কুর্য্যাৎ সদা চণ্ডেশ্বরং ধিয়া ॥ ১২৬
প্রত্যেকং পঞ্চভির্মন্ত্রৈরঙ্গাদীনি প্রমার্জ্জয়েৎ।
সম্মদাদিভিরেতস্য পূর্ব্বোক্তৈর্নরসত্তমৌ ॥ ১২৭
বামাং জ্যেষ্ঠাং তথা রৌদ্রীং কালীং চ তদনন্তরম্।
কলবিকরিণীং দেবীং বলপ্রমথিনীং তথা ॥ ১২৮
দমনীং সর্ব্বভূতানাং মনোন্মথিনীং তথৈব চ।
অষ্টৌ তাঃ পূজয়েদ্দেবীঃ ক্রমাচ্ছম্ভোশ্চ প্রীতয়ে ॥ ১২৯
এবং শিবং পূজয়িত্বা ধ্যানতৎপরমানসঃ।
জপেন্মালাং সমাদায় মন্ত্রং ধ্যাত্বা তথা গুরুম্ ॥ ১৩০
একং পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রমেকং প্রাসাদমেব বা।
তৎসক্তমনসৌ জপ্ত্বা শীঘ্রং সিদ্ধিমবাপ্স্যথ ॥ ১৩১
ইতি বাং কথিতং মন্ত্রং ধ্যানপূজাক্রমং তথা।
গচ্ছতং নাটকং শৈলং তত্রারাধয়তং হরম্ ॥ ১৩২

বেতালভৈরবাবূচতুঃ

পঞ্চাক্ষরস্তু মন্ত্রোঽয়ং ধৃতস্ত্বৎসম্মতে মুনে।
অনেনৈব হরং দেবং পূজয়িষ্যাবহে মুদা ॥ ১৩৩
ইত্যুক্ত্বা তন্নমস্কৃত্য তদা বেতালভৈরবৌ।
জগ্মতুর্নাটকং শৈলং বশিষ্ঠানুমতে নৃপ ॥ ১৩৪
তত্রাস্তি সরসী রম্যা সুসম্পূর্ণমনোহরা।
সর্ব্বদা স্বচ্ছসলিলা প্রফুল্লকমলোৎপলা ॥ ১৩৫

দ্বারা পূজা করিবে; পরে আসন সকলের পূজা করিয়া ভাবাদি অষ্ট পুষ্প রচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিবে। নারাচ মুদ্রা দ্বারা তাড়ন করিবে। পরে ধেনুমুদ্রার দ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া চণ্ডেশ্বর বুদ্ধিতে যথাবিধি নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে। ১২৪-১২৬

হে নরোত্তম! পূর্ব্বোক্ত সম্পদাদি পঞ্চ মন্ত্রদ্বারা যাবৎ অঙ্গ এক এক করিয়া মার্জ্জনা করিবে, তদনন্তর বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরিণী, (কলা-বিকারিণী) বলপ্রমথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, মনোন্মথিনী—এই অষ্টদেবীকে শম্ভুর প্রীতির নিমিত্ত যথাক্রমে পূজা করিবে। ১২৭-১২৯

এইরূপে ধ্যান-তৎপর হইয়া মহাদেবের পূজা করণানন্তর, গুরু ও মন্ত্র ধ্যান করিয়া পরে মালা-গ্রহণপূর্ব্বক জপ করিবে। তদ্গত চিত্তে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অথবা মাত্র প্রাসাদ জপ করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৩০-১৩১

এখন তোমাদিগকে ধ্যান, মন্ত্র ও অর্চনাক্রম সকলই বলা হইল। অতএব নাটকশৈলে গমন কর, সেইখানে শঙ্কর আছেন, তাঁহার আরাধনা কর। ১৩২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,—হে মুনে! আপনার অনুমত্যনুসারে এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রই অবলম্বন করিলাম, ইহার দ্বারাই মহাদেবকে ভক্তির সহিত পূজা করিব। ১৩৩

হে নৃপ! এই কথা বলিয়া তখন বেতাল ও ভৈরব, বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশক্রমে নাটকশৈলে গমন করিলেন। ১৩৪

তস্যাস্তীরে তু বিপুলঃ সুমনোজ্ঞো হরাশ্রমঃ।
সর্ব্বদা দানবৈর্দেবৈঃ কিন্নরৈঃ প্রমথৈস্তথা।
রক্ষ্যতে নৃপশার্দ্দূল নৃত্যবাদনতৎপরৈঃ॥ ১৩৬
যস্মান্নটতি তত্রেশো নিত্যং কৌতুকতৎপরঃ।
তস্মান্নাটকনাম্নাসৌ শৈলরাজঃ প্রগীয়তে॥ ১৩৭
ছত্রাকারস্তু তং শৈলং মনোজ্ঞং শঙ্করপ্রিয়ম্।
আসাদ্য যত্র সরসী তত্র গত্বা তু তৌ তদা।
ন চৈবাপশ্যতাং তত্র হরাশ্রমমনুত্তমম্॥ ১৩৮
গন্তুং চৈবাশ্রমস্থানং তৌ নৈবাশকতাং নৃপ।
ততো হরং প্রণম্যাশু তস্যৈব সরসস্তটে॥ ১৩৯
নির্ম্মায় স্থণ্ডিলং চারু বশিষ্ঠোক্তক্রমেণ তু।
হরমারাদ্ধুমারেভে বেতালো ভৈরবোঽপি চ॥ ১৪০
আরাধয়ন্তৌ ভূতেশং তৌ তদা শঙ্করাত্মজৌ।
দৃষ্ট্বা হরো দেবগণৈঃ সার্দ্ধং তস্মিংস্তু পর্ব্বতে।
অধিত্যকায়াং ন্যবসৎ স্বাশ্রমেঽপর্ণয়া সহ॥ ১৪১
অধোভাগে সরস্তীরে তপস্যন্তৌ হরাত্মজৌ।
স্থিতৌ দৃষ্ট্বা দেবগণৈঃ সহিতঃ শঙ্করঃ স্থিতঃ॥ ১৪২
নৃত্যমর্দ্দলশব্দো যো হরস্য সততং ভবেৎ।
শৃণ্বতস্তৌ তদা শব্দং গন্তুং দ্রষ্টুং ন লভ্যতে॥ ১৪৩

তথায় চিরনির্ম্মল সলিলপূর্ণ প্রফুল্ল-কমল-কুলবিরাজিত, সুদীর্ঘ পরম-রমণীয় একটী সরোবর আছে। ১৩৫

তাহার তীরেই প্রশস্ত অতি মনোহর মহাদেবের এক আশ্রম আছে। হে নরশার্দ্দূল! সেইখানে দেব দানব কিন্নর প্রমথাদি, সর্ব্বদা নৃত্য ও বাদ্য করিতেছেন। ১৩৬

ইঁহাদিগের নৃত্যবাদনাদি-হেতুক মহাদেবও সেস্থলে কৌতুকপর হইয়া নিত্যই নৃত্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের নটনহেতুকই সেই আশ্রম নাটকশৈল নামে পরিচিত হইয়াছে। ১৩৭

এই নাটক-শৈল, ছত্রাকার শঙ্করপ্রিয় ও সুদৃশ্য। তখন বেতাল ও ভৈরব অনুসন্ধানপূর্ব্বক সরোবরে যাইয়া তথায় মহেশ্বরের মহাশ্রম দেখিতে পাইলেন না। ১৩৮

হে নৃপ! তাঁহারা তথায় যাইতে সক্ষমও হইলেন না। তদনন্তর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সেই সরোবরের তীরে তৎক্ষণাৎ একটী সুন্দর স্থণ্ডিল (ব্রতানুষ্ঠানের ভূমি) প্রস্তুত করিয়া বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে বেতাল ও ভৈরব, হরোপসনায় নিযুক্ত হইলেন। ১৩৯-১৪০

তখন, সেই পর্ব্বতে দেবগণের সহিত, মহাদেব আপনার পুত্রদ্বয়কে শিবোপাসনারত দেখিয়া পার্ব্বতীর সহিত নাটক-শৈলের অধিত্যকায় বাস করিলেন। ১৪১

নিম্নে, সরোবরের তীরে বেতাল-ভৈরব তপস্যা করিতে লাগিলেন, উর্দ্ধে, মহাদেবও দেবগণের সহিত থাকিলেন। ১৪২

হরেণাধিষ্ঠিতঃ শৈলঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ।
রাজতে স্ম তদা ভূপ সুধর্ম্মা বাসবী যথা ॥ ১৪৪
ধ্যায়তোস্তু তদা তত্র ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নচিরাদেব তস্যাভূদ্ধ্যানমার্গেষু নিশ্চলঃ ॥ ১৪৫
তৌ পূজয়ন্তৌ গচ্ছন্তৌ স্থিতৌ বা চন্দ্রশেখরম্।
নৈব তত্যজতুশ্চিত্তৈঃ কদাচিদপি ভূমিপ ॥ ১৪৬
পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়ন্তৌ বৃষধ্বজম্।
ব্যতিচক্রমতুস্তৌ তু সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১৪৭
নিরাহারৌ যতাহারৌ হরসংসক্তমানসৌ।
তপসা নিন্যতুর্বর্ষান্ সহস্রং চৈকবর্ষবৎ ॥ ১৪৮
গতে বর্ষসহস্রে তু স্বয়মেব বৃষধ্বজঃ।
প্রসন্নস্তু তয়োর্ভূত্বা প্রত্যক্ষত্বমুপাগতঃ ॥ ১৪৯
তন্তু প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা তদা বেতালভৈরবৌ।
বৃষধ্বজং তুষ্টুবতুর্ধ্যানগম্যং পুরঃ স্থিতম্ ॥ ১৫০
হররূপং যথাধ্যাতং হৃদ্গতং তেজসোজ্জ্বলম্।
তথা দৃষ্ট্বা ততস্তাভ্যাং বশিষ্ঠো মনসা নুতঃ[১] ॥ ১৫১

বেতালভৈরবাবূচতুঃ

পঞ্চবক্ত্রং মহাকায়ং সর্ব্বজ্ঞানময়ং পরম্।
সংসারসাগরত্রাণং প্রণমাবো বৃষধ্বজম্ ॥ ১৫২

সেখানে হরের নিত্যই যে নৃত্য ও মার্দলের শব্দ হইত, তাহা তাহারা শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহা দেখিতে বা সেখানে যাইতে পারিত না। ১৪৩

হে ভূমিপ! মহাদেব, সকল দেবতাদিগের সহিত সেই পর্ব্বতে আরূঢ় হইলে, পর্ব্বতটী ইন্দ্রসভার ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। ১৪৪

পরে মহাদেব, ইহাঁদিগকে ধ্যান-নিযুক্ত দেখিয়া তৎক্ষণেই ধ্যানমার্গে সুস্থির হইয়া বসিলেন। ১৪৫

হে রাজন্! বেতাল ও ভৈরব যখন পূজা করেন, কি যখন গমন করেন, বা অবস্থান করেন, সকল সময়েই হৃদয়ে মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ১৪৬

পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে ইহাঁদিগের সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৪৭

ইহাঁরা উপবাস, ভোজ্যনিয়ম, মহাদেব-পরিচিন্তন, এই সকল বিষয়ে তৎপর হইয়া তপোবলে বর্ষসহস্রকে একবৎসরের মতন জ্ঞান করিয়াছিলেন। ১৪৮

এইরূপে সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। ১৪৯

তখন বেতাল ও ভৈরব তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানগম্য বৃষধ্বজকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৫০

তখন সম্মুখে তেজোময় সম্যক্ পরিচিন্তিত, হৃদয়স্থিত-হররূপকে দেখিয়া মনে মনে বসিষ্ঠকে পূজা করিলেন, পরে বেতাল ও ভৈরব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫১

১। বশিষ্ঠস্যানুমানতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

ত্বং পরঃ পরমাত্মা চ পরেশঃ পুরুষোত্তমঃ।
ত্বং কূটস্থো জগদ্ব্যাপী প্রধানঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫৩
রূপাত্মা ত্বং মহাতত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানালয়ং[1] প্রভুঃ।
সাংখ্যযোগালয়ঃ শুদ্ধো গুণত্রয়বিভাগবিৎ ॥ ১৫৪
ত্বং নিত্যস্ত্বমনিত্যশ্চ জগৎকর্ত্তা লয়ঃ স্মৃতঃ।
একোঽনেকস্বরূপশ্চ শান্তচেষ্টো জগন্ময়ঃ ॥ ১৫৫
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ।
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং মহেন্দ্রস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং জগতাং পতিঃ ॥ ১৫৬

যো রূপরূপেশ্বররত্নমালঃ, সম্ভূতিভূতো নিরবগ্রহশ্চ।
কাঙ্ক্ষ্যাবতীর্ণাবগতপ্রমাথী, যোগেশ্বরো জ্ঞানগতিস্ত্বগম্যঃ ॥ ১৫৭
প্রমেয়রূপাত্মধরাধরাভো, ভোগীন্দ্রবন্ধামৃতভোগতন্ত্রঃ।
সূক্ষ্মাক্ষরস্তত্ত্ববিদপ্রমাথী, ত্বং দেবদেবঃ শরণং সুরাণাম্ ॥ ১৫৮
বিকল্পমানাপরিহীনদেহঃ, শুদ্ধান্তধামানুগতৈকবিদ্ধঃ।
বর্দ্ধিষ্ণুরুগ্রঃ পুরুষঃ পরাত্মা, ত্বমিন্দ্রিয়ৌঘস্য বিচারবুদ্ধিঃ ॥ ১৫৯
ত্বং নাথনাথঃ প্রভবঃ পরেষাং, গতির্মুনীনাং পরযোগিগম্যঃ।
ত্বং ভূধরো ভাগধরো হ্যনন্তো, বিশ্বাত্মনস্তে বহবঃ প্রপঞ্চাঃ ॥ ১৬০

পঞ্চবক্ত্র প্রশান্ত-শরীর সর্ব্বজ্ঞানময় পরমাত্মা সংসারসাগরের পরিত্রাণকারী মহাদেবকে প্রণাম করি। ১৫২

আপনি পর ও পরমাত্মা এবং পরেশ ও পুরুষোত্তম; আপনি কূটস্থ পরিবর্ত্তনশূন্য জগদ্ব্যাপী সর্ব্বপ্রধান পরমেশ্বর; আপনি পরমাত্মা, আপনিই মহাত্মা, আপনি তত্ত্বজ্ঞানময় প্রভু। আপনি সাংখ্যযোগের আলয় ও নির্ম্মল এবং গুণত্রয়বিভাগবিৎ। ১৫৩-১৫৪

আপনি নিত্য, আপনিই অনিত্য, আপনি জগৎকর্ত্তা, আপনিই জগৎসংহারক, আপনি এক হইয়া অনেকের স্বরূপ। আপনি নিষ্ক্রিয় ও জগন্ময়।১৫৫

আপনি নির্ব্বিকার নিরাধার, নিরানন্দ ও সনাতন; আপনি বিষ্ণু, আপনি মহেন্দ্র, আপনি ব্রহ্মা, আপনি জগৎপতি। ১৫৬

আপনি সবিশেষ রূপবান্ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত, বন্ধনশূন্য—স্ব-ইচ্ছায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনি সর্ব্ববিদিত ও সর্ব্বসংহারক এবং দুর্জ্ঞেয়, আপনি যোগেশ্বর ও জ্ঞানমার্গানুসারী। ১৫৭

আপনি সামান্য ধবল-বর্ণ গিরির ন্যায় ফণীন্দ্রবেষ্টিত ও অমৃতভোগ-পরায়ণ আপনি সূক্ষ্ম অথচ অব্যয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দর্পচূর্ণকারী, আপনি দেবদেব ও সকল দেবতাদির আশ্রয়। ১৫৮

আপনি প্রলয়কালেও অপরিত্যক্তদেহ ও পূতাত্মাদিগের হৃদয়ে বাস করেন। আপনি মহান্ ও নিত্য। আপনি বর্দ্ধিষ্ণু অথচ উগ্র এবং মহাত্মা পুরুষ। আপনি একাদশ ইন্দ্রিয়ের চালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ। ১৫৯

আপনি প্রভুর প্রভু; এইজন্য সকল বস্তুর জন্মহেতু, মুনিগণের গতিকারক এবং পরম যোগীদিগেরও প্রাপ্য। আপনি পৃথিবী-পালক এবং অনন্তরূপে অনন্ত শরীর ধারণ করেন। আপনি বিশ্বরূপী; আপনার প্রপঞ্চ বহুতর। ১৬০

১। তত্ত্বজ্ঞানময়ঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

জ্ঞানামৃতস্যন্দকপূর্ণচন্দ্রো, মোহান্ধকারস্য পরঃ প্রদীপঃ।
ভক্তাত্মজানাং পরমঃ পিতা ত্বং, কামে চ পঞ্চাননরূপধারী ॥ ১৬১
শাস্তাখিলানাং প্রথমো বিবস্বাং-স্তনূনপাৎ ত্বং তনুষে গুণৌঘান্।
ত্বং ব্রহ্মরূপেণ করোষি সৃষ্টিং, বিষ্ণুস্বরূপৈঃ সততং স্থিতিঞ্চ ॥ ১৬২
ত্বং রুদ্ররূপী কুরুষে তথান্তং, ত্বত্তো ন চান্যজ্জগতীহ বস্তু।
ত্বং রাত্রিনাথো দিবসেশ্বরশ্চ, ত্বমগ্নিরাপঃ পবনো ধরিত্রী ॥ ১৬৩
নভস্তথা ত্বং ক্রতুতন্ত্রহোতা, ত্বমষ্টমূর্ত্তির্ভবতো ন চান্যৎ।
অনন্তমূর্ত্তিস্ত্বিহ মুখ্যভাবা-ন্নিগদ্যতে চাষ্টময়ী ত্রিমূর্ত্তিঃ ॥ ১৬৪
অনন্তমূর্ত্তেঃ কথমন্যথা তে, সংখ্যাস্তি রূপস্য যদষ্টমূর্ত্তিঃ।
ত্বং ত্র্যম্বকস্ত্বং ত্রিপুরান্তকশ্চ, ত্বং শম্ভুরীশঃ শমনো বিধাতা ॥ ১৬৫
সহস্রবাহুশ্চ হিরণ্যবাহুঃ, সহস্রমূর্ত্তিস্ত্বিহ পঞ্চবক্ত্রঃ।
প্রভূতনেত্রস্তু ষড়র্দ্ধনেত্রঃ, প্রভূতবাহুর্দশবাহুরীশঃ ॥ ১৬৬
প্রভূতভোগী মিতভোগযুক্তো, ভোগ্যানুসারো নিরবগ্রহশ্চ ॥ ১৬৭

নিত্যানিত্যস্বরূপায় নিত্যধামস্বরূপিণে।
পরতত্ত্বস্বরূপায় নমস্তুভ্যং শিবাত্মনে ॥ ১৬৮
নান্তং লিঙ্গস্য যস্যাপ্তং বিষ্ণুনা ব্রহ্মণা তব।
তস্যাবাং কিং বিধাস্যাবঃ স্তুতিবাক্যং বৃষধ্বজ ॥ ১৬৯

আপনি জ্ঞানামৃতের ধারাসম্পাদক পূর্ণচন্দ্র। মোহান্ধকারের উজ্জ্বল প্রদীপ; ভক্ত-পুত্রদিগের পরম-পিতা, আপন ইচ্ছায় পঞ্চানন-রূপ ধারণ করিয়াছেন। ১৬১

আপনি যাবৎলোকের প্রথম শাস্তা (উপদেশক), আপনি সূর্য্য ও বহ্নি এবং সর্ব্বপাপমুক্ত। আপনি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন ও বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন। ১৬২

রুদ্ররূপ (সংহারমূর্ত্তি) অবলম্বন করিয়া বিনাশ করিতেছেন। অতএব এই জগতে আপনার তুল্য অন্য বস্তু নাই। আপনি চন্দ্র, আপনি সূর্য্য, আপনি অনিল, অনল, জল ও ক্ষিতি। ১৬৩

আপনি আকাশ, আপনি যজ্ঞস্থলীয় হোতা যজমান, আপনার এই অষ্ট-মূর্ত্তির জন্য আর কিছুই নাই। আপনি অনন্তমূর্ত্তি; কিন্তু এই কয়েকটি মূর্ত্তির প্রধানত্ব-নিবন্ধন জগতে এই অষ্টমূর্ত্তিরই কথা বলিয়া থাকে। ১৬৪

আপনি ত্র্যম্বক, আপনি ত্রিপুরারি, আপনি শম্ভু, ঈশ, শমন ও বিধাতা। ১৬৫

আপনি সহস্রবাহু, হিরণ্যবাহু, আপনি সহস্রমূর্ত্তি; কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চবক্ত্র। আপনি প্রভূত নেত্র হইলেও ত্রিনেত্র এবং প্রভূতবাহু হইলেও দশবাহু। ১৬৬

আপনি ঐশ্বর্য্যশালী, প্রচুরভোগী এবং মিতভোগযুক্ত। আপনি ভোগ্য বস্তুর অনুগত কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত। ১৬৭

আপনি নিত্যানিত্য-স্বরূপ এবং নিত্যধামস্বরূপ, আপনি পরতত্ত্বস্বরূপ এবং শিবাত্মা আপনাকে নমস্কার। ১৬৮

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—আপনার স্বরূপের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। হে বৃষধ্বজ! আমরা আর আপনাকে কি স্তব করিব? ১৬৯

স্বরূপং যস্য জানন্তি ন দেবা নাপি দানবাঃ।
বালাবাবাং কথন্তু ত্বাং স্তোষ্যাবঃ পরমেশ্বর ॥ ১৭০
ভক্তিমাত্রেণ দেবেশ তবাবাং বৃষভধ্বজ।
কুর্ব্বঃ প্রণামঃ গৌরীশ ভূয়স্তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১৭১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবো বেতালেন মহাত্মনা।
ভৈরবেণাপি রাজেন্দ্র প্রসন্নঃ প্রাহ তৌ তদা ॥ ১৭২

ভগবানুবাচ—

তুষ্টোঽস্মি যুবয়োঃ পুত্রৌ বৃণুতং বাঞ্ছিতং বরম্।
দাস্যামি যুবয়োরিষ্টং প্রসন্নোঽহং তপোব্রতৈঃ ॥ ১৭৩
স্তুতিভিশ্চ দমৈশ্চাপি তথৈকান্তানুচিন্তনৈঃ।
মুহুর্ম্মুহুঃ সুপ্রসন্ন ইষ্টং দাস্যামি বাং সুতৌ ॥ ১৭৪

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

তুষ্টোঽসি যদি সত্যং নৌ সত্যমাবাং সুতৌ যদি।
বৃষধ্বজ তবৈবেহ তদেষ্টং দেহি নৌ বরম্ ॥ ১৭৫
সুতভাবেন পিতরং ভবন্তং জগতাং পতিম্।
নিত্যং যথাবগচ্ছাবস্তথা দেহি বরং তু নৌ ॥ ১৭৬
ন রাজ্যমভিকাঙ্ক্ষাবো ন ধনং নান্যদেব বা।
ত্বদ্ভক্ত্যা সেবনং কর্ত্তুং তবেচ্ছাবো বৃষধ্বজ ॥ ১৭৭

দেবগণ ও দানবেরা যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, আমরা বালক হইয়া দেবাদি-দুর্ল্লভ পরমেশ্বর আপনাকে কিরূপে স্তব করিব ? ১৭০

হে বৃষধ্বজ ! হে দেবেশ ! আমরা মাত্র ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে গৌরীশ ! পুনর্ব্বার আপনি আমাদিগের বার বার প্রণাম গ্রহণ করুন। ১৭১

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! মহাদেব, মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন। ১৭২

হে বৎস ! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তোমাদিগকে বর প্রদান করিব। ১৭৩

হে বৎস ! আমি তপোব্রত, স্তুতি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বদা নির্জ্জনধ্যান—এই সকলের দ্বারা সম্যক্ প্রসন্ন হইয়াছি,—তোমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিব। ১৭৪

বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে বৃষবাহন ! যদ্যপি আপনি আমাদিগের প্রতি সত্যই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমরা আপনার বাস্তবিক পুত্রই হই—তবে আপনি আমাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করুন। ১৭৫

আপনি আমাদিগের জগদীশ্বর পিতা, যেরূপে পুত্রভাবে আমরা আপনার সর্ব্বদা অনুগত থাকিতে পারি, সেইরূপ বর আমাদিগকে প্রদান করুন। ১৭৬

আমরা রাজ্যাভিলাষ করি না, ধন বা অন্য কিছুই চাহি না ; হে বৃষধ্বজ ! কেবল তদ্গত ভক্তিতে আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করি। ১৭৭

ত্বৎপাদপঙ্কজদ্বন্দ্বে নিত্যং মধুকরাত্মতাম্।
ত্বয়ি প্রসন্নে নেত্রাণাং যুগলে প্রাপ্নুতাং সদা ॥ ১৭৮
ইতোঽন্যথা ত্বচ্চিন্তাভিস্ত্বদ্ধ্যানৈস্ত্বৎপ্রপূজনৈঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি যান্তু সম্যক্তথাবয়োঃ ॥ ১৭৯
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাদেবো হসন্নিব।
সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং দেবত্বমকরোত্তয়োঃ ॥ ১৮০
দেবেন্দ্রসম্মতেনৈব সুধামানীয় নাকতঃ।
বেতালভৈরবৌ তান্তু পায়য়ামাস শঙ্করঃ ॥ ১৮১
পীতেঽমৃতে ততস্তৌ তু মর্ত্ত্যতাং নরসত্তমৌ।
অমর্ত্ত্যতাং পরিত্যজ্য প্রাপতুঃ শিবশক্তিতঃ ॥ ১৮২
তস্মিন্ কালে স্বপন্তৌ তু দিব্যজ্ঞানবলান্বিতৌ।
দিব্যরূপোপসম্পন্নৌ বভূবতুররিন্দমৌ ॥ ১৮৩
অভিন্নেনৈব দেহেন দেবত্বং গতয়োস্তয়োঃ।
প্রাহ শম্ভুস্তদা তৌ তু সুতৌ পরমহর্ষিতৌ ॥ ১৮৪

ভগবানুবাচ—

অহং তুষ্টস্তু যুবয়োঃ পার্ব্বতীং দয়িতাং মম।
মদ্দত্তং কামমিচ্ছন্তা-বারাধয়তমীশ্বরীম্[১] ॥ ১৮৫
তামৃতে তু ন শক্নোমি দাতুমিষ্টং সনাতনম্।
সেবিতুং চ সুতৌ নিত্যং শরণং ব্রজতং শিবাম্ ॥ ১৮৬
অচিরাদ্ যেন ভাবেন প্রীতিং দেবী গমিষ্যতি।
অত্র বা তত্র বা গত্বা তেন ভাবেন চার্চ্চ্যতাম্ ॥ ১৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

আপনি প্রসন্ন হইলে আপনার শ্রীপাদ-পদ্ম-দ্বন্দ্বে আমাদিগের নয়নদ্বয় সর্ব্বদা ভ্রমর-স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হউক। ১৭৮

আপনার ধ্যান, আপনার অর্চ্চন—এই সকল কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের কোটি কোটি কল্প সম্যক্‌রূপে অতিবাহিত হউক। ১৭৯

তখন মহাদেব, সকল দেবগণের সহিত হাসিতে হাসিতে বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবত্ব প্রদান করিলেন। ১৮০

ইন্দ্রের সম্মতিতে স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া শঙ্কর তাঁহাদিগকে পান করাইলেন। তখন তাঁহারা দুইজন অমৃত পান করিয়া শিবশক্তি দ্বারা মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করত অমরত্ব লাভ করিলেন। ১৮১-১৮২

সেই সময় বলশালী স্বয়ং বেতাল ও ভৈরব,—দৈবশক্তি, দৈবজ্ঞান, দৈবরূপ লাভ করিলেন। ১৮৩

মহাদেব তখন অভিন্নরূপে দেবত্বপ্রাপ্ত আনন্দযুক্ত পুত্রদ্বয়কে বলিলেন।১৮৪

আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। যদি আমার প্রদত্ত ইষ্ট ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার দয়িতা ঈশ্বরী আদ্যাশক্তির সেবা কর; আমি তদ্ব্যতিরেকে অব্যয় ইষ্টফল দিতে পারিব না; অতএব হে বৎস! তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় কর। ১৮৫-১৮৬

১। তস্মাত্তাং শরণং ব্রজ—ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবং বদতি ভূতেশে তদা বেতালভৈরবৌ।
প্রাহতুর্ব্ব্যোমকেশং তৌ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনৌ ॥ ১

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

পার্ব্বত্যা ন হি জানীবো ধ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা।
কথমারাধয়িষ্যাবো ভগবন্ সম্যগুচ্যতাম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—

মহামায়াবিধিং মন্ত্রং কল্পঞ্চ ভবতোঃ সুতৌ।
উপদেক্ষ্যামি তত্ত্বেন যেন সর্ব্বং ভবিষ্যতি ॥ ৩

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স মহামায়াধ্যানং মন্ত্রং বিধিং তথা।
কথয়ামাস গিরিশস্তয়োঃ সম্যঙ্ নৃপোত্তম ॥ ৪
যদষ্টাদশভিঃ পশ্চাৎপটলৈশ্চ স ভৈরবঃ।
স নির্ণয়বিধিং কল্পং নিববন্ধ শিবামৃতে ॥ ৫

যাহাতে শীঘ্র তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন। যেখানে সেখানে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে পার। ১৮৭

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

মন্ত্রোপদেশ আরম্ভ

ঔর্ব্ব কহিলেন,—মহাদেব এইরূপ উপদেশ দিলে তখন বেতাল ও ভৈরব হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে ব্যোমকেশকে কহিলেন। ১

হে ভগবন্! আমরা পার্ব্বতীর ধ্যান, মন্ত্র, অর্চ্চন-ক্রম, কিছুই জানি না, কিরূপে তাঁহাকে আরাধনা করিব, তদ্বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ দিউন। ২

ভগবান্ কহিলেন, হে বৎস! আমি মহামায়ার বিধি, মন্ত্র ও কল্প—সকলই তোমাদিগকে যথার্থরূপে উপদেশ দিতেছি, তাহাতেই তোমাদিগের সকল সিদ্ধ হইবে। ৩

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নরপতে! এই কথা বলিয়া মহাদেব তখন মহামায়ার ধ্যান, মন্ত্র এবং বিধি তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বলিলেন। ৪

মহাদেব পার্ব্বতী-পূজার পশ্চাল্লিখিত অষ্টাদশ পটলের দ্বারা নির্ণয়পূর্ব্বক বিধি কল্প রচনা করিয়াছেন। ৫

সগর উবাচ—

কীদৃঙ্‌মন্ত্রং পুরা শম্ভুরবোচদ্ভবয়োস্তয়োঃ।
যেনারাধ্য মহামায়াং তৌ গণেশত্বমাপতুঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ সাঙ্গং তচ্ছ্রোতুমুৎসহে।
দশাষ্টপটলৈর্যত্তু নিববন্ধ স ভৈরবঃ॥ ৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

বহুত্বাদ্বদিতুং তস্য চিরেণৈব তু শক্যতে।
তস্মাৎ সদ্যঃ সমুদ্ধৃত্য যন্মহাদেবভাষিতম্।
সঙ্‌ক্ষেপাৎ কথয়ে তত্ত্বং তচ্ছৃণুষ্ব নৃপোত্তম॥ ৭
পৃচ্ছন্তৌ পার্ব্বতীমন্ত্রং তদা বেতালভৈরবৌ।
জগাদ স মহাদেবঃ শৃণুতং মন্ত্রকল্পকৌ॥ ৮

শ্রীভগবানুবাচ—

শৃণুং মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরম্।
অষ্টাক্ষরস্তু বৈষ্ণব্যা মহামায়ামহোৎসবম্॥ ৯
অস্য শ্রীবৈষ্ণবীমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ শম্ভুর্দেবতা।
অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সর্ব্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ॥ ১০
হান্তান্তপূর্ব্বো রান্তশ্চ[১] নান্তো ণান্তস্তথৈব চ।
কৈকাদশাষ্টাদিষষ্ঠঃ খান্তো বিষ্ণুপুরঃসরঃ॥ ১১
এভিরষ্টাক্ষরৈর্মন্ত্রং শোণপত্রসমপ্রভম্।
ওঁকারং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা জপ্যং সর্ব্বৈস্তু সাধকৈঃ॥ ১২

সগর রাজা কহিলেন,—পূর্ব্বে শঙ্কর কিরূপ মন্ত্র, বেতাল ও ভৈরবকে কহিয়াছিলেন, যে মন্ত্র দ্বারা মহামায়াকে আরাধনা করিয়া তাঁহারা গণেশত্ব লাভ করেন। আমি সেই কল্প, সেই মন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। অষ্টাদশ পটলের দ্বারা মহাদেব, যে মন্ত্র ও যে কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৬

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! মহাদেব যে সকল মন্ত্রাদির বিষয় বলিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত; সম্পূর্ণ বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে; অতএব সেই সকলের সারভাগ উদ্ধৃত করিয়া বলি শ্রবণ কর। ৭

যখন বেতাল ও ভেরব পার্ব্বতী-মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মহাদেব কহিলেন, তোমরা পার্ব্বতীমন্ত্র ও পার্ব্বতীকল্প শ্রবণ কর। ৮

ভগবান্ কহিলেন,—আমি মহামায়া বৈষ্ণবীর মহোৎসবদায়ক, গুহ্য হইতে অতি গুহ্যতম অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ৯

এই বৈষ্ণবী মন্ত্রের ঋষি নারদ, দেবতা শম্ভু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্‌ এবং সর্ব্ব-অর্থ-সাধনার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। ১০

হান্তান্ত (ষ), মান্ত (য), নান্ত (প), ণান্ত (ত), কৈকাদশ (ট), আদিষষ্ঠ (চ), খান্ত (ক), বিষ্ণু (অ), ইহা বামাবর্ত্তে পাঠ করিলে "অ ক চ ট ত প য ষ" এই মন্ত্র হয়। ১১

১। মান্তশ্চ—ইতি পাঠান্তরম্।

মহামন্ত্রমিদং গুহ্যং বৈষ্ণবীমন্ত্রসংজ্ঞকম্ ।
মন্ত্রং কলেবরগতং তস্মাদঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩
মহাদেবস্যোর্দ্ধ্বমুখং বীজমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
ওঁকারাক্ষরবীজঞ্চ যকারঃ শক্তিরুচ্যতে ॥ ১৪
সবীজং কথিতং মন্ত্রং কল্পঞ্চ শৃণু ভৈরব ॥ ১৫
তীর্থে নদ্যাং দেবখাতে গর্ত্তপ্রস্রবণাদিকে ।
পরকীয়েতরে তোয়ে স্নানং পূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥ ১৬
আচান্তঃ শুচিতাং প্রাপ্তঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থণ্ডিলং মার্জ্জয়েৎ ততঃ ॥ ১৭
করেণানেন মন্ত্রেণ যুং সঃ ক্ষিত্যা ইতি স্বয়ম্ ।
ওঁ হ্রীঁ[১] স ইতি মন্ত্রেণ আশাপূরণকেন চ ।
তোয়ৈরভ্যুক্ষয়েৎ স্থানং ভূতানামপসারণে ॥ ১৮
ততঃ সব্যেন হস্তেন গৃহীত্বা স্থণ্ডিলং শুচিঃ ।
মন্ত্রং লিখেৎ সুবর্ণেন যাজ্ঞিকেন কুশেন বা ॥ ১৯
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নম ইতি মন্ত্ররাজমথাপি বা ।
ততস্ত্রিমণ্ডলং কুর্য্যাত্তেনৈব সমরেখয়া ॥ ২০
নিত্যাসু ন হি পূজাসু রজোভির্মণ্ডলং লিখেৎ ।
পুরশ্চরণকার্য্যেষু তৎকাম্যেষু প্রযোজয়েৎ ॥ ২১

এই অষ্টাক্ষর দ্বারা ঐ মন্ত্র নিষ্পন্ন হয়, উহার রক্তপদ্ম সদৃশ প্রভা ; পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সাধকগণ উহার জপ করিবে। ১২

ইহা একটি অতি গুহ্য মহামন্ত্র, ইহার নাম বৈষ্ণবী মন্ত্র ; ইহা কলেবর-বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে অঙ্গিমন্ত্র বলা হয়। ১৩

মহাদেবের উর্দ্ধমুখ এবং প্রণবের বীজই ইহার বীজ এবং যকার ইহার শক্তি। ১৪

হে ভৈরব! সবীজ মন্ত্র কথিত হইল, এক্ষণে পূজার কল্প শ্রবণ কর। ১৫

তীর্থে, নদীতে, দেবখাতে, গর্ত্তে, প্রস্রবণাদিতে এবং পরকীয় জল ভিন্ন যে কোন জলাশয়ে প্রথমে স্নান করিবে। ১৬

স্নানানন্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া উত্তরাভিমুখে স্থণ্ডিলের মার্জ্জনা করিবে। ১৭

'যুং সঃ ক্ষিত্যা' এই মন্ত্র এবং 'ওঁ হ্রীং স' এই আশাপূরণক মন্ত্র দ্বারা ভূতাপসরণের নিমিত্ত হস্তে জল লইয়া উহা দ্বারা পূজাস্থানের অভ্যুক্ষণ করিবে। ১৮

অনন্তর শুচি সাধক, বাম হস্ত দ্বারা স্থণ্ডিল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণশলাকা বা যাজ্ঞিক কুশ দ্বারা উহাতে মন্ত্র লিখিবে। ১৯

"ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র অথবা মন্ত্ররাজ অঙ্কিত করিবে। অনন্তর উহার সহিত সমরেখায় একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ২০

নিত্য পূজায় পঞ্চবর্ণগুঁড়ি দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিবার আবশ্যক নাই, কাম্য পূজায় বা পুরশ্চরণাদিতে ঐরূপ করিবে। ২১

১। হ্রূং—ইতি পাঠান্তরম্।

রেখামুদীচ্যাং প্রথমং পশ্চিমে তদনন্তরম্ ।
দক্ষিণে তু ততঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বভাগে তু শেষতঃ ॥ ২২
বর্ণানাঞ্চ সহদ্বারৈরেবমেব ক্রমো ভবেৎ ।
ওঁ হ্রীঁ শ্রীং স ইতি মন্ত্রেণ মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ ॥ ২৩
হস্তেন মণ্ডলং কৃত্বা কুর্য্যাদ্দিগ্বন্ধনং ততঃ ।
আশাবন্ধনমন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তেন যথাক্রমম্ ।
ফড়ন্তেনাত্মনাপ্যত্র করেণৈব নিবন্ধয়েৎ ॥ ২৪
যবানাং[১] তণ্ডুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ ।
অদীর্ঘযোজিতৈর্হস্তে-শ্চতুর্বিংশতিরঙ্গুলৈঃ ॥ ২৫
তৎপ্রমাণেন হস্তেন হস্তৈকং তস্য মণ্ডলম্ ।
পদ্মং বিতস্তিমাত্রং স্যাৎ কর্ণিকারং তদর্দ্ধকম্ ॥ ২৬
দলান্যন্যোন্যসক্তানি হ্যায়তানি নিযোজয়েৎ ।
ন ন্যূনাধিকভাগানি সবহির্বেষ্টিতানি চ ॥ ২৭
মধ্যভাগে ন্যসেদ্ দ্বারন্ন ন্যূনে নাধিকে তথা ॥ ২৮
সুবদ্ধং মণ্ডলং তচ্চ রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৯

ইতোঽন্যথা মণ্ডলমুগ্রমস্যাঃ
করোতি যো লক্ষণভাগহীনম্ ।
ফলং ন চাপ্নোতি ন কামমিষ্টং
তস্মাদিদং মণ্ডলমত্র লেখ্যম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহামায়াকল্পেঽষ্টাদশপটলে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

তাহার পর পশ্চিমে এবং তদনন্তর দক্ষিণে রেখা অঙ্কন করিবে ; সর্ব্বশেষে পূর্ব্বভাগে রেখা অঙ্কন করিবে । ২২

দ্বার এবং দল অঙ্কন করিবার এইরূপ ক্রম জানিবে । 'ওঁ হ্রীং স' এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পূজা করিবে । ২৩

অনন্তর মণ্ডল হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফট্-অন্ত দিগ্বন্ধন মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে দশ দিক্ বন্ধন করিবে এবং স্বহস্ত দ্বারাই দিগ্বন্ধন করিবে । ২৪

আটটি যবের দ্বারা একটি অঙ্গুলি হয়, অদীর্ঘ অর্থাৎ বিস্তারভাগে যোজিত চতুর্ব্বিংশতি-অঙ্গুলি দ্বারা একটি হস্ত হয় । ২৫

এই প্রমাণ হস্তের নিজের এক হস্ত-পরিমিত মণ্ডল করিবে। উহাতে বিতস্তিপরিমিত পদ্ম এবং অর্দ্ধ বিতস্তি-পরিমিত কর্ণিকার করিবে । ২৬

পদ্মের দলগুলিকে পরস্পর-সংলগ্ন, আয়ত ন্যূনাধিকভাব-শূন্য এবং বহির্ব্বেষ্টন-যুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে । ২৭

উহার ঠিক মধ্যভাগে ন্যূন বা অধিক ভাগে নহে— একটী দ্বার করিবে । ২৮

সেই মণ্ডলকে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে । ২৯

যে ব্যক্তি উক্ত লক্ষণহীন একটা কিম্ভূত-কিমাকার-রূপ মণ্ডল দেবীর পূজার্থ অঙ্কিত করে, সে পূজার ফল ও নিজের অভিলষিত প্রাপ্ত হয় না, অতএব যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে ! ৩০

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২

১। যবানাং মণ্ডলৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্ ।

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ততো নমিতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যপাত্রস্য মণ্ডলম্।
চতুষ্কোণং বিধায়াশু দ্বারপদ্মবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১
ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যপাত্রস্ত মণ্ডলে।
বিন্যসেৎ প্রথমং তত্র পূজয়িত্বা সমিধ্যতি ॥ ২
ওঁ হ্রীং হ্রৌমিতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পে তথা জলম্।
অর্ঘ্যপাত্রে ক্ষিপেত্তত্র মণ্ডলং বিন্যসেৎ ততঃ ॥ ৩
পূর্ব্ববন্মণ্ডলং কৃত্বা অর্ঘ্যপাত্রে ততো জলৈঃ।
ত্রিভাগৈঃ পূরয়েৎ পাত্রং পুষ্পং তত্র বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৪
ততো হ্রীমিতি মন্ত্রেণ আসনং পূজয়েৎ স্বকম্ ॥ ৫
ততঃ ক্ষৌমিতি মন্ত্রেণ আত্মানং পূজয়েদ্ বুধঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ শিরোদেশে ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৬
ওঁ হ্রীং স ইতি মন্ত্রেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতম্।
সংমৃজ্য সব্যহস্তেন ঘ্রাত্বা বামকরেণ তু।
ঐশান্যাং নিক্ষিপেদেতৎ পূর্ব্বমন্ত্রেণ কোবিদঃ ॥ ৭
রক্তপুষ্পং গৃহীত্বা তু করাভ্যাং পাণিকচ্ছপম্।
বদ্ধা কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাদ্দহনপ্লবনাদিকম্ ॥ ৮

মণ্ডল-নির্ম্মাণাদি

ভগবান্ কহিলেন,—তাহার পর 'নমঃ' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্র রাখিবার নিমিত্ত পথ ও দ্বার-শূন্য একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া 'ওঁ হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ১

তৎপরে 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য পাত্রটী পূর্ব্বনির্ম্মিত মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া প্রথম সেই অর্ঘ্য পাত্রটী অর্চ্চন করিবে। ২

পরে এই অর্ঘ্যপাত্রে 'ঐঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ' এই মন্ত্র বলিয়া গন্ধ পুষ্প-জল নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে আবার একটী মণ্ডল রচনা করিবে। ৩

এই অর্ঘ্যপাত্র পূর্ব্ববৎ একটী মণ্ডল রচনা করিয়া পাত্রটীকে ত্রিভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে, তৎপরে ঐ অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। ৪

তাহার পর 'হ্রীং' এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ইহার পর সাধক, 'ক্ষৌঁ' এই মন্ত্রদ্বারা আত্মাকে পূজা করিয়া গন্ধ পুষ্পদ্বারা আপনার শিরোদেশ অর্চ্চনা করিবে। ৫-৬

অতঃপরঃ 'ওঁ হ্রীং সঃ' এই মন্ত্রদ্বারা হস্ততলস্থিত পুষ্পটীকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা পূজা করিয়া আবার তাহা বাম হস্তের দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া সেই পুষ্পটী পূর্ব্ব মন্ত্র-দ্বারা ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে। ৭

দুই হস্তদ্বারা রক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া পাণিতল কচ্ছপাকৃতি করিবে, ইহার পর দহন ও প্লাবনাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য। ৮

বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকাম্ ।
তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠং নিযোজয়েৎ ॥ ৯
উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ ।
অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ১০
বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা ।
অধোমুখে তু তে কুর্য্যাদ্দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ১১
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং পৃষ্ঠং কুর্য্যাদ্দক্ষিণহস্ততঃ ॥ ১২
এবং বদ্ধঃ সর্ব্বসিদ্ধিং দদাতি পাণিকচ্ছপঃ ।
কুর্য্যাত্তদ্ধৃদয়াসন্নং নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্ ॥ ১৩
সমং কায়শিরোগ্রীবং কৃত্বা স্থিরমনা বুধঃ ।
ধ্যানং সমারভেদ্দেব্যা দাহপ্লবনপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪
অগ্নিং বায়ৌ বিনিক্ষিপ্য বায়ুং তোয়ে জলং হৃদি ।
হৃদয়ং নিশ্চলে দত্ত্বা আকাশে নিক্ষিপেৎ স্বনম্ ॥ ১৫
ওঁ হূঁ ফড়িতি মন্ত্রেণ ভিত্ত্বা রন্ধ্রন্তু মস্তকে ।
শব্দেন সহিতং জীবমাকাশে স্থাপয়েৎ ততঃ ॥ ১৬
বায়্বগ্নিযমশক্রাণাং বীজেন বরুণস্য চ ।
পরাস্থানপরাশ্চৈতৈঃ সার্দ্ধচন্দ্রৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥* ১৭
শোষং দাহং তথোচ্ছাদং পীযূষাসেচনং পরম্ ।
যথাক্রমেণ কর্ত্তব্যং চিন্তামাত্রং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৮
ততস্তু দেব্যা বীজন্তু শুদ্ধজাম্বূনদাকৃতি[১] ।
তত্রাসাদ্য দ্বিধা কুর্য্যাৎ ঐঁ হ্রীং শ্রীমতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ১৯

(কচ্ছপাকার হস্ত করিবার প্রণালী) বামহস্তের তর্জ্জনীর সহিত দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠের যোগ হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সহিত বামাঙ্গুষ্ঠের যোগ হইবে। ৯

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত থাকিবে, বামহস্তে মধ্যমাদি অঙ্গুলী দক্ষিণ-হস্তের ক্রোড়ে (ক) যোগ করিবে এবং বামহস্তের তৃতীয় অঙ্গুলীর সহিত দক্ষিণ-হস্তের মধ্যম ও অনামিকা নামক দুইটী অঙ্গুলীকে অধোমুখ করিয়া যোগ করিবে। তাহার পর দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠটী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিবে। ১০-১২

পাণিতল এইরূপ কচ্ছপাকারে বদ্ধ হইলে সকল সিদ্ধি প্রদান করে; এবং নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়গত করিবে। ১৩

সাধক ধ্যানকালে শরীর, মস্তক ও গ্রীবাদেশ সমান রাখিয়া সুস্থিরচিত্তে দাহন প্লাবনান্তে দেবীর ধ্যানে নিযুক্ত হইবে। বায়ুতে অগ্নি, জলে বায়ু, হৃদয়ে জল, নিক্ষিপ্ত করিয়া তখন স্বয়ং হৃদয়কে নিশ্চল করিয়া উহা আকাশে নিক্ষেপ করিবে। 'ওঁ হূঁ ফট্' এই মন্ত্রদ্বারা মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরে শব্দের সহিত জীবকে আকাশে স্থাপন করিবে। ১৪-১৬

চন্দ্রবিন্দুর সহিত বায়ু, অগ্নি, যম, শক্র ও বরুণের বীজের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যথাক্রমে শোষণ, পূরণ, অমৃতসিঞ্চন ইত্যাদি কর্ম্ম সকল কর্ত্তব্য। ১৭-১৮

---

* ইদমর্দ্ধং কচিন্নাস্তি।

(ক) তন্ত্র-সংগ্রহকার কৃষ্ণানন্দ, পৃষ্ঠ শব্দে ক্রোড় লিখিয়াছেন।

১। ততস্তু দেবীবীজেন অণুং জাম্বুনদাকৃতিম্—ইতি পাঠান্তরম্।

তদূর্দ্ধভাগে বিধিনা[১] লোকং স্বর্গঞ্চ খং তথা।
নিষ্পাদ্য শেষভাগে তু ভুবং পাতালচারিণীম্ ॥ ২০
চিন্তয়েত্তত্র সর্ব্বাণি সপ্তদ্বীপাঞ্চ মেদিনীম্ ॥ ২১
তত্রেক্ষুসাগরান্তঃস্থং[২] স্বর্ণদ্বীপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২
তন্মধ্যে রত্নপর্য্যঙ্কং রত্নমণ্ডলসংস্থিতম্।
আকাশগঙ্গাতোয়ৌঘৈঃ সদৈবাসেবিতং শুভম্ ॥ ২৩
তৎপর্য্যঙ্কে রত্নপদ্মং প্রসন্নং সর্ব্বদা শিবম্।
চিন্তয়েৎ স্বর্ণমালাঙ্কং সপ্তপাতালনালকম্ ॥ ২৪
আব্রহ্মভুবনস্পর্শি স্বর্ণবর্ণককর্ণিকম্।
তত্র স্থিতাং মহামায়াং ধ্যায়েদেকাগ্রমানসঃ ॥ ২৫
শোণপদ্মপ্রতীকাশাং মুক্তমূর্দ্ধজলম্বিনীম্।
চলৎকাঞ্চনসম্বদ্ধ-কুণ্ডলোজ্জ্বলশালিনীম্ ॥ ২৬
সুবর্ণরত্নসম্বদ্ধ-কিরীটদ্বয়ধারিণীম্।
শুক্লকৃষ্ণারুণৈর্নেত্রৈস্ত্রিভিশ্চারুবিভূষিতাম্ ॥ ২৭
সন্ধ্যাচন্দ্রসমপ্রখ্য-কপোলাং লোললোচনাম্।
বিপক্কদাড়িমীবীজদন্তাং সুভ্রূযুগোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৮
বন্ধূকদন্তবসনাং শিরীষ-প্রভনাসিকাম্।
কম্বুগ্রীবাং বিশালাক্ষীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্ ॥ ২৯

তাহার পর দেবীবীজের দ্বারা সুবর্ণাকার ব্রহ্মাণ্ডকে ঐং হ্রীং শ্রীং এইমন্ত্র দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত করিবে। ১৯

ঐ অণ্ডের উর্দ্ধভাগের দ্বারা আকাশ ও স্বর্গ মনের দ্বারা সৃষ্ট করিয়া অপর শেষ ভাগের দ্বারা পৃথিবী ও পাতাল সৃষ্টি করিতে হইবে। ২০

ইহাতে অন্যান্য বস্তু ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চিন্তা করিবে। এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে আবার ইক্ষুসাগরের মধ্যস্থিত স্বর্ণদ্বীপ চিন্তা করিবে। ২১-২২

সেই স্বর্ণদ্বীপের মধ্যে আবার সর্ব্বদা মন্দাকিনীজলে ক্ষালিত রত্নমণ্ডপস্থিত সুন্দর রত্নপর্য্যঙ্ক বিরাজ করিতেছে। ২৩

এই রত্নপর্য্যঙ্কে একটী প্রফুল্ল কাঞ্চন পদ্ম সর্ব্বদা রহিয়াছে এবং ইহার স্বর্ণমালাকৃতি মৃণাল সপ্তপাতালগামী এবং পদ্মটী পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। ২৪

ইহার কেশরের বর্ণ কাঞ্চন-বর্ণ-সদৃশ ;—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এই কাঞ্চন-পদ্ম-স্থিত মহামায়াকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে। ২৫

শোণ পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠে দোদুল্যমান ; কর্ণদ্বয়ে রত্ন-খচিত চঞ্চল কাঞ্চনময় কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ২৬

মস্তকে রত্ন-খচিত হিরণ্ময় কিরীট রহিয়াছে ; তিনি শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণ-মিশ্রিত তিনটী নেত্র-দ্বারা অতিশয় মনোজ্ঞা হইয়াছেন। ২৭

তাঁহার কপোলদ্বয় নবশশধর-সদৃশ ; নয়ন চঞ্চল ও বিশাল ; দন্তপংক্তি পরিপুষ্ট দাড়িমীবীজ-সদৃশ ; ভ্রূযুগল পরম সুন্দর। ২৮

পরিধেয় বসনখানির বর্ণ বন্ধূক-পুষ্পের ন্যায় ; নাসিকা শিরীষপুষ্প সদৃশ।

১। তদূর্দ্ধভাগেষু হৃদ্‌লোকং—ইতি পাঠান্তরম্।
২। তত্তেষু সাগরাংস্তাংস্ত—ইতি পাঠান্তরম্।

চতুর্ভুজাং বিবসনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥ ৩০
দক্ষিণোর্দ্ধেন নিস্ত্রিংশং পরেণ সিদ্ধসূত্রকম্ ।
বিভ্রতীং বামহস্তাভ্যামভীতিবরদায়িনীম্ ।
নিম্ননাভিং ক্রমায়াত-ক্ষীণমধ্যাং মনোহরাম্ ॥ ৩১
আনম্রনাগনাসোরুং[১] গুপ্তগুল্‌ফাং সুপার্ষ্ণিকাম্ ।
বদ্ধপর্য্যঙ্কসঙ্কাশনিবিড়াসনরাজিতাম্ ॥ ৩২
গাত্রেণ রত্নস্তম্ভঞ্চ সম্যগালম্ব্য সংস্থিতাম্ ।
কিমিচ্ছসীতি বচনং ব্যাহরন্তীং মুহুর্মুহুঃ ।
পঞ্চাননং পুরঃসংস্থং নিরীক্ষন্তীং স্ববাহনম্ ॥ ৩৩
মুক্তাবলীস্বর্ণরত্ন-কেয়ূরকঙ্কণাদিভিঃ ॥ ৩৪
সর্ব্বৈরলঙ্কারগণৈরুজ্জ্বলাং সস্মিতাননাম্ ।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৩৫
নবযৌবনসম্পন্নাং তথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ।
ঈদৃশীমম্বিকাং ধ্যাত্বা নমঃ ফড়িতি মস্তকে ॥ ৩৬
স্বকীয়ে সুমনো দদ্যাৎ সাহমেবং বিচিন্তয়ন্[২] ।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ ততঃ কুর্য্যাৎ ক্রমেণ তু ॥ ৩৭
এভির্মন্ত্রৈঃ স্বরৈঃ সজ্যৈরাশীভূতৈঃ ক্রমান্বিতৈঃ ।
ওম্ ক্ষৌম্ চৈতে সপ্রণবা রক্তবর্ণা মনোহরা ॥ ৩৮

গ্রীবাদেশ শঙ্খ-সদৃশ, প্রভা সূর্য্য-কোটি-সদৃশ, তিনি চতুর্ভুজা সুবসনা পীনোন্নত-পয়োধরা। ২৯-৩০

তাঁহার দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধ হস্তে খড়্গ, নিম্ন হস্তে সিদ্ধসূত্রক। বাম হস্তের দ্বারা অভয় বরপ্রদায়িনী। তাঁহার গম্ভীর নাভি ও মধ্যদেশ যথাক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ৩১

তিনি মনোহরা অতিশয় নম্র-স্বভাবা; তাঁহার উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ড-সদৃশ, গুল্‌ফদ্বয় অতি নিম্ন, পার্ষ্ণিভাগ অতি সুন্দর; তিনি নিবিড় বদ্ধ পর্য্যঙ্কাসনে বসিয়া গাত্রদ্বারা একটী রত্নস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আছেন; "তুমি কি অভিলাষ কর?" এইরূপ বাক্য যেন সকলকে বার বার বলিতেছেন, সম্মুখস্থিত নিজ বাহন সিংহটীকে দেখিতেছেন। ৩২-৩৩

তিনি মুক্তামালা স্বর্ণ ও রত্নহার এবং কঙ্কণাদি হস্তভূষণ ও অন্যান্য যাবতীয় অলঙ্কারের দ্বারা সমুজ্জ্বল, মুখখানি হাস্যযুক্ত, তিনি সূর্য্য-কোটি-সদৃশ সমুজ্জ্বল, সর্ব্ব-লক্ষণাক্রান্ত নবযৌবনসম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। অম্বিকার এইরূপ ধ্যান করিয়া ও "নমঃ ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা কূর্ম্মমুদ্রিত হস্তস্থিত পুষ্পটী মস্তকে দিয়া দেবীর সহিত আপনাকে অভিন্ন চিন্তা করিবে। ৩৪-৩৬

অনন্তর, যথাক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। প্রধান-মূলে আকার প্রভৃতি দীর্ঘ স্বর ও বিন্দু যোজনা করিয়া তদন্তে "নমঃ" "স্বাহা" ইত্যাদি অঙ্গ-মন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ-পূর্ব্বক অঙ্গ প্রণব দিয়া "ওঁ আং নমঃ" "ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা, যথাক্রমে উক্ত ন্যাসদ্বয় কর্ত্তব্য। এই সমস্ত মন্ত্র রক্ত-বর্ণ এবং মনোহর। ৩৭-৩৮

১। আনম্রনাগপাশোরুং—ইতি পাঠান্তরম্।
২। স্বকীয়ে প্রথমং দদ্যাৎ সোঽহমেব বিচিন্ত্য চ—ইতি পাঠান্তরম্।

অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং মন্ত্রসংবেষ্টনঞ্চ ফট্ ।
প্রান্তেন কুর্য্যাদ্বিন্যাসং পূর্ব্বং করতলদ্বয়োঃ ॥ ৩৯
হৃচ্ছিরঃশিখাকবচনেত্রেষু তৎক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ৪০
ততস্তু মূলমন্ত্রস্য নেত্রে পৃষ্ঠে তথোদরে ।
বাহ্বোর্গুহ্যে পাদয়োশ্চ জঙ্ঘয়োর্জঘনে ক্রমাৎ ।
বিন্যসেদক্ষরাণ্যষ্টৌ ওঙ্কারঞ্চ তথা স্মরন্ ॥ ৪১
এভিঃ প্রকারৈরতিশুদ্ধদেহঃ, পূজাং সদৈবার্হতি নান্যথা হি ।
শরীরশুদ্ধিং মনসো নিবেশং, ভূতপ্রসারং কুরুতে নৃণাং তৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ততোঽর্ঘ্যপাত্রে তন্মন্ত্রমষ্টধাবৃত্য সঞ্জপেৎ ।
তেন তোয়েন পুষ্পাণি স্বমণ্ডলমথাসনম্ ॥ ১
আসেচয়েৎ ততঃ পশ্চাৎ পূজোপকরণং সমম্ ॥ ২
ঐং হ্রীং শ্রীমিতি[১] মন্ত্রেণ শব্দপ্রাংশুবিবর্জ্জিতম্ ।
দ্বারপালং ততো দেব্যা আসনানি চ পূজয়েৎ ॥ ৩

পঞ্চ অঙ্গুলি ন্যাসের পরে অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত সমস্ত করতল ঘুরাইয়া করতলদ্বয়-যোগে অঙ্গুলিপ্রান্তভাগ দ্বারা "ফট্" উচ্চারণপূর্ব্বক ন্যাস করিবে। ৩৯

হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নয়নত্রয়ে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে অর্থাৎ "ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে, পরে ঐরূপ করতলে ন্যাস করা কর্ত্তব্য। ৪০

অনন্তর, চক্ষু, পৃষ্ঠ, উদর, বাহু-যুগল, হস্ত, পদযুগল, জঙ্ঘাদ্বয় এবং জঘন-দ্বয়ে যথাক্রমে মূলমন্ত্রের অন্তর্গত আটটী অক্ষর ওঙ্কার স্মরণ করত ন্যাস করিবে। ৪১

এইরূপে শরীরশুদ্ধি, ভূতাপসরণ ও মনোনিবেশ করিয়া মনুষ্যগণ, সতত পূজা করিতে অধিকারী হয়। নতুবা পূজা করিতে অধিকারী হইবে না। ৪২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

পূজা-পারিপাট্য

ভগবান কহিলেন;—তাহার পর সেই অর্ঘ্যপাত্রে সেই মন্ত্র অষ্টবার আবৃত্তি করিয়া জপ করিবে। ১

পরে সেই জল দ্বারা পুষ্পাদি সকল ও আপনার মণ্ডল আসন ও পূজোপকরণ স্বয়ং অভ্যুক্ষিত করিবে। ২

১। ওঁ ঐং হ্রীং হ্রৌমিতি……ইতি পাঠান্তরম্ ।

নন্দিভৃঙ্গিমহাকাল-গণেশা দ্বারপালকাঃ।
উত্তরাদিক্রমাৎ পূজ্যা আসনানি চ মধ্যতঃ।
আধারশক্তি-প্রভৃতি হেমাদ্র্যন্তান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪
প্রসিদ্ধান্ সর্ব্বতন্ত্রেষু পূজাকল্পেষু ভৈরব।
দশদিক্‌পালসহিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকাংস্তথা।
মণ্ডলাগ্ন্যাদিকোণেষু পূজয়েৎ পার্শ্বদেশতঃ ॥ ৫
সূর্য্যাগ্নিসোমমরুতাং মণ্ডলানি চ পদ্মকম্।
রজস্তথা তমঃ সত্ত্বং যোগপীঠং গুরোঃ পদম্।
সারাদীন্ ভদ্রপীঠান্তান্ সঙ্গোপাঙ্গান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬
ব্রহ্মাণ্ডং স্বর্ণডিম্বঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্।
সসাগরান্ সপ্তদ্বীপান্ স্বর্ণদ্বীপং সমণ্ডপম্ ॥ ৭
রত্নপদ্মং সপর্য্যঙ্কং রত্নস্তম্ভং তথৈব চ।
পঞ্চাননং মণ্ডলস্য মধ্যেঽবশ্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৮
হ্রীং মন্ত্রেণ ততঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠং পাণ্যোর্নিবধ্য চ।
ধ্যায়েচ্চ পূর্ব্ববদ্দেবীমাসাদ্যাসনমুত্তমম্ ॥ ৯
হৃন্মধ্যে চিন্তয়েৎ স্বর্ণদ্বীপং পর্য্যঙ্কসংভৃতম্ ॥ ১০
পশ্যন্নিব ততো দেবীমেকাগ্রমনসা স্মরেৎ।
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে মানসৈরুপচারকৈঃ ॥ ১১
ষোড়শানাং প্রকারৈস্তু হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্।
ততস্তু বায়ুবীজেন দক্ষিণেন পুটেন চ।
নাসিকায়া বিনিঃসার্য্য ক্রৌং মন্ত্রেণ চ ভৈরব ॥ ১২

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বারা অস্ফুটস্বরে দ্বারপাল ও দেবীর আসনগুলি পূজা করিবে। ৩

নন্দীভৃঙ্গী মহাকাল গণেশ দ্বারপাল—ইহাদিগকে উত্তরাদিক্রমে এবং আধারশক্তি হইতে হেমাদ্রি পর্য্যন্ত মধ্য ক্রমে পূজা করিবে। ৪

হে ভৈরব! সর্ব্ব তন্ত্রের পূজা প্রকরণে প্রসিদ্ধ দশ দিক্‌পাল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি গ্রহগণ মণ্ডলের অগ্নিকোণ হইতে পূজা করিবে। ৫

তাহার পর সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, পবন ও সকল মণ্ডল পদ্ম, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, যোগপীঠ, গুরুপদ, সারদাদি ভদ্রপীঠ—ইহাদিগকে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে পূজা করিবে। ৬

তাহার পর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণডিম্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সকল সমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, সমণ্ডপ স্বর্ণ দ্বীপ ও পর্য্যঙ্ক, রত্নপদ্ম, রত্নস্তম্ভ, সিংহ এই সকলের পূজা মণ্ডল-মধ্যে অবশ্য করিবে। ৭-৮

হ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, হস্ত কূর্ম্ম-পৃষ্ঠাকারে বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপূত আসনে সমাসীন হইয়া দেবীকে পূর্ববৎ পূজা করিবে। ৯

তাহার পর হৃৎপদ্মে স্বর্ণদ্বীপ ও উত্তম পর্য্যঙ্কখানি চিন্তা করিবে। ১০

অনন্তর তাঁহাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপভাবে একাগ্রচিত্তে দেবীকে স্মরণ করিবে। ১১

ইহার পর ষোড়শপ্রকার উপচার দ্রব্যে হৃদয়স্থ দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। ১২

স্থাপয়েৎ পদ্মমধ্যে তু তদ্বন্ধং ন বিযোজয়েৎ ॥ ১৩
কৃতে বিয়োগে হস্তস্য পুষ্পাত্তস্মাচ্চ ভৈরব ॥ ১৪
গন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দেবী পূজকৈর্নাপ্যতে ফলম্ ॥ ১৫
আবাহনং ততঃ কুর্য্যাদ্গায়ত্র্যা শিরসা সহ।
মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে ত্বাং চণ্ডিকাখ্যাং ধীমহি।
এতদুক্ত্বা ততঃ পশ্চাদ্ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৬
স্নানীয়ং দেবি তে তুভ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীং নম ইত্যতঃ।
স্নানীয়ঞ্চ ততো দেব্যৈ দদ্যাল্লক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ১৭
ততস্তু মূলমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পং সদীপকম্।
ধূপাদিকং প্রদদ্যাত্তু মোদকং পায়সং তথা ॥ ১৮
সিতাং গুড়ং দধি ক্ষীরং সর্পির্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
রক্তপুষ্পং পুষ্পমালাং সুবর্ণরজতাদিকম্ ॥ ১৯
নৈবেদ্যমুত্তমং দেব্যা লাঙ্গলং মোদকং সিতাম্।
শাণ্ডিল্যকরতাম্রাখ্য-কুষ্মাণ্ডানাং ফলানি চ ॥ ২০
হরীতকীফলঞ্চাপি নাগরঙ্গকমেলকাম্।
বালপ্রিয়ঞ্চ যদ্দ্রব্যং কসেরুকবিসাদিকম্।
তোয়ঞ্চ নারিকেলস্য দেব্যৈ দেয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২১
রক্তং কৌশেয়বস্ত্রঞ্চ দেয়ং নীলং কদাপি ন ॥ ২২
দেব্যাঃ প্রিয়াণি পুষ্পাণি বকুলং কেশরং তথা।
মাঘ্যং কহ্লারবজ্রাণি করবীরকুরুণ্টকান্ ॥ ২৩
অর্কপুষ্পং শাল্মলকং দূর্ব্বাঙ্কুরং সুকোমলম্।
কুশমঞ্জরিকা দর্ভা বন্ধূককমলে তথা ॥ ২৪

হে ভৈরব। তাহার পর বায়ু বীজের দ্বারা নাসিকার দক্ষিণপুট দ্বারা বায়ু-নিঃসারণ করিয়া সেই কূর্ম্মমুদ্রাবদ্ধ হস্ত হইতে দেবীকে পদ্মমধ্যে স্থাপন করিবে। ১৩

যাবৎকাল না স্থাপন হইবে, তাবৎকাল হস্তবন্ধন ত্যাগ করিবে না। ১৪

কূর্ম্মমুদ্রা-বদ্ধ হস্ত যদি পুষ্পবিযুক্ত করিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে গন্ধর্ব্ব—সেই পূজার ফলপ্রাপ্ত হন, পূজক তাহা প্রাপ্ত হন না। ১৫

তাহার পর "মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্রী দ্বারা আহ্বান করিবে। ১৬

তাহার পর "ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ" এই কথা বলিয়া লক্ষণাক্রান্ত স্নানীয়োদক প্রদান করিবে। ১৭

মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পায়স, মোদক, শর্করা, গুড়, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, নানাবিধ ফল, রক্তপুষ্প—মালা, সুবর্ণ, রজত, অতি উত্তম নৈবেদ্য, দেবীর আনন্দজনক পক্ক নাগরঙ্গ ফল, বহু কুষ্মাণ্ড ফল, হরীতকী ফল, নাগরঙ্গ মেখলা, বালকপ্রিয় আর আর দ্রব্য সকল, নারিকেল জল এই গুলি দেবীকে যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিবে। ১৮-২১

দেবীকে রক্তবর্ণকৌষেয় বস্ত্র দিবে, কখন নীলবর্ণের বস্ত্র দিবে না। ২২

বকুল, নাগকেশর, কুন্দ, মন্দার, বজ্র (ধনুহী পুষ্প অথবা তিল পুষ্প), করবীর, কুরুণ্ট (ঝিণ্ট), অর্কপুষ্প (আকন্দ), শাল্মলী (শিমুল), সুকোমল

মালূরপত্রং পুষ্পঞ্চ ত্রিসন্ধ্যারক্তপর্ণকে।
সুমনাংসি প্রিয়াণ্যেতান্যম্বিকায়াশ্চ ভৈরব ॥ ২৫
বন্ধূকং বকুলং মাঘ্যং বিল্বপত্রাণি সন্ধ্যকম্।
উত্তমং সর্ব্বপুষ্পেষু দ্রব্যে পায়সমোদকৌ ॥ ২৬
মাল্যং বন্ধূকপুষ্পস্য শিবায়ৈ বকুলস্য বা।
করবীরস্য মাঘ্যস্য সহস্রাণাং দদাতি যঃ।
স কামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ মম লোকে প্রমোদতে ॥ ২৭
চন্দনং শীতলঞ্চৈব কালীয়কসমন্বিতম্।
অনুলেপনমুখ্যস্তু দেব্যৈ দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ২৮
কর্পূরং কুঙ্কুমং কূর্চ্চং মৃগনাভিঃ সুগন্ধিকম্।
কালীয়কং সুগন্ধেষু দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্ ॥ ২৯
যক্ষধূপঃ প্রতীবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সগোলকঃ।
অগুরুঃ সিন্ধুবারশ্চ ধূপাঃ প্রীতিকরা মতাঃ ॥ ৩০
অঙ্গরাগেষু সিন্দূরং দেব্যাঃ প্রীতিকরং পরম্।
সুগন্ধি শালিজং চান্নং মধুমাংসসমন্বিতম্।
অপূপং পায়সং ক্ষীরমন্নং দেব্যাঃ প্রশস্যতে ॥ ৩১
রত্নোদকং সকর্পূরং পিণ্ডীতককুমারকৌ।
রোচনং পুষ্পকং দেব্যাঃ স্নানীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২
ঘৃতপ্রদীপো দীপেষু প্রশস্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রেণ শোভনম্ ॥ ৩৩

দূর্ব্বাঙ্কুর, কুশমঞ্জরী, কুশ, বন্ধুক, পদ্ম, বিল্বপত্র, রক্তপদ্ম এই সকল বস্তু দেবীর প্রিয়। ২২-২৫

হে ভৈরব! পুষ্পের মধ্যে বন্ধুক, কুন্দ, বকুল বিল্বপত্র এইগুলি বিশেষ প্রিয়। দ্রব্যের মধ্যে পায়স ও মোদক বিশেষ প্রীতিকর। ২৬

যে ব্যক্তি সহস্র বকুল, বন্ধুক, করবীর, কুন্দপুষ্পের মালা দেবীকে প্রদান করেন, সে ব্যক্তি সকল অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া আমার লোকে (শিব-লোকে) আগমনপূর্ব্বক আনন্দভোগ করেন। ২৭

কালীয়কযুক্ত চন্দন ও কুঙ্কুম এই দুইটী বস্তু লেপন-দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব দেবীকে ইহা যত্নপূর্ব্বক দিবে। ২৮

কর্পূর, কুসুম্ভ পুষ্প, সুগন্ধ মৃগনাভি, কালীয়, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে এইগুলি দেবীর প্রীতিকর। ২৯

তীব্রগন্ধী যক্ষধূপ (ধুনা) সুগোল পিণ্ড ধূপ, অগুরু সিন্ধুবার এই সকল ধূপ দেবীর অভিলষিত। ৩০

অঙ্গরাগের মধ্যে সিন্দুর দেবীর আমোদজনক; মধু মাংসযুক্ত সুগন্ধিশালি তণ্ডুলোৎপন্ন, অপূপ (পিষ্টক), পায়স, ক্ষীর এই ভোজনদ্রব্যগুলি দেবীর পক্ষে প্রশস্ত। ৩১

সকর্পূর রত্নোদক, পিণ্ডীতক (ময়না), কুমার (বরুণ), রোচন, এই সকলের পুষ্পমিশ্রিত জল দেবীর স্নানীয়। ৩২

দীপের মধ্যে ঘৃতপ্রদীপই সুপ্রশস্ত। এই সকল দ্রব্য, দেবীকে প্রদান করিয়া পরে মূল মন্ত্রদ্বারা পুষ্পাঞ্জলিত্রয় উত্তমরূপে প্রদান করিবে। ৩৩

দত্ত্বোপচারানখিলান্মধ্যে চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ।
কামেশ্বরীং গুপ্তদুর্গাং বিন্ধ্যকন্দরবাসিনীম্।
কোটেশ্বরীং দীর্ঘিকাখ্যাং প্রকটীং ভুবনেশ্বরীম্।
আকাশগঙ্গাং কামাখ্যাং তথা দিক্করবাসিনীম্।
মাতঙ্গীং ললিতাং দুর্গাং ভৈরবীং সিদ্ধিদাং তথা।
বলপ্রমথিনীং চণ্ডীং চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাম্ ॥ ৩৪
উগ্রাং ভীমাং শিবাং শান্তাং জয়ন্তীং কালিকাং তথা।
মঙ্গলাং ভদ্রকালীঞ্চ শিবাং ধাত্রীং কপালিনীম্।
স্বাহাং স্বধামপর্ণাঞ্চ পঞ্চপুষ্করিণীং তথা ॥ ৩৫
দমনীং সর্ব্বভূতানাং মনঃপ্রোৎসাহকারিণীম্।
দমনীং সর্ব্বভূতানাং চতুঃষষ্টিঞ্চ যোগিনীঃ ॥৩৬*
এতাঃ সম্পূজ্য মধ্যে তু মন্ত্রেণাঙ্গানি পূজয়েৎ।
হৃচ্ছিরস্তু শিখাবর্ম্ম-নেত্রবাহুপদানি চ ॥ ৩৭
মূলমন্ত্রাদ্যক্ষরৈস্তু ত্রিভিরাদ্যঙ্গপূজনে।
একৈকং বর্দ্ধয়েৎ পশ্চান্মন্ত্রাণ্যঙ্গৌঘপূজনে ॥ ৩৮
সিদ্ধসূত্রঞ্চ খড়্গঞ্চ খড়্গমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
ততোঽষ্টপত্রমধ্যে তু পূজয়েদষ্টযোগিনীঃ ॥ ৩৯
শৈলপুত্রীং চণ্ডঘণ্টাং স্কন্দমাতরমেব চ।
কালরাত্রিঞ্চ পূর্ব্বাদি চতুর্দিক্ষু প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০
চণ্ডিকামথ কুষ্মাণ্ডীং তথা কাত্যায়নীং শুভাম্।
মহাগৌরীং চাগ্নিকোণে নৈঋত্যাদিষু পূজয়েৎ ॥ ৪১
মহামায়াং ক্ষমস্বেতি[১] মূলমন্ত্রেণ চাষ্টধা।
পূজয়েৎ পদ্মমধ্যে তু বলিদানং ততঃ পরম্ ॥ ৪২

ইত্যবসরে কামেশ্বরী বিন্ধ্যকন্দর-বাসিনী, গুপ্তদুর্গা, মাতঙ্গী, ললিতা, দুর্গা, সিদ্ধিদ, ভৈরবী, বলপ্রমথিনী, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, কোটীশ্বরী, দীর্ঘিকা, উগ্রা, ভীমা, শিবা, শান্তা, জয়ন্তী, কালিকা, মঙ্গলা, ভদ্রকালী, শিবা, ধাত্রী, কপালিনী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, পঞ্চ-পুষ্করিণী, সর্ব্বভূতদমনী. মনঃপ্রোৎসাহকারিণী—এই সকল দেবীকে পূজা করিয়া, হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র, বাহু, চরণ—মন্ত্রদ্বারা এই সকল অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৪-৩৭

মূল মন্ত্রের প্রথম তিন অক্ষরের দ্বারা প্রথমোক্ত অঙ্গের পূজা কর্ত্তব্য, পরে মন্ত্রের এক একটি অক্ষর বাড়াইয়া পর পর এক একটী অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৮

সিদ্ধ সূত্র ও খড়্গ মূল মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। তাহার পর পদ্মের অষ্টদলে অষ্ট যোগিনী পূজা করিবে। ৩৯

পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা ও কালরাত্রির পূজা করিবে। ৪০

অগ্নিকোণাদি চতুষ্কোণে চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী এই দেবী কয়েকটিকে পূজা করিবে। ৪১

পদ্মমধ্যে "মহামায়াং নমাম্যি" ও মূল মন্ত্রদ্বারা মহামায়া অর্চ্চনা করিবে। ইহার পর বলিদান। ৪২

---

* কচিদেতৎ পাদদ্বয়মধিকমস্তি।

১। নমামীতি—পাঠান্তরম্।

এবং যদা কল্পবিধানমানৈঃ
সম্পূজ্যতে ভৈরব কামদেবী।
তদা স্বয়ং মণ্ডলমেত্য দেয়ং
গৃহ্লাতি কামঞ্চ দদাতি সম্যক্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকম্।
মোদকৈর্গজবক্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্রবিম্[১] ॥ ১
তৌর্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরিম্[২]।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা ॥ ২
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাশ্ছাগলাশ্চ বরাহকাঃ।
মহিষো গোধিকাশোষা তথা নববিধা মৃগাঃ ॥ ৩
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পঞ্চাননস্তথা।
মৎস্যাঃ স্বগাত্ররুধিরৈশ্চাষ্টধা বলয়ো মতাঃ ॥ ৪
অভাবে চ তথৈবৈষাং কদাচিদ্ধয়হস্তিনৌ।
ছাগলাঃ শরভাশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ।
বলির্মহাবলিরিতি বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫

হে ভৈরব! যে সময় এইরূপ কল্পাদিক্রমে কামদেবী পূজিত হন, তখন তিনি স্বয়ং মণ্ডলে আসিয়া ভক্তের দেয় পদার্থ গ্রহণ করেন এবং ভক্তের অভিলাষ সম্যক্ পূরণ করেন। ৪৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

বলিদান

ভগবান্ বলিলেন, তাহার পর দেবীর প্রমোদজনক বলি প্রদান করিবে। কেননা, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সাধক, মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃতদ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্যদ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে। ১-২

(১) পক্ষী (২) কচ্ছপ (৩) কুম্ভীর (৪) নবপ্রকার মৃগ যথা—বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার, শশ এবং (৫) সিংহ, মৎস্য (৬) স্বগাত্র-রুধির (৭) এবং ইহাদিগের অভাবে হয় এবং (৮) হস্তী এই আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৩-৪

ছাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ। ৫

১। সদা—ইতি পাঠান্তরম্। ২। হরম্—ইতি পাঠান্তরম্।

স্নাপয়িত্বা বলিং তত্র পুষ্পচন্দনধূপকৈঃ।
পূজয়েৎ সাধকো দেবীং বলিমন্ত্রৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্ব্বমুখং তথা।
নিরীক্ষ্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৭
বরস্ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।
প্রণমামি ভতঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণম্ ॥ ৮
চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাশনঃ।
বৈষ্ণবীবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৯
যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥ ১০
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ তং বলিং কামরূপিণম্।
চিন্তয়িত্বা ন্যসেৎ পুষ্পং মূর্দ্ধ্নি তস্য চ ভৈরব ॥ ১১
ততো দেবীং সমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ।
অভিষিচ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ ॥ ১২
রসনা ত্বং চণ্ডিকায়াং সুরলোকপ্রসাধক।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ ধ্যাত্বা খড়্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩
কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিম্।
উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥ ১৪
রক্তাম্বরধরং চৈকং পাশহস্তং কুটুম্বিনম্।
পীয়মানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংহতিম্ ॥ ১৫

পুষ্প, চন্দন এবং বন্দনদ্বারা বলিকে স্থাপিত করিয়া সাধক বারংবার বলি-দানোক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৬

সাধক, স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং বলিকে পূর্বমুখ স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবে। ৭

তুমি শ্রেষ্ঠ জীব, আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব সর্ব্ব-স্বরূপ বলিরূপী তোমাকে আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। ৮

হে বলে। তুমি চণ্ডিকার প্রীতি উৎপাদন করিয়া দাতার আপৎ সকল বিনাশ কর, বৈষ্ণবীর বলিরূপী তোমাকে নমস্কার। ৯

ব্রহ্মা, স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই জন্যে যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয়। ১০

হে ভৈরব! সেই বলিকে কামরূপী চিন্তা করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকে পুষ্পদান করিবে। ১১

তাহার পর দেবীর উদ্দেশে আপনার কামনা নির্দ্দেশ করিয়া বলিকে অভিষিক্ত করিয়া করবালের পূজা করিবে। ১২

হে খড়্গ! তুমি চণ্ডিকার রসনাস্বরূপ এবং সুরলোকের সাধক এই বলিয়া ধ্যান করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গকে পূজা করিবে। ১৩

তাহার পর কালরাত্রিস্বরূপ উগ্রমূর্ত্তি রক্তাস্য রক্তনয়ন রক্তমাল্যানুলেপন রক্তবস্ত্রধর পাশহস্ত সকুটুম্ব রুধিরপায়ী মাংসভোজী কৃষ্ণবর্ণ পিনাকীপাণিরও পূজা করিবে। ১৪-১৫

অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ব্বো[1] বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে ॥ ১৬
পূজয়িত্বা ততঃ খড়্গং ওঁ আঁ হ্রীং ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ।
গৃহীত্বা বিমলং খড়্গং ছেদয়েদ্বলিমুত্তমম্ ॥ ১৭
ততো বলীনাং রুধিরং তোয়সৈন্ধবসৎফলৈঃ।
মধুভির্গন্ধপুষ্পৈশ্চ অধিবাস্য প্রযত্নতঃ।
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌশিকীতি রুধিরং দাপয়ামি তে ॥ ১৮
স্থানে নিয়োজয়েদ্রক্তং শিরশ্চ সপ্রদীপকম্ ॥ ১৯
এবং দত্ত্বা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ ॥ ২০
হীনং স্যাদ্ধীনতামূলং নিষ্ফলং স্যাদ্বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২১
বলিদানে তু দুর্গায়া অন্যত্রাপি বিধিঃ সদা।
অয়মেব প্রযোক্তব্যঃ সদ্ভির্বেতালভৈরবৌ ॥ ২২
জপং সমারভেৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ববদ্ধ্যানমাস্থিতঃ ॥ ২৩
হস্তেন স্রজমাদায় চিন্তয়েন্মনসা শিবাম্ ॥ ২৪
চিন্তয়িত্বা গুরুং মূর্দ্ধ্নি যথা বর্ণাদিকং ভবেৎ।
মন্ত্রঞ্চ কণ্ঠতো ধ্যাত্বা সিতবর্ণং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৫
মহামায়াঞ্চ হৃদয়ে আত্মানং গুরুপাদয়োঃ।
আচক্ষেত ততঃ পশ্চাদ্গুরোর্মন্ত্রস্য চাত্মনঃ ॥ ২৬
দেব্যাশ্চাপ্যেকতাং ধ্যাত্বা সুষুম্নাবর্ত্মনা ততঃ।
তত্ত্বস্বরূপমেকন্তু ষট্চক্রং প্রতি লম্বয়েৎ ॥ ২৭

হে খড়্গ! তোমার নাম অসি, বিশসন, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ধর্ম্মপাল, তোমাকে নমস্কার করি। ১৬

তাহার পর আঁং হ্রীং ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গকে পূজা করিয়া সেই বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলিচ্ছেদ করিবে। ১৭

তাহার পর ছিন্ন বলির রুধির—জল, সৈন্ধব, সুস্বাদু ফল, মধু, গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌশিকি এই রুধির দ্বারা প্রীতিলাভ কর, এই মন্ত্র বলিয়া যথাস্থানে রুধির নিক্ষেপ করিয়া ছিন্ন মস্তকের উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে, এইরূপে সাধক, বলির পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। ১৮-২০

কোন বিষয় ন্যূনতা হইলে ফলেরও ন্যূনতা হয় এবং বিপর্য্যয় হইলে কর্ম্ম একবারে নিষ্ফল হয়। ২১

হে বেতাল ও ভৈরব! দুর্গার সকল প্রকার বলিদানে এই একই বিধি জানিবে এবং পণ্ডিতগণ ইহারই অনুষ্ঠান করিবেন। ২২

তাহার পর পূর্ব্বের মত ধ্যানতৎপর হইয়া জপ আরম্ভ করিবে। হস্তে মালা গ্রহণ করিয়া মনে মনে দুর্গাদেবীর চিন্তা করিবে। ২৩-২৪

গুরুবর্ণাদি যেরূপ হইবে, সেইরূপে গুরুকে মস্তকে চিন্তা করিবে, কণ্ঠে পীতবর্ণ হিরণ্ময় মন্ত্রের ধ্যান করিবে। ২৫

হৃদয়ে মহামায়ার ধ্যান করিবে এবং আপনাকে গুরুপদে বিলীন বিবেচনা করিবে। ২৬

১। শ্রীগর্ভো—ইতি পাঠান্তরম্।

ষট্‌চক্রেঽপি মহামায়াং ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রযত্নতঃ।
জপেন্মূলমন্ত্রেণ বাদিষোড়শচক্রকম্ ॥ ২৮
আদিষোড়শচক্রস্থাং সাধকানন্দকারিণীম্।
চিন্তয়ন্ সাধকো দেবীং জপকর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২৯
ভ্রুবোরুপরি নাড়ীনাং ত্রয়াণাং প্রান্ত উচ্যতে।
তৎপ্রান্তং ত্রিপথস্থানং ষট্‌কোণং চতুরঙ্গুলম্।
রক্তবর্ণন্তু যোগজ্ঞৈরাজ্ঞাচক্রমিতীর্য্যতে ॥ ৩০
কণ্ঠে ত্রয়াণাং নাড়ীনাং বেষ্টনং বিদ্যতে নৃণাম্ ॥ ৩১
সুষুম্নেড়াপিঙ্গলানাং ষট্‌কোণং তৎষড়ঙ্গুলম্।
তৎষট্‌চক্রমিতি প্রোক্তং শুক্লং কণ্ঠস্য মধ্যগম্ ॥ ৩২
ত্রয়াণামথ নাড়ীনাং হৃদয়ে চৈকতা ভবেৎ।
তৎস্থানং ষোড়শারং স্যাৎ সপ্তাঙ্গুলপ্রমাণতঃ ॥ ৩৩
তৎপ্রযুক্তং তু যোগজ্ঞৈরাদিষোড়শচক্রকম্।
ধ্যানানামথ মন্ত্রাণাং চিন্তনস্য জপস্য চ।
যস্মাদাদ্যন্তু হৃদয়ং তস্মাদাদীতি গদ্যতে ॥ ৩৪
জপাদৌ পূজয়েন্মালাং তোয়ৈরভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ।
নিধায় মণ্ডলস্যান্তঃ সব্যহস্তগতাঞ্চ বা ॥ ৩৫
ওঁ মালে মালে মহামায়ে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ॥ ৩৬

তাহার পর সুষুম্না-পথ দিয়া গুরু, মন্ত্র, আত্মা এবং দেবীর একতা চিন্তা করিবে। তাহার পর তত্ত্বস্বরূপ একটি ষট্‌চক্রকে আশ্রয় করিবে। ২৭

বিচক্ষণ সাধক ঐ ষট্‌চক্রেও ক্ষণকাল মহামায়ার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র, আদি ষোড়শচক্রে আশ্রয় করিবে। ২৮

আদি-ষোড়শ চক্র-স্থিত, সাধকদিগের আনন্দকারিণী দেবীকে চিন্তা করিয়া সাধক জপকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ২৯

ভ্রূর উপরিভাগ নাড়ীত্রয়ের প্রান্তভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রান্তভাগ ত্রিপথ ষট্‌কোণ এবং চতুরাঙ্গুলপরিমিত। রক্ত-চন্দন-যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ স্থানকে আজ্ঞাচক্র বলিয়া অভিহিত করেন। ৩০

মনুষ্যদিগের কণ্ঠে সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীত্রয়ের ষডঙ্গুলিপরিমিত ষট্‌কোণ, একটি বেষ্টন আছে। উহাও একটি ষট্‌চক্র, উহা কণ্ঠের মধ্যস্থিত এবং শুক্লবর্ণ। ৩১-৩২

হৃদয়ে তিনটি নাড়ীর একত্র মিলন হইয়াছে, ঐ স্থান সপ্তাঙ্গুল প্রমাণ এবং ষোড়শার নামে বিখ্যাত। ৩৩

যোগজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ আদি ষোড়শচক্রকে পীতবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু ধ্যান, মন্ত্র-চিন্তনের এবং জপের হৃদয় আদ্য স্থান, এই নিমিত্ত হৃদয় আদি নামে অভিহিত হয়। ৩৪

জপের প্রথমে জল দ্বারা যত্নপূর্ব্বক মালা ধৌত করিয়া মণ্ডলের মধ্যে অথবা বামহস্তে রক্ষা করিয়া তাহার পূজা করিবে। ৩৫

হে মালে। তুমি মহামায়া সর্ব্বশক্তিস্বরূপা, তোমাতে চতুর্ব্বর্গ ন্যস্ত হইয়াছে, তুমি আমার সিদ্ধিপ্রদা হও। ৩৬

পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহ্নীয়াদ্দক্ষিণে করে।
মধ্যমায়া মধ্যভাগে বর্জ্জয়িত্বাথ তর্জ্জনীম্।
অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং যুতায়া নম্রভাগতঃ।
স্থাপয়িত্বা তত্র মালামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তদ্‌গতম্।
প্রত্যেকং বীজমাদায় জপ্যাদূর্দ্ধেন ভৈরব ॥ ৩৭
প্রতিবারং পঠেন্মন্ত্রং শনৈরোষ্ঠঞ্চ চালয়েৎ[১]।
মালাবীজন্তু জপ্তব্যং স্পৃশেন্নহি পরস্পরম্ ॥ ৩৮
পূর্ব্বজাপপ্রযুক্তেন নৈবাঙ্গুষ্ঠেন ভৈরব।
পূর্ব্ববীজং জপন্ যস্তু পরবীজঞ্চ সংস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন ভবেৎ তস্য নিষ্ফলস্তস্য তজ্জপঃ ॥ ৩৯
মালাং স্বহৃদয়াসন্নে ধৃত্বা দক্ষিণপাণিনা।
দেবীং বিচিন্তয়ন্ জপ্যং কুর্য্যাদ্বামেন ন স্পৃশেৎ ॥ ৪০
স্ফটিকেন্দ্রাক্ষরুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রঞ্জীবসমুদ্ভবৈঃ।
সবর্ণমণিভিঃ সম্যক্ প্রবালৈরথবাব্জজৈঃ।
অক্ষমালা তু কর্ত্তব্যা দেবীপ্রীতিকরী পরা।
জপেদুপাংশু সততং কুশগ্রন্থ্যাথ পাণিনা ॥ ৪১
মালাবীজেষু সর্ব্বেষু রুদ্রাক্ষো মৎপ্রিয়াপ্রিয়ঃ।
রুদ্রপ্রীতিকরী যস্মাৎ তেন রুদ্রাক্ষরোচনী ॥ ৪২
প্রবালৈরথবা কুর্য্যাদষ্টাবিংশতিবীজকৈঃ।
পঞ্চপঞ্চাশতা বাপি ন ন্যূনৈরধিকৈশ্চ বা ॥ ৪৩
রুদ্রাক্ষৈর্যদি জপ্যেত ইন্দ্রাক্ষৈঃ স্ফটিকৈস্তথা।
নান্যং মধ্যে প্রযোক্তব্যং পুত্রঞ্জীবাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪৪

হে ভৈরব! এইরূপে মালার পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনী ত্যাগ করিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠার সহিত মিলিত মধ্যমার মধ্যভাগে ঐ মালা গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে মালা ধারণ করিয়া এক একটি বীজ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে। ৩৭

প্রতিবার ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ করিবে; ওষ্ঠ চালিত করিবে না, মালার এক একটি বীজ গণনা করিয়া জপ করিবে, একদা উভয় বীজ স্পর্শ করিবে না। ৩৮

হে ভৈরব! পূর্ব্ব জপে প্রযুক্ত অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা পূর্ব্ববীজ জপ করত পর বীজ স্পর্শ করিবে না, ঐরূপ করিলে তাহার সেই জপ নিষ্ফল হইবে। ৩৯

যে ব্যক্তি মালাকে হৃদয়ের সন্নিহিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক দেবীকে চিন্তা করত জপ করে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না। ৪০

স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, পুত্রঞ্জীব-সমুদ্ভব বীজ, সুবর্ণ, মণি, প্রবাল অথবা পদ্মের বীজ—ইহার একতরের দ্বারা দেবীর পরম প্রীতিকর অক্ষমালা নির্ম্মাণ করিবে। কুশ-গ্রন্থিযুক্ত হস্তদ্বারা সর্ব্বদা অনুচ্চ স্বরে জপ করিবে। ৪১

সমুদয় মালাবীজের মধ্যে রুদ্রাক্ষ আমার প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়; যেহেতু রুদ্রের প্রীতি উৎপাদন করে, এই জন্য উহার নাম রুদ্রাক্ষ। ৪২

প্রবালের অষ্টাবিংশতি বা পঞ্চপঞ্চাশৎ বীজদ্বারা মালা রচনা করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক বা ন্যূন সংখ্যা দ্বারা করিবে না। ৪৩

১। ন চালয়েৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

যদ্যন্যৎ তু প্রযুজ্যেত মালায়াং জপকর্ম্মণি।
তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দদাতি ন প্রিয়ঙ্করী ॥ ৪৫
মিশ্রীভাবং ততো যাতি চাণ্ডালৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ।
জন্মান্তরে জায়তে স বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৪৬
একো মেরুস্তত্র দেয়ঃ সর্ব্বেভ্যঃ স্থূলসম্ভবঃ।
আদ্যং স্থূলং ততস্তস্মাৎ ন্যূনং ন্যূনতরং তথা ॥ ৪৭
বিন্যসেৎ ক্রমতস্তস্মাৎ সর্পাকারা হি সা যতঃ।
ব্রহ্মগ্রন্থিযুতং কুর্য্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্ ॥ ৪৮
অথবা গ্রন্থিরহিতং দৃঢ়রজ্জুসমন্বিতম্।
দ্বিরাবৃত্ত্যাথ মধ্যেন চার্দ্ধাবৃত্ত্যান্তদেশতঃ।
গ্রন্থিঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স ব্রহ্মগ্রন্থিসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৯
আত্মনা যোজয়েন্মালাং নামন্ত্রো যোজয়েন্নরঃ।
দৃঢ়ং সূত্রং নিযুঞ্জীত জপে ত্রুট্যতি নো যথা ॥ ৫০
যথা হস্তান্ন চ্যবেত জপতঃ স্রক্ তথাচরেৎ।
হস্তচ্যুতায়াং বিঘ্নং স্যাচ্ছিন্নায়াং মরণং ভবেৎ ॥ ৫১
এবং যঃ কুরুতে মালাং জপঞ্চ জপকোবিদঃ।
স প্রাপ্নোতীপ্সিতং কামং হীনে স্যাৎ তু বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৫২
অন্যত্রাপি জপেন্মালাং জপ্যং দেবমনোহরম্।
তাদৃশঃ সাধকঃ কুর্য্যান্নান্যথা তু কদাচন ॥ ৫৩

রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, বা স্ফটিক দ্বারা যদি জপমালা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে উহার মধ্যে পুত্রঞ্জীবাদি অন্য কিছু মিশ্রিত করিবে না। ৪৪

জপকর্ম্মে মালার মধ্যে যদি অন্য কিছু মিশ্রিত করে, তাহা হইলে প্রিয়ঙ্করী দেবী তাহাকে কাম বা মোক্ষ দান করেন না। ৪৫

সে জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু পরে পাপ-কর্ম্মবশে চণ্ডালদিগের সহিত মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয়। ৪৬

মালার মূলে একটী পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলবীজ গ্রন্থন করিবে, তাহার পর ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত কৃশ বীজের বিন্যাস করিবে। ৪৭

এইরূপ ক্রমে মালা নির্ম্মাণ করিবে, যাহাতে সেটি একটি সর্পাকারে পরিণত হয়। প্রতিবীজ যথাস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থি-যুক্ত করিবে। ৪৮

গ্রন্থিশূন্য দৃঢ় রজ্জুযুক্ত করিবে। যে গ্রন্থির মধ্যদেশে ত্রিরাবৃত্তি, অন্তদেশে অর্দ্ধাবৃত্তি এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। ৪৯

মালা স্বয়ং যোজিত করিবে, মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া যোজনা করিবে না। এরূপ দৃঢ় সূত্রের যোজনা করিবে যাহাতে জপ করিতে ত্রুটিত না হয়। ৫০

এইরূপ দৃঢ় করিয়া মালা ধরিবে, যাহাতে জপ করিতে করিতে হস্ত হইতে চ্যুত না হয়। মালা হস্ত হইতে চ্যুত হইলে বিঘ্ন হয় এবং ছিন্ন হইলে মরণ হয়। ৫১

আমার কথানুসারে যে ব্যক্তি মালা প্রস্তুত করে এবং জপ করে, তাহার অভীপ্সিত সিদ্ধ হয়; কোন বিষয়ে হীন হইলে বিপরীত ফল হয়। ৫২

অন্য সময়েও অভীষ্ট দেবকে স্মরণ করিয়া মালা জপ করিবে। পূর্ব্বে যেরূপ উপদেশ করা গেল, সাধক, তদনুসারেই জপ করিবে; কখনও অন্যরূপ করিবে না। ৫৩

যথাশক্তি জপং কুর্যাৎ সংখ্যয়ৈব প্রযত্নতঃ।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তস্য তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫৪
জপ্ত্বা মালাং শিরোদেশে প্রাংশুস্থানেঽথ বা ন্যসেৎ।
স্তুতিপাঠং ততঃ কুর্য্যাদিষ্টং কামং নিবেদ্য চ ॥ ৫৫
স্তুতিশ্চাপি মহামন্ত্রং সাধনং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
বক্ষ্যে যুবাং মহাভাগৌ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৫৬
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তু তে ॥ ৫৭
সপ্তধাবর্ত্তনং কৃত্বা স্তুতিমেনাং চ সাধকঃ।
পঞ্চপ্রণামান্ কৃত্বাথ ঐং হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রকৈঃ।
অন্যেষাং পুরতশ্চৈব অধিকং বা যথেচ্ছয়া ॥ ৫৮
যোনিমুদ্রাং ততঃ পশ্চাদ্দর্শয়িত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৯
দ্বৌ পাণী প্রসৃতীকৃত্য কৃত্বা চোত্তানমঞ্জলিম্।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্য কনিষ্ঠাগ্রদ্বয়োস্ততঃ ॥ ৬০
অনামিকায়াং বামস্য তৎকনিষ্ঠাং পুরো ন্যসেৎ।
দক্ষিণস্যানামিকায়াং কনিষ্ঠাং দক্ষিণস্য চ ॥ ৬১
অনামিকায়াঃ পৃষ্ঠে তু মধ্যমে দ্বে নিবেশয়েৎ।
দ্বে তর্জ্জন্যৌ কনিষ্ঠাগ্রে তদগ্রেণৈব যোজয়েৎ ॥ ৬২
যোনিমুদ্রা সমাখ্যাতা দেব্যাঃ প্রীতিকরী মতা ॥ ৬৩

যথাশক্তি সংখ্যাপূর্ব্বক যত্ন করিয়া জপ করিবে, সংখ্যাহীন জপ নিষ্ফল হয়। ৫৪

জপ সমাপন করিয়া মালা শিরোদেশে অথবা উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে। তাহার পর আপনার মনোগতভাব নিবেদন করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে। ৫৫

স্তুতি একটি মহামন্ত্র সর্ব্বকর্ম্মের সাধক। হে মহাভাগদ্বয়! তোমাদের দুজনকে সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক স্তুতির কথা বলিতেছি। ৫৬

হে সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে! হে সর্ব্বার্থসাধিকে! হে শরণ্যে! ত্র্যম্বকে! গৌরবর্ণে! নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি। ৫৭

সাধক এই স্তুতি পাঠ করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর ঐং হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র দ্বারা পাঁচবার প্রাণায়াম করিবে, অথবা অন্য কার্য্যের পরে আপনার ইচ্ছায় অধিকবারও প্রাণায়াম করিতে পারে। ৫৮

তাহার পর যোনিমুদ্রা দেখাইয়া বিসর্জ্জন করিবে। ৫৯

দুইটি হস্ততল বিস্তার করিয়া উর্দ্ধদিকে অঞ্জলি করিবে। দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগে দুইটি অঙ্গুষ্ঠের অগ্র সংযোজিত করিবে। ৬০

বাম হস্তের অনামিকার সম্মুখে তাহার কনিষ্ঠার বিন্যাস করিবে, এইরূপ দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সম্মুখভাগে তাহার কনিষ্ঠার বিন্যাস করিবে। ৬১

দুই হস্তের দুইটি তর্জ্জনীর অগ্রভাগ কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিবে। ৬২

এইরূপ করিলে একটি যোনিমুদ্রা হইবে, এই যোনিমুদ্রা দেবীর অতিশয় প্রীতিকরী। ৬৩

ত্রিবারং দর্শয়েৎ তান্তু মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
তাং মুদ্রাং শিরসি ন্যস্য মণ্ডলং বিন্যসেৎ ততঃ ॥ ৬৪
ঐশাণ্যামগ্রহস্তেন দ্বারপদ্ম-বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৫
তত্র নত্বা রক্তচণ্ডাং হ্রী ँ শ্রী ँমন্ত্রেণ সাধকঃ।
রক্তচণ্ডায়ৈ নম ইতি নির্ম্মাল্যং তত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ৬৬
উদকে তরুমূলে বা নির্ম্মাল্যং তত্র সন্ত্যজেৎ।
এবং যঃ পূজয়েদ্দেবীং বিধানেন শিবাং নরঃ।
সোঽচিরেণ লভেৎ কামান্ সর্ব্বানেব মনোগতান্ ॥ ৬৭
অর্দ্ধলক্ষজপং জপ্ত্বা প্রথমং চৈব সাধকঃ।
পুরশ্চরেদ্বিশেষেণ নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥ ৬৮
কুণ্ডং মণ্ডলবৎ কৃত্বা চাষ্টম্যাং সমুপোষিতঃ।
নবম্যাং শুক্লপক্ষস্য রজোভিঃ পঞ্চভির্নরঃ।
পূর্ব্ববন্মণ্ডলং কৃত্বা গুরুপিত্রোশ্চ সন্নিধৌ ॥ ৬৯
অনেনৈব বিধানেন পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাম্।
সহিতৈর্বিল্বপত্রৈশ্চ অষ্টোত্তরশতত্রয়ম্।
তিলৈর্হোমং চরেৎ তস্যাং সহস্রত্রিতয়ং জপেৎ ॥ ৭০
নৈবেদ্যং গন্ধপুষ্পে চ বস্ত্রং দদ্যাচ্চ যৎ প্রিয়ম্।
পূর্ব্বোক্তঞ্চান্যদপ্যস্যৈ প্রদদ্যাৎ পায়সং তথা ॥ ৭১
পূজাবসানে দেয়ং স্যাৎ তজ্জাতীয়ং বলিত্রয়ম্।
সিন্দূরং স্বর্ণরত্নানি যদ্‌যৎ স্ত্রীণাং বিভূষণম্।
নিবেদয়েদ্ যথাশক্ত্যা পুষ্পমাল্যঞ্চ ভূরিশঃ ॥ ৭২

সাধক প্রতিমার সম্মুখে তিনবার যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। ঐ মুদ্রা মস্তকে স্থাপিত করিয়া পরে মণ্ডলের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। ৬৪

তাহার পর দ্বারপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশানকোণে ঐ যোনিমুদ্রার অগ্রভাগ করিয়া সেই স্থানে রক্তচণ্ডাকে নমস্কার করিবে। ৬৫

তদনন্তর সাধক হ্রী ँ শ্রী ँ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রক্তচণ্ডায়ৈ নমঃ এই বলিয়া নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিবে। ৬৬

তাহার পর জলেই হউক, অথবা বৃক্ষমূলেই হউক, নির্ম্মাল্যের বিন্যাস করিবে। এইরূপ বিধানে যে মনুষ্য সেই মঙ্গলদায়িনী দেবীর পূজা করে, সে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৭

সাধক, প্রথমে অর্দ্ধ লক্ষ জপ করিয়া বিশেষ নৈবেদ্য দান করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। ৬৮

শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিবস উপবাস করিয়া মণ্ডল তুল্য একটি কুণ্ড করিবে। নবমীর দিবস পঞ্চবর্ণের গুড়ি দিয়া পিতা এবং গুরুকে নিকটে রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একটি মণ্ডল করিবে। ৬৯

পূর্ব্বোক্ত বিধানে চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিয়া বিল্বপত্র সহিত তিলের দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার হোম করিয়া তিন সহস্রবার জপ করিবে। ৭০

নৈবেদ্য, গন্ধপুষ্প, প্রিয়বস্ত্র, পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বস্তু এবং পায়স দেবীকে দান করিবে। ৭১

পূজার অবসানে ত্রিজাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিবে। তাহার পর

মহাশঙ্খং সশাল্যন্নং গব্যব্যঞ্জনসংযুতম্।
দেব্যৈ নবম্যাং সম্পূর্ণং বলিং দদ্যাদ্ ঘৃতাদিভিঃ॥ ৭৩
দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাৎ সুবর্ণং গাং তথা তিলম্॥ ৭৪
অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ সাবদ্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনমকল্পজ্ঞং বামনং গুরুনিন্দকম্।
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং মন্ত্রেষু বর্জ্জয়েৎ॥ ৭৫
গুরুর্মন্ত্রস্য মূলং স্যান্মূলশুদ্ধৌ তদুদ্গতম্।
সফলং জায়তে যস্মান্মন্ত্রং যত্নাৎ পরীক্ষয়েৎ॥ ৭৬
শাঠ্যাৎ ক্রোধাত্তু মোহাদ্বা নাসম্মত্যা গুরোর্মুখাৎ।
কল্পেষু দৃষ্ট্বা বা মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াচ্ছদ্মনাথ বা॥ ৭৭
স মন্ত্রস্তেয়পাপেন তামিস্রে নরকে নরঃ।
মন্বন্তরত্রয়ং স্থিত্বা পাপযোনিষু জায়তে॥ ৭৮
শঠে ক্রূরে চ মূর্খে চ চ্ছদ্মকারিণ্যভক্তিকে।
মন্ত্রং ন দূষিতে দদ্যাৎ সুবীজং বিপিনে তথা॥ ৭৯
লক্ষেণ সাধয়েৎ কামং পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্।
পাপক্ষয়ো ভবেদ্ যস্মাৎ পুরশ্চরণকর্ম্মণা॥ ৮০
লক্ষদ্বয়েন মন্ত্রস্য জপেন নরসত্তমৌ।
ত্রিসন্ধ্যাসু প্রতিদিনং বীজসঙ্ঘাতকেন চ।
কবির্বাগ্মী পণ্ডিতশ্চ যশস্বী চ প্রজায়তে॥ ৮১
সাধকঃ সাধকশ্রেষ্ঠ পূজাস্থানন্ততঃ শৃণু॥ ৮২

সিন্দুর, স্বর্ণ, রত্নাদি স্ত্রীদিগের ভূষণ সকল এবং শক্তি অনুসারে ভূরি পরিমাণে পুষ্পমালা প্রদান করিবে। ৭২

নবমীর দিবস শালি অন্ন সহিত মহাশঙ্খ, ব্যঞ্জনযুক্ত দ্রব্য এবং সন্ধ্যাকালে ঘৃতের সহিত বলি দেবীকে দান করিবে। ৭৩

গুরুকে সুবর্ণ, গাভী এবং তিল দক্ষিণা দান করিবে। ৭৪

অভিশপ্ত, অপুত্র, নিন্দনীয়, ক্রিয়াহীন, অকল্পজ্ঞ, বামন, গুরুনিন্দক, এবং সর্ব্বদা মৎসরযুক্ত এইরূপ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। ৭৫

গুরু,—মন্ত্রের মূল, যেহেতু মূল শুদ্ধ হইলে তৎসম্বন্ধীয় অঙ্গ সকল সফল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। ৭৬

শাস্ত্রে কোন একটি ভাল মন্ত্র দেখিয়া তাহা শাঠ্যদ্বারা, ক্রোধ-প্রদর্শনপূর্ব্বক মোহ উৎপাদন করিয়া, সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া, অথবা ছলনাপূর্ব্বক গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে না। ৭৭

সেই-মন্ত্র-চৌর্য্য-রূপ পাপে মনুষ্য মন্বন্তর-ত্রয় নরকে বাস করিয়া পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৮

যেমন নিবিড় অরণ্য মধ্যে সুশস্যের বীজ বপন অনুচিত, সেইরূপ শঠ, ক্রূর, মূর্খ, ছলনাকারী, অভক্ত এবং দূষিত ব্যক্তিকে মন্ত্র দান করা উচিত নয়। ৭৯

পুরশ্চরণপূর্ব্বক একলক্ষবার মন্ত্র জপ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; কারণ পুরশ্চরণ কার্য্য দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ৮০

হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা বীজসংপুট করিয়া দ্বিলক্ষ বার মন্ত্র জপ করিলে মনুষ্য—কবি, বাগ্মী, পণ্ডিত এবং যশস্বী হয়। ৮১

যত্র যত্র নরঃ পূজাং নির্জ্জনে কুরুতে চ যঃ।
তস্যাদত্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥ ৮৩
শিলা প্রশস্তা পূজায়াং স্থণ্ডিলং নির্জ্জনং তথা।
জপশ্চোপাংশু সর্ব্বেষামুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৪
অশুচির্ন মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন।
অবশ্যন্তু স্মরেন্মন্ত্রং যোঽতিভক্তিযুতো নরঃ ॥ ৮৫
দন্তরক্তে সমুৎপন্নে স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮৬
জানূর্দ্ধে ক্ষতজে জাতে নিত্যং কর্ম্ম ন চাচরেৎ।
নৈমিত্তিকঞ্চ তদধঃ স্রবদ্রক্তো ন চাচরেৎ ॥ ৮৭
সূতকে চ সমুৎপন্নে ক্ষুরকর্ম্মণি মৈথুনে।
ধূমোদ্গারে তথা বান্তে নিত্যকর্ম্মাণি সন্ত্যজেৎ ॥ ৮৮
দ্রব্যে ভুক্তে ত্বজীর্ণে চ ন বৈ ভুক্ত্বা চ কিঞ্চন।
কর্ম্ম কুর্য্যান্নরো নিত্যং সূতকে মৃতকে তথা ॥ ৮৯
পত্রং পুষ্পঞ্চ তাম্বূলং ভেষজত্বেন কল্পিতম্।
কণাদিপিপ্পল্যন্তঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা ন চাচরেৎ ॥ ৯০
জলস্যাপি নরশ্রেষ্ঠ ভোজনাদ্ভেষজাদৃতে।
নিত্যক্রিয়া নিবর্ত্তেত সহ নৈমিত্তিকৈঃ সদা ॥ ৯১

হে সাধকদ্বয়! ইহার পর সাধকদিগের শ্রেষ্ঠ পূজা-স্থান শ্রবণ কর। ৮২

যে মনুষ্য, যে কোনরূপ নির্জ্জন স্থানে পূজা করে, দেবী স্বয়ং তাহার দত্ত পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল গ্রহণ করেন। ৮৩

পূজা বিষয়ে শিলা, স্থণ্ডিল এবং নির্জ্জন স্থান—সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং সকল প্রকার জপের মধ্যে উপাংশু জপই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ৮৪

অশুচি মনুষ্য, কদাপি মহামায়ার পূজা করিবে না। কিন্তু তাহার অন্তরে যদি ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য মন্ত্রের স্মরণ করিতে পারে। ৮৫

দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে স্মরণ নিষিদ্ধ। ঐ অবস্থায় কোন প্রকার মন্ত্রের স্মরণ করিলেই নরকে গতি হয়। ৮৬

জানুর উর্দ্ধে ক্ষত হইলে কখনও নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না; জানুর অধোদেশে যদি রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ৮৭

ক্ষৌরকর্ম্ম বা মৈথুনে লোম বা কেশ হইতে রক্ত বিগলিত হইলে ধূমোদ্গার অর্থাৎ চোঁয়া-ঢেকুর উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিবে। ৮৮

কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্তু ভোজন করিয়া —মনুষ্য নিত্য কর্ম্ম করিবে না। জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও নিত্য-কর্ম্মের পরিত্যাগ করিবে। ৮৯

হে নরশ্রেষ্ঠ! পত্র, পুষ্প এবং তাম্বূল যাহা ঔষধরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই ঔষধ ভিন্ন যে কোন দ্রব্য, ফল অথবা জলও ভোজন করিয়া কোন নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯০-৯১

জলৌকাং গূঢ়পাদঞ্চ কৃমিগণ্ডূপদাদিকম্।
কামাদ্ধস্তেন সংস্পৃশ্য নিত্যকর্ম্মাণি সন্ত্যজেৎ ॥ ৯২
বিশেষতঃ শিবাপূজাং প্রমীতপিতৃকো নরঃ।
যাবদ্বৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ ॥ ৯৩
মহাগুরুনিপাতে তু কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।
আর্ত্বিজ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ শ্রাদ্ধং দেবযজ্ঞঞ্চ যৎ ॥ ৯৪
গুরুমাক্ষিপ্য বিপ্রঞ্চ প্রহৃত্যৈব চ পাণিনা।
ন কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্মাণি রেতঃপাতে চ ভৈরব ॥ ৯৫
আসনঞ্চার্ঘ্যপাত্রঞ্চ ভগ্নমাসাদয়েন্ন তু।
উষরে কৃমিসংযুক্তে স্থানে মৃষ্টেঽপি নার্চ্চয়েৎ ॥ ৯৬
নীচৈরাসনমাসাদ্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অর্চ্চয়েচ্চণ্ডিকাং দেবীং দেবমন্যঞ্চ ভৈরব ॥ ৯৭
দিগ্বিভাগে তু কৌবেরী দিক্ ছিবাপ্রীতিদায়িনী ॥ ৯৮
তস্মাৎ তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা ॥ ৯৯
পুষ্পঞ্চ কৃমিসম্মিশ্রং বিশীর্ণং ভগ্নমুদ্গতে।
সকেশং মূষিকোদ্ধৃতং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০০
যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
অন্ত্যসৃষ্টং পদা স্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০১

জলৌকা, গূঢ়পাদ, কৃমি এবং গণ্ডুপদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্যকর্ম্মের অধিকার থাকে না। ৯২

বিশেষ মৃত-পিতৃক মনুষ্য এক বৎসর পর্য্যন্ত শিবপূজা এবং দুর্গাদেবীর মানসিক হইলে এক বৎসর যাবৎ কোন কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯৩

ঋতুতে কর্ত্তব্য যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং কোন প্রকার দেবকার্য্যও করিবে না। ৯৪

হে ভৈরব! গুরুর নিন্দা কবিলে, স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে এবং রেতঃপাত করিলে নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯৫

মনুষ্য, ভগ্ন আসন বা অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে না। এবং উষর অর্থাৎ ক্ষার ভূমিতে, কৃমিযুক্ত স্থানে অথবা অমার্জিত স্থানেও পূজা করিবে না। ৯৬

হে ভৈরব! নীচ আসনে উপবেশনে করিয়া শুচি এবং পবিত্রমানস হইয়া চণ্ডিকাদেবী এবং অন্য দেবতাকে অর্চ্চনা করিবে। ৯৭

সমুদয় দিকের মধ্যে কৌবেরী (উত্তর) দিক্ চণ্ডিকার প্রীতিকারিণী, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা উত্তরমুখে আসীন হইয়া চণ্ডিকার পূজা করিবে। ৯৮

কীট-ভিন্ন, বিশীর্ণ, ভগ্ন, স্বয়ংপতিত, কেশযুক্ত এবং মূষিকা-চর্ব্বিত পুষ্প যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯৯

এইরূপ বিশীর্ণ, ভগ্ন, উদ্গত, কেশযুক্ত এবং মূষিকা-ধৃত দীপ ও আসনও পরিত্যাগ করিবে। ১০০

যে সকল বস্তু যাচিত, যা পরকীয় বা পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি, অথবা অন্ত্যজ-জাতিস্পৃষ্ট অথবা পদদ্বারা স্পৃষ্ট এ সকল বস্তু বহু যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ১০১

ইদং শিবায়াঃ পরমং মনোহরং
করোতি যোঽনেন তদীয়পূজনম্।
স বাঞ্ছিতার্থং সমবাপ্য চণ্ডিকা-
গৃহং প্রযাতা নচিরেণ ভৈরব ॥ ১০২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ঔর্ব্বসগরসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অস্য[১] মন্ত্রস্য কবচং শৃণু বেতালভৈরব।
বৈষ্ণবীতন্ত্রসংজ্ঞস্য বৈষ্ণব্যাশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১
তত্র মন্ত্রাদ্যক্ষরন্তু বাসুদেবস্বরূপধৃক্।
বর্ণো দ্বিতীয়ো ব্রহ্মৈব তৃতীয়শ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ২
চতুর্থো গজবক্ত্রশ্চ পঞ্চমস্তু দিবাকরঃ।
শক্তিঃ স্বয়ং পকারশ্চ মায়ামায়া জগন্ময়ী।
যকারস্তু মহালক্ষ্মীঃ শেষবর্ণঃ সরস্বতী ॥ ৩
যোগিনী পূর্ব্ববর্ণস্য শৈলপুত্রী প্রকীর্ত্তিতা।
দ্বিতীয়স্য তু বর্ণস্য চণ্ডিকা যোগিনী মতা।
চণ্ডঘণ্টা তৃতীয়স্য কুষ্মাণ্ডী তৎপরস্য চ ॥ ৪
স্কন্দমাতা তকারস্য পশ্য কাত্যায়নী স্বয়ম্।
কালরাত্রিঃ সপ্তমস্য মহাদেবীতি সংস্থিতা ॥ ৫

হে ভৈরব! যে মনুষ্য উক্তরূপ বিধান অনুসারে চণ্ডিকা দেবীর পরম মনোরম পূজন করে, সে ইহলোকে সমুদয় বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে চণ্ডিকার ভবনে গমন করে। ১০২

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়
মন্ত্র-কবচ

ভগবান্ বলিলেন,—হে বেতাল-ভৈরব! বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক অঙ্গিমন্ত্রের এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণবী দেবীর কবচ শ্রবণ কর। ১

তাহাতে মন্ত্রের আদি অক্ষর বাসুদেবস্বরূপধারী (অ), দ্বিতীয় বর্ণ স্বয়ং ব্রহ্মা (ক) এবং তৃতীয় স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব (চ)

চতুর্থ গণেশ (ট), পঞ্চম দিবাকর সূর্য্য (ত), মহামায়া জগন্ময়ী শক্তি স্বয়ং পকারস্বরূপ, যকার স্বয়ং মহালক্ষ্মীস্বরূপ এবং ষবর্ণ স্বয়ং সরস্বতী। ৩

শৈলপুত্রী প্রথম বর্ণের যোগিনী, দ্বিতীয় বর্ণের যোগিনী চণ্ডিকা, তৃতীয় মন্ত্রের যোগিনী চণ্ডঘণ্টা এবং চতুর্থের কুষ্মাণ্ডী। ৪

১। অঙ্গি—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রথমং বর্ণকবচং যোগিনীকবচং তথা।
দেবৌঘকবচং পশ্চাদ্দেবীদিক্‌কবচং তথা ॥ ৬
ততস্তু পার্শ্বকবচং দ্বিতীয়ষ্ঠাবর্ণ্যস্য চ।
কবচন্তু ততঃ পশ্চাৎ ষড়্‌বর্ণং কবচং তথা।
অভেদ্যকবচং চেতি সর্ব্বত্রাণপরায়ণম্ ॥ ৭
ইমানি কবচান্যষ্টৌ যো জানাতি নরোত্তমঃ।
সোঽহমেব মহাদেবী দেবীরূপশ্চ শক্তিমান্ ॥ ৮
অস্য বৈষ্ণবীতন্ত্রকবচস্য নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ।
কাত্যায়নী দেবতা সর্ব্বকামার্থসাধনে বিনিয়োগঃ ॥ ৯
অঃ পাতু পূর্ব্বকাষ্ঠায়ামাগ্নেয্যাং পাতু কঃ সদা।
পাতু চো যমকাষ্ঠায়াং টো নৈঋত্যাঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ১০
মাং পাতু তোঽসৌ পাশ্চাত্যে শক্তির্ব্বায়ব্য-দিগ্‌গতা।
যঃ পাতু মাং চোত্তরস্যামৈশান্যাং ষস্তথাবতু ॥ ১১
মূর্দ্ধ্নি রক্ষতু মাং সোঽসৌ বাহৌ মাং দক্ষিণে তু কঃ।
মাং বামবাহৌ চঃ পাতু হৃদি টো মাং সদাবতু ॥ ১২
তঃ পাতু কণ্ঠদেশে মাং কট্যোঃ শক্তিস্তথাবতু।
যঃ পাতু দক্ষিণে পাদে ষো মাং বামপদে তথা ॥ ১৩
শৈলপুত্রী তু পূর্ব্বস্যামাগ্নেয্যাং পাতু চণ্ডিকা।
চণ্ডঘণ্টা পাতু যাম্যাং যমভীতিবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৪

তকারের যোগিনী স্কন্দমাতা এবং পকারের যোগিনী স্বয়ং কাত্যায়নী। মহাদেবী নামে প্রসিদ্ধা কালরাত্রি সপ্তম বর্ণের যোগিনী। ৫

প্রথমে বর্ণ-কবচ, তাহার পর যোগিনী-কবচ। তদনন্তর দেবৌঘ-কবচ এবং তাহার পর দেবী-দিক্-কবচ। ৬

তাহার পর পার্শ্ব-কবচ। তদনন্তর দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর-কবচ। তাহার পর ষড়ক্ষর-কবচ। তদনন্তর অভেদ্য-কবচ। ৭

যে মনুষ্য, এই সকল শ্রেষ্ঠ কবচ পরিজ্ঞাত হয়, সে আমার সহিত অভিন্ন শক্তিমান্, মহাদেব এবং দেবীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ৮

এই বৈষ্ণবীতন্ত্র কবচের ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্‌, দেবতা কাত্যায়নী এবং সকল প্রকার কাম ও অর্থ সাধন বিষয়ে ইহার নিয়োগ হয়। ৯

অ পূর্ব্বদিকে আমার রক্ষাবিধান করুন, ক আমাকে সর্ব্বদা অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, চ দক্ষিণদিকে, ট নৈঋ´ত কোণে। ১০

ত পশ্চিমদিকে, শক্তি (প) বায়ুকোণে, য উত্তরদিকে এবং (য) ঈশান-কোণে আমাকে রক্ষা করুন। ১১

য আমার মস্তকে রক্ষা বিধান করুন, দক্ষিণ বাহুতে ক, বাম বাহুতে চ, এবং ট সর্ব্বদা হৃদয়ে রক্ষা করুন। ১২

ত আমার কণ্ঠদেশে, উভয় কটীদেশে শক্তি, য দক্ষিণ পাদে এবং ষ বাম-পাদে রক্ষা করুন। ১৩

শৈলপুত্রী পূর্ব্বদিকে, চণ্ডিকা অগ্নিকোণে, যমভয়-নিবারিণী চণ্ডঘণ্টা দক্ষিণ-দিকে রক্ষা করুন। ১৪

নৈর্ঋত্যে ত্বথ কুষ্মাণ্ডী পাতু মাং জগতাং প্রসূঃ।
স্কন্দমাতা পশ্চিমায়াং মাং রক্ষতু সদৈব হি ॥ ১৫
কাত্যায়নী মাং বায়ব্যে পাতু লোকেশ্বরী সদা।
কালরাত্রি তু কৌবের্য্যাং সদা রক্ষতু মাং স্বয়ম্ ॥ ১৬
মহাগৌরী তথৈশান্যাং সততং পাতু পাবনী।
নেত্রয়োর্বাসুদেবো মাং পাতু নিত্যং সনাতনঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মা মাং পাতু বদনে পদ্মযোনিরযোনিজঃ।
নাসাভাগে রক্ষতু মাং সর্ব্বদা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৮
গজবক্ত্রঃ স্তনযুগ্মে পাতু নিত্যং হরাত্মজঃ।
বামদক্ষিণপাণ্যো র্মাং নিত্যং পাতু দিবাকরঃ ॥ ১৯
মহামায়া স্বয়ং নাভৌ মাং পাতু পরমেশ্বরী।
মহালক্ষ্মীঃ পাতু গুহ্যে জান্বোশ্চ সরস্বতী ॥ ২০
মহামায়া পূর্ব্বভাগে নিত্যং রক্ষতু মাং শুভা।
অগ্নিজ্বালা তথাগ্নেয্যাং পায়ান্নিত্যং বরাসিনী ॥ ২১
রুদ্রাণী পাতু মাং যাম্যাং নৈর্ঋত্যাং চণ্ডনায়িকা।
উগ্রচণ্ডা পশ্চিমায়াং পাতু নিত্যং মহেশ্বরী ॥ ২২
প্রচণ্ডা পাতু বায়ব্যে কৌবের্য্যাং ঘোররূপিণী।
ঈশ্বরী চ তথৈশান্যাং পাতু নিত্যং সনাতনী।
ঊর্দ্ধং পাতু মহামায়া পাত্বধঃ পরমেশ্বরী ॥ ২৩
অগ্রতঃ পাতু মামুগ্রা পৃষ্ঠতো বৈষ্ণবী তথা।
ব্রহ্মাণী দক্ষিণে পার্শ্বে নিত্যং রক্ষতু শোভনা ॥ ২৪

জগৎ-প্রসবিনী কুষ্মাণ্ডী নৈর্ঋতে রক্ষা করুন, স্কন্দমাতা সর্ব্বদা আমার পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন। ১৫

ত্রিলোকের ঈশ্বরী কাত্যায়নী বায়ুকোণে এবং কালরাত্রি সর্ব্বদা উত্তরদিকে রক্ষা করুন। ১৬

ঈশানকোণে পাবনী মহাগৌরী সতত রক্ষা করুন এবং সনাতন বাসুদেব নেত্রদ্বয়ে রক্ষা করুন। ১৭

পদ্মযোনি এবং অযোনিজ ব্রহ্মা আমার বদনে রক্ষা করুন এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমার নাসাভাগ রক্ষা করুন। ১৮

মহাদেবের পুত্র গজানন আমার স্তনযুগে রক্ষা করুন এবং দিবাকর সূর্য্য বাম ও দক্ষিণ হস্তে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৯

পরমেশ্বরী মহামায়া স্বয়ং আমার নাভিদেশে রক্ষা করুন, মহালক্ষ্মী গুহ্যদেশে রক্ষা করুন এবং সরস্বতী জানুদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২০

মঙ্গলরূপা মহামায়া নিত্য পূর্ব্বভাগে রক্ষা করুন এবং সুবাসিনী অগ্নিজ্বালা নিত্য অগ্নিকোণে রক্ষা করুন। ২১

রুদ্রাণী আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন এবং নৈর্ঋতকোণে চণ্ডনায়িকা রক্ষা করুন। আমাকে পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী উগ্রচণ্ডা সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২২

বায়ুকোণে প্রচণ্ডা এবং ঘোররূপিণী উত্তরদিকে রক্ষা করুন। সনাতনী ঈশ্বরী সর্ব্বদা ঈশানকোণে রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধ্বদিকে মহামায়া এবং অধোদিকে পরমেশ্বরী রক্ষা করুন। ২৩

মাহেশ্বরী বামপার্শ্বে নিত্যং পায়াদ্ বৃষধ্বজা।
কৌমারী পর্ব্বতে পাতু বারাহী সলিলে চ মাম্ ॥ ২৫
নারসিংহী দ্রংষ্ট্রিভয়ে পাতু মাং বিপিনেষু চ।
ঐন্দ্রী মাং পাতু চাকাশে তথা সর্ব্বজলে স্থলে ॥ ২৬
সেতুঃ সর্ব্বাঙ্গুলীঃ পাতু দেবাদিঃ পাতু কর্ণয়োঃ।
দেবান্তশ্চিবুকে পাতু পার্শ্বয়োঃ শক্তিপঞ্চমঃ ॥ ২৭
হা পাতু মাং তথৈবোর্ব্বো র্মায়া রক্ষতু জঙ্ঘয়োঃ ॥২৮
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি যঃ পাতু রোমকূপেষু সর্ব্বদা।
ত্বচি মাং বৈ সদা পাতু মাং শম্ভুঃ পাতু সর্ব্বদা।
নখদন্তকরোষ্ঠাদৌ রো[১] মাং পাতু সদৈব হি ॥ ২৯
দেবাদিঃ পাতু মাং বস্তৌ দেবান্তঃ স্তনকক্ষয়োঃ ॥ ৩০
এতদাদৌ তু যঃ সেতুর্বাহ্যে মাং পাতু দেহতঃ ॥ ৩১
আজ্ঞাচক্রে সুষুম্নায়াং ষট্‌চক্রে হৃদি সন্ধিষু।
আদিষোড়শচক্রে চ ললাটাকাশ এব চ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রো মাং নিত্যং রক্ষংশ্চ তিষ্ঠতু ॥ ৩২
কর্ণনাড়ীষু সর্ব্বাসু পার্শ্বকক্ষশিখাসু চ।
রুধিরস্নায়ুমজ্জাসু মস্তিষ্কেষু চ পর্ব্বসু।
দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ কবচং পাতু সর্ব্বতঃ ॥ ৩৩
রেতো বায়ৌ নাভিরন্ধ্রে পৃষ্ঠসন্ধিষু সর্ব্বতঃ।
ষড়ক্ষরস্তৃতীয়োঽয়ং মন্ত্রো মাং পাতু সর্ব্বদা ॥ ৩৪

আমার সম্মুখে উগ্রা এবং পশ্চাদ্ভাগে বৈষ্ণবী সর্ব্বদা রক্ষা করুন এবং শোভনা ব্রহ্মাণী নিত্য দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করুন। ২৪

বৃষভবাহিনী মহেশ্বরী আমার বাম পার্শ্বে নিত্য রক্ষা করুন। কৌমারী পর্ব্বতে এবং বারাহী জলে রক্ষা করুন। ২৫

নারসিংহী অরণ্য মধ্যে দ্রংষ্ট্রিজীবগণের ভয় হইতে রক্ষা করুন এবং ঐন্দ্রী আকাশে সমুদয় জল ও স্থলভাগে আমাকে রক্ষা করুন। ২৬

সেতু সকল অঙ্গুলী রক্ষা করুন এবং দেবাদি কর্ণদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন। দেবান্ত চিবুকে এবং শক্তিপঞ্চম পার্শ্বদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২৭

ত এবং য আমার উরুদ্বয়ে এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২৮

য সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং রোমকূপের রক্ষা বিধান করুন। ষ সদা সর্ব্বদা আমার ত্বকে ওষ্ঠে এবং নখ, দন্ত ও কর আদিতে রক্ষা করুন। ২৯

দেবাদি আমার বস্তিদেশে রক্ষা করুন এবং দেবান্ত আমার কক্ষদ্বয়ে রক্ষা করুন। য ইত্যাদি সর্ব্বব অবয়বে রক্ষা করুন এবং সেতু দেহের বহির্ভাগে রক্ষা করুন। ৩০-৩১

এই বৈষ্ণবী তন্ত্র মন্ত্র—আমার আজ্ঞা চক্রে, সুষুম্নায়, ষট্‌চক্রে, হৃদয়ের সন্ধিস্থলে, আদি ষোড়শচক্রে এবং ললাটকোষে নিত্য বিদ্যমান হইয়া রক্ষা করুন। ৩২

সমুদয় গর্ভ, নাড়ী, পার্শ্ব কুক্ষি, শিরানিচয়, রুধির, স্নায়ু, মজ্জা, মস্তিষ্ক এবং সমুদয় পর্ব্বভাগে দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর মন্ত্রময় কবচ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৩৩

১। ক্রীঁ—ইতি পাঠান্তরম্।

নাসারন্ধ্রে মহামায়া কণ্ঠরন্ধ্রে তু বৈষ্ণবী।
সর্ব্বসন্ধিষু মাং পাতু দুর্গা দুর্গার্ত্তিহারিণী ॥ ৩৫
শ্রোত্রয়োহূঁ ফড়িত্যেবং নিত্যং রক্ষতু কালিকা।
নেত্রবীজত্রয়ং নেত্রে সদা তিষ্ঠতু রক্ষিতুম্ ॥ ৩৬
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ নাসিকায়াং রক্ষন্তী চাস্তু চণ্ডিকা।
ওঁ হ্রীঁ[১] হূঁ মাং সদা তারা জিহ্বামূলে তু তিষ্ঠতু ॥ ৩৭
হৃদি তিষ্ঠতু মে সেতুর্জ্ঞানং রক্ষিতুমুত্তমম্।
ওঁ ক্ষৌঁ ফট্ চ মহামায়া পাতু মাং সর্ব্বতঃ সদা ॥ ৩৮
যুঁ সঃ প্রাণান্ কৌশিকী মাং প্রাণান্ রক্ষতু রক্ষিকা।
হ্রীঁ হূঁ সৌঁ ভর্গদয়িতা দেহশূন্যেষু পাতু মাম্ ॥ ৩৯
নমঃ সদা শৈলপুত্রী সর্ব্বান্ রোগান্ প্রমৃজ্যতাম্ ॥ ৪০
হ্রীঁ সঃ স্ফেঁ ক্ষঃ ফড়স্ত্রায় সিংহব্যাঘ্রভয়াদ্রণাৎ।
শিবদূতী পাতু নিত্যং হ্রীঁ সর্ব্বাস্ত্রেষু তিষ্ঠতু ॥ ৪১
ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সশ্চণ্ডঘণ্টা কর্ণচ্ছিদ্রেষু পাতু মাম্ ॥ ৪২
ক্রৌং সঃ কামেশ্বরী কামানভিতিষ্ঠতু রক্ষতু।
ওঁ আং হুং ফড়ুগ্রচণ্ডা রিপূন্ বিঘ্নান্ বিমর্দ্দতাম্ ॥ ৪৩

রেতঃ, বায়ু, নাভিরন্ধ্র এবং সকল প্রকার পৃষ্ঠসন্ধিতে তৃতীয় ষড়ক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৩৪

মহামায়া আমার নাসারন্ধ্রে রক্ষা করুন, বৈষ্ণবী কণ্ঠরন্ধ্রে রক্ষা করুন এবং দুর্গত্তিহারিণী দুর্গা আমার সকল সন্ধিস্থলে রক্ষা করুন। ৩৫

শ্রোত্রদ্বয়ে হূঁ ফট্ এই প্রকারে কালিকা নিত্য রক্ষা করুন এবং নেত্র রক্ষা করিতে বীজত্রয় অবস্থান করুক। ৩৬

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ এই বীজান্বিতা চণ্ডিকা নাসাভাগ রক্ষা করত অবস্থান করুন এবং ঐঁ হ্রীঁ হূঁ এই বীজান্বিতা তারা সর্ব্বদা জিহ্বামূলে অবস্থান করুন। ৩৭

সেতু আমার হৃদয়ে অবস্থান করত উত্তম জ্ঞান রক্ষা করুন এবং ওঁ ক্ষৌঁ ফট্ এই বীজসম্বলিতা মহামায়া আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। ৩৮

ওঁ যুং সঃ এই বীজান্বিতা রক্ষাকারিণী কৌশিকী সর্ব্বদা আমার প্রাণ রক্ষা করুন এবং ওঁ হূং সৌঁ এই বীজান্বিতা ভর্গদয়িতা দেহশূন্য স্থানে আমায় রক্ষা করুন। ৩৯

ওঁ নমঃ এই বীজান্বিতা শৈলপুত্রী আমার সকল প্রকার রোগের নাশ করুন। ৪০

ওঁ হ্রীঁ সঃ স্ফেঁ ক্ষঃ অস্ত্রায় ফট্ এই বীজযুতা শিবদূতী নিত্য সকল অস্ত্রে স্থিত হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্রভয় হইতে এবং যুদ্ধকালে আমাকে রক্ষা করুন। ৪১

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সঃ এই বীজান্বিতা চণ্ডঘণ্টা আমার কর্ণছিদ্র রক্ষা করুন। ৪২

ওঁ ক্রৌঁ সঃ এই বীজান্বিতা কামেশ্বরী আমার কাম অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু-সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিদ্যমান হউন। ওঁ আঁ হূঁ ফট্ এই বীজশালিনী উগ্রচণ্ডা আমাদিগের রিপু এবং বিঘ্ন সকলকে বিমর্দ্দিত করুন। ৪৩

১। ক্লীং—পাঠান্তরম্।

*ওঁ অং শূলাৎ পাতু নিত্যং বৈষ্ণবী জগদীশ্বরী।
কং ব্রহ্মাণী পাতু চক্রাৎ চং রুদ্রাণী তু শক্তিতঃ॥ ৪৪
টং কৌমারী পাতু বজ্রাৎ তং বারাহী তু কাণ্ডতঃ॥ ৪৫
পং পাতু নারসিংহী মাং ক্রব্যাদেভ্যস্তথান্ততঃ॥ ৪৬
শস্ত্রাস্ত্রেভ্যঃ সমস্তেভ্যো যন্ত্রেভ্যোঽনিষ্টমন্ত্রতঃ।
চণ্ডিকা মাং সদা পাতু যঁ সঁ দেব্যৈ নমো নমঃ॥ ৪৭
বিশ্বাসঘাতকেভ্যো মামৈন্দ্রী রক্ষতু মন্মনঃ॥ ৪৮
ওঁ নমো মহামায়ায়ৈ ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমো নমঃ।
রক্ষ মাং সর্ব্বভূতেভ্যঃ সর্ব্বত্র পরমেশ্বরি॥ ৪৯
আধারে বায়ুমার্গে হৃদি কমলদলে চন্দ্রবংশ্মেরসূর্য্যে,
বস্তৌ বহ্নৌ সমিদ্ধে বিশতু বরদয়া মন্ত্রমষ্টাক্ষরন্তৎ।
যদ্‌ব্রহ্মা মূর্দ্ধ্নি ধত্তে হরিরবতি চন্দ্রচূড়ো হৃদিস্থং,
তং মাং পাতু প্রধানং নিখিলমতিশয়ং পদ্মগর্ভাণ্ডবীজম্॥ ৫০
আদ্যাঃ শেষাঃ স্বরৌঘৈর্মযবলবরৈ-রস্বরেণাপি যুক্তৈঃ,
সানুস্বারাবিসর্গৈর্হরিহরবিদিতং যৎসহস্রঞ্চ সাষ্টম্।
মন্ত্রাণাং সেতুবন্ধং নিবসতি সততং বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রে,
তন্মাং পায়াৎ পবিত্রং পরমপরমজং ভূতলব্যোমভাগে॥ ৫১
অঙ্গান্যষ্টৌ তথাষ্টৌ বসব ইহ তথৈবাষ্টমূর্ত্তির্দ্দলানি,
প্রোক্তান্যষ্টৌ তথাষ্টৌ মধুমতিরচিতাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ তথৈব।
অষ্টাবষ্টাষ্টসংখ্যা জগতি রতিকলাঃ ক্ষিপ্রকাষ্ঠাঙ্গযোগা
ময্যষ্টাবক্ষরাণি ক্ষরতু ন হি গণো যদ্ধদো যস্তমূষাম্॥ ৫২

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজান্বিতা কালরাত্রি খড়্গ হইতে আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ অং এই বীজান্বিতা জগদীশ্বর বৈষ্ণবী আমাকে শূল হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ কং এই বীজান্বিতা ব্রহ্মাণী আমাকে চক্র হইতে আর ওঁ চং এই বীজান্বিতা রুদ্রাণী আমাকে শক্তি হইতে রক্ষা করুন। ৪৪

ওঁ টং এই বীজযুক্তা কৌমারী আমাকে বজ্র হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ তং এই বীজযুক্তা বারাহী আমাকে কাণ্ড হইতে রক্ষা করুন। ৪৫

ওঁ পং এই বীজযুক্ত নারসিংহী আমাদিগকে ক্রব্যাদ্‌গণের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ৪৬

ওঁ যং এই বীজান্বিতা চণ্ডিকা সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র হইতে এবং নিখিল যন্ত্র এবং অনিষ্টকারী মন্ত্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন, দেবীকে নমস্কার করি। ৪৭

যং নমঃ ঐন্দ্রী আমাকে বিশ্বাসঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ৪৮

মহামায়া বৈষ্ণবী দেবীকে ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করি। সেই পরমেশ্বরী আমাকে নিখিল ভূতগণ হইতে রক্ষা করুন। ৪৯

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অষ্টাক্ষরাত্মক মন্ত্র আমার আধার শক্তিতে বায়ুমার্গে, হৃদয়ে এবং চন্দ্ররশ্মি ও সূর্য্যযুক্ত কমলদলে, বস্তিস্থানে এবং বহ্নিতে অধিষ্ঠান করুন। যাহাকে—ব্রহ্মা মস্তকে, বিষ্ণু গলদেশে এবং মহেশ্বর কণ্ঠে ধারণ করেন, সেই ব্রহ্মাণ্ড-বীজ সকলের প্রধান মন্ত্র আমাকে রক্ষা করুন। ৫০

---

* 'ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুঁ। হ্রুঁ কালরাত্রিঃ খড়্গাৎ রক্ষতু মাং সদা'—ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

ইতি তৎকবচং প্রোক্তং ধর্ম্মকামার্থসাধকম্ ।
ইদং রহস্যং পরমমিদং সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥ ৫৩
যঃ সকৃৎ শৃণুয়াদেতৎ কবচং ময়কোদিতম্ ।
স সর্ব্বান্ লভতে কামান্ পরত্র শিবরূপতাম্ ॥ ৫৪
সকৃদ্ যস্তু পঠেদেতৎ কবচং ময়কোদিতম্ ।
স সর্ব্বযজ্ঞস্য ফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
সংগ্রামেষু জয়েচ্ছত্রুং মাতঙ্গানিব কেশরী ॥ ৫৬
দহেৎ তৃণং যথা বহ্নিস্তথা শত্রুং দহেৎ সদা ॥ ৫৭
নাস্ত্রাণি তস্য শস্ত্রাণি শরীরে প্রবিশন্তি বৈ ।
ন তস্য জায়তে ব্যাধির্ন চ দুঃখং কদাচন ॥ ৫৮
গুটিকাঞ্জনপাতাল-পাদলেপরসাঞ্জনম্ ।
উচ্চাটনাদ্যাস্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রসীদন্তি চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৯
বায়োরিব গতিস্তস্য ভবেদন্যৈরবারিতা ।
দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ ধনবানভিজায়তে ॥ ৬০
অষ্টম্যাং সংযতো ভূত্বা নবম্যাং বিধিবচ্ছিবাম্ ।
পূজয়িত্বা বিধানেন বিচিন্ত্য মনসা শিবাম্ ।
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬১
জিতব্যাধিঃ শতায়ুশ্চ রূপবান্ গুণবান্ সদা ।
ধনরত্নৌঘসম্পূর্ণো বিদ্যাবান্ স চ জায়তে ॥ ৬২

যে বৈষ্ণবী মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র সেতুবন্ধ মন্ত্র বিদ্যমান, সেই অ ক চ ট প্রভৃতি অষ্টাক্ষর মন্ত্র সস্বর, স্বরহীন, সানুস্বার, স-বিসর্গ ইত্যাদি বিধিরূপে আমাকে স্বর্গ, ভূতল ও জলে রক্ষা করুন। ধর্ম্ম কাম এবং অর্থের সাধন এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। ইহা অতি রহস্য এবং সকল প্রকার অর্থের সাধক। ৫১-৫৩

যে ব্যক্তি আমাকর্তৃক উক্ত এই কবচ একবার শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সমুদয় কাম প্রাপ্ত হয় এবং পরকালে শিবস্বরূপতা লাভ করে। ৫৪

আমাকর্তৃক কথিত এই কবচ যে ব্যক্তি একবার পাঠ করে, সে সকল প্রকার যজ্ঞের ফল লাভ করে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৫৫

কেশরী যেমন অবলীলাক্রমে হস্তীকে পরাজয় করে, সেইরূপ সে সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাজয় করে। ৫৬

অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সেও শত্রুদিগকে দগ্ধ করে। ৫৭

তাহার শরীরে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই প্রবেশ করে না এবং তাহার কোন ব্যাধি বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না। ৫৮

গুটীকাঞ্জন, পাতাল পাতন, পরমাঞ্জন প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি আছে, সে সকলই ইহা দ্বারা প্রসন্ন হয়। ৫৯

তাহার গতি বায়ুর ন্যায় হইবে এবং তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ, কামভোগী এবং ধনবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬০

অষ্টমীতে সংযত হইয়া নবমীতে ভগবতী দুর্গার বিধিবৎ পূজা করিয়া, যে ব্যক্তি নিজদেহে কবচের বিন্যাস করে, তাহার সম্যক্ ফল শ্রবণ কর। ৬১

নাগ্নির্দহতি তৎকায়ং নাপঃ সংক্লেদয়ন্তি চ।
ন শোষয়তি তং বায়ুঃ ক্রব্যাত্তং ন হিনস্তি চ ॥ ৬৩
শস্ত্রাণি নৈশ্ছিন্দন্তি ন তাপয়তি ভাস্করঃ।
ন তস্য জায়তে বিঘ্নো নাস্তি তস্য চ সংজ্বরঃ ॥ ৬৪
বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা গণনায়কাঃ।
সর্ব্বে তস্য বশং যান্তি ভূতগ্রামাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ৬৫
নিত্যং পঠতি যো ভক্ত্যা কবচং হরনির্ম্মিতম্।
সোঽহমেব মহাদেবো মহামায়া চ মাতৃকা ॥ ৬৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ তস্য নিত্যং করে স্থিতাঃ।
অন্যস্য বরদঃ সোঽর্থৈর্নিত্যং ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৬৭
কবিত্বং সত্যবাদিত্বং সততং তস্য জায়তে।
বদেৎ শ্লোকসহস্রাণি ভবেচ্ছ্রুতিধরস্তথা ॥ ৬৮
লিখিতং যস্য গেহে তু কবচং ভৈরব স্থিতম্।
ন তস্য দুর্গতিঃ কাপি জায়তে তস্য দূষণম্ ॥ ৬৯
গ্রহাশ্চ সর্ব্বে তুষ্যন্তি বশং গচ্ছন্তি ভূমিপাঃ ॥ ৭০
যদ্রাজ্যে কবচস্তোঽস্তি জায়ন্তে তত্র নেতয়ঃ ॥ ৭১
সেতুর্দেবঃ শক্তিবীজং পঞ্চমোহায় তে নমঃ।
বায়ুর্বলেন চৈতায়ৈ দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরং ত্বিদম্ ॥ ৭২

তাহার ব্যাধি হয় না, পরমায়ু শতবর্ষ হয় এবং সে রূপবান্, গুণবান্, ধন এবং রত্নসমূহে পরিপূর্ণ, বিদ্যাবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬২

অগ্নি তাহার শরীরকে দগ্ধ করে না এবং জলও ক্লিন্ন করে না, বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মাংসাশিগণ তাহাকে মারিতে পারে না। ৬৩

শস্ত্র সকল তাহাকে ছেদ করিতে পারে না। সূর্য্য তাহাকে তাপিত করিতে পারেন না। তাহার কোনরূপ বিঘ্ন বা পীড়া হয় না। ৬৪

বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস এবং গণনায়ক এই চারি প্রকার ভূতযোনি তাহার বশীভূত হয়। ৬৫

যে এই মহাদেব-নির্ম্মিত কবচ নিত্য পাঠ করে, সে আমার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং মহাদেব, মহামায়া, মাতৃকাবর্গ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এ সকল তাহার হস্তের মুষ্টিমধ্যে অবস্থিতি করে। সে পণ্ডিত এবং অপরকে বর দানে সমর্থ হয়। ৬৬-৬৭

সর্ব্বদা তাহার কবিত্ব এবং সত্যবাদিত্ব উৎপন্ন হয়। সে প্রত্যহ এক সহস্র শ্লোক বলিতে পারে ও শ্রুতিধর হয়। ৬৮

হে ভৈরব! যাহার গৃহে এই কবচ লিখিত হইয়া স্থিতি করে, তাহার কোনরূপ দুর্গতি বা দূষণ হয় না। ৬৯

গ্রহ সকল তাহার উপর তুষ্ট এবং রাজা সকল বশীভূত হয়। ৭০

আর যে রাজ্যে এই কবচ অবস্থান করে, সে রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি উৎপন্ন হয় না। ৭১

সেতু শক্তিবীজ পঞ্চমরূপ, তাঁহার কখন হীনতা হয় না। তিনি বলে বায়ু-তুল্য এবং দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরাত্মক। ৭২

সেতুর্দেবোঽথ বৈষ্ণব্যৈ ষড়ক্ষরমিদং স্মৃতম্ ॥ ৭৩
এতদ্দ্বয়ন্তু জিহ্বাগ্রে সততং যস্য বর্ত্ততে।
তস্য দেবী মহামায়া কায়ে তিষ্ঠতি বৈ সদা ॥ ৭৪
মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুস্তৎসেতুঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৫
ক্ষরত্যনোঙ্কৃতঃ পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে ॥ ৭৬
নমস্কারো মহামন্ত্রো দেব ইত্যুচ্যতে সুরৈঃ।
দ্বিজাতীনাময়ং মন্ত্রঃ শূদ্রাণাং সর্ব্বকর্ম্মণি ॥ ৭৭
অকারং চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়াৎ সমুদ্ধৃত্য প্রণবং নির্ম্মমে পুরা ॥ ৭৮
স উদাত্তো দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞাং স্যাদনুদাত্তকঃ।
প্রচিতশ্চোরুজাতানাং মনসাপি তথা স্মরেৎ ॥ ৭৯
চতুর্দ্দশস্বরো যোঽসৌ শেষ ঔকারসংজ্ঞকঃ।
স চানুস্বারচন্দ্রাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে ॥ ৮০
নিঃসেতু চ যথা তোয়ং ক্ষণান্নিম্নং প্রসর্পতি।
মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাৎ ক্ষরতি যজ্বনাম্ ॥ ৮১
তস্মাৎ সর্ব্বত্র মন্ত্রেষু চতুর্বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
পার্শ্বয়োঃ সেতুমাদায় জপকর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ৮২
শূদ্রাণামাদিসেতুর্বা দ্বিঃসেতুর্বা যথেচ্ছতঃ।
দ্বিঃসেতবঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বদৈব দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৮৩

বৈষ্ণবীর সেতু ষডক্ষরাত্মক এবং শুভদায়ক। ৭৩

এই তিনটি সর্ব্বদা যাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হয়; দেবী মহামায়া, সর্ব্বদা তাঁহার শরীরে অধিষ্ঠান করেন। ৭৪

সেতু মন্ত্রের প্রণবস্বরূপ, এই হেতু সেতু প্রণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৭৫

ইহা পূর্ব্বে অলঙ্কৃত হয় এবং পরে শেষ হয়। ৭৬

নমস্কার মহামন্ত্র—দেবগণ উহাকে দ্বিজাতিদিগের দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং শূদ্রদিগের উহা সকল কর্ম্মে মহামন্ত্র স্বরূপ। ৭৭

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা,—অকার, উকার এবং মকার এই তিনটি অক্ষরকে বেদত্রয় হইতে নিষ্কাসিত করিয়া প্রণব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৭৮

সেই ওঁ কার ব্রাহ্মণদিগের উদাত্ত এবং ক্ষত্রিয়দিগের অনুদাত্ত উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। বৈশ্যেরা মনে মনে স্মরণ করিলে প্রশস্ত ফল লাভ করে। ৭৯

চতুর্দ্দশ স্বরের মধ্যে শেষকালে যে ঔকার আছে, উহা অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু দ্বারা যুক্ত হইয়া শূদ্রদিগের সেতু হয়। ৮০

জল যেমন আলরহিত হইলে নিম্নদিকে গমন করে, মন্ত্রও সেইরূপ সেতু রহিত হইলে ক্ষরিত হয়। ৮১

এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, সকল মন্ত্রের উভয় পার্শ্বে সেতু স্থাপন পূর্ব্বক জপ কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ৮২

শূদ্রেরা ইচ্ছানুসারে মন্ত্রের প্রথমে একবার মাত্র সেতু দিতে পারে অথবা আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দিতে পারে। দ্বিজাতিমাত্রেই "দ্বিঃ-সেতু" বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তাহাদের আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দেওয়া বিধেয়। ৮৩

ঔর্ব্ব উবাচ—

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কবচং ত্র্যম্বকোদিতম্।
অভেদ্যং কবচং তত্তু কবচাষ্টকমুত্তমম্॥ ৮৪
মহামায়ামন্ত্রকল্পং কবচং মন্ত্রসংযুতম্।
ষড়ক্ষরসমাযুক্তং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্॥ ৮৫
এতৎ ত্বং নৃপশার্দ্দূল নিত্যভক্তিযুতঃ পঠন্।
জপন্ মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণব্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ৮৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে মহামায়ামন্ত্রকল্পো
নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

শ্রুত্বেমং সগরো রাজা সংবাদং ভৈরবেণ বৈ।
বেতালেনাপি ভর্গস্য পুনরৌর্ব্বমপৃচ্ছত॥ ১

সগর উবাচ—

মন্ত্রং কলেবরগতং সাঙ্গং প্রোক্তং ত্বয়া দ্বিজ।
অঙ্গমন্ত্রাণি মে দেব্যাঃ কথ্যন্তাং ভো দ্বিজোত্তম॥ ২
তথা মন্ত্রাণি সর্ব্বাণি পূজাস্থানানি সর্ব্বশঃ।
তথৈবোত্তরমন্ত্রাণি কবচানি পৃথক্ পৃথক্॥ ৩

ঔর্ব্ব বলিলেন,—মহাদেব কর্ত্তৃক কথিত সকল কবচই তোমার নিকট বলিলাম। এই কবচাষ্টক উত্তম একটি অভেদ কবচ-স্বরূপ। ৮৪

এই মন্ত্রসংযুক্ত ষড়ক্ষর কবচ মহামায়া মন্ত্রকল্প এবং তিনলোকে দুর্ল্লভ। ৮৫

হে নৃপশার্দ্দূল! নিত্য ভক্তিসহকারে এই কবচ পাঠ কর এবং বৈষ্ণবী দেবীর মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৮৬

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

অঙ্গ-মন্ত্র কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—মহারাজ সগর বেতাল ও ভৈরবের সহিত ভর্গের এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ঔর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমাকে সাবয়ব অঙ্গি-মন্ত্র বলিলেন, এক্ষণে অঙ্গমন্ত্র সকল কীর্ত্তন করুন। ২

তাহাদের যেরূপ তন্ত্র, যেরূপ পূজাসন, যেরূপ পরিশিষ্ট মন্ত্র এবং যেরূপ কবচ এই সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করুন। ৩